সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণ

'কিতাবুয যুহ্দ' গ্রন্থের অনুবাদ

রাসূলের চোখে দুনিয়া

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ : জিয়াউর রহমান মুন্সী

সূচীপত্র

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

রাসূলের চোখে দুনিয়া

[‘কিতাবুয যুহ্দ’ গ্রন্থের অনুবাদ]

১

সূচীপত্র

রাসূলের চোখে দুনিয়া

['কিতাবুয যুহ্‌দ' গ্রন্থের অনুবাদ]

১

মূল (আরবি):

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

(মৃত্যু ২৪১ হি. / ৮৫৫ খৃ.)

অনুবাদ :

জিয়াউর রহমান মুন্সী

রাসূলের চোখে দুনিয়া

ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-২৬৪৯

প্রকাশকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ :
১ম মুদ্রণ: ২২ মুহাররম ১৪৩৯ হিজরি / ১৩ অক্টোবর ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

১ম সংস্করণ :
৩য় মুদ্রণ: ২৩ যুল-কা'দা ১৪৩৮ হিজরি/ ১৮ জুলাই ২০১৭ খৃষ্টাব্দ
২য় মুদ্রণ: ১৭ রমাদান ১৪৩৮ হিজরি/ ১৩ জুন ২০১৭ খৃষ্টাব্দ
১ম মুদ্রণ: ১ রমাদান ১৪৩৮ হিজরি/ ২৮ মে ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক : ইসমাইল হোসাইন

বইমেলা পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.কম

ওয়াফি লাইফ

মূল্য : ২৭৫ [দুই শ পঁচাত্তর] টাকা মাত্র।

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪

https://www.facebook.com/maktabatulbayan

Rasuler Chokhe Duniya (The World through the Eyes of the Messenger) being a Translation of *Kitāb al-Zuhd* of Imām Ahmad ibn hambal translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition in 2017.

“

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِيْ وَ مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا

“এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে গ্রীষ্মের একদিন এক বৃক্ষ-ছায়ায় ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।”

[*রাসূলের চোখে দুনিয়া*, হাদীস নং ৩৪, ৬৪ ও ৭২]

[ভাগাড়ে পড়ে থাকা একটি মৃত ভেড়া দেখিয়ে] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ عَلٰى أَهْلِهَا حِيْنَ أَلْقَوْهَا

“ফেলে দেওয়ার সময় মালিকের নিকট এ ভেড়াটি যতো তুচ্ছ মনে হয়েছে, আল্লাহ তাআলা’র নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ।”

[প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৯]

”

বিষয়সূচি

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা	৯
অনুবাদকের কথা	১১
লেখক পরিচিতি	১৫
বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ	১৭
মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া	১৮
আদম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১০৮
নূহ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১১৩
ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১১৭
ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১২৩
আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১২৭
ইউনুস (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৩৩
মূসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৩৬
দাঊদ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৫২
সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৬৬
ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া	১৭৪

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পহেলা রমাদান আমরা *রাসূলের চোখে দুনিয়া* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুরুতে আমাদের মনে এই শঙ্কা কাজ করছিল—আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চপেটাঘাত করে এমন হাদীসের সঙ্কলন বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হলে, আমাদের পাঠককুল আদৌ তা পড়বেন কিনা! কিন্তু আমাদের সকল আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পহেলা রমাদান বাজারে আসা এই বইয়ের প্রায় সব কপি ষোলো রমাদানের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়! ফলে সতেরো রমাদান আমরা এর দ্বিতীয় মুদ্রণে যেতে বাধ্য হই। আলহামদু লিল্লাহ, গতো চার মাসে এই বইয়ের তিনটি মুদ্রণ শেষ হয়েছে!

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমরা লিখেছিলাম, *'তারপরও কোনো সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনো ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।'* আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পাঠককুল এই আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। গত চার মাসে আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি নানা সংশোধনী ও আন্তরিক পরামর্শ। এসবের ভিত্তিতে আমরা আর পুনর্মুদ্রণে না গিয়ে, যথারীতি নতুন সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেছি।

নানা সংশোধনী কার্যকর করার পাশাপাশি এই সংস্করণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। যুক্তাক্ষর সরলীকরণের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির সর্বশেষ অভিধান-রীতির প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠার বিস্তৃত সূচিপত্রকে পরিহার করে, প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোনামকে সূচিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। ভেতরে প্রত্যেকটি হাদীসের দীর্ঘ শিরোনামকে হ্রস্ব করার পাশাপাশি কিছু শব্দেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু মূলগ্রন্থে হাদীসের কোনো শিরোনাম ছিল না, তাই এসব পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থের মূলপাঠে কোনো

পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বর্তমান সংস্করণটি নির্ভুল—এই দাবি করার দুঃসাহস আমাদের নেই। তাই যে-কোনো ভুল পাঠকবর্গের নজরে পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন মুদ্রণের ন্যায় বর্তমান সংস্করণটিও পাঠকবর্গের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জীবনকে এই গ্রন্থের মূলশিক্ষার আলোকে বিন্যস্ত করার তাওফীক দিন। আমীন!

সকল প্রশংসা জাহানসমূহের অধিপতি আল্লাহর।

রবের রহমত প্রত্যাশী

প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

দুনিয়া এক রহস্য-ঘেরা জায়গা! এখানে মানুষ আসে। শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সিঁড়ি বেয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে যায়। কোত্থেকে এলো, কেন এলো, কোথায় গেলো—এসব প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষের মনে বারবার উঁকি দেয়; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দুনিয়ার মোহ ও সুখ-ভোগের নেশার নিচে চাপা পড়ে থাকে।

দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ কেন এখানে আসে, আবার কেনই বা এখান থেকে চলে যায়? এখানে তার করণীয় কী? দুনিয়ার কতোটুকু অংশ গ্রহণীয়, আর কতোটুকু বর্জনীয়?—এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের সূচনালগ্ন থেকেই নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কতিপয় দার্শনিকও নানাভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে, অধিবিদ্যা (metaphysics)-এর এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের একমাত্র ভিত্তি হলো 'আন্দাজ-অনুমান (speculation)'। বিপরীত দিকে, নবি-রাসূলদের জবাবের ভিত্তি হলো ওহি—নির্ভুলতম জ্ঞান।

দুনিয়া সম্পর্কে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়িদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী—তা নিয়ে হিজরি দ্বিতীয় শতকের খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম *কিতাবুয যুহ্দ।* *'যুহ্দ'* শব্দের আভিধানিক অর্থ 'দুনিয়া-বিরাগ'। গ্রন্থটির নবি-রাসূল অংশে তিনি মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আদম, নূহ, ইবরাহীম, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, ইউনুস, মূসা, দাঊদ, সুলাইমান, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবি-রাসূলের দুনিয়া-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল রেখে বাংলা অনুবাদে এ অংশের নাম দেওয়া

হয়েছে *রাসূলের চোখে দুনিয়া।* ইন শা আল্লাহ, আমরা অচিরেই কিতাবুয যুহ্‌দ-এর বাদবাকি অংশ যথাক্রমে *সাহাবিদের চোখে দুনিয়া* ও *তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া* শিরোনামে প্রকাশ করবো।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) সহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ যুহ্‌দ বা দুনিয়া-বিরাগ-এর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে এসব গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, *'যুহ্‌দ-এর উপর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে ইমাম আহমাদ-এর লিখিত গ্রন্থটি সর্বোত্তম।'*

ড. মুহাম্মাদ জালাল শারাফ আরবের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে সম্পাদনা করে ১৯৮১ সালে গ্রন্থটিকে *কিতাবুয যুহ্‌দ* শিরোনামে বৈরুতের *দারুন নাহ্‌দাতিল আরাবিয়্যাহ* থেকে প্রকাশ করেন। এর দু-বছর পর ১৯৮৩ সালে বৈরুতের আরেক প্রকাশনা সংস্থা *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ* গ্রন্থটিকে *আয-যুহ্‌দ* শিরোনামে প্রকাশ করে। *রাসূলের চোখে দুনিয়া* প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মূলত *দারুন নাহ্‌দাতিল আরাবিয়্যাহ* সংস্করণটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কোথাও পাঠগত অস্পষ্টতা দেখা দিলে, *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ* সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। *'রাসূলের চোখে দুনিয়া'* অংশে মূসা (আ.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা নিয়ে সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার একটি বিবরণ অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ বর্ণনার বেশিরভাগ অংশই নেওয়া হয়েছে ইসরাঈলিয়াত থেকে; তেমনিভাবে দাঊদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটি জঘন্য মনগড়া গল্পবিশেষ অনুবাদ করা হয়নি, কারণ মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসদের অধিকাংশের মতে তা হলো কতিপয় বিকৃতরুচি ইয়াহূদি কর্তৃক উদ্ভাবিত নোংরা গল্পের অংশবিশেষ। তাছাড়া নাহ্‌দা সংস্করণে লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর যুহ্‌দ নিয়ে আলোচনা থাকলেও, তাঁর নুবুওয়াতের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক থাকায় আমাদের অনুবাদগ্রন্থে এ অংশটি রাখা হয়নি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাবুয যুহ্‌দ গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করে গিয়েছেন, হাদীসের শিরোনাম ও ক্রমিক নম্বর দেননি। পাঠকদের পাঠ ও উদ্ধৃতির সুবিধার্থে আমরা বাংলা অনুবাদে হাদীসের শিরোনাম ও ক্রমিক নম্বর দিয়েছি। শিরোনাম চয়নে সংশ্লিষ্ট হাদীসের

শব্দাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও মূলভাব তুলে আনা হয়েছে। কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক যেসব হাদীস এ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলোকে "তুলনীয় হাদীস নং" শব্দগুচ্ছ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন ২১৭ নং হাদীস শেষে লেখা হয়েছে—[তুলনীয়: হাদীস নং ৬৫; ১৫৮]। তার মানে হলো, ২১৭ নং হাদীসে যা বলা হয়েছে, তার অনুরূপ বক্তব্য এ গ্রন্থের ৬৫ ও ১৫৮ নং হাদীসেও বিদ্যমান।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থটি আরবি থেকে বাংলা অনুবাদ হলেও নবি-রাসূলদের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আরবি পাঠ ও তারপর বাংলা অনুবাদ দিয়েছি; বিশুদ্ধ উচ্চারণের স্বার্থে আরবি স্বরচিহ্নও যুক্ত করেছি।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে দীর্ঘ স্বর রয়েছে। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষী লোকদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ওয়াহ্ইয়ু' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'অহি'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'ওহি' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটি মূলত হাদীস-সংক্রান্ত। এতে লেখকের নিজস্ব কোনো অভিমত ব্যক্ত করা হয়নি; শুধু ধারাবাহিকভাবে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়িদের বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর মূল বর্ণনাকারী ও সঙ্কলক হলেন আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ। গ্রন্থটিতে বুখারি, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ সহ পরিচিত কোনো হাদীস-গ্রন্থের উদ্ধৃতি না থাকায় কেউ কেউ অবাক হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো—উপরোল্লিখিত সকল হাদীস-গ্রন্থই রচিত হয়েছে আহমাদ ইবনু হাম্বালের পর। এদের মধ্যে ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাঊদ ছিলেন তাঁর ছাত্র।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল নিজেই হাদীসশাস্ত্রের একজন প্রথম সারির মুজতাহিদ ইমাম ও প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ। তাঁর *আল-মুসনাদ* গ্রন্থটির ন্যায় *আয-যুহ্দ* গ্রন্থটিও তিনি নিজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এ অনুবাদে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পূর্ণাঙ্গ সনদ বা বর্ণনা-পরম্পরা উল্লেখ না করে কেবল সর্বশেষ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রায় সাড়ে এগারো শত বছর পূর্বে এই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচিত হলেও আমাদের জানামতে ইংরেজি, উর্দু কিংবা অন্য কোনো ভাষায় অদ্যাবধি এর কোনো অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে এ অনুবাদ গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য আমরা সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনো ভুল ধরা পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলা'র নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদেরকে দুনিয়াতে সেভাবে জীবনযাপনের সামর্থ্য দেন, যেভাবে তিনি তাঁর নবি-রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী

jiarht@gmail.com

লেখক পরিচিতি

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) ১৬৪ হিজরি/৭৮০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। বাগদাদে তিনি আইন, হাদীস ও অভিধানশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন। তখন তিনি কিছুদিনের জন্য ইমাম আবূ হানীফা'র প্রধান ছাত্র ও তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইমাম আবূ ইউসুফের পাঠচক্রে হাজিরা দিয়েছিলেন। তবে বাগদাদে তিনি ছিলেন ইমাম শাফিয়ি'র একান্ত ছাত্র।

পরবর্তীতে তিনি হাদীসশাস্ত্রের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। বিশুদ্ধ হাদীসের সন্ধানে তিনি কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন ও শাম, মরক্কো, আলজেরিয়া, পারস্য, খোরাসান, মিডিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনা, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান ও ওয়াকি ইবনুল জার্রাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট তিনি হাদীস পাঠ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিয়ি, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু'—এ-সংক্রান্ত মতবাদ মেনে না নেওয়ায় সমকালীন শাসকগোষ্ঠী তাকে দু-বছরেরও বেশি সময় আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

জ্ঞান ব্যতীত পার্থিব কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। ইমাম আবূ দাঊদ সিজিস্তানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> 'আমি দু-শতাধিক বিজ্ঞ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি; তবে আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর ন্যায় কাউকে দেখিনি। মানুষ সাধারণত পার্থিব যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তিনি সেসব বিষয়ের আলোচনায় যোগ

দিতেন না। জ্ঞানের কথা আলোচনা হলেই তিনি কথা বলতেন।'

তিনি শাসকদের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন। বই লিখে যে অর্থ পাওয়া যেতো—তা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার কখনো কখনো কায়িক শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে: *আল-মুসনাদ, আর-রাদ্দু আলায-যানাদিকাহ, কিতাবুয যুহ্দ।* 'আল-মুসনাদ' নামক হাদীসশাস্ত্রের এ বিশ্বকোষটিতে তিনি প্রায় উনত্রিশ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন।

হাদীস চর্চার পাশাপাশি তিনি অজস্র আইনগত প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন, যা তাঁর ছাত্রবৃন্দ সুবিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছেন। আর এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে 'হাম্বালি মাযহাব' নামে ইসলামি আইনশাস্ত্রের আরেকটি গ্রহণযোগ্য মাযহাব।

তিনি ২৪১ হিজরি / ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বাগদাদের মাকাবিরুশ শুহাদা (শহীদি কবরস্থান)-এ দাফন করা হয়।

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া

মাসজিদে যাওয়ার গুরুত্ব

[১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে আসা-যাওয়া করে, তার প্রত্যেকবার আসা-যাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে আবাস প্রস্তুত করে দেন।"

সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেওয়ার নিন্দা

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো—যে সারা রাত ঘুমিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنِهِ أَوْ أُذُنَيْهِ

"সে তো এমন লোক যার এক কানে অথবা দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।" '

সালাতের ধরন

[৩] আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের ধরন কেমন ছিল?' জবাবে তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় সালাত আদায় করতে সক্ষম? তাঁর আমল ছিল মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম।'

রুকূ ও সাজদায় পঠিত তাসবীহ

[৪] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু ও সাজদায় এসব তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

"হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমি তোমার পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা বর্ণনা করছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"
এটি ছিল কুরআনে [সূরা আন-নাছর-এ] বর্ণিত নির্দেশের অনুসরণ।'
[তুলনীয়: বুখারি, সহীহ, অধ্যায় ৬৫, সূরা ১১০, পরিচ্ছেদ ২, হাদীস নং ৪৯৬৮ (বাইতুল আফকার সংস্করণ)]

বর্ম বন্ধক রেখে ইয়াহূদির নিকট থেকে খাবার ক্রয়

[৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহূদির নিকট থেকে বাকিতে খাবার কিনেছিলেন, আর জামানত হিসেবে ইয়াহূদিকে দিয়েছিলেন নিজের বর্ম।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৯; ১০; ১৯৫]

উত্তম আচরণ

[৬] আবূ আব্দিল্লাহ জাদালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পরিবারের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচরণ কেমন ছিল?' জবাবে তিনি বললেন, 'আচরণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি কখনো

কাউকে অশিষ্ট কথা বলতেন না, গালমন্দ করতেন না, বাজারে গিয়ে হৈচৈ করতেন না, মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতেন।'

ঘরোয়া কাজ

[৭] একব্যক্তি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরে কী কাজ করতেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'তিনি ছেঁড়া জামা তালি দেওয়া, জুতা মেরামত করা ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৮; ২১০]

[৮] আসওয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ঢুকে কী কাজ করতেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর সালাতের সময় হলে ঘর থেকে বেরিয়ে সালাত আদায় করতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭; ২১০]

ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ

[৯] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [ইন্তেকালের সময়] দীনার, দিরহাম, ভেড়া, উট—এসবের কোনো কিছুই রেখে যাননি; এবং তিনি কোনো কিছুর অসিয়তও করে যাননি।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ১০; ১৯৫]

[১০] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার-দিরহাম কিংবা দাস-দাসী—কোনো কিছুই রেখে যাননি; তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি বর্ম—যা ত্রিশ সা' খাদ্যদ্রব্যের জামানত হিসেবে এক ইয়াহূদির নিকট সংরক্ষিত ছিল।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ৯; ১৯৫]

কখনও খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না

[১১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে

খেতেন, নতুবা খেতেন না।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৪]

দানশীলতা

[১২] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি।'

দারিদ্র্য

[১৩] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسٰى فِيْ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِّنْ حَبٍّ وَلَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ

"তাঁর শপথ—যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর এমন কোনো সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়নি, যখন তাঁদের নিকট এক সা' পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল।" অথচ তখন তাঁর ছিল নয়জন স্ত্রী ও নয়টি ঘর।'

[১৪] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের দোষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, নতুবা চুপ থাকতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১১]

ইয়াহূদির নিমন্ত্রণে সাড়া

[১৫] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এক ইয়াহূদি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যবের রুটি ও বাসি গন্ধযুক্ত চর্বি খাওয়ার জন্য ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।'

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট কোনো খাবার ছিল না

[১৬] কুররা ইবনু ইয়াস মুযানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে বলেন, 'আমরা এক দীর্ঘসময় আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিক্রম করেছি, যখন আমাদের নিকট দুই কালো খাবারের কোনোটিই

ছিল না। তুমি কি জানো, দুই কালো খাবার কী? ছেলে জবাব দিলেন, 'না।' তিনি বললেন, 'খেজুর ও পানি।'

কখনো পেটভরে গমের রুটি খাননি

[১৭] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'হায় আফসোস! নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন; তিনি তো পেটভরে গমের রুটি খাননি!'

ঘরে একমাস পর্যন্ত রুটি বানানো হয়নি

[১৮] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর কখনো কখনো একমাস অতিক্রান্ত হয়ে যেতো, অথচ কোনো রুটি বানানো হতো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, 'হে উম্মুল মুমিনীন! তাহলে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী খেয়ে থাকতেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী ছিল কতিপয় আনসার—আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন—তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কিছু দুধ উপহার দিতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৫৩]

খাবার গ্রহণে বিনয়

[১৯] আতা ইবনু আবী রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে প্রবেশ করলো; তখন তিনি একটি বালিশে হেলান দেওয়া, আর সামনে একটি ট্রে'র উপর কিছু রুটি রাখা। তিনি রুটিগুলো নিচে নামিয়ে রেখে বালিশটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন,

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

"আমি তো নিছক একজন দাস। দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই; দাস যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২১]

দীর্ঘদিন পেটভরে উষ্ণ খাবার খাননি

[২০] আবূ সালিহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একবার খানা খাওয়ার জন্য ডাকা হলো। খানা শেষে তিনি আল্লাহ

তা'আলা'র প্রশংসা করে বললেন,

مَا مَلَأْتُ بَطْنِيْ بِطَعَامٍ سَخْنٍ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا

"অমুক দিন থেকে আমি পেটভরে উষ্ণ খাবার খাইনি।" '

[২১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোনো খাবার আনা হলে তিনি তা মাটিতে নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলতেন,

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

"আমি তো নিছক একজন দাস। দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই; দাস যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৯]

বিলাসী পানীয় পরিহার

[২২] ইয়াযীদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি কাসীত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদামের মিশ্রণে তৈরি এক বিশেষ তরল খাবার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আনা হলো। পানি মেশানোর সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هٰذَا؟। এটি কী?" তাঁরা বললেন, 'যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদাম মিশ্রিত খাবার।' তিনি বললেন,

أَخِّرُوْهُ عَنِّيْ هٰذَا شَرَابُ الْمُتْرَفِيْنَ

"এটি আমার কাছ থেকে সরাও; এটি বিলাসী মানুষের পানীয়।" '

বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

[২৩] মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইয়েমেনে (গভর্নর হিসেবে) পাঠানোর সময় বলেন,

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

"বিলাসিতা থেকে দূরে থেকো, কারণ আল্লাহ'র বান্দারা বিলাসী হয় না।" '

জামার আস্তিনের দৈর্ঘ্য

[২৪] বাদিল উকবালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'

এক সাহাবির জামার দীর্ঘ হাতা কেটে দেন

[২৫] আলি ইবনু ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলা ইবনুল হাদরামি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গায়ে একটি কাতারি জামা দেখতে পান—যার দু হাতা ছিল অনেক দীর্ঘ। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কাঁচি আনার নির্দেশ দেন; তারপর আঙুলের প্রান্তভাগ থেকে আস্তিনদুটিকে কেটে দেন।'

তিনি যেসব পোশাক পরতেন না

[২৬] ইমরান ইবনু হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ

"আমি রক্তবর্ণ (purple) ও লাল (safflower) রঙের পোশাক পরিধান করি না; আর এমন জামাও গায়ে দিই না, যার মধ্যে রেশম (silk) লাগানো হয়েছে।" হাসান (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর জামার বুকপকেটের দিকে ইশারা করে বলেন, 'মনে রাখবে! পুরুষের প্রসাধনী হল রঙবিহীন সুগন্ধি, আর নারীর প্রসাধনী হল ঘ্রাণবিহীন রঙ।' '

ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ

[২৭] আমর ইবনু মুহাজির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি ঘর ছিল—যেখানে তিনি প্রায়শ নির্জন সময় কাটাতেন। ঘরটিতে ছিল রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু জিনিসপত্র। সেখানে ছিল খেজুর পাতার বিছানাসহ একটি খাট, কাঠের একটি অমসৃণ পাত্র—যা থেকে তিনি পানি পান করতেন, একটি ভগ্ন-মাথা মাটির পাত্র—যেখানে তিনি বিভিন্ন জিনিস রাখতেন, আর একটি চামড়ার বালিশ—যার ভেতর ছিল খেজুর গাছের আঁশ কিংবা রাবারসদৃশ ধুলামলিন সস্তা মখমল;

দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বালিশটিতে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুলের ছাপ লেগে আছে। [কুরাইশদেরকে এগুলো দেখিয়ে] উমার ইবনু আব্‌দিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ওহে কুরাইশ! এ উত্তরাধিকার তো সেই ব্যক্তির যার বদৌলতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী বানিয়েছেন! তোমরা যা দেখতে পাচ্ছো—তা রেখেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন!' '

ছবি-সজ্জিত ঘরে তিনি প্রবেশ করেননি

[২৮] সাফীনা (রহিমাহাল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'একব্যক্তি আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাওয়াত দিয়ে কিছু খাবারের আয়োজন করেন। ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাওয়াত দিলে তিনি আমাদের সাথে খেতে পারতেন! ফলে তাঁরা তাঁকে দাওয়াত দেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে দরজার কাঠে হাত রেখে দেখতে পান—ঘরের কোণে একটি পর্দার উপর ছবি রয়েছে। ফলে তিনি ফিরে যান। তখন ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো [এরূপ করার কারণ কী?]। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

"ছবি-সজ্জিত কোনো ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য অথবা কোনো নবির জন্য শোভনীয় নয়।" '

পোশাকে বিনয় ঈমানের অংশ

[২৯] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ

"জীর্ণতা ঈমানের অংশ, জীর্ণতা ঈমানের অংশ, জীর্ণতা ঈমানের অংশ।"

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'জীর্ণতা' কী? তিনি জবাব দিলেন—জীর্ণতা হলো 'اَلتَّوَاضُعُ فِيْ اللِّبَاسِ পোশাকে বিনয়।'

আহলুস-সুফফার সাহাবিদের কাপড়ের টানাপড়েন

[৩০] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি আহলুস-সুফফা'র সত্তর ব্যক্তিকে দেখেছি—যারা একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করছেন। তাঁদের কারো কাপড় ছিল হাঁটু পর্যন্ত, আর কারো ছিল হাঁটুর একটু নিচ পর্যন্ত। যখন তাঁদের কেউ রুকূতে যেতো, তখন সতর প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় টেনে ধরে রাখতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৭৭; ১৭৮]

তাঁর স্ত্রীগণ উলের বস্ত্র পরিধান করতেন

[৩১] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের পরিধেয় বস্ত্রসমূহ ছিল উলের।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭৪]

সফরে কয়েকজন সিয়ামহীন সাহাবির প্রশংসা

[৩২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একদল সিয়াম পালন করছিলেন; অপরদল ছিলেন সিয়ামহীন। প্রচণ্ড গরমের একদিন আমরা যাত্রাবিরতি দিলাম। আমাদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি ছায়া লাভকারী, যারা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে পেরেছিলেন! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজের হাত দিয়ে সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন। সিয়াম পালনকারীরা নেতিয়ে পড়লেন; আর সিয়ামহীন ব্যক্তিরা তাঁবু টানানো, উটগুলোকে পানি পান করানোসহ নানা কাজ আঞ্জাম দিতে থাকলেন। [এ দৃশ্য দেখে] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

"আজ তো [সকল] সাওয়াব সিয়ামহীন লোকেরাই নিয়ে গেলো!" '

প্রতিদিন একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা

[৩৩] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِأَةَ مَرَّةٍ

''আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহ তাআলা'র নিকট একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা করি।" '[তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৭]

দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের খানিক বিরতির চেয়ে বেশি কিছু নয়

[৩৪] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِيْ وَ مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا

"এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের একদিন একটি গাছের ছায়ায় ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।" [তুলনীয়: হাদীস নং ৬৪ ও ৭২]

স্রেফ প্রয়োজনমাফিক খাবারের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ

[৩৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু খাবারের ব্যবস্থা করে দাও!" '

জীবনের নিগূঢ় রহস্য জানতে পারলে মানুষ অল্প হাসতো ও অধিক কাঁদতো

[৩৬] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

"যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং অধিক পরিমাণ কাঁদতে।" ' [তুলনীয়:

সূচীপত্র

হাদীস নং ১৪২।

আগামীকালের জন্য খাবার মজুদ করার উপর নিষেধাজ্ঞা

[৩৭] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিনটি পাখি উপহার দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সেবিকা একটি পাখি [তাঁকে] খাওয়ালেন। পরদিন আবার পাখি[র গোশত] হাজির করা হলে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন,

أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِيْ شَيْئًا لِغَدٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْتِيْ بِرِزْقِ كُلِّ غَدٍ

"আমি কি তোমাকে আগামীকালের জন্য কোনো কিছু তুলে রাখতে নিষেধ করিনি? আল্লাহ তাআলাই তো প্রত্যেক আগামীকাল জীবিকার ব্যবস্থা করে দিবেন।" '

কাঠ বা টিনের গোল পাত্রে খাবার খেতেন

[৩৮] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) টেবিল ও মসৃণ পাত্রে খাবার খাননি; তিনি বড় আকারের পাতলা রুটিও খাননি। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তাহলে তাঁরা কিসে খাবার খেতেন?' আনাস বললেন, 'কাঠ বা টিনের গোল পাত্রে।'

ন্যূনতম জীবনোপকরণে পরিতৃপ্তিই সফলতার পরিচায়ক

[৩৯] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَ رُزِقَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللهُ بِمَا أَتَاهُ

"সে-ই তো সফল যে [আল্লাহ'র নিকট] আত্মসমর্পণ করেছে, যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু জীবনোপকরণ লাভ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা কিছু দিয়েছেন—তাতেই সে পরিতৃপ্ত হয়েছে।" '

[৪০] ফুদালা ইবনু উবাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ

"সুসংবাদ তার জন্য যে ইসলামের দিশা পেয়েছে, যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু জীবনোপকরণ লাভ করেছে এবং পরিতৃপ্ত হয়েছে।"

প্লেটে কখনো খাবার অবশিষ্ট থাকতো না

[৪১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '[খাওয়া শেষে] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্লেটে কখনো কোনো খাবার অবশিষ্ট থাকতো না।'

দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন

[৪২] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাপড় কিংবা শরীরের কোনো এক অংশ ধরে বললেন,

يَا عَبْدَ اللهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ

"আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা মুসাফির, আর নিজেকে কবরের বাসিন্দাদের অন্যতম হিসেবে গণ্য করো।" '

আগামীকালের অপেক্ষায় না থেকে সময়কে কাজে লাগানো উচিত

[৪৩] মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমাকে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'মুজাহিদ! সকালে অবস্থান করে সন্ধ্যাবেলার উপর ভরসা রেখো না, সন্ধ্যায় অবস্থান করে সকালবেলার উপর আস্থাশীল হোয়ো না; আর মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে এবং অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও। কারণ, আবদুল্লাহ! আগামীকাল তোমার নাম কী হতে যাচ্ছে—তা তুমি জানো না।' '

জান্নাতবাসীর মৃত্যু নেই

[৪৪] মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'জান্নাতবাসীরা কি (কখনো)

ঘুমাবে?' তিনি জবাব দিলেন,

اَلنَّوْمُ أَخُوْ الْمَوْتِ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَمُوْتُوْنَ

"ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই; আর জান্নাতবাসীরা [কখনো] মরবে না।" '

ভালো খাবার একলা খেয়ে তৃপ্ত হতেন না

[৪৫] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ضُفُفٌ / বহু হাত' ছাড়া রুটি ও গোশত খেয়ে তৃপ্ত হতেন না। মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ضِفَفٌ মানে কী, তা আমার জানা ছিল না, তাই একজন বেদুইনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো, এটি তো আরবি শব্দ! এর মানে হলো, অনেক লোকের একসাথে বসে খাবার গ্রহণ।'

কৃপণতা না করার উপদেশ

[৪৬] মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِيْ الْعَرْشِ إِقْلَالًا

"বিলাল! খরচ করো। এ ভয় কোরো না যে আরশের অধিপতি কমিয়ে দেবেন।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৪৪]

কয়েকটি সূরার ভারী নির্দেশ তাঁকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছিল

[৪৭] আবূ বাকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি তো বুড়ো হয়ে গেছেন!' নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন,

شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

"সূরা হুদ, আল-ওয়াকিয়া, আন-নাবা ও আত-তাকভীর—এ চারটি সূরা আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে।"

আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করার চক্ষু লাভের জন্য দুআ

[৪৮] সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব দুআ করতেন তার মধ্যে একটি ছিল—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ يَبْكِيَانِ بِذَرْفِ الدُّمُوْعِ وَيَشْفِيَانِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا

"হে আল্লাহ! আমাকে অঝোরে কান্নাকাটি করার দুটি চক্ষু দান করো—যা তোমার ভয়ে অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদবে এবং [অন্তরকে] রোগমুক্ত করবে, সেই সময় আসার পূর্বে যখন অশ্রু পরিণত হবে রক্তে আর মাড়ির দাঁত পরিণত হবে জ্বলন্ত কয়লায়।" '

অভাব অনটনের সময় বেশি বেশি সালাত আদায় করা উচিত

[৪৯] সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের সামনে অন্নাভাব দেখা দিলে তিনি তাঁর পরিবারের লোকদেরকে এভাবে ডাকতেন,

"يَا أَهْلَاهْ صَلُّوْا صَلُّوْا ওহে ঘরের বাসিন্দাগণ! সালাত আদায় করো, সালাত আদায় করো।" '

আল্লাহর নিকট সন্তানের ন্যায় সুরক্ষা পাওয়ার জন্য দুআ

[৫০] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআর মধ্যে বলতেন,

"اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সুরক্ষা দাও যেভাবে সন্তানকে সুরক্ষা দেওয়া হয়।" '

দুনিয়াপ্রীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়

[৫১] তাঊস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْبَدْنَ وَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الدُّنْيَا تُطِيْلُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

"দুনিয়া-বিরাগ আত্মা ও দেহকে প্রশান্তি দেয়, আর দুনিয়াপ্রীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে দেয়।" '

দুনিয়া বিরাগে পরিশুদ্ধি

[৫২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صَلَاحُ أَوَّلِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِيْنِ وَ يُهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ

"এই উম্মতের প্রথম অংশটি পরিশুদ্ধি লাভ করেছে দুনিয়া-বিরাগ ও দৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে, আর শেষ অংশটি ধ্বংস হবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার ফলে।" '

বান্দার আমল কমে গেলে আল্লাহ তাকে দুশ্চিন্তার পরীক্ষায় ফেলে দেন

[৫৩] হাকাম (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا قَصُرَ الْعَبْدُ فِيْ الْعَمَلِ اِبْتَلَاهُ اللهُ بِالْهَمِّ

"বান্দার আমল কমে গেলে, আল্লাহ তাকে দুশ্চিন্তার পরীক্ষায় ফেলে দেন।"

ধৈর্য ও উদারতা হলো সর্বোত্তম ঈমান

[৫৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো—সর্বোত্তম ঈমান কোনটি? নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "اَلصَّبْرُ وَ السَّمَاحَةُ ধৈর্য ও উদারতা।"'

যে রিয্ক ও যিক্র সর্বোত্তম

[৫৫] সাদ ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِيْ وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ

"সর্বোত্তম জীবিকা হলো তা—যা প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, আর সর্বোত্তম যিক্র (আল্লাহ'র স্মরণ) হলো তা—যা গোপনে করা হয়।" '

আল্লাহর প্রিয় বন্ধুর পার্থিব অবস্থা

[৫৬] আবূ উমামা বাহিলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাআলা'র এ বক্তব্যটি পাঠ করে শুনিয়েছেন,

إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِيْ عِنْدِيْ مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَالِ ذُوْ حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عبادة رَبِّهِ وَكَانَ غَامِضًا فِيْ النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَعَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيْهِ

"আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সেই মুমিন—যার পার্থিব অবস্থা নগণ্য, সালাতের পরিমাণ অধিক, যে উত্তমরূপে স্বীয় রবের দাসত্বকারী, মানুষের নিকট সুপ্ত—যার ফলে লোকেরা তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, যার মৃত্যু হয় দ্রুত, উত্তরাধিকার সম্পদ থাকে অল্প ও [মৃত্যুর পর] কান্নাকাটি করার লোক থাকে কম।" '

মুমিন বান্দাকে সযত্নে দুনিয়া থেকে দূরে রাখা হয়

[৫৭] মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِيْ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُوْنَ مَرِيْضَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُوْنَ عَلَيْهِ

"আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাকে দুনিয়ার সেসব বস্তু থেকে অবশ্যই বঞ্চিত রাখবেন যা ঐ বান্দার নিকট প্রিয়, ঠিক যেভাবে তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে সেসব খাবার ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রাখো—যা তোমরা তার জন্য ক্ষতিকর মনে করো।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৯৮]

[৫৮] কাতাদা ইবনুন নুমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ

"আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে পছন্দ করলে তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রাখেন, যেভাবে তোমাদের কেউ অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি

থেকে বঞ্চিত রাখে।" '

কোন সম্পদ মানুষের নিজস্ব?

[৫৯] মুতার্‌রিফ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ। অধিক ঐশ্বর্যশালী হওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে!" (সূরা আত-তাকাছুর) পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন,

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِيْ وَمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"আদমসন্তান (অর্থাৎ, মানুষ) বলে, 'আমার সম্পদ!' তোমার সম্পদের কোনটি তোমার? যা খেয়েছো, তা তো নিঃশেষ করে ফেলেছো; যা পরিধান করেছো, তা তো মলিন করে ফেলেছো; আর যা দান করেছো, তা তো করেই ফেলেছো!" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৬০]

যার পরিবার ও ঘর আছে সে কিছুতেই নিঃস্ব নয়

[৬০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, 'আমরা কি নিঃস্ব মুহাজির নই?' প্রত্যুত্তরে আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি স্ত্রী আছে?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি বসবাস করার মতো কোনো ঘর আছে?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' তখন আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) মন্তব্য করলেন, 'তাহলে তুমি নিঃস্ব মুহাজির নও।'

দুনিয়ার সাথে উসমান ইবনু মাযউনের সম্পর্ক

[৬১] ইবনু সাঈদ মাদানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'উসমান ইবনু মাযঊন (রদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট যান এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁকে চুম্বন করে বলেন,

رَحِمَكَ اللهُ يَا عُثْمَانُ ! مَا أَصَبْتَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَصَابَتْ مِنْكَ

সূচীপত্র

"উসমান! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন! তুমি দুনিয়ার নিকট থেকে কিছু পাওনি, আর দুনিয়াও তোমার নিকট থেকে কিছু পায়নি।" '

দুনিয়া মনোহর সবুজ উদ্যানের ন্যায়

[৬২] মুসআব ইবনু সাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا خُضْرَةٌ حُلْوَةٌ

"দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও! কারণ, তা[র রূপ] হলো মনোহর সবুজ উদ্যানের ন্যায় [যা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে।]" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৩; ২৩৩]

পাপাচার সত্ত্বেও পার্থিব সমৃদ্ধি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়ার আলামত

[৬৩] উকবা ইবনু আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيْ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّهُ إِسْتِدْرَاجٌ

"যখন তুমি দেখবে আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে তার পাপাচার সত্ত্বেও পার্থিব জীবনে তার প্রিয় বস্তুগুলো দিচ্ছেন, তখন বুঝবে—তা হলো তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য একটি টোপমাত্র।"

তারপর তিনি আল্লাহ তাআলার এ বক্তব্য পাঠ করেন,

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا أَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

"তাদেরকে যেসব বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল—যখন তারা তা ভুলে গেলো, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। পরিশেষে, তাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে যখন তারা ফুর্তিতে মেতে উঠলো, তখন তাদেরকে আমি আচমকা পাকড়াও করলাম। আর অমনি তারা স্তব্ধ হয়ে গেলো।" (সূরা আল-আনআম ৬:৪৪)'

দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের খানিক বিরতির চেয়ে বেশি কিছু নয়

[৬৪] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি মাদুরে ঘুমিয়েছিলেন—যার ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে মাদুরের ছাপ লেগে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি কি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন না যে আমরা আপনার নিচে এর চেয়ে অধিক কোমল কিছু বিছিয়ে দিই?' জবাবে তিনি বললেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ سَارَ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

"এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের একদিন ভ্রমণে বের হয়ে একপর্যায়ে একটি গাছের নীচে ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪ ও ৭২]

তিনটি বস্তুর ক্ষেত্রে মানুষকে জবাবদিহিতা থেকে রেহাই দেওয়া হবে

[৬৫] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثٌ لَا يُحَاسَبُ بِهِنَّ الْعَبْدُ ظِلُّ خُصٍّ يَسْتَظِلُّ بِهِ وَكِسْرَةٌ يَشُدُّ بِهِ صُلْبَهُ وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ

"তিনটি বস্তুর জন্য বান্দাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হবে না—মাথা গোঁজার একটি চালা, মেরুদণ্ড সোজা রাখার একটি কোমরবন্ধ ও লজ্জাস্থান ঢাকার একখণ্ড বস্ত্র।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৫৮; ২১৭]

আল্লাহর প্রিয় বান্দার পার্থিব অবস্থা

[৬৬] সালিম ইবনু আবিল জা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَوْ أَتَى بَابَ أَحَدِكُمْ فَسَأَلَهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَهُ فَلْسًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ لَأَعْطَاهَا

إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَهُ الدُّنْيَا لَمْ يُعْطِهَا إِيَّاهُ وَمَا يَمْنَعُها إِيَّاهُ لِهَوَانِهِ عَلَيْهِ ذُوْ طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَبَرَّهُ

"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি সে তোমাদের কারো দ্বারে এসে স্বর্ণমুদ্রা চায় সে [অর্থাৎ, গৃহকর্তা] তাঁকে তা দিবে না, রৌপ্যমুদ্রা চাইলেও দিবে না, এমনকি পয়সা চাইলেও দিবে না; অথচ সে যদি আল্লাহ'র নিকট জান্নাত চায় আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই দিবেন, কিন্তু সে যদি আল্লাহ'র নিকট দুনিয়া চায় তাহলে আল্লাহ তাঁকে দিবেন না। তাঁকে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত করার কারণ এ নয় যে তাঁর পদমর্যাদা আল্লাহ'র নিকট তুচ্ছ। [ঐ ব্যক্তি] দু-খণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী; পোশাকের প্রতি তার কোনো বিশেষ আকর্ষণ নেই। সে যদি আল্লাহ'র নামে কোনো কিছুর শপথ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর শপথ বাস্তবায়ন করবেন।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৬৮; ১৩০]

উয়াইস কারনির পার্থিব অবস্থা

[৬৭] মুহারিব ইবনু দিসার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَهُ أَوْ مُصَلَّاهُ مِنَ الْعُرْيِ يَحْجِزُهُ إِيْمَانُهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مِنْهُمْ أُوَيْسٌ الْقَرْنِيُّ وَفُرَاتُ بْنُ حَيَّانُ الْعَجَلِيُّ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে বস্ত্রের অভাবে মাসজিদ বা ঈদগাহে আসতে পারে না; তাঁর ঈমান তাঁকে মানুষের কাছে হাত পাততে বাধা দেয়। উয়াইস কারনি ও ফুরাত ইবনু হাইয়ান আজালি ঐ ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্ত।" '

জান্নাতি মানুষের পার্থিব অবস্থা

[৬৮] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعِفٍ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের [পার্থিব অবস্থা] সম্পর্কে অবহিত করবো না? [তাঁরা হলো] প্রত্যেক দুর্বল ও চরম অবহেলিত ব্যক্তি, দু-খণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী। সে যদি আল্লাহ'র নামে কোনো কিছুর শপথ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর শপথ বাস্তবায়ন করবেন।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৬৬; ১৩০]

জান্নাতি লোকদেরকে দুনিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়

[৬৯] আবুল জাওযা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مُلِئَتْ مَسَامِعُهُ مِنَ الثَّنَاءِ السَّيِّءِ وَهُوَ يَسْمَعُ

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের [পার্থিব অবস্থা] সম্পর্কে অবহিত করবো না? জান্নাতবাসী তো সে, যার কর্ণকুহর নিজের সমালোচনায় ভরপুর থাকে[১] এবং যাকে নিজের সমালোচনা নিজের কানে শুনতে হয়।" '

মেয়ের বিয়েতে উপহার

[৭০] আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে [বিয়ের পর] একখণ্ড মখমল, পানির একটি মশক ও আঁশভর্তি চামড়ার একটি বালিশ উপহার দিয়েছিলেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৪৪]

বিছানা যেমন ছিল

[৭১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানা ছিল উলের তৈরি আলখাল্লা-সদৃশ একটি কম্বল ও আঁশভর্তি একটি বালিশ—যা ছিল তালি দেয়া।'

---

[১] অর্থাৎ, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে সারাক্ষণ বাজে মন্তব্য করতে থাকে। [অনুবাদক]

দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের খানিক বিরতির চেয়ে বেশি কিছু নয়

[৭২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন; নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন একটি মাদুরে শোয়া। তাঁর পার্শ্বদেশে মাদুরের ছাপ লেগে গিয়েছে। তা দেখে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আপনি যদি এর চেয়ে আরেকটু নরম বিছানা গ্রহণ করতেন!' এ কথা শুনে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

"এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো নিছক এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের একদিন ভ্রমণে বের হয়ে দিনের কিছুক্ষণ একটি গাছের নিচে ছায়া গ্রহণ করলো, তারপর বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪, ও ৬৪]

অহঙ্কারমুক্ত থাকার উপায়

[৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ الصُّوفَ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ وَأَجَابَ دَعْوَةَ الرَّجُلِ الدُّوْنِ أَوِ الْعَبْدِ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ

"যে ব্যক্তি উলের বস্ত্র পরিধান করে, ভেড়া বাঁধে, গাধায় চড়ে ও দরিদ্র মানুষ কিংবা দাসের ডাকে সাড়া দেয়, তাঁর বিরুদ্ধে [আমলনামায়] অহঙ্কারসূচক কিছুই লিখা হয় না।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৬]

উম্মুল মুমিনীনগণ ছয়-সাত দিরহাম মূল্যের চাদর গায়ে দিতেন

[৭৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করতেন।

তাঁদের চাদর ছিল উলের। চাদরের মধ্যেই উল দিয়ে দাম লেখা থাকতো—ছয় বা সাত দিরহাম।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩১]

শুধু একটি তোশকে শয়ন করতেন

[৭৫] ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য দুটি তোশক বানালেন। [অধিক আরামদায়ক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল একটি তোশকের উপর শয়ন করলেন।'

একটি আরামদায়ক বিছানা উপহার দেওয়া হলে তিনি তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন

[৭৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক আনসার মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলো, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তোশক হলো দ্বি-ভাজ করে রাখা আলখাল্লা-সদৃশ একটি উলের কম্বল। এ দৃশ্য দেখে সে তাঁর ঘরে গিয়ে উলে-ভর্তি একটি তোষক আমার নিকট পাঠিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কক্ষে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هٰذَا؟ এটি কী?" আমি বললাম, 'অমুক আনসার মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো। সে আপনার বিছানা দেখে এটি পাঠিয়েছে।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "رُدِّيْهِ এটি ফেরত পাঠিয়ে দাও।" তবে আমি ফেরত পাঠাইনি; তোশকটি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো; আমি চাচ্ছিলাম, এটি আমার ঘরে থাকুক। শেষ পর্যন্ত এটি ফেরত পাঠাতে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনবার নির্দেশ দিয়ে বললেন,

يَا عَائِشَةُ رُدِّيْهِ فَوَاللّٰهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِيْ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"আয়িশা! এটি ফেরত দিয়ে দাও। আল্লাহ'র শপথ! আমি চাইলে, আল্লাহ তাআলা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড়কে আমার সাথে চলমান করে দিতেন।" পরিশেষে আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

তুচ্ছ পাপের ব্যাপারেও সাবধান!

[৭৭] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন,

يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا

"আয়িশা! সেসব পাপের ব্যাপারে সাবধান হও—লোকেরা যেগুলোকে তুচ্ছ মনে করে; কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" '

তুচ্ছ পাপের সামষ্টিক পরিণাম ধ্বংসাত্মক: একটি উপমা

[৭৮] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ

"সেসব পাপের ব্যাপারে সাবধান হও—লোকেরা যেগুলোকে তুচ্ছ মনে করে। কারণ, সেগুলো একত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেসব পাপের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন—একদল লোক একটি মরু অঞ্চলে প্রবেশ করলো। কাজের পালা আসলে কয়েকজন গিয়ে কিছু কাঠ নিয়ে আসলো; অপর কয়েকজন গিয়ে আরো কিছু কাঠ সংগ্রহ করলো। এভাবে [অর্থাৎ, সবাই একটু একটু করে সংগ্রহ করার মাধ্যমে] তারা বিপুল পরিমাণ কাঠ একত্রিত করে আগুন জ্বালালো এবং ভালোভাবে রান্না সম্পন্ন করে নিলো।'

কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধান!

[৭৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَرَى أَنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ بَلَغَتْ يُهْوَى بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথা বলে যার ব্যাপারে সে আন্দাজ করতে পারে না তা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে। এ কথার পরিণতিতে তাকে জাহান্নামের ভেতর সত্তর বছর দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে।" '

[তুলনীয়: হাদীস নং ৮০; ২০৯]

সূচীপত্র

[৮০] বিলাল ইবনুল হারস মুযানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে যার ফলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন; সে ধারণা করতে পারবে না, তার কথা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাবে। উক্ত কথার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেদিন পর্যন্ত নিজের সন্তুষ্টির কথা লিখতে থাকবেন, যেদিন সে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। অপরদিকে, কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে যা আল্লাহ'র ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়; সে ধারণা করতে পারবে না, তার কথা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাবে। উক্ত কথার পরিণতিতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার বিরুদ্ধে নিজের ক্রোধের কথা লিখতে থাকবেন।" '

আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বহুবার বহু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, বিলাল ইবনুল হারিস কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস আমাকে সেসব কথা বলা থেকে বিরত রেখেছে।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭৯; ২০৯]

নাজাত লাভের উপায়

[৮১] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উকবা ইবনু আমির জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! নাজাত [পরকালীন মুক্তি] কিসে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيْئَتِكَ

"তোমার জিহ্বাকে আটকে রাখো, ঘরে যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, আর নিজের ভুল স্মরণ করে কাঁদো।" '

ফজরের সালাত শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযে বসে থাকা

[৮২] জাবির ইবনু সামুরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সালাত আদায় শেষে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত নিজের সালাতের জায়গায় বসে থাকতেন।'

এক রাকআত হলেও রাতের সালাত আদায় করা উচিত

[৮৩] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ رَكْعَةً وَاحِدَةً

"রাতের সালাত আদায় করো, স্রেফ এক রাকআত হলেও।" '

তাঁর মৃত্যুতে শোক

[৮৪] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "আনাস! রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মাটি ছিটিয়ে দেওয়া কি তোমাদের ভালো লাগলো?' তারপর তিনি বলতে থাকেন, 'হায়! তাঁর রব তাঁকে অতি সন্নিকটে নিয়ে গেছেন! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর ঠিকানা! জিবরাঈল! তিনি তো আর নেই! হায়! তিনি তো রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন!" '

বাকিতে কাপড় কিনতে চাওয়ায় বিক্রেতার বাজে মন্তব্য

[৮৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুটি মোটা ও খসখসে কাতারি চাদর ছিল। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনার এ চাদর দুটি তো মোটা ও খসখসে; কারুকাজ থাকার দরুন এগুলো আপনার জন্য ভারী হয়ে গিয়েছে। অমুকের কাছে কাউকে পাঠান; তার কাছে শাম থেকে সুতি ও পাটের বস্ত্র এসেছে; তার কাছ থেকে দুটি কাপড় কিনে নিন; সচ্ছলতা আসলে মূল্য পরিশোধ করে দিবেন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজনকে তার নিকট প্রেরণ করলেন। সে এসে বললো, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [আমাকে] তোমার নিকট পাঠিয়েছেন; তুমি দুটি কাপড় তাঁর নিকট বিক্রি করো, স্বচ্ছলতা আসলে তিনি মূল্য পরিশোধ করে দিবেন।' সে বললো, 'আল্লাহ'র কসম! রাসূলুল্লাহ'র মতলব কী—তা আমি ভালো করে জানি। তিনি [বিনামূল্যে] আমার কাপড় নিয়ে যাওয়া কিংবা

মূল্য পরিশোধ নিয়ে তালবাহানা করার ফন্দি আঁটছেন!' দূত ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলে [বস্ত্র ব্যবসায়ীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে] তিনি বললেন,

كَذَبَ قَدْ عَلِمُوْا أَنِّيْ أَتْقَاهُمْ لِلّـهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ

"সে মিথ্যা বলেছে। তারা ভালো করেই জানে—তাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি, আর আমিই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমানত পরিশোধকারী।" '

একশত বছরেও মৃত্যুযন্ত্রণার উত্তাপ প্রশমিত হয়নি

[৮৬] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

حَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيْهِمُ الْأَعَاجِيْبُ

"বানী ইসরাঈলের লোকদের বক্তব্য প্রচার করতে পারো; তাতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ তাদের জীবনে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছে।" তারপর তিনি বলতে থাকেন,

خَرَجَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَتّٰى أَتَوْا مَقْبَرَةً لَهُمْ مِنْ مَقَابِرِهِمْ فَقَالُوْا لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَدَعَوْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخْرِجَ لَنَا رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ مَاتَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَوْتِ فَفَعَلُوْا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ أَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنْ قَبْرٍ مِنْ تِلْكَ الْمَقَابِرِ خِلَاسِيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُوْدِ فَقَالَ يَا هٰؤُلَاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَيَّ فَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِأَةِ سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتْ عَنِّيْ حَرَارَةُ الْمَوْتِ حَتَّى الْآنَ فَادْعُوْا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيْ يُعِيْدُنِيْ كَمَا كُنْتُ

"বানী ইসরাঈলের একদল লোক বের হয়ে তাদের একটি কবরস্থানে এসে উপনীত হলো। তারপর তারা বললো, '(চলো) আমরা দু রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের জন্য একজন মৃত ব্যক্তিকে বের করে দেন! আমরা তাকে মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো।' তারা তা-ই করলো। এমন সময় একব্যক্তি সেখানকার একটি কবর থেকে নিজের মাথা জাগালো; লোকটি ছিল সঙ্করবর্ণের, দু

চোখের মাঝখানে সাজদা'র দাগ রয়েছে। সে বললো, 'ওহে লোকসকল! আমার নিকট তোমরা কী চাও? আমি তো বিগত একশত বছর থেকে মৃত; অদ্যাবধি আমার মৃত্যুর উত্তাপ প্রশমিত হয়নি। তোমরা আল্লাহ'র নিকট দুআ করো, তিনি যেন আমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।" '

মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ

[৮৭] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

"সকল স্বাদ ধ্বংসকারী [মৃত্যু]-কে বেশি বেশি স্মরণ করো।" '

মৃত্যুর স্মরণই মানুষের প্রকৃত প্রশংসনীয় গুণ

[৮৮] সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

" كَيْفَ ذِكْرُهُ لِلْمَوْتِ؟ মৃত্যুকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে তার কী অবস্থা?" তারা বললেন, 'ততোটা নয়।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মন্তব্য করলেন,

"مَا هُوَ إِذًا كَمَا تَقُوْلُوْنَ তাহলে তোমরা যেমনটি বলছো, সে ততোটা [প্রশংসনীয়] নয়।" '

যে দুআয় তিনি রাত কাটিয়ে দিয়েছেন

[৮৯] আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'একটি আয়াতের পুনরাবৃত্তি করতে করতে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটি হলো:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তো তোমারই দাস; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো প্রবল পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ।—(সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১৮)" '

অধিক সালাত আদায়ের ফলে দু পা ফুলে গিয়েছিলো

[৯০] আবূ সালিহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [এতো বেশি] সালাত আদায় করতেন যে তাঁর দু পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন! [জবাবে] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" '

সেই আমল প্রিয় যা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে করা হয়

[৯১] আবূ সালিহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা ও উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহ'র রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোন্ আমল অধিক প্রিয় ছিল?' তিনি বললেন, 'যে আমল সবসময় করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প।' ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৯৩]

যে-কোনো মামুলি ব্যক্তি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতো

[৯২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোনো দাসী এসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাত ধরলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে চলতে থাকতেন; তার প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফিরে আসতেন না।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৬]

নিয়মিত আমল অধিক পছন্দনীয়

[৯৩] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট আরেক মহিলা নিজের অধিক সালাত আদায়ের কথা বলছিলেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَهْ ! عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰـهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا إِنَّ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

“থামো! তোমাদের উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা। কারণ, আল্লাহ [অনুগ্রহ বর্ষণে] ক্ষান্ত হন না, যতোক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে [আমলে] ক্ষান্ত দাও। আল্লাহ’র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটি—যা আমলকারী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে করতে থাকে।” ’ [তুলনীয়: হাদীস নং ৯১]

যথার্থভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করলে মানুষ অভুক্ত থাকবে না

[৯৪] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি আল্লাহ’র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بِطَانًا

“তোমরা যদি আল্লাহ’র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে জীবনোপকরণ দিতেন যেভাবে পাখিদেরকে দেওয়া হয়; পাখিরা ভোরবেলা ক্ষুধার্ত-পেটে বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে নাদুসনুদুস হয়ে।”

আল্লাহর অনুগ্রহকে মূল্যায়ন করতে চাইলে প্রত্যেকের উচিত তার নিচের স্তরের লোকদের দিকে তাকানো

[৯৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

“তোমাদের নিচে যারা আছে তাদের দিকে তাকাও, তোমাদের উপরে যারা আছে তাদের দিকে তাকিয়ো না; আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব অনুগ্রহ প্রদান করেছেন সেগুলোকে অবমূল্যায়ন না করার এটিই হলো অধিকতর জুতসই উপায়।” ’

মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য

[৯৬] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعِرْضِ إِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْس

"সম্মানের আধিক্যে প্রাচুর্য নেই, মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য।" '
[তুলনীয়: হাদীস নং ২২৯]

জান্নাতের কিছু সুবিধা যাদের জন্য

[৯৭] আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرٰى بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا وَظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا

"জান্নাতে কিছু কক্ষ রয়েছে যার বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে এবং ভিতর থেকে বাহির দেখা যাবে।" এ কথা শুনে একজন বেদুইন বলে উঠলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, এসব কার জন্য?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى لِلّٰـهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"যে সুন্দরভাবে কথা বলে, [মানুষকে] খাবার খাওয়ায়, নিয়মিত সিয়াম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন যে আল্লাহ তাআলা'র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে।" '

মানুষের অধিকার নষ্টকারী ব্যক্তিই পরকালে প্রকৃত নিঃস্ব

[৯৮] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"هَلْ تَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ তোমরা কি জানো, 'নিঃস্ব কে?'"

তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাদের মধ্যে সে-ই তো নিঃস্ব যার কাছে টাকা-পয়সা ও জীবনোপকরণ—কিছুই নেই।'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَّقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"আমার উম্মতের মধ্যে সে-ই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন [নিজের আমলনামায়] প্রচুর সালাত, যাকাত ও সিয়াম নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু, [দুনিয়াতে] সে গালমন্দ করে কারো সম্মানহানি করে এসেছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে এবং কাউকে আঘাত করেছে। সে [বিচারের অপেক্ষায়] বসে থাকবে; এমন সময় [দুনিয়াতে তার কাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের] একজন এসে তার কিছু সাওয়াব নিয়ে যাবে; আরেকজন এসে আরো কিছু সাওয়াব নিয়ে যাবে। পাপের দেনা শোধ হওয়ার আগেই যদি তার সাওয়াব ফুরিয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপ এনে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে; পরিশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" '

দানশীলের সম্পদ বৃদ্ধি ও কৃপণের সম্পদ ধ্বংসের জন্য দুজন ফেরেশতা প্রতিদিন আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকে

[৯৯] আবুদ দারদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"সূর্যোদয়ের সময় দুজন ফেরেশতা সূর্যের দুপাশ থেকে দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে ডাকতে থাকে, 'তোমাদের রবের দিকে এসো। যে আমলের পরিমাণ কম, কিন্তু পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে করা হয়—তা ঐ আমলের তুলনায় উত্তম যার পরিমাণ বেশি, কিন্তু খামখেয়ালিভাবে করা হয়।' কেবল মানুষ ও জিন এ আওয়াজ শুনতে পায় না। আবার সূর্যাস্তের সময় দুজন ফেরেশতাকে

সূর্যের দু-পাশে পাঠানো হয় যারা দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে ডাকতে থাকে, 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি [তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে] খরচ করে তুমি তাকে বিকল্প কিছু দান করো, আর যে [সম্পদ] আটকে রাখে [তার সম্পদ] তুমি বিনাশ করে দাও!' কেবল মানুষ ও জিন এ আওয়াজ শুনতে পায় না। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কখনো এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি।" '

ঈমানের সারকথা হলো আল্লাহর উপর ভরসা করা

[১০০] সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈমানের সারকথা হলো আল্লাহ তাআলা'র উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা।'

গুরুত্ব লাভের অধিকারী কয়েকটি বিষয়

[১০১] আবদুল্লাহ ইবনু আবিল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"تَبًّا لِّلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ স্বর্ণ-রুপা ধ্বংস হোক!"

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি তো স্বর্ণ-রুপার ধ্বংস কামনা করছেন; তাহলে আমাদেরকে কিসের আদেশ করছেন কিংবা আমরা কী করবো?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِيْنُ عَلَى الآخِرَةِ

"এগুলোকে গুরুত্ব দাও—আল্লাহ'র যিক্‌রকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ মন ও পরকালের [নাজাত লাভে] সহায়তাকারী স্ত্রী।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৩৫]

জাহান্নামের গভীরতা

[১০২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথার খুলি-সদৃশ একটি বস্তুর দিকে ইশারা করে বলেন,

لَوْ أَنَّ رُصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِأَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ

أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اَللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا

“যদি এমন একটি প্রস্তরখণ্ড পৃথিবীর উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা রাত পোহাবার আগেই পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে; অথচ আকাশ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা। পক্ষান্তরে এই প্রস্তরখণ্ডটিকে যদি [জাহান্নামের] শিকলের উপরিভাগ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তলদেশে পৌঁছার পূর্বেই দিবা-রাত্রির একটানা চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।” ’

জাহান্নামবাসীর ঠোঁট চিড়ে মাথা ও নাভি পর্যন্ত নেওয়া হবে

[১০৩] আবূ সাঈদ খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ‘وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ আর তারা সেখানে থাকবে দাঁতখোলা অবস্থায়’ (সূরা আল-মুমিনূন ২৩:১০৪)

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتُقَلِّصُ شَفَتَهُ الْعُلْيَا حَتّٰى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِيْ شَفَتَهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ

“জাহান্নামের আগুন তার অধিবাসীর উপরের ঠোঁট চিড়ে মাথার মধ্যখান পর্যন্ত নিয়ে যাবে, আর নীচের ঠোঁট চিড়ে নাভিতে নিয়ে লাগাবে।” ’

জাহান্নামবাসীদের মাথার উপর ঢালা গরম পানির প্রতিক্রিয়া

[১০৪] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتّٰى يَخْلُصَ إِلٰى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ مَا فِيْ جَوْفِهِ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ

“জাহান্নামবাসীদের মাথার উপর গরম পানি ঢালা হবে, যা খুলি ভেদ করে পাকস্থলীতে যাবে এবং পেটস্থ সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দু-পা ফুটো করে বের হয়ে যাবে; ততোক্ষণে তার সারা দেহ সিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর তাকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।” ’

সূচীপত্র

জাহান্নামবাসীদেরকে পুঁজযুক্ত গরম পানি দেওয়া হবে

[১০৫] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য

"وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ আর তাকে পান করার জন্য দেওয়া হবে পুঁজযুক্ত পানি, যা সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিলবে।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:১৬) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يُقَرَّبُ إِلَيْهِ فَيَتَكَرَّهُهُ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْ دُبُرِهِ

"সেই পানীয় তার কাছে নেওয়া হলে সে তা অপছন্দ করবে, আরো নিকটে নেওয়া হলে তা তার মুখ ঝলসে দিবে এবং (গরমের তীব্রতায়) তার মাথার ছাল উঠে যাবে। সে যখন তা পান করবে, তখন তা তার নাড়িভুঁড়িকে ছিন্নভিন্ন করে মলদ্বার দিয়ে বের করে দিবে।"

আল্লাহ তাআলা বলেন, "وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ তাদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে; অতঃপর তা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে।"—(সূরা মুহাম্মদ, ৪৭: ১৫)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ আর তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত তামা-সদৃশ পানি দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারা ঝলসে দিবে; কতো নিকৃষ্ট পানি সেটি!—(সূরা আল-কাহফ ১৮:২৯)" '

আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করার মর্যাদা

[১০৬] সাহল ইবনু সাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَغُدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَمَوْضَعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"আল্লাহ'র রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করা সমগ্র পৃথিবী

ও তদস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে অধিক উত্তম; আর তোমাদের কারো চাবুক/ লাঠি রাখতে যেটুকু জায়গা দরকার, জান্নাতের সেটুকু জায়গা সমগ্র পৃথিবী ও তদস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে অধিক উত্তম।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১১৫]

অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ও জানাযাকে অনুসরণ করার নির্দেশ

[১০৭] বারা ইবনু আযিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ও জানাযার অনুসরণ করার (অর্থাৎ কবর পর্যন্ত যাওয়ার) নির্দেশ দিয়েছেন।'

দিনের শুরুতে চার রাকআত সালাত আদায়ের গুরুত্ব

[১০৮] ইবনু হাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

صَلِّ لِيْ اِبْنَ آدَمَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

"হে আদমসন্তান! আমার উদ্দেশ্যে দিনের শুরুতে চার রাকআত সালাত আদায় করো; দিবসের শেষ অবধি আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।" '

ওজু অবস্থায় সালাতের স্থানে বসে থাকার মাহাত্ম্য

[১০৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّيْ عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

"বান্দা যতোক্ষণ ওজু অবস্থায় সালাতের স্থানে বসে থাকে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি দয়া করো।" '

ইয়াতীমের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিদান

[১১০] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا اللهَ عَزَّ وجلَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ

"যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহ তাআলা'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায়, তার হাতের পরশ-লাগা প্রত্যেকটি চুলের বিপরীতে তাকে অনেক নেকী দেওয়া হবে; আর যে ব্যক্তি ইয়াতীম ছেলে কিংবা মেয়ের সাথে উত্তম আচরণ করে, (পরকালে) সে ও আমি থাকবো এ দুটির ন্যায়।" 'এ কথা বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনীকে একত্রিত করেন।

হাতে গোনা কয়েকটি বস্তু ছাড়া অন্য কোনো কিছুর উপর মানুষের কোনো অধিকার নেই

[১১১] উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَالْمَاءِ فَمَا فَضَلَ عَنْ هٰذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيْهِ حَقٌّ

"একটি গৃহের ছায়া, শুকনো রুটি, সতর ঢাকার একখণ্ড বস্ত্র ও পানি— এসবের বাড়তি যা কিছু আছে তার কোনোটিতে আদমসন্তানের কোনো অধিকার নেই।" '

পেট ভরে খাওয়ার জন্য তাঁর নিকট ভালো মানের খেজুর থাকতো না

[১১২] নুমান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তোমাদের কাছে কি এখন চাহিদামাফিক খাবার ও পানীয় নেই? অথচ আমি তোমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি, পেট ভরে খাওয়ার জন্য তিনি ভালো মানের খেজুর পেতেন না।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৫৪]

জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে সতর্কীকরণ

[১১৩] নুমান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বরে এ কথা বলতে শুনেছি, "أُنْذِرُكُمْ

بِالنَّارِ আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ব্যাপারে সতর্ক করছি।"

একপর্যায়ে তাঁর চাদরের একটি প্রান্ত কাঁধ থেকে পড়ে যায়; তখনো তিনি বলছিলেন, "أَنْذَرْتُكُمْ بِالنَّارِ আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ব্যাপারে সতর্ক করছি।" ' নুমান ইবনু বাশীর কুফা'র মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, '(নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতো উচ্চ আওয়াজে কথাগুলো বলেছেন যে তার অনুকরণ করতে গেলে) আমি এখানে থেকে বাজারের লোকদেরকে (সেই আওয়াজ) শোনাতে পারবো।'

তাওবা নসিব হয় এমন দীর্ঘ জীবন লাভের মধ্যে সৌভাগ্য নিহিত

[১১৪] জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيْدٌ وَإِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْعَبْدِ أَنْ يَطُوْلَ عُمْرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ

"তোমরা মৃত্যু কামনা কোরো না, কারণ কিয়ামতের বিভীষিকা অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া, মানুষের পরম সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে এমন দীর্ঘ জীবন লাভ করার মধ্যে, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাকে তাওবা করার তাওফীক দান করেন।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৭৩]

জান্নাতের অল্প একটু জায়গা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম

[১১৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَوْضَعُ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"একটি চাবুক বা লাঠি রাখতে যেটুকু জায়গা দরকার, জান্নাতের সেটুকু জায়গা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১০৬]

পরকালমুখী বান্দার ইহকালীন বিষয় দেখভালের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার

[১১৬] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'ইলম বা জ্ঞানের ধারক-

বাহকগণ যদি নিজেদের জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখতেন এবং তা উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট পেশ করতেন, তাহলে তারা এই জ্ঞানের মাধ্যমে সমকালীন লোকদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তা না করে, তারা জ্ঞানকে নিয়ে গেছেন দুনিয়া-পূজারিদের সামনে; ফলে তারা তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছেন। আমি তোমাদের 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ جَعَلَ هُمُوْمَهُ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَائِرَ هُمُوْمِهِ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ دُوْنَ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ

"যে তার সকল উদ্বেগকে একটিমাত্র (অর্থাৎ, পরকালমুখী) উদ্বেগে পরিণত করে, তার অন্যসকল উদ্বেগ নিরসনের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। আর যাকে পার্থিব বিষয়াদির নানামুখী উদ্বেগ ঘিরে রাখে, সে কোন গিরিখাতে গিয়ে মরে পড়ে থাকে—তাতে আল্লাহ তাআলা'র কিছু যায় আসে না।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৯]

আল্লাহ তাআলা জালিমকে প্রথমে ঢিল দিয়ে থাকেন

[১১৭] আবূ মুসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِيْ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ

"আল্লাহ তাআলা জালিমকে ঢিল দিয়ে থাকেন; পরিশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন পালানোর কোনো সুযোগ দেন না।"

অতঃপর তিনি (কুরআনের এ আয়াত) পাঠ করে শোনান,

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ

তোমার রব যখন জালিম জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে।"—(সূরা হূদ ১১:১০২)।'

অত্যাচারী ও অহঙ্কারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষের পদতলে পিষ্ট করানো হবে

[১১৮] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يُجَاءُ بِالْجَبَّارِيْنَ وَالْمُتَكَبِّرِيْنَ رِجَالًا فِيْ صُوْرَةِ الذَّرِّ يَطُؤُهُمُ النَّاسُ مِنْ هوانهم عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إِلٰى نَارِ الْأَنْيَار

"অত্যাচারী ও অহঙ্কারী লোকদেরকে (কিয়ামতের দিন) ধূলিকণার ন্যায় ছোট মানুষের আকৃতি দিয়ে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা'র বিপরীতে তাদেরকে অতি তুচ্ছ মনে হওয়ায় মানুষ তাদেরকে পায়ের নীচে দলিত-মথিত করতে থাকবে; মানুষের বিচারকার্য সমাধা হওয়া পর্যন্ত এ দলনক্রিয়া চলতে থাকবে। পরিশেষে তাদেরকে نَارُ الْأَنْيَارِ এ নিয়ে যাওয়া হবে।"

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, نَارُ الْأَنْيَار কী? তিনি বললেন, "عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ জাহান্নামবাসীদের (দেহ-নির্গত) রস।" '

দুনিয়া ভাগাড়ে পড়ে থাকা মৃত ভেড়ার চেয়েও অধিক তুচ্ছ

[১১৯] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'একটি মৃত ভেড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবিগণকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"هَلْ تَرَوْنَ هٰذِهِ هَانَتْ عَلٰى أَهْلِهَا؟ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো, এটি তার মালিকের নিকট কতো তুচ্ছ?"

তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ'র রাসূল!' তারপর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ عَلٰى أَهْلِهَا حِيْنَ أَلْقَوْهَا

"তাঁর শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! (ভাগাড়ে) ফেলে দেওয়ার সময় মালিকের নিকট এ ভেড়াটি যতো তুচ্ছ মনে হয়েছে, আল্লাহ তাআলা'র নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ।" '

কয়েক প্রকার কথা ছাড়া অন্য সকল কথাই মানুষের জন্য ক্ষতিকর

[১২০] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى

"মানুষের প্রত্যেকটি কথা তার ক্ষতি সাধন করবে, কোনো উপকারে আসবে না; তবে এ কয়েকটি বাদে—ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ ও আল্লাহ'র যিক্‌র।" '

এ কথা শুনে একব্যক্তি সুফ্‌ইয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) কে বললেন, 'এ তো বড়ো কঠিন কথা!' সুফ্‌ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'এর মধ্যে আর কতোটুকু কাঠিন্য আছে?' (আরো কঠিন কথা শুনো!) আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

"তাদের অধিকাংশ গোপন আলাপের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, তবে (কল্যাণের অধিকারী কেবল তারা) যারা আল্লাহ'র পথে খরচ, উত্তম কাজ কিংবা মানুষকে সংশোধনের আদেশ দেয়।"—(সূরা আন-নিসা ৪:১১৪)

"وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (শুধু তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়) যারা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয়।"—(সূরা আল-আসর ১০৩:৩)

"وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ'র সম্মানিত বান্দারা কেবল সেসব লোকের অনুকূলে সুপারিশ করতে পারবে—যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট।"—(সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২৮) ও

"إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا (কিয়ামতের দিন আল্লাহ'র সামনে) কেবল সে-ই (কথা বলবে) যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং যে সত্য কথা বলবে।"—(সূরা আন-নাবা ৭৮:৩৮)। এসব তো আমার রবের কথা, যা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নিয়ে এসেছেন!'

শিশুর সাথে আচরণ

[১২১] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন শিশুদের সাথে অত্যন্ত দয়ালু। মদীনার এক প্রান্তে একটি দুধের শিশু ছিল, যার দুগ্ধমাতা ছিলেন এক কামার মহিলা। তিনি শিশুটির কাছে প্রায়ই যেতেন, তাঁর সানথে আমরাও থাকতাম। তিনি ইয্‌খির নামক ঘাস দিয়ে শিশুর ঘরটিকে সুগন্ধিযুক্ত করে দিতেন; শিশুটিকে সুগন্ধি শোঁকাতেন এবং চুমু দিয়ে চলে আসতেন।'

রমাদানের পর মুহাররম মাসের সিয়াম সর্বোত্তম

[১২২] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

"রমাদান মাসের পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো আল্লাহ'র মাস মুহাররম-এর সিয়াম, আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত।"
'

কুরআন অধ্যয়ন ও ইলম [ওহির জ্ঞান] অন্বেষণের মর্যাদা

[১২৩] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُوْنَ فِيْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَعَلَّمُوْنَ كِتَابًا وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ الْعِلْمَ إِلَّا سَهَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যখন একদল লোক আল্লাহ তাআলা'র কোনো একটি গৃহে সমবেত হয়ে কুরআন শিখে ও তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে, তখন ফেরেশতারা তাঁদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহ'র রহমত তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে নেয় এবং তাঁর নিকট যারা আছে তাদের সাথে তিনি সেসব লোকের প্রশংসা করতে থাকেন। আর যে ব্যক্তিই [ওহির] জ্ঞানানুসন্ধানের লক্ষ্যে কোনো একটি পথে চলতে শুরু করে, এর বিনিময়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ

তাআলা তাঁর রাস্তা সুগম করে দেন।" '

রহমতের সুরতে গযব

[১২৪] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কখনো আলজিহ্বা দেখা যায় এমনভাবে মুখ জুড়ে হাসি দিতে দেখিনি; তবে তিনি মুচকি হাসি দিতেন। মেঘমালা অথবা বায়ুপ্রবাহ দেখলে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতো। ফলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, মানুষ তো মেঘমালা দেখে এই ভেবে খুশি হয় যে এখন বৃষ্টি হবে! অথচ আপনাকে দেখি, মেঘমালা দেখলে আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে!' জবাবে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا

"আয়িশা! এর মধ্যে শাস্তি থাকবে না—এ নিশ্চয়তা আমাকে কে দিবে? অতীতে একটি জাতিকে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। অথচ ওই জাতিটি [বায়ুপ্রবাহ-সদৃশ] শাস্তি দেখে বলেছিল, 'هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا এই তো মেঘমালা! যা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে।'—(সূরা আল-আহ্‌কাফ ৪৬:২৪)।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২২০]

জাহান্নামে মাত্র একবার চুবানি দেওয়া হলে দুনিয়ার চরম বিলাসী মানুষও সারাজীবনের জৌলুসের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে

[১২৫] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ فِيْ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِصْبَغُوْهُ فِيْ النَّارِ صِبْغَةً فَيَصْبَغُوْنَهُ فِيْ النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ أَصَبْتَ نَعِيْمًا قَطُّ هَلْ رَأَيْتَ قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ هَلْ أَصَبْتَ سُرُوْرًا فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ ثُمَّ يَقُوْلُ رُدُّوْهُ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِيْ الدُّنْيَا وَأَجْهَدِهِ جَهْدًا فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَصْبَغُوْهُ فِيْ الْجَنَّةِ صِبْغًا فَيُصْبَغُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ ثُمَّ يُقَالُ

يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَكْرَهُهُ

"দুনিয়াতে সবচেয়ে বিলাসী জীবন যাপন করেছে—এমন এক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে। [ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে] আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার চুবিয়ে আনো।' তাঁরা তাকে জাহান্নামের আগুনে স্রেফ একবার চুবিয়ে নিয়ে আসলে আল্লাহ [তাকে] জিজ্ঞাসা করবেন, 'ওহে আদম সন্তান! তুমি কি জীবনে কখনো কোনো অনুগ্রহ পেয়েছিলে? চক্ষু শীতলকারী কোনো কিছু কি কখনো তোমার নজরে পড়েছিল? তুমি কি কখনো সুখ অনুভব করেছিলে?' সে বলবে, 'আপনার সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কসম! এসবের কোনো কিছুই আমি আমার জীবনে পাইনি।' অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'তাকে পুনরায় জাহান্নামে নিয়ে যাও।' তারপর এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে—যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এসেছে। [ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে] আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তাঁকে একবার জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসো।' একবার জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কি সারাজীবনে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখেছো?' সে বলবে, 'না! আপনার সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কসম! সারাজীবনে অপছন্দনীয় কোনো কিছুই আমার নজরে পড়েনি।' " '

কারো নিকট কিছু না চাওয়া সর্বোত্তম

[১২৬] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আপনি কি আমাকে ইতোপূর্বে বলেননি—

"إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا তোমার জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো তুমি কারো নিকট কোনো কিছু চাইবে না।"?

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَمَا آتَاكَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"সেটি ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন তুমি নিজে থেকে মানুষের নিকট কোনো

কিছু চাইবে। পক্ষান্তরে, চাওয়া ব্যতিরেকেই আল্লাহ তাআলা যা কিছু তোমাকে দিবেন, তাকে মনে করবে মহান আল্লাহ কর্তৃক তোমাকে সরবরাহ করা জীবনোপকরণ।" '

হতদরিদ্র লোকেরা যখন জান্নাতে চলে যাবে, তখন ধনী লোকেরা নিজেদের সম্পদের হিসেব দেওয়ার জন্য আটকে থাকবে

[১২৭] উসামা ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

نَظَرْتُ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْمَسَاكِيْنُ وَنَظَرْتُ إِلَى النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ وَإِذَا أَهْلُ الْجَدِّ مَحْبُسُوْنَ وَإِذَا الْكُفَّارُ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ

"আমি জান্নাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী হলো [দুনিয়ার] নিঃস্ব ব্যক্তি; জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা নারী; [দুনিয়ার] ধনাঢ্য ব্যক্তিরা [স্ব স্ব সম্পদের আয়-ব্যয়ের হিসেব দেয়ার জন্য] আটকে গেছে; আর কাফিরদেরকে [হিসেব-নিকেশ ছাড়াই] জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য [ফেরেশতাদেরকে] আদেশ দেওয়া হয়েছে।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৭৭]

আল্লাহর ক্ষমা লাভের প্রত্যাশা ও পাপের জন্য পাকড়াওয়ের আশঙ্কা—দুটিই মুমিন মানসে জাগরুক থাকা চাই

[১২৮] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মুমূর্ষু যুবকের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "كَيْفَ تَجِدُكَ তোমার অনুভূতি কী?" সে বললো, 'আমি আল্লাহ তাআলা'র [ক্ষমা লাভের] প্রত্যাশী, কিন্তু পাপগুলো নিয়ে শঙ্কিত।' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَرْجُوْ

"এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো বান্দার অন্তরে যদি এ দুটি অনুভূতি একসাথে উদিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবশ্যই সেটি দিবেন—যা সে প্রত্যাশা করে।" এ কথা বলে তিনি তাকে তার আশঙ্কার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করেন।'

সফরে মানুষের যেসব পাথেয় প্রয়োজন

[১২৯] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, 'আমি সফরে বের হবো, আমাকে কিছু পাথেয় যোগান দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى আল্লাহ তোমাকে আল্লাহভীতির রসদে ভরপুর করে দিন!"

সে বললো, 'আরো বাড়তি কিছু দিন।' তিনি বললেন, "وَغَفَرَ ذَنْبَكَ আল্লাহ তোমার পাপ মোচন করে দিন!" সে বললো, 'আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো বাড়তি কিছু দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাকে সহজে কল্যাণ দান করুন!" '

যাদের কসম আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পুরা করেন

[১৩০] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"কিছু লোক আছে যাদের চুল উস্কখুস্ক, দেহ ধূলিমলিন ও গায়ে দু-খণ্ড জীর্ণ বস্ত্র জড়ানো; পোশাকের প্রতি যাদের কোনো আকর্ষণ নেই। তাদের কেউ যদি আল্লাহ'র নামে [কোনো কিছুর] শপথ করে বসে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করেন। বারা ইবনু মা'রূর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!) তাঁদের মধ্যে একজন।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৬৬; ৬৮]

কিয়ামত অতি নিকটে

[১৩১] জাবির ইবনু সামুরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুটি আঙুলের দিকে তাকিয়ে

ছিলাম। তিনি তর্জনী ও তৎসংলগ্ন [মধ্যমা] আঙুলদ্বয়ের দিকে ইশারা করে বলছিলেন,

“بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ” আমার আগমন ও কিয়ামত—এ দুটি আঙুলের [ব্যবধানের] ন্যায়।” ’

ইন্তেকালের সময় পরিধেয় বস্ত্র

[১৩২] আবূ বুরদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ইয়ামানে তৈরি মোটা কাপড়ের একটি ‘ইযার’ [নিম্নবসন] ও একই ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি একটি জামা—যাকে তোমরা ‘মুলাব্বিদা’ নামে চেনো—এ দুটি বস্ত্র আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) আমাদের সামনে বের করে বললেন, “এ দুটি বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করেছেন।”

ছিন্নবস্ত্রে কেটেছে আহলুস সুফফার সাহাবিদের দিনকাল

[১৩৩] [আহলুস-সুফফা’র অন্যতম সাহাবি] তালহা ইবনু উমার নাসরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি যখন মদীনায় আসলাম, তখন এখানে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে প্রতি দু দিনে এক মুদ্দ পরিমাণ খেজুর আসতো। অতঃপর [একদিন] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে পেছন থেকে একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘হে আল্লাহ’র রাসূল, শুকনো খেজুর খেয়ে খেয়ে আমাদের পেট জ্বলে গিয়েছে, আর আমাদের চটের জামাও ছিঁড়ে গিয়েছে!’ এসব অনুযোগ শুনে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ভাষণ দেন। ভাষণে আল্লাহ তাআলা’র স্তুতি ও প্রশংসা করে তিনি বলেন,

وَاللّٰهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ اللَّحْمَ وَالْخُبْزَ لَأَطْعَمْتُكُمُوْهُ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدٰى عَلٰى أَحَدِكُمُ الْجِفَانُ وَيُرَاحُ وَلَتَلْبِسُنَّ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ

“আল্লাহ’র কসম! তোমাদের জন্য গোশত ও রুটির ব্যবস্থা করার সামর্থ্য থাকলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই তা খাওয়াতাম। তোমাদের উপর এমন একটি সময় আসবেই, যখন তোমাদের কারো কারো সামনে সকাল-

সন্ধ্যায় খাবারের বিশাল বিশাল ডিশ পরিবেশন করা হবে, আর তোমাদের গায়ে থাকবে কা'বার গিলাফ সদৃশ পোশাক।"

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আজকের সময় ও সেই সময়—এ দুয়ের মধ্যে আমাদের জন্য কোন্‌টি উত্তম?' জবাবে তিনি বললেন,

أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"সে সময়ের তুলনায় বর্তমান সময় তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। সে সময়ের তুলনায় বর্তমান সময় তোমাদের জন্য অধিক উত্তম; [কারণ] সে সময় তোমাদের একদল অপরদলের গর্দানে আঘাত করবে।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩০; ১২৭; ১৭৭; ১৭৮]

যা শোধ করার সামর্থ্য নেই—তা নিজের আমানতের বলয়ে নেওয়ার চেয়ে অসংখ্য তালিযুক্ত একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করা অধিক উত্তম

[১৩৪] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বাকিতে একটি জিনিস ক্রয় করার জন্য নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [তাঁকে] এক ইয়াহূদির নিকট প্রেরণ করেন; কিছুটা সচ্ছলতা আসলে তার পাওনা পরিশোধ করে দেওয়া হবে। ইয়াহূদি লোকটি মন্তব্য করলো, 'মুহাম্মদের জীবনে কি কখনো সচ্ছলতা আসবে?' আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি বললেন,

كَذَبَ الْيَهُودِيُّ أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ لَأَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ فِيْ أَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

"ইয়াহূদি লোকটি মিথ্যা বলেছে।" এ কথাটি তিনবার বলেছেন। "ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মধ্যে আমি সর্বোত্তম ব্যক্তি।" এটিও তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। "যা শোধ করার সামর্থ্য নেই—তা নিজের আমানতের বলয়ে নেওয়ার চেয়ে অসংখ্য তালিযুক্ত একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করা একজন ব্যক্তির জন্য অধিক উত্তম।" '

সর্বোত্তম সম্পদ

[১৩৫] সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ

"আর যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, সেগুলো আল্লাহ'র রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ(!) দিয়ে দাও।"—(সূরা আত-তাওবা ৯:৩৪) নাযিল হলো, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, 'স্বর্ণ-রুপার ব্যাপারে যা নাযিল হওয়ার, তা তো নাযিল হলোই। এখন আমরা যদি জানতে পারতাম সর্বোত্তম সম্পদ কোনটি, তাহলে আমরা তা-ই গ্রহণ করতাম।' [এ কথা শুনে] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِيْنُ عَلَى الآخِرَةِ

"সর্বোত্তম সম্পদ হল আল্লাহ'র যিক্‌রকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ মন ও পরকালের [নাজাত লাভে] সহায়তাকারী স্ত্রী।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১০১]

সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে পাপ এড়িয়ে চলো

[১৩৬] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়েমেনে (গভর্নর হিসেবে) প্রেরণ করার সময় মুআয বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةً السِّرَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ

"সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে আল্লাহ'র অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকো; প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ'র যিক্‌র করো এবং কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা শুরু করো—গোপন পাপের তাওবা গোপনে, আর প্রকাশ্য পাপের তাওবা প্রকাশ্যে।" '

জান্নাতের ভেতর আফসোস

[১৩৭] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ وَ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ

"মানুষের কোনো একটি বৈঠকও যদি আল্লাহ'র যিক্র ও নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ থেকে বঞ্চিত থাকে, কিয়ামতের দিন সেই বৈঠকটি হবে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য চরম আফসোসের বিষয়; সাওয়াবের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেও [তাদের আফসোস থেকে যাবে]।" '

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর গুরুত্ব

[১৩৮] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। জবাবে তিনি বললেন,

"إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে, সাথে সাথে একটি ভালো কাজ সম্পাদন করো; তাহলে তা মন্দকে মুছে দিবে।" আমি বললাম, হে আল্লাহ'র রাসূল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ / আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'—উচ্চারণ করা কি ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, "هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ ভালো কাজসমূহের মধ্যে এটি সর্বোত্তম।" '

একফোঁটা অশ্রু দিয়ে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনের অনেক সমুদ্র নির্বাপিত করে দিবেন

[১৩৯] খাযিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আগমন করলেন। তখন তাঁর পাশে একব্যক্তি কান্নাকাটি করছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'এ ব্যক্তি কে?' বলা হলো, 'অমুক।' অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, "আমরা আদম সন্তানের সকল কাজের ওজন করে থাকি, তবে কান্না বাদে;

কারণ একফোঁটা অশ্রু দিয়ে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনের অনেক সমুদ্র নির্বাপিত করে দিবেন।”

জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ঠোঁটে কখনো হাসি ফুটেনি

[১৪০] রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন,

لَمْ تَأْتِنِيْ إِلَّا وَأَنْتَ صَارٌّ بَيْنَ عَيْنَيْكَ

“আপনি যতোবার আমার নিকট এসেছেন, ততোবারই আপনার কপালে শোক ও দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল।” [এর কারণ দর্শাতে গিয়ে] জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, ‘জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে আমার ঠোঁটে কখনো হাসি ফুটেনি।’ ’ [তুলনীয়: হাদীস নং ২৪০]

কুরআনের দুটি আয়াতের প্রতিক্রিয়া

[১৪১] হিমরান ইবনু আইয়ুন (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيْمًا

“আমার নিকট রয়েছে শক্ত বেড়ি, জ্বলন্ত আগুন, শ্বাস রোধ করা খাবার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩:১২-১৩)—এ আয়াত পাঠ করে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন।’

বাস্তবতা জানলে মানুষ অল্প হাসতো ও অধিক কাঁদতো

[১৪২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

“আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং অধিক পরিমাণ কাঁদতে।” ’ [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৬]

অভিজাত পোশাকে কল্যাণ নেই

[১৪৩] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন,

"يَا أَبَا ذَرٍّ أُنْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ আবূ যার! মাসজিদে সবচেয়ে পরিপাটি লোকটির দিকে তাকাও।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, সবচেয়ে পরিপাটি লোকটি উৎকৃষ্ট মানের পোশাক পরিহিত। আমি [নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে] বললাম, এ কথার উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন,

"أُنْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ মসজিদে সবচেয়ে নগণ্য লোকটির দিকে দৃষ্টি দাও।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, সবচেয়ে নগণ্য ব্যক্তিটি বহু পুরাতন ও জরাজীর্ণ জামা গায়ে দিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ সবের উদ্দেশ্য কী? রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَهٰذا خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِ هٰذَا

"দুনিয়া-ভর্তি এরূপ উৎকৃষ্ট মানের পোশাকধারীর তুলনায় এই পুরাতন জরাজীর্ণ পোশাকধারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা'র দৃষ্টিতে অধিক উত্তম।" '

মেয়ের বিয়েতে উপহার

[১৪৪] ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে খেজুর গাছের ছাল দিয়ে তৈরি একটি বিছানা, আঁশভর্তি চামড়ার একটি বালিশ ও কিছু পনির উপহার দিয়েছিলেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭০]

পরকালের আরাম আয়েশই প্রকৃত আরাম আয়েশ

[১৪৫] আবদুল্লাহ ইবনুল হারস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হাজ্জ সম্পাদন করেছেন। উটটি এদিক সেদিক দুলতে থাকলে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ [হে আল্লাহ!] আমি হাজির। পরকালের

আরাম আয়েশই প্রকৃত আরাম আয়েশ।" '

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ

[১৪৬] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।" '

দুর্ভিক্ষের তুলনায় প্রাচুর্য বেশি ভয়ঙ্কর

[১৪৭] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, দুর্ভিক্ষ তো আমাদেরকে খেয়ে ফেললো।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

غَيْرُ ذٰلِكَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُبَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا فَلَيْتَ أُمَّتِيْ لَا يَلْبَسُوْنَ الذَّهَبَ

"প্রাচুর্য তো তোমাদের জন্য আরো বেশি ভয়ঙ্কর। [তখন] দুনিয়া তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে ফেলবে। হায়! আমার উম্মাহ'র লোকেরা যদি স্বর্ণ পরিধান না করতো!" '

আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত নয় এমন প্রত্যেক জিনিসই অভিশপ্ত

[১৪৮] মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

"দুনিয়া অভিশপ্ত; তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত, তবে যা কিছু আল্লাহ তাআলা'র জন্য নিবেদিত (তা বাদে)।" '

মুমিনের জীবনোপকরণ হবে মুসাফিরের সম্বলের ন্যায়

[১৪৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সালমান ফারিসি

(রদিয়াল্লাহু আনহু) ভাষণ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন'? আপনি তো রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবি!' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি আমার কোনো অনুরাগ বা বিরাগের জন্য কাঁদছি না; তবে (আমার কান্নার কারণ হলো) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, যা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাদের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনোপকরণ হবে মুসাফিরের সম্বলের ন্যায়। এ কথা বলে তিনি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের দিকে নজর দিলেন। হিসেব কষে দেখা গেলো, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদসমূহের মূল্য পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিরহামের মত।'

অধিক জীবনোপকরণ মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত করে তোলে

[১৫০] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِيْ الدُّنْيَا

"তোমরা [অধিক] জীবনোপকরণ গ্রহণ কোরো না, অন্যথায় দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৭০; ১৭১]

কাঠের ঘর মেরামত করার দৃশ্যও তাঁর নিকট অপছন্দনীয়

[১৫১] আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন; আমরা তখন একটি কাঠের ঘর মেরামত করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هٰذَا এটি কী?" আমরা বললাম, এটি একটি কাঠের ঘর—যা দুর্বল হয়ে গিয়েছে; আমরা এটি মেরামত করছি। তিনি বললেন,

"مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلُ مِنْ ذٰلِكَ এ রকম কাণ্ড দেখলেই আমি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই।" '

পরপর কয়েক রাত অভুক্ত থাকতেন

[১৫২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরপর অনেক রাত অভুক্ত থাকতেন। তাঁর পরিবারবর্গের নিকটও সকাল ও রাতে খাওয়ার মতো কিছু থাকতো না। তাঁরা সাধারণত যবের রুটি খেতেন।'

একমাস পর্যন্ত ঘরে রুটি বানানো হয়নি

[১৫৩] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, '[একবার] আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট ভেড়ার একটি পা পাঠালেন। আমি তা ধরে রাখলাম, আর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি কেটে ভাগ করলেন।' [অতঃপর] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর এক-দু মাস এমন অতিবাহিত হয়েছে, যখন তাঁরা রুটিও বানাননি এবং হাড়িও চড়াননি।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৮]

ক্ষুধার যন্ত্রণায় ন্যুব্জ হয়ে গিয়েছিলেন

[১৫৪] নুমান ইবনু বাশীর (রহিমাহুল্লাহ) এক বক্তৃতায় বলেন, 'মানুষকে দুনিয়া কীভাবে পেয়ে বসেছে—তা উল্লেখ করে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, 'আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ন্যুব্জ হয়ে যেতে দেখেছি। পেট ভরার মতো নিম্ন মানের খেজুরও [সেদিন] তাঁর নিকট ছিল না।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১১২]

পরপর দুদিন পেট ভরে যবের রুটি খেতে পাননি

[১৫৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন পরপর দুদিন পেট ভরে যবের রুটি খেতে পায়নি।'

রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য

[১৫৬] মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

"تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ [মুমিন তো তাঁরা] যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা এড়িয়ে চলে।" (সূরা আস-সাজদাহ ৩২:১৬)

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "قِيَامُ

الْعَبْدِ مِنَ اللَّيْلِ [তারা হলো] সেসব বান্দা যারা রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে।"

কখনো যবের রুটি উদ্বৃত্ত থাকতো না

[১৫৭] আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের নিকট কখনো যবের রুটি উদ্বৃত্ত থাকতো না।'

দুনিয়াতে প্রাপ্ত নিয়ামতের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

[১৫৮] আবূ কিলাবা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

"ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ তারপর সেদিন তোমাদেরকে বিভিন্ন অনুগ্রহের ব্যাপারে প্রশ্নের মুখোমুখি করা হবে।" (সূরা আত-তাকাসুর ১০২:৮)

—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَعْقِدُوْنَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ بِالنَّقِيِّ فَيَأْكُلُوْنَهُ আমার উম্মতের কিছু লোক যবের মসৃণ গুড়ার সাথে ঘি ও মধু মিশিয়ে খায়!" [তুলনীয়: হাদীস নং ১৬৫]

সুস্থ দেহ আল্লাহর নিয়ামত—যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে

[১৫৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيْمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ أُصِحَّ لَكَ الْجِسْمَ وَأُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"নিয়ামত প্রসঙ্গে কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করা হবে তা হলো, তাকে বলা হবে, 'আমি কি তোমার দেহকে সুস্থ রাখিনি এবং তোমাকে ঠান্ডা পানি পান করাইনি?" '

কোন সম্পদ মানুষের নিজস্ব?

[১৬০] মুতার্‌রিফ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে তিনি [একবার] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলেন। তখন

তিনি "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ অধিক ঐশ্বর্যশালী হওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে!" (সূরা আত তাকাছুর ১০২) এর ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বললেন,

يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ: مَالِيْ مَالِيْ وهَلْ لَكَ يا ابْنَ آدم مِنْ مالك إلّا ما أَكَلْتَ فأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"আদমসন্তান (অর্থাৎ, মানুষ) বলে, 'আমার সম্পদ! আমার সম্পদ!' আদমসন্তান! তোমার কি কোনো সম্পদ আছে? যা খেয়েছো, তা তো নিঃশেষ করে ফেলেছো; যা পরিধান করেছো, তা তো মলিন করে ফেলেছো; আর যা দান করেছো, তা তো করেই ফেলেছো!" [তুলনীয়: হাদীস নং ৫৯]

আঙুরের লতা খেয়ে খেয়ে সাহাবিদের মুখের কোণে ঘা হয়ে গিয়েছিল

[১৬১] উতবা ইবনু গাযওয়ান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকা সাতজনের মধ্যে আমি ছিলাম সপ্তম। আঙুরের লতা ছাড়া আমাদের নিকট কোনো খাবার ছিল না। [এগুলো খেয়ে খেয়ে] আমাদের মুখের কোণে ঘা হয়ে গিয়েছিল।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৬২]

এক সময় সাহাবিদের নিকট সামুর ও আঙুরের লতা ছাড়া অন্য কোনো খাবার ছিল না

[১৬২] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ'র রাস্তায় তির নিক্ষেপ করেছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের নিকট সামুর ও আঙুরের লতা ছাড়া অন্য কোনো খাবার ছিল না। [এসব খাওয়ার দরুন] আমাদের লোকজন ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় মলত্যাগ করতো।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৬১]

একব্যক্তি বস্ত্রের অভাবে শীতকালে গর্তে লুকিয়ে থাকতেন

[১৬৩] কাতাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাদেরকে

বলা হলো, একব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় পেটের সাথে পাথর বেঁধে রাখে, যেন এর মাধ্যমে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে। লোকটি শীতকালে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে থাকে; এ ছাড়া তাঁর আর কোনো দেহাবরণ নেই।'

নিয়ামতের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ

[১৬৪] আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '[একবার] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর ও উমার গোশত, যবের রুটি, খেজুর ও ঠান্ডা পানি খেলেন। খাওয়া শেষে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "هٰذَا وَرَبِّكُمَا لَمِنَ النَّعِيْمِ তোমাদের রবের শপথ! এ খাবার অবশ্যই নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।" '

পানির ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

[১৬৫] আবূ সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছেলে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদল সাহাবি নিয়ে আবুল হাইসাম মালিক ইবনুত তীহান-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "أَيْنَ أَبُوْ الْهَيْثَمِ؟ আবুল হাইসাম কোথায়?" তাঁর স্ত্রী বললেন, 'তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি সংগ্রহ করতে গিয়েছেন।' ইত্যবসরে আবুল হাইসাম এসে হাজির হন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'আশ্চর্য! রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য (কোনো খাবার) প্রস্তুত করোনি?' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'কিছু একটা তৈরি করো।' এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী যব পিষতে গেলেন, আর তিনি গেলেন তাঁর গবাদি পশুর পালের দিকে। একটি ভেড়া জবাই করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دُرٍّ দুধ দেয় এমন কোনো (ভেড়া) জবাই কোরো না।" তিনি রান্না করে সাহাবিদের সামনে খাবার পরিবেশন করলে তাঁরা খাবার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মশক বা বালতিতে করে পানীয় নিয়ে আসেন যা থেকে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিরা পান করেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذِهِ الشُّرْبَةِ [কিয়ামতের দিন] তোমাদেরকে এ পানীয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" '

যেকোনো মামুলি ব্যক্তির ডাকেও সাড়া দিতেন

[১৬৬] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কৃতদাসের ডাকে সাড়া দিতেন, অসুস্থকে দেখতে যেতেন এবং গাধায় চড়তেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭৩; ৯২]

পরকালের কাজ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা হলে পরকালে তা কোনো উপকারে আসবে না

[১৬৭] উবাই ইবনু কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بَشِّرْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ

"এ উম্মতকে সমুন্নত মর্যাদা, [আল্লাহ'র পক্ষ থেকে] সাহায্য ও [পৃথিবীতে] সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরকালের কাজ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করবে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ থাকবে না।" '

আল্লাহই পরম উদ্দেশ্য

[১৬৮] উবাই ইবনু কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে পরম উদ্দেশ্যে পরিণত করে, আল্লাহ'র সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।'

বহুমুখী উদ্বেগের কুফল

[১৬৯] সুলাইমান ইবনু হাবীব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ هَمُّهُ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ بِكُلِّ وَادٍ لَمْ يُبَالِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَيِّهَا هَلَكَ

"যার উদ্বেগ কেবল একটি (অর্থাৎ পরকাল), তার (পার্থিব) উদ্বেগের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; পক্ষান্তরে যার উদ্বেগ বহুমুখী, সে কোন্ গিরিখাতে

মরে পড়ে থাকে- তাতে আল্লাহ তাআলা'র কিছুই যায় আসে না।" '
[তুলনীয়: হাদীস নং ১১৬]

দুনিয়াদার ব্যক্তির অনবরত দারিদ্র্য

[১৭০] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةُ كَفَّ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَإِنْ كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا أَفْشَى اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَلَا يُمْسِىْ إِلَّا فَقِيْرًا وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيْرًا

"বান্দার পরম উদ্দেশ্য যদি পরকাল হয়, তাহলে আল্লাহ ঐ বান্দার পার্থিব জীবনোপকরণ কমিয়ে দিয়ে তার অন্তরে প্রাচুর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে দিবেন; পক্ষান্তরে তার পরম উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়া, তাহলে আল্লাহ তার জীবনোপকরণ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তার কপালে দারিদ্র্যের ছাপ লাগিয়ে দিবেন, ফলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তার মনে হবে সে একজন ফকির, আবার সন্ধ্যাসময়ও মনে হবে সে একজন অতি অভাবী ব্যক্তি।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৫০; ১৭১]

পরকালমুখিতার সুফল

[১৭১] আবদুর রহমান ইবনু আবান তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'দুপুর বেলা যাইদ ইবনু সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) মারওয়ানের দরবার থেকে বের হলেন। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, 'এ সময় তিনি সেখানে গিয়েছেন; নিঃসন্দেহে মারওয়ান তাঁর কাছে কিছু জানতে চেয়েছেন।' আমি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! তিনি আমাদের নিকট কিছু বিষয় জানতে চেয়েছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ

قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ و مُناصحةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ و لُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَائِهِمْ

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তি[র মুখ]কে উজ্জ্বল করুন—যে আমার কথা শুনে সংরক্ষণ করে এবং অপরের নিকট তা পৌঁছে দেয়! কারণ অনেক ব্যক্তি গভীর জ্ঞানের কথা বহন করে চলে, কিন্তু নিজেরা ধীশক্তির অধিকারী নয়; আবার অনেক লোক ধীশক্তির অধিকারী বটে, তবে [প্রচারের মাধ্যমে] তারা সেই জ্ঞানকে এমন লোকের কাছে পৌঁছে দেয় যারা অধিকতর ধীশক্তির অধিকারী। তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলিমের অন্তরে কখনো বিতৃষ্ণা জাগে না—(১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলা'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা; (২) শাসকদেরকে উপদেশ দেওয়া ও (৩) সংঘবদ্ধ জীবনকে আঁকড়ে ধরা। শাসকদেরকে উপদেশ দিলে তাদের পেছনে যারা আছে তারাও উপদেশের আওতায় চলে আসে।" তিনি (আরো) বলেছেন,

مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ نِيَّتُهُ لِلدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ

"যার পরম উদ্দেশ্য পরকাল, আল্লাহ তার পার্থিব বিষয়াদি গুছিয়ে দিয়ে তার অন্তরে প্রাচুর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়া তার নিকট চলে আসবে; পক্ষান্তরে যার ধ্যান-জ্ঞান কেবল দুনিয়াকে নিয়ে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনোপকরণ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রাখবেন এবং তার কপালে দারিদ্র্যের ছাপ লাগিয়ে দিবেন, আর দুনিয়াও সে শুধু ততোটুকুই পাবে—যতোটুকু আল্লাহ তার জন্য লিখে রেখেছেন।" মারওয়ান আমার নিকট (আরো) জানতে চেয়েছেন, মধ্যবর্তী সালাত কোনটি; মধ্যবর্তী সালাত হলো যুহরের সালাত।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৫০; ১৭০]

দুটি অনুগ্রহের ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে

[১৭২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الْفَرَاغُ وَالصِّحَّةُ

"দুটি অনুগ্রহের ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে; (অনুগ্রহ দুটি হলো) অবসর ও সুস্থতা।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২০৩]

সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যার আয়ু দীর্ঘ ও আচরণ সুন্দর

[১৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু বাশার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'দুজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসার পর তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে ও সুন্দর আচরণ করে।" অপরজন বললো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, ইসলামের বিধি-বিধান তো আমার নিকট অধিক মনে হচ্ছে! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা আমি সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকবো।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ'র যিক্‌রে সবসময় সিক্ত থাকে।" [তুলনীয়: হাদীস নং ১১৪]

পরকালের সর্বোত্তম পাথেয় আল-কুরআন

[১৭৪] জুবাইর ইবনু নুদাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوْا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِيْ الْقُرْآنُ

"তোমরা আল্লাহ তাআলা'র নিকট কখনো ঐ বস্তুর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে যেতে পারবে না যা তাঁর নিকট থেকে এসেছে; অর্থাৎ, কুরআন।"

ইবাদতের জন্য সময় বের করলে আল্লাহ তাআলা অভাব ঘুচিয়ে দেন

[১৭৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِبْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

"আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবকাশ বের করো, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে ভরপুর করে দিবো, অভাব ঘুচিয়ে দিবো; অন্যথায় তোমার অন্তরকে নানা ব্যস্ততায় ভরপুর করে রাখবো এবং তোমার দারিদ্র্যকে অবারিত করে দিবো।" '

পরকালে কী পাওয়া যাবে—তা জানলে লোকেরা মন থেকে চাইতো তার অভাব ও দারিদ্র্য যেন আরো বেড়ে যায়

[১৭৬] ফুদালা ইবনু উবাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন লোকদের সালাতে ইমামতি করতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার তাড়নায় সালাতে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় নিচে পড়ে যেতেন। তাঁরা ছিলেন আসহাবুস সুফফা'র সাহাবি। এ দৃশ্য দেখে বেদুইনরা বলতো, 'এ লোকগুলোকে জিনে ধরেছে।' সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদের দিকে ফিরে বললেন,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَحْبَبْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَزْدَادُوْنَ حَاجَةً وَ فَاقَةً

"তোমরা যদি জানতে, আল্লাহ তাআলা'র নিকট তোমাদের জন্য কী (বরাদ্দ) রয়েছে, তাহলে তোমরা মন থেকে চাইতে—তোমাদের অভাব ও দারিদ্র্য যেন আরো বেড়ে যায়!" সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম।'

হতদরিদ্র লোকেরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে

[১৭৭] আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আনসারদের একটি পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলাম। [পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাবে] আমাদের কারো কারো দেহের বিভিন্ন অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ছিল; ফলে তাঁরা নানাভাবে সেসব অংশ ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের একজন পাঠক আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা'র কিতাব পড়ে শোনাচ্ছিলেন, আর আমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এসে আমাদের সাথে বসে গেলেন, যেন তিনি আমাদেরই একজন! এ দৃশ্য দেখে পাঠক থেমে গেলেন। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ؟ তোমরা কী বিষয়ে কথা বলছিলে?" আমরা জবাব দিলাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাদের মধ্যে একজন পাঠক আমাদেরকে আল্লাহ'র কিতাব পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতের ইশারায় তাঁদেরকে গোল হয়ে বসার নির্দেশ দিলেন। সবাই তা করলো। আমি দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ পাঠচক্রের মধ্যে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে চেনেন না। অতঃপর তিনি বললেন,

أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ الصَّعَالِيْكِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذٰلِكَ خَمْسُمِأَةِ عَامٍ

"নিঃস্বদের দল! সুসংবাদ তোমাদের জন্য। ধনীদের অর্ধদিবস পূর্বে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর সেই অর্ধদিবসটি হল পাঁচশত বছরের সমান।"
' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩০; ১২৭; ১৩৩; ১৭৮]

প্রাচুর্যের তুলনায় দারিদ্র্যের সময় মুমিনের জন্য অধিক উত্তম

[১৭৮] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিঃস্ব মুসলিমগণ আহলুস সুফফা'র লোকদের সাথে জড়ো হতেন। তাঁদের কোনো নতুন জামা থাকতো না; বরং পরিধেয় বস্ত্রসমূহ চামড়া দিয়ে তালি দিয়ে রাখতেন। একবার নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَوْ يَوْمٌ يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ فِيْ حُلَّةٍ وَيَرُوْحُ فِيْ أُخْرٰى وَتَغْدُوْ عَلَيْهِ جَفْنَةٌ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِأُخْرٰى وَيَسْتُرُ بَيْتَهُ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟

"বর্তমান সময়টি তোমাদের জন্য ভালো, নাকি ঐ সময়টি—যখন তোমাদের কেউ কেউ সকালে একটি 'হুল্লা' (জৌলুসপূর্ণ জামা) গায়ে দিবে আর বিকালে গায়ে দিবে আরেকটি, তার সামনে সকালে পরিবেশন করা হবে খাদ্যভর্তি বিশাল আকৃতির একটি ডিশ আর সন্ধ্যায় আনা হবে আরেকটি ডিশ এবং সে তার গৃহকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে রাখবে যেভাবে কাবা-কে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়?" '

তাঁরা বললেন, 'না, বরং ঐ সময়টিই আমাদের জন্য অধিক উত্তম!' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ না, বরং বর্তমান সময়টিই তোমাদের জন্য অধিক উত্তম!" [তুলনীয়: হাদীস নং ৩০; ১২৭; ১৩৩; ১৭৭]

আল্লাহর স্মরণে কিছু সময় ব্যয় করলে বান্দার প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

[১৭৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِبْنَ آدَمَ أُذْكُرْنِيْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِيْكَ مَا بَيْنَهُمَا

"আদম সন্তান! সকাল ও বিকালে একটু সময় আমাকে স্মরণ করো; এতদুভয়ের মাঝখানের সময়টুকুতে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।" '

আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু নিয়ে নিলে আরেকটি দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত করে দেন

[১৮০] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গাদবা নামে একটি উট ছিল; কোনো উট তার আগে যেতে পারতো না। একদিন এক বেদুইন একটি উটের পিঠে চড়ে সেটিকে পেছনে ফেলে দেয়। বিষয়টি ছিল মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক। তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, গাদবা তো পেছনে পড়ে গেলো!' তাঁদের বেদনাক্লিষ্ট চেহারা দেখে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

"আল্লাহ তাআলা যদি দুনিয়া থেকে কোনো কিছু উঠিয়ে নেন, তাহলে অন্য একটি দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত করে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব।" '

বুদ্ধিমান তো সেই যে তার প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখে

[১৮১] শিদাদ ইবনু আউস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"বুদ্ধিমান তো সেই—যে তার প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, আর প্রকৃত অসহায় তো সেই—যে তার প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে আবার আল্লাহ তাআলা'র নিকট ভালো ভালো জিনিস প্রত্যাশা করে।" '

প্রাচুর্য মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকে

[১৮২] সাঈদ ইবনু আইমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবিদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে এক ধনী ব্যক্তির পাশে বসলো; (ধনী ব্যক্তিটি এমন আচরণ করলো) যেন তার গায়ের জামা কেউ টেনে ধরেছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারার রঙ বদলে গেলো। তিনি ধনী লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَخَشِيتَ يَا فُلَانُ أَنْ يَعْدُوَ غِنَاكَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَعْدُوَ فَقْرُهُ عَلَيْكَ؟

"অমুক! তোমার কি ভয় হচ্ছে, তোমার প্রাচুর্য ঐ লোকটির মধ্যে সংক্রমিত হবে আর তার দারিদ্র্য তোমার মধ্যে চলে আসবে?" সে বললো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, প্রাচুর্যের মধ্যে এমন কী অনিষ্ট আছে (যা সংক্রমিত হতে পারে)?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

نَعَمْ إِنَّ غِنَاكَ يَدْعُوكَ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ فَقْرَهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ

"হ্যাঁ! তোমার প্রাচুর্য তোমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে, আর তার দারিদ্র্য তাকে ডাকছে জান্নাতের দিকে।" ধনী ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলো, 'কী কাজ করলে আমি (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি পেতে পারি?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "تُوَاسِيهِ তাকে সহায়-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করো।" সে বললো, 'তাহলে আমি তা-ই করবো।' দরিদ্র লোকটি বললো, 'পার্থিব বিষয়াদির প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"فَاسْتَغْفِرْ وَادْعُ لِأَخِيكَ তাহলে তোমার ভাইয়ের জন্য (আল্লাহ'র নিকট)

ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করো।" '

দুনিয়া ও নারীর পরীক্ষা

[১৮৩] আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

إِنَّ الدُّنْيَا خُضْرَةٌ حُلْوَةٌ فَاتَّقُوْهَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ

"দুনিয়া[র রূপ] হলো মনোহর সবুজ উদ্যানের ন্যায় [যা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে]। অতএব দুনিয়া ও নারী[র পরীক্ষা]-কে ভয় করো।" '
[তুলনীয়: হাদীস নং ৬২; ২৩৩]

জৌলুসপূর্ণ পোশাক পরিহারের সুফল

[১৮৪] সাহল ইবনু মুআয ইবনি আনাস তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ حُلَلِ الْإِيْمَانِ يَلْبِسُ أَيَّهَا شَاءَ

"সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা'র প্রতি বিনয়ের দরুন [জৌলুসপূর্ণ] পোশাক পরিহার করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে ডেকে সকল সৃষ্টির শীর্ষে তুলে ধরে সুযোগ দিবেন—সে যেন ঈমানের জৌলুসপূর্ণ পোশাকসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা পরিধান করে।" '

তিনদিন অভুক্ত ছিলেন

[১৮৫] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এক ছিলকা যবের রুটি খাওয়ালেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"هٰذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوْكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ। এটিই প্রথম খাবার যা তোমার পিতা গতো তিনদিনের মধ্যে খেলেন।" '

প্রিয় বান্দার বৈশিষ্ট্য

[১৮৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন,

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَحْسَنُوْا إِسْتَبْشَرُوْا وَ إِذَا أَسَاؤُوْا إِسْتَغْفَرُوْا

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করো—যারা ভালো কাজ করলে খুশি হয়, আর খারাপ কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" '

প্রতিদিন একশত বার তাওবা

[১৮৭] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِيْ الْيَوْمِ مِأَةَ مَرَّةٍ

"ওহে মানুষ! তোমাদের রবের নিকট তাওবা করো / ফিরে এসো; আমিও প্রতিদিন তাঁর নিকট একশত বার তাওবা করি।" [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৩]

মানুষের উদ্দেশ্যে করা কোনো কাজের প্রতিদান পরকালে নেই

[১৮৮] সালামা ইবনু কুহাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি জুনদুব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعُ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِيْ اللّٰهُ بِهِ

"যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, আল্লাহ তা শোনানোর ব্যবস্থা করে দিবেন; আর যে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে, আল্লাহ তা দেখানোর ব্যবস্থা করে দিবেন।" ' [২]

কিছু কিছু রাত্রিজাগরণ শুধু শুধু ঘুম নষ্ট করার শামিল

[১৮৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[২] অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়েছে—তা যেহেতু দুনিয়াতেই হাসিল হয়ে যাবে, তাই পরকালে ঐ কাজের আর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। [অনুবাদক]

'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ وَكَمْ مِّنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

"অনেকে সিয়াম পালন করে, অথচ তাদের সিয়াম নিছক অভুক্ত থাকার নামান্তর; আবার অনেকে রাত জেগে ইবাদত করে, অথচ তাদের রাত্রি-জাগরণ শুধু শুধু ঘুম নষ্ট করার শামিল।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৮; ১৯১]

মিথ্যার কুফল

[১৯০] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ لَّمْ يَدَعِ الزُّوْرَ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّـهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মিথ্যার ভিত্তিতে কাজকর্ম ও অজ্ঞতা পরিহার করে না, সে তার খাদ্য-পানীয় পরিহার করুক—তাতে আল্লাহ'র কোনো প্রয়োজন নেই।" '

কোনো কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হলে আল্লাহ তা গ্রহণ করেন না

[১৯১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَإِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّنْهُ وَهُوَ لِلَّذِىْ أَشْرَكَ

"আনুগত্য লাভের সর্বোত্তম সত্তা আমি; যে ব্যক্তি কোনো কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে—আমি তা থেকে মুক্ত। তা ঐ ব্যক্তির জন্যই বরাদ্দ—যাকে সে শরীক সাব্যস্ত করেছে।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৮৮; ১৮৯]

যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যায়—তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হবে

[১৯২] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِىَ بِىْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ

“মিরাজের রাতে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম—যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এরা কারা?’ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِيْنَ كَانُوْا يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ

“এরা হলো দুনিয়ার সেসব বক্তা যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয়, কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যায়, অথচ তারা কুরআন পাঠ করে; তারা কি বিবেক খাটায় না?” ’ [তুলনীয়: সূরা আল-বাকারা ২:৪৪]

আল্লাহ-ভীতিই সকল বিপদ থেকে উত্তরণের উপায়

[১৯৩] আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি পাঠ করতে শুরু করলেন,

“وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাকে (বিভিন্ন সমস্যা থেকে) উত্তরণের কৌশল দেখিয়ে দেন।”—(সূরা আত-তালাক ৬৫:২)’

তারপর বললেন, “يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوْا بِهَا لَكَفَتْهُمْ আবূ যার! সকল মানুষ যদি এ আয়াতটিকে মনের ভেতর স্থান দিতো, তাহলে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।”

তিনি এ আয়াতটি আমার সামনে এতো বেশি পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন যে একপর্যায়ে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।’

কিয়ামত দিবসের চিত্র

[১৯৪] ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

“যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের চিত্র দেখতে চায়, সে যেন আত-তাকভীর, আল-ইনফিতার ও আল-ইনশিকাক—এসব সূরা পাঠ করে।” '

বিপুল পরিমাণ সম্পদ পেয়ে আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়ে অল্প সম্পদে জীবনযাপন করা অধিক উত্তম

[১৯৫] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ أُحُدًا يُحَوَّلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمُوْتُ يَوْمَ أَمُوْتُ أَدَعُ مِنْهُ دِيْنَارَيْنِ إِلَّا دِيْنَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ

“সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের জন্য উহুদ পাহাড়টিকে সোনায় পরিণত করা হোক, আর আমি সেই সোনা আল্লাহ'র রাস্তায় ব্যয় করতে থাকি এবং মৃত্যুর দিন সেই সোনার পাহাড় থেকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যাই—এগুলোতে আমি কোনো পুলক বোধ করি না। তবে ঋণ—যদি আদৌ থাকে—পরিশোধের উদ্দেশ্যে দুটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে মারা যাওয়ার বিষয়টি ব্যতিক্রম।” [ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন] তিনি মৃত্যুর সময় স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা কিংবা দাস অথবা দাসী—কোনো কিছুই রেখে যাননি; কেবল তাঁর বর্মটি রেখে গিয়েছিলেন—যা এক ইয়াহূদির নিকট বন্ধক রেখে তিনি ত্রিশ সা' যব কিনেছিলেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ৯; ১০]

আল্লাহর ব্যাপারে সেভাবে লজ্জাবোধ করা উচিত যেভাবে সৎ ব্যক্তির সামনে লজ্জাবোধ করা হয়

[১৯৬] সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أُوْصِيْكَ أَنْ تَسْتَحِيَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحْيِيْ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ

"তোমার প্রতি আমার উপদেশ হলো, তুমি আল্লাহ তাআলা'র ব্যাপারে সেভাবে লজ্জাবোধ করবে যেভাবে তুমি তোমার জাতির কোনো সৎ ব্যক্তির সামনে লজ্জাবোধ করো।" '

মিথ্যুক হওয়ার জন্য যা যথেষ্ট

[১৯৭] হাফ্স ইবনু আসিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে যা কিছু শোনে—তা সবই বলে বেড়ায়।" '

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম উপায়—রাগ না করা

[১৯৮] আবূ সালিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক সাহাবি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে; অল্প আমলের কথা বলুন, যাতে আমি তা মস্তিষ্কে ধারণ করে রাখতে পারি।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا تَغْضَبْ রাগ কোরো না।"

তাড়াহুড়ো না করা পর্যন্ত বান্দা কল্যাণ লাভ করতে থাকে

[১৯৯] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ

"বান্দা কল্যাণ লাভ করতে থাকবে, যতোক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করবে।" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ কাজটি তাড়াহুড়োর অন্তর্ভুক্ত?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِيْ

"(যখন) সে বলবে, 'আমি তো আল্লাহ তাআলা-কে অনেক ডাকলাম; কই, তিনি তো আমার ডাকে সাড়া দিলেন না!" '

বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সময় আল্লাহর বিধান মেনে চলার গুরুত্ব

[২০০] মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"أَلْعِبَادَةُ فِيْ الْهَرَجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সময় আল্লাহ'র বিধান মেনে চলা আমার নিকট হিজরত করে চলে আসার ন্যায়।" '

আল্লাহ তাআলা চেহারা-সুরত ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না

[২০১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوْبِكُمْ

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা-সুরত ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, তিনি তাকান তোমাদের কর্মকাণ্ড ও অন্তঃকরণের দিকে।" '

যে ব্যক্তি লোকবলের ভিত্তিতে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন

[২০২] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

"مَنِ اعْتَزَّ بِالْعَبْدِ أَذَلَّهُ اللهُ যে ব্যক্তি মানুষের শক্তির ভিত্তিতে নিজেকে শক্তিশালী মনে করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন।" '

[illegible]

নিয়ামতের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

[২০৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ' সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে অনুগ্রহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা আত-তাকাসুর ১০২:৮)-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "الأَمْنُ والصِّحَّةُ (অনুগ্রহসমূহ হল) নিরাপত্তা ও সুস্থতা।" [তুলনীয়: হাদিস নং ১৭২]

আল্লাহ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা ও ব্যবসায়ী হওয়ার নির্দেশ দেননি

[২০৪] আবূ মুসলিম খাওলানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا أَوْصَى اللهُ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ

"আল্লাহ আমাকে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা ও ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেননি; তিনি বরং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" ' [তুলনীয়: সূরা আল-হিজর ১৫:৯৮]

সামর্থ্যের বাইরের বিধানসমূহের জন্য অনুশোচনা করা উচিত

[২০৫] আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনি উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَجِدُ الْمُؤْمِنَ يَجْتَهِدُ فِيمَا يُطِيْقُ مُتَلَهِّفًا عَلَى مَا لَا يُطِيقُ

"তুমি দেখতে পাবে, মুমিন (আল্লাহ'র নির্দেশসমূহের মধ্যে) যা মেনে চলার সামর্থ্য রাখে তা মেনে চলার চেষ্টা করে, আর যা তার সামর্থ্যের বাইরে তার জন্য অনুশোচনা করে।" '

কোমল আচরণের সুফল

[২০৬] ইবনু সালিহ হানাফি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَحِيْمٌ لَا يَضَعُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ وَلَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَحِيْمًا

"আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি কেবল কোমল ব্যক্তির উপর তাঁর কোমলতার পরশ বুলান, আর স্রেফ কোমল ব্যক্তিকেই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" ' সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল, আমাদের সহায়-সম্পদ ও পরিজনদের সাথে তো আমরা কোমল আচরণ করে থাকি!' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَيْسَ بِذٰلِكَ وَ لٰكِنْ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

"ঐ কোমলতা নয়; বরং (মুমিনদের প্রতি কোমলতা উদ্দেশ্য যার ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলা বলেছেন, '(এমন এক রাসূল—যিনি) তোমাদের ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব ও মুমিনদের প্রতি সহমর্মী-দয়ালু।'—(সূরা আত-তাওবা ৯:১২৮)"

নিকৃষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য

[২০৭] বাকর ইবনু সাওয়াদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

سَيَكُوْنُ نَشْوٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يُوْلَدُوْنَ فِيْ النَّعِيْمِ وَيُغْذَوْنَ بِهِ هِمَّتُهُمْ أَلْوَانُ الطَّعَامِ وَأَلْوَانُ الثِّيَابِ يَتَشَدَّقُوْنَ بِالْقَوْلِ أُولٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِيْ

"অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণির বিকাশ ঘটবে যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নিবে ও তাতেই পরিপুষ্টি লাভ করবে; তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে রকমারি খাবার ও রঙ-বেরঙের পোশাক লাভ করা, আর ওরা কথা বলবে দম্ভভরে—ওরা হলো আমার উম্মতের নিকৃষ্ট অংশ।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৪৩]

প্রকৃত ত্যাগী সে, যে খারাপ কাজ ত্যাগ করে

[২০৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ أَلَا إِنَّ الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ مِنْهُ جَارُهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"মুমিন তো সে যার [অনিষ্ট] থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে; মনে রাখবে, প্রকৃত ত্যাগী (মুহাজির) সে যে খারাপ কাজ ত্যাগ করে; সত্যিকারের মুসলিম সে যার [অনিষ্ট] থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে। সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না—যার অনাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।" '

মন্দ কথার পরিণতিতে মানুষকে জাহান্নামের ভেতর সত্তর বছরের দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে

[২০৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَدْرِىْ أَنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ ما بَلَغَتْ يُهْوٰى بِهَا فِىْ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

"মানুষ এমন কথা বলে যার ব্যাপারে সে আন্দাজ করতে পারে না—তা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে। এ কথার পরিণতিতে তাকে জাহান্নামের ভেতর সত্তর বছরের দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭৯; ৮০]

ঘরোয়া কাজ

[২১০] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের কাজ করতেন; আর ঘরের কাজসমূহের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি করতেন সেলাইয়ের কাজ।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৭; ৮]

উন্মুক্ত দ্বার

[২১১] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ'র শপথ! রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজা [সাধারণ লোকদের জন্য] রুদ্ধ ছিল না; কোনো পর্দা তাঁর সম্মুখে অন্তরাল সৃষ্টি করতো না; আর তাঁর সামনে সকাল-সন্ধ্যায় খাবারের বিশাল বিশাল ডিশও পরিবেশন করা হতো না; বরং তিনি

ছিলেন খোলামেলা মানুষ। যে কেউ চাইলে আল্লাহ'র নবির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতো। তিনি মাটিতে বসতেন, মাটির উপরেই তাঁর খাবার পরিবেশন করা হতো, তিনি মোটা কাপড় গায়ে দিতেন, গাধায় চড়তেন, ভৃত্যের পাশে থাকতেন, আর [খাবার শেষে] হাত চেটে খেতেন।'

ভালো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত

[২১২] হাকীম ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَتَىٰ يُغْلَقُ

"কারো জন্য কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করা হলে, তার উচিত উক্ত কল্যাণ লাভের জন্য পূর্ণ মনোযোগী হওয়া; কারণ সে জানে না, কখন [সে দ্বার] রুদ্ধ করে দেওয়া হবে।"

দুনিয়া ও জীবনের ছলনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা

[২১৩] হাওশাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে দুআ করতেন,

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন দুনিয়া[র ছলনা] থেকে আশ্রয় চাই—যা উত্তম কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; আর এমন জীবন থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাই—যা উত্তম মৃত্যুর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।" '

আল্লাহ তাআলার বাণী নিয়ে আলোচনার বৈঠকে উপবিষ্ট পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও করুণা লাভ করে

[২১৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا جَلَسَ الْقَوْمُ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَجَلِّلُوْهُمْ بِالرَّحْمَةِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا إِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا قَالَ هُمُ الْقَوْمُ

لَا يُشْقَى جَلِيْسُهُمْ

"একদল মানুষ যখন আল্লাহ তাআলা'র [বাণী নিয়ে] আলোচনা করার উদ্দেশ্যে [কোথাও] বসে, আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, 'আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি; তাদেরকে করুণার চাদরে আচ্ছাদিত করে দাও।' ফেরেশতারা বলে, 'হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে তো অমুক ব্যক্তিও রয়েছে [—যে ঐ মানের নয়]।' আল্লাহ বলেন, 'এরা এমন দল যাদের মধ্যে একজন উপবিষ্টকেও হতভাগা করা হবে না।" '

তাঁর গৃহে ক্ষুধার্ত হাসান ও হুসাইনকে দেওয়ার মতো খাবার ছিল না

[২১৫] হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'হাসান ও হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) অভুক্ত থাকায় [খাবারের সন্ধানে] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নয়টি ঘরে লোক পাঠানো হয়; কিন্তু তারা সেখানে তরল কিংবা শুকনো—কোনো খাবারই খুঁজে পাননি।'

মসৃণ আটার রুটি খাননি

[২১৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সেই সত্তার শপথ—যিনি মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! তিনি [কখনো] ঝাঁঝর বা চালনি দেখেননি, এবং রিসালাতের শুরু থেকে ইন্তেকাল অবধি কখনো চালনি দিয়ে চালা আটার রুটি খাননি।' [উরওয়া (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে আপনারা আটা কীভাবে খেতেন?' তিনি বললেন, 'ফুঁ ফুঁ বলে।' (অর্থাৎ মুখের ফুঁ দিয়ে যেটুকু চালা যায় তার মাধ্যমেই।)

তিনটি বস্তু ছাড়া অন্য সবকিছুর জন্য কিয়ামতের দিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে

[২১৭] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثٌ لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ فِيْهَا حِسَابٌ ثَوْبٌ يُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتَهُ وَطَعَامٌ يُقِيْمُ صُلْبَهُ وَبَيْتٌ يُسْكِنُهُ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ فِيْهِ حِسَابٌ

"তিনটি বস্তুর জন্য আদম-সন্তানকে হিসেব দিতে হবে না—লজ্জাস্থান

ঢাকার একখণ্ড বস্ত্র, মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য একটু খাবার ও বসবাসের জন্য একটি ঘর। এর চেয়ে বাড়তি সবকিছুর জন্য হিসেব দিতে হবে।" '
[তুলনীয়: হাদীস নং ৬৫; ১৫৮]

জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে ধনী ব্যক্তির কঠোর জবাবদিহি

[২১৮] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِلْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ وَمُؤْمِنٌ فَقِيْرٌ كَانَا فِي الدُّنْيَا فَأُدْخِلَ الْفَقِيْرُ الْجَنَّةَ وَحُبِسَ الْغَنِيُّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُحْبَسَ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلَقِيَهُ الْفَقِيْرُ فَقَالَ يَا أَخِيْ مَا ذَا حِبِسَكَ وَاللهِ لَقَدْ أُحْتُسِبْتُ حَتَّى خِفْتُ عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ أَيْ أَخِيْ إِنِّيْ حُبِسْتُ بَعْدَكَ مَحْبَسًا قَطِيْعًا كَرِيْهًا مَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ حَتَّى سَالَ مِنِّيْ الْعَرَقُ مَا لَوْ وَرَدَ أَلْفُ بَعِيْرٍ كُلُّهُ أَكَلَةُ الْحَمْضِ لَصَدَرَتْ عَنْهَا رِوَاءً

"জান্নাতের দরজায় দুজন মুমিনের সাক্ষাৎ হলো—দুনিয়াতে একজন ছিল ধনী, অপরজন নিঃস্ব। নিঃস্ব মুমিনকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, আর ধনী মুমিনকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখা হলো; পরিশেষে তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। তার সাথে নিঃস্ব ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে সে বললো, 'ভাই! তোমাকে কেন আটকে রাখা হয়েছিল? আল্লাহ'র শপথ! আমার কাছ থেকে যেভাবে হিসেব নেওয়া হয়েছিল, তাতে তো আমি তোমার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলাম।' ধনী লোকটি বললো, 'ভাই! তোমার পর আমাকে নির্দয় ও নিন্দনীয়ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল; তোমার এখানে আসতে আসতে আমার শরীর থেকে এতো বেশি ঘাম ঝরেছে—যা একহাজার তৃষ্ণার্ত উটের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যথেষ্ট।' " '

পাপ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়, যদি ...

[২১৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُدْخِلُهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ

"বান্দা পাপ করবে, আর আল্লাহ তাকে এর বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ

করাবেন।" সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! পাপ কেমন করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে?' নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

يَكُوْنُ نُصُبَ عَيْنِهِ فَارًّا تَائِبًا حَتّٰى يُدْخِلَهُ ذَنْبُهُ الْجَنَّةَ

"উক্ত পাপ (সারাক্ষণ) তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াবে; ফলে সে [অনুরূপ পাপ থেকে] পালিয়ে বেড়াবে এবং তার জন্য তাওবা [অনুশোচনা] করতে থাকবে; শেষ পর্যন্ত ঐ পাপই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" '

রহমতের সুরতে গযব

[২২০] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বজ্রপাতের আওয়াজ শোনামাত্রই রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতো, যতোক্ষণ না বৃষ্টিপাত হতো; বৃষ্টিপাত শুরু হলে তিনি স্বস্তি পেতেন। ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনার চেহারায় আমরা যে উদ্বেগ দেখতে পাই—তার কারণ কী?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنِّيْ لَا أَدْرِيْ أُمِرَتْ بِرَحْمَةٍ أَوْ بِعَذَابٍ

"বজ্রপাতকে করুণা বর্ষণ, নাকি শাস্তি নাযিল—কোনটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা আমি জানি না।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ১২৪]

সবচেয়ে বেশি মুসিবত যাঁদের

[২২১] উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর [কক্ষে] প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। আমি তাঁর কাপড়ের উপর হাত রাখলাম। কাপড়ের উপর থেকেই (শরীরের) উত্তাপ অনুভূত হচ্ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ'র নবি! আমি তো কাউকে আপনার মতো এরকম জ্বরে আক্রান্ত হতে দেখিনি!' তিনি বললেন,

كَذٰلِكَ يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ وَإِنْ كَانَ

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمَنْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَتَدَرَّعَ بِالْعَبَاءَةِ مِنَ الْفَقْرِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْقُمَّلُ حَتَّى يَقْتُلَهُ

"এভাবেই আমরা দ্বিগুণ প্রতিদান পেয়ে থাকি; সবচেয়ে বেশি বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়েছেন নবিগণ, তারপর ন্যায়-নিষ্ঠ বান্দাগণ। নবিদের মধ্যে কাউকে তো এতো বেশি দারিদ্র্য দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে যে শরীরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শেষপর্যন্ত তিনি আবা[৩] দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করতেন; আবার কারো উপর উকুনের এমন উপদ্রব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৩৯]

জাহান্নামের ভয়ে এক আনসার সাহাবির মৃত্যু

[২২২] মুহাম্মদ ইবনু মুতার্‌রিফ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক আনসার যুবকের অন্তরে [জাহান্নামের] আগুনের ভয় জেঁকে বসে। ফলে সে ঘরে বসে থাকে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ঘরে এসে পাশে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে আলিঙ্গন করেন। সে সজোরে একটি আর্তচিৎকার করে, আর অমনি তার প্রাণবায়ু বেড়িয়ে যায়। পরিশেষে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

جَهِّزُوا صَاحِبَكُمْ فَلَذَ خَوْفُ النَّارِ كَبِدَهُ

"তোমাদের সাথিকে [দাফন-কাফনের জন্য] প্রস্তুত করো। [জাহান্নামের] আগুনের ভয় তার কলিজাকে কেটে ফেলেছে।" '

দুটি গহ্বর মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়

[২২৩] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ اَلْفَرْجُ وَالْفَمُ وَأَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

"বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ জাহান্নামে যাবে দুটি গহ্বরের কারণে, আর তা

[৩] কমদামি উলের বস্ত্র। [অনুবাদক]

সূচীপত্র

হলো লজ্জাস্থান ও মুখ। [অপরদিকে] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ জান্নাতে যাবে দুটি আচরণের ফলে, আর তা হলো আল্লাহভীতি ও উত্তম আচরণ।"

সর্বোত্তম মুমিনের বৈশিষ্ট্য

[২২৪] আসাদ ইবনু দিরাআ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মুমিনদের মধ্যে কে সর্বোত্তম?' তিনি বললেন,

مُؤْمِنٌ مَغْمُوْمُ الْقَلْبِ لَيْسَ فِيْهِ غِلٌّ وَلَا حَسَدٌ

"সেই মুমিন যার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত, অথচ তাতে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! এ বৈশিষ্ট্য তো আমাদের মধ্যে পাই না। তারপর মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' '

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "اَلْمُؤْمِنُ الزَّاهِدُ فِيْ الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِيْ الْآخِرَةِ। সেই মুমিন যে দুনিয়া-বিরাগী ও পরকালের প্রতি উন্মুখ।"

তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আমরা তো রাফি ইবনু খাদীজ ছাড়া আমাদের অন্য কারো মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই না। এরপর মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "مُؤْمِنٌ حَسَنُ الْخُلُقِ। সেই মুমিন যার আচরণ সুন্দর।"

আল্লাহর করুণা ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না

[২২৫] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُنْجِيْهِ عَمَلُهُ

"[শুধু] আমলের ভিত্তিতে তোমাদের কেউ নাজাত লাভ করতে পারবে না।" সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনিও না?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَلٰكِنْ أُغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْئًا مِّنَ الدُّلْجَةِ

الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا

"আমিও না; যতোক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমাকে তার করুণা দিয়ে আচ্ছাদিত করে দিবেন। তবে তোমরা সকাল, বিকাল ও রাতে [অর্থাৎ সর্বাবস্থায়] মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো; তাহলে কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছে যাবে।" '

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তাকে মৃত্যুর পূর্বে ভালো কাজের তাওফীক দেন

[২২৬] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে কাজে লাগান।" সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আল্লাহ তাকে কীভাবে কাজে লাগান?'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎ কাজ করার সামর্থ্য দেন, তারপর তার মৃত্যু ঘটান।" '

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড

[২২৭] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক সম্ভ্রান্ত সাহাবি এক ব্যক্তিকে তার মায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কটু কথা বলে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أَنْتَ بِأَفْضَلَ مِمَّنْ تَرَى مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُمْ بِالتَّقْوٰى

"সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ! তুমি যাকে দেখতে পাচ্ছো—তার তুলনায় তোমার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি এটি নয় যে তোমাদের একজনের গায়ের রঙ লাল আর অপরজনের রঙ কালো; তাদের তুলনায় তোমার শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো আল্লাহ-ভীতি।" '

দুনিয়ার মূল্য

[২২৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَعْدِلُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَدْيًا مِنَ الْغَنَمِ

"সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ তাআলা'র নিকট এ দুনিয়ার মূল্য একটি ছাগল-ছানার মূল্যের চেয়েও কম।" '

মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য

[২২৯] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعِرْضِ إِنَّمَا الْغِنٰى غِنٰى النَّفْسِ

"সম্মানের আধিক্যে প্রাচুর্য নেই, মনের প্রশস্ততাই প্রকৃত প্রাচুর্য।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৯৬]

কেউ কিছু দিলে দাতাকে তার উৎস জিজ্ঞাসা করা উচিত

[২৩০] শিদাদ ইবনু আউস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বোন উম্মু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'দীর্ঘ ও প্রচণ্ড গরমের একদিন ইফতারের সময় তিনি এক পেয়ালা দুধ দিয়ে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দূতকে একথা বলে ফেরত পাঠান, [গিয়ে জিজ্ঞাসা করো]

"أَنّٰى لَكِ هٰذَا اللَّبَنُ؟ এই দুধ তুমি কোথায় পেয়েছো?"

মহিলা সাহাবি জানান, 'এটি আমার নিজস্ব ভেড়ির দুধ।' [একথা জানানোর পর] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ দূতকে একথা বলে আবার ফেরত পাঠান, [গিয়ে জিজ্ঞাসা করো] "أَنّٰى لَكِ هٰذِهِ الشَّاةُ؟ এই ভেড়ি তুমি কোথায় পেয়েছো?" মহিলা সাহাবি বলেন, 'নিজের সম্পদ দিয়ে আমি এটি কিনেছি।' তার পর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ দুধ পান করেন। পরদিন উম্মু আব্দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে

বলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! দীর্ঘ ও প্রচণ্ড গরমের দিন মনে করে আমি ঐ দুধ দিয়ে একজন দূতকে দুবার পাঠালাম; আর [দুবারই] আপনি তাকে ফেরত পাঠালেন!' জবাবে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"أُمِرَتِ الرُّسُلُ قَبْلِيْ أَنْ لَا تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَعْمَلَ إِلَّا صَالِحًا আমার পূর্বেকার রাসূলদেরকে এ মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছে—তারা যেন কেবল সে খাবারই গ্রহণ করে যা পবিত্র এবং কেবল সে কাজই করে যা ন্যায়-নিষ্ঠ।" '

দুটি পার্থিব অনুগ্রহ

[২৩১] মাইমূন (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পার্থিব অনুগ্রহসমূহের মধ্যে [পুণ্যবতী] নারী ও সুগন্ধি ছাড়া অন্য কোনো অনুগ্রহ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাননি।'

মৃত্যুর সময় সর্বোত্তম আমল

[২৩২] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "সর্বোত্তম আমল কোনটি?" জবাবে তিনি বলেন,

تَمُوْتُ يَوْمَ تَمُوْتُ وَلِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"মৃত্যুর সময় তোমার জিহ্বা আল্লাহ তাআলা'র যিক্‌রে সিক্ত থাকা।" '

দুনিয়ার সাথে কথোপকথন

[২৩৩] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَتَتْنِيْ الدُّنْيَا خُضْرَةً حُلْوَةً وَرَفَعَتْ رَأْسَهَا وَتَزَيَّنَتْ لِيْ فَقُلْتُ إِنِّيْ لَا أُرِيْدُكَ فَقَالَتْ إِنْ انْفَلَتَّ مِنِّيْ لَمْ يَنْفَلِتْ مِنِّيْ غَيْرُكَ

"দুনিয়া আমার সামনে মনোরম সবুজ উদ্যানের রূপ ধরে হাজির হলো। আমার সামনে সে তার মাথা সমুন্নত করে সকল সৌন্দর্য মেলে ধরলো। আমি বললাম, 'আমি তোমাকে চাই না।' দুনিয়া বললো, 'তুমি আমাকে এড়িয়ে গেলেও, অন্য কেউ আমাকে এড়িয়ে যাবে না।" ' [তুলনীয়:

হাদীস নং ৬২, ১৮৩]

দুনিয়ার চাকচিক্য খোদাদ্রোহীদের জন্য

[২৩৪] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি খেজুর গাছের ছাল দিয়ে তৈরি একটি বিছানায় শায়িত; মাথার নিচে খেজুর গাছের আঁশভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। কক্ষে একাধিক সাহাবি প্রবেশ করেন; তাঁদের একজন ছিলেন উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একপাশে ফিরলেন। উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) দেখতে পান, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বদেশ ও বিছানার মাঝখানে কাপড় না থাকায় তাঁর পার্শ্বদেশে বিছানার ছাপ লেগে আছে। এ দৃশ্য দেখে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"مَا يُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ؟ উমার! কাঁদছো কেন?"

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহ'র শপথ! আমি শুধু এ কারণেই কাঁদছি যে আমি জানি, আপনি [পারস্য সম্রাট] খসরু ও [রোমান সম্রাট] সিজারের তুলনায় আল্লাহ'র নিকট অধিক সম্মানিত। তারা দুনিয়ার প্রাচুর্যে ডুবে আছে, আর আপনি আল্লাহ'র রাসূল হয়েও যে অবস্থায় আছেন তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি!' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও—তাদের জন্য দুনিয়া, আর আমাদের জন্য আখিরাত?" উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'কেন নয়? অবশ্যই আমি তাতে সন্তুষ্ট।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "فَإِنَّهُ كَذٰلِكَ তাহলে বিষয়টি এমনই।" '

জাহান্নামের সবচেয়ে লঘু শাস্তি হলো আগুনের জুতা ও ফিতা

[২৩৫] নুমান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا

"জাহান্নামবাসীদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে হাল্কা শাস্তি দেওয়া হবে তাকে একজোড়া আগুনের জুতা ও ফিতা পরানো হবে। এ দুটির উত্তাপে তার মাথার মগজ এমনভাবে টগবগ করতে থাকবে যেভাবে ফুটন্ত [পানির] পাত্র টগবগ করতে থাকে। তার মনে হবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি আর কেউ হয়নি; অথচ তার শাস্তিই হলো সবচেয়ে হালকা।" '

আরশের ছায়ায় সবার আগে যারা স্থান পাবেন

[২৩৬] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন,

"أَ تَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ إِلٰى ظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ তোমরা কি জানো, আল্লাহ তাআলা'র [আরশের] ছায়ায় কারা সবার আগে স্থান পাবে?" সাহাবিগণ বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "اَلَّذِيْنَ إِذَا أُعْطُوْا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَإِذَا سُئِلُوْا بَذَلُوْهُ وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ [তাঁরা সেসব লোক] যাদের সামনে সত্য পেশ করা হলে, তাঁরা গ্রহণ করে; [আল্লাহ'র পথে] খরচ করতে বলা হলে, খরচ করে; এবং মানুষের জন্য সেই ফায়সালাই করে যা তাঁরা নিজেদের জন্য করে থাকে।" '

দুনিয়ায় যারা ভালো, আখিরাতেও তারা ভালো

[২৩৭] আবূ উসমান নাহদি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِيْ الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِيْ الْآخِرَةِ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِيْ الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِيْ الْآخِرَةِ

"দুনিয়ায় যারা ভালো, আখিরাতেও তাঁরা ভালো; আর দুনিয়ায় যারা খারাপ, আখিরাতেও তারা খারাপ।" '

আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে পছন্দ করলে তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন

[২৩৮] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে পছন্দ করলে তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।" '

মানুষকে তার দ্বীন মেনে চলার অনুপাতে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়

[২৩৯] মুসআব ইবনু সাদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে কঠিন বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়?' জবাবে তিনি বললেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِه صَلَابَةٌ زِيْدَ فِيْ بَلَاءِهِ وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَتْ عَنْهُ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ فِيْ الْعَبْدِ حَتّٰى يَمْشِيَ فِيْ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ

"নবিগণ, তারপর ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, তারপর তাঁদের অনুরূপ লোকজন, অতঃপর তাদের অনুরূপ লোকজন। মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়—তার দ্বীন পালনে দৃঢ়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর দ্বীন পালনে নমনীয়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত হালকা করে দেওয়া হয়। বান্দা যতোদিন দুনিয়ায় বিচরণ করে, ততোদিন তার পরীক্ষা চলতে থাকে, যতোক্ষণ না সে পাপমুক্ত হচ্ছে।" '

[তুলনীয়: হাদীস নং ২২১]

জাহান্নামের বিভীষিকা

[২৪০] আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

مَا لِيْ لَمْ أَرَ مِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَاحِكًا قَطُّ؟

"কী হলো? আমি তো মীকাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কখনো হাসতে দেখলাম না!" জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে মীকাঈল কখনো হাসেননি।' [তুলনীয়: হাদীস নং ১৪০]

আল্লাহ তাআলা-কে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ

[২৪১] আবুল জাওযা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَقُوْلَ الْمُنَافِقُوْنَ إِنَّكُمْ مُرَاءُوْنَ

"আল্লাহ তাআলা-কে বেশি বেশি স্মরণ করো, যতোক্ষণ না মুনাফিকরা বলে, 'তোমরা তো মানুষকে দেখানোর জন্য এসব করছো।' " '

পার্থিব পরীক্ষার স্বরূপ

[২৪২] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَاللهِ لَا يُعَذِّبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبِيْبَهُ وَلٰكِنْ قَدْ يَبْتَلِيْهِ فِي الدُّنْيَا

"আল্লাহ'র শপথ! আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো বন্ধুকে শাস্তি দেন না, তবে দুনিয়ায় পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।" '

নিকৃষ্ট লোকেরাই সারাজীবন বিলাসী খাবার ও বিলাসী পোশাকের পেছনে ছুটে

[২৪৩] ফাতিমা বিনতু হুসাইন (রহিমাহাল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ أُمَّتِي الَّذِيْنَ غُذُوْا بِالنَّعِيْمِ الَّذِيْنَ يَطْلُبُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَأَلْوَانَ الثِّيَابِ يَتَشَادَقُوْنَ بِالْكَلَامِ

"আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক তারা—যারা ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে, রঙ-বেরঙের পোশাক ও খাবার খুঁজে বেড়ায় ও দম্ভভরে কথা বলে।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ২০৭]

রিয্‌কের বিষয়ে অমূলক আশঙ্কা

[২৪৪] মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কক্ষে গিয়ে তাঁর কাছে খেজুরের একটি স্তূপ দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا هٰذَا؟ এগুলো কী?" বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'এগুলো খেজুর; আমি জমা করে রেখেছি।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَفَمَا تَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ بُخَارٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِيْ الْعَرْشِ إِقْلَالًا

"তোমার কি ভয় হয় না যে এর জন্য জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ বাড়তে পারে? বিলাল! খরচ করো; আরশের অধিপতি [তোমার রিয্‌ক] সঙ্কুচিত করে দিবেন—এ আশঙ্কা কোরো না।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৪৬]

আদম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

মানুষের কাজ ও আল্লাহর কাজ

[২৪৫] সালমান ফারিসি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করে বললেন,

وَاحِدَةٌ لِيْ وَوَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فَأَمَّا الَّتِيْ لِيْ تَعْبُدُنِيْ وَلَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا وَأَمَّا الَّتِيْ لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتُكَ بِهِ وَأَنَا أَغْفِرُ وَأَنَا غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ وَأَمَّا الَّتِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَلْمَسْأَلَةُ وَالدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ وَالْعَطَاءُ

"একটি বিষয় আমার জন্য, একটি বিষয় তোমার জন্য, আর একটি বিষয় তোমার ও আমার মধ্যকার। যে বিষয়টি আমার জন্য [নির্ধারিত], তা হলো—তুমি আমার দাসত্ব করবে এবং [এ দাসত্বে] আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। তোমার জন্য নির্ধারিত বিষয়টি হলো, তোমার কৃত প্রত্যেকটি কাজের বিনিময় আমি তোমাকে দিবো এবং [তোমার অপরাধ] ক্ষমা করবো; আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যে বিষয়টি তোমার ও আমার মধ্যকার, তা হলো—তোমার কাজ [আমার নিকট] চাওয়া ও প্রার্থনা করা, আর আমার দায়িত্ব হলো সাড়া দেওয়া ও দান করা।" '

অসাম্যের কারণ

[২৪৬] বাকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আদম আলাইহিস সালাম-এর সামনে তাঁর সন্তানদের হাজির করা হলে তিনি দেখতে পান—তাদের কেউ কেউ অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,

"يَا رَبِّ فَهَلَّا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ؟ হে আমার রব! তুমি তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা

করলে না কেন?" আল্লাহ বলেন, "يَا آدَمُ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ আদম! আমি চেয়েছি—আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক।"

সকল মানুষের কান্না জড়ো করা হলে তা আদম (আলাইহিস সালাম) এর অশ্রুর সমান হবে না

[২৪৭] আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ভুল করার পর দাউদ (আলাইহিস সালাম) যে-পরিমাণ অশ্রু ঝরিয়েছেন—পৃথিবীর সকল অধিবাসীর কান্না একত্রিত করা হলেও তার সমান হবে না; আবার জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) যে-পরিমাণ চোখের পানি ফেলেছেন—দাউদ (আলাইহিস সালাম)-সহ পৃথিবীর সকল অধিবাসীর কান্না জড়ো করা হলেও তা তার সমান সমান হবে না।'

জান্নাতের থাকার সময়কাল

[২৪৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতে অবস্থান করেছিলেন একদিনের কিছু সময়; আর সেটুকুন সময় ছিল দুনিয়ার হিসেবে এক শ ত্রিশ বছরের সমান।'

গোনাহের ফলে মৃত্যুচিন্তা গৌণ হয়ে যায়

[২৪৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ভুল করার আগে আদম আলাইহিস সালাম-এর সম্মুখে ছিল তাঁর মৃত্যুর সময়ক্ষণ, আর পশ্চাতে ছিল [পার্থিব] সুদূর প্রত্যাশা। ভুল করার পর বিষয়টি উল্টো হয়ে গেলো—সুদূর প্রত্যাশার বিষয়াবলি সম্মুখে চলে আসলো, আর পশ্চাতে চলে গেলো মৃত্যুর সময়ক্ষণ।'

ইবলিসের মন্তব্য

[২৫০] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَمَّا صَوَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يَطُوفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ

"আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে আকৃতি দেয়ার পর [কিছু সময়ের জন্য] রেখে দেন। তখন ইবলিস তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। সে তাঁর দিকে [গভীর দৃষ্টিতে] তাকিয়ে থাকতো। তাঁকে শূন্য-গহ্বর দেখে ইবলিস বললো, 'আমি ওর তুলনায় শ্রেষ্ঠ; ও এমন এক সৃষ্টি যে তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।" '

ক্ষমা প্রার্থনা করা ও আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসাই হলো পাপ থেকে উত্তরণের উপায়

[২৫১] উবাই ইবনু কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا طِوَالًا كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوْقٌ كَثِيْرَ شَعْرِ الرَّأْسِ فَلَمَّا وَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ بَدَتْ لَهُ عَوْرَتُهُ وَكَانَ لَا يَرَاهَا قَبْلَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا فَأَخَذَتْ بِرَأْسِهِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهَا أَرْسِلِيْنِيْ قَالَتْ لَسْتُ مُرْسِلَتَكَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمِنِّيْ تَفِرُّ قَالَ أَيْ رَبِّ لَا أَسْتَحْيِيْكَ فَنَادَاهُ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحْيِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا وَقَعَ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بِحَمْدِ اللهِ أَيْنَ الْمَخْرَجُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِيْ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ঘনকেশী ও দীর্ঘদেহী এক পুরুষ—অনেকটা সুউচ্চ খেজুর গাছের ন্যায়। তাঁর জীবনে যা ঘটার তা যখন ঘটে গেলো (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা'র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হলো), তখন তাঁর গোপনীয় অংশ তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে গেলো—এর আগে যা তাঁর নজরে পড়েনি। ফলে তিনি পালাতে শুরু করলেন; আর অমনি বাগানের একটি বৃক্ষ তাঁর মাথা ধরে ফেলে। তিনি বৃক্ষটিকে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও।' বৃক্ষ বললো, 'আমি তোমাকে ছাড়বো না।' এ সময় তাঁর মহান রব তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি আমার কাছ থেকে পালাচ্ছো?' আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'হে আমার রব! না (আমি পালাচ্ছি না); বরং তোমাকে লজ্জা পাচ্ছি।' আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন, 'কোনো পাপ সংঘটিত হওয়ার পর মুমিন তাঁর রবকে লজ্জা পেলে, সে পাপ থেকে উত্তরণের উপায় জেনে যাবে। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর! সে জানবে—ক্ষমা প্রার্থনা করা ও আল্লাহ তাআলা'র দিকে ফিরে আসা-ই

হলো (পাপ থেকে) উত্তরণের উপায়।” ’

আদম ও দাউদ (আলাইহিমাস সালাম)

[২৫২] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঋণচুক্তির [বিধানাবলি সম্বলিত] আয়াত [সূরা আল-বাকারা ২:২৮২] নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী ব্যক্তি হলেন আদম আলাইহিস সালাম।” কথাটি তিন বার বললেন। [তারপর তিনি বললেন]

لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَمَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ ذَرَارِيٍّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ يَعْرِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ فَرَأَى فِيْهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْنُكَ دَاوُدُ قَالَ أَيْ رَبِّ كَمْ عُمْرُهُ قَالَ سِتُّوْنَ عَامًا قَالَ رَبِّ زِدْ فِيْ عُمْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ أَزِيْدَهُ مِنْ عُمْرِكَ وَكَانَ عُمْرُ آدَمَ أَلْفَ عَامٍ فَزَادَهُ أَرْبَعِيْنَ عَامًا فَكَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا اِحْتَضَرَ آدَمُ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ لِقَبْضِهِ قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ مِنْ عُمْرِيْ أَرْبَعُوْنَ عَامًا فَقِيْلَ لَهُ إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لِإِبْنِكَ دَاوُدَ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ أَبْرَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فَأَتَمَّهَا لِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ وَأَتَمَّهَا لِآدَمَ عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ

“আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে তাঁর সন্তানদেরকে বের করে আনেন—যারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসবে। আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সামনে তাঁর সন্তানদেরকে তুলে ধরলে তিনি তাদের মধ্যে একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আমার রব! এটি কে?’ আল্লাহ বললেন, ‘এটি তোমার ছেলে দাঊদ।’ তিনি জানতে চাইলেন, ‘হে আমার রব! তাঁর আয়ুষ্কাল কতো?’ আল্লাহ বললেন, ‘ষাট বছর।’ তিনি বললেন, ‘হে আমার রব! তাঁর আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিন।’ আল্লাহ বললেন, ‘না। তবে তোমার আয়ুষ্কাল থেকে নিয়ে তাঁকে বাড়িয়ে দিতে পারি।’ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল ছিল এক হাজার বছর। আল্লাহ দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন এবং এর উপর ফেরেশতাদের সাক্ষী রাখেন।

আদম (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর উপকণ্ঠে উপনীত হলে ফেরেশতারা তাঁর প্রাণ নিতে আসেন। তিনি বললেন, 'আমার আয়ুষ্কাল এখনো চল্লিশ বছর অবশিষ্ট আছে।' তাঁকে বলা হলো, 'আপনি তো আপনার ছেলে [দাঊদ]-কে তা দিয়ে দিয়েছেন।' তখন আল্লাহ তাঁর সামনে লিখিত প্রমাণ তুলে ধরেন, আর ফেরেশতারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে। পরিশেষে দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল এক শ বছর পূর্ণ করা হয় এবং আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আয়ুষ্কাল [দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-কে প্রদত্ত চল্লিশ বছর সহ] এক হাজার বছর পূর্ণ করা হয়।" '

নূহ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

তিন শ বছরের কান্না

[২৫৩] ওহাইব ইবনুল ওয়ারাদ খাদরামি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে তিরস্কার করে ওহি নাযিল করে বললেন—"﴿إِنِّيْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ﴾ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও।"—(সূরা হূদ ১১:৪৬) [এই অনুশোচনায়] নূহ (আলাইহিস সালাম) তিন শ বছর কেঁদেছিলেন। আর এ কান্নার ফলে তাঁর দু চোখের নিচে পানির নালার ন্যায় দাগ পড়ে যায়।'

অত্যাচারের শিকার হয়েও জাতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

[২৫৪] উবাইদ ইবনু উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির লোকেরা তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলতো। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বলতেন,

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা অজ্ঞ।" '

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

[২৫৫] মুহাম্মদ ইবনু কাব কুরাযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নূহ (আলাইহিস সালাম) খাওয়া শেষে বলতেন, আল-হামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর), পান শেষে বলতেন—আল-হামদু লিল্লাহ, পোশাক পরিধান করে বলতেন—আল-হামদু লিল্লাহ, এবং বাহনে আরোহণ করে বলতেন—আল-হামদু লিল্লাহ। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে 'عَبْدًا شَكُوْرًا কৃতজ্ঞ বান্দা' নামে অভিহিত করেছেন।' [দ্রষ্টব্য:

সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩।

ছেলের প্রতি উপদেশ

[২৫৬] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ مُوصِيكَ وَصِيَّةً وَقَاصِرٌ بِهَا عَلَيْكَ حَتَّى لَا تَنْسَاهَا أُوْصِيكَ بِإِثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنْ اِثْنَتَيْنِ فَأَمَّا اللَّتَانِ أُوْصِيكَ بِهِمَا فَإِنِّيْ رَأَيْتُهُمَا يُكْثِرَانِ الْوُلُوْجَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَبْشِرُ بِهِمَا وَصَالِحَ خَلْقِهِ قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فَإِنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ لَوْ كُنَّ حَلْقَةً لَفَصَمَتْهَا وَلَوْ كُنَّ فِيْ كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَالشِّرْكُ وَالْكِبْرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ شَيْءٌ مِّنْ شِرْكٍ وَلَا كِبْرٍ فَافْعَلْ

"নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে বললেন, 'ছেলে আমার! আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। এটি তোমার প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ; ভুলে যেও না যেন! উপদেশটি হলো দুটি কাজ করার, আর দুটি কাজ না করার। যে দুটি কাজ তোমাকে করতে বলছি তা হলো, তুমি বলবে—'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি [আল্লাহ পবিত্র, আর প্রশংসা কেবল তারই]' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু [আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা সার্বভৌম নেই; তিনি একক; তাঁর (সার্বভৌম ক্ষমতায়) কারো কোনো অংশ নেই]।' আমি দেখেছি, এ-দুটি বাক্য [তার পাঠকারীকে] আল্লাহ তাআলা'র অধিক কাছাকাছি নিয়ে যায়। আমি [আরো] দেখেছি যে, এ বাক্য দুটিতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নেক বান্দারা খুশি হন। 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' হলো সৃষ্টিকুলের পঠিত বাক্য; এরই বদৌলতে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ জীবনোপকরণ লাভ করে। যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে একত্রিত করে একটি গোলক বানানো হয়, আর তার উপর বাক্য দুটিকে রাখা হয়, তাহলে [বাক্যদুটির ভারে] গোলকটিতে ফাটল সৃষ্টি হবে। আকাশ-পৃথিবীর গোলককে নিক্তির এক পাল্লায়, আর এ[বাক্য]গুলোকে অপর পাল্লায় রাখা হলে, বাক্যগুলোর পাল্লা অধিক

ভারী হবে। আর যে দুটি কাজ করতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি তা হলো—শির্ক ও অহঙ্কার। আল্লাহ তাআলা'র সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করার জন্য চেষ্টা করো, যেন তোমার অন্তরে বিন্দুমাত্র শির্ক ও অহঙ্কার না থাকে।" '

অহঙ্কার কী?

[২৫৭] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "أَوْصَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِبْنَهُ নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন।" অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো উল্লেখ করে বলেন,

وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَالْكِبْرُ وَالشِّرْكُ

"আর যে দুটি কাজ করতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি তা হলো—অহঙ্কার ও শির্ক।" আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! আমি যদি সুন্দর জামা গায়ে দিই, তাহলে কি তা অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ না। আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে অহঙ্কারের মানে কি উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহণ করা?' তিনি বললেন, "لَا না।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আমার কিছু সহচর থাকবে যারা আমার অনুসরণ করবে আর আমি তাদের খাবারের সংস্থান করে দিবো—এটি কি এটি অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "لَا না।" পরিশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! তাহলে অহঙ্কার কিসে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "أَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ وَتَغْمَصَ [অহঙ্কার হলো] ইসলামকে অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন করা।" '

আরো দুটি উপদেশ

[২৫৮] মূসা ইবনু আলি ইবনি রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর পুত্র সাম-কে বলেছেন,

يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلَنَّ الْقَبْرَ وَفِيْ قَلْبِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْكِبْرِ فَإِنَّ الْكِبْرِيَاءَ رِدَاءُ

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يُنَازِعُ اللهَ رِدَاءَهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ وَيَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلِ الْقَبْرَ وَفِي قَلْبِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْقَنَطِ فَإِنَّهُ لَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا ضَالٌّ

"ছেলে আমার! অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নিয়ে কবরে যেও না; কারণ অহঙ্কার হলো আল্লাহ'র চাদর। যে আল্লাহ'র চাদর নিয়ে টানাটানি করে, আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। আমার প্রিয় ছেলে! অন্তরে বিন্দুমাত্র হতাশা নিয়েও কবরে যেও না; কারণ কেবল পথহারা লোকেরাই আল্লাহ'র করুণা থেকে হতাশ হয়।" '

জাতির জন্য বদ দুআ

[২৫৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতির জন্য বদ-দুআ করেননি, যতোক্ষণ না এ আয়াত নাযিল হয়েছিল—

وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

"আর নূহ-এর নিকট এ মর্মে ওহি নাযিল করা হলো—তোমার জাতির মধ্যে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তাঁদের ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখ কোরো না।" (সূরা হূদ ১১:৩৬)। তখন তাঁর জাতির (হিদায়াতের) ব্যাপারে তাঁর আশা কেটে যায় এবং তিনি তাদের জন্য বদ-দুআ করেন।'

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

ফেরেশতাদের আগমন

[২৬০] কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন,

يَا رَبِّ إِنَّهُ لَيَحْزُنُنِي أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِي الْأَرْضِ يَعْبُدُكَ غَيْرِي

"হে আমার রব! আমি এ জন্য চিন্তিত যে, আমি আমাকে ছাড়া দুনিয়াতে অন্য কাউকে তোমার দাসত্ব করতে দেখছি না!" ফলে আল্লাহ তাআলা কয়েকজন ফেরেশতা পাঠালেন—যারা তাঁর সাথে সালাত আদায় করতো।'

জাহান্নামের কথা স্মরণ হলেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন

[২৬১] আবদুল্লাহ ইবনু রবাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ইবরাহীম ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অনুশোচনাকারী ও [রবের দিকে] প্রত্যাবর্তনকারী এক ব্যক্তি।" (সূরা আত-তাওবা ৯:১১৪)-এর ব্যাখ্যায় কাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'জাহান্নামের কথা স্মরণ হলেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলতেন, "أَوَّاهْ أَوَّاهْ مِنَ النَّارِ হায় জাহান্নাম! হায় জাহান্নাম।" '

মৃত্যুযন্ত্রণার তীব্রতা

[২৬২] ইবনু আবী মুলাইকা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইন্তেকালের পর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলা'র সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁকে বলা হলো—"يَا إِبْرَاهِيمُ كَيْفَ وَجَدْتَ الْمَوْتَ؟ ইবরাহীম! মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা কী?" তিনি বললেন, "يَا رَبِّ وَجَدْتُ نَفْسِيْ تُنْزَعُ بِالْبَلَاءِ হে

আমার রব! আমার তো মনে হলো, আমার আত্মাকে অনেক কষ্ট দিয়ে টেনে বের করা হচ্ছে।" তাঁকে বলা হলো, "فقد هونا عليك আমি তো তোমার মৃত্যু যন্ত্রণা অনেক সহজ করে দিয়েছিলাম!"'

ক্ষুধার্ত সিংহের সালাম

[২৬৩] আবু উসমান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট দুটি ক্ষুধার্ত সিংহ পাঠানো হয়েছিল। সিংহ দুটি এসে তাঁকে লেহন করে ও তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়।'

তাঁর জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিদায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল

[২৬৪] আবদুল্লাহ ইবনু ফুলফুল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

"হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯)-এর ব্যাখ্যায় আলি (আলাইহিস সালাম) বলেন, 'শান্তিদায়ক'—না বললে, ঠান্ডার প্রভাবে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মারা যেতেন।'

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁকে সুতি বস্ত্র পরানো হবে

[২৬৫] 'আলি (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে একখণ্ড সুতি বস্ত্র পরানো হবে; তারপর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একটি রেশমী হুল্লা পরানো হবে। আর [সেদিন] তিনি থাকবেন আরশের ডানপাশে।'

আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি কোনো সৃষ্টজীবের কাছে সাহায্য চাননি

[২৬৬] বাকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে সৃষ্টিকুল তাদের রবকে বললো, 'হে আমার রব! তোমার একান্ত বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে; আমাদেরকে অনুমতি দাও—আমরা তার আগুন নিভিয়ে দিবো।' আল্লাহ

তাআলা বললেন,

هُوَ خَلِيْلِيْ لَيْسَ فِيْ الْأَرْضِ خَلِيْلٌ غَيْرُهُ وَأَنَا رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِيْ فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَأَغِيْثُوْهُ وَإِلَّا فَدَعُوْهُ

"সে আমার একান্ত বন্ধু; পৃথিবীতে সে ব্যতীত [আমার] অন্য কোনো একান্ত বন্ধু নেই। আমি তাঁর রব; আমি ব্যতীত তাঁর কোনো রব নেই। সে তোমাদের নিকট সাহায্য চাইলে, তাঁকে সাহায্য করো; অন্যথায় তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও।" ' তারপর বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা এসে বললো, 'হে আমার রব! তোমার একান্ত বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে; আমাকে অনুমতি দাও—আমি বৃষ্টি দিয়ে তার আগুন নিভিয়ে দিবো।' আল্লাহ তাআলা বললেন,

هُوَ خَلِيْلِيْ لَيْسَ فِيْ الْأَرْضِ خَلِيْلٌ غَيْرُهُ وَأَنَا رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِيْ فَإِنِ اسْتَغَاثَكَ فَأَغِثْهُ وَإِلَّا فَدَعْهُ

"সে আমার একান্ত বন্ধু; পৃথিবীতে সে ব্যতীত [আমার] অন্য কোনো একান্ত বন্ধু নেই। আমি তাঁর রব; আমি ব্যতীত তাঁর কোনো রব নেই। সে তোমার নিকট সাহায্য চাইলে, তাঁকে সাহায্য করো; অন্যথায় তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও।" অতঃপর আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর রবের নিকট একটি দুআ করেন—যা বর্ণনাকারী আবূ হিলাল ভুলে গিয়েছিলেন।[৪] দুআর জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন,

"يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৬৯)। ফলে সেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আগুন এতোটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো যে তা দিয়ে ভেড়ার পায়ের নলিও সিদ্ধ করা যায়নি।'

সহজে রাস্তা অতিক্রমণ

[২৬৭] সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[৪] তবে ইবনু কাসীর তাঁর আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সেই দুআটি উল্লেখ করেছেন। দুআর ভাষা ছিল এ রকম:
اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ فِيْ السَّمَاءِ وَاحِدٌ وَأَنَا فِيْ الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ
হে আল্লাহ! আসমানে তুমি একক সত্তা; আর যমীনে আমি একক ব্যক্তি, আমি কেবল তোমারই গোলামি করি!"
[অনুবাদক]

‘ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে স্বপ্নে ইসহাক[৫] (আলাইহিস সালাম)-কে

---

[৫] এ বর্ণনায় একটি তথ্য-বিভ্রাট ঘটেছে। যাকে জবাই করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বড় ছেলে ইসমাঈল; দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক নন। কাকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—তা অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ তাআলার বক্তব্য শুনুন:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٠٠١﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى قَالَ يٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٠١﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ﴿٣٠١﴾ وَنٰدَيْنٰهُ أَنْ يّٰإِبْرٰهِيْمُ ﴿٤٠١﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٠١﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿٦٠١﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿٧٠١﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأٰخِرِيْنَ ﴿٨٠١﴾ سَلٰمٌ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ ﴿٩٠١﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنٰهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ﴿٢١١﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى إِسْحٰقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِيْنٌ ﴿٣١١﴾

[ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দুআ করলেন] হে আমার রব! আমাকে সু-সন্তান দান করো! ফলে আমি তাঁকে এক ধৈর্যশীল ছেলের সুসংবাদ দিলাম। ছেলেটি যখন তাঁর সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, সে বললো—‘ছেলে আমার! আমি তো স্বপ্নে দেখছি—আমি তোমাকে জবাই করছি; এখন ভেবে দেখো, তোমার কী মত!’ সে বললো, ‘বাবা! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—তুমি তা-ই করো; আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে। অতঃপর উভয়ে যখন [আমার নির্দেশের সামনে] আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাঁকে উপুড় করে শোয়ালো, আমি তাঁকে ডাকলাম—‘ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিয়েছো।’ এভাবেই আমি সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সন্দেহ নেই, এটি ছিল একটি স্পষ্ট ও কঠিন পরীক্ষা। আমি তাঁর প্রতিদান দিলাম এক মহান কুরবানির মাধ্যমে; আর তাঁকে পরবর্তী লোকদের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখলাম। ইবরাহীমের প্রতি সালাম! এভাবেই আমি সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি; সে ছিল আমার এক বিশ্বাসী গোলাম। আমি তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম; [সে হবে] নবি—সৎ লোকদের একজন। আমি তাঁকে ও ইসহাককে অনুগ্রহ দিয়েছি; অবশ্য উভয়ের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক আছে উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আর কিছু লোক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুম করে চলছে।” (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১০০-১১৩)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয়, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন নিঃসন্তান; তিনি নেক-সন্তানের জন্য আল্লাহ’র নিকট দুআ করেন; এর প্রেক্ষিতে তাঁকে একটি ধৈর্যশীল ছেলে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর সেই ছেলেটিকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আন্তরিকতার সাথে নির্দেশ পালনের জন্য যা যা করা দরকার—ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন সবটুকু করে দেখালেন, তখন আল্লাহ খুশি হয়ে ছেলেটিকে জবাই থেকে অব্যাহতি দেন; কারণ তিনি তো স্রেফ এটুকু পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ’র নির্দেশ পালনে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত কিনা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে এসব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়: (১) মহান কুরবানির প্রতিদান—যা প্রতিবছর কুরবানির ঈদে কোটি কোটি মানুষ আদায় করে থাকে; (২)পরবর্তী লোকদের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখা; এবং (৩) ইসহাক নামক এক পুত্রের সুসংবাদ—যিনি হবেন নবি।

এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ্য: প্রথমত, যে ছেলেকে জবাই করার চেষ্টা করা হয়েছিল পুরো বর্ণনায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে এটুকু সুস্পষ্ট, ছেলেটি ছিল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রথম সন্তান। আর ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রথম সন্তানের নাম ইসমাঈল। দ্বিতীয়ত, জবাইয়ের নির্দেশ৹পালনের পুরস্কার

সূচীপত্র

হিসেবে আরেক সন্তান ইসহাক এর সুসংবাদ দেওয়া হয়। অতএব, যাকে জবাই করার চেষ্টা করা হয়েছিল সে ছেলে কিছুতেই ইসহাক (আলাইহিস সালাম) হতে পারেন না।

তাছাড়া বাস্তব কর্মপন্থাও প্রমাণ করে, ঘটনাটি ঘটেছে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এর ক্ষেত্রে: কারণ কুরআন নাযিলের হাজার বছর আগে থেকেই স্রেফ ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর আরবরাই তাঁর স্মৃতিচারণের অংশ হিসেবে প্রতিবছর হাজ্জের সময় কুরবানি করে আসছিলো। পক্ষান্তরে, ঘটনাটি ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে ঘটে থাকলে তাঁর বংশধর বনী ইসরাঈলের মধ্যে এরূপ কুরবানির আনুষ্ঠানিকতা থাকতো।

তাহলে হাদীসের কিছু কিছু বর্ণনায় ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর নাম কেমন করে চলে আসলো? তার উত্তর হলো, ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার তথ্য-বিবরণী সংগ্রহ করতে গিয়ে মুসলিম মনীষীদের একটি অংশ ইসরাঈলি/ইয়াহূদি বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন। বলা বাহুল্য, ইয়াহূদি পণ্ডিতবর্গ তাওরাত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বয়ং কুরআন এ বিষয়ে সাক্ষী, তাওরাত ও অন্যান্য আসমানি সহীফা সঙ্কলনের ক্ষেত্রে তারা নানা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। শত অপরাধ সত্ত্বেও জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না, আর করলেও তা হবে অল্প কয়েক দিনের জন্য; কারণ তারা আল্লাহ'র নেক বান্দাদের সন্তান—এই হলো তাদের আকীদা-বিশ্বাস। তাদের নিকট মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব খোদা-ভীতির উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা নির্ভরশীল পিতৃ-পুরুষদের বংশীয় আভিজাত্যের উপর। ফলে, নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের আভিজাত্য প্রমাণ করতে গিয়ে নানা রকমের তথ্য-বিকৃতিতে তারা কোনো কার্পণ্য করেননি। বংশলতিকার দিক দিয়ে আরবরা হলো ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর; আর বনী ইসরাঈল হলো ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর। 'আল্লাহ'র নির্দেশে নিজের গলাকে স্বেচ্ছায় ছুরির নিচে পেতে দেয়া'-র এই গৌরবগাথা নিজেদের পিতৃপুরুষের সাথে যুক্ত করা গেলে তাদের বংশীয় আভিজাত্য আরেক দফা বেড়ে যাবে—এই মিথ্যা অহংবোধে আক্রান্ত হয়ে তারা বাইবেলে বর্ণিত উক্ত ঘটনায় ইসমাইল-এর নাম কেটে ইসহাক-এর নাম যুক্ত করে দিয়েছেন।

কুরআনের উক্ত বর্ণনা ছাড়াও খোদ বাইবেলের অপরাপর বাক্য থেকেও তাদের এই জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম গ্রন্থ 'Genesis / পয়দায়েশ'-এর ২২:১-১৮ অংশে কুরবানির উক্ত ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পয়দায়েশ ২২:২-এ বলা হচ্ছে, 'এখন তোমার পুত্র—একমাত্র পুত্র ইসহাক-কে ... কুরবানির জন্য নিয়ে যাও।' এখানে ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-কে একমাত্র পুত্র বলা হচ্ছে। অথচ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বয়স যখন ৮৬, তখন তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম হয় (দ্রষ্টব্য: পয়দায়েশ ১৬:১৬)। আর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বয়স যখন ১০০, তখন ইসহাক (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন (দ্রষ্টব্য: পয়দায়েশ ২১:৫)। অর্থাৎ, খোদ বাইবেল অনুযায়ী ইসহাক (আলাইহিস সালাম) যখন জন্মগ্রহণ করেন, ততোদিনে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) বয়স যথারীতি চৌদ্দ। সুতরাং কুরবানির সময় ইসহাক (আলাইহিস সালাম) কিছুতেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর একমাত্র পুত্র হতে পারেন না। বাইবেলে উল্লেখিত 'একমাত্র পুত্র' শব্দগুচ্ছ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, এ ঘটনাটি ঘটেছে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে; কারণ ইসহাক (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের পূর্বে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর একমাত্র পুত্র।

পরিশেষে আমাদের আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এ হাদীসের পূর্ণাঙ্গ সনদ (বর্ণনা-পরম্পরা) হলো: আবদুল্লাহ→লাইছ ইবনু খালিদ আবূ বকর বালখি→মুহাম্মদ ইবনু ছাবিত আব্দি→মূসা ইবনু আবী বাকর→সাঈদ ইবনু জুবাইর। প্রথমত এটি একটি মাকতূ' হাদীস—যার

জবাই করার দৃশ্য দেখানো হলে তিনি তাঁকে নিয়ে বাড়ি থেকে জবাইস্থলে যান; দূরত্ব ছিল একমাসের পথ, তবে তাঁরা তা এক সকালের মধ্যেই অতিক্রম করেন। পরে পুত্রকে জবাই হতে দেওয়া হয়নি, বরং তাঁকে ভেড়া জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হলো; তিনি তা-ই করলেন। অবশেষে তিনি তাঁর পুত্রকে নিয়ে একসন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন; অথচ দূরত্ব ছিল একমাসের পথ। পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা [অতিক্রমণ] তাঁর জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিলো।'

কাকলাস ছাড়া অন্য সকল প্রাণী তাঁর আগুন নেভাতে চেয়েছিল

[২৬৮] সুমামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম একটি লাঠি বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে উম্মুল মুমিনীন! এ লাঠি দিয়ে আপনি কী করেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'কাকলাস মারার জন্য এ লাঠি; কারণ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে জানিয়েছেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন দুনিয়ার সকল প্রাণী চেয়েছিল আগুন নেভাতে; পক্ষান্তরে কাকলাস গিয়েছিল ফুঁ দিয়ে আগুনের তীব্রতা বাড়াতে। তাই একে মারার জন্য রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি

[২৬৯] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ বলে সম্বোধন করলো, 'হে সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি!' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মন্তব্য করলেন, "ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ أَبِيْ এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি তো আমার পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)।" '

বর্ণনা পরম্পরা তাবিয়ি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। উসূলুল হাদীসের নিয়মানুযায়ী, বিশুদ্ধ বর্ণনার পরিপন্থী হলে মাকতূ' হাদীস কোনো আইনগত প্রমাণের মর্যাদা লাভ করে না। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে এর তথ্য কুরআনের বক্তব্যের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের হলেও এর মূল বর্ণনাকারী হলেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনি হাম্বাল। অথচ তিনি এ হাদীসটি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা না করে লাইছ ইবনু খালিদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি আহমাদ ইবনু হাম্বলের বর্ণনা নয়। ইবনু কাসীর তাঁর আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ গ্রন্থে (বাইতুল আফকার সংস্করণ, পৃ. ১০৫) আহমাদ ইবনু হাম্বালের মতটি উল্লেখ করেছেন—তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, জবাইয়ের জন্য যাকে নেওয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)।———অনুবাদক।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

তাঁর শোকে মুহ্যমান পিতা

[২৭০] ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মৃত্যুর ফেরেশতার নিকট ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) ছিলেন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসার জন্য মৃত্যুর ফেরেশতা (আলাইহিস সালাম) তাঁর মহামহিম রবের নিকট অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসলেন। ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

يَا مَلَكَ الْمَوْتِ أَسْأَلُكَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ هَلْ قَبَضْتَ نَفْسَ يُوْسُفَ فِيْمَنْ قَبَضْتَ مِنَ النُّفُوْسِ

"ওহে মৃত্যুর ফেরেশতা! আমি তোমাকে সেই সত্তার নামে জিজ্ঞাসা করছি—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি যাদের মৃত্যু কার্যকর করেছো—তাদের মধ্যে কি ইউসুফ আছে?" তিনি বললেন, 'না।' মৃত্যুর ফেরেশতা [স্বপ্রণোদিত হয়ে] বললেন, 'ইয়াকূব! আমি কি আপনাকে কিছু বাক্য শেখাবো না?' ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) বললেন, "بَلَى অবশ্যই! কেন নয়!" তিনি বললেন, 'তাহলে বলুন,

يَا ذَا الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا يُحْصِيْهِ غَيْرُهُ

"ওহে কল্যাণের অধিপতি, অনন্ত, অসীম!" ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) সেই রাতে এ দুআ পড়তে থাকেন। প্রভাতের আগেই [ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর] জামা তাঁর চেহারার উপর নিক্ষেপ করা হয়; আর অমনিই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।'

কারাগার থেকে মুক্তি লাভের দুআ

[২৭১] আবূ আবদিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারাবাস কি আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছে?' তিনি বললেন, "نعم হ্যাঁ!" জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, [তাহলে আল্লাহকে] বলুন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ كُلِّ مَا أَهَمَّنِيْ وَكَرَبَنِيْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَأَمْرِ آخِرَتِيْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَارْزُقْنِيْ مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَثَبِّتْ رَجَائِيْ وَاقْطَعْهُ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُوْ أَحَدًا غَيْرَكَ

"হে আল্লাহ! আমার পার্থিব ও পরকালীন যেসব বিষয় আমাকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে—তার প্রত্যেকটি থেকে মুক্তি ও উত্তরণের রাস্তা বের করে দাও! আমার কল্পনার বাইরের উৎস থেকে আমাকে জীবনোপকরণ দাও! আমার গুনাহ ক্ষমা করো; আমার প্রত্যাশায় দৃঢ়তা দাও; তুমি ছাড়া প্রত্যাশার অন্যান্য উৎসগুলোকে ছিন্ন করে দাও—আমি যেন তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রত্যাশা না করি।" '

মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করায় তাঁকে আরো দীর্ঘসময় জেলে থাকতে হলো

[২৭২] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ'র নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

رَحِمَ اللهُ يُوْسُفَ لَوْلَا كَلِمَتُهُ مَا لَبِثَ فِيْ السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ

"আল্লাহ ইউসুফের প্রতি সদয় হোন! তিনি একটি কথা না বললে এতো দীর্ঘ সময় তাঁকে জেলখানায় থাকতে হতো না।" কথাটি ছিল, [জেল থেকে মুক্তি লাভকারী এক কয়েদিকে তিনি বলেছিলেন,]

"اُذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ তোমার মনিবের নিকট আমার বিষয়টি তুলে ধরো। (সূরা ইউসুফ ১২:৪২)"

অতঃপর হাসান (রহিমাহুল্লাহ) কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, 'আর আমাদের দশা হলো—একটু বিপদ আসতেই আমরা তাড়াহুড়ো করে মানুষের শরণাপন্ন হই!'

ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা

[২৭৩] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

رحمہ اللہ یُوسُف لَو أَنِّي جَاءَنِي الرَّسُوْلُ بَعْدَ طُولِ السِّجْنِ لَأَسْرَعْتُ لِلْإِجَابَةِ

"আল্লাহ ইউসুফের প্রতি সদয় হোন! দীর্ঘ কারাভোগের পর [জেল থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে] বার্তাবাহক যদি স্বয়ং আমার নিকটও আসতো, তাহলে আমিও দ্রুত সাড়া দিতাম।" '[৬]

আয়ুষ্কাল

[২৭৪] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে যখন কুয়োয় নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো। তারপর গোলামি, কারাবাস ও রাষ্ট্রশাসনে কেটেছে আশি বছর। সবকিছু গোছানোর পর তিনি বেঁচে ছিলেন তিপ্পান্ন বছর।'

মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করায় আল্লাহ তাআলার তিরস্কার

[২৭৫] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহির মাধ্যমে বললেন,

مَنْ اِسْتَنْقَذَكَ مِنَ الْقَتْلِ إِذْ هَمَّ إِخْوَتُكَ أَنْ يَّقْتُلُوْكَ

"তোমার ভাইয়েরা যখন তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো, তখন তোমাকে কে বাঁচিয়েছে?" ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَنْتَ يَا رَبِّ হে আমার রব! তুমিই।" আল্লাহ বললেন, "فَمَنْ اِسْتَنْقَذَكَ مِنَ الْجُبِّ إِذْ أَلْقَوْكَ فِيْهِ আচ্ছা! তারা যখন তোমাকে কুয়োয় নিক্ষেপ করেছিলো, তখন সেখান থেকে তোমাকে কে বাঁচিয়েছে?" ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَنْتَ يَا رَبِّ হে আমার রব! তুমি।" আল্লাহ বললেন, "فَمَا لَكَ ذَكَرْتَ آدَمِيًّا وَنَسِيْتَنِيْ তাহলে তোমার কী হলো! [জেল থেকে মুক্তি

[৬] এর মাধ্যমে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন। দীর্ঘ কারাভোগের পর জেল কর্তৃপক্ষ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর মুক্তির বার্তা নিয়ে আসে। তিনি জেল থেকে না বেরিয়ে উলটো কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর নির্দোষ কারাবাসের কৈফিয়ত তলব করে বসেন! ফলে রাজা এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশনের তদন্তে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নির্দোষত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সূরা ইউসুফ ১২: ৫০-৫৪। [অনুবাদক]

পাওয়ার জন্য] তুমি একজন মানুষকে স্মরণ করলে, আর আমাকে ভুলে গেলে?" [দ্রষ্টব্য: সূরা ইউসুফ ১২:৪২] ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "كَلِمَةٌ تَكَلَّمَ بِهَا لِسَانِيْ এটি ছিল আমার মুখ থেকে উচ্চারিত একটি কথা।" আল্লাহ বললেন, "فَوَعِزَّتِيْ لَأُخْلِدَنَّكَ السِّجْنَ بِضْعَ سِنِيْنَ আমার সম্মানের শপথ! আমি তোমাকে [আরো] কয়েক বছর জেলখানায় রাখবো।" '

পুত্রশোকে পিতার কান্না

[২৭৬] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর শোকে ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) আশি বছর কেঁদেছিলেন। অথচ তখন তিনি ছিলেন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা'র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি!'

স্বপ্ন ও স্বপ্নের প্রতিফলন

[২৭৭] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর স্বপ্ন ও তার বাস্তব প্রতিফলনের মাঝখানে ব্যবধান ছিল আশি বছর।'

দুশ্চিন্তা ও গ্লানি মানুষের সামনে হতাশার সুরে ব্যক্ত করা অনুচিত

[২৭৮] হাবীব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহ'র নবি ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর ভ্রূসমূহ চক্ষুযুগলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্র দিয়ে তিনি ভ্রূগুলো তুলে ধরলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহ'র নবি! আপনার কী হয়েছে? আমি কী দেখতে পাচ্ছি?' তিনি বললেন,

"طُوْلُ الزَّمَانِ وَكَثْرَةُ الْأَحْزَانِ [এর নেপথ্যে রয়েছে] সুদীর্ঘ সময় ও দুশ্চিন্তার আধিক্য!" এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি পাঠালেন, "يَا يَعْقُوْبُ تَشْكُوْنِيْ ইয়াকূব! তুমি কি আমার ব্যাপারে অভিযোগ করছো?" ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) বললেন, "رَبِّ خَطِيْئَةٌ فَاغْفِرْهَا হে আমার রব! আমার ভুল হয়ে গেছে; ক্ষমা করে দাও।"

আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

রোগের ব্যাপ্তি

[২৭৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর কেবল দু-চক্ষু, অন্তঃকরণ ও জিহ্বা সুস্থ ছিল; তাঁর দেহের বিভিন্ন জায়গায় পোকার উপদ্রব শুরু হয়েছিল। সাত বছরেরও বেশি সময় তিনি ভাগাড়ে ছিলেন।'[৭] [তুলনীয়: হাদীস নং ২৮২; ২৮৩]

গায়ের গন্ধ পেয়ে কিছু লোকের বাজে মন্তব্য

[২৮০] আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনি উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর দু ভাই ছিলেন। একদিন তারা তাঁর নিকট এসে গন্ধ পেলেন। ফলে তারা মন্তব্য করে বসেন, 'আল্লাহ তাআলা যদি আইয়ূব-কে ভালো জানতেন, তাহলে তার এ দশা হতো না।' এ কথা শুনে আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) অত্যন্ত কষ্ট পান। [আল্লাহ-কে উদ্দেশ্য করে] তিনি বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَبِتْ لَيْلَةً شَبْعَانًا وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَائِعٍ فَصَدِّقْنِيْ

"হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো, আমি পরিতৃপ্ত পেট নিয়ে কখনো রাত যাপন করিনি—আর ক্ষুধার্ত মানুষের অবস্থা আমি ভালো করেই জানি—তাহলে তুমি আমাকে সত্যায়ন করো।" দু ভাইকে শুনিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর কথার সত্যায়ন করেন। তারপর আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَلْبِسْ قَمِيْصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقْنِيْ

"হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো, আমি শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে কখনো জামা

---

[৭] এর অন্যতম বর্ণনাকারী ইয়াযীদ এ বক্তব্যের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দিহান। [অনুবাদক]

পরিনি—আর আমি ভালো করেই জানি খালি গায়ে থাকা মানুষের যাতনা কী—তাহলে তুমি আমাকে সত্যায়ন করো।” দু ভাইকে শুনিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর কথার সত্যায়ন করেন।” এরপর তিনি সাজদায় লুটিয়ে পড়ে বলেন,

أَللَّهُمَّ لَا أَرْفَعُ رَأْسِيْ حَتَّىٰ يُكْشَفَ مَا بِيْ

“হে আল্লাহ! আমার দুর্দশা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত আমি মাথা উত্তোলন করবো না।” পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর দুর্দশা দূরীভূত করে দেন।' '
[তুলনীয়: হাদীস নং ২৮৪]

সম্পদের ফিরিস্তি

[২৮১] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়ত কী ছিল?' তিনি বললেন, 'তাওহীদ [আল্লাহ তাআলা'র একত্ববাদ] ও নিজেদের মতপার্থক্যের সংশোধন। আল্লাহ'র নিকট তাঁদের কারো কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে [আল্লাহ'র নিকট] তা চাইতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তাঁর ধন-সম্পদ কী ছিল?' তিনি বললেন, 'তিন হাজার জোয়াল; প্রত্যেক জোয়ালের সাথে একজন দাস; প্রত্যেক দাসের সাথে একজন কর্মঠ দাসী; প্রত্যেক দাসীর সাথে একটি গাধী। আর ছিল চৌদ্দ হাজার ভেড়া। দরজার বাইরে মেহমান রেখে তিনি কখনো রাত্রিযাপন করেননি; এবং কোনো মিসকীন না নিয়ে কখনো খাবার খাননি।'

মুসিবতের সময়কাল

[২৮২] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) সাত বছর বিপদ-মুসিবতে নিপতিত ছিলেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৭৯; ২৮৩]

[২৮৩] সুলাইমান তাইমি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) জনপদের ভাগাড়ে সাত বছর পড়ে ছিলেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৭৯; ২৮২]

ব্যাধি দেখে কিছু লোক তাঁকে পাপী সাব্যস্ত করে

[২৮৪] নাওফ বাক্কালি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আইয়ূব

(আলাইহিস সালাম) এর পাশ দিয়ে বনী ইসরাঈলের একদল লোক যাওয়ার সময় মন্তব্য করলো, 'নিশ্চয়ই বড় কোনো পাপের ফলে তার এই দশা হয়েছে!' তাদের এই মন্তব্য আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) শুনে ফেলেন। তখনই তিনি [আল্লাহ তাআলা-কে উদ্দেশ্য করে] বলেন,

مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ

"আমাকে বিপদ-মুসিবত স্পর্শ করেছে; আর তুমি তো সবচেয়ে বেশি দয়াবান!" [সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩] এ ঘটনার আগে তিনি [রোগমুক্তির] দুআ করেননি।' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৮০]

ব্যাধির নেপথ্যকারণ

[২৮৫] ইবনু উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বিপদে আপতিত হওয়ার পর আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদেরকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করেন, "تَدْرُوْنَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَصَابَنِيْ هٰذَا؟ তোমরা কি জানো, আমার এ অবস্থা কেন হয়েছে?" তারা বললেন, 'আমাদের সামনে তো আপনার এমন কোনো বিষয় প্রকাশিত হয়নি [যদ্দরুন এরূপ হতে পারে], তবে হতে পারে আপনি কোনো কিছু গোপন রেখেছেন—যা আমাদের জানা নেই।' এ কথা বলে তারা তাঁর কাছ থেকে উঠে চলে যান। তারপর তাদের বাইরের এক জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আল্লাহ'র নবি (আলাইহিস সালাম) তোমাদেরকে কেন ডেকেছিলেন?' তারা তাকে কারণ অবহিত করেন। তিনি বললেন, 'আমি তাকে বলবো, কেন তাঁর এ অবস্থা হয়েছে।' অতঃপর তিনি আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসেন। আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) [কারণ] জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আপনি একবার পানীয় পান করে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেননি, অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেননি; আর সম্ভবত আপনি কোনো ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু ওই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি।'

রোগমুক্তির পর প্রাচুর্য

[২৮৬] বাকর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-কে সুস্থতা দেওয়ার পর তাঁর উপর বৃষ্টির মতো করে স্বর্ণের পঙ্গপাল বর্ষণ

করেন। আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) তা কুড়াতে শুরু করেন।

তখন তাঁকে ডেকে বলা হলো, "يا أيوب ألم أغنك ألم أشبعك" আইয়ুব! আমি কি তোমাকে প্রাচুর্য দিইনি? তুমি কি পরিতৃপ্ত হওনি?"

তখন আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) বললেন, "يا رب ومن يشبع من فضلك" হে আমার রব! তোমার অনুগ্রহ লাভ করে কে পরিতৃপ্ত হতে পারে!"

কঠিন দিনগুলোতে তাঁর স্ত্রীর অবদান ও ঈর্ষান্বিত শয়তানের কূটকৌশল

[২৮৭] আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি আইয়ুব (আলাইহিস সালাম)-কে যখন তাঁর সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও দেহের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলো, তখন তাঁকে ভাগাড়ে রেখে দেওয়া হলো। তাঁর স্ত্রী বাইরে উপার্জন করে তাঁকে খাওয়াতেন। এ দৃশ্য দেখে শয়তানের মনে হিংসা জেগে ওঠে। যেসব রুটি ও গোশত বিক্রেতা আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীকে দান করতেন, শয়তান সেসব লোকের নিকট এসে বলে, 'ওই যে মহিলাটি তোমাদের কাছে আসে, তাকে তাড়িয়ে দাও। সে তার স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করে ও নিজের হাতে তাকে স্পর্শ করে; ওর কারণে লোকেরা তোমাদের খাবারকে নোংরা মনে করে। ও তো দেখছি প্রায়ই তোমাদের এখানে আসে।' ফলে তারা আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীকে নিকটে ঘেঁষতে না দিয়ে বলতো, 'দূরে থাকো। আমরা তোমাকে খাবার দিবো, তবে কাছে আসবে না।' আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলে, তিনি এর জন্য বলেন, 'আল-হামদু লিল্লাহ / সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর।' ঘর থেকে বের হলে আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ হতো; শয়তান এমন এক ব্যক্তির সুরত ধরে আসতো—যিনি আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর দুর্দশার জন্য অত্যন্ত পেরেশান বোধ করতেন। সে বললো, 'তোমার স্বামী কতো মহান! যা নাকচ করার তিনি তা নাকচ করে দিলেন। আল্লাহ'র শপথ! সে যদি মুখ দিয়ে কেবল একটি কথা উচ্চারণ করতো, তাহলে তার সকল দুর্দশা দূরীভূত করে দেওয়া হতো, আর ফিরিয়ে দেওয়া হতো তার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ।' স্ত্রী এসে আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-কে এ কথা জানালে তিনি বলেন,

لَقِيَكِ عَدُوُّ اللهِ فَلَقَّنَكِ هٰذَا الْكَلَامَ لَمَّا أَعْطَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَالَ وَالْوَلَدَ

[সূচীপত্র]

... به ... فبصر الذي لا نكفر به لئن أقامني الله عز وجل من مرضي هذا لأجلدنك مائة جلدة

"তোমার সাথে আল্লাহ'র দুশমনের দেখা হয়েছে। সে তোমাকে এ কথা শিখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিলেন, আমরা তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; আর যখন তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে নিলেন, আমরা এখন তাঁর অবাধ্য হবো? আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে এই অসুস্থতা থেকে মুক্তি দেন, আমি তোমাকে এক শ'টি বেত্রাঘাত করবো।" এ কারণে আল্লাহ তাআলা বললেন,

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ

"একগুচ্ছ কাঠি হাতে নাও; তা দিয়ে তাকে [মৃদু] প্রহার করো, শপথ ভঙ্গ করো না।" ' (সূরা সোয়াদ ৩৮:৪৪)'

শয়তানের উল্লাস

[২৮৮] তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবলিস বললো,

مَا أَصَبْتُ مِنْ أَيُّوبَ شَيْئًا قَطُّ أَفْرَحُ بِهِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ أَنِينَهُ عَرَفْتُ أَنِّي قَدْ أَوْجَعْتُهُ

"আইয়ূব-এর কোনো ক্ষতি করে আমি কখনো খুশি হতে পারিনি; তবে আমি যখন তার যন্ত্রণার গোঙানি শুনলাম, তখন এই ভেবে খুশি হয়েছি—যাক, আমি তাকে কষ্ট দিতে পেরেছি!" '

যে-কোনো বিপদে তিনি যে দুআ করতেন

[২৮৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কোনো মুসিবতের মুখোমুখি হলেই আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ أَخَذْتَ وَأَنْتَ أَعْطَيْتَ مَهْمَا تَبْقَى نَفْسِيْ أَحْمَدُكَ عَلَى حَسْبِ بَلَائِكَ

"হে আল্লাহ! তুমিই নাও, তুমিই দাও। আমার [দেহে] যতোদিন প্রাণ থাকে, ততোদিন আমি তোমার দেওয়া মুসিবত অনুযায়ী তোমার প্রশংসা

করে যাবো।” ’

ক্রোধ সংবরণ

[২৯০] আবদুর রহমান ইবনু ইব্যি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ’র নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

كَانَ أَيُّوْبُ أَصْبَرَ النَّاسِ وَأَحْلَمَ النَّاسِ وَأَكْظَمَ لِلْغَيْظِ

“আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) ছিলেন সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও সহনশীল মানুষ; আর ক্রোধ সংবরণ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম।” ’

ইউনুস (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

ভালো কাজ বিপদের সময় মানুষকে সুরক্ষা দেয়

[২৯১] ইবনু আবী আরূবা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

"সে যদি আল্লাহ তাআলা'র প্রশংসা বর্ণনা না করতো, তাহলে তাঁকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তিমি'র পেটে থাকতে হতো।" (সূরা আস-সাফ্ফাত ৩৭:১৪৩-১৪৪)-এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বিপদাপন্ন হওয়ার আগে তিনি দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন [যার বদৌলতে তাঁকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে]।' তারপর তিনি একটি আরবি প্রবাদ উল্লেখ করেন—

'إِنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ إِذَا عَثَرَ وَإِذَا صَرَعَ وُجِدَ مُتَّكِئًا

"ভালো কাজ বিপদের সময় মানুষকে সুরক্ষা দেয়; তবে বিপদ কেটে গেলে মানুষ আবার অলস হয়ে যায়।" '

তিমির প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

[২৯২] মানসূর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা'র বক্তব্য—

"فَنَادٰى فِيْ الظُّلُمَاتِ বিপুল অন্ধকারের মধ্যে সে [আল্লাহকে] ডাকলো..." (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭)

এর ব্যাখ্যায় সালিম ইবনু আবিল জা'দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তিমি কে নির্দেশনা দিয়েছিলেন 'তুমি তাঁর হাড় ও মাংসের কোনো ক্ষতিসাধন করবে না।' কিছুক্ষণ পর সেই তিমি কে আরেকটি তিমি গিলে ফেলে। ইউনুস (আলাইহিস সালাম) বিপুল অন্ধকারের মধ্যে আল্লাহ-কে ডাকতে থাকেন; বিপুল অন্ধকার হলো—[প্রথম] তিমি'র অন্ধকার, [তার উপর] আরেক তিমি'র অন্ধকার, ও [সর্বোপরি] সাগরের অন্ধকার।'

হাজ্জের সময় তিনি যেসব বাক্য উচ্চারণ করেছেন

[২৯৩] মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সত্তরজন নবি বাইতুল্লাহ'র হাজ্জ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম); তাঁর গায়ে ছিল দুটি কাতাওয়ানি[৮] বস্ত্র। আরেকজন হলেন ইউনুস (আলাইহিস সালাম); [হাজ্জের সময়] তিনি বলেছিলেন,

لَبَّيْكَ كَاشِفَ الْكَرْبِ لَبَّيْكَ

"আমি হাজির, হে দুর্দশা দূরকারী! আমি হাজির।" '[তুলনীয়: হাদীস নং ৩১৩]

শাস্তি অবধারিত দেখে তাঁর জাতির লোকেরা যেভাবে দুআ করেছিল

[২৯৪] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির মাথার উপর শাস্তি এসে ঘন অন্ধকার রাত্রির টুকরোর ন্যায় বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এ অবস্থা দেখে তাদের বুদ্ধিমান লোকজন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী লোকের নিকট গিয়ে বললো, 'আমাদের [মাথার] উপর কী এসেছে—তা তো দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমাদের পাঠ করার জন্য একটি দুআ শিখিয়ে দিন; হতে পারে [এ দুআর বদৌলতে] আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর থেকে তাঁর শাস্তি প্রত্যাহার করে নেবেন।' জ্ঞানী লোকটি বললেন, তাহলে তোমরা বলো,

يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ وَيَا حَيُّ مُحْيِيَ الْمَوْتَى وَيَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে চিরঞ্জীব! যখন কেউ ছিল না এবং যখন কেউ থাকবে না তখনো তুমিই চিরঞ্জীব। হে চিরঞ্জীব! তুমিই মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করো! হে চিরঞ্জীব! তুমি

ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দেন।'

তিমির পেটে

[২৯৫] শা'বি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন—ইউনুস (আলাইহিস সালাম) তিমি'র পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন। এ কথার প্রেক্ষিতে শা'বি বলেন, 'তিনি তো ছিলেন একদিনের চেয়েও কম সময়। দুপুরের আগে তিমি তাঁকে গলাধঃকরণ করে, আর সূর্যাস্তের আগে হাই তুলে; এ সময় ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সূর্যের আলো দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

"তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র; আমি তো জুলুমকারীদের অন্যতম।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭) এরপর তিমি তাঁকে [তীরে] নিক্ষেপ করে। ততোক্ষণে তাঁর দেহ পাখির ছানার ন্যায় হয়ে গিয়েছে।' এক ব্যক্তি বলে উঠলো, 'আপনি কি আল্লাহ তাআলা'র অপার ক্ষমতাকে অস্বীকার করছেন?' শা'বি (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা'র অপার ক্ষমতাকে অস্বীকার করছি না; আল্লাহ তাআলা তিমি'র পেটে একটি বাজার বানাতে চাইলে তাও করতে পারতেন।

তিমির পেটে অবস্থানের সময়সীমা

[২৯৬] আবূ মালিক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইউনুস (আলাইহিস সালাম) তিমি'র পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন।'

মূসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

কিছু উপদেশ

[২৯৭] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'খিদর (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলেছিলেন,

يَا مُوْسٰى بْنَ عِمْرَانَ اِنْزَعْ عَنِ اللَّجَاجَةِ وَلَا تَمْشِ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا تَضْحَكْ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ وَأَلْزِمْ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ

"মূসা ইবনু ইমরান! জেদ থেকে বের হয়ে এসো; বিনা প্রয়োজনে হাঁটাহাঁটি কোরো না; আজব জিনিস ছাড়া অন্য কিছুতে হেসো না; গৃহে অবস্থান করো; আর নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কাঁদো।" '

পার্থিব চাকচিক্যের তাৎপর্য

[২৯৮] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূন (আলাইহিস সালাম)-কে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন,

لَا يَغُرَّكُمَا لِبَاسُهُ الَّذِيْ أَلْبَسْتُهُ فَإِنَّ نَاصِيَتَهُ بِيَدِيْ وَلَا يَنْطِقُ وَلَا يَطْرِفُ إِلَّا بِإِذْنِيْ وَلَا يَغُرَّكُمَا مَا مُتِّعَ بِهِ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَةِ الْمُتْرَفِيْنَ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُزَيِّنَكُمَا مِنْ زِيْنَةِ الدُّنْيَا بِشَيْئٍ يَعْرِفُ فِرْعَوْنُ أَنَّ قُدْرَتَهُ تَعْجِزُ عَنْ ذٰلِكَ لَفَعَلْتُ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِهَوَانٍ بِكُمَا عَلَيَّ وَلٰكِنْ أُلْبِسُكُمَا نَصِيْبَكُمَا مِنَ الْكَرَامَةِ عَلٰى أَنْ لَا تَنْقُصَكُمَا الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنِّيْ لَأَذُوْدُ أَوْلِيَائِيْ عَنِ الدُّنْيَا كَمَا يَذُوْدُ الرَّاعِيْ إِبِلَهُ عَنْ مَبَارِكِ الْعُرَّةِ وَإِنِّيْ لَأُجَنِّبُهُمْ كَمَا يُجَنِّبُ الرَّاعِيْ إِبِلَهُ عَنْ مَرَاتِعِ الْهَلَكَةِ

أُرِيْدُ أَنْ أُنَوِّرَ بِذٰلِكَ مَرَاتِبَهُمْ وَأُطَهِّرَ بِذٰلِكَ قُلُوْبَهُمْ فِيْ سِيْمَاهُمْ الَّذِيْ يُعْرَفُوْنَ بِهِ وَأَمْرُهُمُ الَّذِيْ يَفْتَخِرُوْنَ بِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَخَافَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِيْ بِالْعَدَاوَةِ وَأَنَا الثَّائِرُ لِأَوْلِيَائِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আমি তাকে যে পোশাক পরিয়ে রেখেছি—তা দেখে তোমরা যেন ধাঁধায় না পড়ো; কারণ তার কপাল আমার হাতে; আমার অনুমতি ছাড়া সে কোনো কথা বলতে পারে না, চোখের পাতাও ফেলতে পারে না। দুনিয়ার সৌন্দর্য ও বিলাসী লোকদের চাকচিক্যের যেসব উপকরণ তাকে দেওয়া হয়েছে—তা দেখে তোমরা যেন বিভ্রান্ত না হও। আমি চাইলে দুনিয়ার চাকচিক্য দিয়ে তোমাদের দুজনকে এমনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতাম—যা দেখে ফিরআউন বুঝতো যে এমন চাকচিক্য লাভ করার সামর্থ্য তার নেই। তোমাদেরকে এসব চাকচিক্য না দেওয়ার অর্থ এ নয় যে তোমরা দুজন আমার নিকট তুচ্ছ; বরং আমি তোমাদেরকে প্রাপ্য সম্মান এমনভাবে দিয়েছি যাতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তোমাদের [পরকালীন পাওনাকে] কমিয়ে দিতে না পারে। পশুর বিষ্ঠা ও আবর্জনায় ভরপুর জায়গায় কোনো উট বিশ্রাম নিতে চাইলে রাখাল যেভাবে তার উটকে তাড়িয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়, তেমনিভাবে আমি আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে তাড়িয়ে দিবো; রাখাল যেভাবে তার উটকে ধ্বংসাত্মক চারণভূমি থেকে দূরে রাখে, আমিও সেভাবে আমার বন্ধুদেরকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে রাখবো। এর মাধ্যমে আমি তাঁদের অবস্থানকে উজ্জ্বল করতে চাই, তাঁদের অন্তঃকরণসমূহকে পবিত্র রাখতে চাই। এটি তাঁদের চিহ্ন—যা দিয়ে তাঁদেরকে শনাক্ত করা যাবে, আর এটিই তাঁদের জন্য গৌরবের ব্যাপার। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে সে যেন আমার সাথে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হলো; কিয়ামতের দিন আমি আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিবো।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৫৭]

আল্লাহ তাআলার কতিপয় আদেশ

[২৯৯] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলা-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

"يَا رَبِّ بِمَا تَأْمُرُنِيْ হে আমার রব! তুমি আমাকে কোন কাজের আদেশ

দিচ্ছো?"আল্লাহ বললেন, "بِأَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا তুমি আমার [সার্বভৌম ক্ষমতার] সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।"তিনি বললেন, "وَبِمَهْ আর কোন কাজের?আল্লাহ বললেন, "وَبِرُّ وَالِدَتِكَ আর তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে।" তিনি বললেন, "وَبِمَهْ আর কোন কাজের?" আল্লাহ বললেন, "وَبِرُّ وَالِدَتِكَ আর তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে।" তিনি বললেন, "وَبِمَهْ আর কোন্ কাজের?" আল্লাহ বললেন, "وَبِرُّ وَالِدَتِكَ আর তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে।" [ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন,] পিতার সাথে সদাচরণের ফলে আয়ু বৃদ্ধি পায়; আর মায়ের সাথে সদাচরণের ফলে জীবনে দৃঢ়তা আসে।'

আল্লাহ তাআলা অনাদি ও অনন্ত

[৩০০] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) [আল্লাহ তাআলা-কে] বললেন,

"يَا رَبِّ إِنَّهُمْ يَسْأَلُوْنَنِيْ كَيْفَ كَانَ بَدْؤُكَ হে আমার রব! তারা জানতে চায়—তোমার সূচনা কেমন করে হলো?"আল্লাহ বললেন,

فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّيْ الْكَائِنُ قَبْلَ كُلِّ شَيْئٍ وَالْمُكَوِّنُ لِكُلِّ شَيْئٍ وَالْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيْئٍ

তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও—সবকিছুর পূর্বে আমি ছিলাম, সবকিছুকে আমিই সৃষ্টি করেছি, আবার সবকিছুর পর আমিই থাকবো।" '

কয়েকটি আমলের ফলে এক ব্যক্তি আরশের পাশে স্থান পেয়েছেন

[৩০১] আমর ইবনু মাইমূন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) এক ব্যক্তিকে আরশের পাশে দেখতে পান। লোকটির অবস্থান দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি তাঁর সম্পর্কে জানতে চান। ফেরেশতারা বললেন, 'তাঁর আমল সম্পর্কে আমরা আপনাকে অবহিত করছি—মানুষকে আল্লাহ তাআলা যেসব অনুগ্রহ দিয়েছেন তা দেখে তাঁর মধ্যে ঈর্ষাবোধ জাগে না; তিনি মানুষের সম্মানহানি করে বেড়ান না এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হন না।' মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَيْ رَبِّ وَمَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ হে আমার রব! পিতা-মাতার অবাধ্য হয় আবার কে?" আল্লাহ বললেন, "يَسْتَسِبُّ لَهُمَا حَتَّى يُسَبَّانِ ওই ব্যক্তি—যে তার পিতা-মাতার জন্য গালি কুড়িয়ে আনে, পরিশেষে পিতা-মাতা [তাকে] অভিশাপ দেয়।" '

যিকরের পদ্ধতি

[৩০২] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ওহি নাযিল করে বলেন,

إِذَا ذَكَرْتَنِيْ فَاذْكُرْنِيْ وَأَنْتَ تَنْتَفِضُ أَعْضَاؤُكَ وَكُنْ عِنْدَ ذِكْرِيْ خَاشِعًا مُطْمَئِنًّا فَإِذَا ذَكَرْتَنِيْ فَاجْعَلْ لِسَانَكَ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِكَ وَإِذَا قُمْتَ بَيْنَ يَدَيَّ فَقُمْ مَقَامَ الْعَبْدِ الْحَقِيْرِ الذَّلِيْلِ وَذُمَّ نَفْسَكَ فَهِيَ أَوْلَى بِالذَّمِّ وَنَاجِنِيْ حِيْنَ تُنَاجِيْنِيْ بِقَلْبٍ وَجِلٍ وَلِسَانٍ صَادِقٍ

"আমাকে স্মরণ করার সময় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে জাগ্রত রেখে স্মরণ করবে; সুস্থির-চিত্ত ও বিনয়াবনত হয়ে আমাকে স্মরণ করবে; আমাকে স্মরণ করার সময় তোমার জিহ্বাকে অন্তঃকরণের পশ্চাতে রাখবে;[৯] আমার সামনে দাঁড়ানোর সময় নগণ্য দাসের ন্যায় দাঁড়াবে; তোমার প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করবে—প্রবৃত্তিই হলো তিরস্কারের যথার্থ পাত্র; আর আমার সাথে চুপিসারে কথা বলার সময় ত্রস্ত মন ও সত্য মুখ নিয়ে কথা বলবে।"

আল্লাহ তাআলার নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করাও আরেক নিয়ামত

[৩০৩] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

إِلٰهِيْ كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَأَصْغَرُ نِعْمَةٍ وَضَعْتَهَا عِنْدِيْ مِنْ نِعَمِكَ لَا يُجَازِيْ بِهَا عَمَلِيْ كُلُّهُ

"ইলাহ আমার! আমি কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করবো? তোমার অনুগ্রহরাজির মধ্য থেকে সবচেয়ে ছোট যে অনুগ্রহ তুমি আমাকে দিয়েছো, আমার সকল আমল জড়ো করলেও তো তার সমান হবে না!"

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি পাঠিয়ে বললেন, "يَا مُوْسٰى الْآنَ شَكَرْتَنِيْ মূসা! এতোক্ষণে তুমি আমার [অনুগ্রহের] শুকরিয়া আদায় করেছো।" '

[৯] অর্থাৎ মুখে যা উচ্চারণ করছো—তা অন্তর দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করবে। [অনুবাদক]

একটি দুআ

[৩০৪] কাব আহবার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর দুআর মধ্যে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَلِنْ قَلْبِيْ بِالتَّوْبَةِ وَلَا تَجْعَلْ قَلْبِيْ قَاسِيًا كَالْحَجَرِ

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তাওবার মাধ্যমে কোমল করে দাও; আমার অন্তরকে পাষাণসম রুক্ষ করে দিও না।" '

তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন

[৩০৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন,

مُرْ قَوْمَكَ أَنْ يُنِيْبُوْا إِلَيَّ وَيَدْعُوْنِيْ فِيْ الْعَشْرِ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ فَلْيَخْرُجُوْا إِلَيَّ أَغْفِرْ لَهُمْ

"তোমার জাতিকে নির্দেশ দাও—তারা যেন আমার দিকে ফিরে আসে এবং [যিলহাজ্জ মাসের প্রথম] দশ দিন আমাকে ডাকে, আর দশম দিন তারা যেন [ঘর থেকে] বেরিয়ে আমার দিকে আসে, তাহলে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবো।" '

কল্যাণময় জ্ঞানের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা কবরের নিঃসঙ্গতা দূর করে দেন

[৩০৬] কাব আহবার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ওহি নাযিল করে বলেন,

عَلِّمِ الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْهُ فَإِنِّيْ مُنَوِّرٌ لِمُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَمُتَعَلِّمِهِ فِيْ قُبُوْرِهِمْ حَتّٰى لَا يَسْتَوْحِشُوْا لِمَكَانِهِمْ

"কল্যাণময় [জ্ঞান] শেখো ও [অপরকে] শেখাও; কল্যাণময় জ্ঞান যারা শেখে ও শেখায় তাদের কবরকে আমি আলোকিত করে দিবো, ফলে তারা সেখানে একাকিত্ব বোধ করবে না।" '

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ

[৩০৭] কাব আহবার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) [আল্লাহ তাআলা-কে] বললেন,

يَا رَبِّ أَقَرِيْبٌ أَنْتَ فَأُنَاجِيْكَ أَوْ بَعِيْدٌ فَأُنَادِيْكَ

"হে আমার রব! তুমি কি কাছে? তাহলে আমি তোমাকে চুপিসারে ডাকবো। নাকি দূরে? তাহলে তোমাকে উচ্চ আওয়াজে ডাকবো।"

আল্লাহ তাআলা বললেন, "يَا مُوْسٰى أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ মূসা! যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার পাশেই থাকি।" মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

يَا رَبِّ فَإِنَّا نَكُوْنُ مِنَ الْحَالِ عَلٰى حَالٍ نُجِلُّكَ وَنُعَظِّمُكَ أَنْ نَذْكُرَكَ

"হে আমার রব! আমরা তো একেক সময় একেক অবস্থায় থাকি; কিছু কিছু সময় তোমার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিবেচনা করে তোমাকে স্মরণ করতে ভয় পাই।"

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, "وَمَا هِيَ কোন অবস্থার কথা বলছো?

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "اَلْجَنَابَةُ وَالْغَائِطُ গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থা ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময়।"

আল্লাহ তাআলা বললেন, "يَا مُوْسٰى أُذْكُرْنِيْ عَلٰى كُلِّ حَالٍ মূসা! সর্বাবস্থায় আমাকে স্মরণ করো।" '

দুনিয়াতে ইনসাফের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি

[৩০৮] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ'র নবি মূসা (আলাইহিস সালাম) [আল্লাহ তাআলা-কে] জিজ্ঞাসা করলেন,

"أَيْ رَبِّ أَيُّ شَيْءٍ وَضَعْتَ فِيْ الْأَرْضِ أَقَلَّ হে আমার রব! তুমি দুনিয়াতে কোন জিনিস সবচেয়ে কম প্রতিষ্ঠা করেছো?"

আল্লাহ তাআলা বলেন, "اَلْعَدْلُ أَقَلُّ مَا وَضَعْتُ فِيْ الْأَرْضِ আমি দুনিয়াতে সবচেয়ে কম প্রতিষ্ঠা করেছি যে জিনিস—তা হলো ইনসাফ।"

দুআ সফল করার কার্যকর উপায়

[৩০৯] ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম তাইফি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) একটি প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁর মহান রবের নিকট নিবেদন পেশ করেন। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিষয় পাননি। অবশেষে মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "مَا شَاءَ اللهُ [মা শা আল্লাহ!] আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়)!" আর অমনি তিনি দেখতে পান—কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তাঁর সামনে হাজির! মূসা (আলাইহিস সালাম) বলে ওঠেন,

يَا رَبِّ أَنَا أَطْلُبُ حَاجَتِيْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَأَعْطَيْتَنِيْهَا الْآنَ

"হে আমার রব! আমি অমুক দিন থেকে এটি চাচ্ছি, আর তুমি কিনা এটি আমাকে এতোক্ষণে দিলে!" '

আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

يَا مُوْسٰى أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْجَحُ مَا طَلَبْتَ بِهِ الْحَوَائِجَ

"মূসা! তুমি কি জানো না, প্রয়োজন পূরণের জন্য সফলতম দুআ হলো مَا شَاءَ اللهُ [মা শা আল্লাহ,] আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়!)?"

মা শা আল্লাহ এর মাহাত্ম্য

[৩১০] ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম তাইফি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'শয়তানরা যখন চুরি করে [আকাশের ফেরেশতাদের আলোচনা] শোনার চেষ্টা করে,[১০] তখন ফেরেশতারা যে বাক্য বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয় তা হলো—"مَا شَاءَ اللهُ [মা শা আল্লাহ!] আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়)!"

কিছু উপদেশ

[৩১১] কাব ইবনু আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ'র নবি মূসা (আলাইহিস সালাম) ফিরআউনের কবল থেকে পালিয়ে গিয়ে বললেন, "يَا رَبِّ أَوْصِنِيْ হে আমার রব! আমাকে কিছু উপদেশ দাও।" আল্লাহ বললেন,

أُوْصِيْكَ أَنْ لَا تَعْدِلَ بِيْ شَيْئًا أَبَدًا إِلَّا اِخْتَرْتُنِيْ عَلَيْهِ فَإِنِّيْ لَا أَرْحَمُ وَلَا أُزَكِّيْ مَنْ

---

[১০] দ্রষ্টব্য: সূরা আস-সাফফাত ৩৭:৬-১০। [অনুবাদক]

সূচীপত্র

لم يكن كذلك

"আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—কোনো কিছুকে কখনো আমার সমকক্ষ বানাবে না; এটি যে মেনে চলবে না, আমি তার প্রতি কোনো দয়া দেখাবো না, তাকে পরিচ্ছন্নও করবো না।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "وَبِمَا يَا رَبِّ হে আমার রব! আর কী?"

আল্লাহ বলেন, "بِأُمِّكَ فَإِنَّهَا حَمَلَتْكَ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে; কারণ সে বহু কষ্ট করে তোমাকে [গর্ভে] বহন করেছে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "ثُمَّ بِمَاذَا يَا رَبِّ হে আমার রব! তারপর কী?"

আল্লাহ বলেন, "ثُمَّ بِأَبِيْكَ তারপর তোমার পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "ثُمَّ بِمَاذَا তারপর কী?"

আল্লাহ বলেন, "ثُمَّ أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لَهَا তারপর তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ করবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করো অপরের জন্য তা অপছন্দ করবে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "ثُمَّ بِمَاذَا يَا رَبِّ হে আমার রব! তারপর কী?" আল্লাহ বলেন,

إِنْ أَوْلَيْتُكَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ عِبَادِيْ فَلَا تُعَنِّهِمْ إِلَيْكَ فِيْ حَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا تُعَنِّيْ رُوْحِيْ فَإِنِّيْ مُبْصِرٌ وَمُسْتَمِعٌ وَمُشْهِدٌ وَمُسْتَشْهِدٌ

"আমি যদি তোমাকে আমার বান্দাদের কোনো বিষয় দেখভাল করার দায়িত্ব দিই, তাহলে তাদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাদেরকে নাজেহাল করবে না; কারণ এর মাধ্যমে মূলত আমার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আমি সবকিছু দেখি, মনোযোগ সহকারে শুনি; আমি [সবকিছুর] সাক্ষী রাখছি এবং [কিয়ামতের দিন] সাক্ষীদের তলব করবো।" '

সূচীপত্র

আল্লাহ যেটুকু দিয়েছেন সেটুকুতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে ধনী

[৩১২] ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ হে আমার রব! তোমার বান্দাদের মধ্যে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?"

আল্লাহ বললেন, "أَكْثَرُهُمْ لِي ذِكْرًا তাদের মধ্যে যে আমাকে বেশি স্মরণ করে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "رَبِّ فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى রব! তাহলে তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী কে?"

আল্লাহ বলেন, "اَلرَّاضِيْ بِمَا أَعْطَيْتُهُ আমি যেটুকু দিয়েছি, সেটুকুতে যে সন্তুষ্ট থাকে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) জানতে চাইলেন, "رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ হে আমার রব! তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিচারক কে?"

আল্লাহ বলেন, "اَلَّذِيْ يَحْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ যে ব্যক্তি নিজের জন্য সেই ফায়সালা দেয়—যা সে অন্যের জন্য দিয়ে থাকে।" '

বাইতুল্লাহ এর হাজ্জ

[৩১৩] মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সত্তরজন নবি বাইতুল্লাহ'র হাজ্জ আদায় করেছেন। মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম) তাঁদের অন্যতম। [হাজ্জের সময়] তাঁর গায়ে ছিল দুটি কাতাওয়ানি বস্ত্র। তিনি 'লাব্বাইক' [আমি হাজির!] বললে পাহাড়সমূহ থেকে তার প্রতিধ্বনি আসতো।' [তুলনীয়: হাদীস নং ২৯৩]

কৃত্রিমতার উপর নিষেধাজ্ঞা

[৩১৪] আবূ ইমরান জুওয়ানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতিকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় শ্রোতাদের একজন নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলেন। এর প্রেক্ষিতে মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে

বলা হলো,

قُلْ لِصَاحِبِ الْقَمِيْصِ لَا يَشُقَّ قَمِيْصَهُ لِيَشْرَحَ لِيْ عَنْ قَلْبِهِ

"তুমি জামাওয়ালাকে বলে দাও—আমাকে তার অন্তঃকরণ দেখানোর জন্য সে যেন তার জামা না ছিঁড়ে।" '

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?

[৩১৫] আম্মার ইবনু ইয়াসীর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'তাঁর সহচরগণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বেরিয়ে এলে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার দেরি হওয়ার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'শোনো! আমি তোমাদেরকে তোমাদের এক পূর্ববর্তী ভাই [মূসা (আলাইহিস সালাম)]-এর ঘটনা বলছি।

মূসা (আলাইহিস সালাম) [আল্লাহ তাআলা-কে] বললেন, "يَا رَبِّ حَدِّثْنِيْ بِأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْكَ হে আমার রব! আমাকে বলো—তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?" আল্লাহ বললেন,

عَبْدٌ فِيْ أَقْصَى الْأَرْضِ سَمِعَ بِهِ عَبْدٌ آخَرُ فِيْ أَقْصَى الْأَرْضِ لَا يَعْرِفُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيْبَةٌ فَكَأَنَّمَا أَصَابَتْهُ وَإِنْ شَاكَتْهُ شَوَكَةٌ فَكَأَنَّمَا شَاكَتْهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِيْ فَذٰلِكَ أَحَبُّ خَلْقِيْ إِلَيَّ

"পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তে [আমার] এক বান্দা বসবাস করে; পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকা আরেক বান্দা তার কথা শুনতে পেলো, অথচ সে তাকে চেনে না; কিন্তু প্রথম ব্যক্তি বিপদাপন্ন হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে বিপন্ন মনে করে, প্রথম ব্যক্তির দেহে কাঁটা বিদ্ধ হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করে তার দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয়েছে। সে তাকে নিছক আমার জন্য ভালোবাসে। ওই লোকটিই হলো আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।" '

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "يَا رَبِّ خَلَقْتَ خَلْقًا تُدْخِلُهُمُ النَّارَ وَتُعَذِّبُهُمْ হে আমার রব! তুমি সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছো। [আবার] তুমিই তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে ও শাস্তি দিবে?"

আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি পাঠিয়ে বললেন, "كُلُّهُمْ خَلْقِيْ إِزْرَعْ زَرْعًا এরা সবাই তো আমার সৃষ্টি। [তুমি একটি কাজ করো—] বীজ বপন করো।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) বীজ বপন করলেন। আল্লাহ বললেন, "إِسْقِهِ তাতে পানি দাও।" মূসা (আলাইহিস সালাম) পানি দিলেন। পরিশেষে আল্লাহ বললেন, "قُمْ عَلَيْهِ ফসল কেটে ফেলো।" মূসা (আলাইহিস সালাম) ফসল কেটে তুলে নিলেন।

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا فَعَلْتَ زَرْعَكَ يَا مُوسٰى মূসা! তোমার ফসল কী করলে?"

তিনি বললেন, "فَرَغْتُ مِنْهُ وَرَفَعْتُهُ কেটে তুলে নিয়েছি।"

আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, "مَا تَرَكْتَ مِنْهُ شَيْئًا ফসলের কোন অংশটি ফেলে দিয়েছো?"

তিনি বললেন, "مَا لَا خَيْرَ فِيْهِ أَوْ مَا لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিংবা যা আমার দরকার নেই।"

আল্লাহ বললেন, "كَذٰلِكَ أَنَا لَا أُعَذِّبُ إِلَّا مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ أَوْ مَا لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ তেমনিভাবে আমিও কেবল তাকেই শাস্তি দিবো—যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিংবা যাকে আমার দরকার নেই।" [তুলনীয়: হাদীস নং ৩১৯]

আল্লাহর অধিকার আদায় করার আগ পর্যন্ত দুআ কবুল হয় না

[৩১৬] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি খুব মিনতি সহকারে [আল্লাহকে] ডাকছিলো। আল্লাহ'র নবি মূসা (আলাইহিস সালাম) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "يَا رَبِّ اِرْحَمْهُ হে আমার রব! তার প্রতি দয়া করো!" আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

لَوْ دَعَانِيْ حَتّٰى تَنْقَطِعَ قُوَاهُ مَا اسْتَجَبْتُ لَهُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ حَقِّيْ عَلَيْهِ

"সে যদি আমাকে ডাকতে ডাকতে তার সকল শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে, তবুও আমি তার ডাকে সাড়া দিবো না; যতোক্ষণ না সে তার উপর আমার যে অধিকার রয়েছে—সেদিকে নজর দিবে।" '

গরীব মানুষকে অসন্তুষ্ট করা হলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন

[৩১৭] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

إِنَّ قَوْمَكَ يَبْنُوْنَ لِيْ الْبُيُوْتَ وَيُقَرِّبُوْنَ الْقُرْبَانَ وَإِنِّيْ لَا أَسْكُنُ الْبُيُوْتَ وَلَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلٰكِنْ آيَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ أَنْ يَعْدِلُوْا بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْآيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ إِذَا أَرْضَوْا اَلْمَسَاكِيْنَ فَقَدْ رَضِيْتُ وَإِذَا أَسْخَطُوْهُمْ سَخِطْتُ

"তোমার জাতির লোকেরা আমার জন্য অনেক গৃহ [অর্থাৎ মাসজিদ] নির্মাণ করছে এবং কুরবানি পেশ করছে। আমি তো গৃহে বসবাস করি না; গোশতও খাই না। তবে তাদের ও আমার মধ্যে একটি অঙ্গীকার আছে; সেটি হলো—তারা যেন ধনী ও গরীবের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের ও আমার মধ্যে [আরেকটি] অঙ্গীকার হলো—তারা যখন নিঃস্ব লোকদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে, আমিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবো; আর যখন তারা নিঃস্বদেরকে অসন্তুষ্ট করবে, আমিও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো।" '

সর্বোত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

[৩১৮] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে বললেন,

"إِيْتُوْنِيْ بِخَيْرِكُمْ رَجُلًا তোমাদের সবচেয়ে ভালো লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

তারা একজনকে নিয়ে আসলে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "أَنْتَ خَيْرُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ তুমি কি বানী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক?" সে বললো, 'তারা এমনটি মনে করে।'

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "إِذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِشَرِّهِمْ তুমি যাও; তাদের মধ্যে যে লোকটি সবচেয়ে খারাপ—তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" লোকটি চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর সে একাকী ফিরে এলো।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "جِئْتَنِيْ بِشَرِّهِمْ তাদের খারাপ লোকটিকে নিয়ে এসেছো?" লোকটি বললো, 'আমি আমার নিজের সম্পর্কে যা জানি,

তাদের কারো সম্পর্কে আমি তা জানি না।'

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَنْتَ خَيْرُهُمْ তুমিই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি!"

আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম বান্দার বৈশিষ্ট্য

[৩১৯] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"أَيْ رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ হে আমার রব! তোমার কোন বান্দা তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?"

আল্লাহ বলেন, "مَنْ أُذْكَرُ بِرُؤْيَتِهِ যাকে দেখলে মানুষ আমাকে স্মরণ করে।"

মূসা (আলাইহিস সালাম) [আবারো] জিজ্ঞাসা করলেন, "رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ হে আমার রব! তোমার কোন বান্দা তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?"

আল্লাহ বলেন, "اَلَّذِيْنَ يَعُوْدُوْنَ الْمَرْضٰى وَيَعْزُوْنَ الثَّكْلٰى وَيُشَيِّعُوْنَ الْهَلْكٰى যারা অসুস্থদের সেবা করে, সন্তানহারা মাকে সান্ত্বনা দেয়, এবং মৃত মানুষের জানাযার অনুসরণ করে [কবর পর্যন্ত যায়]।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩১৫]

হাজ্জ

[৩২০] আতা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ [প্রদক্ষিণ] এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ [দ্রুতগমন] করার সময় বলছিলেন, "اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ হে আল্লাহ! আমি হাজির।" জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"لَبَّيْكَ يَا مُوْسٰى هَا أَنَا ذَا لَدَيْكَ মূসা! আমি হাজির। আমি তোমার পাশেই আছি।" তখন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর গায়ে ছিল একটি কাতাওয়ানি আলখাল্লা।'

কবরে সালাত আদায়

[৩২১] আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ

ইসরা/মিরাজ-এর রাতে আমি আল-কাসীবুল আহমার[১১] এলাকায় মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর পাশ দিয়ে গিয়েছি। তিনি তখন তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।" '

কিয়ামতের দিন যাঁরা আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন

[৩২২] আতা ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"يَا رَبِّ مَنْ أَهْلُكَ الَّذِيْنَ تُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّ عَرْشِكَ হে আমার রব! তাঁরা কারা—যাদেরকে তুমি [কিয়ামতের দিন] তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দিবে?" আল্লাহ বলেন,

هُمُ الْبَرِيْئَةُ أَيْدِيْهِمْ وَالطَّاهِرَةُ قُلُوْبُهُمْ اَلَّذِيْنَ يَتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ اَلَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرْتُ ذَكَرُوْا بِيْ وَإِذَا ذَكَرُوْا ذَكَرْتُ بِذِكْرِهِمْ اَلَّذِيْنَ يَسْبَغُوْنَ الْوُضُوْءَ فِيْ الْمَكَارِهِ وَيُنِيْبُوْنَ إِلٰى ذِكْرِيْ كَمَا تُنِيْبُ النُّسُوْرُ إِلٰى وُكُوْرِهَا وَيَكْلَفُوْنَ بِحُبِّيْ كَمَا يَكْلَفُ الصَّبِيُّ بِحُبِّ النَّاسِ وَيَغْضَبُوْنَ لِمَحَارِمِيْ إِذَا اسْتُحِلَّتْ كَمَا يَغْضَبُ النَّمِرُ إِذَا حُوْرِبَ

"যাঁদের হাত [অপরাধ]মুক্ত, অন্তঃকরণ পূত-পবিত্র; যাঁরা আমার মহত্ত্বের প্রভাবে একে অপরকে ভালোবাসে; [কোথাও] আমার কথা আলোচিত হলে যাঁরা আমাকে স্মরণ করে; যাঁরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও যাঁদেরকে স্মরণ করি; যাঁরা কষ্টের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ ওযূ করে; [যাঁরা] আমার স্মরণের দিকে সেভাবে ফিরে আসে, যেভাবে ঈগল [শিকার শেষে] নীড়ে ফিরে আসে; [যাঁরা] আমার ভালোবাসার মুখাপেক্ষী, ঠিক যেভাবে শিশুরা মানুষের ভালোবাসার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে; এবং [যাঁরা] আমার নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হতে দেখলে ক্ষিপ্ত হয়, ঠিক যেভাবে লড়াইয়ের সময় চিতা

---

[১১] বর্তমান নাম 'নিবু পাহাড় (Mount Nibo)'। জর্দানে অবস্থিত। [অনুবাদক]

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।” ’

হত্যাকাণ্ডের দায়ভার

[৩২৩] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন,

يَا مُوْسَى وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَوْ أَنَّ النَّفْسَ الَّتِيْ قَتَلْتَ أَقَرَّتْ لِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنِّيْ لَهَا خَالِقٌ أَوْ رَازِقٌ لَأَذَقْتُكَ فِيْهَا طَعْمَ الْعَذَابِ وَإِنَّمَا عَفَوْتُ عَنْكَ أَمْرَهَا أَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ لِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنِّيْ لَهَا خَالِقٌ أَوْ رَازِقٌ

“মূসা! আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! তুমি যাকে হত্যা করেছিলে, সে যদি এক পলকের জন্যও স্বীকার করতো—‘আমি তার স্রষ্টা বা জীবনোপকরণ-দাতা’, তাহলে তাকে হত্যার দায়ে আমি তোমাকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করাতাম। আমি তোমার এ সংক্রান্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি; [কারণ] সে এক পলকের জন্যও স্বীকার করেনি—‘আমি তার স্রষ্টা বা জীবনোপকরণ-দাতা।” ’

ভগ্নহৃদয় লোকদের প্রতি আল্লাহর করুণা

[৩২৪] ইমরান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম) বললেন,

“أَيْ رَبِّ أَيْنَ أَبْغِيْكَ হে আমার রব! আমি তোমাকে কোথায় খুঁজবো?”

আল্লাহ বললেন, “إِبْغِنِيْ عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ إِنِّيْ أَدْنُوْ مِنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ بَاعًا وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَانْهَدَمُوْا ভগ্ন-হৃদয় লোকদের কাছে আমাকে খোঁজো। আমি প্রতিদিন একহাত করে তাঁদের নিকটবর্তী হই; তা না হলে, তারা নির্ঘাত ভেঙে পড়তো।” ’

ফেরেশতাদের মূল্যায়ন

[৩২৫] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যুতে আকাশের ফেরেশতারা বলতে শুরু করলো,

“مَاتَ مُوْسٰى فَأَيُّ نَفْسٍ لَا تَمُوْتُ মূসা ইন্তেকাল করেছেন। তাহলে আর কে ইন্তেকাল করবে না?”

কন্যাদের প্রতি উপদেশ

[৩২৬] আবূ ইমরান জুওয়ানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘মৃত্যুর সময় ঘনিয়েণ এলে মূসা (আলাইহিস সালাম) উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি বলেন,

إِنِّيْ لَسْتُ أَجْزَعُ لِلْمَوْتِ وَلٰكِنِّيْ أَجْزَعُ أَنْ يُحْبَسَ لِسَانِيْ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الْمَوْتِ

“মৃত্যুর জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই; আমার উদ্বেগের কারণ হলো—আল্লাহ তাআলা’র যিক্‌র চলাকালে মৃত্যুর সময় তো আমার জিহ্বা বন্ধ করে দেওয়া হবে!” মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর তিনটি মেয়ে ছিল। তিনি তাদেরকে বলেন,

يَا بَنَاتِيْ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ سَيَعْرِضُوْنَ عَلَيْكُنَّ الدُّنْيَا فَلَا تَقْبَلْنَ وَالْقُطْنَ هٰذَا السُّنْبُلَ فَافْرُكْنَهُ وَكُلْنَهُ تَبْلُغْنَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ

“মেয়েরা আমার! অচিরেই বানী ইসরাঈলের লোকজন তোমাদের সামনে দুনিয়া[র বিলাসী উপকরণ] পেশ করবে; তোমরা তা গ্রহণ কোরো না। এই খাদ্যশস্যগুলো নিয়ে ঘষে খাওয়ার উপযোগী করে খাও; এর মাধ্যমে তোমরা জান্নাতে পৌঁছে যাবে।” ’

দাউদ (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

আল্লাহর ভয়ে অধিক কান্নাকাটি

[৩২৭] ইসমাঈল ইবনু আব্‌দিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে অধিক কান্নাকাটির জন্য তিরস্কার করা হলে তিনি বলতেন,

ذَرُوْنِي أَبْكِي قَبْلَ يَوْمِ الْبُكَاءِ قَبْلَ تَحْرِيْقِ الْعِظَامِ وَاشْتِعَالِ اللِّحَا قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِيْ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"আমাকে কাঁদতে দাও, সেদিন আসার পূর্বে—যেদিন মানুষ কাঁদবে, অস্থি-মজ্জা পোড়ানো হবে, দাড়িতে আগুন লেগে যাবে; সেদিন আসার পূর্বে—যেদিন আমার ব্যাপারে রুক্ষ ও কর্কশ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে, যারা আল্লাহ'র আদেশের অবাধ্য হয় না, বরং তা-ই করে যা করার আদেশ তাঁদেরকে দেওয়া হয়।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৩৩; ৩৩৪]

সারাজীবন শুকরিয়া জ্ঞাপন করে একটি নিয়ামাতেরও শুকরিয়া আদায় করা যায় না

[৩২৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ'র নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

إِلٰهِيْ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنِّيْ لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالدَّهْرَ كُلَّهُ مَا قَضَيْتُ حَقَّ نِعْمَةٍ

"হে আমার ইলাহ! আমার প্রত্যেকটি চুলের যদি দুটি জিহ্বা থাকতো, আর সেগুলো যদি দিন-রাত ও যুগ-যুগান্তর তোমার প্রশংসা করতে থাকতো,

তাতে একটি নিয়ামাতেরও শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যেতো না!” ’

মানুষের তুলনায় ব্যাঙ আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে

[৩২৯] মুগীরা ইবনু উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘তিনি বলেন, ‘দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

“يَا رَبِّ هَلْ بَاتَ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ اَللَّيْلَةَ أَطْوَلَ ذِكْرًا لَكَ مِنِّيْ হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির মধ্যে কেউ কি রাতের বেলা আমার চেয়ে বেশি সময় ধরে তোমাকে স্মরণ করেছে?”

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহি’র মাধ্যমে জানালেন, “نَعَمْ اَلضِّفْدَعُ হ্যাঁ! ব্যাঙ [তোমার চেয়ে বেশি সময় ধরে আমাকে স্মরণ করেছে]!”

অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর নিম্নোক্ত ওহি নাযিল করেন, “اِعْمَلُوْا آلَ دَاوُوْدَ شُكْرًا وَّ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞ হও; আমার দাসদের অল্প অংশই কৃতজ্ঞ।” (সূরা সাবা ৩৪:১৩)

দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বললেন,

يَا رَبِّ كَيْفَ أُطِيْقُ شُكْرَكَ وَأَنْتَ الَّذِيْ تُنعِّمُ عَلَيَّ تَرْزُقُنِيْ عَلَى النِّعْمَةِ الشُّكْرَ ثُمَّ تَزِيْدُنِيْ نِعْمَةً نِعْمَةً فَالنِّعَمُ مِنْكَ يَا رَبِّ وَالشُّكْرُ مِنْكَ فَكَيْفَ أُطِيْقُ شُكْرَكَ يَا رَبِّ

“রব আমার! আমি কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করবো? তুমিই আমাকে অজস্র অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছো, তুমিই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য দিচ্ছো, আবার তুমিই আমাকে একের পর এক নতুন অনুগ্রহ দিয়ে চলেছো। হে আমার রব! অনুগ্রহরাজি [আসে] তোমার নিকট থেকে, আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্যও তোমার দেওয়া! তাহলে আমি কীভাবে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করবো?”

আল্লাহ বললেন, “اَلْآنَ عَرَفْتَنِيْ يَا دَاوُوْدُ حَقَّ مَعْرِفَتِيْ দাঊদ! এতোক্ষণে তুমি আমাকে যথার্থভাবে চিনতে পেরেছো।” ’

কিছু ভালো কাজের প্রতিদান

[৩৩০] জা'দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"إِلٰهِيْ مَا جَزَاءُ مَنْ عَزَّى حَزِيْنًا لَا يُرِيْدُ بِهِ إِلَّا وَجْهَكَ" ইলাহ আমার! তাঁর জন্য কী প্রতিদান রয়েছে—যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেয়, আর এর দ্বারা সে কেবল তোমার সন্তুষ্টিই কামনা করে?"

আল্লাহ তাআলা বললেন, "جَزَاؤُهُ أَنْ تُشَيِّعَهُ مَلَائِكَتِيْ إِذَا مَاتَ وَأَنْ أُصَلِّيَ عَلٰى رُوْحِهِ فِيْ الْأَرْوَاحِ তাঁর প্রতিদান হলো—সে মারা গেলে ফেরেশতারা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করবে, আর আমি তাঁর আত্মার উপর শান্তি বর্ষণ করবো।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "إِلٰهِيْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَسْنَدَ يَتِيْمًا أَوْ أَرْمَلَةً" হে আমার ইলাহ! যে ব্যক্তি অনাথ কিংবা বিধবাকে একমাত্র আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে সাহায্য করে, সে কী প্রতিদান পাবে?"

আল্লাহ বললেন, "جَزَاؤُهُ أَنْ أُظِلَّهُ فِيْ ظِلِّ عَرْشِيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ" তাঁর প্রতিদান হলো—যেদিন আমার [আরশের] ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আমি তাঁকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দিবো।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "إِلٰهِيْ مَا جَزَاءُ مَنْ فَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَتِكَ" হে আমার ইলাহ! তাঁর প্রতিদান কী হবে—যার চক্ষুযুগল থেকে তোমার ভয়ে অশ্রু ঝরে?"

আল্লাহ বললেন, "جَزَاؤُهُ أَنْ أُؤَمِّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَأَنْ أَقِيَ وَجْهَهُ فَيْحَ جَهَنَّمَ তাঁর প্রতিদান হলো—আমি তাঁকে মহা-আতঙ্কের দিন আতঙ্কমুক্ত রাখবো এবং তাঁর চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা দিবো।"

সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভালোবাসতে হবে

[৩৩১] মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এভাবে দুআ করেছেন,

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"হে আল্লাহ! আমার নিকট তোমার ভালোবাসাকে আমার নিজস্ব সত্তা,

শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরিবার-পরিজন ও শীতল পানি'র চেয়ে অধিক প্রিয় করে তোলো।" '

রাতের সর্বোত্তম সময় কোনটি?

[৩৩২] জারীরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

"يَا جِبْرِيْلُ أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ হে জিবরাঈল! রাতের কোন অংশটি সর্বোত্তম?"

জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, "يَا دَاوُوْدُ مَا أَدْرِيْ إِلَّا أَنَّ الْعَرْشَ يَهْتَزُّ مِنَ السَّحَرِ দাঊদ! আমি জানি না; তবে রাত্রির শেষলগ্নে আরশ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।" '

অত্যধিক কান্নার নজির

[৩৩৩] উবাইদ ইবনু উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর চোখের পানি পেয়ে তাঁর চারপাশে ছোট একটি বাগান বেড়ে উঠেছিল। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন,

يَا دَاوُوْدُ تُرِيْدُ أَنْ أَزِيْدَكَ فِيْ مُلْكِكَ وَوَلَدِكَ

"দাঊদ! তুমি কি চাচ্ছো—আমি তোমার শাসনক্ষমতা ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিই?" দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَيْ رَبِّ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ হে আমার রব! [আমি বরং চাই] তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।" '
[তুলনীয়: হাদীস নং ৩২৭; ৩৩৪]

অধিক কান্নাকাটির ফলে চোখের পানি খাবারে মিশে যেতো

[৩৩৪] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা একটি নিন্দনীয় কাজ সম্পাদিত হয়ে যাওয়ায় [তিনি এতো বেশি কেঁদেছিলেন যে] তারপর তিনি যে খাবার কিংবা পানীয় গ্রহণ করতেন—তাতে তাঁর অশ্রু মিশে যেতো।'

একটি হৃদয়গ্রাহী দুআ

[৩৩৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

لَا صَبْرَ لِيْ عَلَى حَرِّ شَمْسِكَ فَكَيْفَ صَبْرِيْ عَلَى حَرِّ نَارِكَ رَبِّ رَبِّ لَا صَبْرَ لِيْ عَلَى صَوْتِ رَحْمَتِكَ فَكَيْفَ صَبْرِيْ عَلَى صَوْتِ عَذَابِكَ

"[হে আল্লাহ!] তোমার সূর্যের উত্তাপ আমি সহ্য করতে পারি না; তাহলে তোমার জাহান্নামের উত্তাপ কীভাবে সহ্য করবো? রব আমার! রব আমার! তোমার অনুগ্রহবর্ষণকারী আওয়াজ [অর্থাৎ বজ্রপাত] আমি সহ্য করতে পারি না; তাহলে তোমার শাস্তির আওয়াজ কীভাবে সহ্য করবো?" '

অসৎ সঙ্গ না দেয়ার জন্য দুআ

[৩৩৬] আবদুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِلٰهِيْ لَا تَجْعَلْ لِيْ أَهْلَ سُوْءٍ فَأَكُوْنَ رَجُلَ سُوْءٍ

"হে আমার ইলাহ! আমাকে খারাপ ব্যক্তির সঙ্গে রেখো না; অন্যথায় আমারও খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।" '

মধ্যম অবস্থা কামনা

[৩৩৭] উমার ইবনু আবদির রহমান ইবনি দারবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর দুআসমূহের মধ্যে একটি ছিল—

اَللّٰهُمَّ لَا تُفْقِرْنِيْ فَأَنْسَى وَلَا تُغْنِنِيْ فَأَطْغَى

"হে আল্লাহ! আমাকে এতোটা দারিদ্র্যে নিপতিত করো না—যার ফলে আমি [তোমাকে] ভুলে যাবো; আবার এতোটা প্রাচুর্য দিও না—যার ফলে আমি সীমালঙ্ঘন করবো।" '

সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা জালিমের আদেশ বাস্তবায়ন করে না

[৩৩৮] আবদুর রহমান ইবনু বুযারিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ

(আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারের যাবূরে তিনটি কথা রয়েছে—সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা ভুল-সম্পাদনকারীদের পথে চলে না; সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা জালিমের আদেশ বাস্তবায়ন করে না; সুসংবাদ তাঁদের জন্য যাঁরা অলস লোকদের সংশ্রবে থাকে না।'

হাতের উপার্জন পবিত্রতম রিয্ক

[৩৩৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) [আল্লাহ তাআলা-কে] জিজ্ঞাসা করেন,

"إِلٰهِيْ أَيُّ رِزْقٍ أَطْيَبُ হে আমার ইলাহ! পবিত্রতম জীবনোপকরণ কোনটি?"

জবাবে আল্লাহ বলেন, "ثَمَرَةُ يَدِكَ يَا دَاوُوْدُ দাউদ! [পবিত্রতম জীবনোপকরণ হলো] তোমার হাতের উপার্জন।" '

আল্লাহর কথা মানুষের সামনে উল্লেখ করার সময় সর্বদা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা উচিত

[৩৪০] আবূ আব্দিল্লাহ জাদালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

"يَا دَاوُوْدُ أَحِبَّنِيْ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّنِيْ وَحَبِّبْ إِلَيَّ عِبَادِيْ দাউদ! আমাকে ভালোবাসো; যাঁরা আমাকে ভালোবাসে—তাঁদেরকে ভালোবাসো; আর আমার দাসদের নিকট আমাকে প্রিয় করে তোলো।"

দাউদ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "يَا رَبِّ كَيْفَ هٰذَا أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكَ فَكَيْفَ أُحَبِّبُكَ إِلٰى عِبَادِكَ হে আমার রব! এটি কীভাবে? আমি তোমাকে ভালোবাসবো, যাঁরা তোমাকে ভালোবাসে—তাঁদেরকেও ভালোবাসবো, কিন্তু তোমার দাসদের নিকট তোমাকে কীভাবে প্রিয় করে তোলবো?"

আল্লাহ বললেন, "تَذْكُرُنِيْ فَلَا تَذْكُرْ إِلَّا حُسْنًا আমার কথা উল্লেখ করার সময় সর্বদা সুন্দরভাবে উল্লেখ করবে।" '

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারাও আল্লাহর দেওয়া আরেকটি নিয়ামাত

[৩৪১] মাসলামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম)

বলেন,

إِلٰهِيْ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَشْكُرَكَ وَأَنَا لَا أَصِلُ إِلٰى شُكْرِكَ إِلَّا بِنِعْمَتِكَ

"হে আমার ইলাহ! আমি কীভাবে তোমার [অনুগ্রহের জন্য] কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? [কারণ] আমি যে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো—সেটিও তো তোমার অনুগ্রহ!"

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন, "يَا دَاوُوْدُ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِيْ بِكَ مِنَ النِّعَمِ مِنِّيْ দাঊদ! তুমি কি জানো না—তোমার জীবনের সকল অনুগ্রহ আমার দেওয়া?"

তিনি বললেন, "بَلٰى أَيْ رَبِّ অবশ্যই, হে আমার রব!"

আল্লাহ বলেন, "فَإِنِّيْ أَرْضٰى بِذٰلِكَ مِنْكَ شُكْرًا তাহলে তোমার এটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই আমি সন্তুষ্ট।" '

কোনো পাপই আল্লাহর নিকট এতো বিশাল নয় যে তিনি তা ক্ষমা কিংবা উপেক্ষা করতে পারবেন না

[৩৪২] আবুল জাল্দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করেন,

يَا دَاوُوْدُ أَنْذِرْ عِبَادِيَ الصِّدِّيْقِيْنَ فَلَا يُعْجَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ وَلَا يَتَّكِلْنَ عَلٰى أَعْمَالِهِمْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِيْ أَنْصُبُهُ لِلْحِسَابِ وَأُقِيْمُ عَلَيْهِ عَدْلِيْ إِلَّا عَذَّبْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَظْلِمَهُ وَبَشِّرِ الْخَاطِئِيْنَ أَنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُنِيْ ذَنْبٌ أَنْ أَغْفِرَهُ وَأَتَجَاوَزَ عَنْهُ

"দাঊদ! আমার সিদ্দীক [সত্যপন্থী ও স্বভাবজাত ন্যায়নিষ্ঠ] দাসদেরকে সতর্ক করে দাও—তাঁরা যেন নিজেদের ব্যাপারে গৌরববোধ না করে এবং নিজেদের আমলের উপর নির্ভর না করে; [কারণ] আমার দাসদের মধ্যে এমন কেউ নেই—যাকে হিসেবের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ন্যায়বিচার করা হলে আমি শাস্তি দিতে পারবো না; তাকে শাস্তি দিলে আমার পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হবে না। আর সুসংবাদ দাও ভুল-সম্পাদনকারী লোকদেরকে! কোনো পাপই আমার নিকট এতো বিশাল নয় যে আমি তা ক্ষমা কিংবা উপেক্ষা করতে পারবো না।" '

মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া

[৩৪৩] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) এক আহ্বানকারীকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন লোকদেরকে জড়ো হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। তিনি তাই করলেন। লোকজন বেরিয়ে এসে দেখতে পেল—উপদেশ, শিষ্টাচার ও দুআর জন্য একটি সমাবেশের আয়োজন চলছে। দাউদ (আলাইহিস সালাম) সভাস্থলে গিয়ে বললেন, "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।" একথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। পেছনের সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটি কী হলো?' তারা বললো—'আল্লাহ'র নবি (আলাইহিস সালাম) একটিমাত্র দুআ করে চলে গিয়েছেন! সুবহানাল্লাহ [আল্লাহ পবিত্র]! আমরা তো আশা করেছিলাম, আজকের দিনটি হবে ইবাদত, দুআ, উপদেশ ও শিষ্টাচার শিক্ষার দিন; অথচ তিনি মাত্র একটি দুআ করেছেন!' অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন—

أَبْلِغْ عَنِّيْ قَوْمَكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ اِسْتَقَلُّوْا دُعَاءَكَ إِنِّيْ مَنْ أَغْفِرُ لَهُ أُصْلِحُ لَهُ أَمْرَ آخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ

"তোমার দুআটি তোমার জাতির লোকদের নিকট অল্প মনে হয়েছে। তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দাও—আমি যাকে ক্ষমা করি, তার ইহকাল ও পরকালের বিষয়াদি ঠিক করে দিই।" '

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা হলো আল্লাহ তাআলার ভয়

[৩৪৪] খালিদ ইবনু সাবিত রুব্‌ঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর যাবূরের শুরুতে এ কথাটি রয়েছে—সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা হলো আল্লাহ তাআলা'র ভয়।'

জুলুম করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে

[৩৪৫] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি পাঠিয়ে বলেন,

قُلْ لِّلظَّلَمَةِ لَا يَذْكُرُوْنِيْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِيْ وَإِنَّ ذِكْرِيْ إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنَهُمْ

সূচীপত্র

"জালিমদেরকে বলে দাও—তারা যেন [জুলুম করার সময়] আমাকে স্মরণ না করে; কারণ যে আমাকে স্মরণ করে তাকে স্মরণ করা আমার দায়িত্ব; আর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্মরণ করার মানেই হলো তাদেরকে অভিসম্পাত দেওয়া।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৬২]

মাসজিদে অবস্থান

[৩৪৬] আবুস সালিক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) মাসজিদে ঢুকে দেখতেন—বানী ইসরাঈলের সবচেয়ে সাধারণ লোকেরা কোথায় বসেছে। তাদের সাথে বসে তিনি বলতেন,

"مِسْكِيْنٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَسَاكِيْنَ মিসকীনদের মাঝে আরেক মিসকীন [বসেছে]।" '

আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন

[৩৪৭] আইয়ুব ফিলিস্তীনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সুরের যন্ত্রসমূহে লিখা ছিল—"تَدْرِيْ لِمَنْ أَغْفِرُ مِنْ عِبَادِيْ তুমি কি জানো—আমার কোন কোন দাসকে আমি ক্ষমা করে দিবো?"

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "لِمَنْ يَا رَبِّ হে আমার রব! কাকে?" আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِيْ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا اِرْتَعَدَتْ لِذٰلِكَ مَفَاصِلُهُ ذَاكَ الَّذِيْ آمُرُ مَلَائِكَتِيْ أَنْ لَا تَكْتُبَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الذَّنْبَ

"ওই ব্যক্তিকে [আমি ক্ষমা করে দিবো]—পাপকাজ করার পর যার হাড়ের গ্রন্থিসমূহ [আমার ভয়ে] প্রকম্পিত হয়; ওই ব্যক্তির জন্য আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিই—তার আমলনামায় ওই পাপটি লিখবে না।"

জীবিকা

[৩৪৮] হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) মিম্বরে বসে তালপাতা দিয়ে বড় বড় ঝুড়ি বানাতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৭৪]

হালাল উপার্জনকারী এক ব্যক্তি

[৩৪৯] তা'মা জাফারি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ্ তাআলা'র নিকট নিবেদন পেশ করেন যে তিনি দেখতে চান, দুনিয়াতে তাঁর মত আর কে আছে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন,

اِئْتِ قَرْيَةَ كَذَا فَانْظُرِ الَّذِيْ يَعْمَلُ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ قَرِيْنُكَ

"অমুক গ্রামে এসে ওই ব্যক্তিকে দেখো—যে এই এই কাজ করে; সে-ই তোমার সহচর।" তিনি ওই গ্রামে এসে উক্ত লোকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। তাঁকে এমন একজন লোক দেখিয়ে দেওয়া হলো—যিনি বনে-জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আঁটি বাঁধেন, তারপর বাজারে গিয়ে বলেন, 'পবিত্র জিনিস দিয়ে কে পবিত্র জিনিস কিনবে? আমি নিজের হাতে এগুলো কেটেছি এবং নিজের পিঠে বহন করে নিয়ে এসেছি।' '

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু

[৩৫০] আবদুর রহমান ইবনু ইব্যি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাউদ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু মানুষ; আর রাগ নিয়ন্ত্রণে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম।'

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কয়েকটি ভালো কাজ

[৩৫১] সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

"رَبِّ كَيْفَ أَسْعٰى لَكَ فِيْ الْأَرْضِ بِالنَّصِيْحَةِ হে আমার রব! পৃথিবীতে তোমার উদ্দেশ্যে আমি কীভাবে ভালো কাজ করতে পারি?"

আল্লাহ বললেন, "تُكْثِرُ ذِكْرِيْ وَتُحِبُّ مَنْ أَحَبَّنِيْ مِنْ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ وَتَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا تَحْكُمُ لِنَفْسِكَ وَتَجْتَنِبُ فِرَاشَ الْغَيْبَةِ আমাকে বেশি বেশি স্মরণ করবে; যে আমাকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসবে—হোক সে সাদা কিংবা কালো; মানুষের জন্য সেভাবে ফায়সালা করবে, যেভাবে তুমি নিজের জন্য করে থাকো; আর পরকীয়া এড়িয়ে চলবে।" '

সাহাবিদের সেবা

[৩৫২] সাঈদ ইবনু আবী হিলাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি দাঊদ (আলাইহিস সালাম) [এমন ছদ্মবেশে] তাঁর সাহাবিদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন যে তাদের মনে হতো ইনিও একজন রোগী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে [নুবুওয়াতের মাধ্যমে] যেটুকু স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন সেটুকু ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না।'

যেসব লোকের সাহচর্য কাম্য

[৩৫৩] কাইস ইবনু আব্বাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এভাবে দুআ করতেন,

يَا مَارَّاهْ يَا رَبَّاهْ أَسْأَلُكَ جَلِيْسًا إِذَا ذَكَرْتُكَ أَعَانَنِيْ وَإِذَا نَسِيْتُكَ ذَكَّرَنِيْ يَا مَارَّاهْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَلِيْسٍ إِذَا ذَكَرْتُكَ لَمْ يُعِنِّيْ وَإِذَا نَسِيْتُكَ لَمْ يُذَكِّرْنِيْ يَا مَارَّاهْ إِذَا مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يَذْكُرُوْنَكَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُجَاوِزَهُمْ فَاكْسِرْ رِجْلِيَ الَّتِيْ تَلِيْهِمْ حَتَّى أَجْلِسَ فَأَذْكُرَكَ مَعَهُمْ

"হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন সঙ্গী চাই—আমি তোমাকে স্মরণ করলে যে আমাকে সাহায্য করবে, আর তোমাকে ভুলে গেলে যে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন সঙ্গীর ব্যাপারে আশ্রয় চাই—আমি তোমাকে স্মরণ করলে যে আমাকে সাহায্য করবে না, আর তোমাকে ভুলে গেলে যে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে না। হে আমার রব! তোমাকে স্মরণ করছে—এমন জনগোষ্ঠীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার মনে যদি তাঁদেরকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার বাসনা জাগে, তাহলে আমার পা ভেঙে দিও, যাতে তাঁদের সাথে বসে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি।" '

রোগমুক্ত দেহ ও নজরকাড়া সৌন্দর্য বিপজ্জনক

[৩৫৪] আবূ সাঈদ মুআদ্দাব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'নবি দাঊদ (আলাইহিস সালাম) দুআ করেছেন,

"হে আল্লাহ! আমাকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত রেখো না, নজর-কাড়া সৌন্দর্য দিও না; অন্যথায় [আমার আশঙ্কা] আমি আমার জীবনকে বেপরোয়া করে তোলবো এবং তোমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবো।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৫৬]

তাসবীহ

[৩৫৫] আবূ ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) সালাত দীর্ঘায়িত করতেন এবং রুকূ শেষে মাথা তুলে বলতেন,

إِلَيْكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ يَا عَامِرَ السَّمَاءِ تَنْظُرُ الْعَبِيْدُ إِلَى أَرْبَابِهَا يَا سَاكِنَ السَّمَاءِ

"হে আকাশের অধিপতি! তোমার দিকে মাথা উত্তোলন করলাম। হে আকাশে অবস্থানকারী! দাসেরা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে আছে।" '

মধ্যম অবস্থা

[৩৫৬] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَا مَرَضًا يُضْنِيْنِيْ وَلَا صِحَّةً تُنْسِيْنِيْ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ

"হে আল্লাহ! এমন রোগ দিও না যা আমার শক্তি নিঃশেষ করে দিবে; আবার এমন সুস্থতা দিও না যার ফলে আমি তোমাকে ভুলে যাবো। এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থা আমাকে দাও।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৫৪]

প্রত্যেক জালিমের গৃহে আল্লাহর অভিসম্পাত

[৩৫৭] আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনি রবী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) দেখতে পেলেন—আকাশ থেকে একটি আগুনের কাঁচি পৃথিবীর দিকে আসছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "يَا رَبِّ مَا هٰذَا হে আমার রব! এটি কী?"

আল্লাহ বললেন, "هٰذَا لَعْنَتِيْ أُدْخِلُهَا بَيْتَ كُلِّ ظَلَّامٍ এটি আমার অভিসম্পাত; প্রত্যেক জালিমের গৃহে আমি তা প্রবেশ করাবো।" '

দুনিয়াপ্রীতি দুর্বল লোকের কাজ

[৩৫৮] আবূ বাকর ইবনু আউন মাদীনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন—আমি আমার কতিপয় সঙ্গীকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এ মর্মে ওহি প্রেরণ করেছেন,

إِنَّمَا أَنْزَلْتُ الشَّهَوَاتِ فِيْ الْأَرْضِ عَلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ عِبَادِيْ مَا لِلْأَبْطَالِ وَلَهَا

আমি তো আমার দুর্বল বান্দাদের জন্য দুনিয়াপ্রীতি নাযিল করেছি; বীরদের সাথে দুনিয়াপ্রীতির কী সম্পর্ক?" '

ইবাদাতের সময়সীমা

[৩৫৯] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দিবা-রাত্রির সময়কে দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর পরিবারের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন; ফলে রাতের বেলা কখনো এমন সময় অতিক্রান্ত হয়নি—যখন তাঁর পরিবারের কেউ না কেউ সালাতে দণ্ডায়মান থাকেনি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—

"إِعْمَلُوْا آلَ دَاوُوْدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞ হও; আমার দাসদের অল্প অংশই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা ৩৪:১৩)।'

মুসিবতের নেপথ্যকারণ

[৩৬০] আবদুল আযীয ইবনু সুহাইব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর একটি দুআ ছিল এ রকম—

سُبْحَانَ اللهِ مُسْتَخْرِجَ الشُّكْرِ بِالْعَطَاءِ وَمُسْتَخْرِجَ الدُّعَاءِ بِالْبَلَاءِ

"আমি আল্লাহ'র পবিত্রতা ঘোষণা করছি—যিনি দান করে [বান্দার নিকট থেকে] কৃতজ্ঞতা আদায় করান এবং বিপদ-মুসিবত দিয়ে প্রার্থনা আদায় করান।" '

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়

[৩৬১] আওযায়ি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

"يَا دَاوُوْدُ أَلَا أُعَلِّمُكَ عَمَلَيْنِ إِذَا عَمِلْتَ بِهِمَا أَلَّفْتُ بِهِمَا وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْكَ وَبَلَغْتَ بِهِمَا رِضَايَ

"দাঊদ! আমি কি তোমাকে এমন দুটি কাজ শেখাবো না—যা করার বিনিময়ে আমি লোকদের চেহারা তোমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিবো, আর তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভ করবে?" '

তিনি বললেন, "بَلَىٰ يَا رَبِّ অবশ্যই, হে আমার রব!"আল্লাহ তাআলা বললেন, "أَحْتَجِرْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بِالْوَرَعِ وَخَالِطِ النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ আল্লাহ-ভীতির মাধ্যমে তোমার ও আমার মধ্যকার বিষয়াবলিকে মজবুত করে তোলো, আর মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তাদের সাথে মেলামেশা করো।"

জালিমরা যেন মাসজিদে না বসে

[৩৬২] মুহাম্মদ ইবনু জাহ্‌হাদা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

"إِنَّهَ الظَّالِمِيْنَ عَنْ ذِكْرِيْ وَعَنْ قُعُوْدٍ فِيْ مَسَاجِدِيْ فَإِنِّيْ جَعَلْتُ نَفْسِيْ أَنَّ مَنْ ذَكَرَنِيْ ذَكَرْتُهُ وَأَنَّ الظَّالِمَ إِذَا ذَكَرَنِيْ لَعَنْتُهُ

" জালিমদেরকে আমার স্মরণ ও আমার মাসজিদসমূহে বসা থেকে বারণ করো; কারণ আমি আমার নিজের জন্য নীতি ঠিক করেছি—যে আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে স্মরণ করবো; আর জালিম যখন [জুলুম থেকে বিরত না হয়ে] আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে অভিসম্পাত দিবো।" ' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪৫]

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

তিনটি বিষয়ের চেয়ে অধিক উত্তম আর কিছুই নেই

[৩৬৩] ইবনু আবী নাজীহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

أُوْتِيْنَا مَا أُوْتِيَ النَّاسُ وَمَا لَمْ يُؤْتَوْا وَعُلِّمْنَا مَا عُلِّمَ النَّاسُ وَمَا لَمْ يُعَلَّمُوْا فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ اَلْحِلْمُ فِيْ الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدُ فِيْ الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَخَشْيَةُ اللهِ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ

"মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে, আর যা দেওয়া হয়নি—তা সবই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে যা শেখানো হয়েছে, আর যা শেখানো হয়নি—তা সবই আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। অতঃপর আমরা এ তিনটি বিষয়ের চেয়ে অধিক উত্তম আর কিছুই পাইনি—ক্রোধ ও সন্তোষ উভয়াবস্থায় ধৈর্যধারণ; দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয় ক্ষেত্রে মিতব্যয়; এবং গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ'র ভয়।" '

বেঁচে থাকার জন্য স্বল্পতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট

[৩৬৪] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

جَرَّبْنَا الْعَيْشَ لَيِّنَهُ وَشَدِيْدَهُ فَوَجَدْنَاهُ يَكْفِيْ مِنْهُ أَدْنَاهُ

"জীবনের কোমলতা ও রুক্ষতা—উভয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের। অভিজ্ঞতার সারকথা হলো—বেঁচে থাকার জন্য স্বল্পতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট।" '

তাসবীহের গুরুত্ব

[৩৬৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর এক হাজার গৃহ ছিল; সর্বোৎকৃষ্ট গৃহটি ছিল কাচের তৈরি, আর একেবারে সাদামাটা ঘরটি ছিল লোহার তৈরি। [একদিন] তিনি বাতাসে চড়ে এক চাষির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চাষি তাঁকে দেখে [ঈর্ষার সুরে] বললো, 'দাঊদ পরিবারকে বিশাল রাজত্ব দেওয়া হয়েছে!' বাতাস তার কথা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর কানে পৌঁছে দেয়। তিনি সেখান থেকে নেমে চাষির কাছে এসে বললেন,

إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكَ وَإِنَّمَا مَشَيْتُ إِلَيْكَ لِئَلَّا تَتَمَنَّى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لَتَسْبِيْحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِمَّا أُوْتِيَ آلُ دَاوُوْدَ

"আমি তোমার কথা শুনে পায়ে হেঁটে তোমার কাছে আসলাম, যাতে তুমি এমন কিছু কামনা না করো—যা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তোমার নেই। আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন এমন একটি তাসবীহ [প্রশংসা-বাণী] সেসবের চেয়ে অধিক উত্তম—যা দাঊদ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে!" চাষি বললো, 'আল্লাহ আপনার উদ্বেগ দূর করে দিন, যেভাবে আপনি আমার উদ্বেগ দূর করে দিয়েছেন!' " '

কয়েকটি উপদেশ

[৩৬৬] ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে [উপদেশ দিতে গিয়ে] বলেছেন,

يَا بُنَيَّ لَا تُكْثِرِ الْغَيْرَةَ عَلَى أَهْلِكَ فَتُرْمٰى بِالسُّوْءِ مِنْ أَجْلِكَ وَإِنْ كَانَتْ بَرِيْئَةً يَا بُنَيَّ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ ضِعْفًا وَمِنْهُ وَقَارُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا بُنَيَّ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُغِيْظَ عَدُوَّكَ فَلَا تَرْفَعِ الْعَصَا عَنْ إِبْنِكَ يَا بُنَيَّ كَمَا يَدْخُلُ الْوَتَدُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ وَكَمَا تَدْخُلُ الْحَيَّةُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ فَكَذٰلِكَ تَدْخُلُ الْخَطِيْئَةُ بَيْنَ الْبَيِّعَيْنِ

"ছেলে আমার! তোমার পরিবারের লোকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত নজরদারি করবে না, অন্যথায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তোমার [মাত্রাতিরিক্ত নজরদারির] কারণে তারা অপবাদের শিকার হতে পারে। ছেলে আমার!

লজ্জাশীলতার মধ্যে বহু উপকার রয়েছে; তন্মধ্যে একটি হলো—আল্লাহ তাআলা'র নিকট সম্মান লাভ। ছেলে আমার! তোমার শত্রুকে ক্রোধান্বিত রাখতে চাইলে, তোমার ছেলের উপর থেকে [শাসনের] লাঠি সরাবে না। ছেলে আমার! দুটি পাথরের মাঝে যেভাবে পেরেক ঢুকে যায়, এবং দুটি পাথরের মাঝে যেভাবে সাপ ঢুকে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানে পাপ ঢুকে পড়ে।" '

ব্যবসায়ীদের নাজাত

[৩৬৭] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নবি সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

عَجَبًا لِتَاجِرٍ كَيْفَ يَخْلُصُ يَحْلِفُ بِالنَّهَارِ وَيَنَامُ بِاللَّيْلِ

"ব্যবসায়ী কী আজব ব্যক্তি! [কিয়ামতের দিন] সে মুক্তি পাবে কীভাবে? সে তো দিনের বেলা [গ্রাহকের সামনে] কসম খায়, আর রাতটুকু ঘুমে কাটায়!" '

নারীর ফিতনা

[৩৬৮] মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে [উপদেশ দিতে গিয়ে] বলেছেন,

إِمْشِ وَرَاءَ الْأَسَدِ وَالأَسْوَدِ وَلَا تَمْشِ وَرَاءَ إِمْرَأَةٍ

"সিংহ ও কালো সাপের পিছু নিও; কিন্তু নারীর পিছু নিও না।" '

দুনিয়া থেকে সবচেয়ে নিকটে হলো আখিরাত

[৩৬৯] বাকর ইবনু আবদিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'দাঊদ (আলাইহিস সালাম) সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করেন,

أَيُّ شَيْءٍ أَبْرَدُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَحْلَى وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْرَبُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَبْعَدُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَقَلُّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ وَأَيُّ شَيْءٍ آنَسُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَوْحَشُ

"কোন্ বস্তু সবচেয়ে শীতল? কোন বস্তু সবচেয়ে মিষ্টি? কোন বস্তু সবচেয়ে নিকটে? কোন বস্তু সবচেয়ে দূরে? কোন বস্তু পরিমাণে সবচেয়ে কম?

কোন বস্তু পরিমাণে সবচেয়ে বেশি? কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি প্রিয়? আর কোন বস্তু সবচেয়ে রুক্ষ?” জবাবে তিনি বলেন,

أَحْلَى شَيْءٍ رُوْحُ اللهِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَبْرَدُ شَيْءٍ عَفْوُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ عِبَادِهِ وَعَفْوُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَآنَسُ شَيْءٍ اَلرُّوْحُ تَكُوْنُ فِيْ الْجَسَدِ وَأَوْحَشُ شَيْءٍ اَلْجَسَدُ تُنْزَعُ مِنْهُ الرُّوْحُ وَأَقَلُّ شَيْءٍ اَلْيَقِيْنُ وَأَكْثَرُ شَيْءٍ الشَّكُّ وَأَقْرَبُ شَيْءٍ اَلْآخِرَةُ مِنَ الدُّنْيَا وَأَبْعَدُ شَيْءٍ اَلدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

“সবচেয়ে মিষ্টি হলো বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ’র রূহ। সবচেয়ে শীতল হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মানুষকে ক্ষমা করা ও মানুষের একে অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া। সবচেয়ে প্রিয় হলো দেহের মধ্যে রূহ; আর সবচেয়ে রুক্ষ হলো দেহ থেকে রূহ টেনে-হিঁচড়ে বের করে নেওয়া। পরিমাণে সবচেয়ে কম হলো দৃঢ় বিশ্বাস, আর পরিমাণে সবচেয়ে বেশি হলো সংশয়। দুনিয়া থেকে সবচেয়ে নিকটে হলো আখিরাত, আর সবচেয়ে দূরে হলো আখিরাত থেকে দুনিয়া।” ’

আল্লাহর ভয় সবকিছুকে পরাজিত করে

[৩৭০] ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে [উপদেশ দিতে গিয়ে] বলেছেন,

“يَا بُنَيَّ إِنَّ مِنْ سَيِّءِ الْعَيْشِ اَلنُّقْلَةُ ছেলে আমার! জীবনের একটি খারাপ দিক হলো—এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া।”

তারপর তিনি বলেন, “عَلَيْكَ بِخَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا غَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ আল্লাহ তাআলা-কে ভয় করে চলো; কারণ আল্লাহ’র ভয় সবকিছুকে পরাজিত করে।” ’

যার মৃত্যু যেখানে নির্ধারিত তাকে সেখানে যেতেই হবে

[৩৭১] সাহর ইবনু হাওশাব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মৃত্যুর ফেরেশতা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর কক্ষে ঢুকে বৈঠকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বেরিয়ে যাওয়ার পর লোকটি [সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে] জিজ্ঞাসা করে, ‘ইনি কে?’

তিনি বললেন, "هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ইনি মৃত্যুর ফেরেশতা (আলাইহিস সালাম)।" সে বললো, 'আমি দেখলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন আমাকেই চাচ্ছেন।'

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "فَمَا تُرِيْدُ তাহলে তুমি কী [করতে] চাচ্ছো?" সে বললো, 'আমি চাই—বাতাস আমাকে নিয়ে ভারতবর্ষে দিয়ে আসুক।' তিনি বাতাসকে ডাকলেন। অতঃপর বাতাস তাকে ভারতবর্ষে দিয়ে আসে।

তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "إِنَّكَ كُنْتَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِيْ আমার বৈঠকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে আপনি দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন?"

ফেরেশতা বললেন, "كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوْحَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ তাকে দেখে আমি বিস্ময়ের ঘোরে ছিলাম; আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষে তার মৃত্যু ঘটানোর জন্য, অথচ সে আপনার এখানে বসে আছে!" '

যে তথ্যের ভিত্তিতে মৃত্যুর ফেরেশতা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে আসেন

[৩৭২] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মৃত্যুর ফেরেশতা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসলেন। তিনি ছিলেন তাঁর বন্ধু। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন,

مَا لَكَ تَأْتِيْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَقْبِضُهُمْ جَمِيْعًا وَتَدَعُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى جَنْبِهِمْ لَا تَقْبِضُ مِنْهُمْ أَحَدًا

"আপনার অবস্থা এমন কেন? কখনো কখনো এসে এক ঘরের সবাইকে নিয়ে যান; অন্য ঘরের লোকদেরকে রেখে যান—তাদের একজনকেও নেন না!" তিনি বললেন,

مَا أَنَا بِأَعْلَمَ بِمَا أَقْبِضُ مِنْكَ إِنَّمَا أَكُوْنُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُلْقَى إِلَيَّ صِكَاكٌ فِيْهَا أَسْمَاءٌ

"আমি যাদের মৃত্যু ঘটাই তাদের সম্পর্কে আপনি যেটুকু জানেন, আমি

তার থেকে বেশি কিছু জানি না। আমি থাকি আরশের নিচে; আমার নিকট কিছু পাতা ফেলা হয়—যেখানে কিছু নাম লেখা থাকে।" '

আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দেওয়া

[৩৭৩] ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সুলাইমান ইবনু দাঊদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে [উপদেশ দিতে গিয়ে] বলেছেন,

أَيْ بُنَيَّ مَا أَقْبَحَ الْخَطِيئَةَ مَعَ الْمَسْكَنَةِ وَأَقْبَحَ الضَّلَالَةَ مَعَ الْهُدٰى وَأَقْبَحَ كَذَا وَكَذَا وَأَقْبَحُ مِنْ ذٰلِكَ رَجُلٌ كَانَ عَابِدًا فَتَرَكَ عِبَادَةَ رَبِّهِ

"ছেলে আমার! দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে পাপে লিপ্ত হওয়া কতো নিকৃষ্ট কাজ! কতো নিকৃষ্ট—হিদায়াত পাওয়া সত্ত্বেও গোমরাহিতে লিপ্ত হওয়া! অমুক অমুক কাজ কতো নিকৃষ্ট! কিন্তু তার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি—যে একসময় তার রবের দাসত্ব করতো, কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে!" '

জীবিকা

[৩৭৪] ইবনু আতা (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতে তালপাতার কাজ করতেন; খেজুর গুঁড়া করে যবের রুটির সাথে খেতেন এবং বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে খাওয়াতেন।' [তুলনীয়: হাদীস নং ৩৪৮]

মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো তরবারির ধারের ন্যায় বিপজ্জনক

[৩৭৫] ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে [উপদেশ দিতে গিয়ে] বলেছেন,

"يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالنَّمِيمَةَ فَإِنَّهَا كَحَدِّ السَّيْفِ ছেলে আমার! মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর ব্যাপারে সাবধান! কারণ তা তরবারির ধারের ন্যায় [বিপজ্জনক]"

পিঁপড়ার দুআর বদৌলতে মানুষ বৃষ্টি পেলো

[৩৭৬] আবুস সিদ্দীক নাজি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'[আল্লাহ'র নিকট] বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) লোকদেরকে নিয়ে বের হন। পথ চলতে গিয়ে দেখলেন—একটি পিঁপড়া চিত হয়ে শুয়ে পাগুলো আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ رِزْقِكَ فَإِمَّا أَنْ تُسْقِيَنَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكَنَا

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার সৃষ্টির অংশ। আমরা সবসময় তোমার দেওয়া জীবনোপকরণের উপর নির্ভরশীল। হয় তুমি আমাদেরকে পানি দাও, নতুবা ধ্বংস করে দাও।"

পিঁপড়ার কথা শুনে সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) লোকদেরকে বললেন, "إِرْجِعُوْا فَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ ফিরে যাও! অন্যের দুআর বদৌলতে তোমাদের পানির বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে!" '

আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় কামনা

[৩৭৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ إِثْنَتَيْنِ وَنَحْنُ نَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ الثَّالِثَةُ فَسَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَنَحْنُ نَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ'র নিকট তিনটি বিষয় চেয়েছিলেন; আল্লাহ তাঁকে দুটি দিয়েছেন, আমাদের মনে হয় তাঁকে তৃতীয়টিও দেওয়া হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন—এমন শাসন যা [ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে] আল্লাহ'র শাসনের অনুরূপ, আল্লাহ তাঁকে এটি দিয়েছেন; এমন রাজত্ব যা তাঁর পর আর কেউ লাভ করবে না, আল্লাহ তাঁকে এটিও দিয়েছেন; তিনি আল্লাহ'র নিকট চেয়েছিলেন—যে

ব্যক্তি নিছক এই মাসজিদে [অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসে] সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবে, সে যেন ওই দিনের ন্যায় পাপমুক্ত হয়ে যায়, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল; আমাদের মনে হয়, আল্লাহ তাঁকে এটিও দিয়েছেন।" ' [তুলনীয়: ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৪০৮]

ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও দুনিয়া

নবিদের পথের বৈশিষ্ট্য

[৩৭৮] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাওয়ারিদের গ্রন্থসমূহে আছে—

إِذَا سَلَكَ بِكَ سَبِيْلُ أَهْلِ الْبَلَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ سَلَكَ بِكَ سَبِيْلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَإِذَا سَلَكَ بِكَ سَبِيْلُ أَهْلِ الرَّخَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ سَلَكَ بِكَ سَبِيْلٌ غَيْرُ سَبِيْلِهِمْ وَخَلَّفَ بِكَ عَنْ طَرِيْقِهِمْ

"বিপদ-মুসিবতের পথ যদি তোমাকে নিয়ে চলে, তাহলে বুঝবে নবি ও সৎ লোকদের রাস্তা তোমাকে নিয়ে চলেছে; আর যদি আয়েশি রাস্তা তোমাকে নিয়ে চলে, তাহলে বুঝবে নবি ও সৎ লোকদের রাস্তা বাদে অন্য রাস্তা তোমাকে নিয়ে চলেছে এবং তোমাকে তাঁদের রাস্তা থেকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।" '

যাঁদের সাথে ওঠাবসা করা উচিত

[৩৭৯] জাফার আবূ গালিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর একটি উপদেশ হলো—

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ تَحَبَّبُوْا إِلَى اللهِ بِبُغْضِ أَهْلِ الْمَعَاصِيْ وَتَقَرَّبُوْا إِلَيْهِ بِالْمَقْتِ لَهُمْ وَالْتَمِسُوْا رِضَاهُ بِسَخَطِهِمْ

"পাপিষ্ঠরা ক্রোধান্বিত হলেও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ'র নিকট প্রিয় করে তোলো; তাদের ঘৃণা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ'র নিকটবর্তী হও; এবং

তাদের অসন্তোষের মাঝে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি খোঁজো।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! তাহলে আমরা কার সাথে ওঠা-বসা করবো।' জবাবে তিনি বললেন,

جَالِسُوْا مَنْ يَزِيْدُ فِيْ أَعْمَالِكُمْ وَمَنْ تُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ وَيُزَهِّدُكُمْ فِيْ دُنْيَاكُمْ عَمَلُهُ

"[তাঁর সাথে ওঠা-বসা করো] যাঁর প্রভাবে তোমাদের আমলের পরিধি সম্প্রসারিত হবে; যাঁকে দেখলে তোমাদের আল্লাহ-কে স্মরণ হবে; এবং যাঁর কর্মকাণ্ড দেখলে দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মোহ কাটবে।" '

অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে উপদেশ দাও

[৩৮০] মালিক ইবনু দীনার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

يَا عِيْسٰى عِظْ نَفْسَكَ فَإِنِ اتَّعَظْتَ فَعِظِ النَّاسَ وَإِلَّا فَاسْتَحْيِ مِنِّيْ

"ঈসা! তোমার নিজেকে উপদেশ দাও। নিজে উপদেশ গ্রহণ করে থাকলে, মানুষকে উপদেশ দাও; অন্যথায় আমার প্রতি লজ্জাশীল হও।" '

কবরের নিঃসঙ্গতা

[৩৮১] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর কতিপয় সাহাবি একটি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লাশ কবরে নামানো হলে সাহাবিগণ কবরের অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা ও সঙ্কীর্ণতা নিয়ে কথা বললেন। তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

قَدْ كُنْتُمْ فِيْمَا هُوَ أَضْيَقُ مِنْهُ فِيْ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِكُمْ فَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُوَسِّعَ وَسَّعَ

"তোমরা মায়ের পেটে এর চেয়েও সঙ্কীর্ণ জায়গায় ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন [তোমাদের থাকার জায়গা] সম্প্রসারণ করতে চাইলেন, সম্প্রসারণ করে দিলেন।" '

একটি দুআ

[৩৮২] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মাসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمْدِهِ وَتَقْدِيْسِهِ وَأَطِيْعُوْهُ فَإِنَّمَا يَكْفِيْ أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ إِذَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَاضِيًا عَنْهُ أَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ مَعِيْشَتِيْ وَعَافِنِيْ مِنَ الْمَكَارِهِ يَا إِلٰهِيْ

"আল্লাহ তাআলা-কে বেশি বেশি স্মরণ করো; বেশি করে তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো; তাঁর আনুগত্য করো; কারণ আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার উপর সন্তুষ্ট হলে, তার জন্য এটুকু দুআ-ই যথেষ্ট—'হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও; জীবনকে পরিশুদ্ধ করে দাও এবং দুর্দশা ও বিপর্যয় থেকে আমাকে মুক্তি দাও! হে আমার ইলাহ।" '

সুসংবাদ তাঁর জন্য যে জিহ্বাকে সংযত রাখে

[৩৮৩] সালিম ইবনু আবিল জা'দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

طُوْبٰى لِمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكٰى مِنْ ذِكْرِ خَطِيْئَتِهِ

"সুসংবাদ তাঁর জন্য—যে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখে, যে তার ঘর নিয়েই সন্তুষ্ট, এবং যে নিজের পাপ স্মরণ করে কাঁদে।" '

মুমিন বান্দার সন্তানদের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর

[৩৮৪] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

طُوْبٰى لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ كَيْفَ يَحْفَظُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهُ مِنْ بَعْدِهِ

"সুসংবাদ বিশ্বাসী বান্দার জন্য! তাঁর জন্য আবারো সুসংবাদ! তার [মৃত্যুর] পর আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাঁর সন্তানকে হেফাজত করবেন!" '

ডান হাতে দান করলে বাম হাত যেন জানতে না পারে

[৩৮৬] হিলাল ইবনু ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فَلْيُخْفِهَا عَنْ شِمَالِهِ وَإِذَ صَلَّى فَلْيُدْنِ عَلَيْهِ سِتْرَ بَابِهِ فَإِنَّ اللهَ يَقْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرِّزْقَ

"তোমাদের কেউ ডান হাতে দান করলে সে যেন তা বাম হাত থেকে গোপন রাখে, আর সালাতের সময় সে যেন তার দরজার পর্দা টেনে নেয়; কারণ আল্লাহ প্রশংসাও সেভাবে বণ্টন করেন, যেভাবে তিনি জীবনোপকরণ বণ্টন করে থাকেন।" '

পরকালের প্রাধান্য

[৩৮৭] আবূ সুমামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাহাবিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা'র প্রতি একনিষ্ঠ?' তিনি বললেন,

"اَلَّذِيْ يَعْمَلُ لِلّٰـهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ যে আল্লাহ তাআলা'র জন্য কাজ করে; উক্ত কাজের জন্য মানুষ তার প্রশংসা করুক—সে তা পছন্দ করে না।" তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ'র প্রতি আন্তরিক কোন ব্যক্তি?' তিনি বললেন,

اَلَّذِيْ يَبْدَأُ بِحَقِّ اللهِ فَيُؤْثِرُ حَقَّ اللهِ عَلَى حَقِّ النَّاسِ وَإِذَا عُرِضَ لَهُ أَمْرَانِ أَمْرُ دُنْيَا وَأَمْرُ آخِرَةٍ يَبْدَأُ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَيَتَفَرَّغُ لِأَمْرِ الدُّنْيَا بَعْدُ

"যে প্রথমে আল্লাহ'র অধিকার আদায় করে; মানুষের অধিকারের উপর আল্লাহ'র অধিকারকে প্রাধান্য দেয়; তাঁর সামনে দুটি বিষয়—একটি দুনিয়ার, অপরটি পরকাল সংক্রান্ত—এলে সে পরকাল সংক্রান্ত বিষয়টি প্রথমে সমাধা করে, তারপর দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য সময় বের করে।" '

দুনিয়া বিরাগ

[৩৮৮] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু

মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে বলা হলো—'হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনার প্রয়োজনের সময় আরোহণ করার জন্য একটি গাধা নিন!' তিনি বললেন,

أَنَا أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَّجْعَلَ لِيْ شَيْئًا يُشْغِلُنِيْ بِهِ

"আল্লাহ আমাকে একটি বস্তু দিয়ে ব্যস্ত রাখবেন—ওই বস্তুর তুলনায় আল্লাহ'র নিকট আমার মর্যাদা আরো বেশি।" '

আমাদের কর্মকাণ্ডের স্ববিরোধিতা

[৩৮৯] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন,

"بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ مَا الدُّنْيَا تُرِيْدُوْنَ وَلَا الْآخِرَةَ আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি—তোমরা দুনিয়াও চাও না, পরকালও চাও না!" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসূল! এ বিষয়টি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন। আমরা তো দেখি—আমরা দুটির যে-কোনো একটি চাই।' তিনি বললেন,

لَوْ أَرَدْتُّمُ الدُّنْيَا لَأَطَعْتُمْ رَبَّ الدُّنْيَا الَّذِيْ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهَا بِيَدِهِ فَأَعْطَاكُمْ وَلَوْ أَرَدْتُّمُ الْآخِرَةَ أَطَعْتُمْ رَبَّ الْآخِرَةِ الَّذِيْ يَمْلِكُهَا فَأَعْطَاكُمُوْهَا وَلٰكِنْ لَا هٰذِهِ تُرِيْدُوْنَ وَلَا تِلْكَ

"তোমরা দুনিয়া চাইলে দুনিয়ার অধিপতির আনুগত্য করতে—যাঁর হাতে দুনিয়ার যাবতীয় ভান্ডারের চাবি, তাহলে তিনি তোমাদেরকে [দুনিয়ার প্রাচুর্য] দিতেন; আর পরকাল চাইলে পরকালের অধিপতির কথামতো চলতে—যিনি পরকালের মালিক, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা দিতেন। কিন্তু তোমরা এটিও চাও না, ওইটিও চাওনা!" '

নিজের পাপের দিকে তাকাও

[৩৯০] আবুল জাল্‌দ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

لَا تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَقْسُوْ قُلُوْبُكُمْ وَإِنَّ الْقَاسِيَ قَلْبُهُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلٰى ذُنُوْبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ

সূচীপত্র

أَرْبَابٌ وَلٰكِنَّكُمْ أُنْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيْدٌ وَالنَّاسُ رَجُلَانِ مُعَافًى وَمُبْتَلًى فَارْحَمُوْا أَهْلَ الْبَلَاءِ فِيْ بَلِيَّتِهِمْ وَاحْمَدُوْا اللهَ عَلَى الْعَافِيَةِ

"আল্লাহ তাআলা'র স্মরণ বাদ দিয়ে বেশি কথা বলবে না, নতুবা তোমাদের অন্তর রুক্ষ হয়ে যাবে; আর পাষাণ-হৃদয় মানুষ আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে থাকে, কিন্তু সে জানে না। তোমরা মানুষের পাপের দিকে মনিবের চোখ দিয়ে তাকিও না, বরং নিজেদের পাপের দিকে ভৃত্যের ন্যায় তাকাও। মানুষ দু ধরনের—সুস্থ ও বিপদগ্রস্ত। বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি দয়া দেখাও, আর সুস্থতার জন্য আল্লাহ'র প্রশংসা করো।" '

সর্বোত্তম ইবাদত

[৩৯১] ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"مَا لِيْ لَا أَرَى فِيْكُمْ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ কী ব্যাপার? তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত দেখতে পাচ্ছি না!"তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ'র রূহ! সর্বোত্তম ইবাদত কোনটি?'

তিনি বললেন, "اَلتَّوَاضُعُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ আল্লাহ তাআলা'র উদ্দেশ্যে বিনয়।"'

সম্পদ ও মন

[৩৯২] ইবরাহীম তাইমি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِجْعَلُوْا كُنُوْزَكُمْ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّ قَلْبَ الْمَرْءِ عِنْدَ كَنْزِهِ

"তোমাদের ধন-সম্পদ আসমানে জমা রাখো;[১২] কারণ মানুষের মন তার ধন-সম্পদের কাছে থাকে।" '

নিজেকে নিজে পরীক্ষায় ফেলা অনুচিত

[৩৯৩] আবুল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি এক রাহিব-কে বলতে শুনেছি, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস-এর উপর রেখে

[১২] অর্থাৎ দান-খয়রাত করো। [অনুবাদক]

ইবলিস বললো, 'তোমার তো ধারণা—তুমি মৃতকে জীবিত করতে পারো। এটি সত্য হয়ে থাকলে তুমি আল্লাহ-কে বলো, তিনি যেন এ পাহাড়টিকে রুটিতে পরিণত করে দেন।' ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন,

"أَوَ كُلُّ النَّاسِ يَعِيْشُوْنَ مِنَ الْخُبْزِ؟ আচ্ছা! সব মানুষ কি কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে?" ইবলিস ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললো, 'তুমি যদি তোমার কথায় অটল থাকো, তাহলে এখান থেকে লাফ দাও! ফেরেশতারা তোমাকে ধরে ফেলবে।'

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"إِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ أَنْ لَا أُجَرِّبَ بِنَفْسِيْ فَلَا أَدْرِيْ هَلْ يُسَلِّمُنِيْ أَمْ لَا আমার মহান রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—আমি যেন নিজেকে পরীক্ষায় না ফেলি; তাই [এখান থেকে লাফ দিলে] তিনি আমাকে নিরাপত্তা দিবেন কি না—আমি জানি না।" '

সরিষার দানা পরিমাণ ইয়াকীন থাকলে মানুষ পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারবে

[৩৯৪] বাকর ইবনু আবদিল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাহাবিগণ একবার তাঁদের নবি-কে হারিয়ে ফেললো। তাঁর খোঁজে বের হয়ে তাঁরা দেখলেন—তিনি পানির উপর দিয়ে হাঁটছেন! তাঁদের কেউ কেউ বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি! আমরা কি আপনার নিকট হেঁটে আসবো?' তিনি বললেন, "نَعَمْ হ্যাঁ।" অতঃপর একজন তাঁর এক পা [পানিতে] রেখে অপর পা ওঠাতে গিয়ে ডুবে গেলো। তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

هَاتِ يَدَكَ يَا قَصِيْرَ الْإِيْمَانِ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ أَوْ ذَرَّةٍ مِنَ الْيَقِيْنِ إِذًا لَمَشٰى عَلَى الْمَاءِ

"হাত বাড়াও, ওহে অল্প বিশ্বাসী! কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি সরিষার দানা পরিমাণ ইয়াকীন [দৃঢ়বিশ্বাস][১৩] থাকে, তাহলে সে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারবে।" '

---

[১৩] ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইয়াকীন বলতে যা বুঝিয়েছেন—তা জানার জন্য দেখুন: হাদীস নং ৪০৬। [অনুবাদক]

ইবাদত যথাসম্ভব গোপন রাখা উচিত

[৩৯৫] হিলাল ইবনু ইয়াসাফ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَدَّهِنْ لِحْيَتَهُ وَلْيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ حَتّٰى يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ

"তোমাদের কেউ সাওম [রোযা] পালন করলে, সে যেন দাড়িতে তেল মাখে এবং ঠোঁটযুগল মুছে রাখে; এমনকি সে বাইরে গেলে লোকেরা [যেন তার অবস্থা দেখে] বলে—সে সাওম পালন করছে না!" '

মন্দ আচরণের বিপরীতে উত্তম আচরণের নাম ইহসান

[৩৯৬] শা'বি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

إِنَّ الْإِحْسَانَ لَيْسَ أَنْ تُحْسِنَ إِلٰى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ إِنَّمَا تِلْكَ مُكَافَأَةٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَلٰكِنَّ الْإِحْسَانَ أَنْ تُحْسِنَ إِلٰى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ

"যে তোমার সাথে ভালো আচরণ করে, তার সাথে ভালো আচরণ করার নাম 'ইহসান' নয়, এতো নিছক ভালো কাজের প্রতিদান। তবে 'ইহসান' হলো—যে তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তার সাথে ভালো আচরণ করা।" '

ধন্য সে যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তা অনুসরণ করে

[৩৯৭] ইয়াযীদ ইবনু নাআমা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কথা শুনে এক মহিলা বললো—'ধন্য সেই মহিলা যিনি আপনাকে গর্ভে ধারণ করেছেন! ধন্য সেই মহিলা যিনি আপনাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন!' তার দিকে ফিরে ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"طُوْبٰى لِمَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبَعَ مَا فِيْهِ ধন্য সে—যে আল্লাহ'র কিতাব পাঠ করে এবং তা অনুসরণ করে!" '

কিয়ামতের স্মরণ

[৩৯৮] সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কিয়ামতের কথা স্মরণ হলেই ঈসা (আলাইহিস সালাম) মহিলাদের ন্যায় চিৎকার করতেন।'

সম্পদের সামনে মাথানত না করার নির্দেশ

[৩৯৯] আবুল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, "أَوْصِنِيْ আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) বলেন, "لَا تَغْضَبْ রাগ কোরো না।" ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "لَا أَسْتَطِيْعُ আমি তো [রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে] পারি না।" ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) বললেন, "لَا تَقْتَنْ مَالًا সম্পদের সামনে মাথানত কোরো না।" ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَمَّا هٰذَا لَعَلَّهُ তবে এটি সম্ভবত [আমি মেনে চলতে পারবো]!"

পার্থিব সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্বের উদাহরণ

[৪০০] মাকহূল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ أَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُبْنِيَ عَلَى مَوْجِ الْبَحْرِ دَارًا

"ওহে হাওয়ারিগণ [সাহাবিগণ]! তোমাদের মধ্যে কে সমুদ্র-তরঙ্গের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করতে পারবে?"তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ'র রূহ! এ কাজ আবার কে করতে পারে?'

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "إِيَّاكُمْ وَالدُّنْيَا فَلَا تَتَّخِذُوْا قَرَارًا সুতরাং দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও! দুনিয়াকে স্থায়ী নিবাস বানিও না।" '

যারা জান্নাতে যেতে চায় তাদের জন্য সাধারণ খাবারও অনেক বেশি পাওয়া

[৪০১] ইবনু আমর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ أَكْلَ خُبْزِ الْبُرِّ وَشُرْبَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَنَوْمًا عَلَى الْمَزَابِلِ مَعَ الْكِلَابِ كَثِيْرٌ لِمَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَرِثَ الْفِرْدَوْسَ

“আমি তোমাদের সত্যি বলছি! যারা জান্নাতুল ফিরদাউস পেতে চায়, তাদের জন্য গমের রুটি ভক্ষণ, সুমিষ্ট পানি পান এবং কুকুরের সাথে ভাগাড়ে নিদ্রা—এগুলো অনেক বেশি [পাওয়া]।” ’

আমলবিহীন জ্ঞানের আধিক্য নিছক অহঙ্কার বাড়ায়

[৪০২] আবূ উমার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِنَّهُ لَيْسَ بِنَافِعِكَ أَنْ تَعْلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَلَمَّا تَعْمَلُ بِمَا قَدْ عَمِلْتَ إِنَّ كَثْرَةَ الْعِلْمِ لَا تَزِيْدُ إِلَّا كِبْرًا إِذَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ

“অজানাকে জানা তোমার জন্য কল্যাণদায়ক নয়, যদি না তুমি যা জেনেছো তা অনুযায়ী আমল করো। আমল না করলে, জ্ঞানের আধিক্য নিছক অহঙ্কার বাড়ায়।” ’

সময় ও বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস

[৪০৩] আবূ ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

اَلدَّهْرُ يَدُوْرُ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَمْسِ خَلَا وَعَظْتَ بِهِ وَالْيَوْمُ زَادَكَ فِيْهِ وَغَدًا لَا تَدْرِيْ مَا لَكَ فِيْهِ وَالْأُمُوْرُ تَدُوْرُ عَلٰى ثَلَاثَةٍ أَمْرٌ بَانَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَأَمْرٌ بَانَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَأَمْرٌ أَشْكَلَ عَلَيْكَ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ

“সময় তিনটি দিনের মধ্যে আবর্তিত হয়: অতীত—যা গত হয়ে গিয়েছে এবং যার ভিত্তিতে তুমি [মানুষকে] উপদেশ দাও; বর্তমান—যেখানে তুমি বাড়তি সময় পাও; এবং ভবিষ্যৎ—যেখানে তোমার জন্য কী আছে তুমি জানো না। আর সকল বিষয় [মূলত] তিন শ্রেণির: (১) যার সত্যতা তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা মেনে চলো; (২) যার ভ্রান্তি তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা পরিহার করো; এবং (৩) যা তোমার কাছে অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থক মনে হচ্ছে, তা আল্লাহ’র নিকট ন্যস্ত করো।” ’

তাঁর ব্যক্তিত্ব

[৪০৪] কাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

"سَلُوْنِيْ فَإِنَّ قَلْبِيْ لَيِّنٌ وَإِنِّيْ صَغِيْرٌ فِيْ نَفْسِيْ তোমরা আমার কাছে চাও; আমার মন অত্যন্ত কোমল, আমি খুবই সাধারণ মানুষ।" '

মহান ব্যক্তির পরিচয়

[৪০৫] সাওর ইবনু ইয়াযীদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মাসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَاكَ يُسَمّٰى أَوْ يُدْعٰى عَظِيْمًا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ

"যে ব্যক্তি [ওহির জ্ঞান] শেখে, তদানুযায়ী আমল করে এবং অন্যকে শেখায়—আসমানি রাজত্বে তাঁকে 'মহান' বলে অভিহিত করা হয়।" '

ইয়াকীন কী?

[৪০৬] মু'তামার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা খাদরামি (রহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—'আপনি পানির উপর দিয়ে হাঁটেন কীভাবে?' তিনি বললেন, "بِالْيَقِيْنِ ইয়াকীন [অটল বিশ্বাস]-এর মাধ্যমে।" তারা বললেন, 'ইয়াকীন তো আমাদেরও আছে।' ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

"أَرَأَيْتُمُ الْحِجَارَةَ وَالْمَدَرَ وَالذَّهَبَ سَوَاءً عِنْدَكُمْ তোমাদের কাছে কি পাথর, মাটির ঢ্যালা ও স্বর্ণ—এগুলো সমান মনে হয়?"তারা বললো, 'না।'

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "فَإِنَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ سَوَاءٌ এসব আমার কাছে সমান।" '

আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায়

[৪০৭] সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ মাকবারি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এসে

বললো—‘হে কল্যাণের শিক্ষক! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন—যা আপনি জানেন, কিন্তু আমি জানি না; যা আমার উপকারে আসবে, অথচ আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।’ ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, “مَا هُوَ কী সেটি?” লোকটি বললো, ‘বান্দা কীভাবে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তাআলা’র অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে পারে?’ ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন,

بِيَسِيْرٍ مِنَ الْأَمْرِ تُحِبُّ اللهَ حَقًّا مِنْ قَلْبِكَ وَتَعْمَلُ لَهُ بِكَدُوْدِكَ وَقُوَّتِكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَتَرْحَمُ بَنِيْ جِنْسِكَ بِرَحْمَتِكَ نَفْسَكَ

“বিষয়টি অনেক সহজ। তুমি সত্যিকার অর্থে দিল থেকে আল্লাহ-কে ভালোবাসো; সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে তাঁর জন্য কাজ করো; তোমার জাতির সন্তানদের প্রতি করুণা করো, যেভাবে তুমি তোমার নিজের প্রতি করুণা করে থাকো।” লোকটি বললো, ‘হে কল্যাণের শিক্ষক! আমার জাতির সন্তান কারা?’

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, “وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ আদমের সকল সন্তান।”

[তারপর ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলতে থাকেন] “وَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ فَلَا تَأْتِهِ إِلَى غَيْرِكَ فَأَنْتَ تَقِيٌّ لِلّٰهِ حَقًّا যা তোমাকে দিলে তুমি পছন্দ করবে না, তা অপরকে দিও না।—এসব করার মাধ্যমে তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ’র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে।” ’

ওহির জ্ঞান অন্বেষণকারীদের তত্ত্বাবধান

[৪০৮] খাইসামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাহাবিদের জন্য খাবার বানিয়ে তাঁদেরকে ডাকতেন। তারপর তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন,

“هٰكَذَا فَاصْنَعُوْا بِالْقُرَّاءِ আল্লাহ’র কিতাব যাঁরা পাঠ করে—তাঁদের জন্য তোমরাও এরূপ [খাবারের আয়োজন] করো।” ’

নবিদের জীবনযাপনের ধরন

[৪০৯] আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবিগণ ভেড়ার দুধ দোহন করতেন, গাধায় চড়তেন, এবং পশমি বস্ত্র পরিধান করতেন।’

দুনিয়াপ্রীতি ও মুসিবত

[৪১০] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, " بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ আমি তোমাদের সত্যি বলছি"[ঈসা (আলাইহিস সালাম) "আমি তোমাদের সত্যি বলছি"—এ বাক্যাংশটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন।]

"إِنَّ أَشَدَّكُمْ حُبًّا لِلدُّنْيَا أَشَدُّكُمْ جَزْعًا عَلَى الْمُصِيْبَةِ তোমাদের মধ্যে যার দুনিয়াপ্রীতি বেশি, বিপদ-মুসিবত নিয়ে তারই দুশ্চিন্তা বেশি।"

আল্লাহর ওলি কারা?

[৪১১] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাওয়ারিগণ বললেন, 'হে ঈসা! আল্লাহ তাআলা'র বন্ধু কারা—যাঁদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই?' ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

اَلَّذِيْنَ نَظَرُوْا إِلٰى بَاطِنِ الدُّنْيَا حِيْنَ نَظَرَ النَّاسُ إِلٰى ظَاهِرِهَا وَالَّذِيْنَ نَظَرُوْا إِلٰى آجِلِ الدُّنْيَا حِيْنَ نَظَرَ النَّاسُ إِلٰى عَاجِلِهَا فَأَمَاتُوْا مِنْهَا مَا يَخْشَوْنَ أَنْ يُمِيْتَهُمْ وَتَرَكُوْا مَا عَلِمُوْا أَنْ سَيَتْرُكُهُمْ فَصَارَ اِسْتِكْثَارُهُمْ مِنْهَا اِسْتِقْلَالًا وَذِكْرُهُمْ إِيَّاهَا فَوَاتًا وَفَرَحُهُمْ بِمَا أَصَابُوْا مِنْهَا حُزْنًا فَمَا عَارَضَهُمْ مِنْ نَائِلِهَا رَفَضُوْهُ وَمَا عَارَضَهُمْ مِنْ رِفْعَتِهَا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَضَعُوْهُ وَخُلِقَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوْا يُجَدِّدُوْنَهَا وَخَرِبَتْ بَيْنَهُمْ فَلَيْسُوْا يَعْمُرُوْنَهَا وَمَاتَتْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَلَيْسُوْا يُحْيُوْنَهَا يَهْدِمُوْنَهَا فَيَبْنُوْنَ آخِرَتَهُمْ وَيَبِيْعُوْنَهَا فَيَشْتَرُوْنَ بِهَا مَا يَبْقَى لَهُمْ وَرَفَضُوْهَا فَكَانُوْا فِيْهَا هُمُ الْفَرِحِيْنَ وَنَظَرُوْا إِلٰى أَهْلِهَا صَرْعٰى فَدَخَلَتْ فِيْهِمُ الْمَثُلَاتُ وَأَحَبُّوْا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَأَمَاتُوْا ذِكْرَ الْحَيَاةِ يُحِبُّوْنَ اللهَ وَيُحِبُّوْنَ ذِكْرَهُ وَيَسْتَضِيْئُوْنَ بِنُوْرِهِ وَيُضِيْئُوْنَ بِهِ لَهُمْ خَبَرٌ عَجِيْبٌ وَعِنْدَهُمُ الْخَبَرُ الْعَجِيْبُ بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوْا وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُوْا وَبِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عُلِمُوْا وَلَيْسَ يَرَوْنَ نَائِلًا مَعَ مَا نَالُوْا وَلَا أَمَانًا دُوْنَ مَا يَرْجُوْنَ وَلَا خَوْفًا دُوْنَ مَا يَحْذَرُوْنَ

"[আল্লাহ'র বন্ধু মূলত তাঁরা] যারা দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ রহস্যের দিকে

তাকায়, যখন সাধারণ মানুষ তাকায় দুনিয়ার বাহ্যিক খোলসের দিকে; সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যখন দুনিয়ার ত্বরিত ফলাফলের দিকে, তখন তাদের দৃষ্টি দুনিয়ার শেষ পরিণতির দিকে; ফলে দুনিয়ার যেসব উপকরণ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে বলে তাদের আশঙ্কা—সেগুলোকে তারা নিজেরাই [আগাম] ধ্বংস করে দেয়; দুনিয়ার যেসব উপকরণ তাদেরকে অচিরেই ছেড়ে যাবে বলে তারা জানে—সেগুলোকে তারা নিজেরাই [আগেভাগে] ছেড়ে দেয়। তাই দুনিয়া থেকে বেশিকিছু কামনা করার বদলে তারা অল্পকিছুই কামনা করে; তারা দুনিয়াকে খুব বেশি স্মরণে রাখে না; দুনিয়ার যেটুকু অংশ তারা পেয়েছে—সেটুকুই তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; দুনিয়ার কোনো আনুকূল্য তাদের সামনে আসলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে; দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে উচ্চ পদমর্যাদা লাভের সুযোগ আসলে তারা তা [ছুঁড়ে] ফেলে দেয়; তাদের নিকট দুনিয়া একটি সৃষ্ট বস্তু, তাই তারা একে সংস্কার করে না, নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করে না। দুনিয়া তাদের অন্তরে মৃত; তারা একে পুনরুজ্জীবিত করে না। তারা দুনিয়া ধ্বংস করে নিজেদের আখিরাত বিনির্মাণ করে; দুনিয়া বিক্রি করে স্থায়ী জিনিস ক্রয় করে। দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে এর মধ্যে প্রফুল্ল জীবনযাপন করে। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত লোকজন তাদের চোখে উন্মাদ; তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে [আখিরাতের] কঠিন শাস্তির ভয়; মৃত্যু-চিন্তা তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়; দুনিয়ার স্মরণকে তারা হত্যা করেছে। তারা আল্লাহ-কে ভালোবাসে, আল্লাহ'র স্মরণকে ভালোবাসে; আল্লাহ'র আলো থেকে আলো নিয়ে তারা আলোকিত হয়; তাদের জন্য রয়েছে চমৎকার সংবাদ, এবং তাদের নিকটও রয়েছে চমৎকার সংবাদ। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ'র কিতাব টিকে থাকে; তারাও টিকে থাকে আল্লাহ'র কিতাবের মাধ্যমে। এদের মাধ্যমে আল্লাহ'র কিতাব কথা বলে; এরাও কথা বলে আল্লাহ'র কিতাবের মাধ্যমে। এদের মাধ্যমে আল্লাহ'র কিতাব জানা যায়; এদেরকেও জানা যায় আল্লাহ'র কিতাবের মাধ্যমে। দুনিয়া থেকে তারা যা পেয়েছে তাতে তারা কোনো কল্যাণ দেখে না; প্রত্যাশিত বস্তু [অর্থাৎ জান্নাত] ছাড়া আর অন্য কিছুতে তারা নিরাপত্তা দেখতে পায় না। তাদের চোখের সামনে কেবল একটি ভয় [অর্থাৎ জাহান্নাম] বিরাজ করে—যার ব্যাপারে তারা লোকদেরকে সতর্ক করে থাকে।" '

একটি প্রজ্ঞাময় ভাষণ

[৪১২] হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রজ্ঞাময় বক্তব্যের একটি অংশ এ রকম—

تَعْمَلُوْنَ لِلدُّنْيَا وَأَنْتُمْ تُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ لِلْآخِرَةِ وَأَنْتُمْ لَا تُرْزَقُوْنَ فِيْهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَيْحَكُمْ عُلَمَاءَ السُّوْءِ اَلْأَجْرَ تَأْخُذُوْنَ وَالْعَمَلَ تُضِيْعُوْنَ تُوْشِكُوْنَ أَنْ تَخْرُجُوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلٰى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيْقِهَا وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَهَاكُمْ عَنِ الْمَعَاصِيْ كَمَا أَمَرَكُمْ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ مَنْ دُنْيَاهُ آثَرُ عِنْدَهُ مِنْ آخِرَتِهِ وَهُوَ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلُ رَغْبَةً كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ مَسِيْرُهُ إِلٰى آخِرَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلٰى دُنْيَاهُ وَمَا يَضُرُّهُ أَشْهٰى إِلَيْهِ مِمَّا يَنْفَعُهُ كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ سَخِطَ رِزْقَهُ وَاحْتَقَرَ مَنْزِلَتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذٰلِكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُدْرَتِهِ كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنِ اتَّهَمَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْ إِصَابَتِهِ كَيْفَ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ طَلَبَ الْكَلَامَ لِيُحَدِّثَ بِهِ وَلَمْ يَطْلُبْهُ لِيَعْمَلَ بِهِ

"তোমরা দুনিয়ার জন্য কাজ করছো, অথচ এখানে কাজ ব্যতিরেকেই তোমাদেরকে রিয্‌ক (জীবনোপকরণ) দেওয়া হয়; পক্ষান্তরে তোমরা পরকালের জন্য কাজ করছো না, অথচ সেখানে কাজ ছাড়া কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না। ওহে ভণ্ড আলিমের দল! ধ্বংস তোমাদের! তোমরা বিনিময় গ্রহণ করছো এবং আমল বরবাদ করছো, অথচ দুনিয়া থেকে বেরিয়ে কবরের অন্ধকার ও তার সঙ্কীর্ণতায় তোমাদের ঢোকার সময় অত্যাসন্ন। আল্লাহ তাআলা যেভাবে তোমাদেরকে সালাত ও সিয়ামের আদেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে পাপ কাজ করতেও তো তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যার কাছে পরকালের তুলনায় দুনিয়া বেশি অগ্রাধিকার পায়, যার আসক্তি দুনিয়ার প্রতিই বেশি? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যার যাত্রাপথ পরকালের দিকে, অথচ মুখ দুনিয়ার দিকে এবং যার কাছে কল্যাণকর বস্তুর তুলনায় ক্ষতিকর বস্তু অধিক লোভনীয়? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যে তার জীবনোপকরণকে অপছন্দ করে এবং পদমর্যাদাকে তুচ্ছ মনে করে, অথচ সে জানে এ সবকিছুই

আল্লাহ তাআলা'র জ্ঞান ও ক্ষমতার অধীন? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যে তার বিপদ-মুসিবতের জন্য আল্লাহ তাআলা-কে দোষারোপ করে? সে কেমন করে জ্ঞানী হয়—যে কথা শেখে নিছক বাগ্মিতা জাহির করার জন্য, আমল করার জন্য নয়?" '

ইবাদতে পরিতৃপ্তি শয়তানের কুমন্ত্রণার অংশ

[৪১৩] সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম)-এর সামনে ইবলিস হাজির হলে তিনি দেখতে পান, ইবলিসের কাছে বিভিন্ন প্রাণির হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও ফুসফুস। ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"مَا هٰذِهِ الْمَعَالِيْقُ الَّتِيْ أَرَاهَا عَلَيْكَ এসব হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও ফুসফুস দিয়ে তুমি কী করো?" ইবলিস বললো, 'এগুলো দিয়ে আমি আদম সন্তানদের মধ্যে লালসা ও কামনা জাগিয়ে দেই।'

ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) বললেন,"هَلْ لِيْ فِيْهَا شَيْءٌ এখানে আমার জন্য কিছু আছে কি?" ইবলিস বললো, 'না।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "فَهَلْ تُصِيْبُ مِنِّيْ شَيْئًا তুমি কি আমার কোনো ক্ষতি করো?" সে বললো, 'কখনো কখনো আপনি [ইবাদত করে] পরিতৃপ্ত হয়ে যান। তখন আমি আপনার জন্য সালাত ও যিক্‌র ভারী করে দেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "هَلْ غَيْرُ ذَا অন্য কিছু?" সে বললো, 'না।'

ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) বললেন, "لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا أَشْبَعُ أَبَدًا আল্লাহ'র কসম! আমি আর কিছুতেই [ইবাদত করে] পরিতৃপ্ত হবো না।"

ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানে গৃহীত কর্মকৌশল

[৪১৪] আবুল হুযাইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো—যে ব্যভিচার করেছে। তিনি জনতাকে নির্দেশ দিলেন ব্যভিচারীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে, তবে তাদেরকে বললেন,

“لَا يَرْجُمْهُ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَهُ যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে এ আসামির কাজ [অর্থাৎ ব্যভিচার] করেছে—সে যেন তাকে পাথর না মারে।” এ কথা শুনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা বাদে অন্যরা নিজেদের হাত থেকে পাথর ফেলে দেয়!’

খেলাধুলার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি

[৪১৫] মা’মার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘কতিপয় বালক ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম)-কে বলে—আমাদেরকে নিয়ে চলুন, আমরা খেলাধুলা করবো। তিনি বলেন, “وَلِلَّعِبِ خُلِقْنَا খেলাধুলার জন্য কি আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে?”

ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিস সালাম) এর প্রশংসা

[৪১৬] ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু জা’দা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَمْ يَهُمَّ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بِخَطِيئَةٍ وَلَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ امْرَأَةٌ

“ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম) কখনো কোনো পাপের ইচ্ছা পোষণ করেননি; কোনো নারীর চিন্তাও তাঁর মনে স্থান পায়নি।” ’

গুরাবা বা অচিন লোক কারা?

[৪১৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা’র নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো ‘আল-গুরাবা (অচিন লোকের দল)’। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো—‘গুরাবা’ বা অচিন লোক কারা? তিনি বললেন, ‘যাঁরা দ্বীন সাথে নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কিয়ামতের দিন তাঁদেরকে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে জড়ো করা হবে।’ ’ [তুলনীয়: বুখারি, সহীহ, অধ্যায় ২, পরিচ্ছেদ ১২, হাদীস নং ১৯]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলে অপদস্থ হতে হবে

[৪১৮] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন,

إِجْعَلْنِيْ مِنْ نَفْسِكَ كَهَمِّكَ وَاجْعَلْنِيْ ذُخْرًا لِمَعَادِكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيَّ أَكْفِكَ وَلَا تَوَلَّ غَيْرِيْ فَأَخْذُلَكَ

"তুমি নিজেকে নিয়ে যেভাবে ব্যস্ত থাকো—সেই ব্যস্ততার জায়গায় আমাকে রাখো, আর কিয়ামত দিনের জন্য আমাকে তোমার ধন-ভান্ডার হিসেবে গ্রহণ করো। আমার উপর ভরসা করো, আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না, অন্যথায় আমি তোমাকে অপদস্থ করবো।" '

দুনিয়ার সম্পদ বাঁধভাঙা প্লাবনের মুখে গৃহনির্মাণের ন্যায়

[৪১৯] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বললেন,

إِنِّيْ أَكْبَبْتُ الدُّنْيَا عَلٰى وَجْهِهَا وَقَعَدْتُّ عَلٰى ظَهْرِهَا وَلَيْسَ لِيْ وَلَدٌ يَمُوْتُ وَلَا بَيْتٌ فَيَخْرُبُ

"আমি দুনিয়াকে উপুড় করে ফেলে তার পিঠের উপর বসে আছি। আমার কোনো সন্তান নেই—যে মারা যাবে; কোনো ঘরও নেই—যা ধ্বংস হয়ে যাবে!" তারা বললো, 'আপনি কি নিজের জন্য কোনো ঘর বানাবেন না?'তিনি বললেন,

"اُبْنُوْا لِيْ عَلٰى طَرِيْقِ السَّيْلِ بَيْتًا বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবনের মুখে আমার জন্য একটি ঘর বানাও।"তারা বললো, 'এটি তো টিকবে না।' তারা জিজ্ঞাসা করলো—'বিয়ে করবেন না?'

তিনি বললেন, "مَا أَصْنَعُ بِزَوْجَةٍ تَمُوْتُ মরণশীল স্ত্রী দিয়ে আমি কী করবো?"

দুনিয়াপ্রীতি পাপের মূল

[৪২০] জাফার ইবনু জিরফাস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

رَأْسُ الْخَطِيْئَةِ حُبُّ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ وَالْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

"দুনিয়াপ্রীতি হলো পাপের মূল; নারী হলো শয়তানের ফাঁদ; আর মদ হলো

সকল অনিষ্টের চাবি।” ’

সম্পদের দেখভাল মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে

[৪২১] সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

“حُبُّ الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَالْمَالُ فِيْهِ دَاءٌ كَثِيْرٌ সকল পাপের মূলে রয়েছে দুনিয়া-প্রীতি; আর সম্পদ—এর মধ্যে তো রয়েছে বিপুল রোগ।” তারা জিজ্ঞাসা করলো, ‘সম্পদের রোগ কী?’

তিনি বললেন, “لَا يَسْلَمُ صَاحِبُهُ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ সম্পদশালী ব্যক্তি দম্ভ ও অহঙ্কার থেকে নিরাপদ থাকে না।” তারা বললো, ‘যদি সে (কোনোরকমে) নিরাপদ থাকে?’

তিনি বললেন, “يُشْغِلُهُ إِصْلَاحُهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى [তবুও] সম্পদের দেখভাল তাকে আল্লাহ তাআলা’র স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখবে।” ’

ধনী লোকের জান্নাতে প্রবেশ করার চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা অধিক সহজ

[৪২২] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ أَكْنَافَ السَّمَاءِ لَخَالِيَةٌ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَدُخُوْلُ جَمَلٍ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ أَيْسَرُ مِنْ دُخُوْلِ غَنِيٍّ الْجَنَّةَ۔

“আমি তোমাদের সত্যি বলছি—আসমানি রাজত্বে ধনীরা নেই; ধনী লোকের জান্নাতে প্রবেশ করার চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা অধিক সহজ।” ’

দুনিয়াপাগল লোকদের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও

[৪২৩] ইবনু হাওশাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলেছেন,

كَمَا تَرَكَ لَكُمُ الْمُلُوْكُ الْحِكْمَةَ فَدَعُوْا لَهُمُ الدُّنْيَا

"রাজক্ষমতার অধিকারী লোকজন যেভাবে 'হিকমাহ [ওহির প্রজ্ঞাময় কথা]' তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে, তোমরাও তাদের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও।" '

আকাশ থেকে খাবার নাযিল

[৪২৫] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, '[ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর দুআর প্রেক্ষিতে আকাশ থেকে] খাবার নাযিল হয়েছিল; তাতে ছিল যবের রুটি ও মাছ।'

নিকৃষ্ট কারা?

[৪২৬] ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّيْنَ لَا تُلْقُوْا اللُّؤْلُؤَ لِلْخِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ لَا يَصْنَعُ بِهِ شَيْئًا وَلَا تُعْطُوْا الْحِكْمَةَ مَنْ لَا يُرِيْدُهَا فَإِنَّ الْحِكْمَةَ أَحْسَنُ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَمَنْ لَا يُرِيْدُهَا أَشَرُّ مِنَ الْخِنْزِيْرِ

"ওহে হাওয়ারিগণ! শুয়োরকে মুক্তা দিও না, কারণ সে মুক্তা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। ওহির প্রজ্ঞাময় কথাও এমন কাউকে দিও না—যে নিতে চায় না, কারণ ওহির প্রজ্ঞাময় কথা মুক্তার চেয়ে অধিক উত্তম; আর যে তা নিতে চায় না—সে শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট।" '

ওহির জ্ঞানসমৃদ্ধ লোকদেরকে লবণের সাথে তুলনা

[৪২৭] সুফ্‌ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) [আসমানি কিতাব] পাঠকারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا مِلْحَ الْأَرْضِ لَا تَفْسُدُوْا فَإِنَّ الشَّيْئَ إِذَا فَسَدَ إِنَّمَا يُصْلِحُهُ الْمِلْحُ وَإِنَّ الْمِلْحَ إِذَا فَسَدَ لَمْ يُصْلِحْهُ شَيْئٌ

"ওহে দুনিয়ার লবণ[তুল্য লোকজন]! তোমরা নষ্ট হয়ো না; কারণ কোনো

কিছু নষ্ট হয়ে গেলে লবণ তা ঠিক করে দেয়, কিন্তু লবণ নষ্ট হয়ে গেলে কোনো কিছু দিয়ে তা আর ঠিক করা যায় না।" '

মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা হতে চাইলে যা করণীয়

[৪২৮] মাইসারা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মাসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَكُوْنُوْا أَصْفِيَاءَ لِلَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُوْرَ بَنِيْ آدَمَ مِنْ خَلْقِهِ فَاعْفُوْا عَمَّنْ ظَلَمَكُمْ وَعُوْدُوْا مَنْ لَا يَعُوْدُكُمْ وَأَحْسِنُوْا إِلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ إِلَيْكُمْ وَأَقْرِضُوْا مَنْ لَا يَجْزِيْكُمْ

"তোমরা যদি আল্লাহ তাআলা'র সবচেয়ে কাছের বন্ধু এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে আদম-সন্তানদের জন্য আলোকবর্তিকা হতে চাও, তাহলে যারা তোমাদের উপর জুলুম করে, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও; যারা তোমাদের সেবা করে না, তাদের সেবা করো; যারা তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো; এবং যারা ফেরত দেয় না, তাদেরকে ঋণ দাও।" '

দু গালে থাপ্পড় খেয়ে আল্লাহর নিকট দুআ

[৪২৯] সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শিক্ষকদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) একটি উঁচু পাহাড়ি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাথে হাওয়ারিদের একজন। পথিমধ্যে একব্যক্তি তাঁদেরকে থামিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয় এবং বলে, 'আমি তোমাদের উভয়কে একটা করে থাপ্পড় না দেওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে যেতে দিবো না।' তাঁরা তাকে অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অনড়। পরিশেষে ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "أَمَا خَدِّيْ فَالْطِمْهُ এই যে আমার গাল, থাপ্পড় মারো।" সে থাপ্পড় মেরে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে দিলো। এবার সে হাওয়ারিকে বলে, 'একটা থাপ্পড় না দিয়ে তোমাকে যেতে দিবো না।' কিন্তু হাওয়ারি মানতে নারাজ। এ অবস্থা দেখে ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর অপর গাল পেতে দেন। লোকটি তাঁকে থাপ্পড় মেরে উভয়ের রাস্তা খুলে দেয়। ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا لَكَ رِضًى فَبَلِّغْنِيْ رِضَاكَ وَإِنْ كَانَ سَخَطًا فَإِنَّكَ أَوْلٰى بِالْغَيْرَةِ

"হে আল্লাহ! এটি যদি তোমার কাছে সন্তোষজনক হয়ে থাকে, তাহলে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাছে পৌঁছে গেছে; আর যদি অসন্তোষজনক হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই তো সর্বাধিক আত্মমর্যাদাশীল।" '

দুনিয়ার মিষ্টতা পরকালের জন্য তেতো

[৪৩০] আবদুল্লাহ ইবনু দীনার বাহরানি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِخُبْزِ الشَّعِيْرِ وَاخْرُجُوْا مِنَ الدُّنْيَا سَالِمِيْنَ آمِنِيْنَ بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ شَرَّكُمْ عَمَلًا عَالِمٌ يُحِبُّ الدُّنْيَا فَيُؤْثِرُهَا عَلٰى عَمَلِهِ إِنَّهُ لَوْ يَسْتَطِيْعُ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِيْ عَمَلِهِ مِثْلَهُ بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ إِنَّ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ وَإِنَّ مَرَارَةً فِي الدُّنْيَا حَلَاوَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

"তোমরা যবের রুটি খাও এবং দুনিয়া থেকে সহি-সালামতে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট হলো সেই জ্ঞানী—যে দুনিয়াকে ভালোবাসে এবং [পরকালীন] কাজের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়; সম্ভব হলে তো সে দুনিয়ার সকল মানুষকে কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে তার মতো বানিয়ে ছাড়তো! আমি তোমাদের সত্যি বলছি—দুনিয়ার মিষ্টতা পরকালের জন্য তেতো, আর দুনিয়াতে যা তেতো পরকালে তা সুমিষ্ট। আল্লাহ'র [প্রিয়] বান্দারা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে থাকে না।" '

দ্বীনের কথা বলা উচিত মানুষকে শেখানোর জন্য, চমকে দেওয়ার জন্য নয়

[৪৩১] সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

"إِنَّمَا أُحَدِّثُكُمْ لِتَعَلَّمُوْا وَلَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ لِتَعْجَبُوْا" আমি কথা বলছি তোমাদের শেখার জন্য, চমকে দেয়ার জন্য নয়।" '

পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ

[৪৩২] সাঈদ ইবনু আব্দিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মাসীহ ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলা-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

لَيْسَ كَمَا أُرِيْدُ وَلٰكِنْ كَمَا تُرِيْدُ وَلَيْسَ كَمَا أَشَاءُ وَلٰكِنْ كَمَا تَشَاءُ

"আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক; আমার চাওয়া নয়, তোমার চাওয়াই কার্যকর হোক।" '

মিসকীন বলা হলে তিনি খুশি হতেন

[৪৩৩] সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে যতো উপাধি দেওয়া হয়েছিল, সেসবের মধ্যে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় উপাধি ছিল 'মিসকীন'।

মানুষ সৎ না হলে মাসজিদের চাকচিক্য জাতির কোনো উপকারে আসে না

[৪৩৪] ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাওয়ারিগণ বললেন, 'হে আল্লাহ'র মাসীহ! দেখুন, বাইতুল্লাহ [অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস]-কে কতো সুন্দর লাগছে!' তিনি বললেন,

آمِيْنْ آمِيْنْ بِحَقٍّ أَقُوْلُ لَكُمْ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْ هٰذَا الْمَسْجِدِ حَجَرًا قَائِمًا عَلٰى حَجَرٍ إِلَّا أَهْلَكَهُ بِذُنُوْبِ أَهْلِهِ إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْفِضَّةِ وَلَا بِهٰذِهِ الْحِجَارَةِ شَيْئًا إِنَّ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْهَا الْقُلُوْبُ الصَّالِحَةُ بِهَا يَعْمُرُ اللهُ الْأَرْضَ وَبِهَا يُخَرِّبُ الْأَرْضَ إِذَا كَانَتْ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ

"তাই হোক! তাই হোক! আমি তোমাদের সত্যি বলছি—আল্লাহ এ মাসজিদের একটি পাথরকে অপর পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিবেন না; অধিবাসীদের পাপের দরুন তিনি এগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবেন। আল্লাহ'র নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য ও এসব পাথরের কোনো গুরুত্ব নেই; তাঁর নিকট এগুলোর চেয়ে অধিক প্রিয় হলো—ন্যায়পরায়ণ আত্মা, যার মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীকে আবাদ ও সংস্কার করেন; আর আত্মা যদি ন্যায়পরায়ণ না হয়, এর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করেন।" '

শয়তান কোথায় থাকে?

[৪৩৫] আবূ হালিস (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الدُّنْيَا وَمَكْرُهُ مَعَ الْمَالِ وَتَزْيِينُهُ عِنْدَ الْهَوَى وَاسْتِكْمَالُهُ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ

"দুনিয়া যেখানে, শয়তান সেখানে; তার ষড়যন্ত্র ধন-সম্পদকে ঘিরে; প্রবৃত্তির নিকট ধন-সম্পদকে সুশোভিত করে দেখানো তার কাজ; আর তার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে লালসা চরিতার্থ করানোর মাধ্যমে।" '

দুনিয়া বর্জন করে নিজেদের [রহস্য] অনুসন্ধান করো

[৪৩৬] মুহাজির ইবনু হাবীব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'মাসীহ ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ لَا تَطْلُبُوْا الدُّنْيَا بِهَلَكَةِ أَنْفُسِكُمْ وَاطْلُبُوْا أَنْفُسَكُمْ بِتَرْكِ مَا فِيْهِ عُرَاةً جِئْتُمْ وَعُرَاةً تَذْهَبُوْنَ وَلَا تَطْلُبُوْا رِزْقَ مَا فِيْ غَدٍ كَفَى الْيَوْمُ بِمَا فِيْهِ وَغَدًا يَدْخُلُ بِشُغْلِهِ وَاسْأَلُوْا اللهَ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَكُمْ يَوْمًا بِيَوْمٍ

"ওহে হাওয়ারিগণ! নিজেদেরকে ধ্বংস করে দুনিয়া তালাশ কোরো না; বরং দুনিয়া বর্জন করে নিজেদের [রহস্য] অনুসন্ধান করো। খালি গায়ে এসেছো, আবার খালি গায়ে চলে যেতে হবে। আগামীকালের রিয্ক [আজকে] অনুসন্ধান কোরো না; আজকে যা আছে তা দিয়ে আজকের দিনটি চলে যাবে; আগামীকাল আসবে তার নিজস্ব ব্যস্ততা নিয়ে। আল্লাহ'র নিকট তোমরা চাও—তিনি যেন তোমাদেরকে প্রতিদিনের রিয্ক প্রতিদিন ব্যবস্থা করে দেন।" '

মানুষ তার আমলের সাথে বন্ধক

[৪৩৭] জাফার ইবনু বুরকান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِيْ وَلَا فَقِيْرَ أَفْقَرُ مِنِّيْ

"হে আল্লাহ! আমি আমার আমলের সাথে বন্দী/বন্ধক অবস্থায় সকাল শুরু করলাম; কোনো ফকির-ই আমার চেয়ে অধিক নিঃস্ব নয়।" ' [দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ৭৪:৩৮]

একটি বিশেষ দুআ

[৪৩৮] জাফার খূরি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيْعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُوْ وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِيْ وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِيْ فَلَا فَقِيْرَ أَفْقَرُ مِنِّيْ لَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوِّيْ وَلَا تَسُيءْ بِيْ صَدِيْقِيْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِيْ

"হে আল্লাহ! আমি এমন অবস্থায় সকাল শুরু করলাম, আমি যা অপছন্দ করি তা প্রতিহত করতে পারছি না; যে কল্যাণ আমি চাই, তা আমার আয়ত্তে নেই; পুরো বিষয়টি অন্যের হাতে চলে গিয়েছে। আমি আমার আমলের সাথে বন্দী/বন্ধক অবস্থায় সকাল শুরু করলাম; কোনো ফকির-ই আমার চেয়ে অধিক নিঃস্ব নয়। আমাকে আমার শত্রুর হাসির খোরাক বানিও না; আমার দ্বারা আমার বন্ধুকে নিন্দিত কোরো না; আমার দ্বীন পালনে কোনো বিপদ-মুসিবত রেখো না; এবং আমার প্রতি দয়া দেখাবে না—এমন কাউকে আমার উপর চাপিয়ে দিও না।" '

Contents
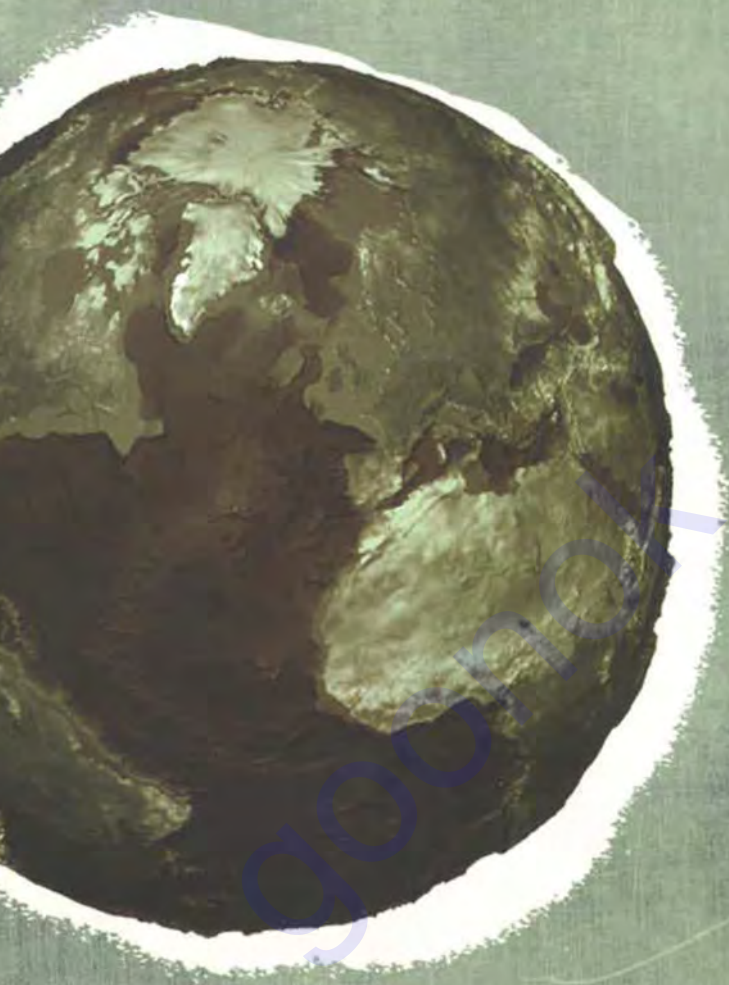
'কিতাবুয যুহ্‌দ' গ্রন্থের অনুবাদ

সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী

Contents

সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

['কিতাবুয যুহ্দ' গ্রন্থের অনুবাদ]

২

মূল (আরবি):

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

(মৃত্যু ২৪১ হি. / ৮৫৫ খৃ.)

অনুবাদ :

আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা :

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

Contents

সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

ISBN : 978-984-34-3409-8

প্রথম সংস্করণ
প্রথম মুদ্রণ: রজব ১৪৩৯ হিজরি / মার্চ ২০১৮
তৃতীয় মুদ্রণ: জিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরি / সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশক : ইসমাইল হোসাইন

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম
সিজদাহ.কম

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য : ৩১৭ টাকা

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan

Sahabider Chokhe Duniya (The World through the Eyes of followers of Messenger) being a Translation of *Kitāb al-Zuhd* of Imām Ahmad Ibn Hanbal translated into Bangla by Abdus Sattar Aini and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. 1st Edition in 2018.

Contents

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ... ৬
সম্পাদকীয় ভূমিকা ... ৯
বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ ... ১২
আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১৩
উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ২৩
উসমান ইবনে আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৪৬
আলী বিন আবু তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৫৩
আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৬০
যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৭৭
তালহা বিন উবায়দুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৭৯
আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৮১
ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৮৭
সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৯০
আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ৯৭
আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১০৪
আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখে দুনিয়া ... ১১৯
উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখে দুনিয়া ... ১২২
আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ... ১২৩
হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১৪৪
মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১৪৫
আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১৫৩
সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইমাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১৫৫
উমাইর বিন হাবিব বিন হামাসা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১৫৭
আবু মাসঊদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া ... ১৬১
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চোখে দুনিয়া ... ১৬২
আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চোখে দুনিয়া ... ১৬৪

অনুবাদকের কথা

যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হলো দুনিয়ার লোভ-লালসা ও দৃশ্যমান বস্তুরাশির প্রেম থেকে চিত্তের পবিত্রতা। দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য, পার্থিব যা-কিছু রয়েছে তার কোনোকিছুরেই স্থায়িত্ব নেই এবং পার্থিবতার মোহ আত্মার প্রশান্তি ও চিত্তের পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর—এটিই দুনিয়াবিমুখতার মৌলিক তাৎপর্য। সুফ্‌য়ান সাওরি রহ. বলেছেন, যুহ্‌দের অর্থ হলো দুনিয়াবি আশা-আকাঙ্ক্ষা কম থাকা। যুহ্‌দ হলো পৃথিবীর আবাসস্থল থেকে আখেরাতের উদ্দেশে আত্মার ভ্রমণ। আল্লাহর ওলি শ্রেণির সকল মানুষের অন্তরই এরূপ ভ্রমণানন্দে সদা উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত। তবে দুনিয়াবিমুখতার অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা এবং সকল মানবীয় সম্পর্ক বর্জন করা।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, যুহ্‌দ হলো তিন পর্যায়ের : ১. হারাম বস্তু পরিত্যাগ করা, এটা সাধারণ মানুষের যুহ্‌দ বা পরহেযগারিতা। ২. প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা বা জীবনের জন্য যতুটুক দরকার তার চেয়ে বেশি গ্রহণ না করা। এটা হলো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্‌দ। ৩. যুহদের আরো উচ্চতর পর্যায় রয়েছে। তা হলো যা-কিছু আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর প্রেমে বিঘ্ন সৃষ্টি তা পরিত্যাগ করা। এটা আরেফ বা আল্লাহর নূর দ্বারা যাদের চিত্ত আলোকিত তাদের বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে বলে না; বরং যা-কিছু মন্দ ও হীন, যা-কিছু আত্মার ও চিত্তের পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর, যা-কিছু আল্লাহর ও বান্দার সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা পরিত্যাগ করতে বলে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৭৭] আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' [সুরা আসর : আয়াত ১-৩]

সততা, সচ্চরিতা, অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলই হলো যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতার প্রধান অনুষঙ্গ। ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে কেবল আখেরাতের প্রতি নিবিষ্ট হতে বলে না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলে। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যাঁরা আল্লাহকে পেতে দুনিয়াকে বর্জন করেছেন এবং পার্থিব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের

Contents

গুটিয়ে নিয়েছেন তাঁরা নিজেদের জন্য তা আবশ্যক করে নিয়েছেন, শরিয়তের পক্ষ থেকে তাদের ওপর তা আবশ্যক করা হয় নি। যুহ্দের মৌলিক তাৎপর্য হলো সব ধরনের পাপাচার ও সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্তঃকরণকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন, 'সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।' [সুরা শাসস : আয়াত ৯-১০] চারিত্রিক সততা ও আত্মিক পবিত্রতা যুহ্দ ও তাকওয়া অর্জনের অন্যতম শর্ত। নিজেকে পাপকাজের সংস্পর্শে রেখে ও সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রেখে যুহ্দ ও তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়।

যুহ্দ অর্জনকারী বা দুনিয়াবিমুখের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে-নেয়ামত দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন, কোনোকিছু না-পাওয়ার কারণে আফসোস করবেন না, কষ্ট পাবেন না। আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাঁর চিত্ত অন্যকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হবে না; আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে; তাঁর নিজের কাছে যা রয়েছে তার ওপর তিনি নির্ভরশীল হবেন না। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ইবাদত থেকে যা-কিছু তাঁকে ব্যস্ত করে তোলে তা থেকে তিনি দূরে থাকবেন ও এড়িয়ে চলবেন। তিনিই প্রকৃত যাহেদ যিনি একনিষ্ঠতার সঙ্গে নবীজী সা.-এর সুন্নাহ ও জীবনপথ অবলম্বন করেন। ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেছেন, আল্লাহর প্রতি, অর্থাৎ, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টিই যুহ্দের মূলকথা। ফুযাইল বিন ইয়াযও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, অল্পেতুষ্টিই হলো দুনিয়াবিমুখতা, এটিই প্রকৃত সচ্ছলতা। [জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম]

যে-বান্দার ঈমান ও বিশ্বাস পরিপূর্ণ তিনি জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত থাকবেন। তিনি মানুষের সঙ্গে অহেতুক সম্পর্কে ও অকারণ কথাবার্তায় জড়াবেন না এবং সন্দেহপূর্ণ ও অপছন্দনীয় উপায়ে সম্পদ বা জীবিকা উপার্জন করবেন না। ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা ও পদের প্রতি তাঁর লোভ-লালসার ছিটেফোঁটাও থাকবে না। যিনি এ-সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবেন, দুনিয়াতে তিনিই হবেন প্রকৃত যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ। তিনি সবচেয়ে সচ্ছল, যদিও পার্থিব ধন-সম্পদ তাঁর না থাকে।

প্রকৃত যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ কে এমন প্রশ্নের জবাবে ইমাম যুহরি রহ. বলেছেন, হারাম বস্তু ও অর্থ তাঁর ধৈর্যকে পরাভূত করবে না এবং হালাল বস্তুর আধিক্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে তাকে বিরত রাখবে না। অর্থাৎ, হারাম সম্পদ যদি তাঁর পায়ের কাছে বিপুল পরিমাণেও পড়ে থাকে তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং এসব সম্পদ পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবেন। আর যখন হালাল সম্পদ অর্জিত হবে তা আল্লাহর নেয়ামতরূপে গ্রহণ করবেন, উপকারী ও ভালো কাজে ব্যয় করবেন এবং

Contents

আল্লাহর প্রতি বিনীত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। [জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম]

সুফয়ান ইবনে উইয়াইনাহ রহ. বলেছেন, যিনি নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করেন তিনি যাহেদ। সুফয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতাই হলো যুহ্দ; শুকনো খাদ্য গ্রহণ ও আলখাল্লা পরিধানের নাম যুহ্দ নয়। তিনি আরো বলেন, পূর্বসূরিদের দোয়া ছিলো এরূপ : 'হে আল্লাহ, দুনিয়াতে আমাদের যাহেদ বানান এবং সচ্ছলতা দান করুন; দুনিয়াকে আমাদের থেকে গুটিয়ে নিয়ে দুনিয়ার প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করবেন না।'

ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহ. বলেছেন, যাহেদের বৈশিষ্ট্য হবে এরূপ : 'হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।' [সুরা ফাতিহা : আয়াত ৪] অর্থাৎ, যাহেদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁর পোশাকে আড়ম্বর থাকবে না, তার পানাহারে বিলাস থাকবে না; তিনি যেখানেই থাকবেন এবং যে-অবস্থাতেই থাকবেন, সবসময় আল্লাহর নির্দেশ পালন করবেন। যারা সত্য ও সততার ওপর রয়েছে তারা তাঁকে বন্ধু মনে করবে এবং তারা মিথ্যা ও বাতিলপন্থী তারা তাকে ভয় করবে। তিনি হবেন উপকারী বৃষ্টির মতো; সবাই তাঁর থেকে উপকার গ্রহণ করবে। তিনি এমন বৃক্ষের মতো যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না; যার ফল, পত্রপল্লব, ডাল, এমনকি কাঁটাও উপকারী। তাঁর চিত্ত সবসময় আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত থাকে, আল্লাহর স্মরণে তাঁর আত্মা প্রাশান্ত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা সবসময় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। [প্রাগুক্ত]

আমাদের সালফে সালেহীনগণ যুহ্দ-বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সত্য ও সুন্দর এবং পবিত্রতা ও কল্যাণের পরিচালিত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। যুহ্দ-বিষয়ে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.। তাঁর *'কিতাবুয যুহদ'*-এর দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ আমি করেছি। মূলানুগ থেকেও সাবলীল অনুবাদ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বইটি প্রকাশের সকল স্তরে যাঁরা শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

আবদুস সাত্তার আইনী
abdussattaraini@gmail.com
৩ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি.

Contents

সম্পাদকীয় ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথিবর্গের ওপর। যারা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নববী আদর্শ ও শিক্ষার বাণী। যাদের জীবনাচারে উদ্ভাসিত হয়েছে কুল ধরণি।

সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন এই উম্মাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ। তারা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সংস্পর্শলাভের সৌভাগ্য অর্জন করার সুবাদে পৌঁছতে পেরেছিলেন উন্নত আচার-আচরণ ও উৎকৃষ্ট স্বভাব-প্রকৃতির সর্বোচ্চ চূড়াতে। যেখানে পৌঁছা সত্যিই অকল্পনীয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া জীবনাচারের চিত্র ও পৃথিবীতে তাদের বসবাসের দৃশ্য অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।

যেসব গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের জীবনাচার সংরক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ রচিত *'কিতাবুয যুহদ'* হলো অন্যতম। এতে কেবল সাহাবায়ে কেরামই নয়; বরং নবিগণের জীবনাচারসহ সাহাবিদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবেয়িদের জীবনের কিছু ঝলকও আমরা দেখতে পাই। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ ইতিপূর্বে *'রাসূলের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন এর দ্বিতীয়াংশ *'সাহাবিদের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই এর তৃতীয়াংশ তথা শেষ অংশটিও *'তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হবে ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি আমাকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এর মতো একজন মনীষীর রচিত বইয়ের সাহাবা অংশ, যা *'সাহাবিদের চোখে দুনিয়া'* নামে এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত, সম্পাদনা করার তাওফীক দান করেছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি যে কাজগুলো করেছি তা—সেইসাথে প্রয়োজনীয় আরও কিছু কথা—সংক্ষেপে পাঠকের সমীপে তুলে ধরছি :

- বাংলা অনুবাদকে মূল আরবীপাঠের সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছি। ফলে

Contents

অনুবাদকের চোখ এড়িয়ে দুয়েক জায়গায়, যেখানে কোনো অংশ বাদ পড়ে গিয়েছিল, তা যুক্ত করে দিয়েছি। এবং যেখানে নির্ভুল ভাষান্তরে ত্রুটি থেকে গিয়েছিল তা শুধরে দিয়েছি।

- মারফূ হাদিসগুলো যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তাই সেগুলোর সহজলভ্য সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। সেই সাথে চেষ্টা করেছি সেগুলোর সনদগত অবস্থানটাও স্পষ্ট করে দিতে। এর জন্য আমি নিজস্ব তাহকীকের ওপর নির্ভর না করে আস্থাশীল মুহাক্কিক মুহাদ্দিসদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছি।

- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই গ্রন্থে কোনো কোনো বর্ণনা 'মাওকুফ' তথা সাহাবিদের কথা হিসেবে বর্ণিত হলেও অন্যত্র আবার সেটি হয়তো ওই সাহাবি থেকেই বা অন্য কোনো সাহাবি থেকে 'মারফূ' তথা সরাসরি নবিজীর কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে মূল বইয়ের বর্ণনার বিচারে একে মাওকুফ ধরে তার আর সূত্র উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটা মারফূ বর্ণনা হলে করা হতো।

- অনুবাদে কোথাও দুর্বোধ্য পরিলক্ষিত হলে তা সহজবোধ্য করার এবং কোনো বাক্যকে জটিল মনে হলে তাকে সরল করার চেষ্টা করেছি। যাতে সাধারণ থেকে সাধারণ পাঠকের জন্যও বইটি পড়ে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার দরোজা খোলা থাকে।

- কিছু কিছু জায়গায় মূল গ্রন্থের ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, একজনের জীবনীতে অন্য জনের আলোচনা চলে আসায় তা ঠিকঠাক করে যথার্থ জায়গায় প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে। যেমন মূল বইতে সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবনীর কিছু অংশ চলে এসেছিল আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবনীতে। এই কাজটা শ্রদ্ধেয় অনুবাদক নিজেই করেছেন এবং কিছু কিছু জায়গায় টীকাতে তা বলেও দিয়েছেন।

- একজনের জীবনীর অধ্যায়ে অন্যের আলোচনা চলে আসা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও তা ঠিক করে যথার্থ স্থানে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, যার আলোচনা চলে এসেছে তার নামে আলাদা কোনো অধ্যায় মূল বইতে লেখক আনেননি। ফলে এমন জায়গাগুলোকে আপন অবস্থায় বহাল রাখা হয়েছে।

- এই অংশটি সাহাবিদের নিয়ে হলেও দু-তিন জায়গায় তাবেয়িদের আলোচনা চলে এসেছে। মূল বইয়ের অনুসরণে সেগুলোকেও আমরা আপন অবস্থায় রেখে দিয়েছি। সেগুলোকে সরিয়ে যথার্থ জায়গায় প্রতিস্থাপন করা যায়নি। কারণ, সেসব তাবেয়িদের জন্য আলাদা কোনো অধ্যায় লেখক রচনা করেননি।

প্রয়োজনবোধে অনুবাদক মহোদয় কোথাও কোথাও টীকা সংযুক্ত করেছেন নিজের পক্ষ থেকে। যাতে করে দরকারি কোনো বিষয়ের বা কোনো শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে তা আরও সুস্পষ্ট করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

এই ছিল সম্পাদনাকর্মের মোটামুটি ফিরিস্তি। বইটিকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে আমরা সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। যাতে করে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এর মতো একজন বিদগ্ধ সালাফের বইয়ের বাংলা-ভাষান্তরিত রূপে কোনো ভুলত্রুটি থেকে না যায়। তারপরেও অজান্তে যদি কোনো ভুল থেকে যায় তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ভুলগুলো ক্ষমার চাদরে ঢেকে দেন। আমাদের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। সেই সাথে এই বইয়ের উপকারকে ব্যাপক করে দেন। আমীন।

আশা করি এই বইয়ের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের হারিয়ে যাওয়া আদর্শগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হতে পারব। তাদের রঙে নিজেদের জীবনকে রঙিন করার সুযোগ পাব। তাদের রেখে যাওয়া পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৌঁছে যেতে পারব জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবনে। আল্লাহই সর্বোচ্চ তাওফীকদাতা।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

Contents

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

- ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

Contents

আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

একটি চাদর দুই জনে পরিধান করতেন

[১] রাফে বিন আবু রাফে বলেন, "আমি যাতুস সালাসিল যুদ্ধে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁর গায়ে একটি ফাদাকি বস্ত্র[১] ছিলো। তিনি বাহনে আরোহণ করার সময় তা গায়ে চাপাতেন এবং আমরা বাহন থেকে নামলে দুই জনে মিলে তা পরিধান করতাম।"

কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান করা

[২] আরফাজাহ আস-সুলামি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা কাঁদো; যদি কাঁদতে না পারো, অন্তত কাঁদার ভান করো।

মুমিন বান্দার পশম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩] ইমরান আল-জুনী বর্ণনা করেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি কোনো মুমিন বান্দার পার্শ্বদেশের একটি পশম হতাম!"

সুস্থতা ও স্বস্তির জন্য প্রার্থনা

[৪] আওসাত বিন আমর বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের এক বছর পর মদিনায় এলাম। তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মসজিদের মিম্বরে লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দেখলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—প্রথম বছর আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তখন তিন বার চোখের অশ্রু তাঁর কণ্ঠ রোধ করে ফেললো। তারপর তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থতা ও স্বস্তি কামনা করো। কারণ, ঈমানের পরে সুস্থতা ও স্বস্তির চেয়ে বড় নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। আর কুফরির পরে সন্দেহের চেয়ে ভয়ংকর কিছু

---

[১] ফাদাকি বস্ত্র : এ-বস্ত্রের কারণে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিন্দা করেছিলো। (অনুবাদক)

নেই। তোমরা সত্য অবলম্বন করো; কারণ, তা সততার দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং সত্য ও সততা উভয়টার স্থান জান্নাতে। তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো; কারণ, তা পাপাচারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর এ উভয়টির স্থান জাহান্নামে।"

জিহ্বা মানুষকে অনিষ্টের দিকে টেনে নিয়ে যায়

[৫] যায়্দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম, তিনি তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বলছেন, "এটাই আমাকে ধ্বংস করেছে।"

মৃত্যুযন্ত্রণা এবং পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা কাফন

[৬] যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত দাস আবদুল্লাহ আল-ইয়ামানি বলেন, যখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, হযরত আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করলেন—

أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى...إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

"হায়! যেদিন মৃত্যুকালে গলায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠবে এবং বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাবে সেদিন কোনো সাবধানতাই যুবকের পক্ষে কাজে আসবে না।"

তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, ও রকম নয় হে প্রিয় কন্যা; বরং বলো—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

"মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।" [সূরা কাফ (৫০) : আয়াত ১৯]

তারপর বললেন, তোমরা আমার এই কাপড় দুটি নাও এবং ধুয়ে দাও। এ-দুটি কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিয়ো। মৃত মানুষের তুলনায় জীবিত মানুষের নতুন কাপড়ের বেশি প্রয়োজন পড়ে।"

তিনি কোনো সম্পদ রেখে যাননি

[৭] হাকাম বিন হাযন বলেন, "আল্লাহর কসম! আবু বকর একটি দিনার বা একটি দিরহামও রেখে যাননি। তিনি তাঁর মুদ্রা তৈরির ছাঁচও আল্লাহর জন্য দান করেছিলেন।"

Contents

মুসলমান প্রতিটি কাজে প্রতিদান লাভ করে

[৮] আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "মুসলমান প্রত্যেক কাজে সওয়াব পায়, এমনকি আকস্মিক আপদে; জুতায় ফিতা ছিঁড়ে গেলেও; কোনো বস্তু তার আস্তিনে ছিলো, তার মনে হলো যে সে তা হারিয়ে ফেলেছে, ফলে পেরেশান হয়ে খুঁজতে খুঁজতে দরজার খিলে তা পেয়ে গেলো, তার জন্যও সে সওয়াব পাবে।"

অপছন্দনীয় খাদ্য বমি করে ফেলে দিলেন

[৯] কায়স বলেন, "আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক জন দাস ছিলো। সে তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না, যদি তা খাওয়ার জন্য পছন্দনীয় হতো তবে খেতেন, অন্যথায় খাওয়া বাদ দিতেন। একরাতে তিনি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন এবং দাসকে না জানিয়ে কিছু খাদ্য খেয়ে ফেললেন। তারপর দাসকে জিজ্ঞেস করলে সে জানালো যে, ওটা এমন খাদ্য ছিলো যা তার অপছন্দনীয় হবে। আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করলেন এবং পেট খালি করে ফেললেন।"

সব সৃষ্টিই আল্লাহর যিকির করে

[১০] মাইমুন বিন মিহরান বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পূর্ণ ডানাবিশিষ্ট একটি কাক আনা হলে, তিনি সেটি ভালোভাবে পরখ করেন। এরপর বলেন, "কোনও প্রাণী শিকার করা ও কোনও গাছ কাটার মানেই হলো তাসবীহ্ পাঠ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করা।"[২]

মৃত্যুর পূর্বে সবকিছু দান করে দিলেন

[১১] হযরত আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, "আমি আবু বকরের পরিবারে এই গর্ভবতী উটনী ও গৌরবর্ণ গোলামের সম্পদটুকু ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানি না। গোলামটি মুসলমানদের জন্য তরবারি বানাতো এবং আমাদের খেদমত করতো। আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি এগুলো উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছে দেবে।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ্ আবু বকরকে রহম করুন! তিনি তো তাঁর পরবর্তীজনকে জটিলতায় ফেলে গেলেন!"

---

[২] অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই যেহেতু আল্লাহর তাসবীহ পড়ে তাই তাদের বিনাশ করা মানেই তাসবীহ্ পাঠের বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। তবে যদি প্রয়োজনের কারণে গাছ কাটা হয় তবে এতে কোন সমস্যা নেই। (সম্পাদক)

সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা

[১২] কায়স বিন আবু হাযিম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, “হে প্রিয় আরব জাতি, আমি আশা করি আল্লাহ [illegible] তোমাদের জন্য সচ্ছলতাকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। তখন তোমাদের যে-[illegible] জন্য গমের রুটি চাইতে পারবে এবং সে চাইলে তার পরিবারকে বলতে পারবে, রুটির সঙ্গে ঘি দাও অথবা, রুটির সঙ্গে তেল দাও।”

যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই যথেষ্ট

[১৩] ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একবার সবার জন্য সমানভাবে বণ্টন করলেন। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি রাসূলের সাহাবিগণ ও অন্য লোকদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করলেন?” তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “দুনিয়া প্রয়োজনপূরণের জায়গা। সুতরাং যার দ্বারা সচ্ছলভাবে প্রয়োজন পূরণ হয় তা-ই উত্তম। আর রাসূলের সাহাবাগণের মর্যাদা তো আখেরাতে প্রতিদানপ্রাপ্তিতে।”

ফজরের নামায আদায়কারী আল্লাহর জিম্মাদারিতে থাকে

[১৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে গেলেন, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁকে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।” তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য দুনিয়ার ধন-দৌলত উন্মোচিত করে দেবেন; তা থেকে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনপূরণের জন্য যতোটুকু যথেষ্ট ততোটুকুই গ্রহণ করবে।

আর যে-ব্যক্তি ফজরের নামায (যথাসময়ে) আদায় করবে, সারা দিন সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে থাকবে। সুতরাং আল্লাহর জিম্মাদারির ক্ষেত্রে তোমরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। (ফজরের নামায ছেড়ে দিয়ো না।) তাহলে তোমাদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

হারাম খাদ্য বমি করে ফেলে দেওয়া

[১৫] মুহাম্মদ ইবনে সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ‘আমি আবু বকর—

Contents

রাদিয়াল্লাহু আনহু—ছাড়া এমন কাউকে জানি না যিনি খাদ্যগ্রহণের পর তা বমি করে ফেলে দিয়েছেন। একবার তাঁর সামনে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হলো। তিনি তা খেলেন। তারপর তাঁকে জানানো হলো যে, এই খাদ্যদ্রব্য ইবনে নুমান নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, "তোমরা কি আমাকে ইবনে নুমানের গণকগিরি করে অর্জিত খাদ্য খাওয়াচ্ছো?" এ-কথা বলে তিনি (গলায় আঙুল ঢুকিয়ে) বমি করলেন।' বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে সিরীনের বাক্যগুলো এমনই, অথবা এর অনুরূপ।

সমস্ত সম্পদ দান করা এবং পুরোনো কাপড় দিয়ে কাফন পরানোর নির্দেশ

[১৬] আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমার পিতার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, আমি তোমাকে খায়বারের খেজুর দিয়েছিলাম, অথচ তুমি তা নিতে চাচ্ছিলে না। আমি এখন চাচ্ছি যে, তুমি সেগুলো আমাকে ফেরত দাও।"

আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, 'আমি তখন কেঁদে ফেললাম। বললাম, বাবা, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। পুরোটা খায়বার যদি স্বর্ণ হতো তবুও আমি তা আপনাকে ফেরত দিতাম।' তিনি তখন বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, তা আল্লাহ তাআলার হিসেবের মধ্যে রয়েছে। আমি কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলাম এবং আমার প্রচুর সম্পদ ছিলো। কিন্তু যখন খিলাফতের দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, ভাবলাম, আমার যতোটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সম্পদ আমি গ্রহণ করবো না। হে প্রিয় কন্যা, আমার সম্পদের মধ্যে রয়েছে এই কাতওয়ানি আলখাল্লা, একটি দুধ দোহনের পাত্র এবং একটি গোলাম। আমার মৃত্যুবরণ করার পর দ্রুত এগুলো উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পৌঁছে দেবে। হে প্রিয় কন্যা, এগুলো হলো আমার কাপড়, তোমরা এগুলো দিয়ে আমার কাফন পরাবে।"

আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, 'আমি তখন কেঁদে ফেলে বললাম, বাবা, আমাদের তো এর চেয়ে বেশি কিছু আছে। (নতুন কাপড় কেনার সামর্থ্য আছে।) তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তা তো পরবর্তী মানুষদের বেশি প্রয়োজন।" আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, 'আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি ওই জিনিসগুলো উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "তোমার পিতা তাঁর ব্যাপারে কারও জন্য সমালোচনা করার সুযোগ রেখে যেতে চাননি।"

দোয়া কবুল হওয়ার একটি উসিলা

[১৭] সুনাবিহি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর

সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি : "এক মুসলমান ভাই যদি অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য দোয়া করে তবে সে-দোয়া কবুল করা হয়।"

মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সম্পদ বাইতুল মালে জমা দেওয়া

[১৮] হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, "আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মৃত্যুর পর কোনো দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি; মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর সব সম্পদ একত্র করে বাইতুল মালে জমা দিয়েছিলেন।"

আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ছিলেন অগ্রগামী

[১৯] আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা স্মরণ করলেন এবং বললেন, "আবু বকর তো ছিলেন অগ্রগামী, সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।"

তাঁদের দুই জনের মর্যাদা

[২০] এক ব্যক্তি আলী বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ও উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থান কেমন ছিলো? তিনি জবাব দিলেন, "তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে (রওযায়ে আতহারে) যে-অবস্থানে থাকবেন, তাঁর কাছে তেমনই ছিলো তাঁদের অবস্থান।"

তাঁর উল্লেখ করার মতো কোনো ত্রুটি নেই

[২১] ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—কাসিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "কিছু মানুষ আছেন যাঁদের উল্লেখ করার মতো কোনো ত্রুটি নেই।" অর্থাৎ, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইসলামের সর্বপ্রথম নামায আদায়কারী

[২২] শা'বী—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম যিনি নামায আদায় করেন তিনি আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারপর তিনি হাস্সান বিন সাবিতের

নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করলেন—

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة .... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا

خير البرية أتقاها وأعدلها .... بعد النبي وأوفاها بما حملا

والثاني التالي المحمود مشهده .... وأول الناس قدما صدق الرسلا

"যদি শোকার্ত হয়ে কোনো বিশ্বস্ত প্রিয়ভাজনকে স্মরণ করতে চাও,
তবে তোমার ভাই আবু বকরের কীর্তিকে স্মরণ করো।"

"নবীর পরে তিনিই "সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীতু,
ন্যায়পরায়ণ এবং আপন কর্তব্য পালনকারী।"

"তিনিই পরবর্তী দ্বিতীয় জন, যার জীবনকাল প্রশংসিত;
তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সত্যিকার অর্থে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।"

জিহ্বা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করে

[২৩] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দেখলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিহ্বা বের করে দিয়ে তা হাত দিয়ে টেনে ধরেছেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি কী করছেন?" জবাবে তিনি বললেন, "এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানে নিক্ষেপ করেছে।"

গাছ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৪] হযরত হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, হায়! আমি যদি এই গাছ হতাম, তা খেয়ে ফেলা হতো এবং কেটে ফেলা হতো!"

তিনি নিজেই বহন করে নিয়ে গেলেন

[২৫] উমায়ের ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাঁধের ওপর একটি আলখাল্লা বয়ে নিয়ে যেতে দেখা গেলো। আবদুর রহমান ইবনে আউফ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এটা আমাকে (বহন করতে) দিন।" জবাবে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও। তুমি ও ইবনুল খাত্তাব আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলো না।"

ঘাস হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৬] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়! আমি যদি ঘাস হতাম এবং জন্তু-জানোয়ার তা খেয়ে ফেলতো!"

আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি দোয়া

[২৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি দোয়া ছিলো এরূপ—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي فِي عَاقِبِهِ الْخَيْرُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ مَا تُعْطِينِي مِنَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করি যা আমার জন্য কল্যাণকর, যার পরিণতিতে রয়েছে কল্যাণ। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সর্বশেষ যে-কল্যাণ দান করবেন তা যেনো হয় আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাতুন নাঈমের সর্বোচ্চ মর্যাদা।"

গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা এবং শীতকালে ছেড়ে দেওয়া

[২৮] আবু বকর বিন হাফ্স—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—গরমকালে রোযা রাখতেন এবং শীতকালে রোযা ছেড়ে দিতেন।'

তাঁরা দুনিয়া চাননি

[২৯] মুআবিয়া বিন আবু সুফ্য়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "দুনিয়া (দুনিয়ার ধন-দৌলত) আবু বকরকে চায়নি এবং আবু বকরও তা চাননি। দুনিয়া উমর ইবনুল খাত্তাবকে চেয়েছিলো; কিন্তু তিনি তা চাননি।"

আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত চিকিৎসক

[৩০] আবুস সাফার—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থ হলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য একজন ডাক্তার ডাকবো?' তিনি বললেন, 'ডাক্তার আমাকে দেখেছেন।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার কী বলেছেন?'

তিনি বললেন, 'ডাক্তার[৩] বলেছেন, "আমি যা ইচ্ছা করি তা-ই বাস্তবায়ন করি।"

খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণের পর ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া

[৩১] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর প্রতিটি দিরহাম ও দিনার বাইতুল মালে জমা দিয়ে বললেন, "আমি এগুলো দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম, তা থেকে রুজি-রোজগার করতাম। কিন্তু যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিলাম, লোকেরা আমাকে ব্যবসা ও রুজি-রোজগার থেকে সরিয়ে (তাদের কাজে) ব্যস্ত করে ফেললো।"

কয়েকটি দিনারের জন্য শাস্তি পাওয়ার ভয়

[৩২] আবু দামরাতা অর্থাৎ, ইবনে হাবিব বিন সুহাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক পুত্রের মৃত্যু উপস্থিত হলো। সে কেবল বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলো। তার মৃত্যুর পর উপস্থিত লোকেরা আবু বকরকে বললেন, আমরা আপনার ছেলেকে দেখলাম কেবল বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলো। এ-কথা বলে তাঁরা বালিশটা উঠালেন এবং বালিশের নিচে পাঁচটি অথবা ছয়টি দিনার পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন হাতের ওপর হাত বাড়ি দিয়ে বার বার বলতে লাগলেন—

إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবো।"[৪]

এবং বললেন, "হে অমুক, আমি মনে করি না তোমার চামড়া তার (শাস্তি ভোগের জন্য) যোগ্য।"

মসজিদ আল্লাহর যিকিরের জন্য নির্মিত

[৩৩] আবু দামরাতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, "অবশ্যই তোমাদের হাতে শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। তোমরা ওখানে উৎকৃষ্ট ভূমি পাবে এবং (গম ও যাইতুন ফল ফলিয়ে)

[৩] এখানে ডাক্তার বলে আল্লাহ তাআলাকে বুঝিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে : "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যা-ইচ্ছা তা-ই বাস্তবায়ন করেন।—সূরা হুদ (১১) : আয়াত ১০৭ (অনুবাদক)

[৪] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ১৫৬

রুটি ও তেল ভোগ করতে পারবে। ওখানে তোমাদের জন্য অনেক মসজিদ নির্মিত হবে। তোমরা তাতে ভোগাসক্ত অবস্থায় প্রবেশ করা থেকে সতর্ক থাকবে; কেননা, তা নির্মিত হয়েছে আল্লাহর যিকিরের জন্য।”

অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া

[৩৪] সাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করতেন :

لَا تَزَالُ تَنْعَى مَيِّتًا حَتَّى تَكُونَهُ .... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى الرَّجَا يَمُوتُ دُونَهُ

“তুমি অন্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে থাকবে, অবশেষে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কোনো কোনো যুবক মৃত্যুবরণ না করার দুরাশা পোষণ করে।”

Contents

উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

তিনি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করতেন না

[৩৫] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দরজায় সুহাইল ইবনে আমর, হারিস বিন হিশাম, আবু সুফ্‌য়ান বিন হারবসহ কুরাইশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। সুহাইব, বিলালসহ যে-সকল দাস বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও উপস্থিত হলেন।

উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুমতি পাওয়ার পর দেখা গেলো তিনি দাসদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সেই অনুমতি দেননি। আবু সুফ্‌য়ান বললেন, "আজকের দিনটার মতো কখনো আমি দেখিনি। তিনি এ-সকল দাসকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, অথচ আমাদের দরজায় বসিয়ে রাখলেন, আমাদের দিকে তাকালেনও না!" সুহাইব ইবনে আমর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, "হে লোকসকল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাদের চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। যদি আপনারা ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে নিজেদের ওপরই ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। তাদেরও (দ্বীনের) দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, আপনাদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা দ্রুত সাড়া দিয়েছে আর আপনারা বিলম্ব করেছেন।

এখন কেমন হবে যদি কিয়ামতের দিনও তাদের আহ্বান জানানো হয় আর আপনাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা না হয়? আল্লাহর কসম! তারা আপনাদের চেয়ে মর্যাদায় এগিয়ে গেলে সেটা আপনাদের কষ্টকর মনে হয়নি, অথচ এই দরজায়—যেখানে আপনারা প্রতিযোগিতা করছেন—আপনাদের মর্যাদাহানি হলে সেটাকে অধিকতর কষ্টকর মনে হচ্ছে।" বর্ণনাকারী বলেন, 'কথাগুলো বলে সুহাইব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর কাপড় ঝাড়া দিয়ে চলে গেলেন।' হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—

বলেন, সুহাইব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সত্য বলেছেন যে, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দ্রুত ধাবিত বান্দাকে যতোটা মর্যাদা দেবেন ততোটা মর্যাদা ওই বান্দাকে দেবেন না, যে তাঁর থেকে পিছিয়ে ছিলো।

প্রত্যেকেই তাঁর চেয়ে বেশি জানে বলে বিনয় প্রকাশ

[৩৬] ইবনে জুদআন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অল্পসংখ্যকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "অল্পসংখ্যক কারা?" ওই ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

"তাঁর (নূহের) সঙ্গে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিলো।" [সূরা হুদ, ১১:আয়াত ৪০]

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।"[সূরা সাবা, ৩৪ : আয়াত ১৩]

এ দুটি ছাড়া সংশ্লিষ্ট আরও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বেশি জানে।"

সাদাসিধে খাদ্য

[৩৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহনাফ বিন কায়স বর্ণনা করেছেন, "আমরা উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যে-খাবার খেতেন তা দেখতাম। তাঁর খাবার ছিলো কোনোদিন টাটকা গোশত, কোনোদিন শুকনো টুকরো টুকরো গোশত এবং কোনোদিন যাইতুন তেল।"

কল্যাণের জন্য দোয়া

[৩৮] আমর ইবনে মাইমুন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক ব্যক্তিকে এই দোয়া পড়তে শুনলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ أَنْ أَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا

"হে আল্লাহ, আপনি বান্দা ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, সুতরাং আপনি আমার ও আপনার নাফরমানির মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুন, যাতে আমি কোনো ধরনের নাফরমানিমূলক কাজ না করি।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" এবং তিনি তার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন।

সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা

[৩৯] আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যে-দোয়া সবচেয়ে বেশি পড়তে শুনতাম তা এই :

اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا

"হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সুস্থ রাখুন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন।"

সম্পদ শত্রুতা ও হিংসা বাড়িয়ে দেয়

[৪০] মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে কিছু সম্পদ নিয়ে আসা হলো এবং সেগুলো মসজিদে রাখা হলো। তিনি তা দেখতে এলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কেন কাঁদছেন? এটা তো আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতার বিষয়।" তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আল্লাহর কসম! এটা এমন জিনিস, যখন তা কোনো সম্প্রদায়কে দেওয়া হয় তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যায়।"

তিনি নিজ পুত্রকেও কিছু দিলেন না

[৪১] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আরকাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, জালুলা[৫] থেকে আমাদের কাছে কিছু সম্পদ এসেছে, তাতে রুপার পাত্রও আছে। তো আপনি একদিন অবসর হয়ে সেগুলো দেখে যান এবং এই বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা জানিয়ে দিন।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমাকে অবসরে দেখলে তুমি মনে করিয়ে দিয়ো।"

---

[৫] ইরাকের দিয়ালা জেলার অন্তর্গত একটি শহর। ১৬ হিজরিতে (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে) এখানে জালুলা ময়দানে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর এলাকাটির নাম হয় জালুলা।

পরে আবদুল্লাহ বিন আরকাম তাঁর কাছে একদিন এলেন এবং বললেন, "আজ আমি আপনাকে অবসরে দেখতে পাচ্ছি।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "ঠিক আছে, একটা মাদুর পাতো। তিনি যে-জায়গা উল্লেখ করলেন সেখানে মাদুর পাতা হলো এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সম্পদগুলো মাদুরের ওপর রাখা হলো। তারপর তিনি এলেন এবং সম্পদগুলো দেখে বললেন, হে আল্লাহ, আমি এই সম্পদের কথা ভেবেছি এবং বলেছি—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনারুপা, চিহ্নযুক্ত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং খেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।"[৬]

এবং এটাও বলেছি—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"তা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছো তাতে যেনো তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য আনন্দোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"[৭]

তারপর তিনি বললেন, "আমাদের জন্য যা-কিছু সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা আমরা আনন্দিত না হয়ে পারি না। হে আল্লাহ, এই সম্পদ ভালো কাজে খরচ করার তাওফিক দিন এবং আপনার কাছে এ-সম্পদের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন ওইগুলো বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রহমান বিন বুহাইয়া নামে তাঁর এক পুত্রকে নিয়ে আসা হলো। সে বললো, 'বাবা, আমাকে একটি আংটি দিন।' জবাবে তিনি বললেন, "তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও, তিনি তোমাকে ছাতু খাইয়ে দেবেন।" বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর কসম! উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে কিছুই দিলেন না।'

[৬] সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ১৪
[৭] সূরা হাদীদ (৫৭) : আয়াত ২৩

আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার জন্য চাবুক হাতে নিলেন

[৪২] ইবনে জুদআন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শাসনের চাবুক হাতে নিয়েছিলেন আর উসমান ইবনে আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তার চেয়েও কঠিন চাবুক[৮] হাতে নিয়েছিলেন"

নির্জন জায়গায় নিজেকে তিরস্কার

[৪৩] আনাস ইবনে মালেক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে বের হলাম। তিনি একটি দেয়ালঘেরা স্থানে প্রবেশ করলেন। আমার ও তাঁর মাঝে একটি দেয়াল আড়াল হয়ে থাকলো। আমি আড়াল থেকে শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, "বাহ্ বাহ্! উমর এখন আমিরুল মুমিনীন! হে খাত্তাবের বেটা, তুমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে, অন্যথায় তোমাকে তাঁর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকার পর বিচ্যুত না হওয়া

[৪৪] যুহরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', তারপর দৃঢ় ও অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'তোমরা ভীত হোয়ো না এবং চিন্তিত হোয়ো এবং তোমাদের যে-জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।"[৯]

তারপর বললেন, "আল্লাহর কসম! তারা আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থেকেছে পরবর্তী সময়ে শেয়ালের মতো চাতুরী করে পথ পরিবর্তন করেনি।"

উটের খাবার বাঁচিয়ে মুসলমানদের দান

[৪৫] যায়দ বিন আসলাম—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি

[৮] (والدرّة: هي السّوط الذي يُؤَدَّبُ به) : দিররাহ: যে-চাবুকের দ্বারা আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া হয়। (অনুবাদক)
[৯] সূরা হা মীম আস-সাজদা (৪১) : আয়াত ৩০

Contents

বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটিমাত্র ঘোড়া ছিলো। একদিন তিনি বললেন, "হে আসলাম, তুমি ঘোড়াটিকে কী পরিমাণ খাবার খাওয়াও?" আসলাম বললেন, "পর্যাপ্ত পরিমাণ যব খাওয়াই।" তিনি বললেন, "আমরা যদি ওই যব মুসলমানদের কোনো পরিবারে খরচ করি এবং ঘোড়াটিকে নকি[১০] উপত্যকায় পাঠিয়ে দিই, তাহলে কেমন হয়?" তারপর তিনি ঘোড়াটিকে নকি উপত্যকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তার খাদ্য একটি মুসলমান পরিবারের জন্য ব্যয় করলেন।

পুত্রকে বাণিজ্য করার নির্দেশ দিলেন

[৪৬] উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র আসেম থেকে বর্ণিত, আমার পিতা ইয়ারফার মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে এলাম, তিনি তখন তাঁর জায়নামাযে ছিলেন, এটা ফজরের সময় অথবা যোহরের সময়ের কথা। তিনি বললেন, "আমি মনে করি না যে, এই সম্পদ যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান করার পূর্বে তা আমার জন্য বৈধ হবে। যখন আমি খিলাফতের দায়িত্ব নিই তখন তা আমার জন্য হারাম ছিলো না। পরে তা আমার কাছে আমানতস্বরূপ রয়েছে। তোমার জন্য আল্লাহর সম্পদ থেকে এক মাস খরচ করেছি; আর খরচ করবো না। তবে আমি তোমাকে আলিয়া[১১] তে আমার যে-সম্পদ রয়েছে তার মূল্য দিয়ে সাহায্য করবো। তুমি তার পুরোটা নিয়ে নাও এবং তোমার সম্প্রদায়ের কোনো একজন ব্যবসায়ী লোকের কাছে গিয়ে তার অংশীদার হও। সে কিছু ক্রয় করলে তুমি তাতে শরিক হও এবং (মুনাফা পেলে) তোমার পরিবারের জন্য খরচ করো।"

কন্যাকে ধমক দিয়ে বিদায় করলেন

[৪৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে কিছু সম্পদ নিয়ে আসা হলো। এই সংবাদ তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এসে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, এই সম্পদে আপনার নিকটাত্মীয়দের হক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই সম্পদ থেকে নিকটাত্মীয়দের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।" তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে কন্যা, আমার নিকটাত্মীয়দের হক রয়েছে আমার নিজের সম্পদে; আর এগুলো হলো মুসলমানদের খরচ মেটানোর জন্য। তুমি তোমার

[১০] নকি উপত্যকা : হিজাযে একটি উপত্যকা, যা মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—মুসলমানদের ঘোড়াগুলোর চারণভূমিরূপে নকী উপত্যকা সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। (দেখুন : তারিখুল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাহ, উমর বিন শিবাহ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫।)—অনুবাদক।

[১১] আলিয়া : আস-সাফরা উপত্যকা-এলাকার একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রাম। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

পিতাকে ধোঁকা দিচ্ছো আর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য কল্যাণকামনা করছো? যাও এখান থেকে।"তখন হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—তাঁর কাপড়ের আঁচল টানতে টানতে উঠে এলেন।'

উটের গোশত সবার আগে রাসূলের সহধর্মিণীদের কাছে পাঠালেন

[৪৮] আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, জাহরে[১২] একটি অন্ধ উটনী রয়েছে। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমরা তা কোনো-একটি পরিবারকে দিয়ে দেবো,যাতে তারা উপকৃত হতে পারে।" আমি বললাম, 'সেটি তো অন্ধ।' তিনি বললেন, "তারা উটের দ্বারা পাল লাগাবে।" আমি বললাম, 'কিন্তু জমিনে ঘাস খাবে কীভাবে?' তিনি বললেন, "এটি কি জিযিয়ার পশু, না সাদাকার পশু?" আমি বললাম, 'না; বরং জিযিয়ার পশু।' উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "তোমরা মনে হয় উটনীটাকে খেতে চাচ্ছো?" আমি বললাম, 'উটনীটির গায়ে জিযিয়ার চিহ্ন রয়েছে।' আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশে উটনীটি এনে জবাই করা হলো।

উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নয়টি পাত্র ছিলো। তাঁর কা[illegible] ফলমূল বা অন্যান্য সামগ্রী এলে তিনি ভাগ করে এসব পাত্রে রাখতেন এবং [illegible]। করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সর্বশেষ পাত্রটি পাঠাতেন তাঁর কন্যা হাফসার কাছে; শেষে যদি কিছুটা কম পড়তো সেটা হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভাগে ও অন্য লোকদের ভাগেই যেতো।' আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উটনীটির গোশত ওই নয়টি পাত্রে রাখলেন এবং সেগুলো নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গোশত অবশিষ্ট যা থাকলো তা তাঁর নির্দেশে পাকানো হলো এবং তিনি মুহাজির ও আনসারদের সবাইকে তাতে নিমন্ত্রণ করলেন।'

তিনটি কাজের জন্য ব্যাকুলতা

[৪৯] ইয়াহইয়া বিন জা'দাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যদি তিনটি বিষয় সম্ভব হতো তবে আমি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর ওপর অটল থাকতাম! যদি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে

[১২] জাহর : এই নামে ইয়ামানে তিনটি এলাকা রয়েছে।

সিজদায় আমার কপাল রেখে দিতে পারতাম! যদি এমন মজলিসে বসে থাকতে পারতাম যেখানে উত্তম ফল লাভের মতো কেবল উত্তম কথা পাওয়া যায়। অথবা যদি আজীবন আল্লাহর পথে চলতে পারতাম!"

দুর্ভিক্ষের সময় নিজের উপর ঘি নিষিদ্ধ করেছিলেন

[৫০] আনাস ইবনে মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেটে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগলো। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি (রুটির সঙ্গে) তেল খেতেন এবং সেই সময়টায় নিজের জন্য ঘি নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি তাঁর পেটে আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন এবং বললেন, "গুড়গুড় করতে থাকো। মানুষের অবস্থা সজীব হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার কাছে তোমার জন্য অন্য কিছু নেই।"

তাঁর জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে

[৫১] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ একটি স্বর্ণ-নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার জন্য? ফেরেশতারা বললো, কুরাইশের এক ব্যক্তির। হে ইবনুল খাত্তাব, তোমার আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ে জানা থাকাটাই আমাকে সেই প্রাসাদে প্রবেশ থেকে বিরত রেখেছিলো।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার ওপরও কি আমার আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করবো!"[১৩]

তাওয়াফের সময় তাঁর দোয়া

[৫২] হাবীব বিন সাহবান আল-কাহেলি বলেন, আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলাম। উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও তাওয়াফ করছিলেন। তিনি কেবল এই দোয়া পাঠ করছিলেন—

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব, আপনি দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"[১৪]

বর্ণনাকারী বলেন, 'এটা ছাড়া তাঁর কোনো কথা ছিলো না।'

[১৩] সহীহ বুখারি : ৭০২৪; আহমাদ :১২০৪৭
[১৪] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ২০১

যে-ইলম উপকার করে না তা ক্ষতি করে

[৫৩] ইবনে উয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "ইলম যদি তোমার কোনো উপকার না করে, তবে অবশ্যই তা তোমার ক্ষতি করবে।"

ধৈর্য উত্তম জীবনযাপনের চাবিকাঠি

[৫৪] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমরা ধৈর্যের দ্বারা উত্তম জীবনযাপনের সুখ পেয়েছি।"

অভাবহীনতার বোধই সচ্ছলতা

[৫৫] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খুতবায় বললেন, "অবশ্যই তোমরা জেনে রেখো, লোভই দরিদ্রতা; আর অভাবহীনতার বোধই সচ্ছলতা। মানুষ যখন কোনো বস্তু থেকে অভাবহীন বোধ করে তখন তার ওই বস্তুর কোনো প্রয়োজন থাকে না।"

মুখের ওপর প্রশংসা করা মানে তাকে জবাই করা

[৫৬] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রশংসা মানে জবাই করা।" (অর্থাৎ, কারও সামনে তার প্রশংসা করার অর্থ হলো তাকে জবাই করে ফেলা।)

ইবাদতগুযার বান্দাদের জন্য প্রশংসা অপ্রয়োজনীয় বিষয়

[৫৭] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রশংসা হলো আবেদদের জন্য গনিমত।" (এটা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় নয়।)

দুনিয়াকে ভাগাড়ের সঙ্গে তুলনা

[৫৮] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একবার ময়লার ভাগাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়ালেন। যেন তা তাঁর সঙ্গীদের জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে এবং তাঁরা পীড়া বোধ করেছেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন তাঁদের বললেন, "এটাই হলো তোমাদের দুনিয়া, যার প্রতি তোমরা লালায়িত।"

তিনি এই দোয়া পাঠ করতেন

[৫৯] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই দোয়া পড়তেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا

“হে আল্লাহ, আমার কাজকর্মকে নেক ও সৎ করুন এবং আপনার উদ্দেশে একনিষ্ঠ করুন; অন্য কারও জন্য তাতে কোনো অংশ নির্ধারণ করবেন না।”

তিনি এই দোয়া সবচেয়ে বেশি পাঠ করতেন

[৬০] আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সবচেয়ে বেশি যে-দোয়া পড়তে শুনতাম তা এই :

اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ, আমাদের সুস্থ রাখুন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন।”

নতুন জামা না নিয়ে রিফু-করা জামাটি নিলেন

[৬১] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে আইলাহ্[১৫] র বা আযরুআতে[১৬] র আমির বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শামে (সিরিয়ায়) এলেন। তিমি আমার কাছে তাঁর জামাটি রিফু করে দেওয়া ও ধুয়ে দেওয়ার জন্য পাঠালেন। তাঁর জামার পেছনের বসার জায়গাটি ফেড়ে গিয়েছিলো। আমি তাঁর জামাটি ধুয়ে দিলাম এবং রিফু করে দিলাম। তার জন্য নতুন একটি কুবতুরী[১৭] জামা সেলাই করে জামা দুটি তাঁর কাছে পাঠালাম। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে জামা দুটি নিয়ে আসার পর তিনি কুবতুরী জামাটি স্পর্শ করে বললেন, “এটা বেশ মসৃণ।” তারপর সেটা নিক্ষেপ করে নিজের জামাটি হাতে নিয়ে বললেন, “এটা ঘাম বেশি শোষণ করে থাকে।”

প্রতিবেশীকে না খাইয়ে নিজে তৃপ্ত হওয়া যায় না

[৬২] আবায়া বিন রিফাআ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে—বলতে

[১৫] দক্ষিণ জর্ডানে অবস্থিত একটি প্রাচীন ইসলামি শহর। জাযিরাতুল আরবের বাইরে এটিই প্রথম ইসলামি শহর। বর্তমান সময়ে আকাবা শহরটি এখানেই অবস্থিত।
[১৬] এটি সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট শহর। এরপরেই রয়েছে জর্ডানের রামসা শহরটি।
[১৭] কুবতুরী : সাদা কাতান কাপড়

শুনেছি, তিনি বলেছেন,

لا يشبع الرجل دون جاره

"কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশীকে ছাড়া তৃপ্ত হতে পারে না।" (অর্থাৎ, কোনো খাবার প্রতিবেশীকে না খাইয়ে নিজে তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে না।)

আল্লাহ তাআলা ক্ষমা না করলে ধ্বংস অনিবার্য

[৬৩] আবান ইবনে উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনে আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলছিলেন, "ধ্বংস আমার! ধ্বংস আমার মায়ের! যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা না করেন।" কথাগুলো তিনি তিন বার বললেন, তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এবং মাঝখানে অন্য কোনো কথা বললেন না।'

রাত জেগে যিকির ও নামায

[৬৪] হাসান বিন আবুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পর তাঁর একজন স্ত্রীকে উসমান বিন আবুল আস বিয়ে করলেন। তিনি বলেন, আমি সন্তান বা সম্পদের লোভে তাঁকে বিয়ে করিনি; বরং তাঁকে বিয়ে করেছি এ-কারণে যে, তিনি আমাকে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রাতের আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন। সুতরাং আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা কীরূপ নামায আদায় করতেন? তিনি বললেন, "তিনি এশার নামায আদায় করতেন। তারপর আমাদেরকে তাঁর শিয়রে পানির একটি পাত্র রাখার নির্দেশ দিতেন। রাতের বেলা আড়মোড়া ভাঙতেন এবং ওই পাত্র থেকে পানি নিয়ে চেহারা ও দুই হাত মুছতেন। তারপর আল্লাহর যিকিরে মশগুল হতেন। এভাবেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। তারপর আবার আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতেন এবং এভাবে তাঁর তাহাজ্জুদ পড়ার সময় এসে পড়তো।"

নিজের স্ত্রীকে সুগন্ধী মাখতে দিলেন না

[৬৫] সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বাহরাইন থেকে মিসক ও আম্বর সুগন্ধী এলো। তিনি বললেন, "যদি আমি এমন কোনো মহিলা পেতাম যে ভালো ওজন করতে পারে তবে এ সুগন্ধী মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম।" তখন তাঁর স্ত্রী আতিকা বিনতে যায়দ বিন

আমর বিন নুফাইল বললেন, আমি ভালো ওজন করতে পারি। ওগুলো দিন আমি ওজন করে দিই।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "না, তুমি ওজন করবে না।" আতিকা বললেন, "কেন?" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমার আশংকা হয় (সুগন্ধীর ওজন মাপতে গিয়ে তোমার হাতে কিছুটা লেগে যাবে এবং) তুমি তা নিয়ে নেবে এবং এভাবে ব্যবহার করবে।"—একথা বলে তিনি তাঁর দুই জুলফিতে আঙুল ঘষে দেখালেন।—"এবং তা তোমার গলায় ঘষবে; এভাবে আমার ভাগে অন্য মুসলমানদের চেয়ে বেশি পড়ে যাবে।"

কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর প্রতি মানুষকে অনুরক্ত করে

[৬৬] আবু নাদরাহ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আমাদেরকে আমাদের রবের প্রতি আগ্রহী করুন।" আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন কুরআন তেলাওয়াত করলেন। উপস্থিত লোকেরা বললেন, নামাযের সময় হয়েছে। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমরা কি নামাযে নই?"

আমল ও ইবাদতে বিলম্ব করা ঠিক নয়

[৬৭] মালেক বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সব কাজেই ধীরতা-স্থিরতা ভালো, তবে আখেরাতের কাজ ব্যতীত।" (অর্থাৎ, আমল ও ইবাদতে বিলম্ব করা ঠিক নয়।)

মিথ্যাবাদীর জন্য দোয়া

[৬৮] হারিস বিন সুওয়াইদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কুফার একজন ব্যক্তি আম্মার বিন ইয়াসার—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নালিশ জানালো। আম্মার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকটির উদ্দেশে বললেন, "যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ তোমার সম্পদ বাড়িয়ে দিন, তোমার সন্তান বাড়িয়ে দিন এবং তোমাকে মানুষের নেতা বা আমির বানান।"

খারাপ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার চেয়ে একাকী থাকা ভালো

[৬৯] ইসমাঈল বিন উমাইয়া বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "খারাপের সঙ্গে মেলামেশার চেয়ে নিঃসঙ্গতাতেই সুখ রয়েছে।"

মধুমিশ্রিত পানীয়ের মূল্য ভাতা থেকে কেটে নেওয়ার নির্দেশ

[৭০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু

Contents

আনহু-এর কাছে মধুমিশ্রিত পানীয় আনা হলো। তিনি তা চাখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাতে মধু ও পানি রয়েছে। তখন তিনি বললেন, "তোমরা আমার থেকে তার হিসাব নিয়ে নাও, তার খরচ শোধ করে নাও।"

কুরআন তেলাওয়াতের ফলে কান্নায় কণ্ঠরোধ হওয়া

[৭১] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তিলাওয়াতের জন্য কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ পাঠের সময় কোনো কোনো আয়াত পাঠের ফলে অশ্রু তাঁর কণ্ঠরোধ করে দিতো, ফলে তিনি বাড়িতেই অবস্থান করতেন। লোকেরা তাঁকে দেখতে যেতো এবং ভাবতো, তিনি অসুস্থ।"

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ

[৭২] আলা বিন আবদুল করীম তাঁর একজন সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা ইলম শিক্ষা করো এবং ইলমের জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা করো। যাদের তোমরা শিক্ষাদান করো তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হও এবং যারা তোমাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তারা যেনো তোমাদের প্রতি বিনয়ী হয়। তোমরা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আলেম হোয়ো না। আর তোমাদের মূর্খতার সঙ্গে যেনো তোমাদের জ্ঞানের মিশ্রণ না ঘটে।"

তওবাকারীদের হৃদয় কোমল থাকে

[৭৩] আউন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা তওবাকারীদের সাহচর্যে থাকো। কারণ, তাঁদের হৃদয় সবচেয়ে কোমল।"

ধন-সম্পদের স্বল্পতা কোনো ক্ষতি করতে পারে না

[৭৪] ইসমাঈল ইবনে আবি খুলদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা কিতাবের ধারক হও এবং জ্ঞানের ঝরনা হও। আল্লাহ তাআলার কাছে একদিন-একদিনের রিযিক প্রার্থনা করো। ধন-সম্পদের স্বল্পতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"

কিয়ামত আসার পূর্বেই নিজেদের হিসাব গ্রহণ করা উচিত

[৭৫] সাবিত বিন হাজ্জাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেরাই

Contents

নিজেদের হিসাব নাও। তোমাদের পরিমাপ করার পূর্বে নিজেরাই নিজেদের পরিমাপ করো। দুনিয়াতে নিজেদের হিসাব নেওয়া ও মহাসমাবেশের জন্য প্রস্তুত থাকার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য হিসাব সহজ হবে,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

"সেইদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।—[সূরা আল-হাক্কা, ৬৯ : আয়াত ১৮]"

কবরে গণ্ডদেশকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখার নির্দেশ

[৭৬] আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেন, আমার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "যখন আমাকে কবরে রাখবে, আমার গাল জমিনের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে; যাতে আমার গাল ও জমিনের মধ্যে কোনোকিছু না থাকে।"

কোনো মুসলমানকে অপমান করা পাপাচারের জন্য যথেষ্ট

[৭৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক কর্মচারীর কাছে একদল লোক এলো। তিনি আরবদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন এবং দাসশ্রেণির লোকদের বাইরে রাখলেন। এই সংবাদ উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছলো। তখন তিনি বললেন, "অপর মুসলমান ভাইকে অপমান করা কোনো মুসলমানের পাপাচারের জন্য যথেষ্ট।"

ঘি লঘুপাক করার নির্দেশ

[৭৮] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ফলে ঘিয়ের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেলো। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তরকারি হিসেবে তেল খেতেন, ফলে তাঁর পেটে গুড়গুড় শব্দ হতো। তিনি পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, "যতো ইচ্ছা গুড়গুড় করো, আল্লাহর কসম! যতোদিন লোকেরা ঘি খেতে পাবে না, ততোদিন তুমিও তা খেতে পাবে না।" তারপর বলেন, "তুমি আগুনে জ্বাল দিয়ে তা লঘুপাক করে দাও।" আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'আমি তাঁর জন্য খাবার পাকাতাম, তিনি তা খেতেন।'

অশিষ্ট ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন

[৭৯] বাশীর বিন আমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শামে (সিরিয়ায়) আসার পর তাঁকে অনারবি ঘোড়া দেওয়া

Contents

হলো। তিনি তাতে চড়ে বসলেন। কিন্তু ঘোড়াটি তাঁকে ঝাঁকি দিলো। তিনি নেমে পড়লেন এবং বললেন, "কে তোমাকে এটা শিখিয়েছে, আল্লাহর তার অমঙ্গল করুন।"

কান্নার কারণে চেহারায় দাগ

[৮০] আবদুল্লাহ বিন ঈসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারায় কান্নার কারণে কালো দুটি দাগ পড়ে গিয়েছিলো।"

দামি বেশভূষা ও ভোগবিলাস পরিহারের নির্দেশ

[৮১] আবু উসমান আন-নাহদি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা আযারবাইযানে আসার পর তাঁকে খাবিস[১৮] পরিবেশন করা হলো। তিনি আরও বড় দুই পাত্র খাবিস তৈরির নির্দেশ দিলেন। ফলে তাঁর জন্য দুই পাত্র খাবিস তৈরি করা হলো। তারপর পাত্র দুটিকে উটে চড়িয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলে তিনি তা চাখলেন এবং তাঁর কাছে উত্তম মিষ্টান্ন মনে হলো।

তিনি বললেন, "প্রত্যেক মুসলমানই কি ভ্রমণের সময় এমন মিষ্টান্ন খেয়ে তৃপ্ত হয়?" কর্মচারী বললো, না। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তাহলে এতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।" তিনি পাত্র দুটি ঢেকে দিলেন এবং ফিরিয়ে দিলেন। উতবাকে চিঠি লিখে জানালেন : "পর সমাচার, এটা তোমার বাবার অথবা তোমার মায়ের পরিশ্রমের ফল নয়। সুতরাং মুসলমানদেরকে সে-খাবারেই তৃপ্ত করো যে-খাবারে তুমি সফরে তৃপ্ত হও। অনারবদের বেশ-ভূষা ও ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকো এবং মা'দ বিন আদনানের[১৯] অনুসরণ করো।"

মোটা রুটি ও তেল মুসলমানদের খাবার

[৮২] যায়দ বিন ওয়াহাব হুযাইফা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলাম। দেখলাম লোকদের সামনে বড় বড় পাত্র। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি মোটা রুটি ও তেল আনতে বললেন।

---

[১৮] খেজুর ও মধুর মিশ্রণে তৈরি একপ্রকার মিষ্টান্ন

[১৯] عليكم بالمعدية : اقتدوا بمعد بن عدنان والبسوا الخشن من الثياب، وامشوا حفاة فهو حثٌّ على التواضع ونهيٌ عن الإفراط في الترفه والتنعم

এই হাদিসে المعدية। দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা মা'দ বিন আদনানের অনুসরণ করো : মোটা কাপড় পরিধান করো, খালি পায়ে হাঁটো। কারণ, তা বিনয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং ভোগ-বিলাসে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখে।

Contents

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে রুটি ও গোশত খেতে নিষেধ করছেন এবং এই খাবার খেতে ডেকেছেন? উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "আমি তোমাকে খাবার খেতে ডেকেছি এবং এটাই মুসলমানদের খাবার।"

জাহান্নামের ভীতি

[৮৩] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে বললেন, "আপনি আমাদের এমন কিছু কথা শোনান যাতে আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।" আমি তখন বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনাদের কাছে কি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ বিদ্যমান নয়?" তিনি বললেন, "অবশ্যই আছে। তারপরও, হে কা'ব, আপনি আমাদের কিছু কথা শোনান যাতে আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি এমন ব্যক্তির মতো আমল করুন, যদি আপনি সত্তর জন নবীর আমলের সমপরিমাণ আমল নিয়েও কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে চান, তারপরও যেনো তা আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।"

এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথা নিচু করে ফেললেন, তারপর পুরোপুরি মাথা উঠালেন। ধীরস্থির হয়ে বললেন, "হে কা'ব, আরও বলুন।" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, যদি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে কোনো ষাঁড়ের নাকের ছিদ্র পরিমাণ জাহান্নাম খুলে দেওয়া হয়, তবে তার তাপে পশ্চিমপ্রান্তের কোনো ব্যক্তির মগজ গলে গিয়ে বইতে শুরু করবে।" এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথা নিচু করে ফেললেন, তারপর পুরোপুরি মাথা উঠিয়ে ধীরস্থির হয়ে বললেন, "হে কা'বা, আরও বলুন।" আমি বললাম,

"হে আমিরুল মুমিনীন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম এমনভাবে গর্জন করবে যে, প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা ও প্রত্যেক মনোনীত নবী নতজানু হয়ে লুটিয়ে পড়বেন এবং বলতে থাকবেন, হে আমার রব, নাফসি! নাফসি! আজ আপনার কাছে কেবল আমার নিজের পরিত্রাণের প্রার্থনা করছি।" এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথা নিচু করে ফেললেন। আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, এ-কথা কি আপনারা আল্লাহর কিতাবে পাননি?" তিনি বললেন, "কীভাবে?" আমি বললাম, "আল্লাহ তাআলার এই বাণী :

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ

“স্মরণ করো সেই দিনকে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ জুলুম করা হবে না।”[২০]

তওবা করার পদ্ধতি

[৮৪] ইয়াযিদ বিন আসাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক লোককে এ-কথা বলতে শুনলেন : أَسْتَغْفِرُ اللَّـهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ অর্থাৎ, “আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করি এবং তাঁর কাছে তওবা করি।” তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “আফসোস তোমার জন্য, তুমি এর সঙ্গে তার পরের অংশ মিলিয়ে নাও এবং বলো : فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ অর্থাৎ, “আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন।””

তালিযুক্ত কাপড় পরিধান

[৮৫] আবু উসমান উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ওই অবস্থায় দেখেছেন যে, “তিনি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জামরায় পাথর নিক্ষেপ করছিলেন, তখন তাঁর গায়ে চামড়ার তালি লাগানো একটি কাপড় ছিলো।”

আল্লাহর যিকির অন্তরের চিকিৎসা

[৮৬] আ'মাশ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর যিকির করো; কারণ, তা তোমাদের অন্তরের জন্য চিকিৎসা। আর তোমরা মানুষের গুণগান গাওয়া থেকে বিরত থাকো; কারণ, তা অন্তরের ব্যাধি।”

অনর্থক কিচ্ছা-কাহিনি বলতে বারণ

[৮৭] আবু সালেহ আল-গিফারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একজন লোক এলো এবং বললো, “আমার সম্প্রদায় আমাকে এগিয়ে দিয়েছে, তাই আমি তাদের নামায পড়িয়েছি। তারপর তারা আমাকে গল্পকাহিনি বলার নির্দেশ দিয়েছে। আমি তা-ই করেছি।” উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “তুমি তাদের নামায পড়াও; কিন্তু কিচ্ছা-কাহিনি বোলো না।”

[২০] সূরা নাহল, ১৬ : আয়াত ১১১

Contents

লোকটি একই কথা তিন বার বা চার বার বললো। অবশেষে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, "তুমি তাদের কাহিনি শোনাবে না। কারণ, আমি আশংকা করি যে, তুমি নিজেকে বড় মর্যাদাবান মনে করবে, ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পাকড়াও করবেন।"

রাতের ঘুম বিঘ্ন ঘটায় ইবাদতে এবং দিনের ঘুম কর্তব্যে

[৮৮] মুআবিয়া বিন খুদাইজ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমর ইবনুল আস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের সংবাদ দিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠালেন। দুপুরের দিকে আমি মদিনায় পৌঁছলাম এবং আমার বাহন মসজিদের ফটকের সঙ্গে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহ থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। সে আমাকে সফরের পোশাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে চলে গেলো। (তারপর আবার এসে) বললো, "আমিরুল মুমিনীন আপনাকে ডাকছেন" মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ গৃহের ভেতরে প্রবেশ করে সংবাদ জানালেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এই মেয়ে, ঘরে কি কোনো খাবার আছে?"

সে রুটি ও তেল নিয়ে এলো। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি খাও।" মুআবিয়া বিন খুদাইজ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "আমি লজ্জার সঙ্গে তা খেতে থাকলাম।" তিনি বললেন, "তুমি খাও, মুসাফির তো খাবার খেতে পছন্দ করে।" তারপর বললেন, "এই মেয়ে, খেজুর আছে কি?" মেয়েটি একটি পাত্রে খেজুর নিয়ে এলো। তিনি বললেন, "খাও।" আমি লজ্জার সঙ্গে তা খেলাম। তারপর তিনি বললেন, "হে মুআবিয়া, মসজিদে প্রবেশ করে তুমি কী ভাবছিলে?" আমি বললাম, "ভাবছিলাম, আমিরুল মুমিনীন এখন দিবানিদ্রায় আছেন।" আমার কথা শুনে তিনি বললেন, "তুমি যা ভেবেছো তা কতই না নিন্দনীয়! যদি আমি দিনের বেলা ঘুমাই তবে আমার দায়িত্ব-কর্তব্যকে অবহেলা করবো আর যদি রাতের বেলা ঘুমাই তবে আমি (আমল-ইবাদত না করার কারণে) নিজেকেই বিনষ্ট করবো। এ দুটি কারণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি কীভাবে ঘুমাতে পারি, হে মুআবিয়া?"

দুনিয়াবিমুখতা উত্তম আমল

[৮৯] সুফয়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশে চিঠি লিখলেন: "নিশ্চয় তুমি দুনিয়াবিমুখতার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু দ্বারা আখেরাতের

জন্য আমল করতে পারবে না। তুমি অবশ্যই চারিত্রিক তারল্য ও নিকৃষ্টতা থেকে দূরে থাকবে।”

উত্তম সঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাকুলতা

[৯০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা তাঁর এক সঙ্গীর কথা উল্লেখ করতেন এবং বলতেন রাতটি কতই-না লম্বা! ফজরের নামায পড়ার পরপরই তিনি ওই সঙ্গীর কাছে ছুটে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন অথবা তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করতেন।”

ভুসিযুক্ত আটা দিয়ে রুটি তৈরির নির্দেশ

[৯১]আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন,উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমার জন্য যেনো আটা চালা না হয়। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চালাহীন (ভুসিযুক্ত) আটা খেতে দেখেছি।”

তাঁর নেতৃত্বের আলামত

[৯২] আবু উবায়দুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর যুগে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একবার ঘোড়া ছোটালেন। হঠাৎ আলখাল্লার নিচ থেকে তাঁর উরু বেরিয়ে পড়লো। নাজরানের অধিবাসীদের এক ব্যক্তি তাঁর উরুতে একটি তিল দেখতে পেলো। বললো, “আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি যে, এই লোকই আমাদের ভিটে-মাটি ছাড়া করবে।”

যখন যা মন চায় তখন সেটাই খাওয়া অপচয়

[৯৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর কাছে গেলেন এবং তার কাছে গোশত দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলো, “এই গোশত কিসের জন্য?” আবদুল্লাহ বললেন, “আমার গোশত খেতে মন চেয়েছে।” উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “তোমার যখন যা মন চায় তখনই কি সেটা খাও? কোনো ব্যক্তির পক্ষে অপচয়ের জন্য এ-বিষয়টাই যথেষ্ট যে, তার যখন যা মন চায় তখনই সে ওটা খায়।”

টক দুধ খেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা

[৯৪] হানাশ বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—

রাদিয়াল্লাহু আনহু—কখনোই কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না। একবার তাঁর গোলাম ইয়ারফা বা আসলাম বললেন, "আমি তাঁর জন্য এমন খাবার তৈরি করবো যাতে তিনি দোষ ধরতে বাধ্য হন।" সুতরাং তিনি টক দুধ তৈরি করলেন এবং উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সামনে পরিবেশন করলেন। তিনি তা হাতে নিলেন এবং কিছুটা ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। তারপর বললেন, "আল্লাহ তাআলার এই রিযিক কতই-না উত্তম।"

যখন যা মন চায় তখন সেটাই খরিদ করা অপচয়

[৯৫] আল-আ'মাশ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার জাবের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—গোশত ঝুলিয়ে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী হে জাবের?" জাবের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এটা গোশত, খেতে মন চেয়েছে তাই খরিদ করেছি।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "যখনই তোমার কোনোকিছু মন চায় তুমি কি তা খরিদ করো? তুমি কি এই আয়াতে বর্ণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে ভয় করো না? :

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

"তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো উপভোগও করেছো।"[২১]

বারোটি তালিযুক্ত জামা

[৯৬] যাকারিয়া বিন মাযিন আয-যুহলি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মাযিন বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছেন। তিনি বলেন, "আমার ভাই জারুদের সঙ্গে নিহত হলো। আমরা মৃতদেহগুলো উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠালাম। আমি উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গায়ে একটি তালিযুক্ত চাদর দেখলাম। গুনে দেখেছি তাতে বারোটি তালি রয়েছে।"

পরিধানের জন্য একটিমাত্র কাপড়

[৯৭] কাতাদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জুমার দিন মসজিদে আসতে অন্য লোকদের চেয়ে বেশি দেরি করলেন। তিনি সবার কাছে কৈফিয়ত দিলেন যেনো বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেখা হয়।

[২১] সূরা আহকাফ, ৪৬ : আয়াত ২০

বললেন, "এই কাপড় ধৌত করার কারণে আমার বিলম্ব হয়েছে। কাপড়টি ধুয়ে দেওয়া হয়েছিলো; কিন্তু এটি ছাড়া আমার আর কোনো কাপড় ছিলো না।"

নামায তরককারীর জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই

[৯৮] মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'সুবহে সাদিক হওয়ার পর আমি ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলাম, তাঁকে বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, নামাযের সময় হয়েছে।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যে-ব্যক্তি নামায তরক করে ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।" তিনি নামায আদায় করলেন এই অবস্থায় যে, তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিলো।'

জামার আস্তিন কাটার জন্য ছুরি আনতে বললেন

[৯৯] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উতবার বিন ফারকাদের গায়ে একটি জামা দেখলেন, যার আস্তিন বেশ লম্বা। তখন তিনি ওই জামার আঙুলের সামনের অংশটুকু কেটে ফেলার জন্য ছুরি আনতে বললেন। উতবা তখন বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে যে, আপনি এভাবে আমার জামার আস্তিন কেটে দেবেন; বরং আমি নিজেই তা কেটে ফেলবো।" এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে ছেড়ে দিলেন।'

বারোটি তালিযুক্ত জামা গায়ে দিয়ে খুতবা প্রদান

[১০০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন মুসলিম জগতের খলিফা। তিনি মসজিদে লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। তখন তাঁর গায়ে যে-চাদর ছিলো তাতে বারোটি তালি ছিলো।"

দুনিয়াবি দায়িত্ব থেকে মুক্তি কামনা

[১০১] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, "আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা অনেক শহর নির্মাণ করেছেন, আপনার দ্বারা অনেক বিজয় নিশ্চিত করেছেন এবং আপনার দ্বারা যা-ইচ্ছা তা-ই করিয়ে নিয়েছেন।" আমার কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি এর থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। তাহলে প্রতিদানও থাকতো না, গুনাহও থাকতো না।"

Contents

কষ্টের জীবনযাপনে প্রতিদান রয়েছে

[১০২] মুসআব বিন সা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হাফসা বিনতে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর পিতাকে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, যদি আপনি এখন যে-পোশাক পরছেন তার চেয়ে ভালো পোশাক পরতেন এবং এখন যে-খাবার খাচ্ছেন তার চেয়ে ভালো খাবার খেতেন! কারণ, আল্লাহ তাআলা রিযিকে সচ্ছলতা দিয়েছেন এবং অনেক উত্তম বস্তু দান করেছেন।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি তোমার সঙ্গে কিছুটা বোঝাপড়া করতে চাই। তোমার কি মনে পড়ে না যে, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—কী কঠিন জীবনযাপন করেছেন?"

তারপর তিনি রাসূলের জীবনের কষ্টগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন এবং অবশেষে হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে কাঁদিয়ে ছাড়লেন। বললেন, "আমি তোমাকে এসব কথা বলেছি এই জন্য যে, আল্লাহর কসম! যদি আমি তাঁদের দুজনের (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু) সঙ্গে কষ্টের জীবনযাপনে শরিক হতে পারি তাহলে আশা করা যায় তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনেও তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারবো।"

আল্লাহ তাআলা ক্ষমা না করলে ধ্বংস অনিবার্য

[১০৩] উসমান বিন আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বর্শা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে উঠাতে গেলাম। তিনি বললেন, "আমাকে ছাড়ুন! ধ্বংস আমার ও ধ্বংস আমার মায়ের যদি আমাকে ক্ষমা করা না হয়! ধ্বংস আমার ও ধ্বংস আমার মায়ের যদি আমাকে ক্ষমা করা না হয়!"

সাধারণ খাদ্য পাঠানোর নির্দেশ

[১০৪] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন সিরিয়ায় এলেন, একজন সমাজপতি তাঁর জন্য ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন। তারপর তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে এলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "তোমাদের যার যার ইচ্ছা তাঁর নিমন্ত্রণে যেতে পারো।" ওই সমাজপতিকে বললেন, "তুমি আমার জন্য দুটি রুটি ও যে-কোনো এক প্রকার খাদ্য পাঠিয়ে দাও।" তিনি খাবার পাঠিয়ে দিলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন তাঁর একটি উটকে লাদি ও আলকাতরা দ্বারা অনুশীলন করাচ্ছিলেন।

Contents

খাবার এলে তিনি দুই হাত মাটিতে ঘষে নিলেন, তারপর হাত ঝাড়া দিলেন এবং ওই খাবার খেলেন।'

আল্লাহর কিতাবকে চোখের সামনে আয়নার মতো রাখা

[১০৫] ইবনে গানাম বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, কিয়ামতের দিন আসমানের বিচারকের সামনে দুনিয়ার বিচারকের ধ্বংস রয়েছে; তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, সত্যের পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন; স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, মনোবাসনা চরিতার্থ বা ভয়ের কারণে কোনো ফয়সালা দেননি এবং আল্লাহ তাআলার কিতাবকে দুই চোখের সামনে আয়নার মতো রেখেছেন।"

প্রকৃত আল্লাহভীতির নামই দীন

[১০৬] ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারী—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "রাতের শেষভাগে গুঞ্জরন সৃষ্টি করার নাম দীন নয়; বরং প্রকৃত আল্লাহভীতির নামই দীন।"

ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার উপদেশ

[১০৭] খালফ বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি দুনিয়ার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছি : যদি আমি দুনিয়া পেতে চাই তবে আখেরাত বিনষ্ট হয় আর যদি আখেরাত চাই তবে দুনিয়া বিনষ্ট হয়। বিষয়টা যখন এমনই, তখন তোমরা ক্ষণস্থায়ী বিষয়গুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ কোরো না।"

মানুষের সচ্ছলতার জন্য ব্যাকুলতা

[১০৮] আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ বিন সায়িব বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি বাহনে চড়লেন। তিনি দেখলেন যে, তা মলের সঙ্গে যব ত্যাগ করছে। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "জন্তু-জানোয়ার এভাবে খায় অথচ মুসলমানরা জীর্ণশীর্ণ হয়ে মারা যাচ্ছে। মানুষের সচ্ছলতা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি বাহনে চড়বো না।"

Contents

উসমান ইবনে আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

আমলকারী প্রতিটি আমলের প্রতিদান পাবে

[১০৯] হাম্মাদ বিন যায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উসমান বিন আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "কোনো আমলকারী যে-কোনো আমলই করুক না কেন, আল্লাহ তাআলা তাকে ওই আমলের চাদর পরিয়ে দেবেন।"

লজ্জাশীলতার কারণে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন না

[১১০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—উসমান বিন আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লজ্জাশীলতার তীব্রতার কথা উল্লেখ করে বলেন, "তিনি যখন ঘরে থাকতেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ থাকতো, তখনো তিনি গোসল করার জন্য শরীর থেকে কাপড় সরাতেন না। লজ্জাশীলতাই তাঁকে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে বাধা দিতো।"

গৌরব প্রকাশার্থে ভোজের আয়োজন নিন্দনীয়

[১১১] হুমাইদ বিন নুআঈম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর ও উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হলো। তাঁরা বের হওয়ার পর উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আমরা এমন এক ভোজে শরিক হতে যাচ্ছি, যাতে শরিক না হলেই আমাদের জন্য ভালো হতো।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?" উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি আশংকা করছি যে, গৌরব প্রকাশের জন্য ওই ভোজের আয়োজন করা হয়েছে।"

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাউকে ঘুম থেকে জাগাতেন না

[১১২] যুবাইর বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার দাদা আমার কাছে

বর্ণনা করেছেন যে, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা তাঁর পরিবারের কাউকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জাগাতেন না। তবে কাউকে জাগ্রত পেলে তাঁকে ডেকে ওজুর পানি আনতে বলতেন। তা ছাড়া তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন।"

তাঁর সুপারিশে অসংখ্য ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে

[১১৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي مَا هُوَ مِنْ بَيْتِي أَكْثَرُ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমার উম্মতের একজন ব্যক্তির সুপারিশে জাহান্নাম থেকে রাবীআ ও মুদার গোত্রের লোকদের চেয়েও বেশি লোক মুক্তি পাবে। তবে ওই ব্যক্তি আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২২]

হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন যে এখানে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হলে উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অথবা উওয়াইস আল-কারনী।"

মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও খচ্চরের ওপর চড়েছেন

[১১৪] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হামদানি আমাকে জানিয়েছেন যে, "তিনি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খচ্চরের পিঠে দেখতে পেলেন। তাঁর পেছনে খচ্চরের ওপর তাঁর গোলাম নায়িলও রয়েছেন। অথচ তখন তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা।"

কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা গোটা রাতকে সজীব রাখতেন

[১১৫] ইবনে সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শহীদ হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী বলেছেন, "তোমরা তাকে হত্যা করলে, অথচ তিনি এক রাকাতে কুরআন তেলওয়াতের দ্বারা গোটা রাতকে সজীব রাখতেন।" (এক রাকাতেই গোটা রাত পার করে দিতেন।)

[২২] এটি মুরসাল বর্ণনা হলেও এর সমার্থক আরও অনেক সহীহ বর্ণনা হাদীসে এসেছে। কোনো কোনো বর্ণনাতে বনু তামীমের কথাও আছে। বিস্তারিত দেখুন : তিরমিজি: ২৪৩৮, ইবনে মাজাহ: ৪৩১৬, মুসনাদে আহমাদ-১৫৮৫৮। (সম্পাদক)

আমিরুল মুমিনীন হয়েও কোনো পাহারাদার রাখেননি

[১১৬] জাফর বিন বুরকান হামদানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর আশেপাশে কেউ-ই ছিলো না। (কোনো পাহারাদার ছিলো না।) অথচ তখন তিনি আমিরুল মুমিনীন।"

ঘুমের পর পার্শ্বদেশে কঙ্করের দাগ লেগে থাকতো

[১১৭] ইউনুস বিন উবাইদ বলেন, হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ-কে যাঁরা মসজিদে দ্বিপ্রহরে ঘুমাতেন তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দ্বিপ্রহরে মসজিদে ঘুমাতে দেখেছি। অথচ তখন তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা। তিনি যখন দাঁড়াতেন তাঁর পার্শ্বদেশে কঙ্করের দাগ দেখা যেতো। অন্যরা বলাবলি করতেন, "ইনি হলেন আমিরুল মুমিনীন, ইনি হলেন আমিরুল মুমিনীন।"

নিজেই ওজুর পানি এনে ওজু করতেন

[১১৮] আবদুল্লাহ বিন আর-রুমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা জাগতেন এবং নিজেই ওজুর পানি নিয়ে ওজু করতেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলতেন, আপনি কি খাদেমদের নির্দেশ দিতে পারেন না তারা এসে আপনাকে ওজুর পানি দিয়ে যাবে? তিনি বলতেন, না, বিশ্রাম করার জন্য তাদের ঘুমের অধিকার রয়েছে।"

তাঁর হত্যাকারীদের কারও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি

[১১৯] আমরাতা বিন কায়স আল-আদাবিয়্যাহ বলেন, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যে-বছর শহীদ হলেন সেই বছর আমি আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে মক্কার উদ্দেশে বের হলাম। মদিনার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা কুরআনের সেই কপিটি দেখলাম যা তাঁর কোলে থাকা অবস্থায় তিনি শাহাদাতবরণ করেছিলেন। তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটাটি ঝরে পড়েছিলো এই আয়াতের ওপর :

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّـهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২৩]

[২৩] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ১৩৭।

আমরাতা বলেন, "যারা উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করেছিলো তাদের কেউই স্বভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেনি।"

তাঁর কোনো অপরাধ ছিলো না

[১২০] আবু সালেহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আল্লাহ তাআলা উসমান বিন আফ্ফানকে রহম করুন। তিনি এমন কোনো অপরাধ করেননি যার জন্য তাকে হত্যা করা যেতে পারে।"

স্বপ্নে শহীদ হওয়ার সুসংবাদ

[১২১] আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "উসমান বিন আফ্ফানকে তাঁর গৃহে চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তিনি আমাকে বলেন, সাহরির সময় (সুবহে সাদিকের আগে) আপনি আমাকে ডেকে দেবেন। সাহরির সময় আমি তাঁর কাছে এলাম এবং বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন, সাহরির সময় হয়েছে। তিনি তখন তাঁর চেহারা মুছলেন এবং বললেন, 'ইয়া সুবহানাল্লাহ! হে আবু হুরায়রাহ, আপনি তো আমার স্বপ্ন ভেঙে দিলেন। আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, আগামীকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।' সে-দিনই তিনি শহীদ হলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।"

পবিত্র হৃদয় আল্লাহর কালাম পাঠে ক্লান্ত হয় না

[১২২] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের অন্তর যদি পবিত্র হয় তবে আল্লাহ তাআলার কালাম পাঠে তোমাদের কখনো পরিতৃপ্তি আসবে না।" (অর্থাৎ, তেলাওয়াতের তৃষ্ণা তোমাদের থেকেই যাবে।)

কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে দর্শন

[১২৩] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি চাই না আমার ওপর এমন কোনো দিন বা রাত আসুক যাতে আমি আল্লাহর দর্শন লাভ করি না।" সুফিয়ান বলেন, "তিনি কুরআন তেলাওয়াত বুঝিয়েছেন।"

তিনি ছিলেন সবচেয়ে আল্লাহভীরু

[১২৪] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে (বাইআত হওয়ার জন্য) সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তখন বললেন, আমার কাছে আসতে কোন জিনিস তোমাকে দেরি করালো? উসমানের ভালোবাসা? হ্যাঁ, এখন তো তুমি অবশ্যই বলতে পারো যে, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতেন এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু ছিলেন।"

নিরাপদ রাখার প্রার্থনা

[১২৫] খালিদ আর-রাবায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি বিভিন্ন কিতাবে পেয়েছি যে, উসমান বিন আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কিয়ামতের দিন বলবেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে নিরাপদ রাখুন, আপনার মুমিন বান্দারা আমাকে হত্যা করেছে।"

নিজে সিরকা ও তেল খেতেন

[১২৬] শুরাহবিল বিন মুসলিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উসমান বিন আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মানুষকে রাজকীয় খাবার খাওয়াতেন; কিন্তু তিনি নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতেন এবং (তরকারি হিসেবে) সিরকা ও তেল খেতেন।"

কবর সবচেয়ে কঠিন মনযিল

[১২৭] উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত হানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, কেঁদে ফেলতেন, এমনকি তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি যখন জান্নাতের (ও জাহান্নামের) কথা স্মরণ করেন তখন কাঁদেন না, অথচ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন? (এর কারণ কী?) তিনি জবাবে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি :

الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْزِلًا إِلَّا وَرَأَيْتُ الْقَبْرَ أَفْظَعَ مِنْهُ.

"আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম মনযিল, যদি কেউ তা

থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, পরের মনযিলগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যায়; আর যদি তা থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের মনযিলগুলো আরও কঠিন হয়ে পড়ে।”[২৪]

তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এটাও বলেছেন, “আমি কবর ঘরের চেয়ে বেশি জঘন্য অন্য কোনো ঘর দেখিনি।”

তিনি আরও বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—কোনো মৃতদেহকে দাফন করা থেকে অবসর হওয়ার পর বলতেন :

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তার জন্য ইসতিকামাতের (দৃঢ়পদ থাকার) দোয়া করো। কারণ, এখন সে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হবে।”[২৫]

ছাই হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[১২৮] আবদুল্লাহ আর-রুমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার কাছে পৌঁছেছে যে, উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, হায়! যদি আমি না জানতাম যে আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনো একটার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, তবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনটা আমার জন্য শেষ আশ্রয়স্থল হবে তা নিশ্চিত জানার আগেই ছাই হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতাম।”

আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের আনুগত্যের নির্দেশ

[১২৯] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখার সময় বললাম, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য তাদের হত্যা করা বৈধ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, “না, আল্লাহর কসম! আমি তাদের কিছুতেই হত্যা করবো না।” ফলে অবরোধকারীরা ঘরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে হত্যা করে। সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবদুল্লাহ বিন যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর বাড়িতে আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি বলেছেন, “আমার আনুগত্য করা যাদের জন্য আবশ্যক ছিলো তারা যেনো আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের আনুগত্য করে।”

[২৪] ইবনে মাজাহ : ৪২৬৭, মুসনাদে আহমাদ : ৪৫৪, সনদ সহীহ। (সম্পাদক)
[২৫] আবু দাউদ : ৩২২১, মুসনাদুল বাযযার : ৪৪৫, মুসতাদরাকে হাকেম : ১৩৭২

Contents

দিবসে রোযা রাখতেন ও রাতে নামায পড়তেন

[১৩০] যুবাইর বিন আবদুল্লাহ তাঁর দাদি বা নানি থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর নাম ছিলো যুহাইমাহ, তিনি বলেন, "উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দিবসে রোযা রাখতেন এবং রাতের শুরুর অংশ বাদে গোটা রাত নামায পড়তেন।"

দাওয়াতে যাওয়া ও বরকতের জন্য দোয়া করা পছন্দ করতেন

[১৩১] আবু উসমান থেকে বর্ণিত, মুগীরা বিন শুবা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গোলাম বিয়ে করলেন। তিনি তাঁকে উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁকে দাওয়াত দিতে পাঠালেন। তিনি তখন আমিরুল মুমিনীন। গোলাম তাঁর কাছে এলে বললেন, "আমি তো রোযা রেখেছি। তবে আমি দাওয়াতে যেতে পছন্দ করি এবং বরকতের জন্য দোয়া করি।"

খারাপ কাজ থেকে বেঁচে যাওয়ার ফলে গোলাম আযাদ করে দিলেন

[১৩২] সুলাইমান বিন মুসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উসমান বিন আফ্ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে একটি গোত্রের নিকট যেতে অনুরোধ জানানো হলো। ওই গোত্র একটি নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত ছিলো। তিনি তাদের কাছে এলেন এবং তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে দেখলেন। খারাপ কাজটিও দেখলেন। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন; কারণ, তাঁকে তাদের মুখোমুখি হতে হয়নি। তারপর একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন।"

Contents

আলী বিন আবু তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

পরিচয় গোপন রেখে জামা ক্রয়

[১৩৩] আবু মাতার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম তিনি লুঙ্গি-পরিহিত, গায়ে চাদর জড়ানো এবং সঙ্গে একটি বর্শা। যেনো তিনি গ্রাম্য বেদুইন। এই বেশে তিনি সুতি কাপড়ের বাজারে (দারে ফুরাত) পৌঁছলেন। তিনি একটি জামার দাম তিন দিরহাম বললেন। কিন্তু লোকটি তাঁকে চিনে ফেলায় তিনি তাঁর থেকে কিছু কিনলেন না। তারপর আরেক জন দোকানির কাছে এলেন। সেও তাঁকে চিনে ফেলায় তিনি তার থেকেও কিছু কিনলেন না। তারপর তিনি একজন কিশোর দোকানির কাছে এলেন এবং তার থেকে তিন দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনলেন।

কিশোরটির বাবা দোকানে এলে কোনো লোক তাকে জানালো (যে, তার ছেলে আমীরুল মুমিনীনের কাছে তিন দিরহামে একটি জামা বিক্রি করেছে। অথচ সে তা দুই দিরহামে বিক্রি করতো)। ফলে কিশোরটির বাবা একটি দিরহাম নিয়ে আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন, এই দিরহামটি নিন। তিনি বললেন, "এটা কিসের দিরহাম?" লোকটি বললো, "আপনি যে-জামাটি ক্রয় করেছেন তার দাম দুই দিরহাম।" তখন তিনি বললেন, "সে আমার কাছে জামাটি আমার সম্মতিতে বিক্রি করেছে এবং তার সম্মতিতে জামাটির মূল্য গ্রহণ করেছে।" (তাই তিনি দিরহামটি নিলেন না।)

দশ জনের নয় জনই সত্য অস্বীকার করবে

[১৩৪] আওফা বিন দালহাম আল-আদাভী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার কাছে আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, "তোমরা ইলম অর্জন করো, তার দ্বারা তোমরা পরিচিত হবে। ইলম অনুযায়ী আমল

করো, তাহলে 'আহলে ইলম'গণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে যখন দশ জনের মধ্যে নয় জনই সত্য অস্বীকার করবে। যারা দুনিয়া বিমুখ থাকবে কেবল তারাই বেঁচে যাবে। তারাই হলো হেদায়েতের ইমাম এবং ইলমের আলোকবর্তিকা।"

অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা

[১৩৫] মুহাজির আল-আমিরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি তো তোমাদের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের আশংকা করি : অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য থেকে বিরত রাখে। আরে সাবধান! দুনিয়া তো পশ্চাদ্‌গামী আর আখেরাত আগমনকারী। আর দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই দাস রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখেরাতের দাস হও; দুনিয়ার দাস হোয়ো না। আজ আমল আছে, কিন্তু হিসাব নেই। আগামীকাল (আখেরাতে) হিসাব থাকবে, কিন্তু আমল থাকবে না।"

পরনের চাদর বিক্রি

[১৩৬] আবু বাহর—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁদের শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরনে একটি মোটা চাদর দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "আমি এটি পাঁচ দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছি। কেউ যদি আমাকে এক দিরহাম বাড়িয়ে দেয় তবে আমি তা তার কাছে বিক্রি করবো।" বর্ণনাকারী শায়খ বলেন, আমি তাঁর কাছে কিছু খুচরা দিরহাম দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "আমরা ইয়ানবু থেকে যে-ভাতা পাই তা থেকে এগুলো উদ্বৃত্ত হয়েছে।"

বাইতুল মাল ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করার নির্দেশ

[১৩৭] মুজাম্মাআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কখনো বাইতুল মাল ঝাড় দিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিতেন। তারপর তাতে এই আশায় নামায পড়তেন যে, কিয়ামতের দিন বাইতুল মাল তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, তিনি মুসলমানদের না দিয়ে তাতে মাল আটকে রাখেননি।"

আধা দিরহাম দিয়ে গোশত ক্রয়

[১৩৮] আলী বিন রাবীআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুজন স্ত্রী ছিলো। প্রথম জনের পালার দিন এলে আধা দিরহাম দিয়ে গোশত

খরিদ করতেন এবং দ্বিতীয় জনের পালার দিন এলে বাকি আধা দিরহাম দিয়ে গোশত খরিদ করতেন।”

জাহান্নামের দরজার বর্ণনা

[১৩৯] হিত্তান বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা কি জানো জাহান্নামের দরজা কেমন হবে?” বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, এসব দরজার মতো হবে। তিনি বললেন, “না; বরং তা এ রকম হবে।” এই কথা বলে তিনি তাঁর হাত উপরের দিকে উঠালেন এবং প্রসারিত করলেন। আর আবু উমর তাঁর হাত আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতের ওপর উঁচু করলেন।

নিজ হাতে উটকে খাওয়াচ্ছিলেন

[১৪০] আবু মুলাইকাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে খবর পাঠালেন। তিনি তাঁকে একটি আলখাল্লা পরিহিত দেখলেন আর তাঁর মাথায় একটি মস্তকবন্ধনী বাঁধা। তিনি তখন তাঁর একটি উটকে খাওয়াচ্ছিলেন।”

তালিযুক্ত জামার পরিধানে অন্তর বিনম্র থাকে

[১৪১] উমর বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন আপনি জামায় তালি লাগান? তিনি বললেন, “তাতে অন্তর বিনম্র হয় এবং মুমিনরা তা অনুসরণ করে।”

সাদাসিধে জীবনের নমুনা

[১৪২] আদি বিন সাবেত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফালুজা (আটা, পানি ও মধু দ্বারা তৈরি মিষ্টান্নাবিশেষ) নিয়ে আসা হলো। কিন্তু তিনি তা খেলেন না।”

নিজ হাতে কাজ করে খাদ্য উপার্জন

[১৪৩] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমি একটি বাগান বা উদ্যানের কাছে এলাম। তার মালিক বললো, বাগানে এক বালতি পানি দেওয়ার বিনিময়ে একটি খেজুর পাবে। (এতে কি তুমি

Contents

রাজি আছো?) তখন আমি একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি দিতে শুরু করলাম। খেজুরে আমার হাত ভরে গেলো। তারপর পানি পান করলাম। অতঃপর হাতভর্তি খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তার কিছুটা তিনি খেলেন, কিছুটা আমি খেলাম।"

তাঁর কাছে একটি লুঙ্গির দাম ছিলো না

[১৪৪] ইয়াযিদ বিন মিহযান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা রাহাবায় আলী—রাদিয়াল্লহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি তরবারি নিয়ে আসতে বললেন। তারপর তা কোষমুক্ত করে বললেন, এ তরবারিটি কে ক্রয় করবে? আল্লাহর কসম! যদি আমার কাছে একটি লুঙ্গি কেনার দাম থাকতো, তবে আমি তা বিক্রি করতাম না।"

মিথ্যাবাদীর চোখ অন্ধ হয়ে গেলো

[১৪৫] যাযান আবু উমর—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাহাবায় থাকাকালে এক ব্যক্তিকে একটি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু লোকটি তাঁকে মিথ্যা বললো। আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছো।" লোকটি বললো, "না, আমি মিথ্যা বলিনি।" আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি যদি আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে থাকো, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো তিনি যেনো তোমার চোখ অন্ধ করে দেন।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি আল্লাহর কাছে লোকটির চোখ অন্ধ করে দেওয়ার জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে অন্ধ হয়ে গেলো।"

পরিচয় গোপন রেখে জামা ক্রয়

[১৪৬] আবু আবদুর রহমান হামদানি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর দাদি থেকে, তিনি তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ফুরাতের আবাসস্থলে আসার পর একজন দরজিকে বললেন, "তুমি কি জামাটি বিক্রি করবে? তুমি কি আমাকে চেনো?" দরজি বললো, "হ্যাঁ, আপনাকে চিনি।" আলী —রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তাহলে তোমার থেকে জামা ক্রয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।" তিনি আরেক জন দরজির কাছে এলেন এবং তাকে বললেন, "তুমি কি আমাকে চেনো?" দরজি বললো, "না, চিনি না।" তিনি বললেন, "তাহলে সুতি কাপড়ের জামাটি আমার কাছে বিক্রি করো।" দরজি জামাটি বিক্রি করলো। আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, "জামাটি লম্বা করে ধরো।"

জামার হাতা তাঁর আঙুলের ডগা পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, "তুমি অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে ফেলো।" দরজি (জামার অতিরিক্ত অংশ কেটে দিয়ে) মুড়ি সেলাই করে দিলো। আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জামাটি পরিধান করলেন এবং এই দোয়া পাঠ করলেন:

الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَتَوَارَى بِهِ وَأَتَجَمَّلُ فِي خَلْقِهِ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি লজ্জা নিবারণ করি এবং আমার দেহকে সজ্জিত করি।"

হেঁটে যেতেন ঈদগাহে

[১৪৭] আবু সিনান আশ-শাইবানি—রাহিমাহুল্লাহ—হেরাতের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ঈদগাহে হেঁটে যেতে দেখেছি।"

নিজের শাহাদাতবরণের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

[১৪৮] যায়দ বিন ওয়াহাব আল-জুহানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বসরার অধিবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল এলো। তাদের মধ্যে একটি লোক ছিলো খাওয়ারিজদের নেতা। তার নাম ছিলো জা'দ বিন বা'জাহ। সে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলো এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করলো। সে বললো, হে আলী, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তাহলে আপনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। আর আপনি 'মুহসিন'-এর অবস্থা তো জানেনই (তিনি কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন)। (বক্তা এখানে মুহসিন বলে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বুঝিয়েছে।) তারপর আবার বললো, "আপনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন।" আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার কসম! বরং আমি নির্মমভাবে নিহত হবো। এটা (গর্দান) কর্তন করা হবে এবং এটা (দাড়ি) রক্তে রঞ্জিত হবে। এটাই চূড়ান্ত পরিণতি এবং অবধারিত নিয়তি। যে-ব্যক্তি মিথ্যা রটনা করবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।" তারপর জা'দ বিন বা'জাহ বললো, "আপনাকে ভালো পোশাক পরতে কে বাধা দিয়েছে?" আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমার পোশাকের ব্যাপারে তোমার সমস্যা কী? নিশ্চয় আমার এই পোশাক অহংকারমুক্ত এবং মুসলমানদের অনুসরণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।"

যাতে অভ্যস্ত নন তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন

[১৪৯] হাব্বাতা বিন জাবিন আল-উরানি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে ফালুজা উপস্থিত করা হলো। তিনি ফালুজাটা তার সামনে রাখলেন এবং বললেন, "তোমার ঘ্রাণ চমৎকার, তোমার রং সুন্দর, তোমার স্বাদও চমৎকার। কিন্তু যাতে আমি অভ্যস্ত নই নিজেকে তাতে অভ্যস্ত করতে অপছন্দ করি।"

লম্বা হওয়ার কারণে জামার হাতা কেটে ফেললেন

[১৫০] মাতির বিন সা'লাবা আত-তাইমি সুতি কাপড় বিক্রেতা আবুন নাওয়ার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আলী বিন আবু তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমার কাছে এলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক গোলাম ছিলো। তিনি আমার কাছ থেকে দুটি সুতি কাপড়ের জামা কিনলেন। তারপর তার গোলামকে বললেন, "জামা দুইটির মধ্যে তোমার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে নাও। গোলাম একটি জামা নিলো, অপরটি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নিলেন। তারপর জামাটি পরিধান করলেন এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "যে-অংশটুকু আমার হাতের চেয়ে লম্বা হয়েছে সেটা কেটে ফেলো।" দরজি অতিরিক্ত অংশ কেটে দিলো এবং মুড়ি সেলাই করে দিলো। তিনি সেই জামাটি পরে চলে গেলেন।

নিজেই খেজুর বহন করে নিয়ে গেলেন

[১৫১] আলী বিন হাশিম কাপড়-ব্যবসায়ী সালেহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর মা বা দাদি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "আমি দেখেছি, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক দিরহাম দ্বারা কিছু খেজুর ক্রয় করলেন এবং খেজুরগুলো একটি কম্বলে মুড়িয়ে নিজেই বহন করলেন। লোকেরা বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার পরিবর্তে আমরা বহন করে দিই।" তিনি বললেন, "না, পরিবারের কর্তারই তা বহন করা অধিক যুক্তিযুক্ত।"

একজন মহান ব্যক্তির চলে যাওয়া

[১৫২] আমর বিন হাবাশি বলেন, হাসান বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নিহত হওয়ার পর আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, "একজন বিশ্বস্ত মানুষ তোমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পূর্বে তাঁর মতো জ্ঞানী ব্যক্তি কেউ ছিলেন না এবং পরবর্তী লোকেরাও তাঁর সমকক্ষ হতে

পারবে না। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—যদি তাঁর হাতে ঝান্ডা দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণ করতেন তাহলে তিনি বিজয়ী না হয়ে ফিরে আসতেন না। তিনি সোনা-রুপা বিত্ত-বৈভব রেখে যাননি। কেবল তিনি যে-ভাতা পেতেন ওই ভাতা থেকে সাতশটি দিরহাম থেকে গিয়েছিলো, যা তিনি পরিবারের খাদেমের জন্য বরাদ্দ রাখতেন।”

ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন

[১৫৩] মুহাম্মদ বিন কা‘ব আল-কুরাযি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন এমনও অবস্থা হয়েছে যে, ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছি। অথচ আজকে আমার সদকার পরিমাণ চল্লিশ হাজার।”

Contents

আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

সর্বত্র আল্লাহর নেয়ামত বিস্তৃত

[১৫৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হে বৎস, তুমি মানুষের মধ্যে যা-কিছু দেখো তার সবকিছুর তত্ত্ব-তালাশে লেগে যেয়ো না। যে-ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কোনো-কিছু দেখেই তার তত্ত্ব-তালাশে লেগে যায় তার দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তার ক্রোধ কখনো প্রশমিত হয় না। আর যে-ব্যক্তি তার পানাহার ব্যতীত অন্য কোথাও আল্লাহর নেয়ামত দেখতে পায় না তার আমল কমে যায় এবং তার শাস্তি উপস্থিত হয়। আর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী নয়, তার কোনো দুনিয়াই নেই।" (বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়ার পরও তার মনে সম্পদের হাহাকার থেকে যায়। যেনো সে কিছুই পায়নি।)

যাঁর কাছে কুরআনের সার্বিক মর্ম উন্মোচিত তিনিই জ্ঞানী

[১৫৫] আবু কিলাবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তুমি ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানী হতে পারবে না যতোক্ষণ তোমার কাছে কুরআনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হবে।[২৬] তুমি ততোক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানী হতে পারবে না যতোক্ষণ না আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে মানুষের প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মাবে, তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবে যে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে মানুষের চেয়ে নিজের প্রতিই তোমার তীব্র ঘৃণা জন্মেছে।"

কুরআনের বদৌলতে রয়েছে মহাপুরস্কার

[১৫৬] আওফ বিন মালিক আল-আশযায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি স্বপ্নে চামড়া-নির্মিত একটি তাঁবু এবং একটি সবুজ উদ্যান দেখতে পেলেন। তাঁবুর চারপাশে বিশ্রামরত মেষপাল দেখতে পেলেন। মেষগুলো জাবর কাটছে এবং

[২৬] অর্থাৎ, কুরআনুল কারীমের প্রতিটি আয়াতের বিভিন্ন অর্থ ও মর্মের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিটি আয়াতের সার্বিক অর্থ ও মর্ম যখন কারও কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে তখনই তিনি জ্ঞানী বলে বিবেচিত হবেন।

মলরূপে আজওয়া খেজুর ত্যাগ করছে। তিনি বলেন, "আমি বললাম, এই তাঁবুটি কার?" বলা হলো, "আবদুর রহমান বিন আওফের।" আওফ বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমরা অপেক্ষা করলাম। তিনি (আবদুর রহমান বিন আওফ) বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে বললেন, "হে আওফ, কুরআনুল কারীমের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমাকে এগুলো দান করেছেন। আর আপনি যদি এই প্রাসাদ দেখতেন, তাহলে এমন-সব বস্তু দেখতে পেতেন যা আপনা চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা আপনার কান কখনো শোনেনি এবং যার ধারণা আপনার মনে কখনো উদিত হয়নি। আল্লাহ তাআলা আবুদ দারদার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। তা এ-কারণে যে, তিনি দুই হাত ও অন্তর দ্বারা দুনিয়াকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন।"

কেউই মৃত্যু থেকে রেহাই পাবে না

[১৫৭] সাঈদ আল-জারিরি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর জনৈক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন লোককে জানাযায় শরিক হতে দেখলেন। সে বলছিলো, এই লোক কে? এই লোক কে? তার কথা শুনে আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এটা তো তুমি, এটা তো তুমি। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন :

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।"[২৭]

তাঁর পাপসমূহই তাঁর অসুখ

[১৫৮] মুআবিয়া ইবনে কুররা আল-মুযানি—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থতা বোধ করলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী অসুখ, হে আবুদ দারদা?" তিনি বললেন, "আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি কী কামনা করেন?" তিনি বললেন, "আমি জান্নাত কামনা করি।" তাঁরা বললেন, "আমরা কি আপনার জন্য একজন ডাক্তার ডেকে আনবো না?" তিনি বললেন, "যিনি ডাক্তার তিনিই তো আমাকে শুইয়ে রেখেছেন।"

যতোটুকু যথেষ্ট ততোটুকুই কল্যাণকর

[১৫৯] আবদুল্লাহ বিন মুররা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো এমনভাবে যে

---

[২৭] সূরা যুমার (৩৯) : আয়াত ৩০।

তোমরা তাঁকে দেখছো। তোমরা নিজেদের মৃত বলে গণ্য করো। তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের গাফেল করে দেওয়া অধিক সম্পদের তুলনায় সেই সম্পদই বেশি কল্যাণকর যা অল্প হলেও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয়। মনে রেখো, সৎকাজ কখনো বিনষ্ট হয় না এবং পাপের কথা কখনো ভোলা যায় না।"

সচ্ছলতার দিনগুলোতে আল্লাহকে ভোলা যাবে না

[১৬০] আবু কিলাবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সচ্ছলতার দিনগুলোতে আল্লাহ তাআলাকে ডাকো তাহলে নিশ্চয় তিনি দুরবস্থার দিনগুলোতেও তোমার ডাকে সাড়া দেবেন।"

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন মানুষও তাকে ভালোবাসে

[১৬১]আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালামা বিন মাখলাদের কাছে এই চিঠি লিখলেন : "পর সমাচার এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সঙ্গে আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ যখন তাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে মানুষের মধ্যেও প্রিয়ভাজন বানিয়ে দেন। আর বান্দা যখন আল্লাহর নাফরমানি করে, আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ যখন তাকে অপছন্দ করেন, তখন মানুষের মধ্যেও তাকে অপছন্দনীয় বানিয়ে দেন।"

চিন্তা ও উপদেশগ্রহণ উত্তম আমল

[১৬২] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সবচেয়ে উত্তম আমল কী ছিলো? তিনি বললেন, "চিন্তা ও উপদেশগ্রহণ।"

বাজার মানুষকে উদাসীন বানিয়ে দেয়

[১৬৩] সুলাইমান বিন আমের—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, মানুষের ঘর তার জন্য কতই-না উত্তম ইবাদতখানা! তাতে তার চোখ ও জিহ্বা হেফাজতে থাকে। তোমরা বাজার থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, বাজার মানুষকে গাফেল বানিয়ে দেয় এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত করে।"

তিনটি ব্যাপার না থাকলে মৃত্যুই হতো শ্রেয়

[১৬৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু

আনহু—বলেছেন, “যদি তিনটি ব্যাপার না থাকতো, তবে আমি মাটির উপরে নয়, মাটির গর্ভে থাকাটাই পছন্দ করতাম : আমার বন্ধুরা, যারা আমার কাছে ভালো কথা বলতে আসেন যেভাবে ভালো খেজুর নির্বাচন করা হয়; আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়ে চেহারাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাখা; আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা।”

তওবাকারী ও যিকিরকারীদের জন্য দোয়া

[১৬৫] আবু জাবের—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাহাজ্জুদগুজার লোকদের কুরআন তেলাওয়াত শুনলে বলতেন, “যারা কিয়ামতের পূর্বে নিজেদের জন্য কান্নাকাটি করে এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা যাদের হৃদয় বিগলিত হয় তাদের জন্য আমার পিতা কুরবান হোক।”

সময় শেষ হওয়ার আগেই সৎকাজ করার উপদেশ

[১৬৬] রাবীআ বিন যায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, “যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তোমরা সৎকাজ করে নাও। কারণ, তোমরা তোমাদের আমল দ্বারাই লোকদের সঙ্গে লড়াই করবে।”

আল্লাহর কাছে দুনিয়া মাছির ডানা থেকেও মূল্যহীন

[১৬৭] বিলাল বিন সা‘দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়ার মূল্য মাছির ডানা পরিমাণও হতো, তিনি ফেরআউনকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।”

যিকিরকারীরা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে

[১৬৮] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

আলেম ব্যতীত কারও থেকে দীনের কথা গ্রহণযোগ্য নয়

[১৬৯] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যিনি আলেম এবং যিনি আলেমের বক্তব্য বর্ণনা

করেন তাদের উভয়ই প্রতিদানের ক্ষেত্রে সমান। আর তারা উভয়ে ব্যতীত অন্যদের মাঝে কল্যাণ নেই।" (তাদের থেকে দ্বীনের কথা গ্রহণ করা যাবে না।)

জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রতিদান সমান

[১৭০] সালিম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কল্যাণকর জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই প্রতিদানের ক্ষেত্রে সমান। এই দুই প্রকার মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের মাঝে কল্যাণ নেই।"

তিনটি কারণে মানুষ পরিশুদ্ধ হতে পারে না

[১৭১] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তিনটি বিষয় না থাকলে মানুষ পরিশুদ্ধ হয়ে যেতো: অনুসৃত কৃপণতা, অনুসৃত প্রবৃত্তি এবং প্রত্যেক মত প্রদানকারীর নিজের মতের প্রতি মুগ্ধ হওয়া।"

আল্লাহর যিকির দ্বারা জিহ্বাকে সজীব রাখা উত্তম আমল

[১৭২] সালিম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, সা'দ বিন মুনাব্বিহ একশোটি দলিল ঝুলিয়েছেন। তিনি বললেন, "একশোটি দলিল তো একজন ব্যক্তির জন্য অনেক বেশি সম্পদ। তুমি যদি চাও তাহলে তার চেয়ে উত্তম বিষয়ের সংবাদ তোমাকে জানাবো : দিনে-রাতে সব সময় ঈমানের ওপর অটল থাকা এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা জিহ্বাকে সজীব রাখা।" (আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকা।)

অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

[১৭৩] হুমাইদ বিন হেলাল বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি যে-ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা এই যে, যখন আমি আমার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবো, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, "তুমি ইলম অর্জন করেছো, সুতরাং তুমি অর্জিত ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছো?"

যা-কিছু আল্লাহর যিকিরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা কল্যাণময়

[১৭৪] খালিদ বিন মা'দান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "দুনিয়া হলো অভিশপ্ত। দুনিয়াতে যা-কিছু আছে

তাও অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিকির এবং যা-কিছু আল্লাহর যিকিরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা ব্যতীত। ইলম শিক্ষাদানকারী এবং ইলম অর্জনকারী উভয়ই প্রতিদানের ক্ষেত্রে সমান। বাকি সব মানুষ অর্থহীন; তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।" (তাদের থেকে ইসলামি জ্ঞান গ্রহণ করা যাবে না।)

'আল্লাহু আকবার' যিকির উত্তম

[১৭৫] আবু রাজা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমার কাছে একশো বার 'আল্লাহু আকবার' বলা একশো দিনার সাদকা করার চেয়েও উত্তম।"

ইলম ও আলমেরদের ভালোবাসা

[১৭৬] মুআবিয়া বিন কুররা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা ইলম অন্বেষণ করো, যদি ইলম অন্বেষণ করতে না পারো তবে আলেমগণকে ভালোবাসো। যদি তাদের ভালোবাসতেও না পারো, তবে তাদের অপছন্দ কোরো না।"

মসজিদ ব্যবসা করার জায়গা নয়

[১৭৭] আবু আবদি রাব্বিহী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "এ ব্যাপারটা আমাকে আনন্দ দেয় না যে, আমি মসজিদের ফটকের সামনে চত্বরে দাঁড়াই, ক্রয়-বিক্রয় করি এবং প্রতিদিন তিনশো দিনার মুনাফা আয় করি। কারণ, আমি তো প্রতিওয়াক্ত নামায মসজিদেই আদায় করি। আমি বলি না যে, আল্লাহ তাআলা ব্যবসা হালাল করেননি এবং সুদ হারাম করেননি; বরং আমি ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে ভালোবাসি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

"ব্যবসা এবং কেনাবেচা তাদের আল্লাহর যিকির (স্মরণ) থেকে গাফেল করে না।"[২৮]

তিনটি বিষয় তিনি পছন্দ করেন, মানুষ অপছন্দ করে

[১৭৮] আবু ইয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তিনটি বিষয় আছে যেগুলো মানুষ অপছন্দ করে; কিন্তু আমি সেগুলো

[২৮] সূরা নূর (২৪) : আয়াত ৩৭।

Contents

পছন্দ করি : দরিদ্রতা, অসুস্থতা ও মৃত্যু।”

হারাম পন্থায় উপার্জন এক ভয়াবহ ব্যাধি

[১৭৯] আবদুল্লাহ বিন বাবাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন খুব কম হয়। কেউ যদি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন এবং তা নিজের জন্য খরচ করে অথবা কেউ যদি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে এবং তা অন্যের জন্য খরচ করে, তবে তা এক ভয়াবহ ব্যাধি। আর যে-ব্যক্তি হালাল পন্থায় উপার্জন করে এবং নিজের জন্য তা খরচ করে, তাহলে তা পাপসমূহকে ধৌত করে দেয়, যেভাবে (বৃষ্টির) পানি পাথর থেকে মাটি ধুয়ে দেয়।”

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সামান্য আমলও উত্তম

[১৮০] আবু সাঈদ আল-কিন্দি—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “জ্ঞানী ব্যক্তিদের (রাতের বেলা) ঘুম এবং (দিনের বেলা) পানাহার কতই-না উত্তম। নির্বোধদের রাত্রিজাগরণ ও দিনের বেলা রোযা রাখার দ্বারা তারা কীভাবে প্রতারিত হবেন? যাঁর পরিপূর্ণ তাকওয়া ও ইয়াকীন রয়েছে তাদের সামান্য পরিমাণ আমল, যারা ধোঁকায় পতিত তাদের পাহাড় পরিমাণ আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণিধানযোগ্য।”

মানুষের সামনে রয়েছে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড়

[১৮১] আ'মাশ—রাহিমাহুল্লাহ—জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আটা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। জবাবে তিনি বললেন, “আমাদের সামনে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় রয়েছে। সেখানে হালকা শরীরের মানুষ ভারী শরীরের মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে।”[২৯]

মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা জানতে পারলে মানুষ বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতো

[১৮২] হিশাম বিন হাকিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা মৃত্যুর পর যা-কিছুর মুখোমুখি হবে তা যদি জানতে পারতে তাহলে তোমরা প্রবৃত্তিবশত (মন যা চায় তাই) কোনো খাবার খেতে না

[২৯] এখানে ভারী শরীরের মানুষ বলতে ভোগ-বিলাসী বোঝানো হয়েছে। আর দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় হলো কবর থেকে নিয়ে কিয়ামতের হিসাব পর্যন্ত ঘাঁটিসমূহ। (অনুবাদক)

এবং প্রবৃত্তিবশত কোনো পানীয় পান করতে না, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কোনো গৃহে প্রবেশ করতে না; বরং তোমরা পাহাড়ে অবস্থান করার জন্য লালায়িত হতে, বুক চাপড়াতে এবং নিজেদের জন্য কান্নাকাটি করতে। হায়, আমি যদি কোনো গাছ হতাম, আমাকে কেটে ফেলা হতো অথবা খেয়ে ফেলা হতো!" বুরদ বলেন, আমার কাছে এই রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, একবার আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে একটি পাখি উড়ে গেলো। তিনি পাখিটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "হে পাখি, তুমি কতই-না ভাগ্যবান! তুমি ফলমূল খাও, বৃক্ষরাজিতে বিশ্রাম নাও। অথচ এ জন্য তোমাকে কোনো হিসাব দিতে হবে না।"

ঝগড়ায় লিপ্ত থাকা তোমার জালেম হওয়ার জন্য যথেষ্ট

[১৮৩] সুলাইমান বিন মুসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত থাকা তোমার জালেম হওয়ার জন্য যথেষ্ট; সব সময় ঝগড়ায় লিপ্ত থাকা তোমার জালেম হওয়ার জন্য যথেষ্ট; এবং যা খুশি তা-ই বলে বেড়ানো তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কথা-বার্তা হলে ভিন্ন কথা।

তিনি নিজের চুলায় আগুনে ফুঁক দিলেন

[১৮৪] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "আমি আবুদ দারদাকে দেখেছি, তিনি আমাদের এই পাত্রটির নিচে আগুনে ফুঁক দিয়ে চলেছেন, এমনকি তাঁর চোখ থেকে পানি বইতে শুরু করেছে।"

ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ইবাদতে একনিষ্ঠ হলেন

[১৮৫] খাইসামা থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "জাহেলি যুগে আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। ইসলামের আগমনের পর আমি ব্যবসা ও ইবাদত দুটিই একসঙ্গে করতে শুরু করলাম; কিন্তু আমার জন্য এ দুটি একসঙ্গে হলো না। ফলে আমি ইবাদতকেই গ্রহণ করলাম এবং ব্যবসা ছেড়ে দিলাম।"

মানুষের মধ্যে কোনো সুন্নাহ দেখতে পান না

[১৮৬] সালেম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "একবার আবুদ দারদা ক্রোধান্বিত হয়ে আমার কাছে এলেন। আমি বললাম, কী হয়েছে আপনার? তিনি বললেন, "আল্লাহর

কসম! আমি তাদের মধ্যে মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর কেবল নামাজ পড়া ছাড়া কোনো সুন্নাহই দেখতে পাই না।”

অসুস্থতার কারণে গুনাহ মাফ হয়

[১৮৭] সালেম বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি লোককে দেখলেন। লোকটির ত্বক তাকে আশ্চর্যান্বিত করলো। তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কখনো জ্বরে আক্রান্ত হওনি?” সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি কখনো কাশি-টাশি হয়নি?” সে বললো, না। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, “দুর্ভাগ্য এর, সে তার গুনাহ নিয়েই মারা যাবে।”

চিন্তামগ্ন থাকা উত্তম ইবাদত

[১৮৮] সালেম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণনা করেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, “কিছু সময় চিন্তমগ্ন থাকা সারা রাত জেগে ইবাদত করা থেকে উত্তম।”

ইবাদতের বিষয় প্রকাশ করা ঠিক নয়

[১৮৯] আবু ইদ্রীস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন মহিলাকে দেখলেন যার দুই চোখের মাঝখানে ছাগলের পায়ের খুরের মতো সিজদার দাগ পড়ে গেছে। তিনি তাকে বললেন, “তোমার দুই চোখের মাঝে যদি এই দাগ না থাকতো, তবে তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।”[৩০]

তিনি মৃত্যু পছন্দ করতেন

[১৯০] ইয়া'লা বিন ওয়ালীদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি যাকে ভালোবাসেন তার জন্য কী পছন্দ করেন? তিনি বললেন, “মৃত্যু।” লোকেরা বললো, যদি তার মৃত্যু না হয়, তাহলে? তিনি বললেন, “তার সম্পদ ও সন্তান স্বল্প হোক।”

তিনি ছিলেন আহলে ইলম-এর অন্তর্ভুক্ত

[১৯১] কাসেম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “আবুদ দারদা—

[৩০] কারণ এই দাগের কারণে তার অতিরিক্ত ইবাদাত করার বিষয়টি মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশ্য এই দাগটি তাঁর ইচ্ছাধীন না হওয়ার কারণে কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। (সম্পাদক)

Contents

রাদিয়াল্লাহু আনহু—ওই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

মুমিনের জিহ্বা আল্লাহর কাছে প্রিয়

[১৯২] আসাদ বিন ওয়াদাআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মুমিন ব্যক্তির শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ তাআলার কাছে তার জিহ্বার তুলনায় অধিক প্রিয়, জিহ্বার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর কাফেরের শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ তাআলার কাছে তার জিহ্বা থেকে ঘৃণ্য, জিহ্বার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।"

সংকটে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা

[১৯৩]আবু হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যদি তোমার ওপর এমন সংকট আপতিত হয়, যে-ব্যাপারে তোমার কোনো সামর্থ্য নেই, তাহলে ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকো।"

সাদাসিধে কাপড় পরিধানের নির্দেশ

[১৯৪] মাইমুন থেকে বর্ণিত, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, আমার প্রিয়তম স্বামী আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "মানুষ যদি কাতান কাপড় পরে তাহলে তুমি সুতি কাপড় পরবে, মানুষ যদি সুতি কাপড় পরে তাহলে তুমি পশমের কাপড় পরবে।"

চরিত্রের সৌন্দর্যই মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

[১৯৫] শাহর থেকে বর্ণিত, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, আবুদ দারদা একবার রাত্রিজাগরণ করে নামায পড়লেন, নামায পড়ার পর কাঁদতে শুরু করলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমার আকৃতিকে সুন্দর বানিয়েছেন, সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর বানান।" ভোর পর্যন্ত তিনি এই দোয়াই করলেন। আমি বললাম, হে আবুদ দারদা, রাত থেকে নিয়ে ভোর পর্যন্ত আপনি সচ্চরিত্রতার ব্যাপারেই দোয়া করে গেলেন।

তিনি বললেন, "হে উম্মুদ দারদা, মুসলমান বান্দার চরিত্র যদি সুন্দর হয়, তবে চরিত্রের সৌন্দর্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়; যদি তার চরিত্র খারাপ হয়, তবে চরিত্রের দোষই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়। আর মুমিন বান্দাকে তার ঘুমন্ত

অবস্থায়ও ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কীভাবে? তিনি বললেন, “তার ভাই রাতে জাগ্রত হয় এবং তাহাজ্জুদ পড়ে, তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করে নেন। সে তার বাবার জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করে নেন।”

পুত্রের প্রহৃত দাসীকে মুক্ত করে দিলেন

[১৯৬] আবুল মুতাওয়াক্কিল আন-নাজি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি দাসী ছিলো। তাঁর পুত্র একবার ওই দাসীকে একটি চড় মারলো। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে ওই দাসীটির জন্য বসিয়ে রাখলেন এবং দাসীটিকে বললেন, “তুমি এর থেকে প্রতিশোধ নাও।” দাসীটি বললো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, “তুমি যদি তাকে ক্ষমাই করে দিয়ে থাকো, তাহলে যাও এখানে হারাম শরীফে যতো লোক আছে তাদের ডেকে নিয়ে আসো এবং তাদের সাক্ষী রেখে বলো যে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছো।” সে হারাম শরীফে গেলো এবং লোকদের ডেকে নিয়ে এসে তাদের সাক্ষী রেখে বললো যে, সে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তারপর আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, “তুমি যাও, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি। হায়, আবুদ দারদার পরিবার যদি এর পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে পারতো!”

সালাম তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হাদিয়া

[১৯৭] রাশেদ বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমার ভাইয়েরা আমাকে যা-কিছু হাদিয়া দেয় তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো তাদের সালাম। আর তাদের সম্পর্কে যেসব সংবাদ আমার কাছে পৌঁছে তার মধ্যে বিস্ময়কর সংবাদ হলো তাদের কারও মৃত্যুসংবাদ।”

জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মুজাহিদের সমান প্রতিদান পাবে

[১৯৮] আবদুর রহমান বিন মানসুর আল-ফাযারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যে-কোনো ব্যক্তি ভোরে কোনো কল্যাণের (জ্ঞানের) উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তার শেখার জন্য বা শেখানোর জন্য, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য মুজাহিদের প্রতিদান লিখে দেন। সে লাভবান না হয়ে ফেরে না।”

কতিপয় উপদেশ

[১৯৯] আবদুর রহমান বিন আবু আওফ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সন্দেহ পোষণ করা একধরনের কুফরী; বিলাপ করা জাহেলি যুগের কাজ; কবিতা হলো শয়তানের বাঁশি; আত্মসাৎকৃত সম্পদ জাহান্নামের অঙ্গার; মদ সকল পাপের সমষ্টি; যৌবন একধরনের উন্মাদনা; নারীরা শয়তানের ফাঁদ (নারীদের দ্বারা শয়তান প্রতারিত করে); অহংকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার; সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো এতিমের মাল ভক্ষণ; নিকৃষ্ট উপার্জন হলো সুদ; সে-ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যে অন্যের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে; আর দুর্ভাগা সে-ই যে তার মায়ের পেটে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়।"

খেজুরের বিচি দ্বারা তাসবিহ পাঠ করতেন

[২০০] কাসেম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কিছু খেজুরের বিচি ছিলো। দশটা বা তার কিছু বেশি হবে। সেগুলো একটি থলেতে থাকতো। তিনি ফজরের নামাযের পর তার বিছানায় বসতেন। থলেটা হাতে নিতেন এবং খেজুরের বিচি একটা একটা বের করে সেগুলো দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতেন। একবার শেষে হয়ে গেলে পুনরায় একটি একটি করে শুরু করতেন। এভাবে তিনি বিচিগুলো দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—তাঁর কাছে এসে বলতেন, "হে আবুদ দারদা, আপনার জন্য নাশতা উপস্থিত।" কখনো কখনো তিনি বলতেন, "নাশতা নিয়ে যাও; আজ আমি রোযা রেখেছি।"

বাচালতা নিন্দনীয়

[২০১] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন বাচাল মহিলাকে বললেন, "যদি তুমি বোবা হতে তাহলে তা তোমার জন্য কতই-না ভালো হতো।"

কারও কাছে কিছু চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

[২০২] আমর বিন মাইমুন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, আবুদ দারদা আমাকে বলেন, "তুমি মানুষের কাছে কোনো জিনিস চাইবে না।" আমি বললাম, যদি আমার প্রয়োজন হয়? তিনি

বললেন, "যদি তোমার প্রয়োজন হয় তবে তুমি যারা ফসল কাটে তাদের অনুসরণ করো; তাদের (বোঝা/পাত্র) যা পড়ে যায় তা কুড়িয়ে নাও। তা পেষাই করো এবং খাও। তারপরও মানুষের কাছে কিছু চেয়ো না।"

ইয়াযিদের বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন

[২০৩] সাবিত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ইয়াযিদের পারিষদবর্গের একজন তাকে বললো, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, আপনি কি আমাকে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবেন? ইয়াযিদ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি কি চিরকুমার থেকে যাবো? লোকটি আবারো বললো, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, আমাকে কি অনুমতি দেবেন? ইয়াযিদ বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালেন।

তিনি লোকটির কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকদের মধ্যে রটনা হয়ে গেলো যে, ইয়াযিদ আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তার কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ একজন দরিদ্র মুসলমান তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠালে তিনি তার কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। এই রটনা শুনে আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি আমার কন্যা দারদার কল্যাণের কথা ভেবেছি। দারদা সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা, যখন তার মাথার কাছে খোজারা দাঁড়াবে এবং সে এমন-সব বাড়িঘর দেখতে পাবে যেখানে তার চোখ ঝলসে উঠবে, সেদিন তার দ্বীন কোথায় থাকবে?"[৩১]

কপট নম্রতা ও বিনয় পরিহার্য

[২০৪] মুহাম্মদ বিন সা'দ আল-আনসারি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কপট নম্রতা ও বিনয় থেকে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাও।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কপট নম্রতা ও বিনয় কী? তিনি বললেন, "দেহটাকে বিনম্র ও বিনীত দেখা যায়; কিন্তু অন্তর বিনম্র নয়।"

[৩১] এখানে মূলত রাজ প্রাসাদের ভোগ বিলাসের কথা বলা হয়েছে। (সম্পাদক)

Contents

যারা আল্লাহর নির্দেশ পরিত্যাগ করে তারা সহজে ধ্বংস হয়

[২০৫] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যখন সাইপ্রাস বিজিত হলো এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হলো, তাঁদের একজন অপর জনের সঙ্গে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি আবুদ দারদাকে দেখলাম একাকী বসে কাঁদছেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবুদ দারদা, এমন দিনে আপনি কী জন্য কাঁদছেন যেদিন আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করেছেন? তিনি বললেন, "আফসোস তোমার জন্য হে জুবাইর, কোনো জাতি যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পরিত্যাগ তখন তাদের ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার জন্য কতই-না সহজ! এই জাতি ছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী; তাদের রাজ্য ও রাজত্ব ছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিত্যাগ করেছিলো। সুতরাং তাদের কী অবস্থা হয়েছে তা তো তোমার চোখের সামনে।"

অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল না করলে ধ্বংস

[২০৬] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করলো না সে একবার ধ্বংস হোক; আর যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করার পরও সেই ইলম অনুযায়ী আমল করলো না সে সাত বার ধ্বংস হোক।"

সৎকাজ বিনষ্ট হয় না

[২০৭] আবু কিলবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সৎকাজ বিনষ্ট হয় না এবং পাপের কথা ভোলা যায় না। মহান বিচারক আল্লাহ তাআলা কখনো ঘুমান না। সুতরাং যেমন খুশি তেমনই হও (যা খুশি তা-ই করো)। যেমন কর্ম করবে তেমনই ফল পাবে।"

তিনটি উপদেশ

[২০৮] আবু আবদুল্লাহ আল-জাসরী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, এক ব্যক্তি আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে বললো, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তিনি তাকে বললেন, "তুমি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁকে এমনভাবে ভয় করো যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করো; জীবিতদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য কোরো না; মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো।"

Contents

মুসলমানদের ঘৃণা থেকে বেঁচে থাকা

[২০৯] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “মানুষ যেনো মুমিনদের অন্তরের গোপনীয় ঘৃণা ও অপছন্দ থেকে বেঁচে থাকে।”

মৃত্যুর স্মরণ হিংসা ও পাপাচার কমিয়ে দেয়

[২১০] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে তার হিংসা ও পাপাচার কমে যায়।”

সম্পদ কুক্ষিগতকারীরা ধ্বংস হোক

[২১১] ফুরাত বিন সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যারা মুখ হা করে সম্পদ জমা করে তারা ধ্বংস হোক। যেনো সে উন্মাদ; মানুষের কাছে কী আছে তা সে দেখতে পায়; কিন্তু নিজের কাছে কী আছে তা সে দেখতে পায় না। যদি সে পারতো তাহলে রাতকে দিন বানিয়ে ছাড়তো। ধ্বংস তার; কারণ, সে কঠিন হিসাব ও মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হবে।” বর্ণনাকারী বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, “আমি মৃত্যুকে ভালোবাসি অথচ তারা তা অপছন্দ করে; আমি অসুস্থতা পছন্দ করি, অথচ তারা তা অপছন্দ করে; আমি দরিদ্রতা পছন্দ করি, অথচ তারা তা ঘৃণা করে। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে, বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। কিন্তু তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধোঁকায় পরিণত হয়েছে, তাদের কুক্ষিগত সম্পদ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তাদের গৃহসমূহ কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।”

যেসব বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়

[২১২] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের জানাতে পারি যে আল্লাহর তাআলার কাছে আল্লাহর কোন বান্দাগণ সবচেয়ে প্রিয়। যাঁরা আল্লাহ তাআলাকে তাঁর বান্দাদের কাছে প্রিয় করে তোলে এবং দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে বেড়ায়। তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে তাঁরাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় যাঁরা চন্দ্র ও সূর্যের নিচে বিচরণ করে।”

নফসের অনুসরণকারীর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ

[২১৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যা-কিছু দেখবে সব ক্ষেত্রেই নিজের নফসের (মনের) অনুসরণ করবে তার দুঃখ-কষ্ট দীর্ঘায়ত হবে এবং তার ক্রোধ কখনো প্রশমিত হবে না।"

যা আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা

[২১৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে আলেমের পদস্খলন এবং কুরআন নিয়ে মুনাফিকদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার আশংকা করি। কুরআনই চূড়ান্ত সত্য; পথের আলোকস্তম্ভের মতো কুরআনেরও একটি আলোকস্তম্ভ রয়েছে। যে-ব্যক্তি দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষী নয়, দুনিয়ার কোনো অংশই তার নেই। (যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট না হলে মনের মধ্যে হাহাকার থেকেই যায়।)

ইচ্ছাধীন তিনটি বিষয়

[২১৫] আওফ বিন আবু জামীলাহ—রাহিমাহুল্লাহ—জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তিনটি বিষয় আদমসন্তানের ইচ্ছা-স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে : বিপদের ব্যাপারে কারও কাছে অভিযোগ না করা; দুঃখ-কষ্টের কথা কারও কাছে বর্ণনা না করা এবং নিজেই নিজের প্রশংসা না করা।"

ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তা শিক্ষা করো

[২১৬] সালিম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কী ব্যাপার, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের আলেমগণ ইন্তেকাল করে চলে যাচ্ছেন আর তোমাদের মূর্খরা ইলম অর্জন করছে না? ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা তা শিক্ষা করো। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো আলেমগণের চলে যাওয়া। কী ব্যাপার, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যে-ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় তোমরা তাতেই আগ্রহী হচ্ছো এবং যে-ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা বিনষ্ট করে চলেছো? আমি তোমাদের মধ্যে ঘোড়ার চিকিৎসকের চেয়েও দুষ্ট লোকদের চিনি। তারা হলো ওই সকল লোক যারা

নামাযে বিলম্ব করে আসে এবং অবহেলার সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত শোনে।”[৩২]

মসজিদে অসংলগ্ন কথাবার্তা নিষিদ্ধ

[২১৭] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শুনতে পেলেন যে, মসজিদে এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীকে বলছে, “আমি এতো টাকা দিয়ে এক আঁটি লাকড়ি খরিদ করেছি।” তখন তিনি বললেন, “মসজিদগুলো এ-কারণেই আবাদ হয় না।”[৩৩]

অনর্থক কাজ পরিত্যাগ করা উত্তম আমল

[২১৮] সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “ইশার সালাতের পর অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে, ইশার সালাতের আগে (একটু) ঘুমিয়ে নেওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।”[৩৪]

---

[৩২] মূল কিতাবে এই হাদীসটি ‘যুহদুয যুবাইর ইবনিল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু’—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

[৩৩] মূল কিতাবে এই হাদীসটি ‘যুহদুয যুবাইর ইবনিল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু’—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

[৩৪] মূল কিতাবে এই হাদীসটি ‘যুহদু আবিদ্ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু’—শিরোনামাধীন সবচেয়ে শেষে রয়েছে।

Contents

যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

তিনি ভূমিকরের কোনো সম্পদ গ্রহণ করতেন না

[২১৯] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক হাজার মামলুক (তাঁর ক্ষমতাধীন অমুসলিম) ছিলো; তারা তাকে খারাজ (ভূমিকর) দিতো। কিন্তু তিনি প্রতিরাত্রে খারাজের সমস্ত সম্পদ লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তারপর বাড়িতে ফিরতেন, তার সঙ্গে ওই সম্পদের কিছুই থাকতো না।"

আঘাত ও মহামারি সহ্য করা

[২২০] হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মিসরে পাঠানো হলো। মিসরে যাওয়ার পর তাঁকে বলা হলো, মিসরে তো মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। জবাবে তিনি বললেন, "আমি তো এখানে আঘাত ও মহামারি সহ্য করার জন্যই এসেছি।"

তাঁর বুকের অসংখ্য তিরচিহ্ন

[২২১] আলী বিন যায়দ বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি, যিনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছেন, বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর বুকে মানুষের চোখের মতো আঘাত ও তিরের চিহ্ন রয়েছে।"

সৎকাজ গোপনীয়তার সঙ্গে করা

[২২২] কায়স বর্ণনা করেন, আমি যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি যে, "কারও পক্ষে যদি গোপনীয়তার সঙ্গে সৎকাজ করা সম্ভব হয় সে যেনো তা করে নেয়।"

Contents

মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

[২২৩] উরওয়া—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "তোমার পিতা ছিলেন ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত হওয়ার পরও আল্লাহ তাআলার ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে যাঁরা সৎকাজ করেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছেন তাঁদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"

Contents

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

গোত্রের লোকদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিলেন

[২২৪] তালহা বিন ইয়াহইয়া—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর দাদী সু'দা বিনতে আওফ আল-মুররিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "তালহা একদিন ভোরে চিৎকার করে উঠলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে আপনার? আপনি এমন কোনো কারণে দিশেহারা যার জন্য আমি আপনাকে তিরস্কার করবো?" তিনি বললেন, "আরে না, আল্লাহর কসম! তুমি অতি উত্তম স্ত্রী; বরং ব্যাপার হলো, আমার কাছে কিছু সম্পদ জমা হয়েছে। সেটাই আমাকে পেরেশান করছে।" আমি বললাম, "আপনার গোত্রের লোকদের ডেকে আপনি তা দিয়ে দিন।" তিনি গোলামকে ডেকে বললেন, "হে গোলাম, তুমি আমার গোত্রের লোকদের ডেকে নিয়ে আসো।" তারা এলে তিনি তাদের মধ্যে তার সম্পদ বণ্টন করে দিলেন। সু'দা বলেন, আমি খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী পরিমাণ সম্পদ ছিলো?" সে বললো, "চার লাখ।"

সম্পদ থাকার ভয়ে ঘেমে উঠলেন

[২২৫] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সাত লাখ দিরহামের বিনিময়ে একটি জমি বিক্রি করলেন। এই সম্পদ তাঁর কাছে মাত্র এক রাত থাকলো। কিন্তু তিনি এই সম্পদের ভয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে রাত্রিযাপন করলেন। সকালে উঠে এই সম্পদ লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।"

তাঁর চোখে অশ্রু লেগে থাকতো

[২২৬] আবু রাজা আল-উতারিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখেছি এবং তার চোখের নিচে দেখেছি জীর্ণ রশির মতো অশ্রু।"

Contents

একনিষ্ঠভাবে নামায আদায়

[২২৭] হিশাম বিন উরওয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন আল-মুনকাদির বলেছেন, তুমি যদি আবদুল্লাহ বিন যুবাইরকে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেতে তাহলে বলতে, ঝড়ো বাতাসের ভেতর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বৃক্ষ এবং মানজানিকের ইতস্তত পাথর নিক্ষেপের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন একজন মানুষ।”

আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

তিনি যা জানেন অন্যরা জানে না

[২২৮] আয়িযুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে; বিছানায় কম বিশ্রাম নিতে এবং স্ত্রীদের সম্ভোগ করতে না; পরিতৃপ্তিসহ খাবার খেতে না; বরং তোমরা আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য পাহাড়ে চলে যেতে।" বর্ণনাকারী বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেন, বলতেন, "হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হতো!"

সম্পদের কারণে ভয়

[২২৯] আবু শু'বা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন রাবাযা নামক স্থানে একদল লোক আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর পাশে দিয়ে যাবার সময় তার কাছে কিছু খরচাপাতি পেশ করলো। তিনি বললেন, "আমাদের কাছে কিছু ছাগী আছে, আমরা সেগুলোর দুধ দোহন করি; কিছু গাধা আছে, সেগুলোর ওপর বোঝা বহন করি; কিছু দাস আছে, তারা আমাদের সেবা করে; এবং অতিরিক্ত জামা-কাপড়ও আছে। আমি এসব সম্পদের হিসাবের ব্যাপারে ভয় করছি।"

বৃক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৩০] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হতো! হায়, আমাকে যদি সৃষ্টি করা না হতো!"

সততার সঙ্গে অল্প দোয়াই যথেষ্ট

[২৩১] বুকাইর বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সততার সঙ্গে দোয়া ততোটুকুই যথেষ্ট, খাবারের জন্য যতোটুকু লবণ যথেষ্ট।"

মানুষের একটি আয়াতই যথেষ্ট

[২৩২] আবুস সাবিল—রাহিমাহুল্লাহ—আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, "আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি লোকেরা তা গ্রহণ করে তবে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। তা হলো :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন এবং এমনভাবে রিযিক দান করেন যা সে ভাবতেও পারে না।"[৩৫] আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই আয়াত বলতেন এবং এর পুনরাবৃত্তি করতেন।[৩৬]

তাঁর গৃহ নির্মাণের ব্যাপারটি পছন্দ করলেন না

[২৩৩] সাবিত—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে গেলেন, তিনি তখন নিজের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করছিলেন। আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "আপনি কি লোকদের কাঁধের ওপর পাথর চাপালেন?" আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি তো কেবল একটি ঘর নির্মাণ করছি।" আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবারও বললেন, "আপনি কি লোকদের কাঁধের ওপর পাথর চাপালেন?"

আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "ভাই আমার, আপনি সম্ভবত এ-কারণে আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন।" আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি যদি আপনার পাশ দিয়ে যেতাম এই অবস্থায় যে, আপনি আপনার

[৩৫] সূরা তালাক (৬৫) : আয়াত ৩।
[৩৬] ইবনে মাজাহ : ৪২২০, মুসনাদে আহমাদ : ২১৫৫১, সনদ যঈফ, কারণ, আবুস সালীল হাদীসটি সরাসরি আবু যর গিফারি থেকে বর্ণনা করেন, অথচ তিনি তার দেখা পাননি, ফলে সনদে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।(সম্পাদক)

স্ত্রীর কোলে বসে রয়েছেন, তবে সেটাও আমার জন্য আপনাকে এই অবস্থায় দেখার চেয়ে প্রিয় হতো।”

মুত্তাকী ও তওবাকারীদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে

[২৩৪] আবু আবদুল্লাহ, অর্থাৎ, আওন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি লোকদের লক্ষ করো? তাদের অধিকাংশের মধ্যেই কোনো কল্যাণ নেই। তবে মুত্তাকী ও তাওবাকারী ব্যতীত।”

কুক্ষিগত স্বর্ণ-রুপা কিয়ামতের দিন আগুনের অঙ্গার হবে

[২৩৫] আবদুল্লাহ বিন সামিত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর ভাতা দেওয়া হলো। তখন তার সঙ্গে তার দাসীও ছিল। তিনি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য তা খরচ করলেন। কিন্তু কিছু দেরহাম অতিরিক্ত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হচ্ছে সাতটা দেরহাম অতিরিক্ত হবার কথা বলা হয়েছে। তখন তিনি দাসীকে দিরহামগুলো দিয়ে কিছু ভাংতি পয়সা খরিদ করে আনতে বললেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, দিরহামগুলো রেখে দিন, কোনো প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে বা আপনার কোনো মেহমান এলে তার জন্য খরচ করতে পারবেন।

তিনি বললেন, আমার প্রিয় বন্ধু—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আমাকে বলেছেন, “স্বর্ণ বা রুপা যদি কুক্ষিগত করে রাখা হয় তবে তা কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য আগুনের অঙ্গার হবে। যতোক্ষণ না সে তা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করবে।”[৩৭]

দিনারগুলো ফিরিয়ে দিলেন

[২৩৬] আবু বকর বিন মুনকাদির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “হাবীব বিন আবু সালামা তখন সিরিয়ার আমীর ছিলেন। তিনি আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য তিনশো দিনার পাঠালেন এবং বললেন, “এগুলো দিয়ে আপনার প্রয়োজনপূরণে সাহায্য নিন।” আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “এগুলো তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তিনি কি আমাদের চেয়ে আল্লাহর ব্যাপারে সম্মানিত কাউকে পাননি? আশ্রয় নেওয়ার মতো ছায়াটুকু আমাদের আছে, কিছু

[৩৭] মুসনাদে আহমাদ : ২১৩৮৪ এর সনদ সহীহ। (সম্পাদক)

মেষ আছে সেগুলো সন্ধ্যায় আমাদের কাছে ফিরে আসে। একটি দাসী আছে যে আমাদের জন্য খেদমত করে থাকে। এর চেয়ে অতিরিক্ত জিনিসের ব্যাপারে আমি ভয় করি।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নৈকট্য লাভ

[২৩৭] ইরাক বিন মালেক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবেচেয়ে নিকটে বসবো। তা এই কারণে যে, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا، وَأَنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ تَشَبَّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِي

“তোমাদের মধ্যে যারা ওই অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে যে-অবস্থায় আমি তাদের রেখে গিয়েছিলাম, তারা কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে বসবে। আল্লাহর কসম! আমি ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেকেই দুনিয়াবি কোনো-না-কোনো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকবে।”[৩৮]

প্রসিদ্ধ পোশাক ও বাহনের ব্যাপারে সতর্কবাণী

[২৩৮] শাহর বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “কেউ প্রসিদ্ধ পোশাক পরিধান করলে বা প্রসিদ্ধ বাহনে আরোহণ করলে, যতোক্ষণ সে ওই অবস্থায় থাকে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, যদিও সে সম্মানিত হয়।”

যার যতো সম্পদ সে ততো কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবে

[২৩৯] ইবরাহিম আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “দুই দিরহামের মালিক এক দিরহামের মালিকের চেয়ে কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবে।”

অবশেষে তিনি রাবাযায় চলে গেলেন

[২৪০] শাহর বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআবিয়া—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উসমান বিন আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি লিখে

[৩৮] শুআবুল ঈমান, বায়হাকী : ৯৯২০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩২২৬৮

জানালেন: "সিরিয়ায় যদি আপনার কোনো প্রয়োজন থাকে তবে আবু যরকে আপনার কাছে ফিরিয়ে নিন।" এই সংবাদ শুনে আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আবু যর যদি আমার পিঠে আঘাত করে এবং আমার দুই হাত কেটে দেন, তাহলেও আমি তার প্রতি ক্ষুব্ধ হবো না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ لِذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ

"আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী কোনো ভাষাধারীকে পৃথিবীর বৃক্ষরাশি ছায়া দেয়নি এবং পৃথিবীর ভূমি বহন করেনি।"[৩৯] কেউ যদি দুনিয়ার বুকে দুনিয়াবিমুখ কোনো সাধারণ মানুষকে দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেনো আবু যরের দিকে তাকায়।

আবু যর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উসমান বিন আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "হে আবু যর, আপনি আমাদের কাছে থাকুন। সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার জন্য উষ্ট্রীর দুধ পাঠিয়ে দেবো।" আবু যর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। রাবাযায় আমার একটি ঘর আছে। আমাকে ওখানে চলে যেতে দিন।" ফলে উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে অনুমতি দিলেন।

শিরক ছাড়া যে-কোনো পাপ ক্ষমাযোগ্য

[২৪১] মা'রুর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদমের সন্তান, তুমি যদি দুনিয়া পরিমাণ পাপ নিয়েও আমার সঙ্গে মিলিত হও এবং আমার সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করে না থাকো, তবে আমি সমপরিমাণ হেদায়েত নিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।" (এখানে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অর্থ তওবা করে আল্লাহ কাছে ফিরে যাওয়া।)

জমি গ্রহণের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই

[২৪২] ইবরাহিম আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, "আপনি কি কোনো জমি গ্রহণ করবেন না, যেমন অমুক অমুক গ্রহণ করেছে?" তিনি জবাব

[৩৯] তিরমিজি : ৩৮০১; মুসনাদে আহমাদ : ৭০৭৮; সনদ হাসান

দিলেন, "আমি আমীর হয়ে কী করবো?" প্রতিদিন আমার জন্য যা যথেষ্ট তা হলো সামান্য পানি বা দুধ আর জুমআর দিনে এক কফীয[৪০] গম।"

তিনি সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন

[২৪৩] সুফয়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ঈসা ইবনে মারয়াম—আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—।

মানুষের সামনে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় রয়েছে

[২৪৪] আওফ বিন মালিক আল-আশযায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, উম্মে যর আবু যর গিফারিকে তাদের জীবনযাপনের ব্যাপারে তিরস্কার করলেন। তখন আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "হে উম্মে যর, আমাদের সামনে বাধার দুরতিক্রম্য পাহাড় রয়েছে। ভারী শরীরের অধিকারীর চেয়ে পাতলা শরীরের অধিকারী তা সহজে পেরিয়ে যাবে।" (ভারী শরীরের অধিকারী বলতে ভোগ-বিলাসী বোঝানো হয়েছে।)

তিনি মানুষের কল্যাণকামী, তাদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত

[২৪৫] উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হে লোকসকল, আমি তোমাদের কল্যাণ কামনাকারী, তোমাদের জন্য দয়ার্দ্রচিত্ত; তোমরা কবরের নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচার জন্য রাতের অন্ধকারে নামায আদায় করো; পুনরুত্থান-দিবসের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে রোযা রাখো; কঠিন দিবসের ভয় থেকে বাঁচার জন্য দান-সাদকা করো। হে লোকসকল, আমি তোমাদের কল্যাণকামী, তোমাদের জন্য দয়ার্দ্রচিত্ত।"

[৪০] কফীয : প্রাচীনকালের একটি পরিমাপ। বিভিন্ন দেশে এর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। মিসরে বর্তমানে এক কফীয বলতে ১৬ কেজি বোঝায়।

ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

আল্লাহর প্রিয় বিষয়ই তাঁর কাছে প্রিয়

[২৪৬] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, আপনাকে যে-অবস্থায় দেখি তা আমাকে আপনার সাক্ষাতে আসতে বাধা দেয়। তিনি বললেন, "তুমি তা কোরো না। কারণ, আল্লাহ তাআলার কাছে যা প্রিয় তা-ই আমার কাছে প্রিয়।"

মৃত্যুর আগে ফেরেশতাগণের সালাম

[২৪৭] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি অনুভব করলাম যে কেউ একজন আমাকে সালাম দিচ্ছেন। কিন্তু যখন আমি সেক নিলাম, সালামের ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেলো।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ওপর সালাম আসে কি আপনার মাথার দিক থেকে, না পায়ের দিক থেকে?" তিনি বললেন, "না, পায়ের দিক থেকে নয়, মাথার দিক থেকে।" আমি বললাম, "আমি জানি না, আপনার মৃত্যুর আগে সালামের ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি ঘটে কি না।" পরে একদিন তিনি আমাকে বললেন, "আমি অনুভব করছি যে, আবারও আমাকে সালাম দেওয়া হচ্ছে।" এরপর তিনি কিছুদিন বেঁচে ছিলেন, তারপর মৃত্যুবরণ করেন।

ছাই হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৪৮] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি ছাই হতাম, বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো।"

তিনি ছিলেন বসরার শ্রেষ্ঠ মানুষ

[২৪৯] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর মতো লোক বসরায় বসবাস করেননি।"

ডান হাত দ্বারা কখনো লজ্জাস্থান স্পর্শ করেননি

[২৫০] হাকাম বিন আ'রাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন "আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর থেকে এখনো পর্যন্ত ডান হাত দ্বারা আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।"

নিঃসঙ্গ ব্যক্তিরা আল্লাহর প্রিয়

[২৫১] ইবনে আবু মুলাইকাহ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন আমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّـهِ الْغُرَبَاءُ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ؛ يَبْعَثُهُمُ اللَّـهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

"আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো অপরিচিত নিঃসঙ্গরা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "অপরিচিত নিঃসঙ্গ কারা?" তিনি বললেন, "যারা তাদের দীন নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আল্লাহ তাআলা তাদের কিয়ামতের দিন ঈসা ইবনে মারইয়াম—আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে উত্থিত করবেন।"[৪১]

সুফিয়ান বিন ওয়াকি বলেন, "আমি আশা করি যে, আহমদ বিন হাম্বল—রাহিমাহুল্লাহ—এই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাদের স্মরণ করেন

[২৫২] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো মজলিসে যদি আল্লাহ তাআলার যিকির করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের চেয়েও সম্মানিত ও মর্যাদাবান এক মজলিসে স্মরণ করেন। কোনো মজলিসের লোকেরা যদি আল্লাহ তাআলার নাম যিকির না

[৪১] আবু নুআঈমের হিলয়াতুল আউলিয়াতে এটি উল্লেখিত হয়েছে ইমাম আহমদের সনদে (১/২৫) হাদীসটির সনদ যঈফ। কারণ, এতে সুফিয়ান ইবনে ওকী নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। (সম্পাদক)

Contents

করেই ওই মজলিস ত্যাগ করে, তা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দুঃখের কারণ হবে।"

বিনয়ের জন্য দরিদ্র

[২৫৩] আমর বিন মুররাহ—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মহান রবের প্রতি বিনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি দারিদ্রতা পছন্দ করি। আমার মহান রবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় আমি মৃত্যু পছন্দ করি। আমার পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অসুস্থতা ভালোবাসি।"

মিথ্যা পাপাচারের দিকে টেনে নেয়

[২৫৪] মালেক বিন আনাস—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "তোমরা সত্য কথা বলবে। কারণ, তা সততার পথ দেখায়। আর সততা জান্নাতে নিয়ে যায়। তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের দিকে টেনে নেয়। আর পাপাচার জাহান্নামে টেনে নেয়।" তিনি আরও বলতেন, "যে-ব্যক্তি সত্য কথা বললো সে সৎকাজ করলো আর যে-ব্যক্তি মিথ্যা কথা বললো সে পাপাচার করলো।"

সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন

[২৫৫] জারীর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে বলেছেন, "হে জারীর, আল্লাহ তাআলার জন্য বিনীত হও; যে-ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।"

নাফরমানিমূলক কথা পাপাচারের দিকে টেনে নেয়

[২৫৬] শিমর বিন আতিয়্যা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানিমূলক কথা বেশি বলে তারাই বেশি পাপ করে।"

ভাতা পাওয়ামাত্রই লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন

[২৫৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাতা ছিলো পাঁচ হাজার দিরহাম। তা ছাড়া তিনি প্রায় তিরিশ হাজার মুসলমানের আমীর ছিলেন। তিনি যে-আলখাল্লাটি গায়ে দিয়ে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন তার একটি অংশ বিছিয়ে বসতেন, আরেকটি অংশ পরিধান করতেন। তিনি তাঁর ভাতা পাওয়ামাত্রই তা লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি নিজ হাতে রোজগার করে খেতেন।"

মুশরিক নারীর ঘরে নামায পড়লেন

[২৫৮]নাফে বিন জুবাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নামাযের জায়গা তালাশের জন্য একজন অনারব কাফের নারী[৪২] অথবা

---

[৪২] علج : বিশাল-বপু অনারব কাফের বা যে-কোনো কাফের।

একজন মুশরিক নারীর ঘরে এলেন। ওই নারী তাঁকে বললেন, "একটি পবিত্র চিত্তের অন্বেষণ করুন এবং যেখানে খুশি নামায পড়ুন।" সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, "তুমি বুদ্ধিমতী।"

বাজার শয়তানের কেন্দ্র

[২৫৯] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তুমি বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং শেষ প্রস্থানকারী হোয়ো না। কেননা, বাজারে শয়তানের অবতরণস্থল ও তার ঝান্ডার কেন্দ্র রয়েছে।" ইয়াহ্ইয়া বলেন, "অর্থাৎ, বাজার হলো শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র।"

অমুসলিমের অন্তর থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা উৎসারিত হয়

[২৬০] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হুযায়ফাহ ও সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—একজন নাবাতি নারীর বাড়িতে অবতরণ করলেন। নামাযের সময় হলে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কি পবিত্র স্থান আছে, যেখানে আমরা নামায আদায় করতে পারি?" জবাবে ওই নারী বললেন, "আপনাদের অন্তর পবিত্র করুন।" তখন তাঁদের একজন অপর জনকে বললেন, "কাফেরের অন্তর থেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা গ্রহণ করুন।"

সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে

[২৬১] ইবরাহিম আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না সেই দিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় পাবে : ১. এমন ব্যক্তি, যে তার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বলে, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি এবং দ্বিতীয় জনও অনুরূপ কথা বলে। ২. এমন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং আল্লাহর ভয়ে তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ৩. ওই ব্যক্তি, যিনি ডান হাত দ্বারা দান করেন; কিন্তু বাম হাত থেকে তা গোপনে রাখেন। ৪. এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী-রূপসী নারী প্ররোচিত করে, তখন তিনি তাকে বলেন, আমি তো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। ৫. এমন ব্যক্তি, যাঁর হৃদয় মসজিদের ভালোবাসার কারণে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ৬. ওই ব্যক্তি, যিনি নামাযের ওয়াক্ত জানার জন্য সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেন। ৭. এমন ব্যক্তি যিনি কথা বললে জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলেন এবং যদি চুপ থাকেন তবে সেটাও হয় প্রজ্ঞার কারণে।"

Contents

পূর্বসূরিদের থেকে জ্ঞান শেখা অপরিহার্য

[২৬২] আবুল বাখতারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষের মধ্যে কল্যাণ ততোদিনই অব্যাহত থাকবে যতোদিন পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরসূরিরা জ্ঞান শিখবে। আর যদি উত্তরসূরিদের জ্ঞান অর্জনের পূর্বেই পূর্বসূরিরা চলে যায়, তবে তো তাদের ধ্বংসের সময় চলে আসবে।"

আল্লাহ তাআলা কাউকে নিরাশ করেন না

[২৬৩] আবু উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষ যদি জানতো আল্লাহ তাআলা দুর্বলদের কীভাবে সাহায্য করেন তবে কখনোই তারা প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো না।" তিনি বলেন, "যে-বান্দা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশে দুই হাত প্রসারিত করে এবং কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" তিনি আরও বলেন, "এক ব্যক্তি রাত জেগে চুলোয় আগুন ঠেলে এবং আরেক জন আল্লাহ তাআলার যিকির করে রাত কাটায়, তবে আমি মনে করি, আল্লাহর যিকিরকারী ও কুরআন তেলাওয়াতকারীই শ্রেষ্ঠ।" তিনি আরও বলেন, " কোনো ব্যক্তি যদি ভালোভাবে ওজু করে এবং একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, তবে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারী হয় এবং আল্লাহ তাআলার জন্য আবশ্যক হলো তাঁর সাক্ষাৎকারীকে সম্মানিত করা।"

যতোবার বলবে ততোবার লেখা হবে

[২৬৪] আবু উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "একজন ব্যক্তি যখন বেশি বেশি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তখন ফেরেশতা সেটা লিখতে কঠিনবোধ করে। অবশেষে যখন সে তার প্রভুর দ্বারস্থ হয় তখন তিনি বলেন, "আমার বান্দা যেভাবে তা বেশি বেশি বলেছে, তুমিও তা সেভাবে লেখো।"

হাউযে কাউসারে তিনি নবীজীর সঙ্গে মিলিত হবেন

[২৬৫] আবু সুফয়ান তাঁর কয়েক জন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কেঁদে ফেললেন। সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কেন

Contents

কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইন্তেকাল করেছেন এই অবস্থায় যে তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন; হাউযে কাউসারে আপনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং আপনার সঙ্গীদের সঙ্গেও মিলিত হবেন।" সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "হ্যাঁ, আমি তো মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না এবং দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়েও কাঁদছি না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বলেছেন :

لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ

"দুনিয়াতে তোমাদের প্রয়োজনপূরণের সম্পদ যেনো একজন মুসাফিরের পাথেয়র মতো হয়।"

তিনি বলেন, "অথচ আমার চারপাশে কত সম্পদ।" বর্ণনাকারী বলেন, "তাঁর কাছে তখন একটি পানপাত্র, একটি খাবারের পাত্র, একটি ওজু বা গোসলের পাত্র ছিলো।" সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি আমাদের এমন একটি উপদেশ দিন যা আমরা আপনার মৃত্যুর পর পালন করবো।" সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে সা'দ, আপনি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন যখন আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন যখন আপনি সম্পদ বণ্টন করেন এবং আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন যখন কোনো বিচারের ফয়সালা দেন।"

তাঁর লজ্জাশীলতা

[২৬৬] কায়স বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমার কোনো মুসলমানের সতর দেখা অথবা কোনো মুসলমানের আমার সতর দেখা থেকে আমার কাছে প্রিয় হলো আমার মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হওয়া, আবারও মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হওয়া, আবারও মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হওয়া।"[৪৩]

তখন আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত নেমে আসবে

[২৬৭] আলা বিন আল-মুসাইয়িব—রাহিমাহুল্লাহ—বলে সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে মারফু হাদিসরূপে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন ইলম ব্যাপক হবে, কিন্তু আমল (কিছু লোকের মধ্যে) সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে; মানুষের

[৪৩] মূল কিতাবে এই হাদীসটি 'ফাদলু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু'—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

জিহ্বাসমূহ একই কথা বলবে, কিন্তু তাদের অন্তর হবে ভিন্ন ভিন্ন; (তাদের মুখের কথা ও মনের ভাবনার কোনো মিল থাকবে না); প্রত্যেকেই তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সেই সময় আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবেন; তাদের বধির করে দেবেন এবং চক্ষুসমূহকে অন্ধ করে দেবেন।"[৪৪]

তিনটি বিষয় হাসির এবং তিনটি বিষয় কান্নার

[২৬৮] জাফর—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "তিনটি বিষয় আমাকে হাসায় এবং তিনটি বিষয় আমাকে কাঁদায়। আমার হাসি পায় দুনিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে দেখে, যাকে মৃত্যু পিছু ধাওয়া করছে; হাসি পায় ওই গাফেলকে দেখে, যাকে সব সময় নজরে রাখা হচ্ছে এবং হাসি পায় এমন লোককে দেখে যে অট্টহাসি হাসছে, অথচ সে জানে না সে কি তার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করছে না-কি সন্তুষ্ট করছে। আর তিনটি বিষয় আমাকে কাঁদায় : মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমিকগণ ও তাঁর সঙ্গীসাথিদের বিদায়; মৃত্যুযন্ত্রণার সময় উপস্থিত হওয়ার ভীতি, রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, যখন আমি জানতে পারবো না আমি কি জান্নাতে যাবো না-কি জাহান্নামে যাবো।"[৪৫]

ইবাদতের জন্য বাড়ির ছাদে ঘর

[২৬৯] উইয়াইনাহ বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উসমান বিন আবুল আস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যদি জুমআর নামায এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাত না থাকতো তাহলে আমি আমার এই বাড়ির ছাদে ছোট একটি ঘর বানাতাম এবং কবরে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত তা থেকে বের হতাম না।"

বিলাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দোয়া

[২৭০] উমাইর বিন হানি আল-আনাসি—রাহিমাহুল্লাহ—বিলাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী হিন্দা আল-খাওলানিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি বিলালকে বলতে শুনেছি যে, "হে আল্লাহ, আমার ভালো আমলগুলো কবুল করুন এবং পাপসমূহ মার্জনা করুন এবং আমার অসুস্থতার সময়ে আমাকে ক্ষমা করুন।"

[৪৪] মূল কিতাবে এই হাদীসটি 'ফাদলু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু'—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।
[৪৫] মূল কিতাবে এই হাদীসটি 'ফাদলু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু'—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

পথে কখনো কোনো ময়লা ফেলতেন না

[২৭১] ইসমাঈল বিন উবাইদ বলেন, আয়েয বিন আমর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "মুসলমানদের চলার পথে আমার চিলুমচির ময়লাপানি ফেলার চেয়ে সেটাকে আমার বাসরঘরে ফেলাকে অধিক শ্রেয় মনে করি।" বর্ণনাকারী বলেন, "তাঁর বাড়ি থেকে কোনো পানি বের হতো না; এমনকি বৃষ্টির পানিও না।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি স্বপ্নে দেখেন যে তিনি জান্নাতবাসী হয়েছেন।"

শোকে তিন দিন তিন রাত না খেয়ে থাকলেন

[২৭২] শাইবানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা কনস্ট্যান্টিনোপলের যুদ্ধে মাসলামা বিন আবদুল মালিকের সঙ্গে ছিলাম। (ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিলো সেদিন।) মানজানিকগুলোর পাশ থেকে হতাহতদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। কিন্তু মাসআলা বিন আবদুল মালিকের সামনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছিলো। তখন আমি একজন লোককে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলতে শুনলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে রহম করুন, আপনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বললেন?

তিনি বললেন, আমরা মালিক বিন আবদুল্লাহ আল-কাসআমীর সঙ্গে একটি যুদ্ধে ছিলাম। সেখানে মুসলমানদের একজন লোক আক্রান্ত হলো (নিহত হলো)। তারপর মালিক বিন আবদুল্লাহর সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। কিন্তু তিনি খেলেন না। পরের দিন তিনি রোযা রাখলেন। এভাবে তিনি তিন তিন ও তিন রাত না খেয়ে থাকলেন, তা কেবল ওই নিহত মুসলমানের শোকে। এমনকি মুসলমানদের সবাই ওই নিহত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করছে, যেভাবে আপন বন্ধু মৃত্যুবরণ করলে শোক প্রকাশ করে।"

তা আল্লাহর পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে

[২৭৩] মালিক বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ-এর আযাদকৃত গোলাম হাস্সান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তাঁর পায়ের নলায়—অর্থাৎ, মালিকের পায়ের নলায় একটি রগে 'আল্লাহু' শব্দটি লেখা ছিলো। তিনি ওজু করার সময় আমি ওই রগটির দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বললেন, "তাকিয়ে কী দেখছো? জেনে রাখো, এই শব্দটি (দুনিয়ার) কোনো লেখক লেখেননি।"

Contents

মজলিস থেকে ওঠে এলে তাদের সালাম দেওয়া

[২৭৪] মুআবিয়া বিন কুররা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, "হে বৎস, তুমি যদি এমন একদল লোকের সঙ্গে থাকো যারা আল্লাহ তাআলার যিকির করছে, তখন তোমার ওখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন হলো, তবে উঠে আসার সময় তুমি তাদের সালাম দাও। তা এ-কারণে যে, তারা যতোক্ষণ বসে থাকবে ততোক্ষণ তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।"

সৎ মানুষরে অন্তর আল্লাহ তাআলার পাত্র

[২৭৫] আবু উমামা আল-বাহেলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ لِلَّـهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنِيَةً فِي الْأَرْضِ وَأَحَبُّ الْآنِيَةِ إِلَيْهِ مَا رَقَّ مِنْهَا وَصَفَا، وَآنِيَةُ اللَّـهِ فِي الْأَرْضِ قُلُوبُ الْعِبَادِ الصَّالِحِينَ

"নিশ্চয় জমিনের বুকে আল্লাহ তাআলার কিছু পাত্র রয়েছে। আল্লাহ তাআলার সেটিই সবচেয়ে প্রিয় পাত্র যা নরম ও কোমল। জমিনের বুকে আল্লাহর পাত্রসমূহ হলো সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর।"

Contents

আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া[৪৬]

দীর্ঘ সফর ও স্বল্প পাথেয়র জন্য কান্না

[২৭৬] সালেম বিন হাজাল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর মৃত্যুশয্যায় কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, "আরে, আমি তো তোমাদের এই দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়ে কাঁদছি না; বরং আমি কাঁদছি আমার দীর্ঘ সফর ও স্বল্প পাথেয়র কারণে; আমি তো দাঁড়িয়ে আছি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি টিলার ওপর এবং আমি জানি না এই দুটির মধ্যে কোনটির দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

কুরআন পড়ে শোনাতেন এবং দোয়া করতেন

[২৭৭] হাবীব আল-মুআল্লিম—রাহিমাহুল্লাহ—আবুল মুহাযযিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসতাম। তিনি আমাদের কুরআন পড়ে শোনাতেন, দোয়া করতেন এবং আমাদের শিক্ষামূলক কাহিনি শোনাতেন।"

কন্যাকে বিলাসিতা পরিহারের নির্দেশ

[২৭৮] হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর কন্যাকে বলতেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি স্বর্ণখচিত পোশাক পরিধান কোরো না, তাহলে আমি তোমার ব্যাপারে জ্বলন্ত আগুনের আশংকা করি। রেশমের পোশাক পরিধান কোরো না, তাহলে আমি তোমার ব্যাপারে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আশংকা করি।"

---

[৪৬] মূল কিতাবে 'যুহদু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—" নামে দুই জায়গায় দুটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এখানে দুই অধ্যায়ের হাদিস একত্র করে দেওয়া হয়েছে। (অনুবাদক)

কিয়ামতের দিন কিছু মানুষ হায় পিপাসা বলে চিৎকার করবে

[২৭৯] মুহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যেনো আমি আমাদের দেখতে পাচ্ছি, আমরা হাউযে কাউসার থেকে হিসাব দেওয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে এলাম। একজন আরেক জনকে এই সংবাদ দিচ্ছিলো। তখন একজন আরেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি কাউসার পান করেছো? সে বললো, না, হায় পিপাসা!”

মানুষ তার কর্ম ও আমল দ্বারাই পবিত্র থাকে

[২৮০] ইয়াহইয়া বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চিঠি লিখে জানালেন, আপনি পবিত্র ভূমিতে চলেন আসুন। সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে প্রত্যুত্তরে জানালেন, “ভূমি কাউকে পবিত্র করতে পারে না; বরং মানুষকে পবিত্র করতে পারে তাঁর আমল ও কর্ম। আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি ডাক্তার হয়েছেন; যদি আপনি এর থেকে মুক্ত হন তবে তা আপনার জন্য কতই-না উত্তম! আর যদি সত্যই আপনি ডাক্তার হয়ে থাকেন তবে কোনো মানুষকে হত্যা করা থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ, এর ফলে আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে।” আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন দু-জন মানুষের মধ্যে ফয়সালা দিতেন এবং তারা চলে যেতে শুরু করতো, তিনি তাদের দিকে তাকাতেন এবং বলতেন, “আল্লাহর কসম! আমি একজন শিক্ষানবিশ (চিকিৎসা বা ফয়সালার ক্ষেত্রে); তোমরা আবার আমার কাছে ফিরে এসো, আবার তোমরা আমার কাছে তোমাদের মোকাদ্দমা পেশ করো।”

সাবধান থাকার পরামর্শ

[২৮১] মালিক বিন দিনার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি লিখে জানালেন, “আমি শুনেছি যে মানুষদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য আপনি একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং সাবধান থাকবেন, কোনো মুসলমানকে যেনো হত্যা করে না ফেলেন। তাহলে আপনার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে পড়বে।”

তিনি মনের কথাই বলেছেন

[২৮২] আল-আ‘মাশ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি শায়খগণকে আলোচনা করতে শুনেছি, হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু

Contents

আনহু-কে বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কি আপনার জন্য একটি ঘর বানাবেন না?" বর্ণনাকারী বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই প্রশ্নটাকে পছন্দ করলেন না। তখন হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "কিছুদিন অপেক্ষা করুন, তখন আমি আপনাকে জানাবো যে আমি আপনার জন্য একটি ঘর বানাবো, আপনি তাতে শয়ন করলে আপনার মাথা থাকবে একপাশে আর আপনার পা দুটি থাকবে অন্যপাশে। আর আপনি যখন দাঁড়াবেন আপনার মাথা ঠেকে যাবে।" তখন সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আপনি ঠিক আমার মনের কথাই বলেছেন।"

খাদেমকে দিয়ে একাধিক কাজ করাতে অপছন্দ করতেন

[২৮৩] আবু কিলাবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একজন লোক এলেন। তিনি তখন আটার খামির তৈরি করছিলেন। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, কী করছেন আপনি? তিনি বললেন, "আমি খাদেমকে একটি কাজে বাইরে পাঠিয়েছি। আর আমি তার জন্য দুটি কাজ একত্র করাকে অপছন্দ করি।" তারপর ওই লোক বললেন, "অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি (এই এলাকায়) কখন এসেছো?" লোকটি জবাব দিলেন, "অতো অতো দিন আগে।" তিনি বললেন, "তুমি যদি এই সালাম আমার কাছে না পৌঁছাতে সে তা অনাদায়কৃত আমানতরূপে তোমার ওপর থেকে যেতো।"

আখেরাতের জীবনযাপনই আসল

[২৮৪] হাসান বিন আবদুল আযিয আল-জাওরী বলেন, ইবনে শাওযাবের পক্ষ থেকে দামরাহ আমাদের কাছে লিখে পাঠালেন যে, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা মুণ্ডন করছিলেন তাঁর এক বন্ধু। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কী হচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, "প্রকৃত জীবনযাপন তো আখেরাতের জীবনযাপন।"

শীতকালে রোযা রাখা সহজ গনিমত

[২৮৫] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি কি তোমাদের একটি শীতল (সহজ) গনিমত দেখিয়ে দেবো না?" তাঁরা সবাই বললেন, "সেটা কী, হে আবু হুরায়রাহ?" তিনি বললেন, "শীতকালে রোযা রাখা।"

Contents

ধোঁকায় পড়ে অর্থহীন বিষয়ের পেছনে ছুটে চলা

[২৮৬] আবুস সালিব—দারিব বিন নুফাইর—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের মন তোমাদের সঙ্গে সত্য বলে না। তোমরা এমন-সব বিষয়ের আশা পোষণ করে থাকো যার নাগাল তোমরা কখনো পাবে না। তোমরা এমন সম্পদ জমা করে থাকো যা তোমরা ভোগ করতে পারবে না। তোমরা এমন অট্টালিকা নির্মাণ করে থাকো যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে না।"

সারা রাত তাঁদের নামাযে কেটে যেতো

[২৮৭] উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামায আদায় করে কাটাতেন, তাঁর স্ত্রী অপর তৃতীয়াংশ নামায আদায় করে কাটাতেন, তাঁর পুত্র অপর তৃতীয়াংশ নামায আদায় করে কাটাতেন। এক জন ঘুমিয়ে পড়লে অপর জন উঠে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।"

তিনি বাহনে চড়তে অপছন্দ করতেন

[২৮৮] ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির—রাহিমহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, "আপনি কি কোনো বাহনে চড়ে কারও সাক্ষাতে যেতেন পারেন না?" জবাবে তিনি বললেন, "আমি বাহনে চড়তে অপছন্দ করি। আমি বাহনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বিপক্ষে জামিনদার হতে চাই না।"

শাস্তির পরিবর্তে মুক্ত করে দিলেন

[২৮৯] ইসমাঈল আল-আবদি আবুল মুতাওয়াক্কিল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি নিগ্রো দাসী ছিলো। সে কাজ করে তাদের সহযোগিতা করতো। একদিন (কোনো কারণে) তিনি দাসীটির ওপর চাবুক উঠালেন এবং বললেন, "যদি শাস্তির প্রতিবিধান না থাকতো তবে এই চাবুক দ্বারা আমি তোমাকে পেটাতাম। কিন্তু আমি তোমাকে তাঁর (আল্লাহর) কাছেই বিক্রি করবো যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি বিনিময়মূল্য দেবেন। যাও, তুমি আল্লাহর তাআলার ওয়াস্তে মুক্ত।"

Contents

বরকতময় থলে

[২৯০] ইসমাঈল আল-আবদি আবুল মুতাওয়াক্কিল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আমাকে কিছু খেজুর দেন। সেগুলো একটি থলেতে রাখি এবং থলেটি বাড়ির ছাদে ঝুলিয়ে রাখি। আমরা তা থেকেই খেতে থাকলাম; কিন্তু তা শেষ হতো না। শামের (সিরিয়ার) অধিবাসীরা মদিনায় আক্রমণ চালানোর সময় থলেটি নষ্ট করে ফেলে। ফলে খেজুর শেষ হয়ে যায়।"

পাপ মোচনের মজলিস

[২৯১] ইসমাঈল আল-আবদি আবুল মুতাওয়াক্কিল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ও তাঁর সঙ্গীরা সাহরির সময় বসতেন। বলতেন, "আমরা আমাদের পাপ মোচন করছি।"

পেটের জন্য আফসোস

[২৯২] উসমান আশ-শাহহাম আবু সালামা বর্ণনা করেন, ফারকাদ আস-সাবাহি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন এবং বলতেন, "আমার পেটের কারণে আমার ধ্বংস! যদি আমি পেটকে তৃপ্ত করি তবে তা আমাকে অলস বানিয়ে দেয়; আর যদি পেটকে ক্ষুধার্ত রাখি তবে তা আমাকে কাহিল করে ফেলে।"

বান্দাদের দান করলে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়া যাবে

[২৯৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "আমার বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো, তুমি তাকে খাওয়াওনি। তুমি যদি সেইদিন তাকে খাওয়াতে তবে আজকে আমি তোমাকে খাওয়াতাম। আমার বান্দা তোমার পানি পান করতে চেয়েছিলো, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। সেইদিন যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তবে আজকে আমি তোমাকে পানি পান করাতাম।"

মানুষ নিজের বড় বড় দোষ-ক্রটি দেখতে পায় না

[২৯৪] ইয়াযিদ বিন আসাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকে

Contents

তার ভাইয়ের চোখে সামান্য ময়লা (পিচুটি) থাকলেও দেখতে পায়; কিন্তু নিজের চোখে গাছের গুঁড়ি (বা গাছের ডাল) থাকলেও তা দেখতে পায় না। (মানুষ অন্যের সামান্য অপরাধ থাকলেও তা দেখতে পায়; কিন্তু নিজেদের বড় বড় অপরাধও চোখে পড়ে না।)

যারা বেশি কথা বলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে

[২৯৫] ইয়াযিদ বিন আসাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যারা বেশি কথা বলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তবে তারা ব্যতীত যারা এমন এমন কথা বলে। এ-কথা বলে তিনি দুই হাত দ্বারা তাঁর সামনে, তাঁর পেছনে, তাঁর ডানে ও বাঁয়ে ইশারা করলেন। তারপর বললেন, তাদের সংখ্যা খুবই কম। ইয়াযিদ বিন আসাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যদি আমি এই কথা আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে শুনে না থাকি", তাঁর দুই আঙুল দ্বারা তাঁর দুই কানে ইশারা করে, "তবে যেনো আমার এই দুই কান বধির হয়ে যায়।"

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না

[২৯৬] ঈসা বিন তালহা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভয়ে কাঁদবে সে কিছুতেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতোক্ষণ না দুধ ওলানে ফিরে যায়।" (অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশ অসম্ভব।)

দীর্ঘ সফর ও অল্প পাথেয় তাঁকে কাঁদায়

[২৯৭] আবদুল্লাহ বিন শাওযাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যখন আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, হে আবু হুরায়রাহ, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, "দীর্ঘ সফর, অল্প পাথেয় এবং দুর্লঙ্ঘনীয় গিরিপথ; জানি তার থেকে কোথায় গিয়ে পড়বো, জান্নাতে না-কি জাহান্নামে।"

নামায শেষে পরিবারের কাজে যাওয়ার নির্দেশ

[২৯৮] আবদুল্লাহ বিন আবু সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাতে একজন বালককে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "হে ছেলে, তুমি তোমার পরিবারের কাজে যাও। আমি

নামায পড়তে এসেছি।” তারপর বললেন, “তুমি আগেই নামায পড়েছো, এখন আমি নামায পড়বো।”

যিকিরের সওয়াব

[২৯৯] আবু সালেহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, যে-ব্যক্তি অন্তর থেকে ‘আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন’ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য তিরিশটি সওয়াব লিখে দেবেন এবং তার তিরিশটি গুনাহ মার্জনা করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য বিশটি সওয়াব লিখে দেবেন এবং তার বিশটি গুনাহ মার্জনা করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য বিশটি সওয়াব লিখে দেবেন এবং তার বিশটি গুনাহ মার্জনা করে দেবেন।”

বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো

[৩০০]আবদুল্লাহ বিন আবু সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুঠুরিতে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো, তাঁর ঘরে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো, তাঁর কামরায় তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো, তাঁর বাড়িতে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো। তাঁর বাড়ির ফটকে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো। যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন এই সব কয়টি নামাযের জায়গায় নামায আদায় করে নিতেন। যখন বাড়ি থেকে বের হতেন তখনো এই সব কয়টি নামাযের জায়গায় নামায পড়ে নিতেন।”

আনুমানিক ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা

[৩০১] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা কারও সম্পর্কে (মন্দ) ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, অনুমান নির্ভর ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। গোয়েন্দাগিরি কোরো না। কারও কোনো দোষের কথা জানতে চেষ্টা কোরো না। পরস্পর লোভ-লালসা কোরো না। একে অন্যের পেছনে লেগো না। পরস্পর শত্রুতা কোরো না; বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাকো, যেমন আল্লাহ তাআলা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।”[৪৭]

[৪৭] আল্লাহ তাআলা নির্দেশ : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا “ তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।” [সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ১০৩]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া[৪৮]

কুরআন মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

[৩০২] ইবনে আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "নিশ্চয় কুরআন এমন শাফাআতকারী, যার শাফাআত কবুল করা হবে এবং এমন দাবি উত্থাপনকারী, যার দাবি গৃহীত হবে। সুতরাং যে-ব্যক্তি কুরআনকে তার সামনে রাখবে, কুরআন তাঁকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে-ব্যক্তি কুরআনকে তার পেছনে রাখবে, কুরআন তাঁকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে।"

আদম-সন্তান আল্লাহ ও শয়তানের সামনে নিক্ষিপ্ত

[৩০৩] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আদম-সন্তানের অবস্থা হলো আল্লাহ তাআলার সামনে এবং শয়তানের সামনে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তুর মতো। তাতে যদি আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা তা শয়তানের আয়ত্ত থেকে তা নিয়ে নেন; আর যদি তাতে আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে ওই ব্যক্তি ও শয়তানের মাঝে পথ উন্মুক্ত করে দেন।"

মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বড় ধরনের পাপ

[৩০৪] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি সে দুনিয়াতে জীবনধারণের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু খাবারই খেতো। তোমাদের কেউ দুনিয়াতে যে-অবস্থায়ই সকাল ও সন্ধ্যা

[৪৮] মূল কিতাবে ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর আলোচনার জন্য আলাদা কোনো অধ্যায় রচনা করা হয়নি; বরং আবু হুরাইরাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধ্যায়ে বর্ণনাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে আলাদা অধ্যায় আকারে উপস্থাপন করলাম। (সম্পাদক)

(দিন) যাপন করুক না কেন, তা তার কোনো ক্ষতি করবে না, যদি না তার অন্তরে মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে।"

মুমিন বান্দার আরাম-আয়েশ নেই

[৩০৫] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মুমিন বান্দার কোনো আরাম-আয়েশ নেই।"

মৃত্যু ও দরিদ্রতা তাঁর প্রিয়

[৩০৬] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "দুটি অপছন্দনীয় বিষয় কতই-না চমৎকার : মৃত্যু ও দরিদ্রতা। আল্লাহর কসম! হয় সচ্ছলতা না-হয় দরিদ্রতা, (এর বাইরে কিছু নেই।) এর যে-কোনো একটি দিয়ে আমি পরীক্ষিত হই-না কেন, আমি তা পরোয়া করি না। কারণ, সচ্ছলতা দ্বারা পরীক্ষা করা হলে তার দ্বারা অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা যায়; আর দরিদ্রতা দ্বারা পরীক্ষা করা হতে তাতে ধৈর্য ধারণ করা যায়।"

অন্যরা ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন

[৩০৭] উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্যরা যখন ঘুমিয়ে পড়তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জেগে উঠে নামাযে দাঁড়াতেন এবং মৌমাছির গুঞ্জনের মতো আমি তাঁর (কুরআন পাঠের) গুঞ্জন শুনতে পেতাম।"

পাখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩০৮] দাহহাক বিন মুযাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি পালকশোভিত ডানাবিশিষ্ট পাখি হতাম!"

ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩০৯] কাসিম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এক ব্যক্তি বললেন, "হায়, আমি যদি ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হতাম!" এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হায়, মৃত্যুর পর আমাকে যদি উঠানো না হোতো!"

তিনি রাসুল—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের একজন ছিলেন

[৩১০] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু মুসা আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, আমি নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছি এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদকে তাঁর পরিবারের একজনরূপে দেখেছি। তাঁর প্রতি তাঁদের যে-স্নেহ দেখেছি তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে।

বিনয়ী ব্যক্তির মর্যাদা উঁচু হবে

[৩১১] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি বিনম্র হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি আত্মম্ভরিতার সঙ্গে ধৃষ্টতা দেখাবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে অপদস্থ করবেন।"

জিহ্বাকে সংযত রাখার নির্দেশ

[৩১২] কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্রকে বলেছেন, হে বৎস, তোমার ঘরই যেনো তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো এবং তোমার পাপের কথা মনে করে কাঁদো।"

পাপকাজের কারণে ইলম ভুলে যায়

[৩১৩] হাসান বিন সা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি মনে করি, মানুষ তার পাপকাজের কারণে ইলম ভুলে যায়, যে-ইলম একসময় সে জানতো।"

আল্লাহ তাআলা দাম্ভিক ও অহংকারীকে অপদস্থ করেন

[৩১৪] আবু ইয়াস আল-বাজালী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, "যে-ব্যক্তি অহমিকার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে বেড়ায় আল্লাহ তাআলা তাকে অপমানিত করেন। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে বিনম্র হয়ে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মর্যাদাবান করেন। নিশ্চয় ফেরেশতার একটি দল রয়েছে এবং শয়তানের একটি দল রয়েছে। ফেরেশতার দলের কাজ হলো কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা এবং সত্যের প্রতি

Contents

বিশ্বাস স্থাপন করা। তোমরা যখন এগুলো দেখতে পারে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে। আর শয়তানের দলের কাজ হলো অসৎ ও অন্যায় কাজ করা এবং সত্যকে অস্বীকার করা। তোমরা যখন এগুলো দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইবে।"

বিপদে ফেলার জন্য শয়তান ঘুরতে থাকে

[৩১৫] আমর বিন মাইমুর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "নিশ্চয় শয়তান জিকিরে মগ্ন মজলিসের লোকদের চারপাশে ঘুরতে থাকে তাদের বিপদে ফেলার জন্য; কিন্তু সে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না। শয়তান দুনিয়াবি আলোচনায় লিপ্ত লোকদের বৈঠকে আসে এবং তাদের উস্কানি দেয়, ফলে তারা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়। যিকিরকারীরা যখন উঠে দাঁড়ান, তাঁদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা (নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে) আলাদা হন।"

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা ইলম চর্চাকারীর জন্য অপরিহার্য

[৩১৬] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—মুররা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করতে চায় সে যেনো কুরআনকে অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন করে।[৪৯] কারণ কুরআনে পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের জ্ঞান রয়েছে।"

সুস্থতা ও স্বস্তি আল্লাহর বড় নেয়ামত

[৩১৭] আমের আশ-শা'বী—ইমাম শা'বী রাহিমাহুল্লাহ—বলেন,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"এরপর অবশ্যই সেই দিন তোমাদের নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৫০]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, এখানে নাঈম (নেয়ামত)-এর অর্থ হলো "স্বস্তি ও সুস্থতা"।

গাধার বংশধর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩১৮] হুমাইদ বিন হিলাল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমাকে যদি গাধার মলরূপে সৃষ্টি করা হতো

---

[৪৯] تثوير القرآن : البحث عن معانيه و عن علمه
[৫০] সূরা তাকাসুর (১০২) : আয়াত ৮

এবং গাধার দিকেই আমার বংশধারাকে সম্পৃক্ত করা হতো এবং আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ না বলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওসাহ বলা হতো! হায়, আমি যদি জানতে পারতাম যে আল্লাহ তাআলা আমার একটি গুনাহ হলেও ক্ষমা করে দিয়েছেন!"

বংশধারা না জানার আকাঙ্ক্ষা

[৩১৯] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, "হায়, আমি যদি জানতে পারতাম যে আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহসমূহের একটি গুনাহ বা পাপসমূহের একটি পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন! হায়, আমি যদি আমার কোনো বংশধারা না জানতাম!"

জাহান্নামের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন

[৩২০] শাকীক বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ "সেই দিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে।" আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সত্তর হাজার লাগামে বেঁধে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, প্রতিটি লাগাম ধরে রাখবেন সত্তর হাজার ফেরেশতা, তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবেন।"

দুনিয়ার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা চলে গেছে

[৩২১] আবু হুযায়ফাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "দুনিয়ার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা চলে গেছে এবং তার কদর্যতা বাকি রয়েছে। বর্তমান সময়ে মৃত্যুই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার ঢাল।"

ইবাদতের কথা প্রকাশ না করার নির্দেশ

[৩২২] মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা যখন রোযা রাখবে, কেশতেল ব্যবহার করবে।" (যাতে মানুষ বুঝতে না পারে যে তোমরা রোযাদার।)

ঈমানের হাকিকত প্রসঙ্গে

[৩২৩] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো মুসলমান ঈমানের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারবে না যতোক্ষণ না সে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে। সে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যতোক্ষণ না তার কাছে সচ্ছলতা থেকে

দরিদ্রতা প্রিয় হবে, সম্মান থেকে বিনয় প্রিয় হবে এবং তার চোখে তার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী সমান হবে।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাগরেদগণ তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "যতোক্ষণ না তার কাছে হারাম মাল দ্বারা সচ্ছলতা অর্জনের চেয়ে হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে দরিদ্রতা প্রিয় হবে; যতোক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে সম্মান অর্জনের চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করা প্রিয় হবে; এবং যতোক্ষণ না সত্যের ক্ষেত্রে তার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী তার চোখে সমান হবে।"

মূর্খতা মানুষকে ধোঁকায় ফেলে

[৩২৪] কাসিম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহভীতির জন্য ইলমই যথেষ্ট এবং ধোঁকায় পতিত হওয়ার জন্য মূর্খতাই যথেষ্ট।"

নামাযে ধীরতা-স্থিরতা

[৩২৬] মানসুর বিন আল-মু'তামার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে একটি নিক্ষিপ্ত কাপড়ের মতো মনে হতো। (তিনি এতোটাই ধীরতা-স্থিরতার সঙ্গে নামায আদায় করতেন।"

কুরআনের নির্দেশ কান লাগিয়ে শোনা

[৩২৬] মা'ন বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তুমি যদি নিজেই বর্ণনাকারী হতে পারো (তবে মানুষের কাছে বর্ণনা করতে পারো, তাতে সমস্যা নেই।) যখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বা "হে ঈমানদারগণ" দিয়ে শুরু হওয়া কোন বাণী শুনবে তখন কান লাগিয়ে শুনবে। কারণ, তা কোনো কল্যাণ ও সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছে অথবা অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করছে।"

আল্লাহভীতিই ইলম

[৩২৭] আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "অধিক বর্ণনার (রেওয়ায়েতের) নাম ইলম নয়; বরং আল্লাহর ভীতির নামই ইলম।"

ধ্বংস হওয়ার জন্য প্রার্থনা

[৩২৮] আ'দী বিন আ'দী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—

Contents

রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করে না সে ধ্বংস হোক। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে ইলম দিতে পারেন। আর যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করে কিন্তু সেই ইলম অনুযায়ী আমল করে না সে সাত বার ধ্বংস হোক।"

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩২৯] মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বললেন, "আমি ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না; বরং নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই আমার পছন্দনীয়।" এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "কিন্তু এখানে একজন মানুষ আছেন, যার আকাঙ্ক্ষা এই যে, মৃত্যুর পর যদি তাঁকে পুনরুজ্জীবিত না করা হোতো।" (এ-কথা বলে তিনি নিজেকে বোঝাতেন।)

আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন

[৩৩০] আবু উবায়দুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম

[৩৩১] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বিদআতমূলক কাজের মধ্যে ইজতিহাদ করার চেয়ে সুন্নাহর ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম।"

আল্লাহ তাআলা উত্তম দোয়া ছাড়া কবুল করেন না

[৩৩২] মালিক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, রবী বিন খুসাইম প্রতি জুমআর দিনে আলকামা—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসতেন। তো তিনি এক জুমআর দিনে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, আপনি কি এই ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হবেন না যে আহলে কিতাবদের একজন ব্যক্তি আমার কাছে এলেন?—

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে মানুষ অসংখ্য দোয়া করে, কিন্তু তাদের অল্পসংখ্যক দোয়াই কবুল করা হয়? তারা কি জানে, কী কারণে এমনটা হয়? শুনুন, তার কারণ এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম দোয়া ছাড়া কোনো দোয়া কবুল করেন না। তখন আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "এই ব্যক্তি যা বলেছেন আবদুল্লাহ

ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা ওই সকল লোকের দোয়া কবুল করেন না যারা লোকদের শুনিয়ে দোয়া করে, যারা লোকদের দেখিয়ে দোয়া করে অথবা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে দোয়া করে। তবে কেউ যদি একনিষ্ঠভাবে অন্তর থেকে দোয়া করে আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন।"

নামায থেকে দূরত্ব তৈরি হয়

[৩৩৩] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তিকে তার নামায সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না, নামাযের প্রতি তার কেবল দূরত্বই তৈরি হয়।"

অলস লোককে অপছন্দ

[৩৩৪] আল-মুসাইয়িব বিন রাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি এমন লোককে খুবই অপছন্দ করি যাকে দেখি অলস বসে আছে, আখেরাতের কাজও করছে না, দুনিয়ার কাজও করছে না।"

জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শনের নির্দেশ

[৩৩৫] আবু উবায়দাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

যারা ভ্রান্তিতে ডুবে আছে তাদের পাপ সবচেয়ে বেশি হবে

[৩৩৬] হুসাইন বিন উকবাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ওইসব লোকের পাপ সবচেয়ে বেশি হবে যারা ভ্রান্তিমূলক বিষয়াবলিতে ডুবে আছে।" (ওয়াকি خَطَايَا শব্দের স্থলে ذُنُوبًا শব্দটি ব্যবহার করেছেন।)

আল্লাহকে স্মরণ না করে ঘুমালে শয়তান কানে পেশাব করে

[৩৩৭] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহর যিকির না করে

ঘুমায়, শয়তান তার কানের মধ্যে পেশাব করে। আল্লাহ তাআলার কসম! গতকাল রাতে শয়তান তোমাদের সঙ্গীর সঙ্গে এই কাণ্ড করেছে।” (তোমাদের সঙ্গী বলে তিনি নিজেকে বুঝিয়েছেন।)

বোঝা হালকা করার নির্দেশ

[৩৩৮] আবু উবায়দাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থ মুজান্মা বিন হারিসাকে দেখার জন্য তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর চারপাশে কিছু আসবাবপত্র দেখতে পেলেন। তাই বললেন, “তুমি নিজের থেকে বোঝা হালকা করে নাও। লোকজন তো উটের পেছনে ছুটতে শুরু করবে।”

হারিস বিন আল-আযমা বলেন, মুগীরা বিন শু'বা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, “আজকের চেয়ে গতকাল ভালো ছিলো। আজ আগামীকালের চেয়ে ভালো। আগামীকাল পরশুদিনের চেয়ে ভালো। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমাদের এই বছরের তুলনায় আগের বছর অধিক ফলনশীল ছিলো।”

এই ঘটনা মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে উল্লেখ করা হলো। তিনি মন্তব্য করলেন, “আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কথাগুলো আখেরাতের বিবেচনায় বলেছেন এবং মুগীরা ইবনে শু'বা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কথাগুলো দুনিয়াবি বিবেচনায় বলেছেন।”

হাপরের আগুন দেখে ভীত হলেন

[৩৩৯] আবু হাইয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা হাপরে ফুঁ দিচ্ছিল। তখন তিনি পড়ে গেলেন।”[৫১]

কথা ও কাজের মিল না থাকলে নিজেকে তিরস্কার করা ছাড়া উপায় নেই

[৩৪০] মা'ন বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “সব মানুষই ভালো ভালো কথা বলে। যার কথা তার কাজের অনুরূপ হয় সে তো তার প্রতিদান লাভ করে। আর যার কথা তার কাজের বিপরীত হয় সে কেবল নিজেকেই তিরস্কৃত করে।”

[৫১] হতে পারে আগুন দেখে তার জাহান্নামের কথা স্মরণ হয়েছে। (সম্পাদক)

তিনি দোয়ায় এসব শব্দ বলতেন

[৩৪১] কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর দোয়ায় এই শব্দগুলো বলতেন : خَائِفًا (ভীত হয়ে), مُسْتَجِيرًا (আশ্রয় প্রার্থনাকারী হয়ে), بَائِسًا (দুনিয়ার প্রতি নিরাশ হয়ে), مُسْتَغْفِرًا (ক্ষমা প্রার্থনাকারী হয়ে), رَاغِبًا (আগ্রহী হয়ে), رَاهِبًا (দুনিয়াবিমুখ হয়ে)।

জ্ঞানহীনরাই পার্থিব সম্পদ জমা করে

[৩৪২] কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “দুনিয়া ওই ব্যক্তির বাড়ি যার কোনো বাড়ি নেই, ওই ব্যক্তির সম্পদ যার কোনো সম্পদ নেই। এই দুটি জিনিস ওই ব্যক্তিই জমা করে যার কোনো জ্ঞান নেই।”

অনস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৪৩] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমি যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকি এবং আমাকে যদি আমার সমস্ত আমল কবুল করা এবং আমার অনস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয় তবে আমি আমার অনস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়াটাই গ্রহণ করবো।”

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন

[৩৪৪] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন এবং তার চিত্তে হেদায়েতের প্রেরণা বদ্ধমূল করে দেন।”

কতিপয় উপদেশ

[৩৪৫] আল-কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমরা ইলমের কথা বলো, তার দ্বারা তোমরা পরিচিত হবে; তোমরা ইলম অনুযায়ী আমল করো তাহলে ‘আহলে ইলম’গণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমরা অস্থিরচিত্ত হোয়ো না, লৌকিকতা প্রদর্শনকারী হোয়ো না এবং অপচয়কারী হোয়ো না।”

নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীই প্রকৃত যুদ্ধগ্রস্ত

[৩৪৬]সাইয়ার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর খুতবায় বলেছেন, "মূলত সে-ই যুদ্ধগ্রস্ত ব্যক্তি যে তার ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"

জানাযার সময় হাসার কারণে কথা বন্ধ করে দিলেন

[৩৪৭] আবদুর রহমান বিন হুমাইদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বনি আবসের একজন শায়খ থেকে শুনেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক লোককে জানাযার সময় হাসতে দেখলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি জানাযার সময় হাসছো? আমি তোমার সঙ্গে কখনো কথা বলবো না।"

মজলিসগুলোকে জ্ঞান ও তাকওয়ায় সমৃদ্ধ বানানোর উপদেশ

[৩৪৮] আবদুর রহমান বিন হুজায়রাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি শা'বী-কে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন (উপদেশদানের) উদ্দেশ্যে বসতেন, বলতেন, "দিবস ও রজনীর গমনাগমনের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সংক্ষিপ্ত সময় এবং সংরক্ষণযোগ্য আমল। আর মৃত্যু আসবে অকস্মাৎ। সুতরাং যে-ব্যক্তি কল্যাণের বীজ বপন করবে সে আগ্রহের সঙ্গে তার ফসল আয় করবে এবং যে-ব্যক্তি অন্যায়ের বীজ বপন করবে সে অনুশোচনার সঙ্গে তার ফসল তুলবে। প্রত্যেক বীজ বপনকারীর জন্য তা-ই থাকবে যা সে বপন করেছে। ধীরগামীরা কখনো তাদের অংশ নিয়ে আগে যেতে পারবে না। লোভীদের ভাগ্যে যা লেখা হয় তা তারা কিছুতেই অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং যাকে কল্যাণ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই তা দিয়েছেন। আর যে-ব্যক্তি অন্যায় থেকে বিরত থাকে, তাকে আল্লাহ তাআলাই বিরত রেখেছেন। মুত্তাকীগণ হলেন নেতা, ফকীহগণ হলেন পরিচালক এবং তাঁদের মজলিসগুলো জ্ঞান ও তাকওয়ায় সমৃদ্ধ।"

আল্লাহ তাআলা বান্দার পাপ মার্জনা করে দেবেন

[৩৪৯] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে ডাকবেন এবং তাঁর দুই হাত দ্বারা অন্তরাল সৃষ্টি করবেন। তারপর (বান্দার পাপগুলো দেখিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এগুলো তোমার পাপ বলে কি স্বীকার করো?'

Contents

বান্দা বলবে, 'হ্যাঁ, স্বীকার করি, হে আমার প্রতিপালক।' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমি তোমার এ-সকল পাপ মার্জনা করে দিলাম।'"

মানুষের অন্তর হলো সংরক্ষণপাত্র

[৩৫০] আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমাদের এই অন্তরগুলো হলো সংরক্ষণপাত্র। সুতরাং সেগুলো কুরআন দ্বারা পূর্ণ করো; অন্য কিছু দ্বারা নয়।"

কুরআনের ধারক-বাহকের যা উচিত

[৩৫১] মুসাইয়িব বিন ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কুরআনের ধারক-বাহকের উচিত কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাতকে সজীব রাখা, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে; দিবসে রোযা রাখা যখন মানুষ পানাহার করে; দুঃখ-ভারাক্রান্ত থাকা যখন মানুষ আনন্দ-ফুর্তি করে; ক্রন্দন করা যখন মানুষ হাসি-তামাশা করে; চুপ থাকা যখন মানুষ অনর্থক ও ভুল কথা বলে; আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনম্র হওয়া, যখন মানুষ দম্ভ করে। কুরআনের ধারক-বাহকের উচিত ক্রন্দনকারী হওয়া, দুঃখ-ভারাক্রান্ত হওয়া, সহিষ্ণু হওয়া এবং প্রশান্ত হওয়া। কুরআনের ধারক-বাহকের উচিত নয় কঠিনহৃদয় হওয়া, উদাসীন (গাফেল) হওয়া, শোরগোলকারী হওয়া, অট্টহাস্যকারী হওয়া এবং কর্কশ হওয়া।"

আনন্দে মৃত্যুবরণ করবে

[৩৫২] আমর বিন মাইমুন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যদি জাহান্নামের অধিবাসীদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, একদিনের জন্য তাদের আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, তবে তারা আনন্দে মৃত্যুবরণ করবে।"

জিহ্বাকে সব সময় কারাবন্দি করে রাখা উচিত

[৩৫৩] আমর বিন মাইমুন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "ওই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, জমিনের বুকে জিহ্বা ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই যা দীর্ঘ সময় কারাবন্দি করে রাখার উপযোগী।"

কথাই বিপদ ডেকে আনে

[৩৫৪] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষের কথার কারণেই তার ওপর বিপদ নেমে আসে।"

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের নির্দেশ

[৩৫৫] আবু আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর) অনুসরণ করো; নিজেরা নতুন কিছু উদ্ভাবন কোরো না। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রতিটি বিদআত (ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়) পথভ্রষ্টতা।"

পূর্বসূরিদের পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ

[৩৫৬]আম্মার বিন উমায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের জন্য প্রথম পন্থা (পূর্বসূরিদের পন্থা) অবলম্বন করা আবশ্যক।"

মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট

[৩৫৭] আবুল আহওয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষ যা শোনে তা-ই যদি বলে বেড়ায়, তবে এটা তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

কেউ আলেম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না

[৩৫৮] আবুল আহওয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো মানুষ আলেম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং শিক্ষার দ্বারা ইলম ও জ্ঞান অর্জন করে।"

লৌহদণ্ড দেখে কেঁদে ফেললেন

[৩৫৯] মুগীরা বিন সা'দ বিন আখরাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কয়েক জন কর্মকারের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন একটি উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দেখতে পেলেন এবং কেঁদে ফেললেন।"[৫২]

---

[৫২] সম্ভবত এই দৃশ্য দেখে তাঁর জাহান্নামের শাস্তির কথা মনে পড়েছিল। (সম্পাদক)

প্রতিটি আনন্দের সঙ্গে রয়েছে বেদনা

[৩৬০] আবুল আহ্ওয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রতিটি আনন্দের ঘটনার সঙ্গে বেদনার ঘটনা রয়েছে। কোনো ঘর যদি আনন্দ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তবে তা (একসময়) চোখের পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।"

আল্লাহর শিষ্টাচার হলো কুরআন

[৩৬১] মা'ন বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রত্যেক শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যক্তিই চায় তার শিষ্টাচার পালিত হোক। আর আল্লাহ তাআলার শিষ্টাচার হলো আল-কুরআন।"

আযাবের ভয় ও রহমতের আকাঙ্ক্ষা

[৩৬২] যাহ্র বিন রবীআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-সত্তার হাতে আবদুল্লাহর প্রাণ তার কসম! দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে জানে যে তা কতটা কঠিন, তাহলে যে-মানুষ তা জেনেছে তার চোখ ততোক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে যতোক্ষণ না সে জানতে পারবে যে আল্লাহর আযাব তাকে গ্রাস করবে না-কি সে ওই আযাব থেকে মুক্তি পাবে। আর দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার রহমত সম্পর্কে জানে যে তা কতটা বিস্তৃত, তাহলে সে সুসংবাদ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করবে।"

মুমিন বান্দার অন্তর সবচেয়ে পরিশুদ্ধ

[৩৬৩] সাঈদ বিন মাসরুক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে শহুরে ব্যবসায়ীরা[৫৩] কুফায় এলো। তারা (অন্যদের তুলনায়) নিজেদের ভালো স্বাস্থ্য ও গায়ের রং দেখে বিস্মিত হতে লাগলো। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাদের বললেন, "কেন তোমরা বিস্মিত হচ্ছো? তোমরা মুমিন বান্দাকে দেখবে, তার অন্তর সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, যদিও তার দেহ রুগ্ণ। আর পাপাচারী ও মুনাফিকদের দেখবে, তাদের দেহ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কিন্তু তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ তাআলার কসম! যদি তোমাদের দেহ স্বাস্থ্যবান হয়ে

[৫৩] دهاقين-শব্দটি বহুবচন; একবচন হলো دُهقان, دِهقان এটি ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত আরবি শব্দ। শব্দটি শহুরে ব্যবসায়ী বা সম্পদশালীকে বোঝায়।

ওঠে এবং তোমাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে গুবরে পোকা থেকে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে।”

ঋণ পরিশোধ না-করা জুলুম

[৩৬৪] আবু উসমান আল-ইজলি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “নিকৃষ্ট লোক মানুষ হলেও সে নিকৃষ্ট লোকই।” তিনি আরও বলতেন, “(সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা জুলুম হওয়ার জন্য যথেষ্ট।”

পৃথিবীর সব মানুষ অতিথি

[৩৬৫] দাহহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “পৃথিবীতে যতো মানুষ জন্ম নেয় তারা প্রত্যেকে এক জন অতিথি। তার যতো সম্পদ রয়েছে তা হলো ধারের বস্তু। অতিথিকে চলে যেতে হয় এবং ধারের বস্তুগুলো ফেরত দিতে হয়।”

বান্দার সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন

[৩৬৬] আবদুল্লাহ বিন উকাইম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মসজিদে বসে বলতে শুনেছি, আমাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার আগে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করেছেন, তিন বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রত্যেককে নিভৃতে ডেকে নেবেন, যেভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদের সঙ্গে নিভৃতচারী হও। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, হে আদম-সন্তান, কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে? হে আদম-সন্তান, তুমি নবীগণকে কী জবাব দিয়েছো? হে আদম-সন্তান, তুমি যে-ইলম অর্জন করেছো সেই ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছো?”

ইসলামের ওপর অটল ব্যক্তিকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না

[৩৬৭] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যে-ব্যক্তি ইসলামের ওপর সকাল যাপন করে এবং ইসলামের ওপর সন্ধ্যা যাপন করে, তবে দুনিয়ার যা-কিছু তাকে আক্রান্ত করেছে তা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”

Contents

আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখে দুনিয়া

পরিতৃপ্তিসহ খাবার খাননি

[৩৬৮]মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর আমি পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাবার খাইনি। যদি আমি কাঁদতে চাইতাম তবে কাঁদতে পারতাম। (আমার দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতে পারতাম।) মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তৃপ্তিসহকারে খেতে পায়নি।"

আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা

[৩৬৯] আবুদ দুহা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যিনি আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বলতে শুনেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা— فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ "তারপর আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।"[৫৪] আয়াতটি পাঠ করতেন এবং বলতেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

আল্লাহ তাআলাই বান্দার জন্য যথেষ্ট

[৩৭০] আবুল মুরাইকাহ—রাহিমাহুল্লাহ—আল-কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে মানুষের বিরাগভাজন হয়, মানুষের বিপক্ষে আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে-ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার বিরাগভাজন হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করে দেন।"

---

[৫৪] সূরা তুর (৫২) : আয়াত ২৭।

এমনভাবে কাঁদতেন যে তাঁর ওড়না ভিজে যেতো

[৩৭১] আবুদ দুহা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যিনি আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বলতে শুনেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন, "আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের[৫৫] মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে।"[৫৬]

আয়াতটি পাঠ করতেন এবং খুব কাঁদতেন, এমনকি তার ওড়না ভিজে যেতো।"

বিস্মৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৭২] হিশাম—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "হায়, আমি যদি চিরতরে বিস্মৃত হয়ে যেতাম!"

বৃক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৭৩] উসামা বিন যায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি যায়িদার আযাদকৃত গোলাম ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম এবং মানুষ তা কেটে ফেলতো! হায়, আমাকে যদি সৃষ্টি করা না হতো!"

বিনয় অবলম্বন শ্রেষ্ঠ ইবাদত

[৩৭৪] আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, তোমরা যেসব ইবাদত করো তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো বিনয় অবলম্বন করা।

---

[৫৫] মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ। অন্য মতে নুহ—আলাইহিস সালাম-এর কাল। অন্য এক মতে ইবরাহীম—আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকে ঈসা—আলাইহিস সালাম-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। বর্ণনায় আছে, সেই যুগে নারীরা বাইরে সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়াতো। - বায়হাকী।

[৫৬] সূরা আহযাব (৩৩) : আয়াত ৩৩

Contents

পাপ থেকে বেঁচে থাকা শ্রেষ্ঠ আমল

[৩৭৫] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "তোমরা পাপকাজ কম করো, কারন তোমরা কিছুতেই পাপের স্বল্পতার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না।

বিপুল বিত্ত থাকা সত্ত্বেও ওড়নায় তালি লাগিয়েছেন

[৩৭৬] উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে দেখেছি, তিনি সত্তর হাজার দিরহাম মানুষের মাঝে বণ্টন (দান) করে দিয়েছেন, অথচ তিনি নিজে তাঁর ওড়নাতে তালি লাগিয়েছেন।"

প্রশংসাকারীরা নিন্দাকারীতে পরিণত হয়

[৩৭৭] আমের বিন রাবীআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—মুআবিয়া বিন আবু সুফয়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে এই কথা লিখে চিঠি পাঠালেন, "পরসমাচার এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানিমূলক কাজে লিপ্ত হয়, তখন মানুষের মধ্যে যারা তার প্রশংসাকারী ছিলো তারা তার নিন্দাকারীতে পরিণত হয়।"

গাছের পাতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৭৮] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—একটি গাছের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন বললেন, "হায় আফসোস, আমি যদি এই গাছের একটি পাতা হতাম!"

তাঁর ভ্রমণ ছিলো পরিমিত

[৩৭৯] আবদ বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "তা ছিলো পরিমিত।"

উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখে দুনিয়া

দুনিয়া যেনো তোমাদের নিয়ে না খেলে

[৩৮০] বনি তামীম গোত্রের আবু হাযযার নামের এক শায়খ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আমাকে বললেন, হে আবু হাযযার, খাটিয়ার ওপর রাখা মৃত ব্যক্তি কী বলে সেটা কি আমি তোমাকে বলবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই।

তিনি বললেন, "সে বলে, হে আমার পরিবার, হে আমার প্রতিবেশীরা, হে আমার খাটিয়ার বহনকারীরা, দুনিয়া যেনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে যেভাবে আমাকে ধোঁকায় ফেলেছে। দুনিয়া তোমাদের নিয়ে যেনো না খেলে যেভাবে আমাকে নিয়ে খেলেছে। আমার পরিবার আমার পাপসমূহের সামান্য অংশও বহন করবে না (দায়ভার নেবে না)।

আজ তারা আমাকে বেষ্টন করে আছে, অথচ কিয়ামতের আল্লাহ তাআলার সামনে যুক্তিতর্কে তারা আমাকে হারিয়ে দেবে।" উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আরও বললেন, "দুনিয়া কোনো বান্দার অন্তরকে মোহগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে হারুত ও মারুতের[৫৭] চেয়েও অধিক শক্তিশালী। কোনো বান্দা যদি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তবে দুনিয়া তার গাল ভেঙে দেয়।"

প্রতিটি কর্মে ইবাদতকে অনুসন্ধান করা

[৩৮১] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে বসতাম। তাঁর কাছে বসে আমরা আল্লাহ তাআলার যিকির করতাম। সবাই একদিন তাঁকে বললেন, আমরা মনে হয় আপনাকে বিরক্ত করে ফেলেছি। তিনি বললেন, "তোমরা দাবি করছো যে তোমরা আমাকে বিরক্ত করে ফেলেছো। অথচ আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদতের অনুসন্ধান করি। আমি যিকিরের মজলিসের চেয়ে আমার চিত্তকে প্রশান্তকারী এবং আমার দীনপালনের ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত আর কিছু পাইনি।"

[৫৭] হারুত ও মারুত দুইজন ফেরেশতার নাম। বনী ইসরাঈলের মানুষদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যাদেরকে যাদুবিদ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। (সম্পাদক)

Contents

আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

একশো পরিবারের ভরণপোষণ করতেন

[৩৮২] শাইবা বিন নাআমাতা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—কৃপণতা করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর সবাই দেখতে পেলো যে, তিনি মদিনায় একশো পরিবারের ভরণপোষণ করতেন।" বর্ণনাকারী বলেন, জারীর বিন আবদুল হামীম ইদানীং বা পূর্বে বলেছেন, "আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—মৃত্যুবরণ করার পর সবাই তাঁর পিঠে কিছু দাগ দেখতে পেলো; দাগগুলো ছিলো তিনি গরিব-মিসকিনদের জন্য যেসব ঝুলি বহন করে নিয়ে যেতেন সেগুলোর।"

হাশেমি বংশে তিনি ছিলেন মহত্তর

[৩৮৩] সুফ্য়ান ইবনে উয়াইনাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম যুহরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি হাশেমি বংশের মধ্যে আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-এর চেয়ে মহত্তর কাউকে দেখিনি। তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহ তাআলার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।"

দান করার আগে ভিক্ষুকের হাতে চুমু খেতেন

[৩৮৪] আবুল মিনহাল আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—যখন কোনো ভিক্ষুক বা প্রার্থনাকারীকে দান-সাদকা করতেন, তখন আগে তাকে চুমু খেতেন, তারপর দান-সাদকা করতেন।"

অট্টহাসির ফলে জ্ঞান হ্রাস পায়

[৩৮৫] ফুযাইল বিন গাযওয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি এক বার অট্টহাসি হাসলো সে এক কুলি পরিমাণ জ্ঞান ফেলে দিলো।"

নিজ হাতে গরিব-মিসকিনকে দান করতেন

[৩৮৬] আবুল মিনহাল আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখেছি, তিনি নিজ হাতে গরিব-মিসকিনকে দান করছেন।"

দান-সাদকা আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে

[৩৮৭] আবু হামযা আস-সুমালি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—নিজে রুটির ঝুলি বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, "রাতের বেলা যে-সাদকা করা হয় তা মহান রাব্বুল আলামীনের ক্রোধ নির্বাপিত করে।"

তাঁর মৃত্যুর পর তাদের খোরপোশ বন্ধ হয়ে গেলো

[৩৮৮] মুহাম্মদ বিন ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মদিনার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক মানুষ খোরপোশ পেতো ঠিক, কিন্তু তারা জানতো না যে কোথা থেকে তাদের খোরপোশ আসছে। যখন আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাদের কাছে রাতের বেলা যে-খোরপোশ আসতো সেটা আসা বন্ধ হয়ে গেলো।"

উপকারী ইলম পাওয়ার উপযুক্ত নয়

[৩৮৯] মিসআর বলেন, আবদুল আ'লা আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—আমাকে বলেছেন, "যাকে ইলম দান করা হয়েছে, অথচ ওই ইলম তাকে কাঁদায় না, তাহলে সে উপকারী ইলম পাওয়ার উপযুক্তই নয়।"

বিনয় ও নম্রতা বাড়ানোর নির্দেশ

[৩৯০] মিসআর বলেন, আবদুল আ'লা আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর সিজদায় বলতেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি তোমার প্রতি আমাদের বিনয় ও নম্রতা বাড়িয়ে দাও, যেভাবে তোমার শত্রুরা ঘৃণা বাড়িয়ে দিয়েছে। হে আমার প্রতিপালক, তোমার উদ্দেশে সিজদাবনত হওয়ার পর তুমি আমাদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কোরো না।"

তরবারি উঁচু করে ধরে রাখা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে

[৩৯১] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইয়াহইয়া বিন হানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "শাহাদাতবরণকারী ব্যক্তি তার তরবারি উঁচু করে ধরে রাখা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

অহংকার অসৎকাজ বাড়িয়ে দেয়

[৩৯২] খালাফ বিন খলীফা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মানসুর বিন যাযান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “দুশ্চিন্তা ও দুঃখ সৎকাজ বাড়িয়ে দেয় এবং পাপাচার ও আত্মম্ভরিতা অসৎকাজ বাড়িয়ে দেয়।”

দিনে-রাতে তিন বার কুরআন খতম করতেন

[৩৯৩] মুহাম্মদ বিন ফুযাইল বিন গাযওয়ান তাঁর পিতা ফুযাইল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “কুরয—রাহিমাহুল্লাহ[৫৮]-এর মেয়ে তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তাঁর কাছে একটি জায়নামায দেখতে পেলেন, যাতে তিনি শুকনো ঘাস ভরে নিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ নামায পড়ার কারণে তিনি জায়নামাযটির ওপর একটি চাদর বিছিয়ে নিয়েছেন। তিনি দিন ও রাত মিলিয়ে তিন বার কুরআনুল কারীম খতম করতেন। মিহরাবে তিনি একটি লাঠি রাখতেন। যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেন তখন এই লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।” মুহাম্মদ বিন ফুযাইল তাঁর থেকে অথবা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, কুরয—রাহিমাহুল্লাহ—যখন বাইরে বেরুতেন, লোকদের সৎকাজের আদেশ করতেন। ফলে তারা তাঁকে,এমনভাবে পেটাতো যে একসময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।”

পরিচ্ছন্ন ভূমি পেলেই নামায পড়তেন

[৩৯৪] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “আমি একটি সফরে কুরয—রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি যখনই পরিচ্ছন্ন ভূমি পেতেন, সেখানে নামতেন এবং নামায পড়তেন।”

দিনে দুই লাখ বার তাসবিহ পাঠ

[৩৯৫] সাঈদ বিন আবদুল আযিয বলেন, আমি মারুফ বিন হানি—রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, আমি দেখছি যে আপনার জিহ্বা কখনো আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে বিরত হয় না। তাহলে আপনি দিনে কত বার তাসবিহ পাঠ করেন? তিনি বললেন, “দুই লাখ বার। তবে আমার আঙুল যদি গোনায় ভুল করে সেটা ভিন্ন কথা।”

যিনি ইলম অনুযায়ী আমল করেন তিনিই ভালো আলেম

[৩৯৬] আবু মা'মার বলেন, সুফ্য়ান বিন উইয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন,

[৫৮] পুরো নাম : আবু আবদুল্লাহ কুরয বিন ওয়াবারাহ আল-হারিসী আল-কুফী। তাঁকে আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর ওলী এবং দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়।

"যিনি মন্দ বিষয়গুলো থেকে কল্যাণকর ও ভালো বিষয়গুলোকে আলাদা করতে পারেন তিনিই আলেম নন; বরং আলেম হলেন ওই ব্যক্তি যিনি কল্যাণকর ও ভালো বিয়ষগুলো জানেন এবং সেগুলোর অনুসরণ করেন এবং মন্দ বিয়ষগুলো জানেন ও সেগুলো থেকে দূরত্বে সরে থাকেন।"

শয়তানের আফসোস

[৩৯৭] মালিক বিন মিগওয়াল বলেন, আবদুল্লাহ আযিয বিন রাফি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যখন মুমিনের আত্মা ঊর্ধ্বাকাশে পৌঁছে যায় তখন ফেরেশতাগণ—আলাইহিমুস সালাম—বলেন, সপ্রংসশ মহিমা ওই সত্তার যিনি এই বান্দাকে শয়তান থেকে উদ্ধার করেছেন।" কিন্তু শয়তান তখন বলে, "হায় আফসোস, কীভাবে সে মুক্তি পেলো!"

দুনিয়াতে আখেরাতের পুণ্য সঞ্চয়ের কথা ভুলে যেয়ো না

[৩৯৮] মুবারক বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, শায়খ মানসুর বিন মু'তামার বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—পবিত্র কুরআনের

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না"[৫৯]

আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন, "এটা দুনিয়ার (সম্পদসমূহের) কোনো অংশ নয়; বরং সেই অংশ হলো তোমার জীবন, তুমি তাতে আখেরাতের পুণ্য সঞ্চয় করবে।"

জ্ঞানের শিক্ষক বরকতময়

[৩৯৯] লাইস বিন আইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন,

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

"আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।"[৬০]

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "বরকতময় কথাটির অর্থ হলো কল্যাণের (কল্যাণকর জ্ঞানের) শিক্ষক।"

মুমিন বান্দা ধৈর্যশক্তিতে অটল থাকে

[৪০০] আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি

[৫৯] সূরা কাসাস (২৮) : আয়াত ৭৭।
[৬০] সূরা মারইয়াম (১৯) : আয়াত ৩১।

উবায়দুল্লাহ বিন আবু লুবাবা—রাহিমাহুল্লাহ-কে কা'বা শরীফে তাওয়াফ করতে দেখলাম। তিনি তখন দুর্বল ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যদি নিজের প্রতি একটু মমতা দেখাতেন! জবাবে তিনি বললেন, "কে মুমিন বান্দা সেটা তার ধৈর্যশক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়।"

আল্লাহর সামনে ফলকে যা লেখা আছে

[৪০১] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইউনুস বিন মাইসারাহ বিন হালবাস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আল্লাহ তাআলার সামনে ফলকে লেখা আছে :

إِنِّي أَنَا اللَّـهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، أَرْحَمُ وَأَتَرَحَّمُ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي وَعَفْوِي عُقُوبَتِي، وَأَذِنْتُ لِمَنْ جَاءَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةَ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

"আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি পরম করুণাময়, দয়ালু। আমি দয়া করি, অনুগ্রহ করি। আমার রহমত আমার ক্রোধকে অতিক্রম করে গেছে এবং আমার ক্ষমা আমার শাস্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি এই অনুগ্রহ করেছি যে, যে-ব্যক্তি তিনশো তিরিশটির কোনো একটি নিয়ে উপস্থিত হবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবো।"

কুরআন ও মৃত্যু পাপাচার নিবৃত্ত রাখে

[৪০২] আবু আফফান বলেন, আমি ইয়াযিদ বিন তামীম—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "যে-ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআন এবং (অন্য মানুষের) মৃত্যু (পাপাচার থেকে) নিবৃত্ত করতে পারলো না, তার সামনে যদি সারিবদ্ধভাবে পাহাড়ও দণ্ডায়মান থাতে, তবু সে পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হবে না।"

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন

[৪০৩] আবু যুরআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমাইয়া খলীফা সুলাইমান[৬১] তাঁর পুত্র যুবরাজ আইয়ুবের সঙ্গে হানি বিন কুলসুমের কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন তাঁর কাছে। কিন্তু হানি বিন কুলসুম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি পরিবারের কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তার কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই সংবাদ শুনে সুলাইমান বললেন, "তিনি

[৬১] পুরো নাম : সুলাইমান বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বিন আল-হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া। জন্ম ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে। সপ্তম উমাইয়া খলীফা। তাঁকে শক্তিশালী উমাইয়া খলীফা গণ্য করা হয়। তাঁর পুত্র আইয়ুব তাঁর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

যদি আমার কাছে দুনিয়াও চাইতেন, তবু আমি আমার পুত্রকে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।”

তিনি আয়তলোচনা হুর দেখেছিলেন

[৪০৪] আমর বিন আবু সালামা বলেন, আমি সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, “আমরা এমন কাউকে জানতাম না যিনি স্বপ্ন ছাড়া নিজ চোখে সরাসরি আয়তলোচনা হুর দেখেছেন। তবে আমরা আবু মাখরামাহ থেকে যা শুনেছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা এই যে, তিনি একদিন কোনো এক প্রয়োজনে প্রবেশ করলেন।

তিনি হুরদের তাদের পালকির ওপর ও খাটের ওপর দেখতে পেলেন। তিনি তাদের দেখামাত্রই তাদের থেকে তাঁর চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। একজন হুর তখন বললো, ‘হে আবু মাখরামাহ, আমার কাছে আসুন; আমি আপনার স্ত্রী। আর এ হলো অমুকের স্ত্রী।’ তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর সঙ্গীদের কাছে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁদের এই সংবাদ জানান। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের ওসিয়ত লেখেন। বর্ণনাকারী বলেন, ওখানে যতো জন ওসিয়ত লিখেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই শাহাদাতবরণ করেন।”

বিশ বছর যাবৎ জিহ্বার চিকিৎসা

[৪০৫] আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সিরিয়ায় ইবনে আবু যাকারিয়া—রাহিমাহুল্লাহ-এর চেয়ে মর্যাদাবান কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি বলেছেন, “আমি বিশ বছর যাবৎ আমার জিহ্বার চিকিৎসা (সংশোধন) করার পর সে আমার অনুগত হয়েছে।”

তখন রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে

[৪০৬] হুমাইদ বিন হিলাল বলেন, খালিদ বিন উমায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, উতবা বিন গাযওয়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু[৬২] খুতবা দিলেন: আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, তারপর কথা এই যে, দুনিয়া তো বিচ্ছেদের অনুমতি নিয়েছে এবং দ্রুতগতিতে বিনাশের পথে ধাবমান রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন পাত্রের পানি ফেলে দেয়, তারপর পাত্রে যতোটুকু পানি অবশিষ্ট থাকে, দুনিয়ারও ঠিক ততোটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে। তোমরা এমন এক আবাসস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছো যার কোনো ধ্বংস নেই।

[৬২] উতবা বিন গাযওয়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী। সপ্তদশ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সুতরাং তোমাদের কাছে উত্তম যা-কিছু রয়েছে তা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, জাহান্নামের মুখ থেকে একটি পাথর নিচে পড়তে শুরু করলে তা সত্তর বছরের গভীরতায় গিয়ে পৌঁছেছে। এবং অবশ্যই এই জাহান্নাম (মানবমণ্ডলী দ্বারা) পূর্ণ হবে। তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো! তবে জেনে রাখো, আমার কাছে এই বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, জান্নাতের দরজার দুটি পাল্লার মধ্যে চল্লিশ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এমন একদিন আসবে যখন এই দরজায় প্রচণ্ড ভিড় লেগে যাবে। আমি নিজেকে এই অবস্থায় মনে করতে পারি যে, (মক্কাবাসীদের অবরোধ আরোপের সময় আবু তালিব গিরিখাদে) রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে যে-সাত জন ছিলেন আমি তাদের সপ্তম জন।

তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের আর কোনো খাবার ছিলো না। গাছের পাতা খেতে খেতে আমাদের চোয়াল ক্ষতযুক্ত হয়ে পড়েছিলো। আমি একটি চাদর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম; আমি সেটাকে আমার মধ্যে ও সা'দে[৬৩] র মধ্যে ভাগ করে নিলাম। তার অর্ধেকটা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানিয়ে পরলাম; বাকি অর্ধেক দিয়ে সা'দ লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন। এখন আমাদের (ওই সাত জনের) মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো শহরের আমীর। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই নিজেকে বড় মনে করা থেকে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ছোট হওয়া থেকে। বিষয় তো এই যে, নবুওতের শিক্ষা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তার পরিণতিরূপে (খিলাফতের পরিবর্তে) রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে। আমাদের পরে তোমরা অবশ্যই ফেতনায় আক্রান্ত হবে এবং আমীর-উমারাদের শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে।"

সেই যুগে অবৈধ কাজকেও বৈধ মনে করা হবে

[৪০৭]আমর বিন মুররাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আদি বিন হাতিম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা বর্তমান সময়ে এমন একটি যুগে আছো যখন বৈধ কাজকেও অবৈধ মনে করা হয়। এই যুগ সত্বর অতিবাহিত হয়ে যাবে। তারপর এমন যুগ আসবে যখন অবৈধ ও খারাপ কাজকেও বৈধ ও ভালো মনে করা হবে।"

তিনি সব সময় নামাযের প্রতি আগ্রহী থাকতেন

[৪০৮]আমর বিন মুররাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আদি বিন হাতিম—রাদিয়াল্লাহু

[৬৩] সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর একজন

আনহু—বলেছেন, "কখনো এমন হয়নি যে, নামাযের সময় হয়েছে অথচ আমি নামাযে প্রতি আগ্রহী ছিলাম না।"

বিত্তশালী হওয়ার পরও তিনি বাসি রুটি খেতেন

[৪০৯] সাঈদ বিন শাইবান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমাকে যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি দেখেছেন, "আদি বিন হাতিম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বাসি শুকনো রুটি (খাওয়ার জন্য) টুকরো টুকরো করছেন।"

তাড়াহুড়ো করে নামায পড়ার কারণে তিরস্কার

[৪১০] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একজন মুহাজির সাহাবি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন। লোকটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে নামায শেষ করলো। ফলে মুহাজির সাহাবি তাকে তিরস্কার করলেন। লোকটি বললো, আমার একটি হারানো জিনিসের কথা মনে পড়ে গেছে, তাই নামায সংক্ষিপ্ত করেছি। তখন মুহাজির সাহাবি বললেন, "তুমি সবচেয়ে বড় হারানো জিনিস খুইয়ে ফেলেছো।"

একটি কারামত ও আল্লাহর নিদর্শন

[৪১১] কুদামা বিন হামাতা ইবনে উখুতি সাহম বিন মিনজাব বলেন, আমি সাহম বিন মিনজাবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আমরা আলা বিন আল-হাদরামী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে দারিন[৬৪]-এ যুদ্ধ করি। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি দোয়া করলেন। এবং তাঁর তিনটি দোয়াই কবুল করা হলো। আমরা একটি মনযিলে শিবির স্থাপন করলাম। তিনি ওজু করার জন্য পানি চাইলেন। কিন্তু পানি পাওয়া গেলো না। ফলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুই রাকাত নামায পড়লেন। তারপর এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমরা তো আপনার বান্দা। আমরা আপনার পথে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের বৃষ্টির পানি পান করান (আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন)। আমরা ওই পানি পান করবো এবং ওজু করবো। আমাদের ওজু করার পর তাতে আর কারও জন্য কোনো অংশ থাকবে না।"

আমরা একটু সামনে এগিয়ে গেলাম এবং পানি পেলাম। এইমাত্র আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। আমরা ওই পানি ওজু করলাম এবং সঙ্গে করেও নিয়ে নিলাম। আমি

[৬৪] দারিন : ইয়ামানের একটি এলাকা। মধ্যযুগে ভারত থেকে দারিন-এ 'মিসক' রপ্তানি করা হতো।

আমার একটি ছোট চামড়ার পাত্র পানি দ্বারা ভরলাম এবং ওই স্থানে রেখে দিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো এটা দেখা যে, তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে না-কি হয় নি। আমরা কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। তারপর আমার সঙ্গীদের বললাম, আমি আমার একটি পাত্র ভুলে রেখে এসেছি। সুতরাং আমি ওই স্থানে ফিরে এলাম। তো দেখতে পেলাম যে, ওখানে যেনো কখনো পানিই ছিলো না। তারপর আমরা আবার চলতে শুরু করলাম এবং দারিন-এ এসে পৌঁছলাম। আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়ালো। আলা বিন আল-হাদরামী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দ্বিতীয় বার দোয়া করলেন :

"হে আল্লাহ, আপনি প্রজ্ঞাময়, আপনি সর্বোচ্চ সত্তা, আপনি মহান; আমরা তো আপনার বান্দা, আপনার পথে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য তাদের কাছে পৌছার পথ করে দাও।" সমুদ্রের ঢেউ তখন আমাদের বেষ্টন করে ফেললো। আমরা ঘোড়ার জিন (ঘোড়ার পিঠের ওপর যে-নরম গদি থাকে) পর্যন্ত সমুদ্রে পানিতে ডুবে গেলাম। এভাবে অপর তীরে শত্রুদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের ফিরে আসার সময় আলা বিন আল-হাদরামী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। এই রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁকে গোসল করানোর জন্য পানি খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। আমরা তাঁর কাপড়েই তাঁকে কাফন পরালাম এবং দাফন করে দিলাম। তারপর আমরা কিছুদূর এগিয়ে এলাম। ওখানে অনেক পানি পেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, আমরা যদি পেছনে ফিরে গিয়ে তাঁকে কবর থেকে তুলি এবং গোসল দিই তাহলে ভালো হয়। আমরা পেছনে ফিরে গেলাম এবং তাঁর লাশ খুঁজলাম। কিন্তু পেলামই না। তখন আমাদের দলের একজন ব্যক্তি বললো, আমি তাঁকে এই দোয়া করতে শুনেছি, (তৃতীয় দোয়া), তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ, হে সর্বোচ্চ সত্তা, হে প্রজ্ঞাময়, হে মহান, আমার মৃত্যুসংবাদ তাদের (শত্রুদের) থেকে গোপন করে রেখো (বা অনুরূপ কোনো কথা বলেছেন)। এবং কাউকে আমার ছতর দেখার সুযোগ দিয়ো না।" আমরা তাঁর জন্য 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলাম এবং তাঁকে রেখেই ফিরে এলাম।"

ইবাদত করতে না পারার জন্য অশেষ আফসোস

[৪১২] মুহাম্মদ বিন সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, বিলাল বিন আবুদ

দারদা—রাহিমাহুল্লাহ[৬৫] বলেছেন, তাঁর মা আসসামাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহা[৬৬] অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তাঁর পুত্র তাঁর কাছে গেলেন। ইতোমধ্যে তিনি নামায পড়ে নিয়েছিলেন। আসসামাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রিয়পুত্র,
তুমি কি নামায পড়েছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি। তখন আসসামাহ নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

عَثَّامُ مَالَكِ لَاهِيَهْ . حَلَّتْ بِدَارِكِ دَاهِيَهْ

ابْكِي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا . إِنْ كُنْتِ يَوْمًا بَاكِيَهْ

وَابْكِ الْقُرَانَ إِذَا تُلِي . قَدْ كُنْتِ يَوْمًا تَالِيَهْ

تَتْلِينَهُ بِتَفَكُّرٍ . وَدُمُوعُ عَيْنِكِ جَارِيَهْ

فَالْيَوْمَ لَا تَتْلِينَهُ . إِلَّا وَعِنْدَكَ تَالِيَهْ

لَهْفِي عَلَيْكِ صَبَابَةً . مَا عِشْتُ طُولَ حَيَاتِيَهْ

"হে আসসাম, কী হলো তোমার, তুমি তো গাফেল হয়ে পড়েছো!
তোমার গৃহে তো দুর্যোগ নেমে এসেছে।"

"সময়মতো নামাযের (নামায না পড়ার) জন্য কাঁদো
যদি তুমি কোনোদিন কেঁদে থাকো।"

"কুরআনের জন্য কাঁদো, যখন তা তেলাওয়াত করা হয়
তুমিও তো একদিন কুরআন তেলাওয়াতকারী ছিলে।"

"তুমি চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কুরাআন তিলাওয়াত করতে
এবং তোমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো।"

"আজ তুমি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারো না
তবে তোমার কাছে তেলাওয়াতকারী রয়েছে।"

---

[৬৫] বিশিষ্ট সাহাবী আবুদ দারদা আল-আনসারী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র। তাঁর মূল নাম বিলাল বিন উয়াইমির বিন মালিক বিন কায়স বিন উমাইয়া বিন আমের। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্মনাম উয়াইমির। তিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী ও কাজী ছিলেন।

[৬৬] এই আসসামাহ কে তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। এই হাদীস অনুযায়ী যদি তিনি বিলাল বিন আবুদ দারদার মা হন তবে তাঁর মূল নাম খায়রাহ বিনতে আবু হাদরাদ। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুই জন স্ত্রীর মধ্যে তিনি প্রথম জন।
দ্বিতীয় মত, তিনি বিলাল বিন আবুদ দারদার মা নন; বরং তার কন্যা। (তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির, ৬৯তম খণ্ড)
তৃতীয় মত, তিনি বিলাল বিন আবুদ দারদার পুত্রবধূ, অর্থাৎ, সুলাইমান বিন বিলালের স্ত্রী এবং মুহাম্মদ বিন সুলাইমানের মা। (সাফওয়াতুস সাফওয়া, ইবনুল জাওযী, তৃতীয় খণ্ড)

"তোমার প্রতি আমার অশেষ আফসোস
যতোদিন তুমি বেঁচে থাকো।"

শপথ ভঙ্গ করে মক্কা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছেন

[৪১৩] আমর বিন আবু সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আমরা বিলাল বিন আবুদ দারদার মা আসসামাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহা—ছাড়া এমন কাউকে জানি না যিনি মক্কায় হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে শপথ ভঙ্গ করেছেন এবং তা (কাফফারা আদায়) পূর্ণ করেছেন। তিনি শপথ ভঙ্গ করেছেন এবং মক্কা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছেন। পাঁচশো দিনার দানও করেছেন। (উদাহরণ : আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যদি আমি অমুক কাজটি করতে না পারি তবে মক্কা পর্যন্ত হেঁটে যাবো।)

তাঁরা রাতের শুরুর ভাগে ও শেষভাগে নামায পড়তেন

[৪১৪] সালামা বিন ইয়াহইয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, তাঁর ফুফু উম্মে ইসহাক বিনতে তালহা—রাহিমাহাল্লাহ—বলেছেন, "হাসান বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—রাতের শুরুভাগেই রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন এবং "হুসাইন বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—রাতের শেষভাগে রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন।"

[৪১৫] জা'ফর বিন আওন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, মিসআর বলেন, যিনি আমাকে জানিয়েছেন তিনি বলেছেন, "হুসাইন বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—একবার দরিদ্রদের পাশ দিলে গেলেন। তখন তিনি তাদের সঙ্গে বসলেন। তারপর কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অহংকারী দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।"[৬৭]

এশার আগে রাতের নামায পড়ে নিতেন

[৪১৬] মাখলাদ বিন হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, "হাসান বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—মাগরিব থেকে নিয়ে এশা পর্যন্ত পুরো সময়টা নামায পড়তেন। এই নামাযের ব্যাপারে তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, "নিশ্চয় তা রাত্রিজাগরণ।"

[৬৭] সূরা নাহল (১৬) : আয়াত ২৩।

Contents

দুনিয়াবিমুখতা উত্তম আমল

[৪১৭] ইয়াজইয়া বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আমরা সব আমল পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে দেখেছি। আখেরাত (আখেরাতে সাফল্য) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুনিয়াবিমুখতার চেয়ে উত্তম কোনো আমল আমরা পাইনি।"

তাঁদের পরনের মতো চাদর ছিলো না

[৪১৮] আবু হাযেম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি আহলে সুফ্‌ফার সত্তর জন সদস্য দেখেছি। তাদের কারোরই পরনের মতো চাদর ছিলো না।"

তিনি এতো সামগ্রী চাননি

[৪১৯] মুহাম্মদ বিন আবু উমর থেকে বর্ণিত, ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ[৬৮] বলেছেন, আমি আলীকে (অর্থাৎ, তাঁর পুত্রকে) বললাম, "তুমি যদি আমার এই দুর্দিনে আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে! (এই কথা শুনে) সে একটি ঝুড়ি নিলো এবং (খাদ্যসামগ্রী) আনার জন্য বাজারে চলে গেলো। একজন লোক এসে আমাকে ব্যাপারটি জানালো। ফলে আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাকে বাজারে ফেরত পাঠালাম। তাকে বললাম, আমি এটা চাইনি।" (অথবা তিনি বলেছেন,) "আমি তো এই সবকিছু চাইনি।"

তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা

[৪২০] মুহাম্মদ বিন আবু উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, ফুযাইল বিন ইয়াযের কয়েকটি উট ছিলো। তাঁর পুত্র আলী উটগুলোকে খাদ্যদ্রব্য বহন করার কাজে ব্যবহার করতেন। (উটগুলোকে ভাড়ায় খাটাতেন; অন্য ব্যবসায়ীদের পণ্য আনা-নেওয়া করতেন।) একবার তিনি যে-খাদ্যদ্রব্য বহন করে আনলেন তা কম হলো। (এ-কারণে উটগুলো যারা ভাড়া নিয়েছিলো তারা ভাড়া আটকে দিলো।) ফলে আলী ভাড়াকারীদের সঙ্গে বসে রইলেন। (এই সংবাদ শুনে) ফুযাইল বিন ইয়ায তাদের কাছে এলেন।

তাদের বললেন, "তোমরা আলীর সঙ্গে এটা কী আচরণ করলে? (তোমরা কি ভাবছো যে আলী ওখান থেকে খাদ্যদ্রব্য সরিয়েছে? তবে জেনে রাখো,) আমরা যখন কুফায় ছিলাম আমাদের একটি ছাগী ছিলো। ছাগীটি একটি আমীর বা

[৬৮] ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ—হিজরি দ্বিতীয় শতকের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের একজন। তাঁর উপাধি ছিলো 'আবিদুল হারামাইন'। জীবনকাল : ১০৭-১৮৭ হিজরি।

নেতাশ্রেণির এক ব্যক্তির সামান্য ঘাস খেয়ে ফেলেছিলো। এরপর থেকে কোনোদিন আমি ওই ছাগীর দুধ পান করিনি।" ভাড়াকারীরা তখন বললো, "হে আবু আলী, উটগুলো যে আপনার তা আমাদের জানা ছিলো না।"[৬৯]

অর্ধেক রাখলেন, বাকি অর্ধেক দান করে দিলেন

[৪২১] মুহাম্মদ বিন উমর থেকে বর্ণিত, তিনি ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা উচ্চ দ্রব্যমূল্যের দিনে এক দিনার দিয়ে যব কেনেন। তখন উম্মে আলী ফুযাইলকে বলেন, "পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য দুই থালা পরিমাণ যব বণ্টন করে দিন। প্রত্যেকে এক থালা নিজে নিজের জন্য গ্রহণ করবে, অপর থালা সাদকা করে দেবে। (আলী দুই থালা নেবে; এক থালা নিজের জন্য রাখবে, অপর থালা সদকা করে দেবে।) যতোক্ষণ না তা শেষ হওয়ার উপক্রম করে বা অনুরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা হয় (ততোক্ষণ এভাবে চলতে থাকবে)।"

সহজ-সরল জীবনের নমুনা

[৪২২] হাসান বিন আবদুল আযিয বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন হাসসানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মাঝে মাঝে আমি ফুযাইল বিন ইয়াযকে দেখতাম, তখন তার প্রতি আমার মায়া লাগতো। একদিন আমি তাঁকে দেখে তাঁর কাছে গেলোম। দেখলাম তার হাতে সামান্য পরিমাণ বিচি। তিনি একজন সবজি-বিক্রেতাকে খুঁজছেন। সবজি-বিক্রেতা থেকে বিচিগুলোর বিনিময়ে সবজি কিনবেন। আমি তাঁকে আর কোনোকিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তাঁর থেকে দূরে সরে এলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।"

হাদিস শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন

[৪২৩] মুহাম্মদ বিন উসমান বলেন, আলী ইবনে ফুযাইল—রাহিমাহুল্লাহ—সুফিয়ান ইবনে উইয়ানাহ—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছিলেন। সুফিয়ান সাওরি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন, তাতে জাহান্নামের আলোচনা ছিলো। আলীর হাতে একটি কাগজ ছিলো, কাগজের মধ্যে কিছু-একটা বাঁধা ছিলো। হাদিস শুনে তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর হাতের কাগজটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অথবা তা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলো। সুফিয়ান সাওরি তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমি যদি জানতাম আপনি এখানে আছেন তবে আমি এই হাদিস বর্ণনা করতাম না।" অনেকক্ষণ পর আলীর হুঁশ ফিরে এলো।

[৬৯] বর্ণনাটি এই কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ও অন্য কিতাবে বিস্তারিত এসেছে।

তখন তিনটি বিষয় কম হবে

[৪২৪] মুআফি বিন ইমরান থেকে বর্ণিত, ইমাম আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, বলা হতো যে, "মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে যখন তিনটি জিনিস সবচেয়ে কম হবে : ১. উপকারী সহৃদয় ভাই; ২. হালাল উপার্জনের টাকা এবং ৩. সুন্নত অনুযায়ী আমল।"

তাঁর পরনে ছিলো তালিযুক্ত জামা

[৪২৫] আলী বিন হামলাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দামেস্কের মিম্বরে খুতবা দিতে দেখেছি। তখন তাঁর পরনে ছিলো তালিযুক্ত জামা।"

বান্দার সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন

[৪২৬] আবু ইমরান আল-জুনি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কাছে টেনে নেবেন। তিনি তাঁর হাত দ্বারা তাকে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে নেবেন। ওই অন্তরালেই তিনি বান্দার কাছে তার আমলনামা দেবেন। তারপর বলবেন, হে আদম-সন্তান, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ করো। তখন সে তার নেক আমলগুলোর বিবরণ পাঠ করবে এবং চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তার অন্তর পুলকিত হয়ে উঠবে।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আমার বান্দা, তুমি কি তোমার এই নেক আমলগুলোর কথা জানো? বান্দা বলবে, হে আমার রব, হ্যাঁ, আমি জানি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমার থেকে তোমার নেক আমলগুলো কবুল করে নিয়েছি। এই কথা শুনে বান্দা আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম-সন্তান, তুমি তোমার মাথা তোলো এবং পুনরায় তোমার আমলনামা হাতে নাও। এবার বান্দা তার আমলনামা হাতে নিয়ে তার বদ আমল ও পাপের বিবরণ পাঠ করবে এবং তার চেহারা কালো হয়ে যাবে এবং তার অন্তর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আমার বান্দা, তুমি কি তোমার পাপের কথা স্বীকার করো? জবাবে বান্দা বলবে, হে আমার রব, হ্যাঁ, আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমার পাপসমূহ মার্জনা করে দিলাম।" আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "বান্দার নেক আমল

Contents

যতোক্ষণ কবুল করা হবে ততোক্ষণ সে সেজদা দেবে এবং যতোক্ষণ তার পাপসমূহ মার্জনা করা হবে ততোক্ষণও সে সেজদা দেবে। অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টি বান্দার সেজদা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না।

তখন তারা পরস্পরকে বলতে থাকবে, এই বান্দার কল্যাণ হোক, সে কখনো আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেনি। আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "ওই বান্দার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে কী ঘটেছে তা অন্যরা জানতে পারবে না। তা কেবল ওই বান্দাই জানতে পারবে।"

বিশ লাখ গুণ সওয়াব

[৪২৭] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার একটি পুণ্যের কাজকে হাজার হাজার পুণ্যের কাজ বানিয়ে দেবেন।" আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সেই বছর আমি হজ করলাম, যদিও আমার সেই বছর হজ করার ইচ্ছা ছিলো না। (আমার উদ্দেশ্য ছিলো আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।) আমি আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছে এই বক্তব্য পৌঁছেছে যে, আপনি বলেছেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার একটি পুণ্যের কাজকে হাজার হাজার পুণ্যের কাজ বানিয়ে দেবেন।" তখন আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি তো এভাবে বলিনি। যে-ব্যক্তি তোমার কাছে বর্ণনা করেছে সে আমার কথা মুখস্থ রাখতে পারেনি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কথাটা কীভাবে বলেছিলেন? তিনি বললেন, "বরং বিশ লাখ গুণ বাড়িয়ে দেবেন।" তারপর বললেন, "তোমরা কি আল্লাহ তাআলার কিতাবে তা পড়োনি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন জায়গায়?" তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"কে সে যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন।"[৭০]

আর আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে যদি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তার অর্থ হলো, বিশ লাখ বা তার চেয়েও বেশি।

[৭০]. সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ২৪৫।

আল্লাহর সন্তুষ্টি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত

[৪২৮] ইউনুস বিন মুহাম্মদ বলেন, বসরায় একজন বিচারক ছিলেন, তাঁর ডাকনাম ছিলো আবু সালেম। তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে তিনি বলেন, তিনি একজন শায়খের মসজিদে ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে, "তিনি নামায পড়ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে এই আয়াতে পৌঁছলেন,

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

"তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরে রয়েছে রেশমের পুরু স্তর।"[৭১]

তখন দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক, এটা তো ভেতরগত অবস্থা, তাহলে বাহ্যিক অবস্থা কী? তখন অদৃশ্য থেকে ডাকা হলো, এবং তিনি জানলেন না যে কে তাঁকে ডাকলো, ডেকে বললো, বাহ্যিক অবস্থা হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।" ইউনুস বলেন, তিনি ফার্সি ভাষায় গল্প করতেন।

হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ

[৪২৯] ইবনে শাওযাব বলেন, সালেহ বিন খালেদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "কেনো একজন মানুষ তার বন্ধুর সঙ্গে বিরক্ত চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করে? তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করো। তোমার কাছে যদি কোনো কল্যাণকর কথা (জ্ঞান) থাকে, তবে তা তুমি তাকে জানাও।"

দুনিয়াবিমুখ ইবাদতকারী ব্যক্তিই সফলকাম

[৪৩০] আবুস সাবিল বলেন, আমাদের মজলিসে একজন শায়খ থামলেন। তিনি বললেন, আমার কাছে আমার বাবা (অথবা বলেছেন, আমার দাদা) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জান্নাতুল বাকিতে দেখেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, "কোন সে ব্যক্তি আজ এমন এক সাদকা করবে, যার ব্যাপারে আমি কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান করবো।" তখন একটি লোক এগিয়ে এলো। আল্লাহর কসম! জান্নাতুল বাকিতে তার মতো কদর্য চেহারার, তার মতো খাটো এবং তার মতো কুৎসিত চোখের এক জন লোকও ছিলো না। সে একটি উট নিয়ে এলো। আল্লাহর কসম! এই উটটির মতো সুন্দর উট জান্নাতুল বাকিতে একটিও ছিলো না।

---

[৭১] সূরা আর-রাহমান (৫৫) : আয়াত ৫৪।

তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটাই কি তোমার সাদকা?" লোকটি বললো, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সময় অন্য একজন লোক এই লোকটিকে কটাক্ষ হানলো এবং বললো, "সে যেনো তা সাদকা করে। আল্লাহর কসম! উটটি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর কথা শুনে ফেললেন এবং (ক্রুদ্ধ স্বরে) বললেন, "তুমি মিথ্যা বলেছো, সে তোমার থেকেও উত্তম, উটটি থেকেও উত্তম। তুমি মিথ্যা বলেছো, সে তোমার থেকেও উত্তম, উটটি থেকেও উত্তম।" এই কথা তিনি তিন বার বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, "যে-ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হয়েছে ও ইবাদতে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে সে সফল হয়েছে। যে-ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হয়েছে ও ইবাদতে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে সে সফল হয়েছে।"[৭২]

আল্লাহভীতু ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত সবচেয়ে সুন্দর

[৪৩১] আবদুল করিম আবু উমাইয়া বলেন, তাল্ক বিন হাবিব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "ওই ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াতের স্বর সবচেয়ে সুন্দর, তুমি যাকে দেখবে যে কুরআন তেলাওয়াতের সময় সে আল্লাহর ভয়ে ভীত।" আবদুল করীম বলেন, তাল্ক বিন হাবীব—রাহিমাহুল্লাহ—এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল করীম বলেছেন, তাল্ক বিন হাবীব আরও বলেন, "যতোক্ষণ না আমার মেরুদণ্ডে ব্যথা হয় ততোক্ষণ আমি নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসি।" তাল্ক বিন হাবীব—রাহিমাহুল্লাহ—সূরা বাকারা দ্বারা নামায শুরু করতেন এবং সূরা আনকাবুতে পৌঁছার আগে রুকুতে যেতেন না।"

আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করলেন

[৪৩২] আবদুস সামাদ বিন মা'কিল বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আমার চাচা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখলাম যে তাঁকে একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আমি একজন জারজসন্তানকে ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দেবো কি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করতে শুরু করলেন, বললেন, "আল্লাহ তাআলার ইবাদতগুজার বান্দাদের একটি দল ছিলো। তাদের মধ্যে একটি তরুণ ছিলো। তারা তরুণটিকে সম্মান দেখাতো, তাকে খাবার দিতো এবং তার প্রতি খুব শ্রদ্ধার ভাব বজায় রাখতো। একদিন তাদের কুরবানি পেশ করার

[৭২] মুসনাদে আহমাদ : ২০৩৬০, সনদ যঈফ। এর সনদে আবুস সালীল নামক রাবী রয়েছে তিনি অপরিচিত। (সম্পাদক)

সময় এলো। দলটির সবাই কুরবানি পেশ করলো, তরুণটিও কুরবানি পেশ করলো। তখন দলটির সবারই কুরবানি কবুল হলো; কিন্তু তরুণটির কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হলো।” ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “তখন তরুণটি ইবাদতে অত্যন্ত মনোযোগী হলো এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করলো। সে চিন্তা করতে লাগলো, ব্যাপারটা কী, কেন তার আমলের ক্ষেত্রে এমন হচ্ছে। কিন্তু সে কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলো না। ফলে সে তার মায়ের কাছে এলো। মাকে জিজ্ঞেস করলো, হে মা, আমার ওপর এক বিরাট আপদ আপতিত হয়েছে। আমি আমার কিছু ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম, তারা আমাকে সম্মান দেখাতো, আমাকে খাবার খাওয়াতো এবং আমার প্রতি খুব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতো।

এভাবে একদিন তাদেরও কুরবানি দেওয়ার সময় হলো, আমারও কুরবানি দেওয়ার সময় হলো। তারা কুরবানি পেশ করলো, আমিও কুরবানি পেশ করলাম। তখন তাদের কুরবানি কবুল করা হলো; কিন্তু আমার কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হলো। আমি আমার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি; কিন্তু কোনো ত্রুটি পাইনি। হে মা, আমাকে যে-বাবার ঔরসের সন্তান বলে দাবি করা হয় আমি কি তার সন্তান, না-কি তার নই? মা বললেন, তুমি এই কথা বলে কী বোঝাতে চাচ্ছো? তরুণটি বললো, হে মা, আপনি সর্বাবস্থায় আমার মা। সুতরাং আপনি আমাকে বলুন। মা বললেন, আমি একদিন রাতের বেলা কাঠ সংগ্রহের জন্য বের হই। তখন একটি পুরুষ আমাকে কাবু করে ফেলে (এবং আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে)। তুমি সেই পুরুষের সন্তান।

যুবকটি তখন বলো, হে মা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন। তারপর যুবকটি সিজদায় পড়ে গেলো এবং কাঁদতে শুরু করলো। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, হে আমার প্রতিপালক, আমার বাবা-মা টকফল খাবে আর টক হবে কি আমার দাঁত? হে আল্লাহ, তা থেকে আপনি চিরমহান, চিরপবিত্র। অন্যদের যদি কামরিপু ঘায়েল করে ফেলে তবে তার পাপের বোঝা কি আমার ওপর বর্তাবে? হে আল্লাহ, তা থেকে আপনি চিরমহান, চিরপবিত্র। সে কাঁদতে থাকলো এবং দোয়া করতে থাকলো। অবশেষে তার কুরবানি কবুল করা হলো।”[৭৩]

অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকতেন

[৪৩৩] আবু আসিম আল-আবাদানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একজন লোক দাউদ আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, আপনার ঘরের ছাদে যেসব মাকড়সার জাল রয়েছে আপনি যদি নির্দেশ দিতেন তবে সেগুলো পরিষ্কার করে

[৭৩] এটি একটি ঈসরাঈলী বর্ণনা। এমন বর্ণনার ক্ষেত্রে নীতি হলো, যদি তা কুরান-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তবে তার ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করা। (সম্পাদক)

দেওয়া হতো। দাউদ আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বললেন, "তুমি কি জানো না যে, তাঁরা (পূর্বসূরি আলেমগণ) অনর্থক দৃষ্টিপাত অপছন্দ করতেন?" তারপর তিনি বললেন, "আমি জানি যে, মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ-এর বাড়িতে তাঁর মাথার ওপর তিরিশ বছর পর্যন্ত মাকড়সার জাল ছিলো। কিন্তু তিনি তা টের পাননি।"

সব সময় ভরপেট খেলে আকল-বুদ্ধি কমে যায়

[৪৩৪] আবদুল্লাহ বিন শুমাইত বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি দুনিয়াদারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন, "যে-লোক সব সময় ভরপেট খায় তার আকল-বুদ্ধি কম থাকে; তার একমাত্র চিন্তাই হলো পেট, যৌনাঙ্গ ও চামড়া (পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা মেটানো এবং সৌন্দর্যচর্চা করা)। সে সব সময় (মনে মনে) বলে, "সকাল হলেই খাবো, পান করবো, হাসি-তামাশা করবো, আমোদ-ফুর্তি করবো। যখন সন্ধ্যা হবে, ঘুমিয়ে পড়বো।" এই ধরনের লোক হলো রাতের বেলায় মৃতদেহ এবং দিনের বেলায় অকর্মণ্য।

নিজের চেয়ে অন্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করা

[৪৩৫] ইবরাহিম বিন ঈসা আল-ইয়াশকুরি বলেন, আমি বকর বিন আবদুল্লাহ আল-মুযানি-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যখনই আমি বাড়ি থেকে বের হই এবং যে-কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, তাকে আমি নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ, নিজের ব্যাপার আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে (যে আমি কতটুকু কী)। কিন্তু মানুষের বেলায় আমি সন্দিহান। (কারণ, তাদের যে-কেউ আমার থেকে উত্তম হতে পারে।)

ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধা

[৪৩৬] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু তালহা আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আমরা ক্ষুধার্ত আছি বলে অভিযোগ পেশ করলাম। তখন আমরা আমাদের পেটের কাপড় উঁচু করে দেখালাম প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর পেটের কাপড় উঁচু করে দেখালেন যে, তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।"

বিনাশগ্রস্তকে বিনাশ থেকে বাঁচানো যায় না

[৪৩৭] আবদুল্লাহ বিন শুমাইত বলেন, তাঁর পিতা শুমাইত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আল্লাহ তাআলা দাউদ—আলাইহিস সালাম-এর কাছে ওহি প্রেরণ

Contents

করলেন : “তুমি যদি কোনো বিনাশগ্রস্তকে তার বিনাশ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারো তবে আমি তোমার নাম দেবো দুর্দান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি।”

পূর্বসূরিরা ভয়ের ফলে কাঁদতেন

[৪৩৮] ইকরিমা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আসমা বিনতে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, “পূর্বসূরিদের কেউ কি ভয়ের কারণে অজ্ঞান হয়ে যেতেন?” তিনি বললেন, “না; বরং তাঁরা কাঁদতেন।”

সালাম মুসলমানদের জন্য অভিনন্দন

[৪৩৯] মুহাম্মদ বিন যিয়াদ আল-আলহানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু উমামা আল-বাহিলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে যাচ্ছিলাম। তিনি যখনই কারও পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে সালাম দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি বললেন, “সালাম আমাদের আহলে যিম্মিদের জন্য নিরাপত্তা আর আমাদের ধর্মীয় ভাইদের জন্য অভিনন্দন।”

প্রকাশ্যে ইবাদত করার কারণে নিন্দা করলেন

[৪৪০] মুহাম্মদ বিন যিয়াদ আল-আলহানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “আবু উমামা আল-বাহিলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন সেজদারত লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। সে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে ছিলো এবং কাঁদছিলো। আবু উমামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে পা দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর বললেন, হায় সিজদা! তুমি যদি তা তোমার বাড়িতে করতে (তাহলে কত-না ভালো হতো)!”

অন্যকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজে আমল করতে হবে

[৪৪১] সুলাইম বিন আমের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আমাকে নাওফ আল-বিক্কালি এবং আরেকটি লোকের কাছে পাঠালেন। তাঁরা দুজন মসজিদে বসে গল্প করছিলেন। উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আমাকে বললেন, তুমি তাদের গিয়ে বলো, “আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। আর আপনারা মানুষদের যেসব উপদেশ দিয়ে বেড়ান তা যেনো আপনাদের নিজেদের জন্যও প্রযোজ্য হয়।”

শুধু শুধু প্রশ্ন করা বিপক্ষে দলিল হবে

[৪৪২] ওয়াহাব আল-মাক্কি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একটি যুবক লোক উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে আমল-ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতো।

Contents

অনেক বেশি প্রশ্ন করতো। উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—তাকে বললেন, "তুমি আমাকে যা-কিছু জিজ্ঞেস করো, তার প্রতিটিই আমল করো?" যুবকটি বললো, না। তখন উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, "তাহলে কেন তোমার বিপক্ষে আল্লাহ তাআলার দলিল বৃদ্ধি করছো?"

মিথ্যাবাদীর জন্য দোয়া

[৪৪৩] হারিস বিন সুওয়াইদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কুফার বাসিন্দাদের একজন ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আম্মার বিন ইয়াসির আল-আনাসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতিতে অভিযোগ করলো। পরে আম্মার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ তাআলা তোমার সম্পদ বাড়িয়ে দিক, তোমার সন্তান বাড়িয়ে দিক এবং তোমাকে আমির[৭৪] বানান।"

তিনটি ব্যাপারই যথেষ্ট

[৪৪৪] ইয়াসির বিন উবায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আম্মার বিন ইয়াসির আল-আনাসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "উপদেশ দানকারী হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট; আর অমুখাপেক্ষিতা হিসেবে বিশ্বাসই যথেষ্ট এবং ইবাদতই ব্যস্ততা হিসেবে যথেষ্ট।"

নিজেকে ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষা

[৪৪৫] আবদুর রহমান বিন আবযা—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আম্মার বিন ইয়াসির আল-আনাসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ফুরাত নদীর তীরে ভ্রমণ করছিলেন। তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, যদি আমি জানতে পারতাম যে, ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেওয়া আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে তবে আমি সেটাই করতাম। হে আল্লাহ, যদি আমি জানতে পারতাম যে, আগুন প্রজ্বলিত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়া আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে তবে আমি সেটাই করতাম। হে আল্লাহ, যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে তবে আমি সেটাই করতাম।"

---

[৭৪] مُوَطَّأُ الْعَقِبَيْنِ : শব্দটির অর্থ যার অধিক অনুসারী রয়েছে বা অধিক মানুষ দ্বারা অনুসৃত। কিন্তু এখানে সুলতান বা আমির বা ধনাঢ্য ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার পেছনে লোকেরা লেগে থাকে।

Contents

হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

মানুষ বিনয় ও নম্রতা হারিয়ে ফেলবে

[৪৪৬] আবু আবদুল্লাহ আল-ফিলিস্তিনি থেকে বর্ণিত, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই আবদুল আযিয বর্ণনা করেন, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ধর্মের থেকে প্রথম যে-জিনিসটা হারিয়ে ফেলবে তা বিনয় ও নম্রতা। আর তোমাদের ধর্মের সর্বশেষ যে-জিনিসটা হারিয়ে ফেলবে তা হলো নামায।"

হারাম খাদ্য দ্বারা তৈরি হওয়া রক্ত-মাংস জান্নাতে প্রবেশ করবে না

[৪৪৭] মালিক আল-আহমার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মদবিক্রেতা মদ পানকারীর মতোই; শূকরের পালনকারী শূকরের গোশতখাদকের মতোই। তোমরা তোমাদের দাসদের ব্যাপারে সর্তক দৃষ্টি রাখো এবং খতিয়ে দেখো তারা কোথা থেকে তাদের 'কর' নিয়ে আসে। জান্নাতে এমন কোনো গোশতের টুকরো প্রবেশ করবে না যা হারাম খাদ্য দ্বারা তৈরি হয়েছে।"

সিজদার অবস্থা সবচেয়ে উত্তম

[৪৪৮] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বান্দার সবচেয়ে প্রিয় যে অবস্থার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার প্রশংশা করে থাকেন তা হলো, আল্লাহর সামনে মস্তকাবনত করে রাখা।"

Contents

মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

তিনি বিলাসবহুল মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করলেন

[৪৪৯] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাদের এলাকায় এলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি যদি নির্দেশ দেন তবে পাথর ও কাঠ সংগ্রহ করা হবে এবং আমরা আপনার জন্য একটি মসজিদ বানিয়ে দেবো। তিনি বললেন, আমি ভয় করি যে, কিয়ামতের দিন তার বোঝা আমার পিঠের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ

[৪৫০] মুআবিয়া বিন কুররা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্রকে বলেছেন, হে পুত্র, যখন তুমি কোনো নামায পড়বে তখন জীবনের শেষ নামায হিসেবে পড়বে; তুমি কখনোই এই ধারণা করবে না যে তুমি পুনরায় নামায পড়তে পারবে। হে আমার পুত্র, তুমি জেনে রাখো, মুমিন বান্দা দুটি পুণ্যময় কাজের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করে : যে-পুণ্যময় কাজ সে মৃত্যুর আগে করেছে, আর যে-পুণ্যময় কাজ সে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছে।" (অর্থাৎ, সাদকায়ে জারিয়া)।

যিকির শ্রেষ্ঠ আমল

[৪৫১] আবুয যুবায়ের বলেন, যে-ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে শুনেছেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে আদম-সন্তানকে মুক্তি দানকারী শ্রেষ্ঠ বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার যিকির।" সঙ্গীরা বললেন, "আল্লাহ তাআলার পথে তরবারি নয় কি?" তাঁরা কথাটা তিন বার বললেন। জবাবে মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আল্লাহর পথে তরবারি দ্বারা জিহাদ করতে করতে যদি শহীদ হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা।"

ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে

[৪৫২]আবুল হাজ্জাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন "যে-ব্যক্তি এই বিশ্বাস ধারণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলা সত্য এবং কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ তাআলা মানুষকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করবেন, সে-ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সবকিছু পরিমিতরূপে করা

[৪৫৩] আবদুল্লাহ বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এক ব্যক্তি বললেন, "আপনি আমাকে জ্ঞান শেখান।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমার কথা মানবে?" লোকটি বললেন, "আমি আপনার কথা মানার জন্য অতিশয় উদ্গ্রীব।" মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "রোযা রাখো এবং রোযা ছেড়ে দাও। নামায পড়ো এবং ঘুমাও। উপার্জন করো, কিন্তু পাপকাজ কোরো না। প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না। আর মজলুমের বদদোয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো।"

আরাম-আয়েশের জন্য তিনি বেঁচে থাকেননি

[৪৫৪] আমর বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দেখো, ভোর হয়েছে কি? তাঁকে জানানো হলো, না, ভোর হয়নি। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, দেখো, ভোর হয়েছে কি? তাঁকে জানানো হলো, না, এখনো ভোর হয়নি। তারপর আরও কিছু সময় কেটে গেলে তাঁকে বলা হলো যে, হ্যাঁ, এখন ভোর হয়েছে। তখন মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আল্লাহ্ তাআলার কাছে এমন রাত থেকে পানাহ চাই যার ভোর জাহান্নামে নিয়ে যাবে। মৃত্যুকে অভিবাদন! অভিবাদন দীর্ঘদিনের অনুপস্থিত প্রিয় দর্শনার্থীকে, যিনি আমার দরিদ্রাবস্থায় এসেছেন! হে আল্লাহ্, আমি আপনাকে ভয় করেছি, আজ আমি আপনার থেকে প্রত্যাশা করি। হে আল্লাহ আপনি জানেন যে, আমি এই দুনিয়াকে চেয়েছি এবং তাতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছি দিবানিদ্রার জন্য নয় এবং গাছ রোপণের জন্য নয়; বরং রৌদ্রপ্রখর দুপুরে পিপাসার্ত থাকার জন্য, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইবাদতে সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করার জন্য এবং বাহনে চড়ে যিকিরের মজলিসে আলেম-উলামার সঙ্গে ভিড় জমানোর জন্য।"

আমল করা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই

[৪৫৫] সুলাইমান বিন মুসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমাদের আমল করার যতো ইচ্ছা ততো আমল করতে থাকো; কারণ, আমল করা ছাড়া কিছুতেই তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না।”

সাদাসিধে জীবনের নমুনা

[৪৫৬] মুহাম্মদ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন কোনো গভর্নর নিযুক্ত করতেন তার নিয়োগপত্রে লোকদের উদ্দেশে লিখে দিতেন : “তোমরা তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো, যতোক্ষণ সে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে।” তিনি হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মাদায়িনে গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তাঁর নিয়োগপত্রে লিখে দিলেন : “তোমরা তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো এবং সে তোমাদের কাছে যা চায় তা তাকে প্রদান করো।” মাদায়িনের লোকেরা তাঁকে অভিনন্দন জানালো এই অবস্থায় যে, তিনি একটি শীর্ণ গাধার পিঠে বসে আছেন, তার হাতে সামান্য বস্তু তিনি তা থেকে খাচ্ছেন।

তিনি তাদেরকে তাঁর নিয়োগপত্র, অর্থাৎ, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চিঠি পাঠ করে শোনালেন। তারা বললো, আপনার প্রয়োজন কী? আমিরুল মুমিনীন আপনার ব্যাপারে যা আমাদের লিখেছেন তা ইতোপূর্বে কখনো লেখেননি। হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “আমার প্রয়োজন এই যে, আমি যতোদিন তোমাদের মধ্যে থাকি তোমরা আমাকে রুটি খাওয়াবে, আমার গাধাটাকে ঘাস খাওয়াবে এবং তোমাদের ভূমিকর সংগ্রহ করবে।” মাদায়িনে তাঁর কাজ শেষ করার পর তিনি মদিনায় ফিরে এলেন। আমিরুল মুমিনীন তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে রাস্তায় গিয়ে বসে থাকলেন এটা দেখার জন্য যে, হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যে-অবস্থায় পাঠিয়েছিলেন সেই অবস্থাতেই আছেন, না-কি পরিবর্তন ঘটেছে। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন তাঁকে আগের অবস্থাতেই দেখলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, “তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই। তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই।”

Contents

তাঁর একটি ভাষণ

[৪৫৭] আবু ইয়াযিদ আল-সাদানি বলেছেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মদিনার মসজিদে মিম্বরে দাঁড়ালেন; তবে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—চৌকাঠের যে-জায়গায় দাঁড়াতেন সেই জায়গায় নয়। দাঁড়িয়ে বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আবু হুরায়রাহকে ইসলামের পথপ্রদর্শন করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আবু হুরায়রাহকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আবু হুরায়রাহর প্রতি মুহাম্মাদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে খামির (আটার রুটি) খাইয়েছেন এবং পোশাক পরিধান করিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বিনতে গাযওয়ানের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, অথচ আমি তার (তাদের বাড়িতে) পেটে-ভাতে শ্রমিক ছিলাম। বিনতে গাযওয়ান আমাকে পিতা বানালেন, এবং আমি তাকে মাতা বানালাম যেভাবে তিনি আমাকে পিতা বানিয়েছেন (আমার ঔরসের সন্তান তিনি তাঁর গর্ভে ধারণ করলেন)।"

তারপর বললেন, আরবদের ধ্বংস এমন এক অনিষ্টের কারণে যা নিকটবর্তী। তাদের ধ্বংস শিশুদের শাসনের কারণে, যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে রাষ্ট্র চালাবে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষকে হত্যা করবে। হে বনু ফাররুখ, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, হে বনু ফাররুখ, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! দীনে ইসলাম যদি সুরাইয়া তারকাতেই ঝুলন্ত থাকে তবুও তোমাদের একদল মানুষ তা পালন করতে সমর্থ হবে।"

আয়াতটি পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন

[৪৫৮] আবুদ দুহা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সূরা আল-জাসিয়া পাঠ করছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদের ওইসব লোকের সমান গণ্য করবো যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।"[৭৫]

[৭৫] সূরা জাসিয়া (৪৫) : আয়াত ২১।

তিনি আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। এইভাবে ভোর হয়ে গেলো।

বহুরূপী হওয়া থেকে বিরত থাকো

[৪৫৯] শাকিক বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মাসঊদ উকবা বিন আমর আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁকে আরজ করলাম, আপনি আমাদের নসিহত করুন। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আমি এমন ভোর থেকে পানাহ চাই যা জাহান্নামে নিয়ে যাবে। দীনের (ইসলামের) ক্ষেত্রে বহুরূপী হওয়ার থেকে বেঁচে থাকো; আজ যা স্বীকার করে নিয়েছো আগামীকাল তা অস্বীকার কোরো না এবং যা অস্বীকার করেছো আগামীকাল তা স্বীকার করে নিয়ো না।"

অল্পে তুষ্টিই প্রকৃত সচ্ছলতা

[৪৬০] ইকরিমা বিন খালিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্রের উদ্দেশে বলেছেন, "হে আমার পুত্র, আমার মৃত্যুর পর তুমি তোমার জন্য আমার চেয়ে অধিক কল্যাণকামী কারও সাক্ষাৎ পাবে এমন ধারণা থেকে দূরে থাকো। (সুতরাং জেনে রাখো,) যখন নামায পড়তে চাইবে, ভালোভাবে ওজু করবে। তারপর নামায পড়ো এই কথা ভেবে যে, এই নামাযের পরে তুমি আর নামায পড়তে পারবে না (এটিই তোমার জীবনের শেষ নামায)। লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো; কারণ, লোভ-লালসা দরিদ্রতাকে উপস্থিত করে। অল্পে তুষ্ট থাকো; কারণ, অল্পে তুষ্টিই প্রকৃত সচ্ছলতা। এমন কোনো কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত থাকো যার জন্য জবাবদিহি করতে হয়, অনুশোচনা করতে হয়। (এগুলো ব্যতীত) তোমার যা ভালো মনে হয় করো।"

নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়া ক্ষতিকর

[৪৬১] সাফওয়ান বিন মুহরিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-জাবালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমার কাছে অবতরণ করলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তিনি বলছেন, "যে-ব্যক্তি অন্য মানুষকে উপদেশ দেয় এবং নিজের কথা ভুলে যায় সে হলো ওই বাতির মতো যে-বাতি অন্যকে আলো দেয় কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে।"

অহংকার দূর করার জন্য কাঠের বোঝা বহন করতেন

[৪৬২] আবদুল্লাহ বিন হানযালা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন সালাম আল-খাযরাজি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বাজারে হাঁটছিলেন এবং তাঁর কাঁধে কাঠের একটি বোঝা ছিলো। তখন তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে এমন কষ্ট করা থেকে মুক্তি দেননি? তিনি জবাবে বললেন, অবশ্যই মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমি এই কাজ দ্বারা আমার অহংকার দূর করতে চাই। আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ

"যে-ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৭৬]

মন-গলানোর উপদেশ

[৪৬৩] আবু সাঈদ বিন নুমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পাশ দিয়ে একটি কাফেলা গেলো এবং কাফেলার সবাই আমাকে নসিহত করলেন। কাফেলার শেষে রয়েছেন একজন কমবয়সী যুবক। তিনি তাঁর পায়ের অগ্রভাগ ও বাহনের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেনো তিনি এমন একটি জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছেন যার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তেছে। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি আমাকে বললেন, কাফেলার সবাই আপনাকে উপদেশ দিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে আপনিও, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আমাকে উপদেশ দিন। সুতরাং তিনি বললেন, কেউই তার দুনিয়ার যে-অংশ রয়েছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, অথচ সবাই আখেরাতের অংশের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। সুতরাং যখন দুটি বিষয়ের মধ্যে বিরোধ বাধবে, একটি আখেরাতের বিষয়, অপরটি দুনিয়ার বিষয়, তখন আখেরাতের বিষয়টি দিয়ে শুরু করুন এবং সেটিকে প্রাধান্য দিন। তার ওপর আমল করুন, তা ভালোভাবে উপলব্ধি করুন, তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন, তা যেখানে ক্ষান্ত হয় আপনি তার সঙ্গে সেখানে ক্ষান্ত হোন।"

আবু সাঈদ বিন নুমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কাফেলার অন্যদের উপদেশ

---

[৭৬] হাদীসটি ইমাম আহমাদ—রাহিমাহুল্লাহ—তার মুসনাদে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন : ৩৭৮৯, ৪৩১০ (সম্পাদক)

যেনো আমার মন থেকে মুছে গেলো। আর এই যুবক যা বললেন তা আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিলেন। কাফেলা যখন আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যুবকটি কে? তখন কেউ একজন বললো, "মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

শিশুসুলভ শাসনের আশংকা

[৪৬৪] তারিক বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, শামে (সিরিয়ায়) মহামারি শুরু হলো। দাবানল ছড়িয়ে পড়লো। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করলো, এটা তুফান ছাড়া কিছু নয়, তবে এই তুফানে পানি নেই। মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছালো। ফলে তিনি সবার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলেন, "তোমরা যা বলাবলি করছো তা আমার কাছে পৌঁছেছে। এটা তো তোমাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত এবং তোমাদের নবী মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দোয়া। তোমাদের পূর্বে যাঁরা সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন তাঁদের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু এটার চেয়ে যা আরও বেশি ভয়ংকর তা ভয় করো। তা হলো, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ঘরে ফিরে আসবে, অথচ তার জানাই থাকবে না সে মুমিন আছে না-কি মুনাফিক হয়ে গেছে। এবং তোমরা শিশুদের শাসনকে ভয় করো।"

তিনটি কাজ তিরস্কারের উপযুক্ত

[৪৬৫] মুহাম্মদ বিন নাদ্র আল-হারিসি—রাহিমাহুল্লাহ—মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে মারফুরূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, যে-ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে সে অবশ্যই ঘৃণা ও তিরস্কারের উপযুক্ত : বিস্মিত হওয়া ছাড়াই হাসি, রাত্রিজাগরণ ছাড়াই ঘুম এবং ক্ষুধা ছাড়াই খাদ্যগ্রহণ।"[৭৭]

ইনসাফের দৃষ্টান্ত

[৪৬৬] ইয়াহইয়া বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দু-জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি যদি তাদের একজনের ঘরে থাকতেন, তবে অপর জনের ঘর থেকে এক ফোঁটা পানিও পান করতেন না।

[৭৭] আবু নুআঈম হাদীসটি ইমাম আহমাদের সূত্রেই বর্ণনা করেছেন, দেখুন-হিলয়াতুল আউলিয়া ১/২৩৭ (সম্পাদক)

অন্যরা যখন গাফেল তখন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ

[৪৬৭] আবু ইদরিস আল-খাওলানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাকে অবশ্যই এমন লোকদের সঙ্গে মিশতে হবে যারা গল্প-গুজবে লিপ্ত থাকে। যখন তুমি দেখবে যে তারা (আল্লাহর যিকির থেকে) গাফেল হয়ে পড়েছে, তখন তুমি একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করবে।" আবু তালহা হাকিম বিন দিনার বলেন, সালাফে সালেহিন বলতেন, মাকবুল দোয়ার আলামত এই যে, যখন তুমি লোকদেরকে (আল্লাহর যিকির থেকে) গাফেল হয়ে যেতে দেখবে, তখন তুমি আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করবে।"

যিকির শ্রেষ্ঠ আমল

[৪৬৮] আবু বাহরিয়্যাহ (আবদুল্লাহ বিন কায়স আল-কিন্দি রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আদম-সন্তান যতো আমল করে তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে উদ্ধারকারী শ্রেষ্ঠ আমল হলো আল্লাহর যিকির।" সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু আবদুর রহমান, আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ নয় কি?" জবাবে তিনি বললেন, "তাও না, তবে কেউ যদি জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন :

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

"আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ"।[৭৮]

[৭৮] সূরা আনকাবুত (২৯) : আয়াত ৪৫।

Contents

আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

মূল্যবান উপদেশ

[৪৬৯] আবুল হাসান বিন খালিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সৈনিকদের সঙ্গে চলছিলেন এবং বলছিলেন, "সাবধান, কত শুভ্র পোশাকধারী আছে যারা তাদের দীনকে পদপিষ্ট করে; সাবধান, কত লোক আছে যারা নিজেদের সম্মানিত করতে চায়, অথচ নিজেদের অপমানিতই করে। তোমরা তোমাদের অতীতকালে কৃত পাপকাজগুলোকে নতুন নতুন সৎকাজ দ্বারা বদল করে নাও। জেনে রাখো, তোমাদের কেউ যদি জমিন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত পাপ করে, তারপর (সমস্ত পাপকাজ বর্জন করে) সৎকাজ করে, তবে তার সৎকাজ তার অসৎকাজের ওপর প্রাধান্য পাবে, এমনকি সেগুলোকে দূরীভূত করে দেবে।"

তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে-কারও মতো হওয়ার চেষ্টা

[৪৭০] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি—লাল বা কালো, স্বাধীন বা দাস, অনারব বা বিশুদ্ধভাষী স্বাধীন—যদি আমি জানতে পারি সে তাকওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে অবশ্যই আমি তার মতো হওয়াটাকেই ভালোবাসবো।"

ভেড়া হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৪৭১] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি ভেড়া হতাম আর আমার পরিবার

Contents

আমাকে জবাই করে ফেলতো, তারপর আমার গোশত খেয়ে ফেলতো এবং আমার ঝোল চুষে নিতো!"

তাঁর বাড়িতে তরবারি, ঢাল ও বর্শা ছাড়া কিছু ছিলো না

[৪৭২] হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শামে (সিরিয়ায়) এলেন। তিনি সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সেনাপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, আমার ভাই কোথায়? সবাই জিজ্ঞেস করলো, তিনি কে? উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, আবু উবায়দাহ। লোকেরা বললেন, তিনি এখন আপনার কাছে আসবেন।

আবু উবায়দাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথায় রশি-বাঁধা একটি উটনীর ওপর চড়ে এলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে সালাম দিলেন এবং কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তারপর লোকদের বললেন, তোমরা চলে যাও। তারপর তিনি আবু উবায়দাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে এলেন এবং সেখানে নামলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে তাঁর তরবারি, ঢাল ও বর্শা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, আপনি যদি কিছু আসবাবপত্র বা কিছু জিনিস গ্রহণ করতেন (তাহলে ভালো হতো)। আবু উবায়দাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, এগুলো তো আমাকে দ্বিপ্রহরের ঘুমে নিমজ্জিত করবে।"

সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইমাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

দুনিয়াবিমুখতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

[৪৭৩] মালিক বিন দিনার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন সিরিয়ায় এলেন, ছোটো ছোটো এলাকাগুলো পরিদর্শন করলেন। একপর্যায়ে হিমসের কাছে অবতরণ করলেন এবং এই এলাকাকে দরিদ্র লোকদের জন্য লিখে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বণ্টনপত্র পেশ করা হলো। তাতে তিনি হিমসের আমির সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম দেখতে পেলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, এই সাঈদ বিন আমের কে? তাঁরা জবাব দিলেন, আমাদের আমির। তিনি বললেন, তোমাদের আমির? তাঁরা বললেন, জী, হ্যাঁ। এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আমির কীভাবে দরিদ্র হলেন? তাঁর ভাতা কোথায়? তাঁর সম্মানী কোথায়?

তাঁরা বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, রাজকোষ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি এক হাজার দিনার আলাদা করলেন এবং সেগুলো একটি থলেতে রাখলেন। থলেটি একজন লোক মারফত সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠালেন। লোকটিকে তিনি বলেন দিলেন, "তুমি আমার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সালাম পৌঁছাবে এবং তাকে বলবে, আমিরুল মুমিনীন এই দিনারগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি আপনার প্রয়োজনপূরণে এগুলোর সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, দূত সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। তিনি থলেটি হাতে নিয়ে দেখলেন যে ভেতরে দিনার। তখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়তে শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ওগো, কী হয়েছে আপনার? আমিরুল মুমিনীন কি মারা গেছেন? তিনি বললেন, বরং তার চেয়েও বড় কিছু ঘটেছে। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলার কোনো নির্দশন প্রকাশ পেয়েছে? তিনি বললেন, বরং তার চেয়েও বড় কিছু ঘটেছে। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের কোনো আলামত কি প্রকাশ পেয়েছে? তিনি বললেন, বরং তার চেয়েও বড় কিছু ঘটেছে। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, আমার হাতে দুনিয়া চলে এসেছে। ফেতনা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি এগুলো দিয়ে যা চান তা করুন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কোনো বুদ্ধি আছে? তাঁর স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আছে। তারপর সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি কাপড় নিলেন এবং কাপড়ে দিনারগুলো বণ্টন করলেন। তারপর সেগুলো একটি থলেতে ভরে মুসলমানদের একটি সেনাবাহিনীর দলের কাছে পেশ করলেন এবং সবগুলো দিনার বণ্টন করে দিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি কিছু দিনার রেখে দিতেন তবে আমরা প্রয়োজনে সেগুলোর সাহায্য নিতে পারতাম। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

لَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَلَأَتِ الْأَرْضَ رِيحَ مِسْكٍ

"জান্নাতের কোনো রমণী যদি দুনিয়াবাসীর সামনে চলে আসে তবে গোটা দুনিয়া মিসকের ঘ্রাণে ভরে যাবে।"

সুতরাং আমি তোমাকে তাদের ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। এই কথা শুনে তাঁর স্ত্রী চুপ করে গেলেন।

উমাইর বিন হাবিব বিন হামাসা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

নির্বোধের সাহচর্য থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

[৪৭৪] জাফর আল-খাতামি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর দাদা উমাইর বিন হাবিবের সাহচর্য ছিলো। তিনি তাঁর সন্তানদের উদ্দেশে নসিহত করে বলেন, "হে আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা কিছুতেই নির্বোধদের সংশ্রবে যাবে না। নির্বোধদের সংশ্রব হলো একটা ব্যাধি। নির্বোধের থেকে যদি কেউ কিছু শেখে তবে তার সেই শিক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। নির্বোধ ব্যক্তি যা বলে ও করে তার অল্পকিছু নিয়ে যদি কেউ পালিয়ে না আসে তবে তাকে অনেক বেশি কিছু নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়। যে-ব্যক্তি অপছন্দনীয় বিষয়ের ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারে সে যা ভালোবাসে তা লাভ করে। আর তোমাদের কেউ যদি মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে চায় তবে সে যেনো নিজেকে কষ্ট-যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করার জন্য প্রস্তুত রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা রাখে। যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার থেকে প্রতিদান পাওয়ার বিশ্বাস রাখে, সে কষ্ট-যন্ত্রণার স্পর্শ পায় না।"

চুপ থাকায় রয়েছে কল্যাণ

[৪৭৫] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, আমি আমার এই চুপ থাকার মাঝে এমন কিছু কথা বলেছি যা ফুরাত ও নীল নদ যে-জল সিঞ্চন করে তার থেকেও উত্তম।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী বলেছেন? তিনি বললেন,

"سُبْحَانَ اللَّـهِ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاللَّـهُ أَكْبَرُ"

"সমস্ত মহিমা আল্লাহর, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তো অতি মহান।"

পরিধেয় জুব্বায় কাফন পরানোর ওসিয়ত

[৪৭৬] ইবনে শিহাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। তখন তিনি তাঁর একটি পশমের তৈরি পুরনো জুব্বা নিয়ে আসতে বললেন। তারপর বললেন, "তোমরা আমাকে এই জুব্বায় কাফন পরাবে। বদরের যুদ্ধের দিন আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, সেইদিন এই জুব্বা আমার পরনে ছিলো। এ-কারণে আমি জুব্বাটি লুকিয়ে রেখেছিলাম।"

কিয়ামত দিবসের অবস্থা

[৪৭৭] আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উবাদা বিন সামিত ও কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, "কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ সমবেত হবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, "আজ চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। সুতরাং তারা কোথায় যাদের শরীরের পার্শ্বদেশ (ইবাদতের কারণে) শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো? তারা কোথায় যারা আল্লাহ তাআলকে স্মরণ করতো দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায়?" এমনকি তিনি এই সকল শব্দ উল্লেখ করবেন। তারপর জাহান্নাম থেকে একটি গলা বেরিয়ে আসবে। গলাটি বলবে, "তিন প্রকারের লোককে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাসনা নির্ধারণ করেছে, প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তি এবং প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী।

আমি এরূপ মানুষকে পিতা যেমন সন্তানকে চেনে এবং সন্তান যেমন পিতাকে চেনে তার চেয়ে বেশি চিনি।" বর্ণনাকারী বলেন, "দরিদ্র মুসলমানদের জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। যাওয়ার পথে ফেরেশতারা তাদের আটকে দেবে। তখন তারা বলবে, তোমরা আমাদের আটকে দিচ্ছো, অথচ আমাদের সম্পদ ছিলো না এবং আমরা আমিরও ছিলাম না।"

লাল উটের ওপর চড়ে ভাষণ

[৪৭৮] সালামা বিন নুবাইত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার পিতা, আমার দাদা ও আমার চাচা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। আমার পিতা আমাকে বলেছেন, "আমি নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি, আরাফাতের দিন সন্ধ্যায় একটি লাল উটের ওপর চড়ে ভাষণ দিয়েছেন।"

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়ার তাকিদ

[৪৭৯] সালামা বিন নুবাইত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার পিতা আমাকে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার উপদেশ দিলেন। আমি বললাম, বাবা, আমি তো তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সামর্থ্য রাখি না। (তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে উঠতে পারি না।) তখন তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই ফজরের ফরয নামাযের আগে দুই রাকাত সুন্নত নামায পড়বে, কখনো তা ছাড়বে না। আর কখনো ফেতনায় জড়াবে না।"

তিনি গরিব-মিসকিনদের ভালোবাসতেন

[৪৮০] সাঈদ বিন আবু সাঈদ আল-মাকবুরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, জাফর বিন আবু তালিব গরিব-মিসকিনদের ভালোবাসতেন। তিনি তাদের সঙ্গে বসতেন, তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। গরিব লোকেরাও তাঁর সঙ্গে গল্প করতো। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর নাম দিয়েছিলেন আবুল মাসাকিন (মিসকিনদের পিতা)।

নামাযে খুশু-খুযুর দৃষ্টান্ত

[৪৮১] ইবনুল মুনকাদির বলেন, তুমি যদি যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নামায পড়তে দেখতে তাহলে বলতে, "গাছের একটি ডাল, যাকে বাতাস নাড়া দিচ্ছে; মানজানিক থেকে এখানে-ওখানে পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, অথচ এর প্রতি তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপই নাই।"

তিনি উত্তমরূপে নামায আদায় করতেন

[৪৮২] মক্কার আলেমগণ বলতেন, ইবনে জুরাইজ নামায শিখেছেন আতা বিন আবু রাবাহ থেকে, আতা বিন আবু রাবাহ নামায শিখেছেন উরওয়া ইবনুয যুবাইর থেকে, উরওয়া ইবনুয যুবাইর নামায শিখেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু

আনহু—থেকে, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নামায শিখেছেন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—থেকে। আবদুর রাজ্জাক বলেন, “আমি ইবনে জুরাইজ থেকে উত্তমরূপে আর কাউকে নামায পড়তে দেখিনি।”

যিকিরকারীই উত্তম

[৪৮৩] জাবির বিন আমর আবুল ওয়াযযা বলেন, আবু বুরদা আসলামি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “কোনো ব্যক্তির কোলে যদি দিনার থাকে এবং সে তা দান করে দেয় আর অপর ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তবে যিকিরকারীই উত্তম।” আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল—রাহিমাহুমুল্লাহ—তাঁর পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণ করলেন এবং বললেন, তিনি মৃত্যুর সময় কয়েকটি খুচরো দিরহাম রেখে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি কসমের কাফফারারূপে এগুলো দান করে দিয়ো। আমার মনে হয় কসমটি আমি ভেঙে ফেলেছিলাম।”

এশার নামাযের পর ঘুমিয়ে পড়ার উপদেশ

[৪৮৪] মুআবিয়া বিন কুররা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতার নিজের সন্তানদের এশার নামায পড়ার পর বলতেন, হে আমার সন্তানেরা, তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের রাতের বেলায় কল্যাণ দান করবেন।”

Contents

আবু মাসউদ আল-আনসারি–রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর চোখে দুনিয়া

দীনও ধ্বংস হচ্ছে, দুনিয়াও ধ্বংস হচ্ছে

[৪৮৫] আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মাসউদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা দুনিয়াকে কলজের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখো, আল্লাহর কসম! তোমরা আখেরাতে দুনিয়া থেকে একটি দিনার বা একটি দিরহাম নিয়ে যেতে পারবে না। তোমরা সেগুলোকে ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভেই রেখে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা রেখে গেছে। অথচ তোমার এই দুনিয়া নিয়েই ঝগড়া-বিবাদ যা করার করছো, পরস্পরকে যা ধোঁকা দেওয়ার ধোঁকা দিচ্ছো। এভাবে তো তোমাদের দীনও ধ্বংস হয়ে, দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যাবে।”

উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করলেন

[৪৮৬] মুহাম্মদ বিন সিরিন আল-আনসারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মাসউদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন লোকের জন্য তার কোনো প্রয়োজনে সুপারিশ করলেন। তারপর বাড়িতে পরিবারের কাছে এলেন এবং উপঢৌকন দেখতে পেলেন। ইবনে আওন বলেন, আমার ধারণা, মুহাম্মদ বিন সিরিন বলেছেন, উপঢৌকন ছিলো হাঁস ও মুরগি। আবু মাসউদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? তাঁরা বললেন, “আপনি যে-লোকটির জন্য সুপারিশ করেছিলেন সেই লোক এগুলো পাঠিয়েছে।” তিনি বললেন, “এগুলো বের করো, এগুলো বের করো। আমি কি আমার সুপারিশের প্রতিদান এই দুনিয়াতেই গ্রহণ করবো?”

Contents

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চোখে দুনিয়া

জিহ্বাকে টেনে ধরে উপদেশ

[৪৮৭] সাঈদ জুবায়ের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখলাম, তিনি তাঁর জিহ্বাকে টেনে ধরলেন এবং জিহ্বার উদ্দেশে বললেন, "তুমি ভালো কথা বলবে, তাহলে লাভবান হবে অথবা চুপ থাকবে, তাহলে অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিরাপদ থাকবে।"

যিকিরকারী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কিয়ামত হবে না

[৪৮৮] হাসিন বিন জুন্দুব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, "যতোদিন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ যিকির করবে ততোদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।"

ভ্রমণের সময় বেশি বেশি যিকির করতেন

[৪৮৯] আবদুল্লাহ বিন আবু মুলাইকা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে মদিনা থেকে মক্কায় এবং মক্কা থেকে মদিনায় ভ্রমণ করেছি। (ভ্রমণের শুরুতে) তিনি দুই রাকাত নামায পড়তেন। তিনি অর্ধেক রাত জেগে কাটাতেন। আল্লাহর কসম! তখন বেশি বেশি যিকির-আযকার করতেন।"

অন্যের দোষ না ধরে নিজের দোষ ধরা

[৪৯০] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, "যখন তুমি তোমার বন্ধু ও সঙ্গীর দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করতে চাও, তখন নিজের দোষ-ত্রুটির কথা মনে করো।"

জিহ্বার কারণেই মানুষ সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনার শিকার হবে

[৪৯১] সাঈদ আল-জুরাইরি—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখেছি, তিনি জিহ্বার আগা ধরে রেখেছেন এবং বলছেন, "তোমার জন্য আফসোস, তুমি ভালো কথা বলো, তাহলে লাভবান হবে এবং খারাপ কথা থেকে চুপ থাকো, তাহলে নিরাপদ থাকবে।" তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললেন, হে ইবনে আব্বাস, কী ব্যাপার, আমি আপনাকে জিহ্বার ডগা ধরে এমন কথা বলতে শুনছি? জবাবে তিনি বললেন, "আমি শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দা তার জিহ্বার কারণেই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনার শিকার হবে।"

তাঁর জামা পুরোনো হতে হতে গুটিয়ে গিয়েছিলো

[৪৯২] আবু হামযা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি দেখেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর জামা গুটিয়ে গিয়ে তাঁর টাখনুর ওপরে উঠে গেছে এবং হাতা আঙুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে হাতের পিঠ ঢেকে দিয়েছে।"

Contents

আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—এর চোখে দুনিয়া

এতিমদের সঙ্গে নিয়ে খেতেন

[৪৯৩] আবু বকর বিন হাফস বিন ইমরান—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—এমন কোনো খাবার খেতেন না যাতে তাঁর দস্তরখানে কোনো এতিম শরিক হতো না।"

চার মাস যাবৎ তৃপ্তিসহ খাননি

[৪৯৪] মুহাম্মদ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললেন, আমি কি আপনার জন্য জাওয়ারিশ (হজমকারী আরক) বানিয়ে দেবো? তিনি বললেন, জাওয়ারিশ কী জিনিস? লোকটি বললো, এটি বস্তু, খাবার খেয়ে যদি আপনার অস্বস্তি হয়, তখন এই বস্তু সামান্য পান করবেন, আপনার সব অস্বস্তি দূর হয়ে যাবে। তখন ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "গত চার মাস যাবৎ আমি তৃপ্তিসহ খাইনি। তবে আমি যে তা পেতে চাই না তা নয়। কিন্তু আমি এমন একদল মানুষের সঙ্গে ছিলাম যাঁরা এক বার তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন, আরেক বার ক্ষুধার্ত থাকতেন।"

পানীয় এতিমকে দিয়ে দিলেন

[৪৯৫] সুফয়ানি বিন হুসাইন তাঁর পিতা হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন দুপুরের খাবার খেতেন বা রাতের খাবার খেতেন, আশপাশের এতিমদের ডেকে নিয়ে আসতেন। একদিন দুপুরের খাবার খেতে বসলেন, তখন একজন এতিমকে ডেকে আনার জন্য তার কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু লোকটি এতিমকে পেলো না। তিনি দুপুরের খাবারের পর সুস্বাদু সাবিক[৭৯] পান করতেন। তাঁরা দুপুরের খাবার শেষ করে ফেলার পর

[৭৯] মধু ও ঘির মিশ্রণে তৈরি পানীয়

ওই এতিমটি এলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাতে তখন তার পান করার জন্য পানীয় রয়েছে। তিনি ওই পানীয়ই এতিমটির দিকে এগিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তুমি এটা নাও। আমি মনে করি না যে তোমার লোকসান হয়েছে।"

আঙুরগুলো তিন বার দান করলেন

[৪৯৬] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং আঙুর খেতে চাইলেন। আমি তাঁর জন্য এক দিরহাম দিয়ে কয়েকটি আঙুরের থোকা কিনে আনলাম। সেগুলো নিয়ে তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁর হাতে দিলাম। এই সময় একজন ভিক্ষুক এলো এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "আঙুরগুলো তাকে দিয়ে দাও।" আমি তাঁকে বললাম, কিছু চাখুন, কিছু খান। তিনি বললেন, "তুমি তাকে দিয়ে দাও।" আমি ভিক্ষুককে আঙুর দিয়ে দিলাম। তারপর তার থেকে সেগুলো এক দিরহাম দিয়ে কিনলাম। আমি আঙুরগুলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তাঁর হাতে দিলাম। তখন ভিক্ষুকটি আবার ফিরে এলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "আঙুরগুলো তাকে দিয়ে দাও।" আমি তাঁকে বললাম, কিছু চাখুন, কিছু খান। তিনি বললেন, "তুমি তাকে দিয়ে দাও।" আমি ভিক্ষুককে আঙুরগুলো দিয়ে দিলাম।

তারপর তার থেকে আবার সেগুলো এক দিরহাম দিয়ে কিনলাম। আঙুরগুলো নিয়ে ঘরে এলাম এবং তাঁর হাতে দিলাম। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবারও ফিরে এলো। তখন ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—আমাকে বললেন, "আঙুরগুলো ভিক্ষুককে দিয়ে দাও।" আমি তাঁকে বললাম, কিছু চাখুন, কিছু খান। তিনি বললেন, "তুমি তাকে দিয়ে দাও।" আমি ভিক্ষুককে আঙুর দিয়ে দিলাম এবং বললাম, "ছি ছি ছি, তৃতীয় বার (বা চতুর্থ বার) চাইতে তোমার লজ্জা লাগলো না?" (বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি যে, তিনি "চতুর্থ বার" কথাটাই বলেছিলেন। বর্ণনাকারী ইয়াযিদ বিন হারুন এখানে সন্দেহে পতিত হয়েছেন) নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "তারপর আমি ভিক্ষুক থেকে এক দিরহাম দিয়ে আঙুরগুলো কিনে নিলাম। ভিক্ষুক চলে গেলো। আমি আঙুরগুলো নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি খেলেন।"

সামান্য বস্তুও তাঁর ঘরে ছিলো না

[৪৯৭] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু তার ঘরে আমি আমার

এই জামা পরিমাণ বস্তুও দেখতে পেলাম না।”

সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য

[৪৯৮] খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ-এর আযাদকৃত গোলাম আবু গালিব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—মক্কায় আমাদের কাছে এলেন। তিনি রাতের বেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। একদিন রাতে সুবহে সাদিক হওয়ার আগে তিনি বললেন, “হে আবু গালিব, তুমি নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হও না এবং কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করো না?” জবাবে আমি বললাম, “হে আবু আবদুর রহমান, সুবহে সাদিক তো হয়ে এলো প্রায়। আমি কীভাবে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করবো?” তিনি বললেন, “সূরা ইখলাস, অর্থাৎ, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ “বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়”[৮০] কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

শীতল পানি পান করে কান্না শুরু করলেন

[৪৯৯] আবদুল্লাহ বিন উকাইল বিন শুমাইর আর-রিয়াহি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—শীতল পানি পান করলেন এবং কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্না তীব্র হয়ে উঠলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি আয়াত স্মরণ করেছি : وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ “তাদের এবং তারা যা-কিছু কামনা করে তার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে।”[৮১] বুঝেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীরা শীতল পানি ছাড়া আর কিছুই কামনা করবে না। আর আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন : أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ “আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও।””[৮২]

উপার্জন হালাল হলে তার ব্যয়ও হালাল হয়

[৫০০] আমর বিন মাইমুন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমের বিন কুরাইয—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থতাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ—

[৮০] সূরা ইখলাস (১১২) : আয়াত ১।
[৮১] সূরা সাবা (৩৪) : আয়াত ৫৪।
[৮২] সূরা আরাফ (০৭) : আয়াত ৫০।

Contents

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণের কাছে লোক পাঠালেন তাঁদের ডেকে আনার জন্য। তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-ও ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আমের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁদের বললেন, "আমার কী অবস্থা তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমিও মনে করি যে, আমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি। আমার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী?" সবাই বললেন, "গরিব-দুঃখীদের দান করতেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখতেন; গ্রামে গ্রামে পথচারীদের জন্য কূপ খনন করেছেন। আরাফার ময়দানে হাউয খনন করেছেন। তাতে আল্লাহর ঘরের হাজিগণ ওজু-গোসল করেন। আপনি যে পরকালে মুক্তি পাবেন এতে আমাদের সন্দেহ নেই।" কিন্তু তাঁর চোখ ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর দিকে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—চুপ ছিলেন। যখন তিনি কথা বলতে দেরি করছিলেন তখন আবদুল্লাহ বিন আমের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে আবু আবদুর রহমান, কী ব্যাপার, আপনি কথা বলছেন না কেন?" তখন তিনি বললেন, "উপার্জন যদি হালাল হয়, তবে সব খরচই পবিত্র হয়। আপনাকে বিচার-দিবসে উপস্থিত করা হবে, তখনই (সব) জানতে পারবেন।"

কালোরা সবচেয়ে গরিব মানুষ

[৫০১] মুহাম্মদ বিন আব্বাদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন দান করতে চাইতেন তখন বললেন, "তোমরা কালো মানুষদের দান করো; কারণ, তারা সবচেয়ে গরিব মানুষ।"

তাঁর সবকিছু ছিলো অনুসরণযোগ্য

[৫০২] আসিম আল-আহওয়াল তার কাছে বর্ণনাকারীর সূত্রে বলেছেন, "যখন কোনো মানুষ আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখতো, মনে করতো তাঁর মধ্যে অনুসরণ করার মতো কিছু-না-কিছু আছে: তা হলো রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম ও আমল।"

মানুষ চলে গেলেও তাদের কর্মগুলো রয়ে যায়

[৫০৩] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি একটি বাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছে এলেন। তারপর আমাকে বললেন, তুমি বলো, হে ধ্বংসাবশেষ, তোমার বাসিন্দাদের

কী অবস্থা? তখন আমি বললাম, হে ধ্বংসাবশেষ, তোমার বাসিন্দাদের কী অবস্থা? ইবনে উমর বললেন, "তারা চলে গেছে, তাদের কর্মগুলো রয়ে গেছে।"

মাসে এক বার বা দুই বারের বেশি তৃপ্তিসহ খেতেন না

[৫০৪] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে 'কাবল'[৮৩] নামের একটি বস্তু নিয়ে আসা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা দিয়ে আমি কী করবো? লোকটি বললো, এটি আপনার রুচি ও হজমশক্তি বাড়িয়ে দেবে। তিনি বললেন, মাস চলে যায়, কিন্তু আমি এক বার বা দুই বারের বেশি তৃপ্তিসহকারে খাই না।"

পার্থিব জীবনে সবকিছুর স্বাদ আস্বাদন ভালো নয়

[৫০৫] ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, "হে ছেলে, তুমি ছারিদ[৮৪] ভালোভাবে পাকাবে, তাহলে তেলের গুরুপাকত্ব চলে যাবে। কিছু মানুষ আছে যারা পার্থিব জীবনেই ভালো জিনিসগুলোর স্বাদ আস্বাদন করে ফেলতে চায়।"

এক বৈঠকে বাইশ হাজার দিনার দান করলেন

[৫০৬] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে তাঁর এক মজলিসে বাইশ হাজার দিনার এলো। তিনি সেগুলোকে দান-সাদকা করার আগে মজলিস থেকে উঠলেন না।"

নিকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট বস্তুর পরিপূরক নয়

[৫০৭] তামিম বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে ইবনে আমেরের বিষয়টি উত্থাপন করা হলো। তখন তিনি বললেন, "নিকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট বস্তুর পরিপূরক হতে পারে না।"

হালাল উপার্জন হলে খরচও ভালো জায়গায় হয়

[৫০৮] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "উপার্জন হালাল হলে খরচও পবিত্র হয়।"

---

[৮৩] একজাতীয় উদ্ভিদের শেকড় দিয়ে তৈরি নির্যাস।
[৮৪] রুটি আর গোশতের মিশেলে তৈরি একপ্রকার খাদ্য। (সম্পাদক)

সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়

[৫০৯] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, "সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার চেয়ে খরচ করে ফেলাই উত্তম।"

তাঁর চেয়ে জ্ঞানী মানুষ ছিলেন না

[৫১০] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চেয়ে আল্লাহভীরু মানুষ আর দেখিনি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চেয়ে জ্ঞানী মানুষ দেখিনি।" বর্ণনাকারী বলেন, "তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—হাদিস অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করতেন।"

সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করা

[৫১১] শুবা বিন আল-হাজ্জাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু সুফয়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করো এবং সন্দেহমুক্ত নিশ্চিত বিষয়ের ওপর আমল করো।"

এক মজলিসেই তিরিশ হাজার দিরহাম দান করেছেন

[৫১২] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে তার কোনো সম্পদ আনন্দিত করতে পারতো না, যতোক্ষণ না তিনি তা আল্লাহর জন্য ব্যয় করে দিতেন। এমন একটা সময় ছিলো যখন তিনি এক মজলিসেই তিরিশ হাজার দিরহাম দান করেছেন। ইবনে আমের তাঁকে দুই বার তিরিশ হাজার দিরহাম করে উপঢৌকন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি আশংকা করছি যে, ইবনে আমেরের দিরহামগুলো আমাকে ফেতনায় ফেলে দেবে। (হে নাফে), তুমি যাও, তুমি স্বাধীন।" নাফে বলেন, "তিনি মুসাফির না হলে বা রমযান মাস ছাড়া কোনো মাসে গোশতের তরকারি খেতেন না। মাস চলে যেতো, কিন্তু তিনি এক টুকরো গোশতেরও স্বাদ নিতেন না।"

আয়াতটি পড়ে কেঁদে উঠলেন

[৫১৩] কাসিম বিন আবু বাযযা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যে-ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে পড়তে শুনেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন,

Contents

"তিনি সূরা মুতাফ্‌ফিফিন পাঠ করছিলেন। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়"[৮৫] আয়াত পাঠ করে "যেদিন সকল মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে"[৮৬] আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন কেঁদে উঠলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এরপর বাকি অংশ আর পড়তে পারলেন না।"

কঠিন হিসাবের ভয়ে কান্না

[৫১৪] বারা বিন সুলাইমান বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর আযাদকৃত গোলাম নাফেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখনই সূরা বাকারার শেষের এই দুটি আয়াত পাঠ করতেন কেঁদে ফেলতেন :

لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّـهُ

"আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে সবকিছু আল্লাহরই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, তার হিসাব আল্লাহ তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন।"[৮৭]

আয়াত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত। (এখানে মোট তিনটি আয়াত রয়েছে।) তারপর বলতেন, "কঠিন হিসাবের ভয়ের কারণে এই কান্না।"

তিনি অহংকারী হতে চান না

[৫১৫] কাযাআতা বিন ইয়াহইয়া আল-বাসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পরনে মোটা অমসৃণ কাপড় দেখতে পেলাম। তাঁকে বললাম, "হে আবু আবদুর রহমান, আমি আপনার জন্য মসৃণ কাপড় নিয়ে এসেছি, যা খুরাসানে তৈরি করা হয়েছে। আমি যদি এই কাপড় আপনার পরনে দেখি তবে আমার চক্ষু শীতল হবে। কারণ, আপনার পরনে এখন অমসৃণ মোটা কাপড় রয়েছে।" তিনি বললেন, "তুমি আমাকে কাপড়টা দেখাও, আমি তা দেখি।" তিনি কাপড়টা হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি রেশমের কাপড়?" আমি বললাম, "না; বরং তা তুলো দিয়ে তৈরি কাপড়।"

---

[৮৫] সূরা মুতাফফিফিন (৮৩) : আয়াত ১।
[৮৬] সূরা মুতাফফিফিন (৮৩) : আয়াত ৬।
[৮৭] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ২৮৪।

তিনি বললেন, "আমি আশংকা করি যে, যদি আমি তা পরিধান করি তবে আমি দাম্ভিক ও অহংকারীতে পরিণত হবো। আল্লাহ তাআলা বলেছেন : وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ "আর আল্লাহ তো কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।""[৮৮]

বিকেলেও ইবাদত করতেন

[৫১৬] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যোহর থেকে আসর পর্যন্ত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।"

তিনিই আগে-ভাগে খেদমত করতেন

[৫১৭] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সাহচর্যে থেকেছি। তখন আমি তাঁর খেদমত করতে চাইতাম; কিন্তু তিনিই আমার বেশি খেদমত করতেন।"

প্রার্থনা করতেন এবং পানাহ চাইতেন

[৫১৮] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন নামায পড়তেন এবং নামাযে জান্নাতের বর্ণনা-সম্বলিত আয়াত পড়তেন, তখন থামতেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতেন, দোয়া করতেন ও কাঁদতেন। যখন জাহান্নামের বর্ণনা-সম্বলিত আয়াত পড়তেন, তখন থামতেন, দোয়া করতেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইতেন।"

একশোটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন

[৫১৯] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর একটি ভূমি বিক্রি করলেন দুইশো উটের বিনিময়ে; তার মধ্যে একশো উট তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। যাদের দান করলেন তাদের এই শর্ত দিলেন যে, তারা যেনো ওয়াদিল কুরা অতিক্রম না করে তাদের উটগুলো বিক্রি না করে।"

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ

[৫২০] জাফর বিন বুরকান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে এই ঘটনায় দেখেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন,

[৮৮] সূরা হাদীদ (৫৭) : আয়াত ২৩

ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পুত্র তাঁর কাছে এলো এবং বললো, "বাবা, আমাকে একটি চাদর কিনে দিন।" তিনি বললেন, "হে প্রিয়পুত্র, তুমি তোমার চাদর উল্টিয়ে পরিধান করো। এবং তুমি ওইসব লোকের মতো হোয়ো না যারা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত রিযিক পেটেও ব্যবহার করে, পিঠেও ব্যবহার করে।"

আল্লাহর ভয়ে মাটিতে পতিত হওয়া

[৫২১] আবু হাযেম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—ইরাকের একজন লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। লোকটি মাটিতে পড়ে ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কী হয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, যখন তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তার এই অবস্থা হয়। তিনি তখন বললেন, "আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি; কিন্তু এভাবে মাটিতে পতিত হই না।"

দাসী মুক্ত করে দিলেন

[৫২২] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।"[৮৯] তাঁর একটি দাসী মুক্ত করে দিলেন। তখনো তিনি নামাযই পড়ছিলেন। তিনি এই দাসীটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।"

দিনারগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিলেন

[৫২৩] আসিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ বিন জাফর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর জন্য নাফের মাধ্যমে দশ হাজার (বা এক হাজার) দিনার পাঠালেন। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যার কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন, ইবনে জাফর আমাকে নাফের মাধ্যমে দশ হাজার (বা এক হাজার) দিনার দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি দিনারগুলো দিয়ে কোনো জিনিস ক্রয় করার অপেক্ষা করছেন? ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "তার চেয়ে যা উত্তম তা কি আমি করবো না? দিনারগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দেবো।"

[৮৯] সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ৯২

Contents

তিনি ছিলেন অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ

[৫২৪] ইউসুফ বিন মাজিশুন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "যাঁদের নিজ নিজ পোশাকে[৯০] দাফন করা হয়েছে তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের চেয়ে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি।"

এগারো বছর যাবৎ তৃপ্তিসহ খাবার খাননি

[৫২৫] উমর বিন হামযাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আমার বাবার সঙ্গে বসে ছিলাম। তারপর আমরা একটি লোকের পাশ দিয়ে গেলাম। আমার বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে বলুন, আপনাকে যেদিন জুরফে আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম, সেদিন আপনি তাঁর সঙ্গে কী কথা বলেছিলেন।" লোকটি বললেন, আমি তাকে বলেছিলাম, "হে আবু আবদুর রহমান, আপনার হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, আপনার বয়স বেড়ে গেছে, অথচ আপনার সঙ্গীসাথিরা আপনার অধিকার বুঝলো না, আপনার মর্যাদা বুঝলো না।

সুতরাং যখন আপনি আপনার পরিবারের কাছে যাবেন, যদি আপনি তাদের নির্দেশ দেন আপনার জন্য এমন-সব খাবার তৈরি করার যা আপনাকে আরও কমনীয় করে তুলবে (তাহলে বেশ ভালো হয়)।" জবাবে তিনি বললেন, "ছি ছি, আফসোস তোমার জন্য, আমি এগারো বছর যাবৎ (বা বারো বছর যাবৎ, বা তেরো বছর যাবৎ, বা চৌদ্দো বছর যাবৎ) তৃপ্তিসহ খাবার খাইনি। সুতরাং তুমি আমার সম্পর্কে এ কেমন ধারণা করলে, অথচ গাধার তৃষ্ণার মতো আমার জীবনের অল্প সময়ই বাকি আছে।"

একটি স্মরণীয় ঘটনা

[৫২৬] মালিক বিন আনাস—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—জুহফায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। তখন ইবনে আমের তাঁর বাবুর্চিকে বললেন, "তুমি তোমার খাবার ইবনে উমরের কাছে পৌঁছে দাও।" বাবুর্চি খাবারের থালা নিয়ে এলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি তা

---

[৯০] নিমার (النِّمَار) : সাধারণ অর্থ : নেকড়ের চামড়া। বিশেষ অর্থ : জামা ও সালোয়ার একসঙ্গে সেলাই করে তৈরিকৃত পোশাক।

রাখো।” বাবুর্চি আরেকটি থালা নিয়ে এলো এবং প্রথম থালাটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। ইবনে উমর তাঁকে বললেন, “কী ব্যাপার তোমার?” বাবুর্চি বললো, “আমি প্রথম থালাটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাই।” ইবনে উমর বললেন, “তুমি তা রাখো, এটা ওটার ওপর ঢেলে দাও।” বর্ণনাকারী বলেন, “বাবুর্চি যখনই কোনো থালা নিয়ে আসছিলো, ইবনে উমর একটিকে অপরটির ওপর ঢেলে দিতে বলছিলেন।” তখন একটি চাকর ইবনে আমেরের কাছে গেলো এবং বললো, “এ তো দেখছি কুফার গ্রাম্য লোক!” ইবনে আমের বললেন, “ইনি হলেন তোমার মনিব আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।”

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

[৫২৭] আবু নাদরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু সাঈদ খুদরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা এমন-সব (মন্দ) কাজ করো যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়েও তুচ্ছ বিবেচিত হয়। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এগুলোকে ধ্বংসাত্মক কাজ বিবেচনা করতাম।”

বিপুল পরিমাণ সম্পদ হলেও যাকাত আদায় করবেন

[৫২৮] বিশর বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, “আমি এই ব্যাপারে কোনো পরোয়া করি না : যদি আমার ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তবে আমি তা গণনা করবো এবং তার যাকাত আদায় করবো।”

জাহান্নামের ভয় তাঁর ঘুম কেড়ে নিয়েছে

[৫২৯] শাদ্দাদ বিন আওস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন শয্যায় যেতেন, শয্যায় এমনভাবে থাকতেন যেনো কড়াইয়ে গমের দানা ফুটছে। তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ, জাহান্নামের ভয় আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।” বর্ণনাকারী বলেন, “তারপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।”

জিহ্বাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে

[৫৩০] সাঈদ বিন জুবায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু সাঈদ খুদরী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “মানুষ যখন ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জিহ্বাকে অস্বীকার করে, তাকে বলে : তুমি আমাদের (কল্যাণের) জন্য আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। যদি তুমি সঠিক ও সরল পথে থাকো, তবে

আমরাও সরল ও সঠিক পথে থাকবো; যদি তুমি বক্র ও ভ্রষ্ট পথে যাও, তবে আমরাও বক্র ও ভ্রষ্ট পথে যাবো।"

অপরিচিত ব্যক্তিরূপে থাকা

[৫৩১] আবু হাযিম সালামা বিন দিনার—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, সাহল বিন সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "আমি তোমাদের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিরূপে বেঁচে আছি।" তিনি বলতেন, কেন? সাহল বিন সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "আমার পরিচিত সঙ্গীসাথিরা সবাই চলে গেছেন। আমিই কেবল তোমাদের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিরূপে রয়ে গেছি।"

দুপুরে দিবানিদ্রায় যেতেন না

[৫৩২] আবু হাযিম সালামা বিন দিনার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহল বিন সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমরা জুমআর দিনের প্রতীক্ষায় থাকতাম।" আমি বললাম, কেন? তিনি বলেছেন, "একজন বৃদ্ধা আমাদের জন্য 'সিলক'[৯১] নিয়ে আসতেন। সেটাকে তিনি যবের সঙ্গে মিশিয়ে একধরনের খাদ্য প্রস্তুত করতেন। আমরা তা থেকে খেতাম। এটা ছাড়া দুপুরে আর কোনো খাবার খেতাম না এবং জুমআর নামাযের পর দিবানিদ্রায় যেতাম না।"

দুটি দোয়া

[৫৩৩] আবদুল্লাহ বিন আহমদ আশ-শাইবানি—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেছেন, এটি একটি চিঠি, অহেতুক ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য (বা শত্রুদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে) আমার বাবা দোয়া-সম্বলিত চিঠিটি নিজ হাতে আমার উদ্দেশে লিখেছিলেন। আমি চিঠিটির অনুলিপি তৈরি করে রেখে দিয়েছি। তা এরূপ :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম : আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওসিলায়—যা কোনো পুণ্যবান ও পাপাচারী অতিক্রম করতে পারে না—পানাহ চাই আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় তার অনিষ্ট থেকে এবং যা আকাশে উড্ডীন

[৯১] উপমহাসাগরীয় অঞ্চলে রান্নায় ব্যবহৃত একধরনের সবজি। ইংরজেতে বলে Chard

হয় তার অনিষ্ট থেকে; জমিনে যা সৃষ্টি হয় তার অনিষ্ট থেকে এবং জমিন থেকে যা উদ্‌গত হয় তার অনিষ্ট থেকে; দিবস ও রজনীর ফেতনার অনিষ্ট থেকে; রাত্রিকালীন অভিযাত্রীর অনিষ্ট থেকে, তবে যে-অভিযাত্রী কল্যাণ নিয়ে সে নয়, হে রাহমান।”

তারপর আবার লিখেছেন :

بِسْمِ اللّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهُ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ.

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম : আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওসিলায় পানাহ চাই তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে; তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে; শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে, হে আল্লাহ, সাত আসমান ও তারা যা ছায়াচ্ছন্ন করেছে তার প্রতিপালক, সাত জমিন ও তাদের ওপরে যা রয়েছে তার প্রতিপালক, শয়তানসমূহ ও তারা যা-কিছুকে পথভ্রষ্ট করেছে তার রব।”

তিনি চিরকুট লিখেও একটি বিষয় জানিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, “ভয়ের কারণে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।” আমার ধারণা তিনি বলেছেন, “আল্লাহর শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে।” আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, উল্লিখিত কথাগুলোর কিয়দংশ আবু নদর থেকে বর্ণিত।

সিজদায় আল্লাহর নৈকট্য

[৫৩৪] আবু সালেহ যাকওয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

“সিজদারত অবস্থায় বান্দা তাঁর রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা সিজদারত অবস্থায় বেশি বেশি দোয়া পাঠ করো।”[৯২]

[৯২] সহীহ ইবনে হিব্বান : ১৯২৮, মুসনাদে আবী ইয়ালা : ৬৬৫৮, সনদ সহীহ

Contents

মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি

[৫৩৫] আবু সালেহ যাকওয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

اتَّخَذْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

“আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এসব-সব নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোনো কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের মন যার কল্পনা করেনি।”[৯৩]

মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ রয়েছে নেয়ামতরাজি

[৫৩৬] এই হাদিস বর্ণনা করার পর আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে পারো

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।”[৯৪]

যে-ব্যক্তি মানুষকে দান করবে আল্লাহ তাকে দান করবেন

[৫৩৭] আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ আস-সাকাফি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর আল-লাইসি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “কিয়ামতের দিন মানুষকে পূর্বের তুলনায় প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, প্রচণ্ড পিপাসার্ত ও নগ্ন করে উত্থিত করা হবে। সুতরাং যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মানুষকে আহার দান করেছে, আল্লাহ তাকে আহার দান করবেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মানুষকে পোশাক দান করেছে, আল্লাহ তাকে পোশাক দান করবেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মানুষকে পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ তাকে পানি পান করাবেন। যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট ছিলো, আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্বাধিক সক্ষম।”

পাপসমূহ শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবে

[৫৩৮] আবু কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উবাই বিন কা‘ব আল-আনসারি—

---

[৯৩] মুসনাদে আহমাদ : ১০০১৭, সনদ সহীহ

[৯৪] সূরা সাজদা (৪১) : আয়াত ১৭।

Contents

রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা সত্যপথ ও সুন্নাহর অনুসরণ করো। যদি কোনো বান্দা সত্যপথ ও সুন্নাহর ওপরে থাকে, রহমানকে (আল্লাহ তাআলাকে) স্মরণ করে এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিছুতেই তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। কোনো বান্দা যদি সত্যপথ ও সুন্নাহর ওপর থাকে, রহমানকে (আল্লাহ তাআলাকে) স্মরণ করে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে তার দেহ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, তাহলে তার উদাহরণ হলো ওই বৃক্ষ, যার পাতাসমূহ শুকিয়ে গেছে; যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তার পাতাগুলো ঝরে পড়ে, ওই বান্দার পাপসমূহও এভাবে ঝরে পড়ে যেভাবে বৃক্ষের শুকনো পাতাসমূহ ঝরে পড়ে। সত্যপথ ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন সত্যপথ ও সুন্নাহর বিপরীতে গিয়ে ইজতিহাদ ও মুজাহাদা থেকে উত্তম। সুতরাং তোমরা তোমাদের আমলগুলো নিরীক্ষণ করো, যদি সেগুলো ইজতিহাদ ও মধ্যপন্থা হয় তবে যেনো তা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর পন্থা ও পদ্ধতি এবং তাদের সুন্নাহ অনুযায়ী হয়।"

দুনিয়া তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে

[৫৩৯] মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-করাযি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল-খাতমি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খাবার খেতে দাওয়াত দেওয়া হলো। তিনি এসে দেখলেন বাড়ি-ঘর সুসজ্জিত করা হয়েছে। তখন তিনি ঘরের বাইরে বসলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—যখন কোনো সেনাদলকে অভিযানে পাঠাতেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে আকাবাতুল ওয়াদা পর্যন্ত আসতেন এবং তাঁদের বিদায় জানাতেন এই দোয়া করে :

أَسْتَوْدِعُ اللَّـهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

"আমি তোমাদের দীনকে, তোমাদের আমানতসমূহকে এবং তোমাদের আমলসমূহের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর তাআলার কাছে আমানত রাখছি।"[৯৫]

একদিন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে তার চাদরে এক টুকরো চামড়া দিয়ে তালি লাগিয়েছে। তখন তিনি সূর্যের উদয়স্থলের দিকে ফিরলেন এবং দুই হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন :

تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا

"দুনিয়া তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দুনিয়া তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

[৯৫]. আবু দাউদ : ২৬০১, সনদ সহীহ

তিনি কথাটা এমনভাবে বললেন যে, আমরা ধারণা করলাম সত্যিই দুনিয়া আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তারপর তিনি বললেন :

أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمَّا إِذَا غَدَتْ عَلَيْكُمْ قَصْعَةٌ وَرَاحَتْ أُخْرَى وَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى وَتُسْتَرُ بُيُوتُكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ

"আজ তোমরা কল্যাণময় আছো; আর যখন তোমাদের সামনে খাবারের একটি থালা পরিবেশন করা হবে এবং আরেকটি উঠিয়ে নেওয়া হবে; যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া জামা-কাপড় পরবে এবং সন্ধ্যায় আরেক জোড়া জামা-কাপড় পরবে; যখন তোমরা তোমাদের ঘরকে আচ্ছাদিত করবে যেভাবে কা'বাকে আচ্ছাদিত করো (তখন তোমাদের কল্যাণ কমে যাবে)।"

আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল-খাতমি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি কি কাঁদবো না, অথচ আমি জীবদ্দশাতেই দেখছি যে, তোমরা তোমাদের ঘর-বাড়িকে আচ্ছাদিত (সজ্জিত) করেছো যেভাবে কা'বাকে আচ্ছাদিত করা হয়?"[৯৬]

জাহান্নাম তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে

[৫৪০] আবু তামিমা আল-হুজাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বসরার মিম্বরে বসে বলেছেন, "যারা ধারাবাহিক রোযা[৯৭] রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এইভাবে জাহান্নাম সংকীর্ণ করে দেবেন।" উকবা বিন আবদুল্লাহ আমাদের জন্য নব্বই পর্যন্ত গুনে দেখালেন।

ঘুমের সময়ও পায়জামা পরতেন

[৫৪১] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি পায়জামা ছিলো। ঘুমের ঘোরে সতর খুলে যাওয়ার আশংকায় তিনি ওই পায়জামা পরে ঘুমাতেন।"

তাঁর দানশীলতা

[৫৪২] আবদুল্লাহ বিন জাফর উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার আয-যাহরিয়্যাহ—

[৯৬] আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী : ১৪৫৮৭

[৯৭] সাওমুদ দাহর : যেসব দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ সেসব দিন ছাড়া বাকি দিনগুলোতে ধারাবাহিক রোযা রাখাকে সাওমুদ দাহর বলে। একে সাওমুল আবাদও বলা হয়। সাওমুদ দাহরের হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে।

রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, “আবদুর রহমান বিন আওফ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উসমান বিন আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চল্লিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে একটি জমি বিক্রয় করলেন। তিনি চল্লিশ হাজার দিনার বনু যাহরার দরিদ্র লোকদের মধ্যে, গরিব-মিসকিনদের মধ্যে এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন—রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না-এর মাঝে বণ্টন করে দিলেন। মিসওয়ার বলেন, আমি আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে তাঁর অংশ নিয়ে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দিনারগুলো দিয়ে তোমাকে কে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, আবদুর রহমান বিন আওফ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন, ‘আমার মৃত্যুর পর কেবল ধৈর্যশীলরাই তোমাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করবে।’ আল্লাহ তাআলা যেনো ইবনে আওফকে জান্নাতের কোমল পানীয় পান করান।”

কান্না করো, দয়া পাবে

[৫৪৩] আবু আইয়ুব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একজন লোক মসজিদে বসে গল্প-কাহিনি বলতো। তার নাম ছিলো আসওয়াদ বিন সারি। একদিন আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাদের আওয়াজ শুনলেন এবং তাদের কাছে গেলেন। যাওয়ার সময় তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলো। ফলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে উঠলেন। তিনি বললেন, “নিশ্চয় কোনো পাপের কারণে আমার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেছে।” একজন লোকটির জন্য তাঁকে তার জুতোজোড়া দিলো। তখন তিনি লোকটির জন্য এই দোয়া করলেন : “আল্লাহ তাআলা তোমাকে বহন করুন এবং (জান্নাতে) পৌঁছে দিন, যেভাবে তুমি তোমার ভাইকে বহন করে পৌঁছে দিয়েছো।” তারপর তিনি মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা কাঁদো। জাহান্নামবাসীরা কাঁদবে; কিন্তু তাঁদের কান্নার প্রতি দয়া দেখানো হবে না। সুতরাং তোমরা এখন কান্না করো; কারণ, তোমাদের আজকের কান্নার প্রতি দয়া দেখানো হবে।”

দুনিয়াকে তাদের সামনে শোভনীয় করে তোলা হয়েছে

[৫৪৪] হাম্মাদ বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, একটি সফরে আমরা আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি কিছু লোককে কথা বলতে শুনলেন। তারা খুব লালিত্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলছিলো। তখন তিনি আমাকে বললেন, “হে আনাস, এসো, আমরা আল্লাহ তাআলার যিকির করি। এই লোকদের একেক জন

তো জিহ্বা থেকে চামড়া খসিয়ে ফেলার উপক্রম করছে।” তারপর তিনি বললেন, “হে আনাস, কোন জিনিস মানুষকে আখেরাতের ব্যাপারে পিছিয়ে রেখেছে এবং তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে?” আমি বললাম, “কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান।” তিনি বললেন, “না; বরং দুনিয়াকে তাদের সামনে পরিবেশন করা হয়েছে এবং আখেরাতকে তাদের থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা ভালোভাবে সবকিছু দেখতো তবে তারা বক্র পথে যেতো না এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকতো না।”

লজ্জাশীলতার কারণে মেরুদণ্ড সোজা করেন না

[৫৪৫] আবু মিখলায—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের ভেতর গোসল করি। কারণ, আমি আমার রবের প্রতি লজ্জার কারণে আমার কাপড় উঠিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করতে পারি না।”

মিথ্যা বলা অপছন্দ করেন

[৫৪৬] হাম্মাদ বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “হে আনাস, তুমি আমার সফরের পাথেয় গুছিয়ে দাও।” তিনি লোকদের বললেন, “আমি তিনটি কাজের জন্য বেরুচ্ছি।” সময় হয়ে এলে বললেন, “হে আনাস, শেষ হয়েছে কি?” আমি বললাম, “অমুক অমুক জিনিস গোছানো বাকি রয়েছে। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আমি সবকিছু গুছিয়ে নিতাম।” তিনি বললেন, “আমি এ ব্যাপারটা অপছন্দ করি যে, আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মিথ্যা বলি, ফলে তারা আমার সঙ্গে মিথ্যা বলুক; আমি তাদের সঙ্গে খিয়ানত করি, ফলে তারা আমার সঙ্গে খেয়ানত করুক।”

টাকা-পয়সা মানুষকে ধ্বংস করে

[৫৪৭] সাঈদ বিন আবু বুরদা—রাহিমাহুমুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “এই দিরহাম ও দিনার তোমাদের পূর্বে যাদের ছিলো তাদের ধ্বংস করেছে। এখন আমি দেখছি যে, এই দুটি তোমাদেরও ধ্বংস করে ছাড়বে।”

কাঁদতে কাঁদতে চোখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে

[৫৪৮] কাসাম বিন যুহাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—

রাদিয়াল্লাহু আনহু—বসরায় আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি বললেন, "হে লোকসকল, তোমরা কাঁদো; যদি তোমাদের কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করো। জাহান্নামবাসীরা কাঁদবে, কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের জল শুকিয়ে যাবে; তারপর তাদের চোখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে। যদি সেই রক্তধারাতে জাহাজ ভাসিয়ে দেওয়া হয় তবে তা চলতে শুরু করবে।" (তবু তাদের সেই কান্না কোনো কাজে আসবে না।)

মানুষের হৃদয় পরিবর্তনশীল

[৫৪৯] গুনাইম বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষের এই অন্তর মরুভূমিতে পড়ে-থাকা পাখির একটি পালকের মতো। বাতাস তাকে উল্টেপাল্টে নিয়ে যায়।" (মানুষের হৃদয়েরও এইভাবে পরিবর্তন ঘটে।)

বদহজমের কারণে মারা গেলে জানাযার নামায পড়াবেন না

[৫৫০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সামুরা ইবনে জুন্দুব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, "আপনার ছেলে তো রাতে ঘুমাতে পারেনি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, বদহজমের কারণে?" বলা হলো, "হ্যাঁ, বদহজমের কারণে।" তিনি বললেন, "সে যদি এখন মারা যায় তবে আমি তার জানাযার নামায পড়াবো না।"

শক্তিশালী মুমিন ও দুর্বল মুমিনের পার্থক্য

[৫৫১] ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখির—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, একজন ব্যক্তি তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি রাতের বেলা কেমন নামায পড়তেন?" এই কথা শুনে তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খুব ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! রাতের বেলা গোপনে এক রাকাত নামায আদায় করা আমার কাছে গোটা রাত ধরে নামায আদায় করা ও পরে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ানো থেকে অধিক প্রিয়।" তখন প্রশ্নকারী ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। বললো, "হে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গীগণ, আল্লাহ তাআলাই আপনাদের ব্যাপারে ভালো জানেন, যদি আমরা আপনাদের প্রশ্ন করি তাহলে আপনারা ক্ষুব্ধ হন, আর যদি প্রশ্ন না করি তাহলে আমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করেন।" এই কথা শুনে তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, "ভেবে দেখো, যদি তুমি শক্তিশালী মুমিন হও আর আমি

দুর্বল মুমিন হই, তবে কি তুমি আমাকে তোমার শক্তি দ্বারা চাবুকপেটা করবে এবং আমাকে কেটে ফেলবে? "ভেবে দেখো, যদি আমি শক্তিশালী মুমিন হই এবং তুমি দুর্বল মুমিন হও, তবে কি আমি তোমাকে আমার শক্তি দ্বারা চাবুকপেটা করবো এবং তোমাকে কেটে ফেলবো? বরং তুমি নিজেকে দীনের জন্য উপযুক্ত করে তোলো এবং দীনকে তোমার জন্য সহনীয় করে তোলো : নিজের জন্য এমন ইবাদতপদ্ধতি তৈরি করে নাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।"

নামাযের সর্বাবস্থায় কুরআন খতম করেছেন

[৫৫২] আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের মধ্যে তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে ইবাদত-সম্পর্কিত যতো হাদিস আমি পেয়েছি অন্য কারও ততো হাদিস পাইনি। তিনি নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন খতম করেছেন, রুকু অবস্থায় কুরআন খতম করেছেন এবং সিজদা অবস্থায়ও কুরআন খমত করেছেন। তিনি পদব্রজে হজ পালন করেছেন।"

নামাযের জন্য বিশেষ পোশাক ক্রয় করেছিলেন

[৫৫৩]আবদুল্লাহ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক হাজার দিরহাম দিয়ে এক জোড়া পোশাক ক্রয় করেছিরেন। এই পোশাকে তিনি নামায আদায় করতেন।"

ইবাদতে তাঁরা তাঁর সমান ছিলেন না

[৫৫৪] জাফর ইবেন আমর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমরা এক শ্রেণি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের সন্তান ছিলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, আমাদের পিতাগণ রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য ও হিজরতের মাধ্যমে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং সবাই এসো, ইবাদতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করি। আশা করা যায়, আমরা তাঁদের মতো ফজিলত হাসিল করতে পারবো।" তিনি বলেন, "এই দলে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফাহ, মুহাম্মদ বিন আবু বকর, মুহাম্মদ বিন তালহা, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আল-আসওয়াদ বিন আব্দ ইয়াগুস। আমার দিন-রাত ইবাদতে সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করতে শুরু করলাম। তখন আমরা তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বৃদ্ধ পেয়েছিলাম। কিন্তু নামাযে আমরা তাঁর সমান দাঁড়িয়েও থাকতে পারতাম না, বসেও থাকতে পারতাম না।"

দুনিয়াবিমুখতা সবচেয়ে কার্যকরী আমল

[৫৫৫] আবদুর রহমান বিন হাতিব বলেন, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আমরা আমাদের আমলগুলো নিরীক্ষণ করে দেখলাম। আখেরাত অর্জনে দুনিয়া-বিমুখতা থেকে কার্যকরী আমল আর কোনোটি পাইনি।"

দুনিয়াতে কেউ ফিরে আসবে না

[৫৫৬] কায়স বিন হাযিম বলেন, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কাঁদলেন। তখন তাঁর স্ত্রীও কেঁদে ফেললেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদলে? স্ত্রী বললেন, আমি আপনাকে কাঁদতে দেখলাম। আপনার কান্নায় আমিও কেঁদে ফেললাম। তখন তিনি বললেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করবো; দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসবো বলে জানানো হয়নি।"

আ'রাফের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৫৫৭]কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায় আমি যদি আ'রাফের[৯৮] অধিবাসীদের সঙ্গে থাকতে পারতাম!"

পাথর কাপড়ের একাংশ নিয়ে চলে গেলো

[৫৫৮] আমর বিন দিনার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—আনহুকে পাথরের মাঝে চোখ বন্ধ করে নামায পড়তে দেখলাম। এই সময় তার সামনের দিক থেকে একটি পাথর এলো এবং তাঁর কাপড়ের একাংশ নিয়ে চলে গেলো; কিন্তু কাপড়ে কোনো প্যাঁচ লাগেনি।"

তাঁকে দেয়ালের ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু মনে হতো না

[৫৫৯] ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—সিজদায় যেতেন এবং এতো দীর্ঘ সময় থাকতেন যে, তাঁর পিঠে চড়ুই পাখিরা এসে বসতো এবং তাঁকে দেয়ালের একটি ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু মনে করতো না।"

ভয়াবহ সতর্কবাণী

[৫৬০] আমের বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন,

[৯৮] আ'রাফ : জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান।

"আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—যখন বজ্রনিনাদ শুনতেন, তাঁর আলোচনা থামিয়ে দিতেন। তারপর বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

"কত মহান সেই সত্তা, বজ্রনিনাদ যার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতারাও তা করে তাঁর ভয়ে।"

তারপর তিনি বলতেন, "এটা দুনিয়াবাসীর জন্য ভয়াবহ সতর্কবাণী।"

সবার জন্য আল্লাহর আনুগত্য আবশ্যক

[৫৬১] তালহা বিন নাফে—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। বললেন, "আমরা তোমাদের বিষয়ে যেসব ফেতনার শিকার হওয়ার ছিলো সেসব ফেতনার শিকার হয়েছি।[৯৯] সুতরাং যদি আমরা তোমাদের এমন-সব বিষয়ে নির্দেশ দিই যাতে আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য রয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর আমাদের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যক হবে। আর যদি তোমাদের এমন-সব বিষয়ে নির্দেশ দিই যাতে আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য নেই, তবে এই ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর আমাদের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই এবং এতে কোনো ধরনের কল্যাণও নেই।"

দ্বিতীয় বার খেলেন না

[৫৬২] হিশাম বিন উরওয়া আল-আসাদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হাকিম বিন হিযাম—রাহিমাহুল্লাহ—বললেন, "তোমরা আমাকে পানি পান করাও।" সঙ্গীরা বললেন, এইমাত্র তো পান করেছেন। তিনি বললেন, "থাক, তাহলে আর পান করবো না।" তারপর বললেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তোমরা আমাকে খেজুর খাওয়াও।" সঙ্গীরা বললেন, খেজুর তো খেয়েছেন। তিনি বললেন, "থাক, তাহলে আর খাবো না।"

চল্লিশ বছর রোযা রেখেছেন

[৫৬৩] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "আবু তালহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ বছর রোযা রেখেছেন।"

[৯৯] খলিফা আবদুল্লাহ বিন মারওয়ানের শাসনকালের ফেতনা প্রসঙ্গে।

Contents

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রোযা রেখেছেন

[৫৬৪] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "আবু তালহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে অনেক বেশি রোযা রাখতেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অসুস্থতা বা সফর ছাড়া ধারাবাহিকভাবে রোযা রেখেছেন।"

কর্তৃত্ব ফলান না

[৫৬৫] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু তালহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি দুই জন লোকের ইমামতিও করি না এবং দুই জন লোকের ওপর কর্তৃত্বও ফলাই না।"

তিনি সব সময় নামাযের জন্য প্রস্তুত থাকতেন

[৫৬৬] সুফয়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—একজন জুফি ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আদি বিন হাতিম আত-তায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কখনো এমন হয়নি যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে অথচ আমি নামাযের প্রতি আগ্রহান্বিত ছিলাম না এবং কখনো এমন হয়নি যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে অথচ আমি নামাযের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।"

গুনাহর কাজ চিরতরে ছেড়ে দেওয়াই তওবা

[৫৬৭] আবদুর রহমান বিন জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুমুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আওফ বিন মালিক আল-আশযায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-কোনো গুনাহ থেকে কীভাবে তওবা করতে হয় তা আমার জানা আছে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আবু আবদুর রহমান, কীভাবে তওবা করতে হয়?" তিনি বললেন, "তুমি গুনাহের কাজটি ছেড়ে দেবে এবং কখনো তা করবে না।"

কুরআন নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম

[৫৬৮] ফারওয়া বিন নাওফার আল-আশযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি খাব্বাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে মসজিদ থেকে বের হলাম, তিনি আমার হাত ধরে রেখেছিলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে হানতা, যা-কিছু দ্বারা তোমার সম্ভব তুমি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য

অর্জন করো; আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর কালাম (কিতাব) সবচেয়ে প্রিয় যার দ্বারা তুমি তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারো।"

নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়া

[৫৬৯] আবুস সিওয়ার—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তাঁরা বসরার কারিগণের মধ্যে জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "আমি তো সুন্দর পথ ও সুন্দর পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তোমাদের এসব অহেতুক ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।" তারপর বললেন, "যে-ব্যক্তি অন্যকে ইলম শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজে ওই ইলম অনুযায়ী আমল করে না, সে হলো ওই বাতির মতো, যে-বাতি অন্যদের আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে।"

দীনকে বিসর্জন দিয়ো না

[৫৭০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর সঙ্গীদের বলেছেন, "তোমরা যদি দরিদ্রতা ও কষ্টের মধ্যে থাকো তবে কুরআন তেলাওয়াত করো। যদি তোমার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় তবে তোমার মাল খরচ (দান) করো, তোমার দীনকে নয়; যদি তুমি শত্রুর ভয়ে ভীত হও তবে তোমার রক্ত বিসর্জন দাও, তোমার দীনকে নয়। সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে পরাজিত যার দীন পরাজিত; সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে লুণ্ঠিত, যার দীন লুণ্ঠিত। ব্যাপার তো এই যে, জান্নাত পেয়ে যাওয়ার পর আর কোনো দরিদ্রতা থাকবে না; এবং জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর আর কোনো প্রাচুর্য নেই। জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না এবং জাহান্নামে বন্দি ব্যক্তি কখনো তা থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না।"

কুরআন হলো আলো ও পথপ্রদর্শক

[৫৭১] ইউনুস বিন জুবাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেছন পেছন গেলাম। যখন আমরা মুকাতিব দুর্গের কাছে পৌঁছলাম, তখন তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "আমি তোমাদের আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার ও কুরআনকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিই। কুরআন হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের আলো এবং দিনের বেলার পথপ্রদর্শক। সুতরাং তোমরা যদি দরিদ্রতা ও কষ্টের মধ্যে থাকো তাহলে কুরআন তেলাওয়াত করো। যদি তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত

Contents

হয় তাহলে মাল সদকা করো, জানকে নয়। আর যদি বিপদ অতিক্রম করে আরও বড়ো কিছু (শত্রুর আক্রমণ) তাহলে জান ও মাল উভয়টি কুরবান করো, কিন্তু তোমার দীনকে কুরআন কোরো না। সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে পরাজিত যার দীন পরাজিত; সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে লুণ্ঠিত, যার দীন লুণ্ঠিত। ব্যাপার তো এই যে, জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর আর কোনো প্রাচুর্য নেই এবং জান্নাত পেয়ে যাওয়ার পর আর কোনো দরিদ্রতা নেই। জাহান্নামে বন্দি ব্যক্তি কখনো তা থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না এবং জাহান্নামে পতিত ব্যক্তি কখনো প্রাচুর্য পাবে না।"

আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করেন

[৫৭২] আবু ইমরান আল-জুনি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তাআলা ওই যুগের নবীর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, তুমি ওই লোকটিকে জানিয়ে দাও, সে যে-ব্যক্তির জন্য কসম খেয়েছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তার কসম খাওয়ার কারণে তার সমস্ত আমল বরবাদ করে দিয়েছি।"

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

[৫৭৩] সাঈদ বিন ইয়াস আল-জারিরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর একজন শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ সিজিস্তানে যুদ্ধরত ছিলেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে তাঁদের প্রচণ্ড লড়াই চলছিলো এবং সিজিস্তান দুর্গ দখল করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। তাঁদের সঙ্গে একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ দলে দলে ভাগ হয়ে অবস্থান করছিলেন। একটি দল যাচ্ছিলো, যুদ্ধ করছিলো, তারপর ফিরে আসছিলো; আরেকটি দল যাচ্ছিলো, যুদ্ধ করছিলো, তারপর ফিরে আসছিলো।

তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করলেন : তোমরা কি এই লোকটা মধ্যে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—যে-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছো? তখন তাঁদের একজন অপর জনকে বললেন, হ্যাঁ, ইনিই সেই লোক, ইনিই সেই লোক। শেষে তাঁরা সবাই একমত হলেন যে ইনিই সেই লোক। তাঁরা তাঁকে ডেকে বললেন, "আমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে এবং এই দুর্গটি দখল করা অতীব জরুরি হয়ে উঠেছে। আমরা

Contents

আপনার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং আপনি আপনার মহান রবের নামে কসম করুন যাতে তিনি আমাদের জন্য বিজয় নিশ্চিত করেন।”

লোকটি তাঁদের কথা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, “দেখুন, আমি একজন মিসকিন দুর্বল মানুষ। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোনো সাহচর্য আমি পাইনি। আমি আপনাদের সাহচর্য পেয়েছি; আমি আপনাদের বরকত কামনা করি এবং আপনাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।” সাহাবিগণ তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফলে লোকটি ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, “আমরা আপনার কাছে আমাদের সাহচর্যের অধিকার নিয়ে দাবি জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার মহান রবের নামে কসম করুন যাতে তিনি আমাদের বিজয় নিশ্চিত করে দেন।” তখন লোকটি বললেন, “হে আমার রব, আমি আপনার নামে কসম করছি, আপনি আমাদের বিজয় দান করুন এবং আমাকে প্রথম শহীদরূপে কবুল করুন।” বর্ণনাকারী বলেন, “আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণকে বিজয় দান করলেন এবং লোকটি প্রথমে শাহাদাতবরণ করলেন।”

তাকওয়া ও আল্লাহভীতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ

[৫৭৪] আবুস সাফির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, “মানুষ তাদের দীনের শ্রেষ্ঠ বিষয়টিকে বরবাদ করে ফেলেছে। তা হলো তাকওয়া ও আল্লাহভীতি।”

জুতার ফিতাও আল্লাহর কাছে চাও

[৫৭৫] হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, এমনকি জুতার ফিতা হলেও। আল্লাহ যদি কারও জন্য কিছু সহজ করে না দেন তবে, আল্লাহর কসম! কেউ তার জন্য কিছু সহজ করে দিতে পারে না।”

প্রাচুর্যের পর প্রাচুর্য

[৫৭৬] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইলাম এবং কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, কিছু সময় দুনিয়ার

জন্য এবং কিছু সময় আখেরাতের জন্য। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন তার কোনটি আমাদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে।” আমি বললাম, “আপনারা দুনিয়াও পেয়েছেন, আখেরাতও পেয়েছেন।” তখন তিনি বললেন, “তোমাদের কেউ যদি নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে একটি দিরহাম উপার্জন করে এবং তা কোনো যথাযথ কাজে ব্যয় করে, তবে তা আমাদের কারোর এক হাজার দিরহাম ব্যয় করার চেয়েও উত্তম; প্রাচুর্যের পর প্রাচুর্য।”

নিজ হাতের উপার্জন থেকে ব্যয় করা

[৫৭৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলতেন, “আমরা তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি।” অর্থাৎ, উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, “হে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, আপনারা দান করেন, সদকা করেন, হজ করেন এবং এসব কারণে আপনারা আমাদের ঈর্ষান্বিত করে তোলেন।” তখন তিনি বললেন, “তোমাদের কেউ যদি নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে একটি দিরহাম উপার্জন করে এবং তা কোনো যথাযথ কাজে ব্যয় করে, তবে তা আমাদের কারোর এক হাজার দিরহাম ব্যয় করার চেয়েও উত্তম; প্রাচুর্যের পর প্রাচুর্য।”

কবরের উপমা

[৫৭৮] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি জানাযায় শরিক ছিলেন। তখন তিনি একটি পতনোন্মুখ কবরের কাছে এলেন। ওখানে তাঁর পরিবারের একজন লোক ছিলো। তিনি তার উদ্দেশে বললেন, “এই, এদিকে এসো।” লোকটি এলে তিনি কবরের দিকে ইশারা করে বললেন, “তোমার বাড়িটি উঁকি দিয়ে দেখো।” লোকটি বললো, আমি তো দেখছি এটি সংকীর্ণ, শুষ্ক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘর; তাতে কোনো খাদ্য নেই, কোনো পানীয় নেই, কোনো জীবনসঙ্গিনী নেই।” তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম! এটিই তোমার ঘর।” লোকটি বললো, “আল্লাহর কসম! আপনি সত্য বলেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যদি ফিরেও যাই, তারপরও আমাকে ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসা হবে।”

কুরআন তেলাওয়াত না করে ঘরে রেখে দিলে লাভ নেই

[৫৭৯] সুলাইমান বিন শুরাহবিল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উমাম আল-বাহিলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো।

ঝুলিয়ে রাখা মাসহাফ (মুদ্রিত কুরআন) যেনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। (কুরআন না পড়ে শুধু ঘরে ঝুলিয়ে রাখলে কোনো লাভ নেই।) আল্লাহ তাআলা এমন হৃদয়কে শাস্তি দেবেন না যা কুরআনের আধার।"

ভেড়া হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৫৮০] শাহর বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি আমার পরিবারের ভেড়া হতাম, তারা আমাবে ধরে জবাই করে ফেলতো, নিজেরা খেতো এবং অতিথিদের খাওয়াতো!"

কিয়ামত আসার পূর্বেই নিজেদের জন্য বিলাপ করা

[৫৮১] ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া বা এই রকম কিছু শুনতে পেলেন। তিনি কান পেতে তা শুনলেন, তারপর তার কাছে গেলেন। তাকে বললেন, "যারা কিয়ামত আসার পূর্বেই নিজেদের জন্য রোদন-বিলাপ করছে তারা কতই-না উত্তম কাজ করছে।"

শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণ

[৫৮২] আবদুল্লাহ ইবনে জাফর উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার আল-যাহরিয়্যাহ—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর বাড়িটি তাঁর ছেলে আবদুল মালিককে দান করে দেওয়ার সময় মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাক্ষী থাকতে আহ্বান জানালেন। মিসওয়ার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "তাতে কি আবসিয়্যার মালিকানা থাকবে?" মারওয়ান বললেন, না। তখন তিনি বললেন, "তাহলে আমি সাক্ষী থাকতে পারবো না।" মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

তিনি বললেন, "কারণ, বাড়িটি তো কেবল আপনার এক হাত থেকে অন্য হাতে যাবে।" মারওয়ান বললেন, "তাতে আপনার সমস্যা কী? আপনি কি বিচারক? আপনি তো কেবল সাক্ষী।" মিসওয়ার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "যখনই আপনারা কোনো অপরাধ করবেন, অন্যায় করবেন তাতে কি আমাকে সাক্ষী থাকতে হবে?" আবদুল্লাহ বলেন, "আবসিয়্যাহ ছিলেন মারওয়ানের স্ত্রী।"

লোকটিকে পুনরায় নামায পড়ালেন

[৫৮৩] আলী বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "মিসওয়ার—রাদিয়াল্লাহু

আনহু—একটি লোককে নামায পড়তে দেখলেন। লোকটি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকুও করছিলো না, সিজদাও দিচ্ছিলো না। ফলে তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি নামায পুনরায় পড়ো। কিন্তু লোকটি পুনরায় নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানালো। তিনি লোকটিকে নামায পুনরায় পড়ার আগ পর্যন্ত ছাড়লেন না।”

কোনো মুনাফা অর্জন করবেন না

[৫৮৪] আবদুল্লাহ ইবনে জাফর উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার আল-যাহরিয়্যাহ—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বেশি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করলেন। তারপর তিনি একদিন শরতের আকাশে মেঘ দেখতে পেলেন। মেঘের ব্যাপারটাকে তিনি অপছন্দ করলেন। পরক্ষণেই বললেন, “আরে, আমার কী হলো, আমি এমন বিষয়কে (মেঘকে) অপছন্দ করছি যা মুসলমানদের জন্য উপকারী! যাদের থেকে আমি খাদ্য সংরক্ষণ করেছি তারা যদি আসে তবে আমি খাদ্যদ্রব্য ফিরিয়ে দেবো।” এসব সংবাদ আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি বললেন, “কেউ কি মিসওয়ারকে ধরে উমরের কাছে নিয়ে আসতে পারবে?” তিনি এসে বললেন, “হে আমিরুল মুমিনীন, আমি অনেক খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করেছিলাম। তারপর আকাশে মেঘ জমা হতে দেখলাম এবং ব্যাপারটি অপছন্দ করলাম। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই খাদ্যদ্রব্যে কোনো ধরনের মুনাফা আয় করবো না।” তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।”

যিকিরকারীদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়

[৫৮৫] রুফাই বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সাহল বিন হানযালা আল-আবশামি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন একদল মানুষ সমবেত হয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন : তোমরা উঠে দাঁড়াও, তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তোমাদের পাপসমূহকে পুণ্যে বদল করে দেওয়া হয়েছে।”

তিনি প্রশংসা চাইতেন না

[৫৮৬] বকর বিন আবদুল্লাহ বিন আল-মুযানি—রাহিমাহুল্লাহ—আদি বিন আরতাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবি, এই উম্মাহর প্রথম সারির একজন ব্যক্তি,

Contents

অন্যদের তুলনায় তাঁর মর্যাদাও ছিলো বেশি, যখন তাঁর প্রশংসা করা হতো বা গুণগান গাওয়া হতো তখন বলতেন, "হে আল্লাহ, তারা যা বলছে তার জন্য তুমি আমাকে পাকড়াও কোরো না। তারা যা জানে না সেই ব্যাপারে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

তাঁদের জীবনযাপন

[৫৮৭] ইয়াযিদ বিন আবু হাবিব—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যপন্থায়।"[১০০]

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা তিনি বলেছেন, তাঁরা হলেন মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ। তাঁরা খাবার খেতেন; কিন্তু ভোজনোৎসব করতেন না। তাঁরা কাপড় পরিধান করতেন; কিন্তু কাপড় পরে নিজেদের সৌন্দর্য বর্ধন করতেন না। তাঁদের সকল হৃদয় ছিলো একই হৃদয়।"

একজন দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির উদাহরণ

[৫৮৮] মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন হাবিব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি ফাৎহ আল-মুসিলি[১০১]—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন ইটের চুলায় আগুন ধরাচ্ছিলেন। ফাৎহুল আল-মুসিলি ছিলেন একজন আরব ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সম্মানিত, দুনিয়াবিমুখ।"

তিন প্রকার মানুষের বর্ণনা

[৫৮৯] আদম বিন আলী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুআযযিন বিলাল বিন রাবাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাইকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানুষ হলো তিন প্রকার : ১. নিরাপদ, ২. লাভমান, ৩. ক্ষতিগ্রস্ত। নিরাপদ : যে-ব্যক্তি চুপ থাকে। লাভমান: সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে; সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বেশি প্রতিদান লাভ করবে। ক্ষতিগ্রস্ত: যে-লোক অশ্লীল ও গর্হিত কথাবার্তা বলে এবং জুলুমের ক্ষেত্রে জালিমকে সাহায্য করে।"

---

[১০০] সূরা ফুরকান (২৫) : আয়াত ৬৭।
[১০১] পুরো নাম : ফাৎহ বিন মুহাম্মদ বিন ওয়াশশাহ আল-আযদি আল-মুসিলি। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও ওলি। তিনি আতা বিন আবু রাবাহ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আল-মাআফি বিন ইমরান, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আত-তাফাবি।

লোক-দেখানো হলে বিফল হবে

[৫৯০] সালিম বিন আবু হাফসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম বছরের পর বছর ইহরাম বেঁধে থাকতেন। তিনি তাঁর তালবিয়া পাঠে বলতেন, লাব্বাইক (হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত)। তারপর বলতেন, যদি তা লোক-দেখানো হয় তবে তা বিফল লাব্বাইক।"

আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করলেন

[৫৯১] আবদুল্লাহ বিন শুবরুমা আদ-দাব্বি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম—রাহিমাহুল্লাহ-এর মাথায় প্রচুর উকুন হলো। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন। ফলে সব উকুন গোলাকার (বলের মতো) হয়ে দুই ছোখের মাঝখান দিয়ে নিচে পড়লো।"

যাঁরা পুণ্যবান তাঁরা মুত্তাকি ও সম্মানিত

[৫৯২] জারির বিন মুগিরা বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম—রাহিমাহুল্লাহ—রমযানে মাত্র দুই বার ইফতার করতেন। যখন আমরা আবদুর রহমান ইবনে আবু নুমকে জিজ্ঞেস করতাম, কেমন আছেন আপনি, হে আবুল হাকাম? তিনি বলতেন, "যদি আমরা পুণ্যবান হই তবে সবচেয়ে সম্মানিত ও মুত্তাকি। আর আমরা যদি পাপাচারী হই তবে সবচেয়ে ইতর ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত।"

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কখনো হাসেননি

[৫৯৩] মুআল্লা বিন যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমার ওপর আল্লাহ তাআলার এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি যেনো আমাকে হাসতে না দেখেন যতোক্ষণ আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনটি আমার বাড়ি তা জানতে না পারি।" হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার (মৃত্যুর) আগে তাঁকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি।"

গোটা দুনিয়াও তাঁকে আনন্দিত করবে না

[৫৯৪] খুওয়াইলিদ আল-আসারি বলেন, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আল্লাহ তাআলার বাণী وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ "আমার কাছে

রয়েছে আরও বেশি”[১০২] প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমাকে যদি অতিরিক্ত অংশ হিসেবে গোটা দুনিয়াও দেওয়া হয় তবে তা আমাকে আনন্দিত করবে না।”

হাসিতে তাঁর লাভ নেই

[৫৯৫] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি তো হাসেন না। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে গাযওয়ান, আপনি কেন হাসেন না? তিনি বললেন, “হা হা, হাসি দিয়ে আমার কী লাভ?”

নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মা জানতেন না

[৫৯৬] আবু কাসির আল-আনবারি থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন মুসলামানদের সেনাবাহিনী যুদ্ধাভিযান শেষে ফিরে আসতো তখন উম্মে গাযওয়ান তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, গাযওয়ান সম্পর্কে আপনাদের কাছে কোনো সংবাদ আছে কি? তাঁরা তখন বলতেন, “তিনি তো এই বাহিনীর নেতা।”

সুন্দর প্রতিশ্রুতি ও ভয়ংকর সতর্কবাণী

[৫৯৭] ইবনে আমের বলেন, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একজন মা ছিলেন। তিনি কুরআন নিয়ে তাঁর ব্যস্ততা দেখতেন। ফলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, “এই মিয়া, তোমাকে যা ব্যস্ত রেখেছে তাতে তুমি কী দেখো?” তিনি বলতেন, “আমি তাতে দেখি সুন্দর প্রতিশ্রুতি এবং ভয়ংকর সতর্কবাণী।” আমরা তখন তাঁকে বলতাম, “আপনি কি তাতে সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পান যা আমরা অমুক অমুক বছর হারিয়ে ফেলেছিলাম?” তিনি বলতেন, “আমি তাতে দেখতে পাই সুন্দর প্রতিশ্রুতি এবং ভয়ংকর সতর্কবাণী।”

দোয়া কবুল হওয়ার একটি স্মরণীয় ঘটনা

[৫৯৮] সুলাইমান বিন মুগিরা হুমাইদ বিন হিলাল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, সবাই তাঁকে আসওয়াদ বিন কুলসুম বলে ডাকতো। যিনি যখন হাঁটতেন তাঁর দৃষ্টি তাঁর পায়ের অগ্রভাগের সামনে যেতো না। তিনি একদিন হাঁটছিলেন, সেদিন (যে-রাস্তায় হাঁটছিলেন সেখানে) প্রাচীরের ওপর নারীদের একটি প্রাসাদ ছিলো। সম্ভবত নারীদের একজন তাঁর কাপড় বা ওড়না

[১০২] সূরা কাফ (৫০) : আয়াত ৩৫

ফেলে রেখেছিলেন (এবং কিছু উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল)। ফলে তাঁরা আসওয়াদ বিন কুলসুমকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ইনি তো আসওয়াদ বিন কুলসুম।" এই আসওয়াদ বিন কুলসুম একবার জিহাদে বেরুলেন।

তখন এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমার এই অন্তর দাবি করছে যে সে স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়াকে পছন্দ করে। সুতরাং আমার অন্তর যদি সত্যবাদী হয় তবে তাকে তা দান করুন, আর যদি সে তার জন্য অনিচ্ছুক হয় তবে এর জন্য তাকে শাস্তি দিন।" একবার বললেন, "সে যদি অনিচ্ছুকও হয়, তবুও তাকে তা (শাহাদাত) দান করুন। এবং আমার দেহকে চতুষ্পদ জন্তু, পাখিদের খাদ্যে পরিণত করুন।" তারপর তিনি একটি পাহাড়ের দিকে গেলেন। মুসলিম সেনাবাহিনীও তখন ওখানে একটি প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিলো; কিন্তু শত্রুদল তাদের দেখে ফেললো। ফলে তারা এগিয়ে গেলেন এবং প্রাচীরের গায়ে একটি খোঁড়ল খুঁজে পেলো।

এখানে আসওয়াদ বিন কুলসুম তাঁর ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তরবারি দ্বারা ওই খোড়ঁলে আঘাত করলেন। খোঁড়লটা দেবে গেলো এবং বেরিয়ে এলো। তারপর খোঁড়ল থেকে পানি বের হলো। আসওয়াদ বিন কুলসুম এই পানি দিয়ে ওজু করলেন এবং নামায পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, অনারবগণ বলেন, আরবরা যখন সমর্পিত হয় তখন এভাবেই সমর্পিত হয়। তারপর আসওয়াদ বিন কুলসুম অগ্রসর হলেন এবং শত্রুদের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। লড়াই করতে করতে শাহাদাতবরণ করলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসলিম সেনাবহিনী ওই প্রাচীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন আসওয়াদ বিন কুলসুমের ভাইকে বলা হলো, "আপনি যদি যেতেন, গিয়ে দেখতেন আপনার ভাইয়ের হাড়গোড় ও গোশতা বাকি আছে কি-না।" তিনি বললেন, "না, আমার ভাই একটি দোয়া করেছেন এবং সেই দোয়া কবুল হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি আর কিছুর মুখোমুখি হতে চাই না।"

কবরের বিপদ সবচেয়ে ভয়াবহ

[৫৯৯] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার এক ভাই ইন্তেকাল করলেন। আমরা তাঁর জানাযার সঙ্গে বের হলাম। যখন কবরের ওপর কাপড় বিছানো হলো তখন সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—এলেন এবং কাপড়টা

উঠালেন। তারপর বললেন, হে অমুক, (কবিতা)

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ . وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيَا

"তুমি যদি কবর থেকে মুক্তি পাও তবে ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্তি পেলে। আর যদি কবর থেকে মুক্তি না পাও তবে তুমি মুক্তি পাবে বলে আমি ভাবতে পারছি না।"

পুত্র শহীদ হলেন, নিজেও শহীদ হলেন

[৬০০] সাবিত আল-বুনানি বলেন, সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—একটি যুদ্ধে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক পুত্রও ছিলো। তিনি বললেন, "হে প্রিয়পুত্র, তুমি এগিয়ে যাও এবং লড়াই করে শহীদ হও। যাতে আমি তোমাকে আল্লাহর সামনে পেশ করতে পারি।" তাঁর পুত্র অস্ত্র ধারণ করলেন এবং লড়াই করে শহীদ হলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তারপর সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—নিজেই এগিয়ে গেলেন এবং লড়াই করে শহীদ হলেন। যুদ্ধশেষে অন্য নারীরা সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-এর স্ত্রী মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ-এর কাছে সমবেত হলেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশে বললেন, "আপনারা যদি আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসে থাকে তবে আপনাদের স্বাগত জানাই। আর যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসে থাকেন তাহলে চলে যেতে পারেন।"

রাতে তিনি ঘুমাতেন না

[৬০১] মুহাম্মদ বিন ফুযাইল তাঁর পিতা—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ—রাহিমাহাল্লাহ—দিবস শুরু হওয়া মাত্রই বলতেন এটা আমার সেই দিন, যে-দিনে আমি মৃত্যুবরণ করবো। সুতরাং তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাতেন না। তারপর রাত শুরু হওয়া মাত্রই তিনি বলতেন, এটা আমার সেই রাত, যে-রাতে আমি মৃত্যুবরণ করবো। সুতরাং তিনি সকাল পর্যন্ত ঘুমাতেন না। শীতকাল এলে তিনি স্বাভাবিক পাতলা কাপড় পরতেন; ফলে শীতের কারণে তিনি ঘুমাতে পারতেন না।"

হালাল রোজগার অল্প হয়

[৬০২] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুস সাহবা সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আমি হালাল উৎস থেকে দুনিয়া অর্জনের (রুজি-রোজগার) করার চেষ্টা করেছি। ফলে দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত

আর কিছু লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আমি জীবিকার ব্যবস্থার জন্য তাতেই নির্ভর করি না এবং তা আমাকে ছাড়িয়েও যায়নি। আমি যখন তা দেখি, নিজেকে বলি, হে আত্মা, তোমার জন্য যতোটুকু রিযিক প্রয়োজন ততোটুকু দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি তার এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করো। সুতরাং সে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছে এবং ক্লেশ বোধ করেনি।”

যুবকদের উদ্দেশে উপদেশ

[৬০৩] সাবিত আল-বুনানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—একটি নির্জন ভূমিতে চলে যেতেন এবং ওখানে ইবাদত-বন্দেগি করতেন। কতিপয় যুবক তাঁর পাশে যেতো এবং খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা করতো। তিনি যুবকদের বলতেন, তোমরা এমন একটি মানবগোষ্ঠীর সংবাদ আমাকে জানাও, যারা সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে, কিন্তু দিনের বেলা যাত্রাবিরতি করেছে এবং রাতের বেলা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তাহলে তাদের সফর শেষ করতে পারবে?” বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে যুবকেরা তার পাশে আসতো এবং তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। একদিন তারা এলো এবং তিনি এই গল্পটাই তাদের বললেন। তখন যুবকদের একজন বললো, হে যুবকেরা, আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর গল্প দ্বারা আমাদেরই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, আমরা দিনের বেলা খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা করি এবং রাতের বেলা ঘুমাই।” এরপর থেকে তারা সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুসরণ করতে শুরু করলো; তাঁরা তার সঙ্গে নির্জন ভূমিতে বের হলো এবং ইবাদত-বন্দেগি করতো। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই কেটেছে।”

একটি কারামত

[৬০৪] আবুস সাবিল বলেন, সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “আমি একটি বাহনে চড়ে এই এলাকাগুলো[১০৩] ভ্রমণ করছিলাম। তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। ওখানে কাউকে পেলাম না যে আমার কাছে খাদ্য বিক্রি করবে। পথে কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়া আমার জন্য বেশ জটিল হয়ে পড়লো। এভাবেই আমি চলতে থাকলাম।” বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছিলেন, “আমি আমার মহান রবের কাছে দোয়া করছিলাম এবং তাঁর কাছে খাবার চাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি আমার পেছনে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি পেছন ফিরে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম একটি সাদা রঙের রুমাল। আমি আমার সওয়ারি থেকে নামলাম এবং কাপড়টি হাতে নিলাম। সেটা ছিল একটি

[১০৩] আল-আওয়ায : ১. এমন এলাকা যেখানে গরিব-মিসকিনরা সমবেত হয়। ২. ইরাকের বসরা ও ইরানের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ

খেজুর-ভর্তি থলে। আমি থলেটি নিয়ে নিলাম এবং আমার সওয়ারিতে আরোহণ করলাম। থলে থেকে খেজুর খেলাম এবং তৃপ্ত হলাম। সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমি একজন পুরোহিতের কাছে তাঁর আশ্রমে অবতরণ করলাম। তাঁকে আমি পুরো ঘটনা বললাম। তিনি আমার থেকে ওই থলের খেজুর খেতে চাইলেন। সুতরাং আমি তাকে খেজুর খেতে দিলাম। পরবর্তী সময়ে একদিন ওই পুরোহিতের কাছে গেলাম। ওখানে সুন্দর সুন্দর খেজুর গাছ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "আপনি আমাকে যে-খেজুরগুলো খেতে দিয়েছিলেন সেগুলোর বিচি থেকে এই গাছগুলো হয়েছে।" সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—ওই রুমালসদৃশ কাপড়টা পরিবারের কাছে নিয়ে এসেছিলেন; তাঁর স্ত্রী সেটা মানুষকে দেখাতেন।

হারুরিয়্যাহ সম্প্রদায়

[৬০৫] আবুস সাবিল (দারিব বিন নাকির আল-জারিরি) বলেন, আমি সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম এবং তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতাম। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দিন, কিছু উপদেশ দিন, কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন, তুমি এগুলো করো : আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে উপদেশ গ্রহণ করো, মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করো, আল্লাহ তাআলাকে বেশি বেশি ডাকো। সাধারণ মানুষের আহ্বান কিছুতেই যেনো তোমাকে ধ্বংস না করে ফেলে। তুমি নাফরমানির হাতে নিহত হোয়ো না। (নাফরমানিমূলক কর্মকাণ্ড যেনো তোমাকে হত্যা করে না ফেলে। মুমিনগণ ব্যতীত যদি কোনো জনগোষ্ঠী দাবি করে যে, তারা ঈমানের ওপর রয়েছে তবে অবশ্যই তাদের থেকে দূরে থাকো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই জনগোষ্ঠী কারা? তিনি বললেন, "এই ইতর হারুরিয়্যাহ[১০৪] সম্প্রদায়।"

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় আসতেন

[৬০৬] আবদুল্লাহ বিন শাওযাব আল-খুরাসানি বলেন, মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ বলেছেন, সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর ঘরের মসজিদ (ঘরের যে-অংশে নামায পড়তেন সেই অংশ) থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় আসতেন। রাত জেগে ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখনো হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় আসতেন।"

[১০৪] আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে হারুরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের ফেতনা তীব্র হয়ে উঠেছিলো। কুফার হারুরা অঞ্চলে তাদের ঘাঁটি ছিলো বলে তাদের হারুরিয়্যা বলা হতো। তারা আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। এরা খারিজিদের অন্তর্গত।

Contents

একটি স্মরণীয় ঘটনা

[৬০৭] আবু ইমরান আল-জুনি বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, আমি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মদিনায় এলাম। যখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদে প্রবেশ করলাম, দেখতে পেলাম একদল মানুষ সমবেত হয়ে আলোচনা করছেন। আমি সমাবেশটির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁদের কাছে পৌঁছলাম। সমাবেশে একজন যুবককে দেখলাম, তাঁর পরনে দুটিমাত্র কাপড়, যেনো তিনি সফর থেকে এসেছেন। তাঁকে আমি বলতে শুনলাম, “কা‘বার রবের কসম! আমির-উমারা ধ্বংস হোক; আমি তাদের প্রতি কোনো ধরনের সহানুভূতি পোষণ করবো না।” তখন আমি তাঁর পাশে বসলাম। তাঁর সঙ্গে কী ঘটনা ঘটেছে তা তিনি বর্ণনা করলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তাঁরা বললেন, ইনি হলেন মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা‘ব আল-আনসারি। তখন আমি তাঁর অনুসরণ করলাম এবং তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। বাড়িটি জীর্ণ, চারদিকে দুরবস্থা। তাঁকে মনে হলো দুনিয়াবিমুখ মানুষ, জনসাধারণ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর বিষয়গুলো একই রকম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি ইরাকের অধিবাসী। তিনি বললেন, ও, ওখানকার লোকেরা খুব বেশি প্রশ্ন করে। তাঁর এই কথা শুনে আমি রেগে গেলাম। তাই কেবলামুখী হয়ে দুই হাঁটুর ওপর বসলাম এবং এইভাবে দুই হাত তুললাম। তারপর দোয়া করলাম, “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অভিযোগ জানাই। আমি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সা খরচ করেছি, দেহকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করেছি, কষ্টকর সফর করেছি। যখন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তখন তাঁরা আমাকে চিনতেই পারছেন না এবং যা-খুশি বলছেন।”

আমার এই দোয়া শুনে উবাই ইবনে কা‘ব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খুব কাঁদলেন এবং আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন, তোমার জন্য আফসোস, আমি তো এখান থেকে চলে যাইনি। তারপর বললেন, “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি আমি আগামী জুমআ পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—থেকে যা-কিছু শুনেছি তার সব বলে দেবো। এতে আমি কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবো না।” তাঁর থেকে এই কথা শোনার পর আমি বেরিয়ে এলাম এবং পরবর্তী জুমআর অপেক্ষা

করতে লাগলাম। বৃহস্পতিবারে আমি বাইরে বের হলাম। শহরের গলিগুলোকে জনাকীর্ণ দেখতে পেলাম। এমন কোনো গলি পেলাম না যেখানে মানুষ দেখতে পেলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? এতো লোক সমাগম কেন?

তারা বললেন, আপনাকে মনে হচ্ছে এই শহরে নতুন লোক। আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তাঁরা বললেন, মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা'ব আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের মুখে এই সংবাদ শুনে আমি খুবই ব্যথিত হলাম এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লাম।" জুন্দুব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "তারপর আমি আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং পুরো ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, হায়, তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর সব কথা আমাদের বলে যেতে পারতেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি ছিলেন এমন বান্দা, আল্লাহ্ তাআলা যাঁর গোপনীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করতে চাননি।"

তাঁরা উদ্দেশ্যসাধনে কঠোর ছিলেন

[৬০৮] আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, বিলাল বিন সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি তাঁদের (রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণকে) দেখেছি যে, তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে (ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে) কঠোর ছিলেন। তবে তাঁরা পরস্পর কিছুটা হাসাহাসি করতেন। রাত শুরু হলেই তাঁরা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন।"

বিনয়ের আলামত

[৬০৯] আবু ঈসা মুসা বিন তালহা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর আল-আদাবি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বিনয়ের চূড়ান্ত প্রকাশ হলো তোমার যে-কোনো মজলিসের নিম্ন আসনে বসতে রাজি থাকা এবং যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ তাকেই সালাম দেওয়া।"

জিহ্বাকে সংযত না করলে কেউ মুত্তাকি হতে পারবে না

[৬১০] আতা আল-ওয়াসাতি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে যথার্থভাবে ভয় করতে পারবে না (মুত্তাকি হতে পারবে না) যতোক্ষণ না তার জিহ্বাকে সংযত করে।"

মহিলাকে সতর্ক করলেন

[৬১১] মুহারিব বিন দিসার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "শুতাইর বিন শাকাল আল-আবসি—রাহিমাহুল্লাহ-কে একজন মহিলা বললেন, হে আমার বৎস, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে জন্ম দিয়েছেন? মহিলা বললেন, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন? মহিলা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনি মিথ্যা বলছেন কেন?"

মহিলা সামনে পড়লেই চোখ নিচু করে ফেলবে

[৬১২] খালিদ বিন মাজদু—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমার সামনে কোনো মহিলা পড়লে, তুমি চোখ নিচু করে ফেলবে। সে তোমাকে পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত চোখ নিচু করে রাখবে।"

আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করো

[৬১৩] উরওয়া ইবনুয যুবাইর—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। খুতবায় বললেন, "হে মুসলমানগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমি যখন নির্জন ভূমিতে ইস্তিনজা করতে যাই, আমার মাথা ঢেকে রাখি। কারণ, আমি আমার মহান রবের প্রতি লজ্জাবোধ করি।"

জান্নাতের নেয়ামত

[৬১৪] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ "যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে"[১০৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বারা বিন আযিব আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতের ফলসমূহ খাবে যেভাবে খুশি সেভাবেই; দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে এবং হেলান দিয়ে—যে-কোনো অবস্থায়।"

কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

[৬১৫] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ "কিছুতেই তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না"[১০৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমর বিন মাইমুন আল-আওদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "এখানে 'পুণ্য'-এর অর্থ হলো জান্নাত।"

---

[১০৫] সূরা হাক্কাহ (৬৯) : আয়াত ২৩।
[১০৬] সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ৯২।

বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার শাস্তি

[৬১৬] সায়িব বিন মালিক—রাহিমাহুল্লাহ—আবদুল্লাহ বিন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةٌ مِنْ حِمْيَرَ طُوَالٌ رَبَطَتْ هِرَّةً فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَهِيَ تَنْهَشُ قَلْبَهَا وَدُبُرَهَا، وَرَأَيْتُ أَخَا دُعْدُعٍ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীকে গরিব (যারা দুনিয়াতে গরিব ছিলো) দেখতে পেলাম। তারপর জাহান্নামে উঁকি দিলাম, সেখানে বেশির ভাগ লোককে ধনী (যারা দুনিয়াতে ধনী ছিলো) দেখতে পেলাম। তিনটি লোককে জাহান্নামে শাস্তি পেতে দেখলাম : হিময়ার এলাকার একজন লম্বা নারী, যে একটি বেড়ালকে বেঁধে রেখেছিলো, বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি, পানি পান করতে দেয়নি; ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে বাইরে গিয়ে জমিনের ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বিড়ালটি ওই নারীর হৃৎপিণ্ড খুবলে খাচ্ছে, তার পশ্চাদ্‌দেশে কামড়াচ্ছে। অপর জন হলো দুদু-এর ভাই, সে তার বাঁকা মাথার লাঠি দিয়ে হাজিদের মালামাল চুরি করতো। যখনই সে ধরা খেয়ে যেতো বলতো, ওটা তো আমার লাঠির আগায় আটকে গিয়েছে। (আমি তা চুরি করিনি।) তৃতীয় জন হলো ওই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুটি উটনী চুরি করেছিলো।"[১০৭]

ধারাবাহিক অল্প আমল যথেষ্ট

[৬১৭] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু সালামা আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ আল-মাখযুমি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু

[১০৭] তিন ব্যক্তির অবস্থাসহ পুরো হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মাওয়ারিদুয যামআন গ্রন্থে। হাদীস নং : ২৫৬৮, সনদ সহীহ। হাদীসের প্রথম অংশটি বিখ্যাত অনেক হাদীসগ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে, তবে যেখানে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী ধনী লোকের পরিবর্তে নারীরা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। দেখুন : বুখারী : ৩২৪১; মুসলিম : ২৭৩৭; তিরমিজি : ২৬০২; মুসনাদে আহমাদ : ২০৮৬ (সম্পাদক)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা ধারাবাহিকভাবে পালন করা হয়, যদিও তার পরিমাণ কম হয়।"[১০৮]

নিজে যা পালন করেন না তা অন্য বলা অপছন্দ করেন

[৬১৮] আবু ওয়ায়িল বলেন, আলকামা—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, "আপনি কি আমাদের উপদেশমূলক গল্পকাহিনি বলবেন না? তিনি বললেন আমি তোমাদের এমন বিষয়ে আদেশ দিতে অপছন্দ করি যা আমি নিজে পালন করি না।"

মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য

[৬১৯] দিহইয়া আল-কালবি—রাদিয়াল্লাহ আনহু—থেকে বর্ণিত, তাঁর স্ত্রী দুররা বিনতে আবু লাহাব—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি কে ভয় করে? কে সবচেয়ে মুত্তাকি? তিনি বললেন,

آمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ

"তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজের নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।"[১০৯]

হুলওয়ানের আমিরের অন্যায় ও জুলুম

[৬২০] ওয়াসিল বিন আহদাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহিম আন-নাখয়ি—রাহিমাহুল্লাহ—হুলওয়ানের আমিরকে দেখলেন, রাস্তায় চলতে চলতে মানুষকে চলাচলে বাধা দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন, "দীনের ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম করার চেয়ে রাস্তায় অন্যায় ও জুলুম করা ভালো।"

সুলতানদের ফেতনা থেকে পানাহ

[৬২১] আবু গায়লান বলেন, মুতাররিফ বিন শিখখির—রাহিমাহুল্লাহ—এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুলতানদের ফেতনা থেকে পানাহ চাই এবং তাদের কলম যে-নির্দেশ জারি করে তার অনিষ্ট থেকেও পানাহ চাই।"

---

[১০৮] আয়েশা ও উম্মে সালমা—রাদিয়াল্লাহ আনহুমা—থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, দেখুন, তিরমিজি : ২৮৫৬; সহীহ ইবনে খুযাইমা : ১৬২৬; আলমুজামুল কবীর : ৫১৪

[১০৯] মুসনাদে আহমাদ : ২৭৪৩৪; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ২৫৩৯৭; সনদ যঈফ (সম্পাদক)

অর্থের বিনিময়ে দীন ছিনিয়ে নেবে

[৬২২] আবু ওয়ায়িল শাকিক বিন সালামা আল-আসাদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি বসরায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে আসবাহানের জিযিয়া (জিম্মিদের) কর নিয়ে আসা হয়েছে। তার ছিলো তিরিশ লাখ দিরহাম। দিরহামগুলো তাঁর সামনে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু ওয়ায়িল, কেউ যদি এই পরিমাণ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?" আমি বললাম, আমাকে বলুন, "তা যদি হয় গনিমতের মাল থেকে চুরি করা তাহলে কেমন হবে?" তিনি বললেন, "তাহলে তো সেটা অনিষ্টের ওপর অনিষ্ট।" তারপর তিনি বললেন, "হে আবু ওয়ায়িল, আমি যখন কুফায় যাবো তখন আপনি আমার কাছে আসবেন, আমি আপনাকে হাদিয়া-উপঢৌকন দেবো।" পরে তিনি কুফায় এলেন। আমি আলকামার কাছে এলাম এবং ব্যাপারটি তাকে জানালাম। তিনি বললেন, "আপনি যদি আমার কাছে পরামর্শ না চেয়ে তার কাছে চলে যেতেন তবে সেটা ভালো হতো। তখন আপনাকে আমি কিছুই বলতাম না।

কিন্তু যখন আপনি আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন তখন আমার কর্তব্য হলো আপনাকে উপদেশ দেওয়া : আমি পছন্দ করি না যে আমার দুই হাজার দিনারের সঙ্গে আরও দুই হাজার দিনার হোক। আমি তার থেকে অনেক বেশি সম্মানিত। তা এই কারণে যে, আমি তাদের দুনিয়া থেকে সামান্য কিছু আয় করতে পারবো; কিন্তু তারা আমার দীন থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ছিনিয়ে নেবে।"

শেষ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

[৬২৩] আলি আল-মুরাদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয বিন জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "শেষ যুগে প্রাদুর্ভাব ঘটবে ফাসেক কুরআন শিক্ষাকারীদের, পাপাচারী মন্ত্রীদের, খেয়ানতকারী আমানতদারদের, জালেম দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এবং মিথ্যাবাদী নেতাদের।"

ভিক্ষুককে আঙুরের বিচি দিলেন

[৬২৪] আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে অন্য মহিলারাও ছিলেন। এ-সময় একজন ভিক্ষুক এলো। তিনি ভিক্ষুককে আঙুরের একটি বিচি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এটা দেখে মহিলারা সবাই বিস্মিত হলেন। তখন তিনি বললেন, "এই বিচি থেকে অনেক চারা গজাবে।"

দ্বিমুখী আচরণকারী বিশ্বস্ত নয়

[৬২৫] ইকরিমা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, লুকমান হাকিম—আলাইহিস সালাম—বলেছেন, "দ্বৈত চেহারার ব্যক্তি (দ্বিমুখী আচরণ যার), কখনোই আল্লাহ তাআলার কাছে বিশ্বস্ত বলে গণ্য হয় না।"

অনুসরণের ক্ষেত্রে অটল থাকা

[৬২৬] ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখির থেকে বর্ণিত, হানযালা আল-আসাদি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ كَمَا أَنْتُمْ عِنْدِي لَأَظَلَّتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا

"তোমরা আমার কাছে যেমন আছো আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরও যদি তেমনই থাকো তবে ফেরেশতাগণ তাদের পাখাপুঞ্জ দ্বারা তোমাদের ছায়া দান করবেন।"[১১০]

যারা গোপনে পাপ করে এবং গোপনেই তওবা করে

[৬২৭] লাইস বিন আবু সালিম আল-কুরাশি থেকে বর্ণিত,আল্লাহ তায়ালার বাণী: فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাপরায়ণ"[১১১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "তারা ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা গোপনেই পাপ করে এবং গোপনেই তওবা করে।"

বিপদের সময় আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্তি

[৬২৮] মিনহাল বিন আমর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইবরাহিম—আলাইহিস সালাম—বলেছেন, "যখন আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো সেই দিনগুলো ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে নেয়ামতপূর্ণ দিন।"

অবসর সময়ে খেলাধুলার নির্দেশ নেই

[৬২৯] সুলাইমান বিন মিহরান আল-আ'মাশ বলেন, কাজি শুরাইহ বিন হারিস—

[১১০] তিরমিজি : ২৪৫২; আলমুজামুল কাবীর : ৩৪৯৩
[১১১] সূরা বনি ইসরাঈল (১৭) : আয়াত ২৫।

রাহিমাহুল্লাহ—ঈদের দিন একদল লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। তারা খেলাধুলা করছিলো। তখন তিনি বললেন, "অবসর সময়ে খেলাধুলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।" আল-আ'মাশ বলেন, একদিন কাজি শুরাইহ-এর কাছে একজন ভিক্ষুক এলো। তিনি ভিক্ষুককে বললেন, "তুমি বসো, তুমি তো একজন ব্যবসায়ী।"

কুরআন মাজিদের ওপর ধুলো জমবে

[৬৩০] আবু খালিদ আল-আহমার বলেন, চল্লিশ বছর আগে একজন শায়খ আমাকে বর্ণনা করেছেন, দাহহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের মধ্যে অহেতুক আলোচনা ও কথাবার্তা বেড়ে যাবে। এমনকি কুরআন মাজিদের ওপর ধুলো জমবে, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

আল্লাহভীতু ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত সবচেয়ে সুন্দর

[৬৩১] লাইস বিন আবু সালিম আল-কুরাশি বলেন, তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "ওই ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত সবচেয়ে বেশি সুন্দর, যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।"

যা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেওয়া তা জুয়া

[৬৩২] উবায়দুল্লাহ বলেন, কাসিম বিন মুহাম্মদ আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যেসব জিনিস আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে উদাসীন করে দেয় অথবা নামায থেকে বিরত রাখে তা জুয়া বলে গণ্য হবে।"

জান্নাতের পরিবেশ নাতিশীতোষ্ণ

[৬৩৩]আলকামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "জান্নাতের পরিবেশ হবে নাতিশীতোষ্ণ। সেখানে উত্তাপও থাকবে না, শৈত্যও থাকবে না।"

অগ্রবর্তীদের বর্ণনা

[৬৩৪] আল-আওযায়ি বলেন, উসমান বিন আবু সাওদাহ আল-মাকদিসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

"আর অগ্রবর্তীরাই তো অগ্রবর্তী; তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।"

তারপর বললেন, "তাঁরা হলেন ওই সকল যাঁরা সবার আগে মসজিদে গমন করেন এবং সবার আগে আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হন।"

সীমানা পাহারা দেওয়া উত্তম ইবাদত

[৬৩৫] মুতয়িম বিন মিকদাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যখন আমি তিন দিন সীমানা পাহারা দিই, তখন ইবাদতকারীরা যতো খুশি ইবাদত করুক।" (সীমানা পাহারা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে বিবেচিত হবে।)

পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদ

[৬৩৬] ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুসাইত ও সাফওয়ান বিন সুলাইম—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, "যে-ব্যক্তি সীমানা পাহারারত অবস্থায় মারা যাবে সে শহীদের কাতারে শামিল হবে।"

দশ লাখ নেকির দোয়া

[৬৩৭] মুহাজির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে-ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করবে সে যেনো এই দোয়া পাঠ করে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّــهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল রাজত্ব তাঁর এবং সকল প্রশংসা তাঁর; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য দশ লাখ নেকি লিখে দেবেন এবং দশ লাখ গুনাহ মার্জনা করে দেবেন এবং দশ লাখ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।"[১১২]

স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করতেন

[৬৩৮] হুবাইরাহ বলেন, আলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মাসের প্রথম দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহু—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর পরিবারকে

[১১২] এটি ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—রাসূলুল্লাহু—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—থেকে বর্ণনা করেন তিরমিজি: ৩৪২৮, সনদ হাসান (সম্পাদক)

উৎসাহিত করতেন এবং চাদর উঠিয়ে নিতেন (ইবাদতের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন)।" আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, চাদর উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন, "স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করা।"[১১৩]

কেবল মুমিন বান্দারাই ওজু অবস্থায় থাকতে পারে

[৬৩৯] সাওবান বিন বাজদাদ আল-কুরাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন :

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

"তোমরা দীনের ওপর অটল থাকো এবং কী কী ভালো কাজ করলে তার হিসাব রেখো না। তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম কাজ হলো নামায; আর মুমিন বান্দা ছাড়া অন্য কেউ ওজু অবস্থায় থাকতে পারে না।"[১১৪]

সময়মতো নামায আদায় সর্বোত্তম আমল

[৬৪০] আমর আশ-শাইবানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রশ্ন করে বললাম, "কোন আমল সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, "সময়মতো নামায আদায় করা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন, "মা-বাবার প্রতি সদাচরণ।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হওয়া।" আমি এতোটুকুতেই সমাপ্ত করেছি; আর কোনো প্রশ্ন করিনি।"[১১৫]

তাহকিক ছাড়া হাদিস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ

[৬৪১] ইয়াহইয়া বিন হানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার বাবা আমাকে বললেন, "হে আমার পুত্র, তুমি আমার জন্য হাদিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুটি শব্দ যোগ করবে: 'তারা দাবি করেছেন' এবং 'অবশ্যই'। (অর্থাৎ, তাহকিক ছাড়া হাদিস বর্ণনা করবে না।)

জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে

[৬৪২] উকাইল বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—

[১১৩] মুসনাদে আহমাদ : ১১০৩; সনদ হাসান
[১১৪] ইবনে মাজাহ : ২২৭; মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৭৮; সনদ সহীহ
[১১৫] বুখারী : ৭৫৩৪; মুসলিম, ১৩৭; মুসনাদে আহমাদ : ৪২৪৩

বলেছেন, আমি ও আবুদ দারদা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, "যে-ব্যক্তি দুই উরুর মাঝখানে যা রয়েছে তা (লজ্জাস্থান) এবং দুই চোয়ালের মাঝখানে যা রয়েছে তা (জিহ্বা) হেফাজত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১১৬]

জ্ঞান প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তিশালী হয়

[৬৪৩] সাঈদ বিন বুরদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সুলাইমান বিন মুসা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "কোনো বিষয়ের সঙ্গে কোনো বিষয় যুক্ত হয়ে সবচেয়ে ওজনদার হয় তখন, যখন জ্ঞান প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়।"

কেবলামুখী মজলিস সবচেয়ে মর্যাদাবান

[৬৪৪] বুরদ বিন সিনান আশ-শামি বলেন, সুলাইমান বিন মুসা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "প্রত্যেক মজলিসের একটি মর্যাদা রয়েছে। আর সবচেয়ে মর্যাদাবান মজলিস হলো যা কেবলামুখী রয়েছে।"

তাঁরা কিছুতেই দীনের বিপরীত কোনো কাজ করতে পারতেন না

[৬৪৫] ওয়ালিদ বিন জুমাই বলেন, আবু সালামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ বক্র পথে হাঁটতেন না; তাঁরা তাঁদের মজলিসে কবিতা আবৃত্তি করতেন না এবং জাহেলি যুগের ঘটনাও আলোচনা করতেন না। যদি তাঁদের কাউকে দীনের কোনো বিষয়ের বিপরীত কিছু করতে বলা হতো তখন তাঁর চোখের পাতার ভেতরের অংশ এমনভাবে কাঁপতে থাকতো যেন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন।"

জ্ঞানপ্রার্থী ও দুনিয়াপ্রার্থীর লালসা কখনো শেষ হয় না

[৬৪৬] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, "দুই প্রকারের লালায়িত ব্যক্তির লালসা কখনো শেষ হয় না : জ্ঞানপ্রার্থী ও দুনিয়াপ্রার্থী।"

হাদিস শিখেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে

[৬৪৭] মাকহুল বিন আবু মুসলিম আশ-শামি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "যে-ব্যক্তি হাদিস শিখবে নির্বোধদের সঙ্গে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা আলেমদের সঙ্গে গৌরব প্রকাশ করে বেড়ানোর জন্য অথবা নিজের দিকে মানুষের চেহারা

[১১৬] মুসনাদে আহমাদ : ১৯৫৫৯; মুস্তাদারাকে হাকেম : ৮০৬৩; সনদ হাসান

ফেরানোর জন্য তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”

শিক্ষামূলক গল্প শুনে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন

[৬৪৮] মুগিরা বিন মিকসাম বলেন, “হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—শিক্ষামূলক গল্প বলতেন এবং সাঈদ বিন জুবাইর ফুঁপিয়ে কাঁদতেন।”

শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনি বলতেন

[৬৪৯] আতা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, “আমি তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনি বলতে শুনেছি। অর্থাৎ, তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন।”

অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থনা

[৬৫০] উকাইল বলেন, ইবরাহিম আন-নাখয়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “যার কথাই আলোচনা করা হয় তার ব্যাপারে আমার মনে মনে এই আশা থাকে যে, সে যেনো অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। (অর্থাৎ, ইবরাহিম আত-তাইমির অনিষ্ট থেকে।) আমিও চাই যে, সে এমনভাবে নিরাপদ হয়ে যাক যাতে তার ওপর কারও অভিযোগ না থাকে এবং কারও ওপর তার অভিযোগ না থাকে।”

পুত্রের উদ্দেশে নির্দেশ

[৬৫১] ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইমান বিন মুসা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পুত্রকে বলেছেন, “হে পুত্র, তুমি কোনো পথপ্রদর্শকের (মুর্শিদের) নির্দেশনা ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ো না। যদি তার নির্দেশনা গ্রহণ করো তবে কোনো ব্যাপারে দুঃখ পাবে না।”

কারও পেছনে পেছনে হাঁটা ফেতনা

[৬৫২] হাইসাম বলেন, আসিম বিন দামরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—একজন লোককে অনুসরণ করে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে দেখলেন। তিনি তখন বললেন, “এটা অনুসৃতের জন্য ফেতনা এবং অনুসারীদের জন্য অপমান।”

তাঁর পেছনে কাউকে হাঁটতে দিতেন না

[৬৫৩] আসিম বিন দামরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “মুহাম্মদ বিন সিরিন আল-আনসারি তাঁর সঙ্গে কাউকে হাঁটতে দিতেন না।”

সামনে চার জনের বেশি বসলে উঠে চলে যেতেন

[৬৫৪] আসিম বিন দামরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—এমন ছিলেন যে, যদি তাঁর সামনে চার জনের বেশি বসতো তবে তিনি উঠে চলে যেতেন।"

দ্বিমুখী আচরণকারীর দুটি জিহ্বা হবে

[৬৫৫] আম্মার বিন ইয়াসির—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন :

مَا كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

"দুনিয়াতে যার দুটি মুখ রয়েছে (যে লোক দ্বিমুখী আচরণ করে) কিয়ামতের দিন দুটি আগুনের জিহ্বা হবে।"[১১৭]

মায়ের প্রতি সদাচারের নির্দেশ

[৬৫৬] ইবনে শুবরুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন লোক এলো। বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে জানান, আমার সদাচার ও সর্বোত্তম সাহচর্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন মানুষের অধিকার সবচেয়ে বেশি।" তিনি বললেন, "তোমাকে অবশ্যই জানানো হবে, তিনি হলেন তোমার মা।" লোকটি বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" লোকটি বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে জানান, আমার যে-সম্পদ রয়েছে তা থেকে আমি কীভাবে দান-সাদকা করবো। তিনি বললেন, "তা তোমাকে অবশ্যই জানানো হবে : তুমি দান-সাদকা করবে এই অবস্থায় যে, তুমি সুস্থ আছো, ধন-মাল অর্জনের প্রতি তোমার লোভও আছে; বেঁচে থাকার আশা করছো এবং দরিদ্রতারও ভয় করছো। আর দান-সাদকা করতে এতো বিলম্ব কোরো না যে তোমার প্রাণ তোমার কণ্ঠনালি পর্যন্ত পৌঁছে যায় (মৃত্যুবরণের সময় চলে আসে)। তুমি বলেছো, আমার সম্পদ অমুকের, আমার সম্পদ তমুকের। হ্যাঁ, তোমার সম্পদ অন্যদের হাতেই চলে যাবে, যদিও তুমি তা অপছন্দ করো।" (কারণ, মানুষ তার সম্পদ কবরে নিয়ে যেতে পারবে না।)[১১৮]

---

[১১৭] আবু দাউদ : ৪৮৭৩; সহীহ ইবনে হিব্বান : ৫৭৫৬; সনদ সহীহ (সম্পাদক)
[১১৮] ইবনে মাজাহ : ২৭০৬; সনদ সহীহ

যা-কিছু কষ্ট দেওয়া তা-ই মুসিবত

[৬৫৭] আবু ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে খলিফাতুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলো। তিনি তখন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন। তারপর বললেন, "যা-কিছু তোমাকে কষ্ট দেয় সেটাই হলো মুসিবত।"

সুস্থ অন্তরের বর্ণনা

[৬৫৮] ইয়াহইয়া বিন আমর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "তবে যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে"[১১৯] এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল জাউযা (আওস বিন আবদুল্লাহ আর-রাবয়ি—রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যে-অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রয়েছে।"

নিয়তকে ইখলাসপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ

[৬৫৯] মানসুর বলেন, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا "এবং একনিষ্ঠভাবে তোমার প্রতিপালকের প্রতি মগ্ন হও।"[১২০] এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "তোমার নিয়তকে সম্পূর্ণরূপে ইখলাসপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করো।"

দুনিয়া অর্জনকারীর সঙ্গে আখেরাত অর্জনের প্রতিযোগিতা

[৬৬০] আইয়ুব বলেন, আমি হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে দেখবে দুনিয়া অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছে তখন তুমি তার সঙ্গে আখেরাত অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করো।"

সব সময়ের যিকির

[৬৬১] আসিম আল-আহওয়াল বলেন, মুহাম্মদ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ-এর সাধারণ কথা ছিলো এটি : سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ "সপ্রশংস মহিমা মহান আল্লাহর, আল্লাহ সবকিছু থেকে পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই"।

[১১৯] সূরা শুআরা (২৬) : আয়াত ৮৯।
[১২০] সূরা মুযযাম্মিল (৭৩): আয়াত ৮।

কিছু সময় দুনিয়ার জন্য, কিছু সময় আখেরাতের জন্য

[৬৬২] আজলান বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর মজলিসের সদস্যদের বলতেন, "কিছু সময় দুনিয়ার জন্য আর কিছু সময় আখেরাতের জন্য। তোমরা আলোচনার মাঝে মাঝে বলবে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا (আল্লাহুম্মাগ্ ফির লানা/ হে আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা করে দাও)।"

সবার সামনে ভালো খাবার খাওয়া অনুচিত

[৬৬৩] আমর বিন কায়স আল-মুলায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ এ-বিষয়টা অপছন্দ করতেন যে, কোনো লোক তার বাচ্চার হাতে খাদ্যদ্রব্য/মিষ্টান্ন দেবে, সে সেটা নিয়ে বাইরে যাবে, তখন গরিব ছেলে-মেয়েরা সেটা দেখে পরিবারের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে এবং কোনো এতিম তা দেখে পরিবারের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করবে।"

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

[৬৬৪] আবু ইমরান আল-জুনি বলেন, নাওফ আল-বিক্কালি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "একজন মুমিন ব্যক্তি আর একজন কাফের ব্যক্তি মাছ শিকার করতে বের হলো। কাফের ব্যক্তি জাল ফেলতে লাগলো এবং তার দেবতাদের স্মরণ করতে লাগলো। তার জাল ভরে মাছ উঠতে লাগলো। আর মুমিন ব্যক্তি জাল ফেলতে লাগলো আর আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলো; কিন্তু তার জালে কোনো মাছ উঠে আসছিলো না। তারা উভয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাছ শিকার করলো। মুমিন ব্যক্তিটি একটিমাত্র মাছ শিকার করতে পারলো। সে মাছটি হাত দিয়ে ধরলো, কিন্তু পরক্ষণেই মাছটি নড়ে উঠলো এবং পানিতে পড়ে গেলো। মুমিন ব্যক্তিটি ফিরে এলো, তার হাতে কোনো মাছ ছিলো না। আর কাফের ব্যক্তিটি ফিরে এলো, তার নৌকাভর্তি মাছ। তখন মুমিন ব্যক্তির ফেরেশতা আশাহত হলো এবং বললো, হে আমার রব, আপনার এই মুমিন বান্দা আপনাকে ডেকেছে, অথচ সে খালি হাতে ফিরে এসেছে। আর আপনার কাফের বান্দা তার নৌকাভর্তি মাছ নিয়ে ফিরেছে। আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির ফেরেশতাকে বললেন, "এদিকে এসো।" আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে মুমিন বান্দার বাসস্থান দেখালেন। তারপর বললেন, "আমার মুমিন বান্দা এখানে আসার পর সবকিছুর কষ্ট ভুলে যাবে।" তারপর ফেরেশতাকে জাহান্নামে কাফেরের বাসস্থান দেখালেন এবং বললেন, "সে দুনিয়াতে যা-কিছু অর্জন করেছে তা কি এখানে তার কোনো কাজে আসবে?" ফেরেশতা বললো, "না, আল্লাহর কসম! হে আমার রব।"

তারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করে

[৬৬৫] আবদুল্লাহ বিন শুমাইত আত-তামিমি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ কেউ আগ্রহী হয়ে কুরআন শিক্ষা করে এবং ইলম অর্জন করে, কুরআন শিক্ষা ও ইলম অর্জন হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়াকে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নেয় এবং মাথার ওপর তুলে নেয়। তখন তিন শ্রেণির দুর্বল মানুষ তার দিকে তাকায় : দুর্বল নারী, গ্রাম্য মূর্খ ও অনারব। তারা তার উদ্দেশে বলেন, "এই লোক আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বেশি জানে; সে যদি দুনিয়াতে কোনো ধনভাণ্ডার না দেখতে পেতো তবে দুনিয়াকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিতো না, মাথায় তুলতো না। ফলে তারাও দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হবে এবং দুনিয়া অর্জন করবে।" আবদুল্লাহ বলেন, আমার পিতা বলতেন, তার উদাহরণ হলো ওইসব ব্যক্তি যাদের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন :

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদের তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে।"[১২১]

আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ

[৬৬৬] শাকিক বলেন, وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ "আল্লাহ তাআলার স্মরণই শ্রেষ্ঠ" এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বান্দার আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার চেয়ে আল্লাহ তাআলার বান্দার স্মরণ (উল্লেখ) করা শ্রেষ্ঠ।"

আল্লাহর দিকে হাত উত্তোলন করে দোয়া করা

[৬৬৭] খালিদ বিন মা'দান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "অবশ্যই তোমারা তোমাদের হাতগুলো আল্লাহ তাআলার দিকে উত্তোলন করবে, তা না হলে তিনি হাতগুলোতে বেড়ি পরিয়ে দেবেন।"

ইবাদতের আলামত মানুষকে না দেখানো

[৬৬৮] আবু ইদরিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—

[১২১] সূরা নাহল (১৬) : আয়াত ২৫।

একজন মহিলার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) ছাগলের হাঁটুর গিরার (দাগের) মতো একটি দাগ দেখলেন। দেখে বললেন, "এই দাগ যদি তোমার কপালে না থাকতো তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হতো।" (মানে কপালে সিজদার দাগ।)

মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করতে হলেও অনুমতি লাগবে

[৬৬৯] আবুস সাবিল বলেন, আমি সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করতে হলেও কি তাদের থেকে অনুমতি চাইতে হবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

অলৌকিক রুমালটি তাঁদের কাছেই ছিলো

[৬৭০] হাফসা বিনতে সিরিন বলেন, মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ—রাহিমাহাল্লাহ—বলেছেন, "সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর অলৌকিকভাবে পাওয়া রুমালটি আমাদের কাছেই ছিলো। তিনি শহীদ হওয়ার পর আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি।"

জাহান্নামের ভয়ে তিনি ঘুমাতে পারেন না

[৬৭১] মালিক বিন দিনার বলেন, আমের বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ-কে তাঁর কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, কী ব্যাপার, অন্য মানুষদের ঘুমাতে দেখি, কিন্তু আপনাকে ঘুমাতে দেখি না?" তিনি বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, জাহান্নামের ভয় তোমার পিতাকে ঘুমাতে দেয় না।"

আমার অনুভূতি

Contents

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশনাসমূহ

রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-১)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-২)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
সীরাতুন নবি-১	শাইখ ইবরাহীম আলি
সীরাতুন নবি-২	শাইখ ইবরাহীম আলি
আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন (দোয়ার বই)	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ
মৃত্যু থেকে কিয়ামাত	ইমাম বাইহাকি ﷺ
রাজদরবারে আলিমদের গমন: একটি সতর্কবার্তা	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি ﷺ

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-৩)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
আত্মশুদ্ধি	আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী
দাসত্বের মহিমা	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ
সীরাতুন নবি-৩	শাইখ ইবরাহীম আলি
সীরাতুন নবি-৪	শাইখ ইবরাহীম আলি
কিতাবুয যুহদ	আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ
মাদারিজুস সালিকীন	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্ ﷺ
জীবিকা অন্বেষা	ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ
ইসলাম ও কলম	খতীব বাগদাদি ﷺ
মানব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান	ড. রাগিব সিরজানি
আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব মিনাল কালিমিত তায়্যিব	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্ ﷺ

তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া

[*'কিতাবুয যুহ্দ'* গ্রন্থের অনুবাদ]

৩

মূল (আরবি):

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

(মৃত্যু ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.)

অনুবাদ :

আলী হাসান উসামা

আবদুল্লাহ্ আল মাসউদ

উৎসনির্দেশ :

মুহাম্মাদ আহমাদ ঈসা

হামিদ আহমাদ আত-তাহির

সম্পাদনা :

মোস্তফা মনজুর

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা.... .... ৭

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ. ১০

আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১১

মালিক ইবনু আবদিল্লাহ আল-খাসআমি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া... .... . ২৭

হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৩১

আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৩৭

খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৪২

মুতাররিফ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৪৫

মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... .... ৬২

আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ৭০

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... .... ৭৯

উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৩১

আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৫০

আবূ কিলাবা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৫২

বাকর ইবনু আবদুল্লাহ মুযানি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৫৪

মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৫৮

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৬০

আবুস সওয়ার আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৭৪

মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৭৯

রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ১৯৬

উআইস কারনি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া. ২১৬
আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২২৬
মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... ....২২৮
আমর ইবনু উতবা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৩৪
আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৩৯
আবূ ওয়ায়েল রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৪২
আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.. .... ২৪৭
ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৫০
আসেম ইবনু হুবাইরা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... ....২৫২
সাঈদ ইবনু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৬৩
ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া. ২৬৬
তাউস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া. ২৭১
মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া.... ....২৭৬
উবায়দ ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৭৮
আবূ মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া ২৯৭

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

সালাফে সালেহীন আমাদের জীবনের আদর্শ। আমাদের চেতনার বাতিঘর। তাদের জীবনাচার আমাদের উদ্বুদ্ধ করে হিদায়াতের পথে। হাত ধরে নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে। তাই তাদের জীবনাচার জানার গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের একেকটি কথা আমাদের জন্য আলোক মশাল সদৃশ। যার আলোতে অন্ধকার রাত্রিতেও আমরা খুঁজে পাই আলোর দিশা। বিশেষত এই যুগে, যখন চারদিকে শয়তানি শক্তির জয়জয়কার, সেই সময়ে তাদের কথামালা ও অমূল্য নাসীহাত আমাদের মৃতপ্রায় অন্তরের জন্য সঞ্জীবনী সুধাবিশেষ।

প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবানে খাইরুল কুরূন তথা কল্যাণপ্রাপ্ত প্রজন্ম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া তিন প্রজন্মের এক প্রজন্ম হলো তাবিয়িগণ। তাবিয়ি বলতে বোঝানো হয় সেই প্রজন্মকে, যারা মুমিন অবস্থায় উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্যধন্য হয়েছেন, তাদের স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন, তাদের দারসগাহে বসেছেন, তাদের থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ফলে তাদের জীবনাচার ছিল নববি জীবনের খুবই ঘনিষ্ঠ। তাদের যাপিত জীবনে ফুটে উঠেছিল রাসূলে আরাবির রেখে যাওয়া আদর্শ।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *কিতাবুয যুহ্দ*-এ নবি-রাসূল ও সাহাবিদের পাশাপাশি তাবিয়িগণের জীবনাচারের ওপরও আলোকপাত করেছেন। তুলে ধরেছেন তাদের জীবনের উপাখ্যান। কীভাবে তারা দুনিয়াকে দেখতেন, কোনভাবে তারা দুনিয়ার জীবনকে যাপন করতেন, আখিরাতের প্রতি কেমন ছিল তাদের দিলের আকর্ষণ ইত্যাদি।

কিতাবুয যুহ্দ-এ মোট তিন ধরনের বর্ণনা ছিল। নবি-রাসূলগণের, সাহাবিদের এবং তাবিয়িদের। প্রথম ধরনের বর্ণনাগুলো *রাসূলের চোখে দুনিয়া* এবং দ্বিতীয় ধরনের

বর্ণনাগুলো *সাহাবিদের চোখে দুনিয়া* নামে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এবার তৃতীয় ধরনের বর্ণনাগুলো প্রকাশিত হতে যাচ্ছে *তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া* নামে। আশা করি এটিও পূর্বের ধারাবাহিকতায় পাঠকদের হৃদয় জয় করে নেবে।

কিতাবুয যুহদ-এর এই অংশটুকু যৌথভাবে অনূদিত হয়েছে। প্রথমাংশের অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক, সাহসী লেখক ও মেধাবী আলেম প্রিয় ভাই আলী হাসান উসামা। যার ব্যাপ্তি আমির ইবনু কায়েস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া থেকে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া পর্যন্ত। আর উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অংশটুকু আমি অধমের অনুবাদ করা।

আমরা আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি অনুবাদকে নিখুঁত ও নির্ভুল করতে। খসড়া অনুবাদের পাণ্ডুলিপি একাধিকবার ঘষামাজা করা হয়েছে। যাতে এটি সর্বোচ্চ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। পূর্ণতায় পৌঁছানোর একমাত্র মালিক তো মহান আল্লাহ।

তাবিয়িদের জীবনাচার নিয়ে বইটিতে আলোকপাত করা হলেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক সময় এতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসও উল্লেখিত হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে আমি টীকায় হাদীসের সূত্রমূল ও মান বর্ণনা করে দিয়েছি। এই কাজে সহায়তা নিয়েছি দুইটি নুসখা থেকে। একটি মুহাম্মাদ আহমাদ ঈসা এর তাহকীককৃত ও দারুল গদ্দিল জাদীদ থেকে প্রকাশিত। অপরটি হামিদ আহমাদ আত-তাহির এর তাহকীককৃত ও কায়রোর দারুল হাদীস থেকে প্রকাশিত। আর অনুবাদ করেছি দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া থেকে প্রকাশিত নুসখাকে সামনে রেখে। যেসব জায়গায় কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, তা আমি মূল বই থেকে আলাদা করে টীকায় তুলে দিয়েছি। প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে পাঠকদের বোধগম্যতাকে আরও সাবলীল করার লক্ষ্যে উপযুক্ত শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে। এমনটি মূল বইতে ছিল না।

কিছু জায়গায় একজনের জীবনীতে অন্যজনের আলোচনা চলে এসেছে। সেগুলো আমরা হুবহু বইয়ের মতো না রেখে আলাদা শিরোনামে তা উল্লেখ করেছি। আশা করি এতে অনূদিত বইটির সৌন্দর্য আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। তবে এরপরেও বেশ কিছু জায়গায় একজনের জীবনীর মধ্যে অন্যজনের আলোচনা চলে এসেছে। তবে সংখ্যায় তা অতি অল্প হওয়ায় সেগুলোকে আর স্বতন্ত্র শিরোনামের অধীনে আনা হয়নি।

এই বইটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন প্রকাশক মহোদয়। নির্ভুল

করে একটি বই প্রকাশ করার জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার বিষয়টি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার মতো মনে হয়েছে। এরপরেও যদি কোনো ভুলত্রুটি বা কোনোরূপ অসংগতি কারও নজরে পড়ে তবে আমাদের তা অবহিত করার জোর আবেদন রইল। যথাযোগ্য বিষয় হলে অবশ্যই আন্তরিকভাবে তা আমলে নেওয়া হবে ইন শা আল্লাহ।

আরেকজনের কথা না বললেই নয়। তিনি হলেন মুহতারাম উস্তায জিয়াউর রহমান মুন্সী হাফিজাহুল্লাহ। কিছু কিছু জায়গায় অনুবাদ বেশ অবোধগম্য মনে হয়েছিল। তিনি এ ক্ষেত্রে উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতিদান আল্লাহর কাছে তোলা রইল।

সবশেষে রাব্বুল আলামীনের দরবারে আনত নয়নে প্রার্থনা করি, তিনি যাতে বইটিকে কবুল করে নেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
১৭.০১.১৯ খ্রি.

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

- 'সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'/আল্লাহ তাঁর ওপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'আলাইহিস সালাম'/ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'আলাইহাস সালাম'/ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'আলাইহিমাস সালাম'/ উভয়ের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'আলাইহিমুস সালাম'/ তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'রদিয়াল্লাহু আনহু'/ আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'রদিয়াল্লাহু আনহা'/ আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'রদিয়াল্লাহু আনহুমা'/ আল্লাহ উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'রদিয়াল্লাহু আনহুম'/ আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'রদিয়াল্লাহু আনহুন্না'/ আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- 'রহিমাহুল্লাহ'/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে-কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

জাহান্নামের ভয়ে নির্ঘুম রাত্রি পার করা

[১] মালিক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর মেয়ে তাকে বললেন, 'কী ব্যাপার! আমি সবাইকে ঘুমাতে দেখি; কিন্তু আপনাকে কখনো ঘুমাতে দেখি না।' তখন তিনি বললেন, 'হে মেয়ে, জাহান্নাম তো তোমার বাবাকে ঘুমাতে দেয় না।'"

দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ

[২] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি পরোয়া করি না, আমি তোমাদের এই সুগন্ধি মেশকের ঘ্রাণ শুঁকলাম, নাকি গোবরের গন্ধ নিলাম! আমি কোনো নারীকে দেখলাম, নাকি দেয়ালকে দেখলাম! (আমার কাছে সবই সমান)।'"

যাবতীয় চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করা

[৩] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের নিকট এ মর্মে বার্তা পাঠালেন—আপনি আমির ইবনু আবদি কাইসের সন্ধান করুন, এরপর তার থেকে উত্তমরূপে অনুমতি গ্রহণ করুন, তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন, আর তাকে বলুন যে, তিনি যেন তার ইচ্ছেমতো বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এরপর আপনি বাইতুল মাল থেকে তার বিয়ের মোহর পরিশোধ করে দিন। আবদুল্লাহ ইবনু আমির এ বার্তা পেয়ে আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এ সংবাদ দিয়ে দূত পাঠালেন—আমিরুল মুমিনিন আমার কাছে এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেছেন, আমি যেন আপনার থেকে উত্তমরূপে অনুমতি গ্রহণ করি এবং আপনাকে উপযুক্ত সম্মান দিই। এ কথা শুনে আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আমার চাইতে অমুক ব্যক্তি এর প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি এখানে এমন একজন ব্যক্তির কথা বোঝাচ্ছিলেন, তার কাছে যার দীর্ঘদিন ধরে যাওয়া-আসা থাকার ফলে (কথা বলতে এলে) তার অনুমতি

নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। এরপর দূত আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের পক্ষ থেকে বলল, 'এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি আপনাকে বলি যে, আপনি যাকে ইচ্ছে করেন, তার উদ্দেশে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন। আর আমি যেন বাইতুল মাল থেকে আপনার মোহর আদায় করে দিই।' তিনি বললেন, 'বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর কাজ তো আমি সেই কবে থেকেই করে আসছি!' সে জিজ্ঞেস করল, 'কার উদ্দেশে?' তিনি বললেন, 'এমন কারও উদ্দেশে, যে সামান্য খাবার ও শুকনো খেজুর গ্রহণ করে নেবে।' এরপর তিনি তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি। সুতরাং তোমরা আমাকে অবগত করো, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যার অন্তরে তার স্ত্রীর জন্য বিশেষ স্থান রয়েছে?' তারা বলল, 'জি, অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যার অন্তরে তার সন্তানের জন্য বিশেষ স্থান রয়েছে?' তারা বলল, 'জি, অবশ্যই'। তিনি বললেন, 'ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, দেহের প্রতিটি পার্শ্ব বরাবর ফলা বিদ্ধ হওয়া, আমার কাছে এমন হয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশি পছন্দনীয়। শোনো, আল্লাহ তাআলার কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই যাবতীয় চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করব।'"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বাস্তবেই তিনি তা করেছেন।"

ইবাদাতের অশেষ আগ্রহ

[৪] সাঈদ রিবয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায়ই যদি আমার কাছে এ বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান এসে যায় যে, আমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে নিজের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াকে কোনোভাবেই আমার অন্তর খুশির সঙ্গে বরণ করে নেবে না। আমি তখন মহান আল্লাহর নিবিড় ইবাদাত করব এবং চরম অধ্যবসায়ী হব তার ইবাদাতে। আমার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াকে আমি মেনে নেব। তখন এটা আমার কাছে নিজের জন্য বড় একটা ওজর হিসেবে গণ্য হবে।"

মৃত্যুর সময়ও ইবাদাতের স্মরণ

[৫] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলেন তখন তিনি বললেন, 'শুধু শীতকালের সালাত এবং দ্বিপ্রহরের পিপাসা ছাড়া কোনো কিছুর জন্যই আমার পরিতাপ হচ্ছে না।'"

আখিরাতের স্মরণ দু-চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে

[৬] আলা ইবনু সালিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস

রাহিমাহুল্লাহ-এর সান্নিধ্যে চার মাস ছিলেন এমন একজন আমার কাছে তার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন—আমি যত দিন তার কাছে ছিলাম, তাকে দিনে বা রাতে কখনোই ঘুমাতে দেখিনি। তার কাছে দুটো রুটি থাকত। তিনি চর্বি মেখে রাখতেন সে দুটোর ওপর। এরপর তার একটা দিয়ে সাহরি করতেন এবং অপরটা দিয়ে ইফতার করতেন। ভোরবেলা তিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। এরপর সালাত পড়ার সুযোগ হলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে আসর পর্যন্ত সালাতেই কাটিয়ে দিতেন তিনি। এরপর বিকেলবেলা তিনি আমাদের পুনরায় কুরআন শেখাতেন। যখন মাগরিবের সময় হতো তখন তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। এরপর ভোর পর্যন্ত সালাত আদায় করতে করতে তার রাত কেটে যেত।"

সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা

[৭] মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে বলা হলো, আমির ইবনু আবদি কাইস আম্বরি গোশত খান না, চর্বি খান না, নারীদের কাছে গমন করেন না, নিজের দেহের চামড়া ছাড়া অন্য কারও চামড়া স্পর্শ করে না, মাসজিদের ধারেকাছেও যান না, আর তিনি দাবি করেন যে, তিনি ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ-এর থেকে শ্রেষ্ঠ। একবার মাকিল ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের কাছে আসলেন। লোকেরা তার কাছেও এসব কথা বর্ণনা করেছিল। মাকিল ছিলেন আমির ইবনু আবদি কাইসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ মাকিল ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, 'তুমি কি দেখছ না, এরা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ব্যাপারে কী বলছে?' তিনি বললেন, 'ওরা কী বলছে?' তিনি বললেন, 'ওরা তো এই এই বলছে।' সব শুনে মাকিল আর তাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন। এরপর তার বাহনে চড়ে এলেন আমিরের ঘরে। আমির তখন তার মাসজিদে ছিলেন। সে সময় তার পরনে ছিল একটি ঢিলেঢালা কোট। তিনি এসে বসলেন তার পাশে। এরপর মাকিল বললেন, 'আমি আপনার কাছে অমুক লোকদের কাছ থেকে এলাম । তারা আমার কাছে আপনার ব্যাপারে কিছু কথা বলেছে, যা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।' আমির বললেন, 'তারা আপনার কাছে কী বলেছে?' তিনি তাদের কথাগুলো বর্ণনা করে বললেন, 'তারা দাবি করেছে, আপনি এই এই কাজ করেন।' তিনি সব শুনে কোনো কথা বললেন না। তার হাত কোটের ভেতর বের করে আনলেন। এরপর তার হাত ধরে বললেন, 'তারা যে বলে, আমি গোশত খাই না। এর কারণ হলো, এরা গোশত কিনে আনে বন্দীদের থেকে, যারা ইসলাম বোঝে না, আর তারাই এসব পশু জবাই করে। আমার যখন গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হয় তখন কাউকে পাঠিয়ে ছাগল এনে নিজেরা জবাই করি। তারা যে আরও বলে, আমি ঘি খাই না। এর কারণ হলো, আমি আরব দেশ থেকে আসা ঘি খাই।

যেসব ঘি অনারব শহর থেকে আসে তার সঙ্গে কী মেশানো হয়েছে, তা আমি জানি না। আর এ বিষয়টিই আমাকে তা (অনারব ঘি) পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা যে বলে, আমি নারীদের কাছে গমন করি না। আল্লাহর কসম, তাদের প্রতি আমার কোনো আগ্রহই জাগে না। আর আমার কাছে অর্থকড়িও নেই। তাহলে কী দিয়ে আমি কোনো মুসলিম নারীকে ঠকাব? কীসের বিনিময়ে আমি তাকে আমার ঘরে তুলব? আর তারা যে বলে, আমি মাসজিদের ধারেকাছেও যাই না। দেখো, আমি তো আমার এই মাসজিদেই রয়েছি। যখন জুমুআর দিন আসে তখন আমি মুসলমানদের জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করি। এরপর আবার ফিরে আসি আমার এই মাসজিদে। আর তারা বলে যে, আমি নাকি দাবি করি—আমি ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ-এর থেকে উত্তম। আমি বুঝতে পারি না, কোনো ব্যক্তি কি এই কথা বলার দুঃসাহস করতে পারে!'"

আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা

[৮] সাব্বাহ ইবনু আবী উবায়দাহ আল-আম্বারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমাদের এক শাইখ বলেছেন, আমি এক সফরে আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গী ছিলাম। যখন কাফেলার যাত্রীরা বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করল তখন তিনি উঠে নিজের আসবাবপত্র গুছিয়ে নিলেন। এরপর এক ঝোপের ভেতর প্রবেশ করে সেখানে সালাত আদায় করা আরম্ভ করলেন। আমি তার পেছনে বসা ছিলাম। যখন রাতের শেষাংশ বা সাহরির সময় হলো তখন তিনি দুআয় বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। আপনি আমাকে দুটো জিনিস দান করেছেন। আর একটা থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তা দিয়ে দিন, যাতে করে আমি যেভাবে ভালোবাসি, সেভাবে আপনার ইবাদাত করতে পারি।' যখন ভোর হলো তখন তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন। সে সময় আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 'তার মানে রাত থেকে তুমি এখানেই আছো এবং আমাকে লক্ষ করেছ!' তিনি আমার দিকে ফিরে জিহ্বায় কামড় দিলেন। আমি বললাম, 'এ বিষয়টি বাদ দিন। আল্লাহর কসম, আপনি আমাকে দুআর তিনটি বিষয়ে অবগত করবেন। নয়তো আপনি রাতভর যা কিছু করেছেন, তা আমি মানুষকে বলে দেবো।' তিনি বললেন, 'তুমি আমার বিষয়টা গোপন রেখো।' আমি বললাম, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাউকে এ বিষয়ে অবগত করব না।' তখন তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছি, তিনি যেন আমার অন্তর থেকে নারীদের ভালোবাসা দূর করে দেন। আল্লাহর কসম, আমি পরোয়া করি না, আমি কোনো নারীকে দেখলাম নাকি দেয়াল দেখলাম। আমি আরও চেয়েছিলাম, যেন আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় না করি। আমি তার কাছে আরও চেয়েছিলাম, তিনি যেন আমার ঘুম দূর করে দেন, ফলে আমি রাত-দিনের যেকোনো সময় নিজের ইচ্ছেমতো ইবাদাত করতে পারব। কিন্তু তিনি

আমাকে এর থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।'"

পেটকে যতই বোঝাই করবে, তা ততই বোঝাই হবে

[৯] সালামা বিন আদম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাতিজি তার জন্য দুধ দিয়ে এক থালা খাবার তৈরি করল। সে বলল, 'আমি চাচাজানের কাছে খাবার নিয়ে এলাম, যাতে তিনি এর মাধ্যমে নাশতা করতে পারেন।' এমন সময় হঠাৎ এক ভিক্ষুক বলে উঠল, 'কে আছে এমন, যে এক ক্ষুধার্ত নারীকে কলজে খাওয়াবে?' তখন তিনি বললেন, 'হে ভাতিজি, এই খাবার কি আমার জন্য নয়? আর আমি কি এর দ্বারা যা ইচ্ছা তা করতে পারি না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' তখন তিনি ভিক্ষুককে এই খাবার দিয়ে দিলেন। এ দেখে দাসী অনুনয় করে উঠল। তখন তিনি বললেন, 'আনো, এদিকে আনো।' তখন সে খেজুর এবং সামান্য খাবার নিয়ে এল। তিনি তা-ই খেয়ে নিলেন এবং এরপর পানি পান করলেন। এরপর তিনি বললেন, 'হে ভাতিজি, এ পেট তো হলো একটা পাত্র। তুমি একে যতই বোঝাই করবে, তা ততই বোঝাই হবে। আর তোমার সংগ্রহ করা জন্য সে জিনিসই অবশিষ্ট থাকবে, যা তুমি আখিরাতের জন্য প্রেরণ করবে।'"

দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ

[১০] হুসাইন ইবনুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শামে এসে আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর খোঁজ করলাম আমি। আমাকে বলা হলো, এখানে এক বৃদ্ধের কাছে থাকেন তিনি। তখন আমি সেই বৃদ্ধকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'সে তো রাত-দিন ওই পাহাড়ের পাদদেশে থাকে। তার কাছে তোমার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, তাহলে তুমি তার নাশতার সময় তাকে সন্ধান করো।' এভাবে আমি আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসলাম। তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। এরপর আমাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যাকে তিনি গতকাল অঙ্গীকার দিয়েছিলেন। আমাকে তার নিজ পরিজন এবং আত্মীয়দের সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি আমাকে রাতের খাবার খেতেও বললেন না। আমি বললাম, 'হে আমির, আমি আপনার মধ্যে কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় দেখছি।' তিনি বললেন, 'কী তা?' আমি বললাম, 'আপনি আপনার পরিবার এবং পরিজনের থেকে দূরে সরে গেছেন। যেটা আপনিও জানেন। আপনি আমাকে তাদের কারও সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না—কে মৃত্যুবরণ করেছে আর কে এখনো বেঁচে আছে, এসবও জানতে চাইলেন না। অথচ তাদের সাথে আমার নৈকট্যের বিষয়ে আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনি আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল যাকে আপনি কোনো অঙ্গীকার দিয়েছিলেন। আর আপনি আমাকে রাতের খাবার খেতেও বললেন না।' তিনি

বললেন, 'তুমি আমাকে তোমার কাছে কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বলেছ। কথা হলো, তোমাকে আমার নেককার ব্যক্তি মনে হয়েছে। তো তোমাকে আমি কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব? আর আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে তোমাকে আর কীই-বা জিজ্ঞাসা করব? তাদের মধ্যে যে মৃত্যুবরণ করেছে, সে তো মৃত্যুবরণ করেছে। আর যারা এখনো বেঁচে আছে, তারাও শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবে। আর তুমি যে বলেছ, আমি তোমাকে রাতের খাবার খেতে বলিনি। আমি তো তোমার ব্যাপারে জেনেছি, তুমি রাজা-বাদশাহর খাবার খাও। আর আমার খাবারে রয়েছে রুক্ষতা। আমার ধারণা, তোমার এর কোনো প্রয়োজন নেই।'"

পোশাকাদির প্রতি অমনোযোগিতা

[১১] আবূ সাখরা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, আমি আপনার সম্ভ্রান্ততা এবং পরিবারের বংশমর্যাদার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু আপনার পোশাকের এ কী অবস্থা! তিনি বললেন, 'আল্লাহ তো এর মধ্যেই আমিরের চোখের শীতলতা রেখেছেন।'"

পার্থিব দুশ্চিন্তাকে আমলে না নেওয়া

[১২] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ মাসজিদে প্রবেশ করে শুনতে পেলেন, কিছু মানুষ—সমাজে চলতে গিয়ে নিত্যদিন যে সকল দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হতে হয়—সেসব দুশ্চিন্তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করছে। তখন আমির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সত্য বলেছ। আল্লাহর কসম, আমি যদি পারতাম তাহলে সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় (অর্থাৎ আখিরাতমুখী চিন্তায়) রূপান্তরিত করতাম।'"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তিনি তা করেছেন।"

শাসকের অনুদান থেকে বিমুখতা

[১৩] আমবাসা খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আবদুল্লাহ ইবনু আমির যখন বসরার শাসক হয়ে আগমন করল তখন সে বলল, 'হে বসরাবাসী, তোমরা প্রত্যেকে গড়ে পাঁচজনের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন করে আলিমের নাম লিখে দাও—যাদের সঙ্গে আমি আমার বিষয়ে পরামর্শ করব, আমার গোপন বিষয়ে তাদের অবগত করব এবং আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন সে ব্যাপারে তাদের কাছে সহযোগিতা চাইব।' তখন তার কাছে জিয়াদ ইবনু মাতার আল-আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম লিখে পাঠানো হলো। তিনি পরীক্ষিত হয়েছিলেন, একপর্যায়ে তার দৃষ্টিশক্তি

হারিয়ে যায়। তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো বানু রাক্কাশ গোত্রের গাজওয়ান রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। যিনি কসম করেছিলেন, তিনি কখনো হাসবেন না, যতক্ষণ না জানতে পারেন—আল্লাহ তাকে কোন স্থানে উপনীত করেন (জান্নাতে নাকি জাহান্নামে)। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বাস্তবেই তিনি কখনো হাসেননি, এভাবেই আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।' তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো গাতফান গোত্রের জাবির ইবনু আশতার রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। (অন্য বর্ণনায় তার নাম এসেছে—আশতার ইবনু জাবির।) তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো আমির ইবনু আবদি কাইস আল-আম্বারি রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। তার কাছে আরও লিখে পাঠানো হলো নুমান ইবনু শাওয়াল আল-আবাদি রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম। যখন তারা শাসকের কাছে আসলেন তখন সে বলল, আপনারা আলিম সম্প্রদায়। আমি আপনাদের প্রত্যেকের জন্য দু-দুহাজার মুদ্রা এবং সমপরিমাণ শস্য ভাতা হিসেবে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছি। তখন নুমান ইবনু শাওয়াল রাহিমাহুল্লাহ—তিনি ছিলেন সকলের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ, উপস্থিত সকলে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব তার ওপরই দিয়েছিলেন, তারা তাকে কাফেলার আমির নির্ধারণ করেছিলেন—তার কথার জবাবে বলে উঠলেন, 'হে আমির, এটা কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য নাকি সাধারণভাবে সমগ্র বসরাবাসীর জন্য?' সে বলল, 'বিশেষভাবে আপনাদের জন্য। এই পরিমাণ সম্পদ সমগ্র বসরাবাসীর জন্য যথেষ্ট হবে না।' তিনি বললেন, 'তুমি তা-ই বলবে, যা আমি বলি—এ হলো সদাকা। যদি এটা সদাকাই হয়ে থাকে, তাহলে তা আমাদের পেটে প্রবেশ করবে না। আমাদের চামড়ার ওপরও চড়বে না (অর্থাৎ পোশাক পরিধান করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)। (জাকাত-সদাকা উশুলকারী) শ্রমিক কেবল তার শ্রমের বিনিময় গ্রহণ করতে পারে। আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের জন্য কাজ করি। সুতরাং তোমার কাছে যা আছে, আমাদের তা লাগবে না।' তখন (আবদুল্লাহ ইবনু আমির) তাকে বলল, 'আমি তোমাকে নিন্দুক হিসেবে দেখছি। তুমি বেরিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।' তখন তিনি বললেন, 'তুমি তো আমাকে শাসকদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমনকারী হিসেবে নির্ধারণ করোনি!' এরপর আবদুল্লাহ আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর দিকে অভিমুখী হয়ে বলল, 'আমি আপনার জন্য দুহাজার করে মুদ্রা এবং এই পরিমাণ ভাতা জারি করার নির্দেশ দিয়েছি।' তিনি তখন বললেন, 'আপনি মাসজিদের দুয়ারে দণ্ডায়মান চুক্তিবদ্ধ (মুকাতাব) দাসদের প্রতি লক্ষ করুন। তারা এর দিকে আমার থেকে অধিক মুখাপেক্ষী।' সে বলল, 'আমি আদেশ জারি করে দিয়েছি, যেন আমার কাছে আসতে কখনো আপনার সামনে দুয়ারকে রুদ্ধ রাখা না হয়।' আমির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আপনি সাঈদ ইবনু কারহাকে গ্রহণ করুন। সে শাসকদের দরবারে আমার থেকে বেশি আনাগোনা করে।' ইবনু আমির বলল, 'আপনি খেয়াল করুন তো, বসরায় কোন নারীকে আপনি চান, আমি তার সঙ্গে আপনাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে দেবো। আমির রাহিমাহুল্লাহ তখনো পর্যন্ত কোনো

বিয়ে করেননি।' তিনি বললেন, 'হে আমির, আপনি কি মনে করেন, কোনো ব্যক্তির স্ত্রী-সন্তান থাকলে সেসব তার অন্তরকে ব্যস্ত রাখে?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে আমার এতে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করে রাখব, যতক্ষণ না আমার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হই।'"

নফল সালাত ঘরে আদায় করা

[১৪] উমারা ইবনু আবদুল্লাহ আম্বরি, তার ছেলে ও সাবিত আবুল ফজল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা কখনো আমির ইবনু আবদি কাইসকে মাসজিদে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি। তিনি মুসল্লিদের মধ্যে সবার শেষে মাসজিদে প্রবেশ করতেন এবং সবার আগে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতেন।"

সালাতে মনোযোগ ধরে রাখা

[১৫] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস এক মজলিসে সালাত চলাকালে—ঘরের কথা স্মরণ আসা সম্পর্কিত—আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমরা কি এমনটা অনুভব করো?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমার কাছে সালাতে এমনটা হওয়ার থেকে পেট বারবার বর্শার ফলাবিদ্ধ হওয়া অধিক পছন্দনীয়।'"

অসাধারণ বিনয়

[১৬] আবূ আলা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, 'আপনি আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনি আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।' তিনি বললেন, 'তুমি এমন কারও কাছে আবেদন জানাচ্ছ, যে নিজের ব্যাপারেই অক্ষম হয়ে পড়েছে। তবে তুমি আল্লাহর আনুগত্য করো, এরপর তার কাছে দুআ করো। তিনি তোমার দুআ কবুল করবেন।'"

গোপনে ইবাদাত করার প্রতি আগ্রহ

[১৭] ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এসে দেখতাম তিনি তার মাসজিদে সালাতরত অবস্থায় আছেন। আমাদের দেখে তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। এরপর আমাদের উদ্দেশে বলতেন—তোমরা কী চাও? তিনি এটা অপছন্দ করতেন যে, লোকজন তাকে সালাতরত অবস্থায় দেখে ফেলুক।"

দুনিয়া অন্তরে স্থান না পাওয়া

[১৮] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষের সুখ দেখেছি চার জিনিসের মধ্যে—নারী, খাবার, কাপড় এবং ঘুম। কাপড়—আল্লাহর কসম, কোন কাপড় দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করলাম—আমি পরোয়া করি না। নারী—আল্লাহর কসম, আমি কোনো নারীকে দেখলাম নাকি কোনো দেয়ালকে দেখলাম—আমি পরোয়া করি না। আর খাবার এবং ঘুম—এ দুটো আমার ওপর প্রবল হতে পেরেছে ততটুকু পর্যন্ত, যতটুকু আমি এর থেকে গ্রহণ করি। আল্লাহর কসম, এ দুটোর ব্যাপারে আমি আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব।'"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর কসম, তিনি এ দুটোর ব্যাপারে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।"

দিনমান ইবাদাতে ব্যস্ত থাকা

[১৯] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ ফজরের সালাত শেষে মাসজিদের এক প্রান্তে সরে যেতেন। এরপর বলতেন, 'কে আছো, যাকে আমি পড়াব?' তখন একদল মানুষ আসত। তিনি তাদের পড়াতেন, যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় এবং (নিষিদ্ধতার সময় অতিক্রান্ত হয়ে) সালাত পড়ার সুযোগ হয়। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সেই সালাত অব্যাহত থাকত। এরপর তিনি তার ঘরে ফিরে সামান্য বিশ্রাম করতেন। যখন সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে যেত তখন মাসজিদে ফিরে এসে সালাতে দাঁড়াতেন। যোহর আদায় করা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকত। যোহর আদায় শেষে আবার সালাত পড়তেন, যতক্ষণ না আসর আদায় করার সময় হয়। আসরের সালাতের পর মাসজিদের এক প্রান্তে সরে বসতেন, এরপর বলতেন, 'কে আছো, যাকে আমি পড়াব?' তখন একদল লোক তার কাছে আসত, তিনি তাদের পড়াতেন। এরপর যখন সূর্যাস্ত হয়ে যেত তখন মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। এভাবে ততক্ষণ সালাত পড়তে থাকতেন, যতক্ষণ না ঈশার সালাত আদায় করার সময় হয়। ঈশা আদায় শেষে বাড়িতে ফিরে আসতেন। তখন কেউ তাকে রুটি পরিবেশন করত আর তিনি তা খেয়ে নিতেন। এরপর সামান্য বিশ্রাম নিতেন। এরপর আবার উঠে যেতেন। যখন সাহরির সময় হতো তখন তার শেষ রুটিটি নিয়ে খেতেন। এরপর অল্প পানি পান করতেন। আর তারপর মাসজিদের উদ্দেশে বেরিয়ে যেতেন।"

খালাফ রাহিমাহুল্লাহ তার সূত্রে বর্ণনা করেন, "মানসুর ইবনু জাযান রাহিমাহুল্লাহ-ও এসব করতেন। তবে একটি বিশেষ গুণের কারণে তার শ্রেষ্ঠত্ব বেশি ছিল। (সেটি

হলো) তিনি ততক্ষণ রাতে বিশ্রাম করতেন না, যতক্ষণ না চোখের জলে তার পাগড়ি ভিজে যেত। এরপর তিনি পাগড়ি রেখে দিতেন।”

দান করা সত্ত্বেও অর্থ হ্রাস না পাওয়া

[২০] আবুল আলা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমার কাছে আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাতিজা বর্ণনা করেছেন, আমির রাহিমাহুল্লাহ তার ভাতা গ্রহণ করে চাদরের এক প্রান্তে রাখতেন। এরপর এমন যত মিসকিনের সঙ্গেই তার দেখা হতো, যে তার কাছে কিছু চাইত, তিনি তাকেই তা থেকে দিতেন। এরপর যখন পরিবারের কাছে আসতেন, তখন সেই অর্থকড়ি তাদের দিকে ছুড়ে দিতেন। অতঃপর তাঁরা তা গণনা করতেন। তখন তারা সমপরিমাণ অর্থই পেতেন, ঠিক যেমন তাকে দেওয়া হয়েছিল।”

আবূ মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ

[২১] মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আবূ মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে পত্র পাঠালেন : আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ—যিনি আবদু কাইস নামে পরিচিত ছিলেন—এর পুত্র আমিরের প্রতি, হামদ ও সালাতের পর, আমি তোমাকে একটি দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে—তুমি নাকি বদলে গেছ। তুমি যদি সে অবস্থায় থেকে থাকো, যে অবস্থায় আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, তবে তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং অবিচল থাকো। আর যদি তুমি বদলে গিয়ে থাকো তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং ফিরে এসো।”

সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা

[২২] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, “আমির ইবনু আবদি কাইস রাহিমাহুল্লাহ-কে শামে পাঠানো হলো। তখন তিনি বললেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে আরোহী অবস্থায় হাশর করিয়েছেন।’”

সকল বিষয় আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা

[২৩] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, “আমির রাহিমাহুল্লাহ তার দু-ভাতিজাকে বললেন, “তোমরা তোমাদের বিষয়-আশয় আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করো, প্রশান্তি পাবে।’”

আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তার সূত্রে বর্ণনা করেন, আমির ইবনু আবদি কাইস যখন ভোর যাপন করতেন তখন বলতেন, “হে আল্লাহ, এ সকল মানুষও তো ভোর এবং সন্ধ্যা যাপন করে। প্রত্যেকের রয়েছে বিভিন্ন প্রয়োজন। আর আমিরের প্রয়োজন হলো,

তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে।"

ইবাদাত এবং ত্যাগের কথা স্মরণ

[২৪] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইরাকে হারিয়ে এসেছি, এমন কোনো কিছুর জন্য আমার আফসোস হয় না, তবে দ্বিপ্রহরের পিপাসা এবং এমন সব মানুষদের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারা, যারা হাদীসের সন্ধানে থাকে—এই দুটো জিনিসের জন্য শুধু আফসোস হয়।"

বাইতুল মাকদিসে সালাত আদায়ের ফযীলত

[২৫] জারিয়া ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি শামে আগমন করলাম। শেষমেশ আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। সে সময় তিনি মাসজিদে বসা ছিলেন। আমি তার পাশে বসলাম, তখন তার পাশে আরেকজন উপবিষ্ট ছিলেন, যাকে আমি চিনি না। আমি তাকে বললাম, 'আমি কাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছি।' তিনি জানতে চাইলেন, 'কীসের জন্য?' আমি বললাম, 'একটা বর্ণনার কারণে, যা তার সূত্রে আমার কাছে পৌঁছেছে, যে কেউ এই মাসজিদে, অর্থাৎ বাইতুল মাকদিসে শুধু সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে আসবে সে ওই দিনের মতো হয়ে ফিরে যাবে, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম দিয়েছিলেন। আমির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তোমার উদ্দেশিত ব্যক্তি তোমার পাশেই উপবিষ্ট।' তখন কাব রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'কোনো রাত অপর রাতের বিনিময়ে নয়। কোনো দিন অপর দিনের বিনিময়ে নয়। কোনো বস্তু অন্য বস্তুর অনুরূপ নয়। একবার উমরা করা দুইবার বাইতুল মাকদিসে আসার চাইতে উত্তম। একবার হাজ্জ করা দুটো উমরার থেকে উত্তম। কোনো বান্দা যখন রাতে ঘুম থেকে উঠে উত্তমরূপে ওজু করে, এরপর দু-রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।'"

শীতকালের বৈশিষ্ট্য

[২৬] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ফেরেশতারা মুমিনের জন্য শীতকালের ব্যাপারে আনন্দিত হয়। তখন দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ফলে সে সাওম রাখে। রাত দীর্ঘায়িত হয়, ফলে সে সালাত পড়ে।"

আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, "যখন তিনি মুমূর্ষু হয়ে পড়লেন তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। এ দেখে লোকেরা বলল, 'কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে?' তিনি বললেন, 'আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না, দুনিয়ার লোভেও কাঁদছি না; কিন্তু দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণা এবং শীতকালের সালাতের কথা স্মরণ করে আমি কাঁদছি।'"

পার্থিব ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকা

[২৭] উকবা ইবনু ফুজালা তার শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, "আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ যখন ফলফলাদির পাশ দিয়ে যেতেন তখন বলতেন—কর্তিত, নিষিদ্ধ।"

সফলতা-ব্যর্থতার মাপকাঠি

[২৮] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মাসজিদে আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর এক মজলিস হতো। তিনি কিছুদিন পর সেই মজলিস বাদ দিয়ে দিলেন। তখন আমরা ধারণা করলাম, তিনি বোধ হয় প্রবৃত্তির অনুসারীদের মতো হয়ে গেছেন। আমরা তখন তার কাছে এসে বললাম, 'মাসজিদে আপনার একটা মজলিস হতো। আপনি সেটা বাদ দিয়ে দিলেন!' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো অধিক পরিমাণ শোরগোল এবং মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার মজলিস। তখন আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিলাম, আদতেই তিনি প্রবৃত্তির অনুসারীদের মতো হয়ে গেছেন।' আমরা বললাম, 'তাদের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?' তিনি বললেন, 'তাদের ব্যাপারে আমার কিছু বলার মুরোদ নেই। আমি আল্লাহর রাসূলের কিছু সাহাবিকে দেখেছি এবং তাদের সান্নিধ্যে থেকেছি। তারা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন—কিয়ামাতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ঈমানের অধিকারী হবে ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়ায় তার নফসের সবচেয়ে বেশি হিসেব নেবে। আর কিয়ামাতের দিন সর্বাধিক খুশির অধিকারী হবে ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হবে। কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশি হাস্যোজ্জ্বল হবে ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি কাঁদবে।'

তারা আমাদের কাছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ফরজ বিধানগুলোকে ফরজ করে দিয়েছেন, সুন্নত বিধানগুলোকে সুন্নত করেছেন এবং কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে আল্লাহর ফরজ এবং সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং তার সীমানাসমূহ অতিক্রম করা থেকে দূরে থাকবে, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে তার ফরজ এবং সুন্নতসমূহ পালন করবে, এরপর তার সীমানাসমূহ অতিক্রম করবে, তারপর তাওবা করবে, এরপর পুনরায় তা অতিক্রম করবে, তারপর আবার তাওবা করবে, সে ভবিষ্যতে ভয়াবহ অবস্থা, দুর্যোগ এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। পরিশেষে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে আল্লাহর ফরজ এবং সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং তার সীমানাসমূহ অতিক্রম করবে, এরপর এর ওপর অবিচল থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে আল্লাহর সঙ্গে একজন মুসলিম হিসেবে সাক্ষাৎ করবে—তিনি যদি চান, তাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন।"

কুরআনের ধারকরা দুনিয়াবিমুখ হবে

[২৯] আবূ যাকারিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ তার শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর এক ভাতিজি—যার নাম ছিল আবিদা—আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ রাখত। তার যা প্রয়োজন হতো নিজে প্রস্তুত করে দিত। তার জন্য সারিদ বানিয়ে তার কাছে নিয়ে আসত। আমির রাহিমাহুল্লাহ তা নিয়ে চলে যেতেন গাঁয়ের এতিমদের কাছে। তাদের ডাকতেন। সে সময় আবিদা বলত, আমি আমার নিজ হাতে এটা প্রস্তুত করেছি, যাতে আপনি তা খান। তিনি এর উত্তরে বলতেন, তুমি কি এটা চাও না যে, আমার উপকার হোক? বর্ণনাকারী বলেন, আমির রাহিমাহুল্লাহ তার ভাতিজিকে বলতেন, তুমি কুরআনকে আঁকড়ে ধরে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যাও। কারণ, কুরআনকে আঁকড়ে ধরেও যে দুনিয়া থেকে বিমুখ হতে পারেনি, তার অন্তর আফসোসের কারণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে।"

ইবাদাতে রয়েছে চোখের শীতলতা

[৩০] সাঈদ ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, আপনাকে যদি অধঃপতিত করে বসরায় প্রেরণ করা হয়! তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, তা তো সেই শহর, যাকে আমি ভালোবাসি। আমি সেখানে হিজরত করেছিলাম, সেখানে কুরআন শিখেছিলাম; কিন্তু তা ছিল প্রবৃত্তির যাত্রা। শুধু দুটো জিনিস ছাড়া ইরাকের বিচ্ছেদে আমার কোনো আক্ষেপ নেই—তার (ইরাকের) দ্বিপ্রহর ও আমার ভাইয়েরা; যাদের মধ্যে একজন হলেন আসওয়াদ ইবনু কুলসুম রাহিমাহুল্লাহ।'"

অন্যায়ভাবে আরোপিত অপবাদের যৌক্তিক খণ্ডন

[৩১] আবদুল্লাহ ইবনু আইয়াশ রাহিমাহুল্লাহ তার বাবা থেকে, তিনি তার শাইখের সূত্রে বর্ণনা করেন, "যিনি সেই মজলিস পেয়েছিলেন, যাতে আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তার দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কথা স্মরণ করেছিলেন। একবার তিনি বাদশাহর এক সহচরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে সময় লোকটি এক জিম্মিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল আর জিম্মি ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিল। তিনি জিম্মির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কি তোমার জিযয়া কর আদায় করেছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' এরপর সেই সহচরের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি এর থেকে কী চাও?' সে বলল, 'আমি চাই, সে শাসকের বাড়ি ঝাড়ু দেবে।' তিনি জিম্মির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট?' সে বলল, 'এটা আমাকে আমার পেশা থেকে সরিয়ে রাখবে।' তিনি বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও।' সে বলল, 'ছাড়ব না।' তিনি বললেন, 'ছাড়ো।' সে বলল, 'ছাড়ব না।' তখন তিনি তার চাদর রাখলেন। এরপর তিনি

বললেন, 'আমি জীবিত থাকতে তুমি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিম্মাকে লঙ্ঘন করতে পারবে না।' এরপর তিনি জিম্মিকে সেই সহচরের হাত থেকে মুক্ত করলেন। বিষয়টি বড় হতে হতে (এতদূর গড়াল যে) এটি তার দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণ হয়ে গেল।

এরপর একদিন বসরার শাসক ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এলেন। তাকে বলা হলো, শাসক দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাকে আসার অনুমতি দিলেন, সে সময় তিনি তার গদির ওপর শোয়া ছিলেন। সে বলল, 'এ হলো আপনার উদ্দেশে প্রেরিত আমিরুল মুমিনিনের চিঠি এই মর্মে—আপনি নাকি গোশত খান না, বিয়ে করেন না, ঘি খান না আর ইমামদের ব্যাপারে বিষোদ্গার করেন।' তিনি বললেন, 'আমি গোশত খাই না। কারণ, আমি এক কসাইয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় সে বলছিল, নিফাক নিফাক! এ কথা বলতে বলতে সে তার পশু জবাই করে ফেলল। আর আমি এমন পশুকে অপছন্দ করি, যা জবাই করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না। যখন আমাদের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা জাগে তখন আমরা নিজেরা ছাগল জবাই করে নিই। আর সেটাকে তো আমরা নিজেরাই লালনপালন করেছি। তাই আমরা এর গোশত খাই। আপনি বলেছেন যে, আমি ঘি খাই না। এর কারণ হলো, আমরা যুদ্ধের সময় দেখেছি, লোকেরা ছাগলের নিতম্ব কেটে সেটাকে ঘিয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে। অথচ তা হলো মৃত। তাই আমাদের এই পল্লি থেকে যে ঘি আসে, আমি শুধু সেই ঘি খাই। আপনি বলেছেন, আমি ইমামদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করি। কোনো ইমামের ওপর বিষোদ্গার করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি বলেছেন, আমি কোনো নারীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই না। এর কারণ হলো, আপনার মা আপনাকে জন্ম দেওয়ার আগে আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছি।' তখন হামরান বলল, 'মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ তোমার মতো লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন!' এ সময় আমির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তবে মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ আপনার মতো লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। কারণ, মুসলমানদের জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর কোনো বিকল্প নেই।'"

মাতৃভূমির স্মরণ

[৩২] জাফর ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ তার কতিপয় শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, আমির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি নিজেকে দেখি, বসরার ব্যাপারে আমার পরিতাপ হয় চারটি বিষয়ের কারণে—মুয়াজ্জিনের আজানের জবাব, দ্বিপ্রহরের পিপাসা এবং সেখানে রয়েছে আমার কিছু ভাই (যাদের জন্য আমার দুঃখ হয়)। এবং সেখানেই আমার মাতৃভূমি।"

যাইতুনের তেল ব্যবহার

[৩৩] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ একজনকে ডেকে তেল আনালেন। তখন তা নিজ হাতে বইয়ে দিলেন। এরপর এক হাত অপর হাতের ওপর মুছলেন। তাকে সে সময় দেখেছে এমন একজন আমাকে এটা বলেছেন। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "এটা হলো এমন বৃক্ষ, যা সিনাই পর্বতে জন্ম নেয় এবং আহারকারীদের জন্য তেল ও সুগন্ধী মশলা উৎপন্ন করে।'[১] এরপর সেই তেল তিনি তার মাথায় এবং দাড়িতে মেখে নিলেন।"

জিম্মিকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা

[৩৪] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, "আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন এক জিম্মির ওপর জুলুম করা হচ্ছিল। এ দেখে আমির রাহিমাহুল্লাহ তার চাদর ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহর জিম্মাকে লঙ্ঘিত হতে দেখতে পারি না।' তারপর তিনি তাকে উদ্ধার করলেন।"

কল্যাণকামনা

[৩৫] সাঈদ আল-জারিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন আমির ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-কে দেশান্তর করা হলো তখন তিনি বললেন, 'আমিরের ভাইয়েরা তাকে বিদায় জানিয়েছে।' এরপর তিনি জাহরুল মিরবাদ নামক জায়গায় গেলেন। সেখানে বললেন, 'আমি (আল্লাহর পথে) আহ্বানকারী। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো।' তারা বলল, 'আপনি উপস্থাপন করুন। আমরা আপনাকে সময় দিচ্ছি।' তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, যে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে, আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আমাকে আমার শহর থেকে বিতাড়িত করেছে এবং আমার মধ্যে ও আমার ভাইদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। হে আল্লাহ, আপনি তার সন্তান বৃদ্ধি করুন, তার দেহকে সুস্থ রাখুন এবং তাকে দীর্ঘজীবী করুন।'"

স্বজন হারানোর শোকে সমবেদনা

[৩৬] আবূ মুআবিয়া রাহিমাহুল্লাহ আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, "আমির রাহিমাহুল্লাহ বালআম্বার গোত্রের এক নারীর কাছে তার ভাইয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জানানোর জন্য আসলেন, সে ভাইটি ছিল তার পরিবারের সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কুরআনের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়ে (দুনিয়া-বিমুখ

---

[১] সূরা আল মুমিনুন, ২৩ : ২০

হয়ে) যাও। কারণ, যে কুরআনের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়ে দুনিয়া-বিমুখ হতে পারেনি, তার অন্তর আফসোসের কারণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।'"

কুরআনের ধারকদের আত্মমর্যাদা

[৩৭] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর আজাদ করে দেওয়া এক বৃদ্ধা ক্রীতদাসী ছিল। সে তার সঙ্গে তার বাড়িতে থাকত। সেই বৃদ্ধা বলেন, 'আমি ছাড়া আর কারও সঙ্গেই আমির রাহিমাহুল্লাহ নির্জনে মিলিত হতেন না।' একবার কতিপয় লোক তার কাছে এসে কিছু কথা বলল, আমি জানি না, তারা কী বলেছে। তবে আমি আমিরকে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও দোহাই দিয়ে বলছি—তোমরা কুরআনের অনুসারীদের জন্য লজ্জার কারণ হোয়ো না।"

দুনিয়ার ব্যাপারে অল্পেতুষ্টি

[৩৮] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জারিয়া ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ আমির রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসলেন। তখন তিনি সালাতে ছিলেন। তিনি এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন আমির ঘরকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং জারিয়া ঘরে প্রবেশ করে ভেতরে বসলেন। তিনি ঘরে শুধু পানির একটা মটকা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। আর আমিরের পরিধানে ছিল একটা কোট। তিনি তখন সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরপর আমির সালাত শেষ করলেন। তখন জারিয়া তাকে বললেন, 'হে আমির, আমি যা দেখছি, তুমি কি দুনিয়ার ব্যাপারে এতটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট? তুমি তো অনেক অল্পেই তুষ্ট!' তখন আমির বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি এবং আপনার সঙ্গীরাও সেসব লোক, যারা এ দুটোর ব্যাপারে অল্পেতুষ্ট।' এরপর তিনি উঠে (পুনরায়) সালাতে দাঁড়ালেন।"

মালিক ইবনু আবদিল্লাহ আল-খাসআমি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

ষাট বছর সাওম রাখা

[৩৯] হাসান ইবনু আবদিল আযীয রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার কাছে যামরা রাহিমাহুল্লাহ রাজা ইবনু আবী সালামা রাহিমাহুল্লাহ-এর সূত্রে লিখে পাঠালেন যে—মালিক ইবনু আবদিল্লাহ আল-খাসআমি রাহিমাহুল্লাহ-এর সারাজীবনের সাওম গণনা করা হলো। তখন দেখা গেল এর পরিমাণ ষাট বছরের সমতুল্য।"

লোক দেখানোর জন্য কান্না

[৪০] ইবরাহীম ইবনু আবদিল্লাহ আল-কাত্তানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার কাছে এ মর্মে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, কান্নার দশটা অংশ রয়েছে; যার নয় অংশ লৌকিকতা আর এক অংশ মহামহিম আল্লাহর জন্য। বছরে যদি একবার সেই কান্না আসে—যা আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে—তাহলে তা-ই বেশি।"

ভালো কাজে মানুষের তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করা

[৪১] সালিহ ইবনু খালিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন তুমি কোনো ভালো কাজ করতে চাইবে, তখন মানুষদের গরুর পর্যায়ে গণ্য করবে। তবে তুমি তাদের তাচ্ছিল্য করবে না।"

সহনশীলতা বিবেকের চেয়েও বেশি দামি

[৪২] রাজা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সহনশীলতা আকল (যুক্তি, বুদ্ধি) থেকে সুউচ্চ। কারণ, মহামহিম আল্লাহ নিজেকে সেই নামেই অভিহিত করেছেন।"

সর্বাবস্থায় তাসবিহ পাঠ করতে থাকা

[৪৩] আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা আব্বাজানের সাথে চলছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, 'যতক্ষণ না ওই গাছ পর্যন্ত গমন

করবে, ততক্ষণ তাসবিহ পাঠ করতে থাকো।' আমরা সেই গাছের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত তাসবিহ পাঠ করতে থাকলাম। যখন আমাদের দৃষ্টির সীমায় অন্য একটি গাছ এল তখন তিনি বললেন, 'তোমরা তাকবির পাঠ করতে থাকো, যতক্ষণ না ওই গাছের কাছে পৌঁছো।' তখন আমরা তাকবির পাঠ করতে থাকলাম। তিনি (প্রত্যেক সফরে) আমাদের সঙ্গে এরূপ করতেন।"

পাপের ব্যাপারে সন্তুষ্টি বঞ্চনার কারণ

[৪৪] আবদুল্লাহ ইবনু শুমায়ত রাহিমাহুল্লাহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি পাপাচারের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলো, সে পাপাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো। যে আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি সন্তুষ্ট হলো, তার কোনো নেক আমল ওপরে উঠবে না (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না)।"

আবদুল্লাহ ইবনু শুমায়ত রাহিমাহুল্লাহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, "আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি—মুমিনের মূল পুঁজি হলো তার দ্বীন। সে যেখানে যায়, তার সঙ্গে তার দ্বীনও সেখানে যায়। সে তা ঘরে রেখে যেতে পারে না এবং লোকদের থেকে তার ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ করে না।"

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ রাতের আমল

[৪৫] আবূ সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় যখন উঠতেন, তখন তার দুহাত উত্তোলন করতেন এবং আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতেন। এরপর তিনবার বলতেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اللَّهُ أَكْبَرُ

'হে আল্লাহ, আপনার প্রশংসাসহ বড়ত্ব ঘোষণা করছি। আপনার নাম বরকতপূর্ণ এবং সমুন্নত। এবং আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সর্বাধিক বড়।' এরপর তিনবার বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

এরপর তিনবার বলতেন,

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ

'সর্বজ্ঞানী সর্বশ্রোতা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে—তার খোঁচা, ফুঁক ও কুমন্ত্রণা থেকে।'"

মুমিনের পদস্খলনে উল্লাস কোরো না

[৪৬] ইয়াজিদ ইবনু মাইসারা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুমিনের (ক্রোধের) আগুনকে ভয় করো, যেন তা তোমাকে পোড়াতে না পারে। কারণ, সে যদি দিনে সাতবারও হোঁচট খায়, তথাপি তার হাত মহামহিম আল্লাহর হাতেই থাকে। তিনি যখন চাইবেন, তাকে উঠিয়ে দেবেন।"

লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা

[৪৭] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ নেওয়ার সময় কমিয়ে নিতেন, আর দেওয়ার সময় ওজন করে দিতেন।"

বিদায়ের সময় সালামের ফযীলত

[৪৮] ইয়াহইয়া ইবনু রাশিদ আল-জারিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাদের কাছে মুআবিয়া ইবনু কুররাহ রাহিমাহুল্লাহ আসলেন। তিনি তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে রাখলেন। এরপর তার ওপর ভর দিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর মজলিস ত্যাগ করার জন্য উঠলেন। তখন তিনি সালাম দিলেন এবং বললেন, 'আমার কাছে এ মর্মে বর্ণনা পৌঁছেছে—যে ব্যক্তি কোনো কওমের মজলিসে বসবে, আর তাদের কাছ থেকে উঠে যাওয়ার সময় সময় সালাম দেবে, তবে সে (ব্যক্তি) উঠে যাওয়ার পরও লোকেরা যত ভালো কাজ করবে, সে তার সাওয়াবে অংশীদার থাকবে। (অর্থাৎ তাদের নেক আমলেরও বদলা পাবে)।'"

হাজ্জাজের কারাগারে বন্দীদের আধিক্য

[৪৯] সালিহ ইবনু আবদির রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সুলায়মানের শাসনামলে আমরা হাজ্জাজের কারাগারে থাকা বন্দীদের সংখ্যা গণনা করেছি। তখন আমরা তাদের সংখ্যা পেয়েছি তেত্রিশ হাজার। (আর এই তেত্রিশ হাজার ছিল শুধু সেসব বন্দী) যাদের ওপর তখন পর্যন্ত কোনো অঙ্গ কর্তন কিংবা শূলে চড়ানোর ফায়সালা আরোপিত হয়নি।"

কাসিম ইবনু মুখাইমিরা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো মুসলিমের কবর মাড়ানোর থেকেও আগুন নিভে যাওয়া পর্যন্ত অঙ্গারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা বিঁধে যাওয়া পর্যন্ত বর্শার ফলার ওপর পা রাখা—আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"

ইয়াহইয়া ইবনু আবী আমর আশ-শাইবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাজা ইবনু হাইওয়া রাহিমাহুল্লাহ আসরের সালাত বিলম্বে পড়াকে উত্তম মনে করতেন এবং তিনি যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়তেন।"

আলি ইবনু আবী হামলা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মালিক আমাকে তার সান্নিধ্যে রাখার ইচ্ছা করলেন। আমি এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আবী যাকারিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, তুমি স্বাধীন মানুষ। নিজেকে কিনা এখন দাস বানাতে চাচ্ছ!"

বাইতুল মাকদিসে ইবাদাতের ফযীলত

[৫০] আবদুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইলয়াস এবং খাজির (আলাইহিমাস সালাম) রমাদান মাসে বাইতুল মাকদিসে সিয়াম পালন করতেন এবং প্রতিবছর সময় পূরণ করতেন।"

সুলাইমান ইবনু কাইসান আবী ঈসা খুরাসানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিসে জামাতের সঙ্গে ফরজ সালাত আদায় করবে, তাকে পঁচিশ হাজার সালাতের সওয়াব দেওয়া হবে। আর যে একাকী সালাত আদায় করবে, তাকে এক হাজার সালাতের প্রতিদান দেওয়া হবে।"

জান্নাতে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না

[৫১] আবদুল কারীম ইবনু রশিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন জান্নাতিরা জান্নাতের দরজার কাছে এসে পৌঁছবে, তখন তারা পরস্পরের দিকে ষাঁড়ের (ন্যায় হিংস্র) দৃষ্টিতে তাকাবে। এরপর যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের সব হিংসা দূর করে দেবেন। ফলে তারা ভাই ভাই হয়ে যাবে।"

হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

আখিরাতের কথা স্মরণ

[৫২] মাতার আল-ওয়াররাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হারিম আল-আবদি রাহিমাহুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবি হুমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে রাত যাপন করলেন। সে রাত পুরোটাই হুমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে কেঁদে কাটালেন। এভাবেই ভোর হলো। ভোর হওয়ার পর হারিম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'হে হুমামাহ, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাল?' তিনি বললেন, 'আমার সেই রাতের কথা স্মরণ এসেছে—যার ভোর হবে এমন—যাতে কবরগুলো উন্মোচিত হবে, এরপর তার (কবরের) অধিবাসীদের বের করে আনা হবে।' এরপর একদিন হুমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হারিম রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে রাত যাপন করলেন। সে রাতও তিনি কেঁদে কেঁদে কাটালেন। অবশেষে ভোর হলো। ভোরে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসের স্মরণ আপনাকে কাঁদাল?' তিনি বললেন, 'আমার সেই রাতের কথা স্মরণে এসেছে, যার ভোরে আকাশের তারকাগুলো খসে পড়বে—এ বিষয়টি আমাকে কাঁদিয়েছে।' কখনো তারা দিনের বেলা একসাথে বের হয়ে 'রায়হান' (সুগন্ধ ফুল)-এর বাজারে আসতেন। সেখানে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতেন এবং এ ছাড়া আরও অনেক দুআ করতেন। তারপর তারা কামারদের কাছে এসে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অবশষে তারা আলাদা (পথ) ধরে নিজ নিজ বাড়ির দিকে যাত্রা করতেন।"

ফিতনা থেকে পানাহ চাওয়া

[৫৩] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হারিম রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমি আল্লাহর কাছে এমন কালে পৌঁছা থেকে পানাহ চাই—যাতে প্রবীণরা দীর্ঘ জীবনের স্বপ্ন দেখবে, নবীনরা অবাধ্য হয়ে যাবে, আর সে সময় মৃত্যু তাদের নিকটবর্তী হবে।"

পবিত্র বারিধায় সিক্ত সমাধি

[৫৪] আওন ইবনু আবী শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি তার পিতার সূত্রে বলেন, আমি হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখেছি। এক গ্রীষ্মের দিনে তাকে দাফন করা হয়েছে। তখন একখণ্ড মেঘ এসে তার কবর এবং কবরের চতুষ্পার্শ্বে পানি বর্ষণ করেছে। পানি বর্ষণ শেষে সেই মেঘখণ্ড সরে গেছে।"

মৃত্যুকালীন ওসিয়ত

[৫৫] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাদের ইলমি মজলিসে আলোচনা হয়েছে, হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাকে বলা হলো, আপনি ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, 'আমি জানি না, আমি কী ওসিয়ত করব। তবে তোমরা আমার বর্ম বিক্রি করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়ো। যদি এতে পুরোপুরি পরিশোধ (করা সম্ভব) না হয়, তাহলে আমার গোলামকেও বিক্রি করে দিয়ো। আর আমি তোমাদের সূরা নাহলের শেষের দিকের আয়াতগুলোর ওসিয়ত করছি,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন হিকমাত এবং সদুপদেশের মাধ্যমে।'"[২]

জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যাশীদের হতাশাব্যঞ্জক চিত্র

[৫৬] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি জাহান্নামের মতো এমন কিছু দেখিনি, যা থেকে পলায়নপর ব্যক্তি উদাসীনতায় মত্ত থাকে। আর আমি জান্নাতের মতো এমন কিছু দেখিনি, যার সন্ধানী নিদ্রায় বিভোর থাকে।"

---

[২]

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

"এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন, যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত। তোমরা যদি প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততটুকুই নেবে, যতটুকু জুলুম তোমাদের ওপর করা হয়েছে। আর যদি সবর করতে পারো তবে সবর অবলম্বনকারীদের পক্ষে তা-ই কল্যাণকর।"
(সূরা নাহল, ১৬ : ১২৫-১২৬)

অন্যায় কাজ থেকে বারণ না করার কারণে তিরস্কার

[৫৭] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ কোনো এক যুদ্ধে ছিলেন। সে সময় এক ব্যক্তি তার কাছে অনুমতি চাইল। তিনি ভাবলেন, সে হয়তো কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন সারার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। (তাই তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।) সে ব্যক্তিটি বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে এল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি (এতকাল) কোথায় ছিলে?' সে বলল, 'আমি অমুক দিন আপনার কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম। আপনিও অনুমতি দিয়েছিলেন।' তিনি বললেন, 'তুমি তাহলে সেই অনুমতির দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নিয়েছিলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি তখন সেই ব্যক্তিটিকে অনেক শক্ত কথা বললেন। এ দেখে তার সঙ্গীদের কেউ আর তার সঙ্গে কথা বলেনি। কারণ, তারা তাকে রাগ করতে এবং এক মুসলিম ভাইকে শক্ত কথা বলতে দেখে (চুপ ছিল)।' তিনি বলেন, 'এরপর হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের ভাগ্যে মন্দ সাথি জুটুক। তোমরা দেখেছ, আমি আমার ভাইকে কী কথা বলেছি। এরপরেও তোমাদের কেউ আমাকে তা থেকে বারণ করলে না! হে আল্লাহ, আপনি মন্দ লোকদের মন্দ যুগের জন্য রেখে দিন।'"

আল্লাহর অভিমুখী বান্দার পুরস্কার

[৫৮] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাদের ইলমি মজলিসে আলোচনা হয়েছে যে, হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, কোনো বান্দা যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহমুখী হয়, তবে আল্লাহর মুমিনদের অন্তর তার অভিমুখী করে দেন। তিনি তাকে বান্দাদের ভালোবাসা এবং সহমর্মিতা দান করেন।"

শেষ রাতে কাব্যচর্চার কারণে নিন্দা জ্ঞাপন

[৫৯] মুহাম্মাদ বিন নাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা হারিম ইবনু হাইয়ানের সঙ্গে খোরাসান থেকে ফিরছিলাম। যখন আমরা মাঝপথে ছিলাম তখন এক রাতের শেষ প্রহরে আমি কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করছিলাম। তখন হারিম রাহিমাহুল্লাহ চাবুক উঠিয়ে আমার পিঠে একটা আঘাত করলেন। আমি তখন (কবিতা আবৃতি করা থেকে নিজেকে) গুটিয়ে নিলাম। তিনি আমাকে বলেন, 'যে সময় রহমান (দুনিয়ার আকাশে) নেমে আসেন এবং যে সময় দুআ কবুল করা হয়, তুমি সে সময়ে কবিতা আবৃত্তি করছ!'"

অন্য বর্ণনায় কথাটা এভাবে এসেছে, "যে সময়ে দুআ কবুল হয় এবং রহমত নেমে

আসে (তুমি সে সময়ে কবিতা আবৃত্তি করছ!)।"

পাপাচারী আলিম থেকে দূরে থাকা

[৬০] হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমরা পাপাচারী আলিম থেকে দূরে থাকো। কথাটি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছল। তিনি এতে উদ্বিগ্ন হয়ে তার কাছে পত্র লিখলেন—পাপাচারী আলিমের স্বরূপ কী? তার পত্রের জবাবে হারিম রাহিমাহুল্লাহ লিখে পাঠালেন—আল্লাহর কসম হে আমিরুল মুমিনিন, আমি এর দ্বারা মন্দ কিছু উদ্দেশ্য নিইনি। একজন আলিম এমন ইমাম হয়, যে মানুষদের ইলমের কথা বলে আবার নিজে পাপাচারেও লিপ্ত থাকে। তখন জনসাধারণের কাছে বিষয়টা অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়।"

অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা থেকে দূরে থাকা

[৬১] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ-কে গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। তিনি বলেন, তখন তার ধারণা হলো—সম্প্রদায়ের লোকেরা তার কাছে যাতায়াত করবে। তাই তিনি অগ্নি প্রজ্বালনের নির্দেশ দিলেন। তার নির্দেশে তার বাসস্থান এবং তার সাক্ষাৎ-প্রত্যাশীদের মধ্যবর্তী স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করা হলো। এরপর সম্প্রদায়ের লোকেরা তার কাছে এসে দূর থেকে সালাম দিলো। তখন তিনি বললেন, 'আমার সম্প্রদায়ের লোকদের স্বাগতম! আপনারা কাছে আসুন।' তখন তারা বলল, 'আল্লাহর কসম, আমরা আপনার কাছে আসতে পারব না। আগুন আমাদের এবং আপনার মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন, আপনারা তো এর চেয়ে ভয়াবহ আগুন—জাহান্নামের আগুনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান!'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তখন তারা ফিরে গেল।"

মৃত্যুকালীন উপদেশ

[৬২] আবূ কাজআ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সূরা নাহলের শেষের দিকের আয়াতগুলোর ওসিয়ত করছি,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন হিকমাত এবং সদুপদেশের মাধ্যমে।'

জান্নাতের তাঁবু

[৬৩] খুলাইদ আল-উমারি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার কাছে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, (জান্নাতের) তাঁবু হবে শূন্যগর্ভ মুক্তো(-নির্মিত); যার সত্তরটি কপাটই মোতির থাকবে।"

আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়

[৬৪] হুমায়দ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হারিম ইবনু হাইয়ান ও আবদুল্লাহ ইবনু আমির (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরোলেন। পথ চলতে চলতে তাদের উষ্ট্রীবাহনের সামনে সিল্লিয়ানা[৩] পড়ল। এ দেখে তাদের উভয়ের উষ্ট্রীই সেদিকে দ্রুত ছুটে গেল। এরপর তাদের একজনের উষ্ট্রী তা খেয়ে ফেলল। তখন হারিম রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আমিরকে বললেন, 'তোমাকে কি এ বিষয়টি আনন্দ দেবে যে, তুমি এই সিল্লিয়ানা হবে আর এ ধরনের কোনো পশু এসে তোমাকে খেয়ে চলে যাবে?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর কসম, আমি তার রহমতের প্রত্যাশা রাখি, প্রত্যাশা রাখি এবং প্রত্যাশা রাখি।' তখন হারিম বললেন, 'কিন্তু আল্লাহর কসম আমি এটা ভালোবাসি যে, আমি এই সিল্লিয়ানা হব আর এ ধরনের কোনো পশু এসে আমাকে খেয়ে চলে যাবে। এরপর আমার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।'"

[৬৫] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হারিম ইবনু হাইয়ান এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমির (রাহিমাহুমাল্লাহ) হিজায ভূমির উদ্দেশে বের হলেন। তারা নিজ নিজ উষ্ট্রীর ওপর চড়ে পথ চলছিলেন। একপর্যায়ে তারা এমন স্থান দিয়ে অতিক্রম করলেন যেখানে ঘাস, তৃণ ও লতাগুল্ম রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাদের উভয়ের উষ্ট্রী সেই লতাগাছ নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হে ইবনু আমির, তোমাকে কি এ বিষয়টি আনন্দ দেবে যে, তুমি এই গাছগুলোর মধ্য থেকে একটি গাছ হবে, আর এমন কোনো উষ্ট্রী এসে তোমাকে খেয়ে যাবে, এরপর তোমাকে মলরূপে ত্যাগ করবে, ফলে তুমি মলরূপে গৃহীত হবে।' আবদুল্লাহ ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'না, আল্লাহর কসম, আমি মহান আল্লাহর থেকে যে রহমতের প্রত্যাশা রাখি, তা এর থেকে অনেক উত্তম।' তখন হারিম ইনবু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এটা ভালোবাসি যে, আমি এই গাছগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি গাছ হব। আর এমন কোনো উষ্ট্রী এসে আমাকে খেয়ে মলরূপে ত্যাগ করে চলে যাবে। এরপর আমি পশুর মল হিসেবে গৃহীত হব। আর কিয়ামাত দিবসে আমাকে আর হিসাবের কষ্ট—হয়তো জান্নাত অভিমুখে কিংবা জাহান্নামের দিকে—ভোগ করতে হবে না। হে ইবনু আমির, আফসোস তোমার জন্য! আমি তো মহাদুর্যোগের আশঙ্কা করি।'"

---

[৩] পশুর খাদ্যবিশেষ।

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তিনি ছিলেন তাদের উভয়ের মধ্যে মহান আল্লাহর ব্যাপারে অধিক ফিকহ এবং ইলমের অধিকারী।"

জাহান্নাম নিশ্চিত হয়ে গেলেও আমল পরিত্যাগ না করা

[৬৬] জামরাহ ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হারিম ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাকে যদি বলা হয়, আমি জাহান্নামীদের একজন তাহলে আমি আমল পরিত্যাগ করব না, যাতে আমার নফস আমাকে এই বলে তিরস্কার না করে যে, কেন করলে না! কেন করলে না!"

বৃষ্টি এসে তার কবরকে সিক্ত করে দিয়ে গেল

[৬৭] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হারিম রাহিমাহুল্লাহ এক গ্রীষ্মের দিনে কোনো এক যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। যখন তার দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়, তখন একখণ্ড মেঘ এসে তার কবরকে সিক্ত করে দিয়ে যায়। তবে একফোঁটা পানিও কবরকে অতিক্রম করেনি (অর্থাৎ কবরের ভেতরে প্রবেশ করেনি)। এরপর সে (মেঘ) যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই হারিয়ে যায়।"

আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

দুটো অনন্য-সাধারণ স্বভাব

[৬৮] হারিস ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ বসরার এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, "আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'কী ব্যাপার! আপনি কঙ্কর স্পর্শ করেন না কেন?' তিনি বললেন, 'তা স্পর্শ করার মধ্যে কোনো প্রতিদান নেই এবং তা পরিহার করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। তবে আমার মধ্যে দুটো স্বভাব রয়েছে—আমার সঙ্গী যখন আমার কাছ থেকে চলে যায় তখন আমি তার দোষচর্চা করি না এবং আমি কোনো সম্প্রদায়ের এমন বিষয়ে নাক গলাই না, যে বিষয়ে তারা আমাকে সাথে রাখেনি।'"

অবসর সময়ে কুরআন পাঠ

[৬৯] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাকে আহনাফ ইবনু কায়সের গোলাম অবগত করেছে—আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ যখন একান্ত সময় পেতেন তখনই তাকে কুরআন মাজিদ দেওয়ার জন্য আহ্বান করতেন।"

অসাধারণ বিনয়

[৭০] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি সহনশীল নই। তবে আমি সহনশীলতার ভান করি।"

পিঁপড়াদের স্থান ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ

[৭১] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একবার পিঁপড়া অনেক বেড়ে গেল। পিঁপড়ারা আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-কে অনেক কষ্ট দিচ্ছিল। তখন তিনি একটি চেয়ার আনার নির্দেশ দিলেন। ফলে একটি চেয়ার এনে পিঁপড়ার গর্তের ওপর রাখা হলো। এরপর তিনি আল্লাহর তাআলার প্রশংসা ও তার গুণ বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, 'তোমরা তো আমাদের কষ্ট দিচ্ছ। সুতরাং তোমরা নিবৃত্ত হয়ে যাও, অন্যথায় আমরাও তোমাদের কষ্ট দেবো।'"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এরপর পিঁপড়ারা নিবৃত্ত হলো এবং সেখান থেকে চলে গেল।"

কথা বলা থেকে বিরত থাকা

[৭২] হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, বানু তামিম গোত্রের এক শাইখ বলেন, "আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, (আল্লাহর কাছে) জবাব দানের ভয় আমাকে অধিকাংশ সময় কথা বলা থেকে বিরত রাখে।"

কৃতজ্ঞতার সাজদা

[৭৩] জুবায়র ইবনু হাবিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "দু-ব্যক্তি আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছাল যে, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করেছেন। (এ কথা শুনে তিনি) তখন তিনি সাজদায় লুটিয়ে পড়লেন।"

বিনয়ী দুআ

[৭৪] মারওয়ান আল-আসগার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন, তাহলে আমি তো শাস্তিরই উপযুক্ত। আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহলে আপনি তো তারও অধিকার রাখেন।'"

উম্মাহর ধ্বংস মুনাফিকের হাতে

[৭৫] আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি একবার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বসা ছিলাম। সে সময় তিনি বললেন, 'এই উম্মাহর ধ্বংস জ্ঞানী মুনাফিকের দু-হাতের মধ্যে রয়েছে। আমি তোমাকে পর্যবেক্ষণ করেছি। ফলে তোমার মধ্যে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। সুতরাং তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরে যাও। কারণ, তারা তোমার মতামত-সিদ্ধান্ত থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।'"

আগুনের ওপর হাত রেখে অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা

[৭৬] সালামাহ ইবনু মানসুর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার বাবা একটি গোলাম কিনলেন। গোলামটি এককালে আহনাফের মালিকানায় ছিল। পরবর্তীকালে তিনি তাকে আজাদ করে দেন। আমি তাকে তার বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছি। তিনি বর্ণনা করতেন, আহনাফ রাহিমাহুল্লাহ-এর রাতের বেলার সাধারণ সালাত ছিল দুআ। তিনি নিজের কাছে প্রদীপ রাখতেন। এরপর তার ওপর হাত রেখে বলতেন, 'অনুভব করো হে

আহ্নাফ, কোন জিনিস তোকে অমুক অমুক দিন এই এই (গোনাহের) কাজ করতে প্ররোচিত করেছিল?'"

বাসগৃহ হিসেবে কুঁড়েঘরই পছন্দনীয়

[৭৭] সাঈদ ইবনু মাসঊদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আহ্নাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-কে—তিনি ছিলেন নিজ গোত্রের নেতা—বলা হলো, 'আমরা কি আপনার জন্য কখনো একটি বেষ্টনী তৈরি করব না?' তিনি বললেন, 'আমি জাহান্নাম ছাড়া অন্য কোনো স্থানের বেষ্টনীর কথা জানি না। আল্লাহর কসম, আমার এখানে কোনো বেষ্টনী তৈরি করা হবে না।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তার বাসস্থান চিরকাল বাঁশনির্মিত কুঁড়েঘরই ছিল, যতদিন না তিনি মহান আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।"

বার্ধক্যের দিনগুলোতেও অবিরাম সিয়াম পালন

[৭৮] সাঈদ ইবনু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, আহ্নাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'আপনি অনেক বয়োবৃদ্ধ। সিয়াম পালন আপনাকে দুর্বল করে ফেলবে।' তিনি বললেন, 'দীর্ঘ অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমি এগুলোকে গণনা করে রাখছি।'"

লৌকিকতা বর্জন করা

[৭৯] আবুজ জিনবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এক যুবক আহ্নাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে হাঁটত। একদিন তিনি তার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেই যুবকটি তার সামনে লৌকিকতা প্রদর্শন করল। তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি বোধ হয় প্রদর্শনকারীদের একজন!' সে তখন বলল, 'হে আবূ বাহর, প্রদর্শনকারী কী?' তিনি বললেন, 'যারা এমন বিষয়ে প্রশংসা করা পছন্দ করে, যা তারা করেনি। হে ভাতিজা, যখন তোমার সামনে হক প্রকাশিত হয় তখন তুমি তা গ্রহণ করার জন্য মনকে স্থির কোরো এবং তা ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে বিমুখ হোয়ো।'"

তিন কাজে তাড়াহুড়ো করা

[৮০] আবদুল আযীয ইবনু কারিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আহ্নাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'হে আবূ বাহর, আমরা আপনার চেয়ে অধিক ধীরস্থির কোনো ব্যক্তি দেখিনি।' তিনি বললেন, 'তিনটি বিষয়ে আমার তাড়াহুড়ো রয়েছে।' তারা জিজ্ঞেস করলেন, 'সেগুলো কী?' তিনি বললেন, 'সালাত—যখন তার ওয়াক্ত আসে, আর আমি যতক্ষণ না তা আদায় করি; কুমারী মেয়ে—যখন তার উপযুক্ত পাত্র

(তাকে বিয়ের) প্রস্তাব দেয়, যতক্ষণ না আমি তাকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিই। এবং মৃত ব্যক্তি—যখন সে মৃত্যুবরণ করে, যতক্ষণ না আমি তাকে তার কবরে রেখে আসি (এ তিনটি বিষয়ে আমার তাড়াহুড়ো রয়েছে)।'”

বিপদের কথা কারও নিকট উল্লেখ না করা

[৮১] মুগিরা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ-এর এক ভাতিজা তার কাছে দাঁতব্যথার অভিযোগ করল। তখন আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, 'চল্লিশ বছর হলো আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে। আজও আমি এ কথা কারও সামনে উল্লেখ করিনি।'”

আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা

[৮২] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি নিজেকে কুরআনের সামনে উপস্থাপন করলাম। তখন আমি নিজেকে এই আয়াতের থেকে অন্য কিছুর সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ পেলাম না :

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

'আর কিছু লোক এমন, যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা ভালো কাজের সাথে খারাপ কাজ মিশ্রিত করে ফেলেছিল। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন।'”[৪]

মিথ্যা বলার চেয়ে নীরব থাকা ভালো

[৮৩] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “লোকেরা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে মতবিনিময় করল। আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ তখন নীরব ছিলেন। তাই মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না যে!' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি, যদি আমি মিথ্যা বলি। আর আমি তোমাদের ভয় করি, যদি আমি সত্য বলি।'”

সজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকা

[৮৪] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, “আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ এক সফর থেকে ফিরলেন। এসে দেখলেন, লোকেরা তার ঘরের ছাদকে পরিবর্তন

---

[৪] সূরা তাওবা, ৯ : ১০২

করে ফেলেছে (অন্য বর্ণনায় কথাটা এ বাক্যে এসেছে—ছাদে লাল-সবুজ রং করে ফেলেছে)। লোকেরা তাকে বলল, 'আপনার ঘরের ছাদ সম্পর্কে আপনার কী মন্তব্য?' তিনি বললেন, 'তোমাদের কাছে ওজর পেশ করছি। আমি এই ঘরে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তোমরা তাকে পূর্বের রূপে ফিরিয়ে আনো।'"

দুনিয়াতে গুনাহগারের জন্য প্রশান্তি নেই

[৮৫] আবূ মুআবিয়া আল-গালাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বনু তামিম গোত্রের একজন লোক বর্ণনা করেছেন, 'আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—মিথ্যুকের কোনো ব্যক্তিত্ববোধ নেই। হিংসুকের কোনো প্রশান্তি নেই। কৃপণের কোনো অন্তরঙ্গতা নেই। দুশ্চরিত্রের কোনো সম্মান নেই। বিরক্ত ব্যক্তির কোনো ভ্রাতৃত্ব নেই।'"

আত্মমর্যাদাবোধ

[৮৬] হাজানা ইবনু কাইস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অপদস্থতার বিনিময়ে অসংখ্য লাল উটের অধিকারী হওয়াকেও আমি অপছন্দ করি।'"

খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

সৎ ঋণগ্রহীতার প্রতিদান

[৮৭] ইয়াহইয়া ইবনু আবদির রহমান আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ-এর স্ত্রী সাহবা বিনতু আউস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, খুলাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "যে বান্দা তার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে—এরপর মহামহিম আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে এবং তার ওপর ভরসা করে—আমানত গ্রহণ করে। অতঃপর অপচয় করা ছাড়া কোনো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খরচ করে এবং তার আমানত পরিশোধের নিয়তও থাকে, অনন্তর তার এবং আমানত পরিশোধের মধ্যে মৃত্যু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় মহামহিম আল্লাহ তার ব্যাপারে ফেরেশতাদের বলেন, 'আমার অমুক বান্দাকে তার প্রয়োজন বাধ্য করেছে, ফলে সে আমার ওপর বিশ্বাস রেখে এবং ভরসা করে তার আমানত গ্রহণ করেছে, অনন্তর অপচয় না করে প্রয়োজনীয় কোনো ক্ষেত্রে খরচ করেছে এবং তার মধ্যে ও তা পরিশোধ করার মধ্যে মৃত্যু অন্তরায় হয়েছে। হে আমার ফেরেশতারা, তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি অমুককে তার হকের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিলাম এবং অমুককে ক্ষমা করে দিলাম।'"

মুমিনের তিন কাজ

[৮৮] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুমিনকে তুমি শুধু তিন কাজেই পাবে—সে মাসজিদ নির্মাণ করছে, অথবা ঘরে পর্দার ব্যবস্থা করছে, অথবা তার পার্থিব এমন কোনো কাজে রয়েছে, যা করাটা অবশ্যম্ভাবী।"

আল্লাহর সাক্ষাৎপ্রত্যাশীদের করণীয়

[৮৯] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ শুক্রবারে আসলেন। সে সময় তিনি দরজার চৌকাঠে হাত রেখে বললেন, 'হে ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে তার প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হতে চায় না? শোনো, তবে তোমরা তোমাদের মহান প্রতিপালককে ভালোবাসো এবং তার পথে উত্তমভাবে চলো।'"

ফেরেশতাদের সাক্ষী রাখা

[৯০] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ নিজ কওমের মজলিসে ফজরের সালাত আদায় করতেন। এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যিকরে রত থাকতেন। তারপর তিনি তাকে ঘরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিতেন। তখন তাকে ওঠানো হতো। এবং তার জন্য দুটো বালিশ রাখা হতো। এরপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলতেন, 'আমার রবের ফেরেশতাদের সাদর সম্ভাষণ! আল্লাহর কসম, আমি আজ তোমাদের আমার ব্যাপারে উত্তমতার সাক্ষী রাখছি। তোমরা নাও বিসমিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' তিনি এই অবস্থাতেই থাকতেন, যতক্ষণ না নিদ্রা তাকে পেয়ে বসত অথবা (সালাতের সময় হয়ে যেত আর) তিনি সালাতের জন্য বের হতেন।"

জাহান্নামবাসীদের বীভৎস অবস্থা

[৯১] মা'মার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "খুলাইদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলতেন :

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ

'তারপর সে নিজে (জাহান্নামে) উঁকি মারবে। তখন সে তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মাঝখানে।'[৫]

তিনি বলেন, অর্থাৎ জাহান্নামের ঠিক মাঝখানে।

তিনি আরও বলেন, 'সে দেখবে, জাহান্নামবাসীদের করোটি ফুটছে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠবে, আল্লাহর কসম, যদি মহামহিম আল্লাহ তাকে না চেনাতেন, তাহলে সে তাকে চিনতেই পারত না। তার দেহ এবং আবরণ তো বিবর্ণ হয়ে গেছে। তখন সে বলে উঠবে :

تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ

'সে তাকে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে একেবারেই বরবাদ করে দিচ্ছিলে!'[৬]

তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, যখন সে উঁকি দেবে

---

[৫] সূরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ৫৫

[৬] সূরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ৫৬

তখন সে তাদের করোটিকে ফুটন্ত অবস্থায় দেখতে পাবে।'"

যিকরে সাহায্যকারীরা মাসজিদের শোভা

[৯২] উকবা ইবনু আবী শাবিব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই সকল জিনিসের শোভা রয়েছে। আর মাসজিদের শোভা হলো সে সকল লোক, যারা পরস্পর পরস্পরকে মহামহিম আল্লাহর যিকরে সাহায্য করে।"

মুমিনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য

[৯৩] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, খুলাইদ আল-আসারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি মুমিনকে দেখবে সংযমী এবং অধিক প্রার্থনাকারী। তুমি মুমিনকে দেখবে আত্মমর্যাদাশীল এবং বাধ্যগত। তুমি মুমিনকে দেখবে মুখাপেক্ষী এবং অমুখাপেক্ষী। তুমি তাকে দেখবে মানুষের থেকে সংযমশীল এবং তার রবের কাছে অধিক প্রার্থনাকারী। তুমি তাকে দেখবে রবের জন্য একান্ত বাধ্যগত এবং নিজের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল। তুমি তাকে দেখবে মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষী এবং তার রবের দিকে একান্ত মুখাপেক্ষী।"

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এগুলোই হলো মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। আর সে হলো, পরিচিতির দিক দিয়ে মানুষজনের মধ্যে সর্বোত্তম আর পার্থিব সামগ্রী সংগ্রহের বিবেচনায় সবচেয়ে সরল।"

পাখি ডাক শুনে আল্লাহকে স্মরণ করা

[৯৪] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "কাক যখন কা কা করে ডেকে ওঠে, তখন তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ, আপনার পাখি ছাড়া অন্য কোনো পাখি নেই। আপনার কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো কল্যাণ নেই। এবং আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'"

মুতাররিফ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ–এর চোখে দুনিয়া

মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা

[৯৫] গাইলান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি—যদি আমার কাছে আমার মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো আগমনকারী আগমন করে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটিকে পছন্দ করার স্বাধীনতা দেয় যে, আমি জান্নাতি অথবা জাহান্নামিদের একজন হব কিংবা মৃত্তিকায় পরিণত হব, তাহলে আমি মৃত্তিকায় পরিণত হওয়াকে গ্রহণ করব।"

জাহান্নামের ভয়

[৯৬] মু'আল্লা ইবনু জিয়াদ আল-ফিরদাউসি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাই তার কাছে ছিল। তখন তারা জান্নাতের আলোচনায় বিভোর হয়ে গেল। মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, "আমি জানি না, তোমরা এ অবস্থায় কী বলবে! আমার মধ্যে ও জান্নাতের মধ্যে জাহান্নামের স্মরণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

অফুরন্ত নিআমাতের সন্ধান

[৯৭] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "মৃত্যু নিআমাতপ্রাপ্তদের ওপর তাদের নিআমাত নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তোমরা এমন নিআমাতের অনুসন্ধান করো, যার ওপর কখনো মৃত্যু আসবে না।"

তিনি আরও বলতেন, "আল্লাহর কসম, যদি আমাদের এই মজলিস আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য পূর্বে যে কিতাব বরাদ্দ রেখেছেন তাতে লিপিবদ্ধ থেকে থাকে, তাহলে আমাদের জন্য পূর্বে কৃত ফায়সালা কতই-না উত্তম! যদি আল্লাহ আমাদের জন্য যা বণ্টন করে রেখেছেন তার অংশ হিসেবে এটা আমাদের দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের জন্য কতই-না উত্তম বণ্টন তিনি করে রেখেছেন!"

বিশুদ্ধতা অর্জনের উপায়

[৯৮] গাইলান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অন্তরের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয় আমলের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে, আর আমলের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয় নিয়তের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে।"

আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা

[৯৯] গাইলান ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মুতাররিফকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহর জন্য যারা পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো সে, যে সর্বাধিক ভালোবাসে।' তিনি বলেন, 'আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর সামনে এটা উল্লেখ করলাম। তিনি (হাসান রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, সত্য বলেছেন।'"

ঈমান আশা এবং ভীতির মাঝামাঝি

[১০০] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যদি মুমিনের প্রত্যাশা ও ভীতিকে ওজন করা হয়, তাহলে একটি অপরটির ওপর প্রাধান্য পাবে না (অর্থাৎ দুটোই সমান সমান হবে)।'"

উদাসীনভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা নিষ্ফল

[১০১] জারিরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।' তখন তিনি বললেন, 'সম্ভবত তুমি তা করছ না।'"

ভেতরের চিত্র ও বাহিরের চিত্র অভিন্ন হওয়া

[১০২] আবুল আলা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন বান্দার গোপন এবং প্রকাশ্য অবস্থা সমান সমান হয়ে যায় তখন আল্লাহ বলেন, এ হলো আমার প্রকৃত বান্দা।"

জাহান্নামের ভয়ে জান্নাতের স্মরণ বিস্মৃত হয়ে যাওয়া

[১০৩] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দরজায় বসা ছিলাম। তখন মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, 'আমার মধ্যে এবং আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করার মধ্যে—জাহান্নামের ভয় (অথবা তিনি বলেছেন স্মরণ) অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "সেখানে উতবা নামীয় মদীনার একজন লোক ছিল। সে তখন বলল, 'আল্লাহ তার বান্দাদের থেকে এটা চান না।'"

আল্লাহর ভয়

[১০৪] গাইলান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যদি আল্লাহ আমাদের তার ভীতির দ্বারা মেরে ফেলতে চাইতেন, তাহলে আমরা এর সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলাম। আমি জানি, আমার মহান রব এ ছাড়াই আমার ওপর সন্তুষ্ট।"

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি নকশাওয়ালা রেশমি চাদর পরিধান করতেন এবং ঘোড়ায় আরোহণ করতেন। এরপর আমি যখন তার অভিমুখী হতাম, তখন চোখের শীতলতারই অভিমুখী হতাম।"

সবচেয়ে কল্যাণকর গুণ

[১০৫] হুমায়দ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এমন গুণের সন্ধান করলাম, যার পুরোটাই হবে কল্যাণ, যাতে অকল্যাণের কোনো ছোঁয়াই থাকে না। অবশেষে আমি তা পেলাম, (সে গুণটি হলো)—বান্দা স্বস্তি পেয়ে রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।"

আল্লাহর ব্যাপারে বান্দা নিরেট নির্বোধ

[১০৬] সুলাইমান ইবনুল মুগিরা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজের এবং মহান রবের মধ্যকার বিষয়ে নির্বোধ নয়। তবে কতক নির্বোধ কতকের থেকে নিম্নস্তরের।"

মানুষের সুধারণার সময় আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়া

[১০৭] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একদিন আমি মাজউরের সঙ্গে চলছিলাম। এমন সময় একজন লোক বলল, 'এই হলো দুজন জান্নাতি লোক।' তখন মাজউর তার দিকে তাকালেন। সে সময় তার চেহারায় বিতৃষ্ণা দেখা গেল। এরপর তিনি আকাশের দিকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জানেন এবং সে আমাদের জানে না। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জানেন এবং সে আমাদের জানে না।'"

সন্তুষ্টি ও ক্ষমাপ্রার্থনা

[১০৮] মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এক মজলিসে ছিলাম।

তাতে মুতাররিফ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ, সাঈদ ইবনু আবিল হাসান রাহিমাহুল্লাহ এবং অমুক অমুক ছিলেন। তখন সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।' তখন মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট না হন, তাহলে অন্তত আমাদের ক্ষমা করুন।'"

কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল বান্দা

[১০৯] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনিশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দা; যখন সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে আর যখন সে নিআমাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।'"

ইলমের আধিক্য ইবাদাতের আধিক্য থেকে উত্তম

[১১০] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "আল্লাহর কাছে ইবাদাতের আধিক্য থেকে ইলমের আধিক্য অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের দ্বীনদারির মধ্যে তাকওয়া হলো সর্বোৎকৃষ্ট।"

হারাম থেকে বেঁচে থাকা সর্বোত্তম আমল

[১১১] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'তুমি এমন দু-ব্যক্তির দেখা পাবে, যাদের একজন সালাত, সাওম এবং সদাকা অত্যধিক পরিমাণে করে; অথচ অপরজন (যে তার থেকে কম দান-সদাকা-সালাত-সাওম আদায় করে) তার থেকে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।' তাকে বলা হলো, 'এটা কীভাবে?' তিনি বললেন, 'অপর ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে অগ্রগামী।'"

মানুষের সামান্যতম ক্ষতির কারণও না হওয়া

[১১২] হাম্মাদ ইবনু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, "মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে দেয়াল থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো না যে, যারা-ই এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের প্রত্যেকেই যদি একমুষ্টি করে মাটি নিয়ে যায়, তাহলে কওমের দেয়ালই বিলীন হয়ে যাবে?'"

ইবাদাতের আগে ইলম অর্জন করা জরুরি

[১১৩] জাফর ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমরা ফিকহ অর্জন করো এবং ইবাদাত করা শেখো, এরপর (বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে) ফিরে যাও।"

প্রকৃত নিআমাত

[১১৪] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় এই মৃত্যু মানুষের নিআমাতকে নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তোমরা এমন নিআমাতের সন্ধান করো, যাতে মৃত্যু নেই।"

মানুষের প্রশংসা শুনে অস্থিরতা

[১১৫] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি যখন এমন কোনো মজলিসের পাশে গিয়েছি, যেখানে কাউকে আমার প্রশংসা করতে শুনেছি, তা-ই আমার ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।"

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য

[১১৬] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

'নিশ্চয়ই তাতে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।'"[৭]

তিনি বলেন, "মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কত উত্তম বান্দা! সে যখন নিআমাতপ্রাপ্ত হয় তখন কৃতজ্ঞতা আদায় করে আর যখন পরীক্ষায় আক্রান্ত হয় তখন ধৈর্যধারণ করে।'"

অনুতপ্ত বান্দা আত্মতৃপ্ত বান্দা থেকে উত্তম

[১১৭] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ঘুমন্ত অবস্থায় রাত যাপন করে অনুতপ্ত অবস্থায় সকালে জাগ্রত হওয়া আমার নিকট রাতভর ইবাদাত করে আত্মতৃপ্ত হয়ে ভোর করার থেকে অধিক পছন্দনীয়।"

---

[৭] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৫

আখিরাতের ফায়সালা জানার চাইতে শুষ্ক ছাইয়ে পরিণত হওয়াও অধিক পছন্দনীয়

[১১৮] ইসহাক ইবনু সুয়াইদ রাহিমাহুল্লাহ মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যদি আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অবস্থান করতাম এবং আমাকে ডেকে বলা হতো, হে মুতাররিফ, তুমি কি খুশি হবে যে, আমি তোমাকে অবগত করাব জান্নাত বা জাহান্নামের কোনটিতে তোমার অবস্থান হবে? তাহলে আমার অবস্থানস্থল জানার চাইতে শুষ্ক ছাইয়ে পরিণত হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় হতো।"

সকল কল্যাণের সমন্বায়ক

[১১৯] ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি অনেক চিন্তা করলাম, সকল কল্যাণের সমন্বায়ক কী। তখন দেখলাম, কল্যাণ হলো অধিক পরিমাণ সালাত এবং সিয়াম; অথচ তা হলো আল্লাহর হাতে। আর যা কিছু আল্লাহর হাতে, তার ব্যাপারে তুমি সক্ষম নও; তবে তুমি তার কাছে চাইতে পারো। তখন তিনি তোমাকে তা দেবেন। এরপর লক্ষ করলাম, কল্যাণের সমন্বায়ক হলো দুআ।"

দুআর আদব

[১২০] ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ এ কথা বলা অপছন্দ করতেন—হে আল্লাহ, আমাকে আপনি আপনার স্মরণ থেকে বিমুখ করবেন না এবং আমাকে আপনার কৌশল থেকে নির্ভয় করবেন না। তবে তিনি বলতেন—হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার স্মরণ থেকে বিমুখ করবেন না আর আমি আপনার কাছে আপনার কৌশলের ব্যাপারে নির্ভয় হওয়া থেকে পানাহ চাই, যতক্ষণ না আপনি আমাকে নির্ভয় বানান।"

ওজর এবং তিরস্কারের মাত্রা

[১২১] ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অধিক ওজর পেশকারীরা পাপাচারী। আর অধিক তিরস্কারকারীরা ক্রোধের শিকার।"

ঘরের আসবাবপত্রের তাসবিহ পাঠ

[১২২] সুলাইমান ইবনুল মুগিরাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তার সাথে তার ঘরের আসবাবপত্র তাসবিহ পাঠ করত।"

একাকী থাকার চাইতে সৎ সঙ্গী উত্তম

[১২৩] গাইলান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একাকিত্ব থেকে সৎ সঙ্গী উত্তম আর অসৎ সঙ্গীর থেকে একাকিত্ব উত্তম।"

চাবুকের প্রান্ত জ্বলে ওঠা

[১২৪] সাফিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ-এর গোলাম—যে তার সঙ্গে থাকত—এর থেকে শুনেছি, সে বলেছে, 'আমি মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে এক অন্ধকার রাতে আসছিলাম। তখন গোলাম তাকে বলল, আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তখন তার চাবুকের প্রান্তে প্রদীপের মতো আলো জ্বলে উঠল।'"

দুনিয়ার অদ্ভুত চিত্র

[১২৫] হুমায়দ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তোমরা বিস্মিত হও তাদের ব্যাপারে, যারা ধ্বংস হয়েছে। আর আমি বিস্মিত হই তাদের ব্যাপারে, যারা মুক্তি পেয়েছে। নিশ্চয়ই আদম-সন্তান হলো প্রথম শ্লেষ্মা, যার থেকে সকল দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। আর দুনিয়াকে প্রবৃত্তির চাহিদা বানানো হয়েছে। আর অন্তরের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে কৃপণতা এবং তাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সুখ-দুঃখের দ্বারা। যদি সুখ আসে, তাহলে তা হয় বিপদ। আর যদি দুর্যোগ আসে, তাহলে তা-ও হয় পরীক্ষা। তার জন্য এমন শত্রু নির্ধারণ করা হয়, যে তাকে এমন স্থান থেকে প্রত্যক্ষ করে, যেখান থেকে সে তাকে প্রত্যক্ষ করে না।"

এরপর তিনি সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আগমন করে বলেন, "আল্লাহর কসম, যদি তোমাদের কেউ শিকারের সন্ধানে এমন স্থান থেকে শিকারকে পর্যবেক্ষণ করে, যেখান থেকে শিকার তাকে দেখতে পায় না, তাহলে অবস্থা এই হবে যে, সে শিগগিরই তা ধরে ফেলবে।"

আল্লাহ যার দায়িত্ব ছেড়ে দেন সে ধ্বংস হবে

[১২৬] গাইলান ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি মানুষকে পেয়েছি আল্লাহর মাঝে এবং শয়তানের মাঝে নিক্ষিপ্ত। আল্লাহ যদি তার মধ্যে কল্যাণ দেখতে পান, তাহলে নিজের দিকে টেনে নেন। আর যদি তিনি তার মধ্যে কল্যাণ দেখতে না পান, তাহলে তাকে তার প্রবৃত্তির দিকেই ন্যস্ত করে দেন। আর তিনি যাকে প্রবৃত্তির দিকে ন্যস্ত করেন, সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।"

দ্বীনি ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা

[১২৭] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার নিকট আমার ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা থেকে অধিক পছন্দনীয়। আমার পরিবার আমাকে বলে, হে বাবা, হে বাবা। আর আমার ভাইয়েরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে এমন দুআ করে, যাতে আমি কল্যাণের প্রত্যাশা রাখি।"

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ

[১২৮] গাইলান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, বিপদে পতিত হয়ে সবর করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"

মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি কৃতজ্ঞতা এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। তখন বুঝতে পারলাম এ দুয়ের মধ্যেই দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ নিহিত।"

অন্যদের প্রতি মন্দ ধারণার ক্ষেত্রে সতর্কতা

[১২৯] গাইলান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মন্দ ধারণার মাধ্যমে তোমরা মানুষদের থেকে প্রহরা লাভ করো।"

পরকালের ফলাফল জানার সহজ পন্থা

[১৩০] গাইলান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহর কাছে তার জন্য কী (প্রতিদান) রয়েছে, সে যেন এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তার কাছে আল্লাহর জন্য কী রয়েছে। (অর্থাৎ আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করার মতো কী কী নেক আমল করেছে)।"

আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থনা

[১৩১] আমর ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি শাসকের অনিষ্ট থেকে এবং তাদের কলমের ফায়সালা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আপনার আনুগত্য—যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি—এর ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলা থেকে, যা দ্বারা আমি আপনার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু সন্ধান করি। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন কিছু রেখে যাওয়া থেকে, যা আমাকে আপনার কাছে লজ্জিত করবে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি—আপনি আমাকে যে জ্ঞান

শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে অন্য কেউ আমার চাইতে অধিক সৌভাগ্যবান হওয়া থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হওয়া থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার ওপর আপতিত কোনো বিপদের কারণে আপনার অবাধ্যতার জন্য প্রার্থনা করা থেকে।"

কৃতজ্ঞতা সবরের থেকেও উত্তম

[১৩২] মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাই আবুল আলা মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমার নিকট বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ হওয়া, বিপদে আক্রান্ত হয়ে সবর করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। ঘুমিয়ে রাত যাপন করে অনুতপ্ত হয়ে ভোরে জাগ্রত হওয়া, সারা রাত ইবাদাতে কাটিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়ে ভোর করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।"

সবচেয়ে মন্দ আকাঙ্ক্ষা

[১৩৩] সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "সবচেয়ে মন্দ আকাঙ্ক্ষা হলো, দুনিয়ার জন্য আখিরাতের আমল করা।"

মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি

[১৩৪] সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাকে মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ-এর এক ছেলে অবহিত করেছে, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ তার নিজের জন্য বাড়ির ভেতর একটি কবর খুঁড়ে রেখেছিলেন। সেখানে তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো, তিনি সেখানে কুরআন পাঠ করতেন। এরপর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে সেখানে দাফন করা হয়েছে। আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।"

হারাম থেকে বেঁচে থাকার ফযীলত

[১৩৫] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন—তুমি এমন দু-ব্যক্তির দেখা পাবে, যাদের একজন সালাত সাওম ও সদাকা অত্যধিক পরিমাণে করেছে; অথচ অপরজন আল্লাহর নিকট মর্যাদায় তার থেকে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। তারা বললেন, 'হে আবূ বাসার, এটা কীভাবে?' তিনি বললেন, 'অপর ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রগামী।'

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না

[১৩৬] সাবিত আল-বুনানি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয় এখানে কিছু লোক রয়েছে, যারা ধারণা করে—তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যদি চায় তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, যদি তারা জাহান্নামে প্রবেশ করে।" এরপর মুতাররিফ আল্লাহর নামে তিনবার কসম করে বললেন, "কোনো বান্দা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে নিজ ইচ্ছায় জান্নাতে প্রবেশ করাতে চাইবেন।"

বস্তুত আল্লাহই আলো দেন

[১৩৭] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আদম-সন্তানের দৃষ্টান্ত হলো এই পাথরের মতো; যদি কোনো কিছু দ্বারা তা নাড়ানো হয়, তাহলে তা নড়ে ওঠে। নিশ্চয়ই তা জমিনে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর মাত্র।' এরপর তিনি পাঠ করলেন :

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

'বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার জন্য কোনো আলো নেই।'"[৮]

বিনয়ের প্রকৃষ্ট নমুনা

[১৩৮] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান ইবনু আবিল হাসান ও মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ উমার ইবনু আবদিল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে চিঠি লিখলেন। তাদের একজন লিখলেন—হামদ ও সালাতের পর। আপনি এমনভাবে জীবনযাপন করুন যেন আপনি দুনিয়ায় নেই, আপনি আখিরাতের একজন অধিবাসী হয়ে আছেন। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর অপরজন লিখলেন—হামদ ও সালাতের পর। আপনি এমনভাবে জীবনযাপন করুন যাদের ব্যাপারে মৃত্যুর ফায়সালা লেখা হয়েছে, তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও যেন মৃত্যুবরণ করেছে। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

বর্ণনাকারী বলেন, "মুতাররিফ ও তার এক সঙ্গী মাওকিফে গেলেন। তখন তাদের একজন বললেন, 'এটা কত-না উত্তম মাওকিফ ছিল, যদি না তাতে আমি থাকতাম!' আর অপরজন বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার কারণে তাদের ফিরিয়ে দেবেন না।'"

উত্তম কথা আরশের চতুষ্পার্শ্বে থাকে

[১৩৯] আব্দুল্লাহ ইবনু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

[৮] সূরা নূর, ২৪ : ৪০

"নিশ্চয়ই উত্তম কথা আরশের চতুষ্পার্শ্বে থাকে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো তার গুঞ্জন রয়েছে। তা তার কথকের কথা স্মরণ করতে থাকে।"

আল্লাহর রহমত এবং আজাবের পরিমাণ

[১৪০] আলি ইবনু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ-এর সামনে যখন এই আয়াত পাঠ করা হতো :

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ

'এবং নিশ্চয়ই মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তাদের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ।'[৯]

তখন তিনি বলতেন, "যদি মানুষ আল্লাহর ক্ষমা, দয়া এবং মাফের পরিমাণ জানতে পারত, তাহলে তাদের চোখ শীতল হয়ে যেত। আর মানুষ যদি আল্লাহর আযাব, শাস্তি, প্রতাপ এবং তার প্রতিশোধের পরিমাণ জানত, তাহলে তাদের এক ফোঁটা অশ্রুও ওপরে উঠত না এবং তারা কোনো খাদ্য বা পানীয় দ্বারা উপকৃত হতো না।"

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর ওপর আস্থা

[১৪১] সাবিত আল-বুনানি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি কারও দুআয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমীন বলি না, যতক্ষণ না—শুনতে পাই সে কী বলছে। তবে হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।"

অলৌকিকতা অস্বীকারের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন

[১৪২] আতা রাহিমাহুল্লাহ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, "একদিন মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ তার গ্রাম থেকে বসরার দিকে ফিরছিলেন। তখন তার চাবুক আলোকিত হয়ে উঠল। এ দেখে তার ভাই তাকে বলল, 'আমরা যদি মানুষের কাছে এ বিষয়টি বর্ণনা করি, তাহলে তারা আমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।' তিনি বললেন, 'যে এটাকে অস্বীকার করবে, সে চরম মিথ্যাবাদী।'"

বাতাসের গুরুত্ব

[১৪৩] মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যদি মানুষের থেকে তিন দিন বাতাস আটকে রাখা হয়, তাহলে আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে।"

---

[৯] সূরা রাদ, ১৩ : ৬

পবিত্র ভূমি নাপাক ভূমিকে পবিত্র করে দেবে

[১৪৪] জুরাইরি আব্বাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, আমার মধ্যে এবং মাসজিদের মধ্যে কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যাতে শুকনো পায়খানা রয়েছে। আর তার সামনে রয়েছে পবিত্র ভূমি। তখন তিনি বললেন, 'পবিত্র ভূমি নাপাক ভূমিকে পবিত্র করে দেবে।'"

সাহাবিরা ঈশার সালাত পড়ার আগ পর্যন্ত ঘুমাতেন না

[১৪৫] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে :

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

"তারা রাতে খুব কমই ঘুমাত।"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা ঈশার সালাত পড়ার আগ পর্যন্ত ঘুমাতেন না।"[১০]

গাফিলতিও আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিআমাত

[১৪৬] মুতাররিফ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ যে সকল নিআমাত দ্বারা বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো, তিনি ইয়াকিনের সঙ্গে গাফিলতি দান করেছেন। যদি তিনি এর সঙ্গে ভীতি দান করতেন, তাহলে তারা কোনো কিছুর দ্বারাই উপকৃত হতে পারত না।"

আল্লাহ তাআলার বাণীর প্রতি নিখাদ বিশ্বাস

[১৪৭] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি দুনিয়া থেকে নিজেকে বিমুখ করে নিয়েছিলেন। অবশেষে তাকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তখন মুতাররিফ সুন্দর কাপড় পরে সুগন্ধিযুক্ত তেল লাগিয়ে কওমের মাঝে বের হলেন। তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছে আর সে সুগন্ধিযুক্ত তেল লাগিয়ে এমন সুন্দর পোশাক পরে বেরিয়েছে! মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আমি তার জন্য নত হব, অথচ আমার রব তার ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করেছেন; যার প্রতিটি বিষয় আমার কাছে সমগ্র দুনিয়া থেকে অধিক প্রিয়! মহামহিম আল্লাহ বলেছেন :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

[১০] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ১৭

صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"তারা হলো সেসব লোক, যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তারা বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং তারাই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[১১] এরপরও কি আমি তার জন্য নত হব!'"

সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আখিরাতের যা কিছু আমি প্রাপ্ত হয়েছি, যদি তা এক মগ পানি পরিমাণও হয়, তার পরিবর্তে আমি কামনা করেছি, দুনিয়ায় আমার থেকে যেন তার বিনিময় নিয়ে নেওয়া হয়।"

আল্লাহর ভয়ে ভীত অন্তর

[১৪৮] মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এক মজলিসে ছিলাম, যেখানে হাসান, মুতাররিফ ও আরও অনেকে ছিলেন। তখন সাঈদ ইবনু আবী হাসান রাহিমাহুল্লাহ কথা বললেন। তার যখন কথা শেষ হলো তখন তিনি তিনবার এই বলে দুআ করলেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।"

বর্ণনাকারী বলেন, "মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট না হন, তাহলে অন্তত আমাদের ক্ষমা করুন।' তার এই কথা শুনে সকলে কেঁদে ফেলল।"

জামাআতের গুরুত্ব

[১৪৯] আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "আমি বিধবা নারীর থেকেও জামাআতের দিকে অধিক মুখাপেক্ষী। আমি যখন জামাআতের মধ্যে থাকি তখন আমি আমার গুনাহ চিনতে পারি।"

শয়তানের জাল

[১৫০] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ এক মজলিসে ছিলেন। তখন আবুল আলা ইয়াজিদ ইবনুশ শিখখির রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, আপনি কিছু বলুন। তখন তিনি বললেন, 'এখানে কি আমিই রয়েছি?' এরপর তিনি সবিস্তারে আলোচনা করলেন। সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তার আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করল।' এরপর হাসান রাহিমাহুল্লাহ আলোচনা করলেন। তখন তিনি

[১১] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫৬-১৫৭

বললেন, 'আমাদের কে সেখানে রয়েছে? শয়তান কামনা করে, তোমরা তার থেকে তা গ্রহণ করো। তখন কেউ আর সৎ কাজের আদেশ করবে না এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে না।'"

বান্দার ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার সোপান

[১৫১] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি আবুল আলা রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে আসে, আর তারা তাকে দেখে বলে—স্বাগতম; তো ওইদিন যদি সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তবে তাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকেও) স্বাগতম জানানো হবে। আর যখন তারা তাকে দেখে বলে—দুর্ভোগ; তো সেদিন যদি সে তার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তার জন্য (আল্লাহর পক্ষ থেকে) দুর্ভোগের (ঘোষণা দেওয়া হবে)।"

জালিম খলীফার জন্য কল্যাণের দুআ করা যায়

[১৫২] আমর ইবনুল ফাজল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি আবুল আলা রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলাম—তখন হাজ্জাজ আবা পরিহিত ছিলেন—হে আবুল আলা, আমি কি হাজ্জাজকে গালি দেবো?" তখন তিনি বললেন, "তুমি তার জন্য কল্যাণের দুআ করো। কেননা, তার কল্যাণ তোমার জন্য উত্তম।"

স্বপ্নে কবরবাসীদের সঙ্গে কথা বলা

[১৫৩] আবুত তাইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বৃক্ষহীন প্রান্তরে যেতেন। জুমুআর রাতে তিনি রাতের বেলায় ঘোড়ায় চড়ে বের হতেন। তো অনেক সময় তার চাবুতে একধরনের আলো দৃশ্যমান থাকত।"

বর্ণনাকারী বলেন, "একরাতে তিনি বের হয়ে কবরসমূহের কাছে এলেন। তখন তিনি ঘোড়ার ওপরই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, 'তখন আমি কবরবাসীদের দেখতে পেলাম। প্রত্যেক কবরবাসী নিজ নিজ কবরের ওপর বসা।' তিনি বলেন, 'যখন তারা আমাকে দেখল, তখন বলল, এই হলো মুতাররিফ, যে শুক্রবারে এসে থাকে।' তিনি বলেন, 'তোমরা কি তোমাদের ওখানে জুমুআর দিনের কথাও জানতে পারো?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, এবং সেদিন পাখি কী বলে আমরা তা-ও জানি।' তিনি বললেন, 'পাখি কী বলে?' তারা বলল, 'পাখি বলে, সালাম, এক শুভ দিনকে সালাম।'"

গোপনে দান-সদাকা

[১৫৪] হাবিব ইবনুশ শাহীদ রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, "ইয়াজিদ ইবনু আবিল আলা একখণ্ড কাপড় পরিধান করতেন, যার মূল্য এক শ বা তার চেয়ে

বেশি। এরপর তিনি শুক্রবারে আসতেন আর তার আস্তিনে খণ্ড খণ্ড রুটি থাকত। তিনি সেগুলো গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।"

চারটি বিষয়ের উপদেশ

[১৫৫] গানিম ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইসলামের শুরুতে আমরা পরস্পর পরস্পরকে চারটি বিষয়ের উপদেশ দিতাম—অবসর মুহূর্তে ব্যস্ততার সময়ের জন্য আমল করো। সুস্থতার সময়ে অসুস্থতার সময়ের জন্য আমল করো। যৌবনে বার্ধক্যের জন্য আমল করো। তোমার জীবদ্দশায় মৃত্যুর জন্য আমল করো।"

কৃপণতা এবং দুশ্চরিত্রতা কোনো মুমিনের মধ্যে একীভূত হতে পারে না

[১৫৬] আবূ সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুটো স্বভাব—কৃপণতা এবং দুশ্চরিত্রতা—কোনো মুমিনের মধ্যে একত্র হতে পারে না।"

কবর থেকে মিশকের সুঘ্রাণ

[১৫৭] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনু গালিব ইবনুল হাজজা রাহিমাহুল্লাহ-কে মুনাজাতে বলতে শুনেছি—হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আমাদের তরুণদের নির্বুদ্ধিতা, আমাদের ইলমের স্বল্পতা, আমাদের মৃত্যুর নিকটবর্তিতা এবং আমাদের থেকে আমাদের পুণ্যবানদের চলে যাওয়ার অভিযোগ করছি।"

মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তার কবর থেকে মিশকের সুঘ্রাণ পাওয়া যেত।" তিনি বলেন, "চলে যাওয়ার সময় তার কবর থেকে এক চিলতে মাটি আমার থলেতে ভরে নিলাম। আমি তার থেকে মিশকের সুঘ্রাণ পেতেই থাকলাম।"

সালাতের মধ্যে মৃত্যু

[১৫৮] আবূ খাব্বাব কাসসাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জুরারাহ ইবনু আওফা আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত পড়লেন। তিনি তাতে 'ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির' পাঠ করলেন। যখন তিনি 'ফা-ইযা নুকিরা ফিন নাকুর' আয়াতে পৌঁছলেন, তখন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।"

[১৫৯] বাহার্জ ইবনু হাকিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জুরারাহ ইবনু আওফা আল-কুরাশি বনু কুশায়রের সবচেয়ে বড় মাসজিদে সালাত পড়ালেন। যখন তিনি 'ফা-ইযা নুকিরা ফিন নাকুর' পাঠ করলেন তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এরপর তাকে তার ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো। যারা তাকে তার ঘরে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল,

আমি ছিলাম তাদের একজন। তিনি তার ঘরে আলোচনা করেছিলেন যে, হাজ্জাজ বসরায় এসেছে আর সে তার কথা তার ঘরে আলোচনা করছিল।”

সন্তানের ভালোবাসার ওপর আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্যদান

[১৬০] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমরা আবদুল্লাহ ইবনু গালিবের কাছে আসতাম। তখন তার কাছে তার কোনো এক শিশুসন্তান আসত। তিনি তখন বলতেন, ‘বাবা, তুমি তোমার মায়ের কাছে থাকো। আমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ কোরো না।’ এরপর তিনি আল্লাহর স্মরণে বিভোর হতেন।”

সর্বদা যিকরে বিভোর থাকা

[১৬১] সাঈদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনু গালিবকে হত্যা করা হয়েছে, তার কবরের ওপর নির্মাণ স্থাপনা করা হয়েছে এবং মাটি দিয়ে কবর সমান করে দেওয়া হয়েছে।”

তিনি বলেন, “আমরা তার কবরের ওপর থেকে সকল সুগন্ধির চেয়ে উত্তম সুগন্ধির ঘ্রাণ পেলাম।” তিনি বলেন, “ইবনু গালিব সাধারণভাবে কথাই বলতে পারতেন না, তবে শুধু এই কালিমাগুলো বলতেন—সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া সল্লাল্লাহু আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ। যদি তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হতো, তাহলে তিনি তার জবাব দিতেন। এরপর আবার এই কালিমাগুলোতে ফিরে যেতেন।”

সন্তান হারানোর বেদনা

[১৬২] আবদুল্লাহ ইবনু গালিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “জারিফ মহামারি আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে, অথচ আমি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরিতৃপ্তিটুকুও এখনো পাইনি। দিনে পারিনি; কারণ তো তোমরা দেখছই।”

বর্ণনাকারী বলেন, “তিনি যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়তেন। আর মাগরিব এবং ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে সর্বদা প্রচুর পরিমাণে তাসবিহ পাঠ করতেন। (আবদুল্লাহ ইবনু গালিব বলেন) রাতে আমি (সন্তানদের) বলতাম, তোমরা তোমাদের মায়ের সঙ্গে থাকো।”

সকল মনোযোগ সৃষ্টিকর্তার মধ্যেই নিবদ্ধ রাখা

[১৬৩] সাল্লাম ইবনু মিসকিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “হাসান রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু গালিব রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাকে

বললেন, 'আপনি যদি একটু কোমল আচরণ করতেন!'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তখন তিনি বললেন

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

'কিছুতেই নয়, তুমি তার আনুগত্য করো না। তুমি সাজদা করো এবং নৈকট্য অর্জন করো।'[১২]

এরপর তিনি উঠে সাজদাবনত হলেন।"

ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি

[১৬৪] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা এক ঈদুল ফিতরের দিন আবদুল্লাহ ইবনু গালিব রাহিমাহুল্লাহ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি মিঠাই বের করে আমাদের সবাইকে একটা একটা করে মিঠাই দিলেন। আমাদের সবাই তা খেল। এরপর আমরা যাত্রা করলাম।"

পোশাকের অহংকার

[১৬৫] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ নিজ পিতা মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যখন তুমি কোনো পোশাক পরিধান করবে এবং এই কথা ভাববে যে—সেই পোশাকে তোমাকে অন্যান্য পোশাকের চেয়ে উত্তম দেখাচ্ছে—তাহলে তা তোমার জন্য কতই-না নিকৃষ্ট পোশাক!"

---

[১২] সূরা আলাক, ৯৬ : ১৯

মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা

[১৬৬] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ-কে সাজদারত অবস্থায় এই কথা বলতে দেখেছি—কখন আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এমতাবস্থায় যে, আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট। এরপর তিনি দুআয় গিয়েও এ কথা বলতেন—কখন আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এমতাবস্থায় যে, আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট।"

ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা অপছন্দনীয়

[১৬৭] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তার বাবা ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করাকে অপছন্দ করতেন। আর তিনি বলতেন, আমি প্রত্যাশা করি, ডান হাতে আমি আমার আমলনামা নেব।"

কখনো মাত্রাতিরিক্ত রাগ না করা

[১৬৮] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "তার বাবা (মুসলিম) যখন কোনো ব্যক্তির ওপর রাগ করতেন তখন বলতেন—আমার মধ্যে আর তোমার মধ্যে পার্থক্য করে দাও। এটাই ছিল তার সবচেয়ে কঠোর কথা।"

আবেদনপ্রার্থীকে খালি ফিরিয়ে না দেওয়া

[১৬৯] তালহা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ কোনো আবেদনপ্রার্থীকে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিতেন না।"

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

[১৭০] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি একবার প্রচণ্ড অসুস্থ হলাম। তখন আমি অন্তরে সেই মানুষগুলোর থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য কাউকে পেলাম না, যাদের আমি ভালোবাসতাম। তাদের

ভালোবাসতাম শুধুই মহান আল্লাহর জন্য।”

একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করা

[১৭১] মুতামির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ নিজ পরিবারকে বলতেন, “যখন তোমাদের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তোমরা সেই সময়ে আমাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো, যখন আমি সালাত পড়ি।”

কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সুন্নাতের অনুসরণ

[১৭২] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি আমার জুতা পরিধান করে সালাত পড়ি, অথচ তা খুলে ফেলা আমার জন্য বেশি সহজ। আর এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধু সুন্নাহর ওপর আমল করা।”

আল্লাহর প্রতি প্রত্যাশা

[১৭৩] ইসহাক ইবনু সুয়াইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি এক বছর মক্কার পথে মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর সান্নিধ্য পাই। আমি দেখেছি, তিনি পুরো পথে একটি শব্দও বলেননি, যতক্ষণ না আমরা জাতু ইরকে পৌঁছেছি। এরপর তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, ‘আমার কাছে এই মর্মে হাদীস পৌঁছেছে, কিয়ামাতের দিন বান্দাকে এনে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা তার নেক আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। তখন তারা (ফেরেশতারা) তার নেক আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তার কোনো নেক আমলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা তার গুনাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। তখন তার প্রচুর গুনাহ পাওয়া যাবে। তখন তাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হবে। সে বারবার পেছনে ফিরে তাকাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তাকে ফিরিয়ে আনো। তুমি কীসের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছ? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, এটা তো আমার ধারণা বা প্রত্যাশা ছিল না। আল্লাহ বলবেন, তুমি সত্য বলেছ। তখন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।’”

অসুস্থ অবস্থায়ও নেক আমলের সওয়াব লেখা হয়

[১৭৪] সুলাইমান ইবনুল মুগিরা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমরা আমাদের এক অসুস্থ সঙ্গীর শুশ্রূষা করার জন্য আসলাম। তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে—যখন মানুষ অসুস্থতায় আটকা পড়ে যায় তখন সে সুস্থাবস্থায় যা যা আমল করত তা তার আমলনামায় উল্লিখিত হয়, যতক্ষণ না

সে ইন্তেকাল করে। মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'এমনটা নয়। বরং আমরা শুনতাম, তার উত্তম আমলগুলো উত্থিত হয়, যতক্ষণ না সে ইন্তেকাল করে।'"

আল্লাহর প্রশংসাসহ তার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা

[১৭৫] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার বাবা আমাকে বলতে শুনলেন,

أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ

'আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী সত্তার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।'"

আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি এভাবে বলো।'"

আল্লাহর প্রতি আশা ও ভয় রাখা

[১৭৬] মুআবিয়া ইবনু কুররাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। আমার শরীরের কিছু অংশ তখন আড়াল করে রাখছিলাম। মুআবিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি দীর্ঘ সাজদা করতেন বলে আমার কাছে মনে হলো। তখন তার সামনের দাঁতে রক্ত পড়ল। ফলে সে দুটো পড়ে গেল। তখন আমি সে দুটোকে লুকিয়ে ফেললাম। অতঃপর আমি বললাম, আমার কাছে বেশি আমল নেই। তবে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা রাখি এবং তাকে ভয় করি।"

তিনি বলেন, "তখন তিনি আতঙ্কিত ব্যক্তির মতো তার মাথা ওঠালেন। এবং তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কীভাবে বললে?' আমি বললাম, 'আমার কাছে বড় কোনো আমল নেই। তবে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা রাখি এবং তাকে ভয় করি।' তখন তিনি বললেন, 'মা শা আল্লাহ, মা শা আল্লাহ! যে ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভয় করে, সে তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছু প্রত্যাশা করে, সে তার সন্ধান করে। আমি জানি না, এমন বান্দার ভয়ের অবস্থা কী, যার সামনে প্রবৃত্তির তাড়না প্রকাশ হওয়ার পর সে আশঙ্কাজনক বিষয়টির কারণে তা পরিহার করে না! অথবা কোনো বিপদে আক্রান্ত হওয়ার পর তখন সে যা প্রত্যাশা করে, তার দিকে তাকিয়ে সেই বিপদের ওপর ধৈর্যধারণ করে না!'"

মুআবিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সে সময় আমি জেনেবুঝে নিজেকে নিজে সত্যায়ন করেছি।"

একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করা

[১৭৭] হাবিব ইবনুশ শাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছিলেন। তখন এক টুকরো আগুন তার পাশে এসে পড়ল। তিনি তা টেরই পেলেন না। একপর্যায়ে তা নিভে গেল।"

ঈমানদার হতে হলে আল্লাহর ভয়ে গুনাহ পরিত্যাগ করতে হবে

[১৭৮] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এমন বান্দার ঈমান আর কতটুকুই, যে মহান আল্লাহর অপছন্দ জিনিস পরিত্যাগ করে না।"

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা নিখাদ হয়ে থাকে

[১৭৯] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার এমন কোনো আমল নেই, যাতে আমি এমন কোনো জিনিস অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করি না, যা সেটাকে বরবাদ করে দেবে। তবে মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসার বিষয়টি ভিন্ন।"

নেক আমল এবং ভরসার নমুনা

[১৮০] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তুমি এমন ব্যক্তির আমলের মতো আমল করো, যাকে শুধু তার আমল মুক্তি দিতে পারে। এবং তুমি ভরসা করো এমন ব্যক্তির ভরসার মতো, যাকে আল্লাহ তার জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন, এ ছাড়া অন্য কিছুই তাকে আক্রান্ত করতে পারে না।"

বান্দা কখনো প্রতিপালককে পরীক্ষা করতে পারে না

[১৮১] ইবনু শিহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইবলীস ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম-কে বলল, 'হে মারইয়াম তনয়, আল্লাহ তোমার জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু তো তোমাকে আক্রান্ত করবে না!' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর শত্রু!' সে বলল, 'তাহলে তুমি এই পাহাড়ে চড়ো। এরপর নিজেকে সেখান থেকে নিক্ষেপ করো। আমি দেখব, তুমি মরে যাবে।' ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'হে আল্লাহর শত্রু, কল্যাণ ও বরকতের আধার মহান আল্লাহ তার বান্দাকে পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু বান্দা তো তার প্রতিপালককে পরীক্ষা করতে পারে না!'"

বৃদ্ধ অবস্থাতেও জিহাদের তামান্না

[১৮২] সাবিত আল-বুনানি রাহিমাহুল্লাহ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, "আবূ তালহা আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা তাওবা পাঠ করলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَال

'জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ো—হালকা অবস্থায় থাকো বা ভারী অবস্থায়।'[১৩]

তখন বলে উঠলেন, 'আমি দেখছি, আমাদের প্রতিপালক আমাদের জিহাদের জন্য আহ্বান করছেন—আমরা বৃদ্ধ হই কিংবা যুবক হই। হে আমার ছেলেরা, তোমরা আমাকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দাও।' তখন তার ছেলেরা বলল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আপনি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, যতক্ষণ না তার ওয়াফাত হয়েছে। এরপর আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, যতদিন না তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গেও আপনি যুদ্ধ করেছেন। এখন আমরা আপনার পক্ষ থেকে যুদ্ধে লড়ব।' তিনি ছেলেদের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে (বাধ্য হয়ে) তারা তাকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিলো। তিনি নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্রযাত্রা করলেন। এরপর সেখানেই তার মৃত্যু হলো। সাত দিন পর্যন্ত সহযাত্রীরা তাকে দাফন করার জন্য কোনো দ্বীপ পাচ্ছিলেন না। সাত দিন পর তারা একটি দ্বীপ পেলেন। তখন পর্যন্ত তার লাশ মোটেও বিবর্ণ হয়নি। এরপর তারা সেখানে তাকে সমাহিত করলেন।"

আলিমের জন্য বিতর্কে জড়ানো অনুচিত

[১৮৩] মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমরা বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, তা (বিতর্কের সময়টা) আলিমের অজ্ঞে পরিণত হওয়ার সময়। আর এর দ্বারাই শয়তান তার পদস্খলন কামনা করে।"

সালাতে বিনয়াবনত থাকবে

[১৮৪] আবূ কিলাবা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন তুমি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান থাকবে তখন তুমি পছন্দ করবে—তিনি যেন তোমাকে বিনয়াবনত দেখেন—যাতে তোমার প্রয়োজন পূরণ হয়।" জিজ্ঞাসা করা

[১৩] সূরা তাওবা, ৯ : ৪১

হলো, "তাহলে সালাতে দৃষ্টির শেষ সীমা কোথায়?" তিনি বললেন, "শুধু সাজদার স্থান পর্যন্ত।"

মাসজিদ ভেঙে পড়লেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি

[১৮৫] মাইমুন ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আমি মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-কে কখনো সালাতে কোনো দিকে কম বা বেশি ঘুরে তাকাতে দেখিনি। একদিন মাসজিদের একপাশ ধসে পড়ল। তখন গোটা বাজারবাসী তার ধপাস শব্দে আতঙ্কিত হয়ে গেল। অথচ তিনি মাসজিদেই ছিলেন। তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপই করেননি।"

দুনিয়ার প্রতি একেবারে উদাসীনতা

[১৮৬] মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর পুত্র বর্ণনা করেন, "ইবনুল আশআসের জামানায় শামবাসীরা যখন (বসরায়) প্রবেশ করে সেখানকার অধিবাসীদের পরাভূত করল সে সময় মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর পরিবারের সদস্যরা চিৎকার করে উঠেছিল। তখন তার উম্মে ওয়ালাদ[১৪] দাসী বলল, 'আপনি কি আওয়াজ শোনেননি?' তিনি বললেন, 'না তো, আমি কোনো আওয়াজ শুনিনি।'"

মানুষের প্রশংসা শুনে আত্মপ্রবঞ্চিত না হওয়া

[১৮৭] জাফর ইবনু হাইয়ান রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর সামনে তার সালাতে দৃষ্টি ফেরানোর স্বল্পতার কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন, 'তোমাদের কি জানা আছে, আমার অন্তর কোথায় থাকে?'"

ইবাদাত এবং আল্লাহমুখিতা

[১৮৮] রাবি ইবনু সাবিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মাকহুল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদের নেতাদের মধ্য থেকে একজন নেতাকে কাবায় প্রবেশ করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?' তিনি বললেন, 'মুসলিম ইবনু ইয়াসার।' আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি কী করেন আমি দেখব। এরপর আমি দেখলাম, তিনি এক প্রান্তে দাঁড়ালেন। তারপর সামনে এগিয়ে শ্বেত মর্মর পাথরের দিকে মুখ করলেন। এরপর অতি উত্তমভাবে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সাজদা করলেন। আমি তার কিছুই বুঝলাম না। তবে তিনি সাজদায় বলছিলেন—হে আল্লাহ, আপনি আমার গুনাহসমূহকে এবং আমার দু-হাত যা কিছু অগ্রে প্রেরণ করেছে তা ক্ষমা করুন। এরপর তিনি কাঁদতে

[১৪] উম্মে ওয়ালাদ বলা হয় এমন দাসীকে, যার গর্ভে মনিবের কোনো সন্তান জন্ম লাভ করেছে। এর প্রতিদানস্বরূপ মনিবের মৃত্যুর পর সে আর দাসী থাকে না; স্বাধীন নারী হয়ে যায়। এ ছাড়াও উম্মে ওয়ালাদ দাসীকে বিক্রি করা যায় না। কারণ, জীবিত থাকলে কিছুকাল পর তার মুক্তি সুনিশ্চিত।

লাগলেন। একপর্যায়ে শ্বেত মর্মর পাথর অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল।"

সিদ্দিকের জন্য অভিশাপ দেওয়া শোভনীয় নয়

[১৮৯] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনি ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি তাকে কখনো কোনো জিনিসকে অভিশাপ করতে শুনিনি। তিনি বলতেন, আমি যদি কোনো কিছুকে অভিশাপ দিতাম, তাহলে আর সেই জিনিসকে ঘরে রাখতাম না। তিনি বলতেন, কোনো সিদ্দিকের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, সে অভিশাপদাতা হবে।"

কেউ সুস্থ হলে পাঠে করার দুআ

[১৯০] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো ব্যক্তি যখন অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করত তখন তারা বলতেন, «لِيَهْنِكَ الطُّهْرُ» সুস্থতা তোমাকে আচ্ছাদিত করে নিক।"

মন্দ কথা বলার চাইতে নীরব থাকা উত্তম

[১৯১] আলি ইবনু আবী হামালাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "ইবনু আবী ইদরিস রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর কাছে তার পিতার ব্যাপারে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন, 'হে আমার বাবা, আপনাকে কি আবূ আবদিল্লাহ অর্থাৎ মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর নীরবতার দীর্ঘতা আশ্চর্যান্বিত করে না?' তিনি বলেন, 'হে বৎস, হক কথা বলা সে ব্যাপারে নীরব থাকার চেয়ে অধিক উত্তম।' তখন ইবনু আবী ইদরিস রাহিমাহুল্লাহ মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আবূ আবদিল্লাহ, আমি আমার বাবাকে বলেছি, আপনাকে কি আবূ আবদিল্লাহর নীরবতার দীর্ঘতা বিস্মিত করে না? তখন তিনি আমাকে বলেছেন, হে বৎস, হক কথা বলা সে ব্যাপারে নীরব থাকার চেয়ে অধিক উত্তম।' তখন মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'মন্দ কথা বলার চেয়ে নীরব থাকা ঢের উত্তম।'"

সালাতে দাঁড়িয়ে দুনিয়াকে ভুলে যাওয়া

[১৯২] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন পরিবারের সদস্যরা চুপ হয়ে যেত। সে সময় আর কারও কথাই শোনা যেত না। যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন তখন তারা কথাবার্তা বলতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসাহাসি করতেন।"

[১৯৩] যায়দ রাহিমাহুল্লাহ বসরার কতিপয় শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, "মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ মাসজিদে সালাত আদায় করতেন।"

তিনি বলেন, “একদিন মাসজিদের একাংশ পতিত হলো। এতে মাসজিদের অনেক মুসল্লি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তিনি বলেন, মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তখন মাসজিদের এক প্রান্তে। তিনি মোটেও নড়াচড়া করেননি।”

সুস্থতার অবস্থায় সর্বদা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা

[১৯৪] আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই আমি এটা অপছন্দ করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে অসুস্থতা ছাড়াই বসা অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখবেন।”

আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

পৃথিবীতে বসে জান্নাতের সুসংবাদ

[১৯৫] জাফর রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি হিশাম ইবনু জিয়াদ আল-আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-কে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। সেদিন তা নিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো। হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সিরিয়ার একজন লোক হাজ্জের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিয়ে যাত্রা করল। পথিমধ্যে সে এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ল। তখন স্বপ্নে একজন আগন্তুক তার কাছে এসে বলল, তুমি ইরাক গমন করো। এরপর বসরায় গমন করো। এরপর বনু আদিতে গমন করো। সেখানে গিয়ে আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গমন করো। তিনি সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ। তুমি গিয়ে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। সে তখন বলল, স্বপ্ন তো স্বপ্নই! যখন দ্বিতীয় রাত হলো আর সে শয়ন করল, তখন একজন আগন্তুক এসে তাকে পূর্বের মতো বলল, তুমি কি ইরাকে গমন করবে না? এরপর বসরায় গমন করবে না? তারপর পূর্বের দিনের অনুরূপ কথাই বলল। এরপর যখন তৃতীয় রাত হলো তখন সেই আগন্তুক তার কাছে শাস্তি প্রদানের হুমকিসহ এল। এরপর বলল, তুমি কি ইরাকে গমন করবে না? এরপর বসরায় গমন করবে না? এরপর বানু আদিতে গমন করবে না? এরপর আলা ইবনু জিয়াদের কাছে যাবে না? তিনি মাঝারি গড়নবিশিষ্ট সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ। তুমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।"

তিনি বলেন, "সকালে উঠে সামানাপত্র নিয়ে সে ইরাকের পথ ধরল। যখন সে এলাকা থেকে বের হয়ে গেল, তখন আচমকা সেই ব্যক্তিকে দেখতে পেল, যাকে সে স্বপ্নে দেখেছিল। সে যে দিকেই চলছিল, সে দিকেই তাকে দেখতে লাগল। যখন সে যাত্রাবিরতি করত, তখন তাকে হারিয়ে ফেলত। এভাবে চলতে চলতে সে কুফা নগরীতে এসে পৌঁছল। তখন সেই আগন্তুককেও হারিয়ে ফেলল। কুফা থেকে সামানাপত্র নিয়ে যখন প্রস্তুত হয়ে যাত্রা করল, তখন সেই আগন্তুককে সামনে সামনে চলন্ত অবস্থায় দেখতে পেল। এভাবে তারা বসরায় এসে পৌঁছল। এরপর বনু আদিতে

এসে আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর বাড়িতে প্রবেশ করল। তখন সেই লোকটি আলা রাহিমাহুল্লাহ-এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দিলো।"

হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি তখন তার উদ্দেশে বের হলাম। তখন সে আমাকে বলল, আপনি 'আলা ইবনু জিয়াদ?' আমি বললাম, 'না, তবে আপনি বসুন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি আপনার মালপত্র রাখুন। আসবাবপত্র নামিয়ে রাখুন।' তিনি বললেন, 'না, আলা ইবনু জিয়াদ কোথায়?' আমি বললাম, 'তিনি মাসজিদে। তিনি দুআ-দুরূদ পড়ছেন এবং আলোচনা করছেন।'"

হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তখন আমি আলা রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসলাম। তিনি তার আলোচনা হালকা করে ফেললেন এবং দু-রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর আসলেন। যখন আলা তাকে দেখলেন তখন তিনি মৃদু হাসলেন। এমনকি তার সামনের দাঁত দুটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, এ হলো আমার সঙ্গী। তুমি ভদ্রলোকের মালসামানা নামিয়ে আনলে না কেন? কেন তা নামালে না?'" তিনি বললেন, "আমি তাকে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তখন আলা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তুমি নামিয়ে আনো। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তখন সে বলল, 'আমাকে যেতে দিন।'" তিনি বলেন, "তখন আলা নিজ গৃহে প্রবেশ করে বললেন, 'হে আসমা, তুমি অন্য ঘরে যাও।' তখন সে অন্য ঘরে চলে গেল এবং ভদ্রলোক গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। এরপর তাকে স্বপ্নে দেখা সুসংবাদের কথা জানাল। এরপর সে বের হয়ে নিজ বাহনে আরোহণ করল। অতঃপর আলা রাহিমাহুল্লাহ তখন উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি তিন দিন বা সাত দিন শুধু কাঁদলেন। এই দিনগুলোতে কোনো খাবার বা পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করেননি এবং তার দরজা খুলেননি।"

হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি তাকে তার কান্নার মাঝে বলতে শুনেছি—'আমি! আমি!' তার ঘরের দরজা খুলতেও আমাদের সাহসে কুলাচ্ছিল না। আবার আমরা তার মরে যাওয়ার আশঙ্কাও করছিলাম। তখন আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এসে পুরো ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। আমি বললাম, আমি তো তাকে কাঁদতে কাঁদতে মরণাপন্ন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি কোনো খাবার ও পানীয় ছুঁয়েও দেখছেন না। তখন হাসান রাহিমাহুল্লাহ এসে তার দরজায় করাঘাত করে বললেন, 'দরজা খোলো, হে আমার ভাই।' যখন তিনি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কথা শুনতে পেলেন তখন উঠে এসে দরজা খুলে দিলেন। সে সময় তার ওপর এমন সাংঘাতিক হালত চেপে ছিল,

যার ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তখন হাসান রাহিমাহুল্লাহ তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। পরিশেষে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আল্লাহ যদি চান তুমি হবে জান্নাতবাসীদের একজন। তুমি কি নিজেই নিজেকে মেরে ফেলবে?'"

হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "আলা রাহিমাহুল্লাহ আমাকে এবং হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে স্বপ্নের বিবরণ জানালেন আর বলে দিলেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি, এই স্বপ্নের কথা কাউকে জানাবে না।"

সাবিত রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রশংসা

[১৯৬] হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নিশ্চয়ই কল্যাণের অনেক চাবি রয়েছে। আর সাবিত হলেন কল্যাণের চাবিসমূহের মধ্য থেকে একটি চাবি।"

মানুষ শয়তানের ধোঁকায় আখিরাতকে ভুলে যায়

[১৯৭] উবায়দুল্লাহ ইবনু শুমায়ত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, 'আদম-সন্তানের জন্য বিস্ময়! অনেক সময় তার অন্তর থাকে আখিরাতে। অনন্তর বুরগুছ[১৫] তাকে চুলকায়। ফলে সে আখিরাতকে ভুলে যায়।'"

মানুষের শরীর হলো আল্লাহর পথের বাহন

[১৯৮] উবায়দুল্লাহ ইবনু শুমায়ত এবং জাফর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, "আমরা শুমায়ত ইবনু আজলান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর কসম, আমি মনে করি, তোমাদের শরীরগুলো হলো তোমাদের প্রতিপালকের পথে বাহন। তাই তোমরা মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তা প্রস্তুত করো। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন।'"

কিয়ামাত দিবসের ব্যাপারে দুআ

[১৯৯] আবদুল মালিক ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আবুল আহওয়াস রাহিমাহুল্লাহ-কে তার দুআয় বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কিয়ামাত দিবসে ছায়া, বরকতপূর্ণ পানি এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"

ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ-এর উপদেশ

[২০০] আবূ সিনান আল-কাসমালি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[১৫] পাখাবিহীন একপ্রকার কীট

"একদিন ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ আতা আল খুরাসানি রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আগমন করে বললেন, 'তোমার জন্য আফসোস, হে আতা! আমি কি অবগত করিনি যে, তুমি তোমার ইলমকে রাজা-বাদশাহ এবং দুনিয়াদারদের দুয়ারে দুয়ারে বয়ে বেড়াচ্ছ! তোমার জন্য আফসোস, হে আতা! তুমি এমন ব্যক্তির কাছে গমন করছ, যে তোমার থেকে তার দুয়ার রুদ্ধ রাখে, তোমার সামনে তার দারিদ্র্য প্রদর্শন করে এবং তোমার থেকে তার সচ্ছলতা আড়াল করে। আর যারা তোমার জন্য তাদের দুয়ার খুলে রাখে, তোমার সামনে নিজেদের সচ্ছল অবস্থা প্রকাশ করে এবং বলে যে, আমাকে আহ্বান করো, আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দেবো, তুমি তাদের ত্যাগ করছ! তোমার জন্য আফসোস, হে আতা! হিকমাহ অর্জিত হলে দুনিয়ার তুচ্ছ পরিমাণ নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থেকো। আর দুনিয়া লাভ করে তুচ্ছ পরিমাণ হিকমাহ নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হোয়ো না। তোমার জন্য আফসোস, হে আতা! তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এই পরিমাণ সম্পদ যদি তোমাকে সচ্ছল না করে, তাহলে দুনিয়ার কোনো জিনিসই তোমাকে আর সচ্ছল করতে পারবে না। তোমার জন্য আফসোস, হে আতা! নিশ্চয়ই তোমার উদর সমুদ্রসমূহের মধ্য থেকে একটি সমুদ্র এবং উপত্যকাগুলোর মধ্য থেকে একটি উপত্যকা। মাটি ছাড়া অন্য কিছুই তা পূর্ণ করতে পারবে না।'"

শয়তানের উপহাস

[২০১] মাখলাদ ইবনুল হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'তোমার জন্য আফসোস, আমি তোমাকে জান্নাতে দেখলাম!' তিনি বললেন, 'শয়তান কি আমি এবং তুমি ছাড়া আর কাউকে পেল না, যাকে নিয়ে সে উপহাস করবে?'"

আল্লাহভীরু বান্দাদের দিকে সৃষ্টিকুলকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া হয়

[২০২] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এক লোক লৌকিকতার উদ্দেশ্যে আমল করত। সে কেরাত পাঠের সময় কাপড় গুটিয়ে নিত এবং কণ্ঠস্বর উঁচু করত। সে সময় সে যার কাছেই আসত, সে-ই তাকে গালাগাল করত এবং অভিশাপ দিত। এরপর আল্লাহ তাকে কিছু ইখলাস দান করলেন। তখন সে নিম্ন আওয়াজে কেরাত পাঠ করত এবং তার সালাতকে নিজের মাঝে এবং মহান আল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখত। এরপর থেকে লোকটি যার কাছেই গমন করত, সে-ই তার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করত এবং 'আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন' বলে দুআ করত।"

ইবাদাতের মধ্য দিয়ে রাত্রি জাগরণ

[২০৩] জাফর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমাদের মজলিসে আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাই হিশাম ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ আগমন করলেন। তখন মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি তাদের তোমার ভাইয়ের ঘটনা শোনাও।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ভাই আলা ইবনু জিয়াদ প্রতি শুক্রবার রাত্রি জাগরণে কাটাতেন। এক রাতে তিনি এসে তার স্ত্রী আসমা রাহিমাহাল্লাহ-কে বললেন, হে আসমা, আজকের রাতে খুব অবসন্নতা বোধ করছি। রাতের এই পরিমাণ অংশ অতিক্রান্ত হলে তুমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ো। তিনি বলেন, যখন নির্ধারিত সময় হলো তিনি আতঙ্কিত হয়ে জেগে উঠলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে এক আগন্তুক এসে আমার মাথার অগ্রভাগ ধরে বলল, হে জিয়াদের সন্তান, ওঠো, মহান আল্লাহকে স্মরণ করো, তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন।'"

হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর কসম, তার চেহারার সম্মুখভাগে সেই চুলগুলো দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল—যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, এমনকি তার মৃত্যুর পরও তা সেভাবেই ছিল। আমরা তাকে গোসল দিয়েছি, তখনো সেগুলো দাঁড়ানো অবস্থায়ই ছিল—স্বাভাবিকতায় ফেরেনি।"

কোনো নারীর চাদরের দিকেও দৃষ্টিপাত কোরো না

[২০৪] ইসহাক ইবনু সুয়াইদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো নারীর চাদরের দিকেও তোমার দৃষ্টিকে অনুগামী কোরো না। কারণ, দৃষ্টি অন্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।"

দুনিয়ার রূপ

[২০৫] হুমায়দ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম, মানুষেরা কোনো কিছুর পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তখন আমিও তাদের অনুসরণ করলাম। অকস্মাৎ এক গাঢ় কালো কানা বুড়িকে দেখা গেল। যার শরীরে সর্বপ্রকার পোশাকাদি এবং সৌন্দর্যের উপকরণ ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি কী? সে বলল, আমি দুনিয়া। আমি বললাম, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে আমার শত্রুতে পরিণত করেন। সে বলল, হ্যাঁ, যদি মুদ্রার সঙ্গে শত্রুতা রাখতে পারো।"

মৃত্যুর কথা চিন্তা করা

[২০৬] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজেকে এই অবস্থায় একবার ভেবে দেখে যে, সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। তারপর সে আল্লাহর কাছে অব্যাহতি চাইল, আর আল্লাহ তাকে অব্যাহতি দিলেন। সুতরাং সে যেন মহামহিম আল্লাহর আদেশমতো আমল করে।"

আল্লাহ না চাইলে কেউই জাহান্নাম থেকে বেরুতে পারবে না

[২০৭] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা নিজেদের জাহান্নামে রেখেছি। যদি আল্লাহ আমাদের তা থেকে বের করতে চান, তাহলে আমরা বের হব।"

আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা

[২০৮] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ دَعْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'আল্লাহর কাছে এরচেয়ে অধিক পছন্দনীয় কোনো দুআ নেই যে, বান্দা তার কাছে দুনিয়া-আখিরাতের নিরাপত্তা চাইবে।'"[১৬]

এ পর্যন্তই বেদনার পরিসমাপ্তি

[২০৯] জাবির বিন আবদুল্লাহ আল-আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, যখন আমি একাকী সালাত আদায় করি তখন আমি আমার সালাত উপলব্ধি করতে পারি না। তিনি বললেন, 'তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কারণ, তা কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত একটি জ্ঞান। তুমি কি দেখোনি যে, চোরেরা পতিত বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে দিকে ঘাড় ফিরিয়েও তাকায় না। যখন তারা এমন ঘরের পাশ দিয়ে যায়, যেখানে আসবাবপত্র রয়েছে, তখন তারা তার সঙ্গে লেগে থাকে যাতে সেখান থেকে কোনো জিনিস লাভ করতে পারে।' এবং তিনি (আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'মাসজিদের থেকে আমার ঘরের নিকটবর্তী হওয়া আমার কাছে খারাপ লাগে।' অর্থাৎ তিনি এটা পছন্দ করতেন যে, তার ঘর যেন মাসজিদ থেকে দূরবর্তী হয়, যাতে মাসজিদের দিকে তার পদক্ষেপ অধিক হয়।"

[১৬] সনদ সহীহ মাওকুফ। ইবনু মাজাহ : ২/৪৩৫

আমার কাছে আরও বর্ণনা পৌঁছেছে যে, হুমায়দ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে আলা ইবনু জিয়াদ আল-আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসলাম, তিনি তখন খুব চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তার একটি বোন ছিল, যে সকাল-সন্ধ্যা তার তুলো ধুনে দিত। হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, 'হে আলা, আপনি কেমন আছেন?' তিনি বললেন, 'হায়, চিন্তার ওপর চিন্তা।' তখন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তোমরা ওঠো। আল্লাহর কসম, এ পর্যন্তই বেদনার পরিসমাপ্তি।'"

গুনাহের জন্য নেক আমল অপেক্ষা উত্তম সংশোধনী নেই

[২১০] আসিম ইবনু কুলায়ব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ফুজায়ল ইবনু জিয়াদ রিকাশি রাহিমাহুল্লাহ—যিনি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধ করেছেন—বলেন, 'মানুষেরা যেন তোমাকে নিজের ব্যাপারে উদাসীন না করে ফেলে। কারণ, ফায়সালা তোমার ওপরই আপতিত হবে; তাদের ওপর নয়। এমন-ওমন বলে দিন কাটিয়ো না। কারণ, তুমি যা কিছু বলবে, সব তোমার আমলনামায় সংরক্ষিত থাকবে। তুমি সংঘটিত গুনাহের জন্য পরবর্তীকালে কৃত নেক আমলের চেয়ে উত্তম কোনো অনুসন্ধানকারী এবং সত্বর পাকড়াওকারী পাবে না।'"

সকাল-সন্ধ্যার গুরুত্ব

[২১১] গাইলান ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আসআস ইবনু সালামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "তোমরা অবিচলতার সঙ্গে রাতের কিছু অংশসহ সকাল-সন্ধ্যার (সময়ের) ব্যাপারে গুরুত্ব দাও।"

কিয়ামাত দিবসে সচ্চরিত্রদের জন্য সচ্ছলতার ঝান্ডা উঁচু করা হবে

[২১২] জুহায়র আস-সালুলি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আসআস ইবনু সালামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কিয়ামাত দিবসে সচ্চরিত্রদের জন্য সচ্ছলতার ঝান্ডা উঁচু করা হবে, যা তার সামনে সামনে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করে।"

দুআর মাধ্যমে কারাগার থেকে মুক্তি

[২১৩] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সাফওয়ান ইবনু মুহরিজ আল-মাজিনি রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ গ্রেফতার হলেন। মানুষেরা তার ব্যাপারে সুপারিশের দায়িত্ব নিল। এমন কেউই বাকি থাকেনি, যে তার ব্যাপারে কথা বলেনি। এতৎসত্ত্বেও তিনি তার প্রয়োজন পূরণের পথ দেখতে পাননি।"

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি তার রাত জায়নামাযেই সালাতরত অবস্থায় কাটালেন।

ফলে সালাতের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন তিনি ঘুমালেন তখন স্বপ্নে একজন আগন্তুক তার কাছে এসে বলল, 'হে সাফওয়ান, ওঠো। সামনের দিক থেকে তোমার প্রয়োজনগুলো প্রার্থনা করো।' তিনি বললেন, 'করছি।' তিনি উঠলেন। পানি দিয়ে ওজু করলেন। সালাত আদায় করলেন এবং দুআ করলেন।"

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, "তখন সাফওয়ানের প্রয়োজনের কথা ইবনু জিয়াদকে অবগত করা হলো।"

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, "তখন প্রহরী এবং পুলিশ আগুন নিয়ে এল। কারাগারের গেইটসমূহ খোলা হলো এবং সাফওয়ান রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাতিজাকে বের করে আনা হলো। তাকে ইবনু জিয়াদের কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন, 'তুমি সাফওয়ানের ভাতিজা?' সে বলল, 'জি হ্যাঁ।' তখন সে তাকে পাঠিয়ে দিলো। এরপর সাফওয়ান রাহিমাহুল্লাহ কিছু টের পাওয়ার আগেই দরজায় করাঘাত পড়ল। তিনি বললেন, 'কে এখানে?' সে বলল, 'আমি অমুক।' একরাতে আমিরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন প্রহরী এবং পুলিশ আগুন নিয়ে এল এবং কারাগারের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হলো। এরপর আমাকে জামানত গ্রহণ করে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হলো।'"

দুনিয়ায় কষ্ট পাওয়া আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে উত্তম

[২১৪] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "আমি এবং হাসান সাফওয়ান ইবনু মুহরিজ-এর কাছে তার শুশ্রূষা করার জন্য গমন করলাম। তখন দেখা গেল, তিনি কাত হয়ে যাওয়া বাঁশের কুটিরে রয়েছেন। সে সময় তার ছেলে বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে বলল, তিনি প্রচণ্ড পেটের পীড়ায় ভুগছেন। আপনারা তার কাছে যেতে পারবেন না। তখন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'যদি তোমার বাবার রক্ত এবং গোশত (ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার দরুন) তার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে তা তার পূর্ণ দেহ নিয়ে মৃত্যুবরণ করার পর তা মাটিতে খেয়ে ফেলা ও প্রতিদানপ্রাপ্ত না হওয়ার তুলনায় উত্তম।'"

আগামীকাল আমি মরে যাব

[২১৫] হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সাফওয়ান ইবনু মুহরিজ রাহিমাহুল্লাহ-এর একটি কুটির ছিল। যাতে ছিল একটি কড়িকাঠ। একদিন সেই কড়িকাঠটি ভেঙে গেল। তখন তাকে বলা হলো, 'আপনি কি এটা ঠিক করবেন না?' তিনি বললেন, 'থাক, বাদ দাও। আগামীকাল আমি মরে যাব।'"

আমি মানুষের মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত নই

[২১৬] ইবনু আওন রাহিমাহুল্লাহ বাকর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, "আবূ তামিমা রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'হে আবূ তামিমা, আপনি কেমন আছেন?' তিনি বললেন, 'আমি দুটো নিআমাতের মাঝে আছি। আমি আবৃত গুনাহের মাঝে আছি, যে গুনাহগুলোর কথা এ সকল মানুষের জ্ঞানে নেই। এবং আমি এমন এক উচ্চ অবস্থানের মাঝে রয়েছি, যে অবস্থানে তারা আমাকে উত্তীর্ণ করে রেখেছে, আর তা এই মানুষগুলোর মুখে জারি রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এই অবস্থানে পৌঁছতে পারিনি, এমনকি তার ধারেকাছেও নেই।'"

তুমি কি মৃতদের কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাও?

[২১৭] আইনা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আবুল খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ এক কামরার ওপর ছিলেন। তিনি তার দরজার কাছে এলেন। এরপর পল্লির এক দিকে মুখ করে ডাক দিলেন, 'হে অমুক, হে তমুক।' এরপর আরেক প্রান্তে উঁকি দিয়ে বললেন, 'হে অমুক, হে তমুক।' এরপর অন্য এক প্রান্তে উঁকি দিলেন। এভাবে চার দিক দিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

'(তাদের আগে আমি কত মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি।) তুমি কি তাদের কারও সন্ধান পাও কিংবা তুমি কি তাদের কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাও?'[১৭]

তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন ও মৃত্যুবরণ করলেন। যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, সেদিন তার বয়স ছিল এক শ বিশ বছর।"

কুরআন ঘুম কেড়ে নিয়েছে

[২১৮] ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তিকে বলা হলো, 'আপনি কি ঘুমান না?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় কুরআনের বিস্ময়কর বিষয়গুলো আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।'"

পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকর করা

[২১৯] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা (সাহাবিগণ) পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে ভালোবাসতেন।"

---

[১৭] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৮

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

কিয়ামাতের ভয়

[২২০] হুমাইদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রজব মাসের কোনো এক দিনে হাসান রাহিমাহুল্লাহ মাসজিদে ছিলেন। তিনি তখন পানিতে চুমুক দিচ্ছিলেন, আবার তা মুখ থেকে ফেলছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি দীর্ঘশ্বাস নিলেন। এরপর কেঁদে ফেললেন। এমনকি তার দুকাঁধ কেঁপে উঠল। তারপর তিনি বললেন, 'হায়, অন্তরে যদি প্রাণ থাকত! হায়, অন্তরের যদি যোগ্যতা থাকত, তাহলে আমি তোমাদের সে দিনের ব্যাপারে কান্না করাতাম, যার ভোর হবে কিয়ামাত দিবস। নিশ্চয়ই তা এমন রাত, যা প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হয়ে কিয়ামাত দিবসের ভোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সৃষ্টিজীব এমন কোনো দিনের কথা শোনেনি, কিয়ামাত দিবস অপেক্ষা যেদিন অধিক পরিমাণ লজ্জাস্থান প্রকাশিত থাকবে এবং অধিক পরিমাণ চোখ কান্নারত থাকবে।'"

দুশ্চিন্তার সময়

[২২১] আওন ইবনু জুহায়ফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ভালো জিনিসগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর মন্দ জিনিসগুলো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে এখন যারা বাকি রয়ে গেছে, তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।"

দুঃখের ভেতর মুমিনের দিনাতিপাত

[২২২] শুমাইত রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় মুমিন ভোর করে দুঃখিত অবস্থায় এবং সন্ধ্যাও যাপন করে দুঃখিত অবস্থায়। সে বিশ্বাস নিয়ে দুঃখের ভেতর ঘুরপাক খায়। একজন মুমিনের জন্য তা-ই যথেষ্ট, একজন বিপদাক্রান্ত মানুষের জন্য যা যথেষ্ট হয়—একমুষ্ঠি খেজুর এবং সামান্য পরিমাণ পানি।"

মৃত্যু পৃথিবীকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে

[২২৩] ইবরাহীম ইবনু ঈসা ইয়াশকুরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি—নিশ্চয় মৃত্যু পৃথিবীকে নিষ্প্রভ করে

দিয়েছে। সে আর জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য খুশির কোনো উপকরণ বাকি রাখেনি।”

দুঃখ

[২২৪] ইবরাহীম ইবনু ঈসা ইয়াশকুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে অধিকতর দুঃখিত ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। আমি যখনই তাকে দেখেছি, তখনই তাকে সদ্য বিপদাক্রান্ত ব্যক্তির মতো মনে হয়েছে।”

অন্তর কেন বিগলিত হয় না?

[২২৫] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “হে মানুষ, কীভাবে তোমার অন্তর বিগলিত হবে, অথচ তোমার চিন্তা অন্য জিনিসের মধ্যে ডুবে আছে!”

মানুষের ব্যস্ততার উপকরণ

[২২৬] মালিক ইবনু মিগওয়াল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি সে জিনিস নিয়েই সময় ক্ষেপণ করে, যা তাকে চিন্তাগ্রস্ত করে। যে ব্যক্তি কোনো জিনিস নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়, সে অধিক পরিমাণে তা স্মরণ করে। যার আখিরাত নেই, তার তো দুনিয়াও নেই। যে তার দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিলো, তার দুনিয়াও নেই, আখিরাতও নেই। আর যে উত্তম কথা বলে, কিন্তু মন্দ কাজ করে, সে হয়...।”[১৮]

সবচেয়ে কঠিন ইবাদাত

[২২৭] মুআবিয়া ইবনু কুররাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ইবাদাতটি সবচেয়ে কঠিন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন বলে ফেলল, সবচেয়ে কঠিন ইবাদাত হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। অপর একজন বলল, সবচেয়ে কঠিন ইবাদাত হলো সালাত। আরেকজন বলল, সবচেয়ে কঠিন ইবাদাত হলো যাকাত। আবার আরেকজন বলল, সাওম। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ ব্যাপারটি নিয়ে আমি তার সঙ্গে কথা বলব। তারপর আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে লক্ষ্য করে বললাম, হে আবূ সাঈদ[১৯], আমি ইবাদাতের মধ্যে তাকওয়া অপেক্ষা কঠিন কোনো কিছু পাইনি। তখন তিনি বললেন, ‘ধিক তোমাকে, তাকওয়া ছাড়া এ সকল ইবাদাতের একটিও কি আদৌ কোনো উপকারে আসে?’ তারপর হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, ‘নিশ্চয় আমি ইবাদাতের

[১৮] মূল পাণ্ডুলিপিতে বাক্যটি অসম্পূর্ণই আছে।

[১৯] হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর উপনাম।

মধ্যে রাতের গভীরে সালাত আদায় অপেক্ষা কঠিন কিছু পাইনি।'"

দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার

[২২৮] হাওশাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে আল্লাহর নামে কসম করে বলতে শুনেছি—আল্লাহর কসম, হে আদম-সন্তান, যদি তুমি কুরআন পাঠ করে তার ওপর ঈমান আনয়ন করো, তাহলে দুনিয়ায় তোমার দুঃখ দীর্ঘায়িত হবে। দুনিয়ায় তোমার ভয় প্রচণ্ড হবে এবং দুনিয়ায় তোমার কান্না বৃদ্ধি পাবে।"

কোন আলিম উত্তম?

[২২৯] আলা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মুগিরা রাহিমাহুল্লাহ হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবূ সাঈদ, এমন কিছু আলিমদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা আমাদের উপদেশ দেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেন। তাদের আলোচনার মাধ্যমে তারা যেন আমাদের চিত্তকে আকর্ষিত করে ফেলেন। আর এমন কিছু আলিমের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে, যাদের আলোচনায় সহজতা রয়েছে।' হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, যে তোমাকে এখানে অভয় দেয় আর পরিশেষে (আখিরাতে) তুমি ভীতির সম্মুখীন হও—তার চাইতে তো ওই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাকে ভীতির কথা শোনায়, আর পরিণামে (আখিরাতে) তুমি নিরাপত্তা লাভ করো।'"

দুনিয়াপ্রীতির কারণেই মূর্তিপূজার সূচনা

[২৩০] হাওশাব[২০] রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর কসম, বানী ইসরাঈল রহমানের ইবাদাত করার পর মূর্তির উপাসনা করেছে শুধুমাত্র দুনিয়াপ্রীতির কারণে।'"

সালাফগণের দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ

[২৩১] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন সব মানুষের দেখা পেয়েছি, যাদের কারও জন্য কখনো কাপড় গোটানো হয়নি। যাদের কেউ নিজ পরিবারে কখনো খাবার তৈরি করার আদেশ দেননি। তাদের কেউ নিজের মধ্যে এবং জমিনের মধ্যে কোনো জিনিসকে অন্তরায় বানাননি। যদিও তাদের একেকজন বলতেন, আমার ইচ্ছা হয় যদি এমন হতো যে, আমি সামান্য খাবার খেতাম, আর তা আমার পেটে গিয়ে ইটের মতো আকৃতি লাভ করত। তিনি বলতেন, আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইট

[২০] মুসলিম আস সাকাফি

পানিতে তিন শ বছর টিকে থাকে।'"

উপদেশ দেওয়ার আগে নিজে আমল করা

[২৩২] আবূ কাব আজদি রাহিমাহুল্লাহ বলনে, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যদি তুমি সৎ কাজের আদেশকারী হও, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম তা গ্রহণকারী হোয়ো; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তুমি অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী হও, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সেসব কাজকে সর্বাধিক অপছন্দকারী হও; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

দুনিয়াদারদের পরিণাম

[২৩৩] ইবরাহীম ইবনু ঈসা ইয়াশকুরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর সামনে দুনিয়াদারের কথা আলোচনা করা হতো তখন আমি তাকে বলতে শুনতাম—আল্লাহর কসম, দুনিয়া তার জন্য অবশিষ্ট থাকেনি, আর সেও দুনিয়ার জন্য বাকি থাকেনি। সে দুনিয়ার অনুসরণ, অনিষ্ট ও হিসেব থেকেও নিরাপদ হতে পারেনি। অথচ দুনিয়া থেকে তাকে বের করা হয়েছে মাত্র একখণ্ড বস্ত্রের ভেতর মুড়িয়ে।"

পূর্বসূরিদের দুনিয়াবিমুখতা

[২৩৪] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি—আল্লাহর কসম, আমরা এমন সব মানুষের দেখা পেয়েছি, যাদের একেকজন বিপুল পরিমাণ সম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই তারা ছিলেন প্রচণ্ড দুর্দশা-কষ্টে আক্রান্ত। তারা সেই উত্তরাধিকার লাভ করার পর নিজেদের ভাইদের বলতেন, হে আমার ভাই, নিশ্চয়ই আমি জানি এ হলো উত্তরাধিকার। আর তা হালাল। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, না জানি তা আমার অন্তর এবং আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। তাই এগুলো তোমার। আমার এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে তাদের পক্ষ থেকে কখনো কাউকে সামান্যতম অংশ থেকেও বঞ্চিত করা হতো না। অথচ বাস্তবে তারা ছিলেন প্রচণ্ড দুর্দশা-কষ্টে আক্রান্ত। হাসান রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন সব মানুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, আল্লাহ তোমাদের ওপর যা কিছু হারাম করেছেন সে ব্যাপারে তোমরা যতটা অনাগ্রহী, আল্লাহ তাদের ওপর যা কিছু হালাল করেছেন সে ব্যাপারে তারা এর চাইতে অধিক অনাগ্রহী ছিলেন। তোমরা নিজেদের গোনাহের কারণে পাকড়াও হওয়ার ব্যাপারে যতটা ভীত, তারা তাদের থেকে নিজেদের নেক আমলগুলো কবুল হওয়ার ব্যাপারে এরচেয়ে অধিক ভীত ছিলেন।'"

জান্নাত প্রার্থনা না করা

[২৩৫] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এমন সব মানুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং এমন কিছু মানুষের সাহচর্য পেয়েছি—যাদের অনেকে সারা জীবন এভাবে কাটিয়ে দিয়েছেন যে, কখনো আল্লাহর প্রতি লজ্জাবশত তার কাছে জান্নাত চাননি।"

কোনো প্রার্থীকে খালি হাতে না ফেরানো

[২৩৬] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এমন মানুষদের যুগ লাভ করেছি, যারা কোনো প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে ফেরাতেন না। তাদের কেউ বাইরে বেরোলে পরিবারের লোকদের আদেশ দিয়ে যেতেন, তারা যেন কোনো প্রার্থীকে খালি হাতে না ফেরায়।"

দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা

[২৩৭] আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এমন মানুষের দেখা পেয়েছি, যাদের কারও ওপর দিয়ে সত্তর বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তারা পরিবারের জন্য খাবারের চাহিদাই অনুভব করতেন না। আমি এমন মানুষদের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যাদের ওপর দিয়ে সত্তর বছর সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও তারা কোনো বালিশ গ্রহণ করতেন না। তাদের কেউ একমুঠো খাবার খেলে, তা যেন পেটে পাথর হয়ে থেকে যায়—এই কামনা করতেন।"

ইলম অন্বেষণকারীর চিত্র

[২৩৮] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "(আমাদের সময়ে) ইলম অন্বেষণকারী ব্যক্তি এমনভাবে বসবাস করত যে, ইলম অন্বেষণের চিত্র তার বিনয়ে, আদর্শে, জিহ্বায়, চোখে এবং নেক কাজসমূহে ফুটে উঠত।"

জমিনের ওপর নম্রভাবে বিচরণ করা

[২৩৯] ইয়াহইয়া ইবনু মূসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا "যারা জমিনের ওপর নম্রভাবে বিচরণ করে।"[২১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা হচ্ছে সহনশীলগণ।"

এবং فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا "যারা (আল্লাহর দিকে) বারবার ফিরে আসে, নিশ্চয়

[২১] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩

তিনি তাদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল।”[২২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যারা অন্তর এবং আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে।”

মুসলিম ভাইয়ের ওপর আস্থা

[২৪০] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি এমন সব মানুষের দেখা পেয়েছি, যাদের কেউ কেউ তার ভাইকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিজ পরিবারে দায়িত্বশীল হিসেবে রেখে যেত।”

একেবারেই সাদামাটা চালচলন

[২৪১] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “এমন সব মানুষের দেখা পেয়েছি, যাদের কেউ কোনো সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে বসলে তারা মনে করত—তিনি একজন অক্ষম ব্যক্তি, অথচ তার কোনো অক্ষমতা ছিল না। বরং তিনি তো ছিলেন একজন মুসলিম ফকীহ। (কিন্তু তার চালচলন এতটাই সাদাসিধে ছিল যে, তাঁকে অক্ষম ব্যক্তির মতো মনে হতো)।”

ইলমে অর্জনের মর্যাদা

[২৪২] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি ইলমের অধ্যায়সমূহ থেকে কোনো অধ্যায় শুনে তা শিখে নেয় এবং তার ওপর আমল করে—এটা পুরো দুনিয়া তার হয়ে যাওয়া এবং তা আখিরাতের কাজে ব্যয় করার চাইতে অধিক উত্তম।”

কুকুরের জন্য খাবার ছুড়ে দেওয়া পরিতৃপ্ত অবস্থায় আহার করার চাইতে উত্তম

[২৪৩] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি—আল্লাহর কসম, আমি এমন সব মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাদের জন্য কখনো কাপড় গোটানো হয়নি। তাদের কখনো নিজের মাঝে এবং জমিনের মাঝে কোনো জিনিসকে অন্তরায় বানাননি। যাদের কেউ নিজ পরিবারে কোনো খাবার তৈরি করার আদেশ দেননি। তাদের কেউ খাবার খেলে কখনো এ অবস্থার উপক্রম হতো না যে, তাদের পরিতৃপ্তি আসবে। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহর কসম, কুকুরের জন্য খাবার ছুড়ে দেওয়া পরিতৃপ্ত অবস্থায় আহার করার চাইতে উত্তম।’”

---

[২২] সূরা ইসরা, ১৬ : ২৫

মুসলমান ভাইয়ের হক আদায় করা

[২৪৪] ইমরান ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো ব্যক্তি বলে ওঠে, আমি হাজ্জ করব, আমি হাজ্জ করব। অথচ তুমি তো (ফরজ) হাজ্জ করে ফেলেছ। সুতরাং (এখন অন্যান্য ফরজ দায়িত্ব যেমন :) আত্মীয়তার সম্পর্ক (এবং অন্যান্য দায়িত্ব) পালন করো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুশ্চিন্তা দূর করো। প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করো।"

খ্যাতির প্রতি অনীহা

[২৪৫] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "অনেক সময় এমন হতো যে, কোনো ফকীহ কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা অবস্থায় কেউ কেউ ভাবত যে, তিনি অক্ষম। অথচ তার কোনো অক্ষমতা নেই; তার শুধু প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতি অনাগ্রহ।"

দুটো দুআ

[২৪৬] সুফিয়ান ইবনু হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ এ দুটো বাক্য খুব বেশি পরিমাণে পাঠ করতেন,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

'হে আল্লাহ, তোমার প্রশংসা—ইলম থাকার পরও সহনশীল আচরণ করার জন্য। তোমার প্রশংসা—কুদরত থাকার পরও ক্ষমা করার জন্য।'"

সুরক্ষিত আমল হলো গোপন আমল

[২৪৭] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি এমন সব মানুষের সময়কাল লাভ করেছি, যাদের কেউ একান্ত আমল গোপন রাখতে না পারলে তবেই তা প্রকাশ করতেন। তারা জানতেন, শয়তান থেকে অধিক সুরক্ষিত আমল হলো গোপন আমল। তাদের কারও কাছে মেহমান থাকলে তারা গৃহের পেছনে গিয়ে সালাত পড়ে নিতেন, যা মেহমান টের পেত না।'"

আলিমের মৃত্যু

[২৪৮] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আলিমের মৃত্যু ইসলামে একটি ছিদ্রসদৃশ। যত রাত-দিন আবর্তিত হবে কোনো জিনিসই আর সেই ছিদ্রকে বন্ধ করতে পারবে না।"

মৃত্যুর স্মরণ

[২৪৯] আতা আলা আজরাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি এক ব্যক্তিকে হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম, 'আপনি কেমন আছেন? আপনার কী অবস্থা?' তিনি জবাব দিলেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা। ওই ব্যক্তির আর কী অবস্থা হবে, যে মৃত্যুর অপেক্ষায় সকাল-সন্ধ্যা যাপন করে। অথচ সে জানে না, আল্লাহ তার সঙ্গে কী আচরণ করবেন। (তাকে জান্নাত দেবেন নাকি জাহান্নাম দেবেন।)'"

মুমিনের চিত্র

[২৫০] আবূ কাব আলা আজদি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মুমিন দুনিয়ায় মুসাফিরের মতো। সে নিজের অপমানে অস্থির হয় না, নিজের সম্মান দেখলেও প্রীত হয় না। সকল মানুষের থাকে এক ধরনের অবস্থা, আর তার থাকে আরেক ধরনের অবস্থা। তোমরা এ সকল অনর্থক বিষয় সে দিকেই সরিয়ে রাখো, আল্লাহ্ এগুলো যে দিকে সরিয়ে রেখেছেন।'"

বান্দার হকের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব

[২৫১] ইমরান ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, "কিয়ামাতের দিন কিছু মানুষ পাহাড় পরিমাণ আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। তারা যাদের ওপর জুলুম করেছে, সে সকল মাজলুমের জন্য তাদের থেকে আমল নেওয়া হতে থাকবে; অবশেষে তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে। ফলে তাদের প্যাঁচিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে।"

উপদেশ প্রত্যাখ্যান

[২৫২] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, "অনেক মানুষ এমন আছে যে, কোনো মজলিসে বসার পর শিক্ষণীয় বিষয় তার সামনে উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে যদি (শিক্ষনীয় বিষয় যদি তার প্রবৃত্তির) অগ্রগামী হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করে, তাহলে মজলিস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।"

সম্পদ থাকার ক্ষতি

[২৫৩] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, "আমি এমন সব মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাদের কেউ হালাল পন্থায় ধন-সম্পদ অর্জন করতে চাইলে তা অর্জন করতে পারতেন। তাদের বলা হতো, আপনারা কি এই সম্পদের মধ্যে আপনাদের যে অংশ রয়েছে, তা নেবেন না? তাতে হালাল উপায়ে আপনারা তা অর্জন

করতে পারতেন। তখন তারা বলতেন, না, আমাদের আশঙ্কা হয়, এই সম্পদ গ্রহণ আমাদের অন্তর বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হবে।"

আল্লাহর বিধানকে মর্যাদাবান রাখা

[২৫৪] আবূ কাব আলা আজদি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "জনৈক ব্যক্তি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, 'আমি সফর করতে চাই। সুতরাং আমাকে পাথেয় দান করুন।' তিনি বললেন, 'ভাতিজা, তুমি আল্লাহর বিধানকে সেসব ব্যাপারে মর্যাদাবান রেখো, যেসব ব্যাপারে আল্লাহ তা মর্যাদাবান রেখেছেন।'"

তারা দুনিয়ার প্রতি আকর্ষিত হতেন না

[২৫৫] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এমন মানুষদের দেখা পেয়েছি, তাদের কাছে দুনিয়ার যা-ই আসুক না কেন তারা এতে খুশি হতেন না। আর দুনিয়ার যা কিছুই তাদের হাতছাড়া হোক না কেন, তারা এতে হা-হুতাশ করতেন না।"

বাবা-মায়ের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদাত

[২৫৬] আম্মার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, পুণ্য কী?' তিনি বললেন, '(ধন-সম্পদ) বিলিয়ে দেওয়া এবং কোমল হওয়া।' আমি বললাম, 'তাহলে অবাধ্যতা কী?' তিনি বললেন, 'দুটো থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং তা পরিত্যাগ করা।' তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো না যে, তোমার বাবা-মা অথবা তোমার মায়ের চেহারার দিকে তাকানোও ইবাদাত?'"

রাতের ইবাদাত সাহাবিগণের বৈশিষ্ট্য

[২৫৭] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ "তারা রাতের খুব কম অংশই শয়ন করত।"[২৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তারা রাতের খুব কম অংশই শয়ন করত।"

এবং وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ "আর তারা সাহরির সময় ক্ষমা প্রার্থনা করত।"[২৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "তারা তাদের সালাতকে সাহরির সময় পর্যন্ত দীর্ঘ করত। এরপর তারা দুআ করত এবং কাকুতি-মিনতি করত।"

---

[২৩] সূরা যারিআত, ৫১ : ১৭

[২৪] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৭-১৮

ঈমানের পরিচয়

[২৫৮] যাকারিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বলা হতো—ঈমান অলংকৃত হওয়ার নাম নয় এবং আকাঙ্ক্ষারও নাম নয়। ঈমান হলো ওই জিনিস, যা অন্তরে স্থির হয়ে বসে এবং আমল তার সত্যায়ন করে।"

কোন আমল সর্বোত্তম?

[২৫৯] মুআবিয়া ইবনু কুররাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "লোকেরা হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আলোচনা করল, কোন আমল সর্বোত্তম? তারা মনে মনে তাহাজ্জুদের সালাতের কথা ভাবছিল। আমি বললাম, হারাম ত্যাগ করা। এ কথা শুনে হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'বিষয় পূর্ণ হয়ে গেছে। বিষয় পূর্ণ হয়ে গেছে।'"

দ্বীনের পথে চালিতকারী কিংবা দেখার মতো দৃষ্টিশক্তি

[২৬০] সাবিত বুনানি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছিলাম। তখন তার উদ্দেশে এক অভাবী ব্যক্তি উঠে এল, যার চোখে সমস্যা ছিল। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা এমন ব্যক্তিকে সাদকা দাও—যার এমন কোনো চালক নেই যে তাকে চালাবে, আবার এমন চোখও নেই, যা তাকে পথ দেখাবে।' এরপর তিনি তার পেছনে থাকা তার এক প্রতিবেশী আবদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ-এর দিকে ইশারা করে বললেন, 'ইনি এই বাড়ির মালিক। তার পুরো পরিজনের মধ্যে এমন কোনো চালক নেই, যে তাকে কল্যাণের পথে চালিত করবে এবং তাকে কল্যাণকর্মের পরামর্শ দেবে। তার নিজেরও দৃষ্টিশক্তি নেই, যা দিয়ে সে দেখবে এবং উপকৃত হবে।'"

ঈমানের দুর্বলতা

[২৬১] ইয়াস ইবনু আবী তামিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর কসম, তোমাদের জন্য যদি আখিরাতকে উঠিয়ে নেওয়া হতো, তাহলে তোমরা ইনসাফ করতে না এবং (আল্লাহর দিকে) ঝুঁকতে না।"

সাধনার অসারতা

[২৬২] রাওহ ইবনুল কাসিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "তার পরিবারের এক ব্যক্তি তাপস-জীবন যাপন করা শুরু করল। এমনকি সে বলে বসল, আমি খাবিস[২৫] (কিংবা সে বলেছিল, ফালুদা) হালাল মনে করি না। কারণ, আমি তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি না।"

---

[২৫] খেজুর এবং ঘিয়ের মিশ্রণে প্রস্তুতকৃত খাবারবিশেষ।

রাওহ ইবনুল কাসিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তার সামনে এ ঘটনা আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, 'এ তো নির্বোধ লোক। সে তো শীতল পানির কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও সক্ষম নয়।'"

মুসলিমের মর্যাদা

[২৬৩] মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর মাড়ির দাঁত উঠিয়ে দিলো। তখন তিনি তাকে এক দিরহাম দিলেন। লোকেরা বলল, তা অর্ধ দিরহামের বিনিময়। তিনি বললেন, 'তোমরা তাকে এক দিরহাম দিয়ে দাও। কারণ, কোনো মুসলিম অপর মুসলিমকে এক দিরহাম ভাগ করে দিতে পারে না।'"

তিনি সাহাবিদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখতেন

[২৬৪] আবূ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখতেন।"

চার জিনিসের অনন্যতা

[২৬৫] কুলসুম ইবনু জাবর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বসরা শহরে তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'হাসানের ফিকহ, মুসলিম ইবনু ইয়াসার ইলম, ইবনু সিরিনের তাকওয়া এবং তালক ইবনু হাবিবের ইবাদাত (ঈর্ষা করার মতো।)'"

কুপ্রবৃত্তির জঘন্যতা

[২৬৬] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "কুপ্রবৃত্তি হলো অন্তরের সঙ্গে সংমিশ্রিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাধি।"

দূরত্ব বৃদ্ধি

[২৬৭] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "সালাত যখন অশ্লীলতা ও অন্যায় কর্ম থেকে বিরত না রাখবে, তখন তা শুধু (বান্দার থেকে আল্লাহর) দূরত্বই বৃদ্ধি করবে।"

দুটো নিআমাতের ব্যাপারে উদাসীনতা

[২৬৮] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "সুস্থতা ও অবসর এমন দুটো নিআমাত, যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত হয় (অর্থাৎ এর যথাযথ ব্যবহার করে না।)।"

পোশাক মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না

[২৬৯] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ প্রচুর পরিমাণে এ কথা বলতেন, "বাকরের তাইলাসান।"[২৬]

একদিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "আপনি বাকরের তাইলাসানের কথাটা খুব বেশি বলে ফেলেছেন। আমি বাকরকে তার তাইলাসানির মধ্যে যতটুকু ভয় করি, আপনাকে আপনার আবা[২৭]-র মধ্যে তারচেয়ে অধিক ভয় করি।"

খাবার নিয়ে আপত্তি না তোলা

[২৭০] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান এবং ফারকাদ সানজি কোনো এক ওলিমায় এক দস্তরখানের ওপর একত্র হলেন। তাদের সঙ্গে তখন একজন পেটুক লোক ছিল। ফলে অন্যান্য মানুষজন তাদের হাত গুটিয়ে নিল আর লোকটি খেতে থাকল। তখন ফারকাদ তাকে বললেন, 'হে অমুক, শুধু টুকরো আর টুকরো অন্য কোনো কাজকারবার নেই!' এ কথা শুনে হাসান রাহিমাহুল্লাহ ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি তার দিকে ফিরে বললেন, 'কী ব্যাপার তোমার? আল্লাহ তোমাকে পাকড়াও করুন, বিপদাক্রান্ত করুন! তুমি একজন ব্যক্তিকে খাবার খেতে দিচ্ছ না! আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে—তুমি বলো, আমার ইচ্ছা হয়, ছাই যদি আমাদের জন্য খাদ্য হতো! আল্লাহ তোমার জন্য ছাইকেই খাদ্য বানিয়ে দিন।'"

মুমিন এবং মুনাফিকের বিশ্বাসের পার্থক্য

[২৭১] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর কসম, কোনো বান্দা জাহান্নামকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভূমি প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে (অর্থাৎ তাকে অধিক পরিমাণে কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে)। পক্ষান্তরে মুনাফিক—আগুন যদি এই দেয়ালেরও পেছনে থাকে, সে তা সত্য বলে স্বীকার করবে না, যতক্ষণ না সে তাতে পতিত হয়।"

প্রত্যাশা এবং ভীতি মুমিনের দুই বাহন

[২৭২] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রত্যাশা এবং ভীতি মুমিনের দুই বাহন।"

---

[২৬] বুজুর্গ ব্যক্তিদের পরিধেয় পোশাকবিশেষ।

[২৭] একপ্রকার ঢিলেঢালা পোশাক, যা খতিব সাহেবগণ ঈদ ও জুমআর সালাতের দিন মূল জামার ওপর পরিধান করে থাকেন।

আলিমের শাস্তি

[২৭৩] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'আলিমের শাস্তি কী?' তিনি বললেন, 'অন্তরের মৃত্যু।' আমি বললাম, 'অন্তরের মৃত্যু কী?' তিনি বললেন, 'আখিরাতের আমলের দ্বারা দুনিয়া কামনা।'"

দুনিয়ার পেছনে না পড়া

[২৭৪] জারির ইবনু হাজিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি এমন মানুষদের দেখেছি, যাদের সামনে দুনিয়াকে হালালভাবে উপস্থাপন করা হলেও তারা তার পেছনে পড়তেন না। তারা বলতেন, আমরা জানি না, দুনিয়া পেয়ে আমাদের অবস্থা কী হবে! (আমি কি দুনিয়ার ফিতনায় নিপতিত হব, নাকি দুনিয়াকে উত্তম কাজে ব্যবহার করতে পারব।)"

সর্বোত্তম ইলমের বৈশিষ্ট্য

[২৭৫] রুবাইয়ি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সর্বোত্তম ইলম হলো তাকওয়া এবং তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা)।"

আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য

[২৭৬] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا "তোমরা এসে যাও স্বেচ্ছায় কিংবা জোরপূর্বক।"[২৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যদি তারা তার অবাধ্য হতো, তাহলে তিনি তাদের এমন শাস্তি দিতেন, যার স্বাদ তারা অনুভব করত।"

শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার ভয়

[২৭৭] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى "যারা তাওবা করে, ঈমান আনে, নেক আমল করে, এরপর সঠিক পথে চলে, নিশ্চয়ই আমি তাদের জন্য ক্ষমাশীল।"[২৯]

এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাসান রাহিমাহুল্লাহ নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, "হে নির্বোধ, আমি তোমার জন্য এখানে কোনো কিছু পাচ্ছি না। (না তুমি যথাযথ তাওবা করেছ, আর না নেক আমলের মাধ্যমে সঠিক পথে চলার চেষ্টা করছ।)"

---

[২৮] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১১

[২৯] সূরা তহা, ২০ : ৮২

অতিথিকে যত্ন করা

[২৭৮] ইবনু আওন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে তার দ্বীনি ভাইয়েরা আসত। তখন তিনি সবাইকে বলতেন, 'তোমরা খেয়ে নাও।' হাসান ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খাবার ভাগ করে খাওয়াটাই অধিক উপযোগী।"

বর্ণনাকারী বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ যখন আত্মগোপনে ছিলেন তখন আমরা তার কাছে গমন করতাম। তিনি খাবার পরিবেশন করতে বলতেন। তখন এক দল এসে প্রবেশ করত। এরপর আরেক দল আসত। তিনি আবার খাবার পরিবেশন করতে বলতেন।...?[৩০] তখন তিনি বলতেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা খাবে। আল্লাহর কসম, তোমরা খাবে।' এর কিছুক্ষণ পর আরেক সম্প্রদায় এলে তিনি পুনরায় খাবার পরিবেশন করতে বলতেন। দাসী তখন বলত, 'আমাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।' তিনি তখন বলতেন, 'ছাতু নিয়ে আসো।'"

গোনাহের ওপর মৃত্যু

[২৭৯] সালিহ ইবনু রুসতুম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ "এবং তার গোনাহ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে।"[৩১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "গোনাহের ওপর তার মৃত্যু হয়েছে।"

আমল কবুল না হওয়ার ভয়

[২৮০] ইউনুস ইবনু উবায়দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে দীর্ঘতর দুঃখী কাউকে দেখিনি। তিনি বলতেন, 'আমরা হাসি, অথচ হতে পারে যে, আল্লাহ আমাদের আমলের ব্যাপারে অবগত হয়ে বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের থেকে কোনো কিছুই কবুল করব না।'"

ইবলীস কি ঘুমায়?

[২৮১] সাল্লাম ইবনু মিসকিন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আবূ সাঈদ, ইবলীস কি ঘুমায়?' তিনি বললেন, 'যদি সে ঘুমাত, তাহলে তো আমরা প্রশান্তি পেতাম।'"

---

[৩০] বর্ণনার এর পরের অংশ মূল পাণ্ডুলিপিতেই সংরক্ষিত নেই।

[৩১] সূরা বাকারাহ, ২ : ৮১

অহমিকা ধ্বংসের দিকে নিজে যায়

[২৮২] সাবিত আল-বুনানি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আদম-সন্তানের প্রতিটা কথা যদি সত্য হতো এবং প্রতিটা কাজ সঠিক হতো, তাহলে সে পাগল হয়ে যেত।"

বর্ণনাকারী হাজাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি সাঈদ ইবনু আঈমান রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'তার কথা দ্বারা তিনি কী বোঝালেন?' তিনি বললেন, 'অর্থাৎ তাহলে মানুষ অহমিকায় ভুগত।'"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কারামাত

[২৮৩] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, হে আবূ সাঈদ, আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি, আপনি কবিতা বলছেন। তিনি তখন সেই কবিতার অংশবিশেষ বলে উঠলেন,

وَأَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ

'অতঃপর কোন ব্যক্তিটি বিনয়ী?'"

মৃত্যুর আগে তাওবা

[২৮৪] আবূ আবাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ 'এরপর তারা কাছাকাছি সময়ে তাওবা করবে।'[৩২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আগে।"

অন্তরের কাঠিন্যের আরোগ্য

[২৮৫] মুয়াল্লা ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এক ব্যক্তি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলল, 'হে আবূ সাঈদ, আমি আপনার কাছে আমার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করছি।' তিনি বললেন, 'অন্তর যাকে স্মরণ করে, তুমি তাকে তার নিকটবর্তী করো।'"

ভক্তকুলের দেওয়া উপহার গ্রহণের ক্ষতি

[২৮৬] ইউনুস ইবনু উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তুমি মানুষের কাছে সম্মানিত থাকবে, মানুষ তোমাকে সম্মান দিতে থাকবে যতক্ষণ না তুমি তাদের হাতে যা কিছু আছে তা গ্রহণ করবে। যখন তুমি এটা করে ফেলবে, তখন

[৩২] সূরা নিসা, ৪ : ১৭

তারা তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। তোমার আলোচনা অপছন্দ করবে এবং তোমাকে ঘৃণা করবে।'"

অন্তরের অবস্থা

[২৮৭] উকবা ইবনু খালিদ আল-আবাদি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই অন্তর মৃত্যুবরণ করে এবং জীবন্ত হয়। অন্তর যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তাকে ফরজ বিধানগুলোর প্রতি ধাবিত করো। আর যখন তা জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে নফল ইবাদাতের মাধ্যমে শিষ্টাচার শেখাও।"

সত্যিকার ফকীহ-এর পরিচয়

[২৮৮] ইমরান আল-কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এক ব্যক্তিকে হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে বলতে শুনলাম—আমি এক ফকীহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি (হাসান রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'তুমি কখনো কোনো ফকীহকে দেখেছ? ধিক তোমাকে! ফকীহ তো হলো ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী, গোনাহের প্রতি লক্ষকারী, নিজ প্রতিপালকের ইবাদাতে সর্বদা অধ্যবসায়ী।'"

পৃথিবী তো ধোঁকার রাজ্য!

[২৮৯] ইবরাহীম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অনুগ্রহ লাভ করে কত মানুষ ধীরে ধীরে পাকড়াও হয়েছে! প্রশংসা পেয়ে কতজন মুফতি সেজেছে! অপরাধ আবৃত থাকায় কতজন প্রবঞ্চিত হয়েছে!"

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য

[২৯০] মারজুক আল-আজালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাকে আবূ কাতাদা আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তুমি এই শাইখকে—অর্থাৎ হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে—আঁকড়ে থাকো এবং তার থেকে ইলম গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শিষ্টাচারের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যবান তার চাইতে আমি আর কাউকে দেখিনি।'"

ফকীহ-এর গুণাবলি

[২৯১] ইমরান আল-কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এক ব্যক্তি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এসে তাকে কিছু মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি সেগুলোর উত্তর দিলেন। তখন লোকটি বলল, 'হে আবূ সাঈদ, ফকীহরা তো এমন এমন বলে।' এ কথা শুনে হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি নিজ চোখে কখনো কোনো ফকীহকে

দেখেছ? ফকীহ তো ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী, আখিরাতের ব্যাপারে আগ্রহী, গোনাহের প্রতি লক্ষকারী, নিজ প্রতিপালকের ইবাদাতে সর্বদা অধ্যবসায়ী।'"

তাকওয়া কাপড়ে নয়

[২৯২] খালিদ ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ফারকাদ সিবখি রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখলাম। তার পরনে তখন একটি পশমের জুব্বা ছিল। হাসান রাহিমাহুল্লাহ তার জুব্বা ধরে দুবার বা তিনবার বললেন, 'হে ইবনু ফারকাদ, তাকওয়া তো এ কাপড়ের মধ্যে নয়। তাকওয়া হলো তা, যা অন্তরে স্থির হয়ে আছে আর আমল ও কাজ তা সত্যায়ন করে।'"

মৃত্যু বাহু প্রসারণকারী

[২৯৩] আবূ রাজা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا "কেবল ভীতিপ্রদর্শনের জন্যই আমি নিদর্শন পাঠাই।"[৩৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মৃত্যু হলো বাহু প্রসারণকারী।"

[২৯৪] সাহল সিরাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا "তুমি একাগ্রচিত্তে তার প্রতি নিমগ্ন হও।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি তার প্রতি পরিপূর্ণ একনিষ্ঠ হও।"

ইলমের প্রচার-প্রসার আলিমের দায়িত্ব

[২৯৫] শাইবান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বানুশ শিখখির গোত্রের একজনকে বললেন, 'হে বালক, আমাদের হাদীস বর্ণনা করে শোনাও।' তখন সে বলল, 'হে আবূ সাঈদ, নিশ্চয়ই আমরা এ স্তরে পৌঁছিনি।' এ কথা শুনে হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আমাদের কেই-বা এ স্তরে পৌঁছেছে? শয়তান কামনা করে, সে যদি এ ব্যাপারে সক্ষমতা লাভ করত![৩৪] আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি আলিমগণের ওপর দায়িত্ব বেঁধে না দিতেন, তাহলে আমরা মুখই খুলতাম না।'"

ইলম শেখার গুরুত্ব

[২৯৬] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমার শিক্ষা করা ইলমের একটি পরিচ্ছেদ, আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চাইতে উত্তম।"

---

[৩৩] সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৯

[৩৪] যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যাপারে মানুষের পরস্পরের উপদেশ দেওয়ার প্রবণতা।

ইলমের মাধ্যমে বিবেকের স্থায়িত্ব

[২৯৭] ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাজ্জের সময় ওয়াহ্হব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে বললেন, 'হাসান ইবনু আবিল হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' ওয়াহ্হব রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আপনারা কি তার বিবেকের ব্যাপারে কোনো ধরনের আপত্তি করেছেন?' তিনি বললেন, 'না।' 'আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে অথবা বলেছেন, আমরা কিতাবে পেয়েছি, কোনো বান্দা ইলমপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি তা হিদায়াতের পথে তাকে পরিচালিত করে, তাহলে আল্লাহ কখনো তার বিবেককে কেড়ে নেন না।'"

মুমিন পেট ভরে আহার করে না

[২৯৮] উকবা আর-রাসিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। গিয়ে তাকে রুটি এবং গোশত আহাররত অবস্থায় পেলাম। তিনি বললেন, 'স্বাধীন ব্যক্তিদের খাবারে বসে পড়ো।' তখন আমি বললাম, 'আমি খেয়েছি। আর খেতে পারব না।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, মুমিন এভাবেও খায় যে, সে আর খেতে পারে না!'"

মুমিন আল্লাহর থেকে উত্তম আদব গ্রহণ করেছে

[২৯৯] আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই মুমিন আল্লাহর থেকে উত্তম আদব গ্রহণ করেন। যখন তিনি তাকে সচ্ছলতা দান করেন তখন সে-ও অন্যদের প্রতি সদয় হয়। আর যখন তিনি তার ওপর (দুনিয়া) সংকুচিত করেন, তখন সে-ও সংকুচিত করে।"

আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা

[৩০০] আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে, তখন তুমি তার সঙ্গে আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করো।"

জাহান্নামীদের শাস্তি

[৩০১] মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ফুজাইল ইবনু ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি :

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

'যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে, তখনই আমি সেগুলোকে অন্য চামড়া দ্বারা পাল্টে দেবো।'"[৩৫]

হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আগুন তাকে সত্তর হাজার বার খাবে। যখনই তাকে খাবে এবং পুড়িয়ে ফেলবে, তখন তাদের বলা হবে, তোমরা আগের মতো হয়ে যাও। তখন তারা ঠিক যেমন ছিল, তেমন হয়ে যাবে।'"

মুমিনের বিষণ্ণতা

[৩০২] আবূ মূসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "মুমিনের কোনো গোনাহ হলে, জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে (গোনাহের শাস্তির আশঙ্কায়) বিষণ্ণ থাকে।"

বিশ্বাসের ছাপ কাজে প্রকাশ পায়

[৩০৩] হাশিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো বান্দা অধিক পরিমাণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে, এর ছাপ তার আমলে দেখা যায়। আর কোনো বান্দার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেলে সে মন্দ আমল করতে থাকে।"

শোক প্রকাশের আদর্শ পন্থা

[৩০৪] আসমা বিন আবদ রাহিমাহাল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুসলমানদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তির কাছে তার কোনো ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে সে বলে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করব। আল্লাহর কসম, আমিই তো হতে পারতাম জান-কবজকৃত মানুষটি, আল্লাহ এর মাধ্যমে তার পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়কে বৃদ্ধি করেন।' হাসান রাহিমাহুল্লাহ এ কথাটি একাধিকবার বললেন— আল্লাহর কসম, সে এ অবস্থায় থাকে। অবশেষে বুদ্ধিমান হিসেবে তার মৃত্যু হয়।"

অনুসরণের মাপকাঠি

[৩০৫] আবূ আহমাদ জুবাইরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি—এমন ব্যক্তিকে অনুসরণ করা যাবে না, যার পরিবার রয়েছে, (আর নিজেকে সর্বদা পারিবারিক ঝামেলায় ব্যস্ত রেখেছে)।"

সারি ইবনু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বছরে আইয়ামে

---

[৩৫] সূরা নিসা, ৪ : ৫৬

বীজ[৩৬], সম্মানিত মাসসমূহ[৩৭] এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম রাখতেন।"

শত্রুতা ও মিত্রতায় ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব

[৩০৬] ইয়াহইয়া ইবনু মুখতার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমরা অল্প ভালোবাসো। অল্প ঘৃণা করো। কারণ, কোনো এক সম্প্রদায় ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে। আর কোনো সম্প্রদায় অপর কারও ঘৃণায় সীমালঙ্ঘন করেছে, ফলে তারাও ধ্বংস হয়েছে। তুমি ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন কোরো না এবং ঘৃণা পোষণেও সীমালঙ্ঘন কোরো না। (বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।)"

জাহান্নামের আজাবের বর্ণনা

[৩০৭] ইবনু উয়ায়না ইবনুল গুসন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শেকল থাকবে। তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।"[৩৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমাদের অবগত করা হয়েছে, জাহান্নামবাসীদের গলদেশে বেড়ি এবং শেকল এ জন্য পরানো হয়নি যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে অক্ষম করে দিয়েছে। কিন্তু যখন অগ্নিশিখা তাদের ভাসিয়ে ফেলবে, তখন আগুন তাদের স্থির করে দেবে।" এ কথা বলার পর হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে অজ্ঞান অবস্থায় সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো।

মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে মৃত্যুপ্রস্তুতি গ্রহণ করা

[৩০৮] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এক ব্যক্তি তার (অসুস্থ) ভাইয়ের শুশ্রূষা করার জন্য উপস্থিত হলো। ঘটনাক্রমে তার (অসুস্থ ভাইয়ের) মৃত্যু হয়ে গেল। তখন মৃত্যুর বিভীষিকা এবং প্রাণত্যাগের ভয়াবহ দৃশ্য তার দৃষ্টিগোচর হলো। এরপর সে পরিবারের কাছে ফিরল। পরিবারের লোক তার সামনে দুপুরের খাবার পরিবেশন করল। তখন সে বলল, 'হে পরিজন, তোমাদের খাবার তোমরা খাও।' তারা বলল, 'হে অমুক, সহায়-সম্পদ?' জবাবে সে বলল, 'হে পরিজন, তোমাদের সহায়-সম্পদ তোমরা আঁকড়ে রাখো। আল্লাহর কসম, আমি এমন মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি, যার জন্য আমি আমল করে যাব; যতক্ষণ না আমি তার সামনে উপস্থিত হই।'"

---

[৩৬] চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।

[৩৭] যিলকদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম এবং রজব—এই চার মাসকে সম্মানিত মাসসমূহ বলা হয়।

[৩৮] সূরা গাফির, ৪০ : ৭১

দুপুরবেলার নিদ্রা

[৩০৯] আবূ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বাজারের শোরগোল শুনে বললেন, "এরা কি দুপুরবেলা ঘুমায় না? আমি এদের রাতকে মন্দ রাতই মনে করি।"

মুদ্রার লোভ লাঞ্ছনা টেনে আনে

[৩১০] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর শপথ করে বলেন, "কেউ যদি দিরহামকে মর্যাদা দেয়, তো আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন।"

পৃথিবী আপন গতিতে ছুটে চলছে

[৩১১] ওলীদ মিসমায়ি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আদম-সন্তান, ছুরি ধার দেওয়া হচ্ছে, দুম্বাকে তৃণলতা খাওয়ানো হচ্ছে, আর চুলাকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে।"

ধন-সম্পদ ব্যয়ের মূলনীতি

[৩১২] হাওশাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে একটি জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, একজন ব্যক্তি—আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, সে তা থেকে হাজ্জ করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে এবং দান করে—তার জন্য কি সেই সম্পদ অবলম্বন করে সুখী জীবনযাপন করার সুযোগ রয়েছে?' হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'না, সমগ্র দুনিয়াও যদি তার হয়ে যায়, তবুও তার জন্য কেবল যথেষ্ট পরিমাণ ভোগ করারই সুযোগ রয়েছে। আর এর অতিরিক্ত অংশ সে তার দারিদ্র্য এবং অভাবের দিনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করে রাখবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণের মধ্য থেকে যারা ছিলেন তার একাগ্র অনুসারী এবং তাবিয়িগণের মধ্য থেকে যারা তাদের থেকে আদর্শ গ্রহণ করেছেন, তারা এই আশঙ্কায় প্রাসাদ এবং ধন-সম্পদ গ্রহণকে অপছন্দ করতেন, পাছে না তারা সেগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাদের পিঠ শক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছেন, তারা তা থেকে কেবল পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রহণ করতেন। আর তারা এর অতিরিক্ত অংশকে তাদের দারিদ্র্য এবং অভাবের দিনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করে রাখতেন। এরপর তাদের দ্বীনি এবং দুনিয়াবি বিষয়ের প্রয়োজনাদি তাদের মধ্যে এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।'"

আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি

[৩১৩] আবূ আমির আল-খাররাজ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি

হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে (তার মজলিসে) মানুষের আধিক্য দেখে প্রবঞ্চিত হয়নি। হে আদম-সন্তান, তুমি একাকী মরবে। একাকী কবরে যাবে। একাকী পুনরুত্থিত হবে। একাকী হিসাবের সম্মুখীন হবে। হে আদম-সন্তান, তুমিই অভীষ্ট, তোমাকেই চাওয়া হচ্ছে।"

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখা

[৩১৪] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাঁরা বলতেন, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জিহ্বা থাকে তার অন্তরের পেছনে। যখন সে কিছু বলতে চায়, তখন অন্তরের দ্বারস্থ হয়। যদি বিষয়টা তার জন্য উপকারী হয়, তাহলে সে তা বলে। আর যদি বিষয়টা ক্ষতিকর কিছু হয়, তাহলে সে বিরত থাকে। আর নিশ্চয় জাহিল ব্যক্তির অন্তর থাকে তার জিহ্বার প্রান্তে। সে তার অন্তরের দ্বারস্থ হয় না। তার জিহ্বায় যা আসে, সে তা-ই বলে বসে।"

আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনায় এ কথাও এসেছে—"তাঁরা বলতেন, যে তার জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করে না, তার দ্বীনদারি বোধগম্য নয়।"

প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে দুজন ফেরেশতা রয়েছে

[৩১৫] জিয়াদ আবূ উমার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক মুমিন জানে তার সঙ্গে দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে, যারা তার কথা এবং কাজ সংরক্ষণ করে। সে তাদের সঙ্গে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ যা তাকে রাতের পরিশ্রম দিনের পরিশ্রম থেকে এবং দিনের পরিশ্রম রাতের পরিশ্রম থেকে তাদের ফেরায় না।"

আল্লাহকে স্বল্পই স্মরণ করার অর্থ

[৩১৬] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا "তারা আল্লাহকে স্বল্পই স্মরণ করে।"[৩৯] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাদের স্মরণের পরিমাণ স্বল্প হয়েছে। কারণ, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ছিল।"

ইবাদাতের মর্যাদা হালাল উপার্জনের চাইতে বেশি

[৩১৭] মুআল্লা ইবনু জিয়াদ আল-ফিরদাউসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'দুজন ব্যক্তি—এর মধ্যে একজন ইবাদাতের জন্য অবসর হলো, আর অপরজন পরিবারের জন্য উপার্জনের চেষ্টায় রত থাকল—তাদের মধ্যে কে উত্তম?' তিনি বললেন, 'যে ইবাদাতের জন্য অবসর হলো, সে উত্তম।'"

---

[৩৯] সূরা নিসা, ৪ : ১৪২

শুধু জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে

[৩১৮] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রকৃত ঈমান হলো ওই ব্যক্তির ঈমান, সে আল্লাহকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। যে তা-ই প্রত্যাশা করে, যা আল্লাহ প্রত্যাশা করেন। আর সে এমন সব জিনিস পরিত্যাগ করে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে।"

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"অনুরূপভাবে নিশ্চয় বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।"[৪০]

মুমিনের কথা এবং কাজ সবই আল্লাহর জন্য

[৩১৯] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا "তিনি তো ওই সত্তা, যিনি রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী বানিয়েছেন। এতে উপদেশ রয়েছে তাদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় কিংবা যারা কৃতজ্ঞ হতে চায়।"[৪১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি রাতে (আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে) পারল না, তার জন্য দিনে সন্তুষ্টি কামনা করার সুযোগ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দিনে পারল না, তার জন্য রাতে সন্তুষ্টি কামনা করার সুযোগ রয়েছে। বান্দা ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকে—যতক্ষণ সে যা বলে, আল্লাহর জন্য বলে এবং যত আমল করে, আল্লাহর জন্যই করে।"

আমলহীন আলোচকের আলোচনা উপকারী নয়

[৩২০] আবূ আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ মাসজিদে প্রবেশ করলেন। তার সঙ্গে ছিলেন ফারকাদ রাহিমাহুল্লাহ। তারা এক মজলিসের পাশে বসলেন, যারা কথা বলছিল। তিনি তাদের কথা শোনার জন্য চুপ থাকলেন। এরপর ফারকাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর দিকে ফিরে বললেন, 'হে ফারকাদ, আল্লাহর কসম, এরা হলো এমন সম্প্রদায় যারা ইবাদাতকে বিরক্তিকর মনে করেছে। তারা নিজেদের ওপর আমলের থেকে কথাকে সহজ পেয়েছে। তাদের তাকওয়া হ্রাস পেয়েছে। তাই তারা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়েছে।'"

---

[৪০] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮

[৪১] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬২

দ্বীন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার ফযীলত

[৩২১] আলা ইবনু মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সামান্য সময়ের (দ্বীন নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা রাতভর সালাত আদায় অপেক্ষা উত্তম।'"

আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

[৩২২] জারির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কিছু মানুষ (আমলের) ধারাবাহিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহর কসম, মুমিন তো সে নয়, যে এক মাস, দুমাস, এক বছর বা দু-বছর আমল করে। না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ মৃত্যু ছাড়া মুমিনের আমল (সমাপ্ত করার) অন্য কোনো মেয়াদ রাখেননি।"

চূড়ান্ত বিদায়ের প্রস্তুতি

[৩২৩] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ সকাল এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যদের তিনবার করে বলতেন—তোমাদের মধ্যে অবস্থানকাল স্বল্প।"

মুমিন এবং মুনাফিকের পার্থক্য

[৩২৪] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি মুমিনকে দেখবে মলিন আর মুনাফিককে দেখবে হাস্যোজ্জ্বল।"

দ্বীনের ব্যাপারে মনগড়া ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়

[৩২৫] আওফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত এবং খেয়ালখুশিকে অভিযুক্ত করো। আর নিজেদের জীবন এবং দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করো।"

উত্তম খাবার

[৩২৬] ইয়াজিদ ইবনু ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, উত্তম খাবার হলো সেই দু-ব্যক্তির খাবার, যাদের একজন নিজ হাতে কাজ করে (জীবিকা নির্বাহ করে)। আর অপরজন হলো সে, যে তার পিঠে বোঝা বহন করে (জীবিকা নির্বাহ করে)।"

প্রয়োজনাতিরিক্ত ভবন নির্মাণের শাস্তি

[৩২৭] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে

ব্যক্তি নিজের জন্য যতটুকু যথেষ্ট তার চেয়ে অধিক ভবন বানায়, কিয়ামাতের দিন তার ওপর সাত তবক জমিন চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

দুনিয়াত্যাগী বান্দা সর্বোত্তম

[৩২৮] রাওহ ইবনু সাওর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'দুজন ব্যক্তির একজন হালাল পন্থায় দুনিয়া অন্বেষণ করল, সে তা পেয়েও গেল। পাশাপাশি সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল এবং সম্পদের কিছু অংশ আখিরাতের জন্যও অগ্রে প্রেরণ করল। আর অপর ব্যক্তি (সম্পূর্ণরূপে এই) দুনিয়া বর্জন করল—এ দুজনের মধ্যে কে উত্তম?' তিনি বললেন, 'এ দুজনের মধ্যে আমার কাছে ওই ব্যক্তি প্রিয়, যে দুনিয়া বর্জন করেছে।'"

তিনি (রাওহ ইবনু সাওর রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, "হে আবূ সাঈদ, একজন হালাল পন্থায় দুনিয়া অন্বেষণ করল, সে তা পেয়েও গেল। পাশাপাশি সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল এবং সম্পদের কিছু অংশ নিজের আখিরাতের জন্যও অগ্রে প্রেরণ করল (সে কি উত্তম নয়?)।" তিনি (হাসান রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, "এ দুজনের মধ্যে আমার কাছে ওই ব্যক্তি প্রিয়, যে দুনিয়া বর্জন করেছে।"

দুনিয়ায় মুমিনের অবস্থা

[৩২৯] আবূ কাব আবদু রাব্বিহি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুমিন দুনিয়ায় মুসাফিরের মতো। সে নিজের অপমানে অস্থির হয় না। তার সম্মান নিয়ে তার পরিবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় না। মানুষ তার ব্যাপারে স্বস্তিতে থাকে। আর সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে উত্তম বস্তু উপার্জন করেছে এবং অতিরিক্ত জিনিস তার দারিদ্র্য এবং অসহায়ত্বের দিনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেছে। তোমরা এই শ্রেষ্ঠত্বকে সে দিকে অভিমুখী করো, যে দিকে আল্লাহ তা অভিমুখী করেছেন। এখানে তোমরা তাকে এমন কিছুর মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না, যা তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে।"

সালাতের সঙ্গে মুনাফিকের আচরণ

[৩৩০] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ "যারা লৌকিকতা করে।"[৪২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যদি সে সালাত পড়ে, তাহলে লৌকিকতাস্বরূপ (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) পড়ে। আর যদি সে সালাত না পড়ে, তবে এতে কোনো পরোয়া করে না।"

---

[৪২] সূরা মাউন, ১০৭ : ৬

সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নবোদ্ভাবিত বিষয়সমূহ

[৩৩১] ইবনু আবী শুরাআহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমরা মুহাজিরদের তাদের শ্রেষ্ঠত্ব-সহকারে চিনে নাও এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। আর মানুষেরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে যা কিছু নতুন করে উদ্ভাবন করে, তোমরা সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নবোদ্ভাবিত বিষয়সমূহ।"

মজলিস চলাকালে শয়তানের ধোঁকা

[৩৩২] আবদুল কারীম ইবনু রাশীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর মজলিসে ছিলাম। তখন একজন লোক কাঁদতে লাগল। তার স্বর উঁচু হয়ে গেল। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয় শয়তান এখন একে কাঁদাচ্ছে।'"

কাজের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া

[৩৩৩] ইবনু আবী হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তুমি তোমার কাজের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দাও, তোমার কথার মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দিয়ো না।"

খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

[৩৩৪] মুআল্লা ইবনু জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর নামে কসম করে বলেন—মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো নিঃস্ব হয়নি।"

তুমি কার জন্য দুনিয়া সঞ্চয় করছ?

[৩৩৫] হাইসাম রাহিমাহুল্লাহ নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ নিজ সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে আদম-সন্তান, কতকাল পর্যন্ত এসব বলতে থাকবে—হে পরিবারের লোকেরা, আমাকে মধ্যাহ্নভোজ করাও? হে পরিবারের লোকেরা, আমাকে নৈশভোজ করাও? আল্লাহর কসম, শীঘ্রই তোমাকে মধ্যাহ্নভোজ করানো হবে। আল্লাহর কসম, শীঘ্রই তোমাকে নৈশভোজ করানো হবে। এ তো শুধুই খাওয়া, গলাধঃকরণ করা আর শর্তের পর শর্ত আরোপ করতে থাকা। গর্দভ, তুমি তোমার সম্পদ সঞ্চয় করছ এমন নারীর জন্য, যে তা নিয়ে অন্য স্বামীর ঘরে যাবে; অথবা এমন পুরুষের জন্য, যে তা নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গমন করবে? যদি তুমি তিন শ্রেণির মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষতির অধিকারী না হয়ে পারো, তাহলে তা-ই করো।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে আরও বলতে শুনেছি, হে

আদম-সন্তান, আমার সম্পদ! আমার সম্পদ! তোমার সম্পদের মধ্যে তুমি যা নিজে খেয়ে নিঃশেষ করেছ, যা পরে জীর্ণ করেছ কিংবা যা দান করে কার্যকর রেখেছ—শুধু এগুলো ছাড়া তোমার জন্য কি আর কোনো অংশ রয়েছে?"

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রকৃষ্ট নমুনা

[৩৩৬] মালিক দারি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু চার শ দীনার নিয়ে সেটাকে একটা থলের ভেতর রাখলেন। এরপর গোলামকে বললেন, 'তুমি এটা নিয়ে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ-এর কাছে যাও। এরপর তার ঘরে কিছুক্ষণ অবস্থান করো, যাতে তুমি লক্ষ করতে পারো, সে (এই দীনার দিয়ে) কী করে।' গোলাম তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন আপনার উদ্দেশে বলেছেন, এই অর্থ আপনার প্রয়োজনমতো খরচ করুন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাকে ভালোবাসুন।' এবং তিনি বললেন, 'হে দাসী, তুমি এই সাত দীনার এবং এই পাঁচ দীনার নিয়ে অমুকের কাছে যাও, আর এই পাঁচ দীনার নিয়ে তমুকের কাছে যাও।' এভাবে তিনি পুরোটা বিলিয়ে দিলেন। গোলাম উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে তাকে অবগত করল। সে এসে দেখল, তিনি অনুরূপ অর্থ মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যও প্রস্তুত করেছেন। তিনি বললেন, 'তুমি এটা নিয়ে মুয়াজ ইবনু জাবাল-এর কাছে নিয়ে যাও। এরপর তার ঘরে কিছুক্ষণ অবস্থান করো, যাতে তুমি দেখতে পারো, সে কী করে।' সে তা নিয়ে মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন আপনার উদ্দেশে বলেছেন, এই অর্থ আপনার প্রয়োজনমতো ব্যয় করুন।' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাকে ভালোবাসুন এবং তার প্রতি রহম করুন। হে দাসী, তুমি এদিকে আসো। তুমি এটা নিয়ে অমুকের ঘরে যাও।' তখন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী ব্যাপারটা জেনে গেল। সে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমরা তো নিঃস্ব। সুতরাং আপনি আমাদের দিন।' সে সময় বস্ত্রখণ্ডের ভেতর কেবল দুই দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। তিনি তার দিকে তা-ই ছুড়ে মারলেন। গোলাম উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফিরে তাকে অবগত করল। তিনি এসব শুনে আনন্দিত হলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় তারা পরস্পর ভাই ভাই। একজন অপরজনের সুহৃদ। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।'"

সত্যবাদী সঙ্গীর দৃষ্টান্ত

[৩৩৭] আসিম আহওয়াল সাদুস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, আবূ মূসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সত্যবাদী সঙ্গী আতর বিক্রেতার মতো। তা যদি তোমার গায়ে না-ও লাগে, তবুও নিজ সুগন্ধি দ্বারা সে তোমাকে সুরভিত করবে।"

যে কাঁদতে চায়, সে যেন কেঁদে নেয়

[৩৩৮] রাবিয়া ইবনু জাযান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ঈসা ইবনু জাযান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মানুষের ওপর এমন কাল আসছে, যখন শয়তান মানুষের চোখে বসবাস করবে (ফলে মানুষ আল্লাহর ভয়ে কাঁদাকে তুচ্ছ মনে করবে)। সুতরাং যে কাঁদতে চায়, সে যেন এখনই কেঁদে নেয়...।"

মানুষের হিংসা থেকে দূরত্ব বজায় রাখা

[৩৩৯] সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুহারিব ইবনু দিসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই এই আশঙ্কায় আমি নতুন কাপড় পরিধান থেকে বিরত থাকি যে, তা আমার প্রতিবেশীর মনে নতুন করে হিংসা সৃষ্টি করবে। ফলে সে মন্তব্য করবে, তার এই কাপড় আবার কোত্থেকে এল? (চুরিটুরি করল নাকি?)"

সাওমের কথা গোপন রাখা

[৩৪০] আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি বিশর রাহিমাহুল্লাহ-এর স্বহস্তে লিখিত পত্রে পেয়েছি, তিনি বলেছেন, 'আমি মুয়াফি রাহিমাহুল্লাহ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে সাওম অবস্থায় তার (দ্বীনি) ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে এটা অপছন্দ করে যে, তার ভাইয়েরা তার সাওমের কথা জেনে যাক। আবার সে পছন্দ করে যে, তারা তার কাছে খাবার খাক। এর কোনটিতে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? তাদের খাবারের জন্য আহ্বান না করার মধ্যে?' তিনি বললেন, 'তাদের খাওয়ানো আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। সে যদি চায়, তাহলে সে যেন তাদের সঙ্গে অবস্থান করে এবং বলে—আমার খাওয়া হয়ে গেছে।'"

সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'সে বলবে—আমি আগেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়েছি' এর দ্বারা কী বিগত দিনের দুপুর উদ্দেশ্য হবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

মাসে তিন দিন সাওম রাখার ফযীলত

[৩৪১] আবদুল্লাহ ইবনু শাকিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খাবারের জন্য ডাকা হলো। তিনি বললেন, 'আমি সাওম রেখেছি।' দিন শেষে তাকে খেতে দেখা গেল। তখন তাকে বিষয়টি বলা হলে তিনি বললেন, 'আমি প্রতিমাসে তিন দিন সাওম রাখি। এটাই সিয়ামুদ দাহর (পুরো মাসের সাওম সমতুল্য)।'"

আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি বিশর রাহিমাহুল্লাহ-এর পত্রে লিখিত পেয়েছি, তিনি বলেছেন, আমি এ ব্যাপারে ওয়াকি রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, 'যখন সে সেই হাদীস উদ্দেশ্য নেবে যা তিন দিনের সাওমের ব্যাপারে

এসেছে, তখন তুমি দেখবে তার জন্য এ কথা বলা যথেষ্ট হবে যে—আমি সাওম পালনকারী। অথচ বাস্তবে সে সাওম পালনকারী নয়।' তিনি বলেন, 'যখন সে নিয়তকে নিয়ন্ত্রণ রাখবে, তখন আর সমস্যা নেই।'"

তিনি বলেন, "আমি মুআফি রাহিমাহুল্লাহ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে এমন মানুষজনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, যারা পাশা খেলছিল। আপনি কী মনে করেন, সে কি তাদের সালাম দেবে? তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ তো বলতেন, সে সালাম দেবে এবং তাদের (হারাম খেলা বাদ দেওয়ার ব্যাপারে) আদেশ করবে।' মুআফি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'যদি আদেশ না করে, তবে সালাম দেবে না।'"

কার সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন রাখা সমীচীন নয়?

[৩৪২] আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি বিশর রাহিমাহুল্লাহ-এর পত্রে লিখিত পেয়েছি, তিনি বলেছেন, 'আমি মুআফি রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেছি, সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ কি এ কথা বলতেন—তুমি যে ব্যক্তির ব্যাপারে এই আশঙ্কা করবে যে, তার খাবার তোমার অন্তরকে অপবিত্র করে ফেলবে, তবে তার দাওয়াতে সাড়া দেবে না।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'"

কল্যাণমূলক কথার ওপর আমল

[৩৪৩] আবূ খালিদ আহমার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আমর ইবনু কায়স মালায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যখন তুমি কোনো কল্যাণমূলক কাজের কথা শুনবে, তৎক্ষণাৎ তার ওপর আমল করে নেবে। অন্তত একবার হলেও তুমি তার ওপর আমলকারী হয়ে যাবে।"

আল্লাহর অবাধ্যতার কথা যারা শোনেনি কখনো

[৩৪৪] নূহ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আওন ইবনু শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সূর্যাস্তের ভূমিতে এক শুভ্রোজ্জ্বল জমিন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের আলো হলো তার শুভ্রতা। তাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে, যারা জানেনি, কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা হয়েছে।"

অহমিকা ইবাদাত বিনষ্ট করে দেয়

[৩৪৫] হারিস ইবনু নাবহান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনলাম, 'হায় সঙ্গী! আমার সঙ্গীরা চলে গেছে।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। এমন কিছু যুবক কি গড়ে ওঠেনি, যারা কুরআন পড়ে, রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে, দিনে সাওম রাখে, হাজ্জ করে এবং জিহাদ করে?' তিনি তখন থুতু ফেললেন। এরপর বললেন, 'অহমিকা তাদের নষ্ট করে দিয়েছে।'"

আখিরাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া

[৩৪৬] মুরজি ইবনু ওয়াদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আইয়ুব ইবনু ওয়িল রাসিবি বলেন, হে প্রত্যাশা সৃষ্টিকারী, তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে যত্নবান হোয়ো না। তুমি আখিরাতের ব্যাপারে যত্নবান হও। কারণ, তোমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন এমন ছিল, যাকে ভীষণ প্রয়োজন আক্রান্ত করেছিল। এক রাতে সে বের হলো। তখন আকাশ থেকে তার ওপর একটা দিরহামের থলে নিক্ষেপ করা হলো। তা তার কাঁধের ওপর পড়ল। সে দীর্ঘকাল তা থেকে খরচ করে যাচ্ছিল। এমনকি কখনো কখনো সে (এত অলসতা প্রদর্শন করেছিল যে) বিছানায় এপিঠ-ওপিঠ করে করে পার্শ্ব ব্যথা করে ফেলছিল।"

আল্লাহওয়ালাদের দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থা

[৩৪৭] তালিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ইয়াজিদ জববি রাহিমাহুল্লাহ-কে মোটা রুটি এবং লবণ খেতে দেখলাম। আমি এ নিয়ে তাকে বললে তিনি জবাব দিলেন, হে আমার ইলাহ, আমি আপনার উদ্দেশে প্রশংসা করছি। কারণ, আমার কাছে আপনার এরূপ এরূপ নিআমাত এসেছে। এ ছাড়া আমার তো আর কোনো খাবার নেই।"

ঋণ পরিশোধে দুশ্চিন্তা

[৩৪৮] তালিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইয়াজিদ জববি রাহিমাহুল্লাহ একদিন তার ওয়াজ শেষ করে আমাকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'হে আবদুল্লাহ, কেমন দিন যাপন করলে? কী ব্যাপার, আমি তোমাকে দুঃখিত দেখছি কেন?' আমি বললাম, 'আমার ওপর অবধারিত ঋণের কারণে।' তিনি বললেন, 'ঋণের পরিমাণ কত?' আমি বললাম, 'পঞ্চাশ দিরহাম।' তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার প্রশংসা করি। (আবদুল্লাহ) যদি তোমার ভাইয়ের কাছে অর্থ থাকত, তাহলে সে তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিত।' এরপর তিনি বললেন, 'তুমি পঞ্চাশ দিরহাম নিয়েই দুঃখিত হচ্ছ, অথচ আমার ওপর ঋণ রয়েছে দু-হাজার দিরহাম; যা পরিশোধের আপাতত কোনো পথ নেই।' তাকে বলা হলো, 'হে আবূ মাউদুদ, আশা করা যায় কি, তা আপনার জন্য উত্তম হবে?' তিনি বললেন, 'কীভাবে?' আমি বললাম, 'কারণ, তা আপনার প্রচণ্ড দুঃখ এবং অধিক কাকুতি-মিনতির জন্য কারণ হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'আমি আশা করি।' এরপর ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ মারা গেলেন।

তার মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হলো।"

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য বিজয়ের সুসংবাদ

[৩৪৯] হাওশাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মাহর দ্বারা জমিনের প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য বিজিত হবে। জেনে রেখো, উম্মাহর পাশ্চাত্য গভর্নররা জাহান্নামে যাবে। তবে যে আল্লাহকে ভয় করে এবং আমানত আদায় করে, তার বিষয় ভিন্ন।"

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং ক্রোধের নিদর্শন

[৩৫০] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "মূসা ইবনু ইমরান আলাইহিস সালাম বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি ঊর্ধ্বাকাশে আর আমরা পৃথিবীতে। তো আপনার সন্তুষ্টির নিদর্শন কী এবং আপনার ক্রোধের নিদর্শন কী?' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'যখন আমি তোমাদের ওপর তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদের প্রশাসক নিযুক্ত করি, তা হয় আমার সন্তুষ্টির নিদর্শন। আর যখন আমি তোমাদের ওপর তোমাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের প্রশাসক নিযুক্ত করি, তা হয় আমার ক্রোধের নিদর্শন।'"

এক ব্যক্তির ঘটনা

[৩৫১] আবূ আবদির রহমান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "আবদুল্লাহ ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এক ব্যক্তি এল। তখন তার ব্যাপারে তাকে বলা হলো, তিনি তো...। তিনি তো...। এসব শুনে তিনি তার দিকে তাকালেন। এরপর নীরব থাকলেন। তারপর ওই ব্যক্তি চলে গেল। সে যাওয়ার পর তাকে বলা হলো, এই ব্যক্তির অবস্থা হলো..., তার অবস্থা হলো...। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যেমন বললে, সে যদি তেমন যাহিদ-ই (দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী) হয়ে থাকে, তাহলে সে আমার কাছে কী করে?'"

উত্তম কথা বলা

[৩৫২] সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না রাহিমাহুল্লাহ জনৈক বসরি শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ এমন বান্দার প্রতি রহম করুন—যে (ভালো কথা) বলে, ফলে সাফল্য লাভ করে; কিংবা (মন্দ বলা থেকে) নীরব থাকে, ফলে নিরাপদ থাকে।"

মৃত্যু বাহু প্রসারণকারী

[৩৫৩] আবূ রাজা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا "কেবল

ভীতিপ্রদর্শনের জন্যই আমি নিদর্শন পাঠাই।"[৪৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মৃত্যু হলো বাহু প্রসারণকারী।"

অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমাত

[৩৫৪] ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ব্যথার কথা আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, তা কি মুমিনের সহজতম আনন্দের দিন নয়? তা তো এমন দিন, যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী করা হয়েছে, সে তার পুনরুত্থানের যে ব্যাপার ভুলে গিয়েছিল, তা স্মরণ করেছে, ফলে এর মাধ্যমে তার পাপরাশি মোচন করা হয়েছে।"

মুমিন গোনাহের ব্যাপারে জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ভীত থাকে

[৩৫৫] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই (মুমিন) ব্যক্তি কৃত গোনাহের কথা ভুলে যায় না। জান্নাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত সে তার (গোনাহের) ব্যাপারে ভীত থাকে"

রহমানের বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য

[৩৫৬] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا "রহমানের বান্দা তারা, যারা জমিনে নম্রভাবে বিচরণ করে।"[৪৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা সহনশীল, তাই ভুলে যায় না। আর যদি ভুলেও যায়, তাহলে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর দান

[৩৫৭] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর ব্যাপারে বলেন, "যখন তার ভাতা আসত তখন তিনি অমুকের পরিবারের জন্য, তমুকের পরিবারের জন্য হাত খুলে বিতরণ করতেন; যতক্ষণ না তার ছেলে তাকে বলত যে, আপনারও পরিজন রয়েছে। (তার ছেলের কথা শোনার পর) তিনি যা অবশিষ্ট থাকত, তা তাদের জন্য ছুড়ে দিতেন।"

হকের ওপর চলতে পারে শুধুই বিশ্বাসীরা

[৩৫৮] মাতার ওয়াররাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এসে বললাম, হে আবূ সাঈদ, আল্লাহর কসম, আমি আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু

---

[৪৩] সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৯

[৪৪] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩

মনে হচ্ছিল যে, পায়ের নিচে কাদামাটির এবং মাথার ওপর ক্লান্তিকর বোঝার ভারের কারণে আমি আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'হে মাতার, নিশ্চয়ই এই হক ভারী। তা মানুষকে পরিশ্রান্ত করে রেখেছে এবং তাদের মাঝে ও তাদের অধিকাংশ কুপ্রবৃত্তির মাঝে অন্তরায় হয়ে থেকেছে। আল্লাহর কসম, এই হকের ওপর শুধু সে-ই চলতে পারে, যে তার শ্রেষ্ঠত্ব জেনেছে এবং তার পরিণাম প্রত্যাশা করেছে।'"

মৃত্যু নিকটবর্তী

[৩৫৯] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'হে আবূ সাঈদ, আপনি কি আপনার কাপড় ধৌত করবেন না?' তিনি বললেন, 'আমি (চূড়ান্ত) বিষয় (মৃত্যু) কে এর চাইতেও নিকটবর্তী মনে করি।'"

সময়ের মৃত্যু জীবনের মৃত্যু

[৩৬০] আলি ইবনু সাবিত রাহিমাহুল্লাহ খোরাসানের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "হে আদম-সন্তান, তুমি তো কতক দিনের সমষ্টি। যখন একটি দিন চলে গেল, তখন তোমার একটি অংশ চলে গেল।"

অল্পেতুষ্টি আল্লাহর বিশেষ দান

[৩৬১] আলি ইবনু সাবিত রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বলেন, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً "আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব।"[৪৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি তাকে দান করব অল্পেতুষ্টি। (অর্থাৎ সে অল্পতেই তুষ্ট থাকবে)।"

লেনদেনের ব্যাপারে সতর্কতা

[৩৬২] মানসুর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ যখন (তার কওমের সাথে) সফরে বেরোতেন এবং লোকেরা তাদের খরচের অর্থ বের করত, সাথে সাথে তিনিও তারা যে পরিমাণ খরচ করে, তার অনুরূপ অর্থ বের করতেন। এরপর তিনি খরচকারীর কাছে তাদের যা দিয়েছিলেন, এ ছাড়াও আলাদা কিছু অর্থ দিয়ে দিতেন।"

মিথ্যা হলো নিফাকের সমন্বায়ক

[৩৬৩] আবদুল্লাহ বিন আইজার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মিথ্যা হলো নিফাকের সমন্বায়ক।"

---

[৪৫] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৮

আমল বিনষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা

[৩৬৪] ইউনুস ইবনু উবায়দ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "একজন ব্যক্তি যতক্ষণ আমল বিনষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, (ততক্ষণ) সে কল্যাণের মধ্যে থাকে"

ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তাদের মধ্যে কিছু মানুষ এমন, যাদের ওপর কুপ্রবৃত্তি বিজয় লাভ করে। আর কিছু মানুষ হলো এমন, যারা মনে করে যে তারা সত্যের ওপর রয়েছে।"

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য

[৩৬৫] সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সালামা ইবনু কুহাইল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আতা, তাউস এবং মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহ—এ তিনজন ছাড়া আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে তার ইলমের মাধ্যমে সেরেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।"

মুমিনের সময় কাটে চিন্তান্বিত অন্তরে

[৩৬৬] ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই মুমিন চিন্তিত অবস্থায় ভোর করে এবং চিন্তিত অবস্থায়ই সন্ধ্যা যাপন করে।"

ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর অবস্থা এমন ছিল, তুমি যখনই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, মনে হবে তিনি একজন বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তি।"

উচ্চৈঃস্বরে হাসি একধরনের উদাসীনতা

[৩৬৭] সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুমিনের উচ্চৈঃস্বরের হাসি একধরনের উদাসীনতা।"

মুমিন ভীতির সঙ্গে দিনাতিপাত করে

[৩৬৮] সুফিয়ান ইবনু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মুমিন ভীত অবস্থায় ভোর করে। তার জন্য এ ছাড়া অন্য কিছু সংগতও নয়। কারণ, সে দু-ধরনের গোনাহের মধ্যে রয়েছে—অতীতে কৃত গোনাহ, যে ব্যাপারে সে জানে না, আল্লাহ তার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন। আর ভবিষ্যতে সংঘটিত অপরাপর গোনাহ—যে ব্যাপারে সে জানে না, তার পক্ষে কী ফায়সালা হয়ে আছে।"

মুমিনের কিছু বৈশিষ্ট্য

[৩৬৯] ইয়াজিদ ইবনু তাওবা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"যে নিজ প্রতিপালককে চিনল, সে তাকে ভালোবাসল। যে দুনিয়ার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছে, সে তার ব্যাপারে নির্মোহ থেকেছে। মুমিন কখনো উদাসীন হয় না যে, শেষাবধি সে গাফিলে পরিণত হবে। যখন সে চিন্তা করে, তখন সে (নিজের বদ আমলের কথা স্মরণ করে) দুঃখিত হয়।"

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর ওসিয়ত

[৩৭০] আবূ উবায়দা নাজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর অসুস্থতার সময় তার শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদের স্বাগতম ও অভিনন্দন। আল্লাহ তোমাদের শান্তির জীবন দান করুন। আমাদের এবং তোমাদের শান্তির আবাসস্থলে অবতরণ করুন। এটা প্রকাশ্য পুণ্য। যদি তোমরা সবর করো এবং সত্যবাদী হও, আমি কসম করছি, তাহলে এই হাদীসের ব্যাপারে তোমাদের হিস্যা শুধু এই হবে না যে, তোমরা তা এ কান দিয়ে শুনবে, তারপর তা কান থেকেই বেরিয়ে যাবে। কারণ, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখল, সে তো প্রত্যুষে আগমনকারী এবং বিকেলে আগমনকারী সত্তাকেই দেখল। কোনো ইটের ওপর ইট রাখা হয়নি। কোনো বাঁশের ওপর বাঁশ রাখা হয়নি। কিন্তু তার জন্য পতাকা উঁচু করা হয়েছে।' এরপর তিনি নিজের দিকে অভিমুখী হয়ে বললেন, 'ওহি, ওহি। এরপর মুক্তি, এরপর মুক্তি। তোমরা কীসের ওপর অবস্থান করছ? কাবার রবের শপথ, তোমরা এসেছ। যেন তোমরা এবং (চূড়ান্ত) বিষয় একই সঙ্গে ঘটবে।'"

গোনাহ পরিত্যাগ করা

[৩৭১] হাসান ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আদম-সন্তান, গোনাহ পরিত্যাগ করা তাওবা অন্বেষণ করার চাইতে অধিক সহজ।"

বিনয়ের পরিচয়

[৩৭২] হিশাম ইবনু হাসসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মানুষেরা হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে বিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা করল। তিনি তখন নীরব ছিলেন। এ প্রসঙ্গে যখন তারা অধিক পরিমাণ কথাবার্তা বলে ফেলল তখন তিনি তাদের বললেন, 'আমি দেখছি, তোমরা বিনয় প্রসঙ্গে অধিক পরিমাণ কথাবার্তা বলে ফেলেছ।' তারা বলল, 'হে আবূ সাঈদ, বিনয় কী?' তিনি বললেন, '(বিনয় হলো) একজন বান্দা ঘর থেকে বের হওয়ার পর যে মুসলিমের সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হয়, সে মনে করে, ওই ব্যক্তি তার থেকে উত্তম।'"

ফকীহ-এর পরিচয়

[৩৭৩] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাকে ফতোয়া দিলেন। সে বলল, 'হে আবূ সাঈদ, ফকীহ কে?' তিনি বললেন, 'যে দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী, আখিরাতের ব্যাপারে আগ্রহী, দ্বীনের ব্যাপারে চক্ষুষ্মান, ইবাদাতে অধ্যবসায়ী। তিনিই ফকীহ।'"

মানুষের প্রত্যাশা

[৩৭৪] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মানুষ জ্বরের প্রতিদানে অতীতে কৃত সব গোনাহের কাফফারা প্রত্যাশা করে।"

মন্দ সঙ্গীর দ্বারা প্রবঞ্চিত হওয়া

[৩৭৫] আবূ উবায়দা আবদুল মুমিন ইবনু উবায়দিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অনেক অধ্যবসায়ী অনুগত বান্দা বাতিলের ভেতর স্থানচ্যুত হয়। সে এমন জিনিসের জন্য অধ্যবসায় করতে থাকে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। আবার মন্দ সঙ্গীর দ্বারা অনেকে প্রবঞ্চিত হয়।"

সর্বদা স্ত্রীর আনুগত্যের ভয়াবহতা

[৩৭৬] হাওশাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর কসম, কোনো ব্যক্তি (সর্বদা) তার স্ত্রীর আনুগত্য করতে থাকলে আল্লাহ তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"

নিয়ত আমলের চাইতে অধিক কার্যকরী

[৩৭৭] আবূ উবায়দা আবদুল মুমিন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিয়ত আমলের চাইতে অধিক কার্যকরী।"

সারা রাত কেঁদে কাটালেন

[৩৭৮] আলি ইবনু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ এক রাতে আমাদের কাছে থাকলেন। তিনি সারা রাত কেঁদে কাটালেন। সকাল হলে আমি বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, আপনি তো গত রাতে আমাদের পরিবারের সবাইকে কাঁদিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'হে আলি, আমি রাতে নিজেকে সম্বোধন করে বলেছি—হে হাসান, আল্লাহ হয়তো তোমার কোনো দুর্দশার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, তুমি যা ইচ্ছা করো। আমি তোমার থেকে আর কিছুই গ্রহণ করব না। (অর্থাৎ কোনো নেক আমলই কবুল

করব না।)'"

মুমিনের আচরণ

[৩৭৯] খালিদ ইবনু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুমিন যখন কোনো প্রয়োজন অনুসন্ধান করে, যদি তা তার জন্য সহজ হয়, তবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ পন্থায় তা গ্রহণ করে নেয় এবং তার ওপর আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যদি সহজ না হয়, তাহলে সে তা ছেড়ে দেয় এবং নিজেকে তার অনুগামী করে না।"

সাজদারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া

[৩৮০] সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বান্দা যখন সাজদারত অবস্থায় ঘুমায়, তখন আল্লাহ তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন। তিনি বলেন—আমার বান্দাকে দেখো, সে আমার ইবাদাত করছে। আর তার রুহ আমার কাছে, আর সে সাজদারত অবস্থায় রয়েছে।"

হতভাগারা মৃত

[৩৮১] আসিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে ইতঃপূর্বে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতে শুনেছি,

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيِّتٍ ... إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ

'যে মৃত্যুবরণ করে বিশ্রাম লাভ করল, সে তো মৃত নয়। জীবিতদের মধ্যে যে মৃত, মৃত তো সে-ই হয়।'

এরপর তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, কবি সত্য বলেছে। সে ব্যক্তি হয় জীবিত শরীর আর মৃত অন্তরের অধিকারী।"

মাবাদ জুহানির স্বীকৃতি

[৩৮২] মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার সঙ্গে মাবাদ জুহানির দেখা হলো। আমি তখন বাহনের পিঠে আরোহী ছিলাম, তিনিও তখন বাহনের পিঠে আরোহী ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে মালিক, আমি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছি। অনেক মানুষ দেখেছি। আমি হাসান ইবনু আবিল হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর মতো আর কাউকে দেখিনি। হায়, আমি যদি তার আনুগত্য করতাম! হায়, আমি যদি তার আনুগত্য করতাম!'"

মুমিনের স্বভাব

[৩৮৩] সাঈদ জারিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, ব্যক্তি পাপ করে, এরপর তাওবা করে, এরপর পাপ করে, এরপর তাওবা করে, এরপর পাপ করে, এরপর তাওবা করে, এরপর পাপ করে, এরপর তাওবা করে। এভাবে কতকাল পর্যন্ত?' তিনি বললেন, 'আমি এমন অবস্থা মুমিনের স্বভাব হিসেবেই জানি।'"

তাওবাকৃত গোনাহের কারণে লজ্জা না দেওয়া

[৩৮৪] সালিহ মিররি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আমাদের কাছে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করা হতো—যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন গোনাহের কারণে লজ্জা দেয় যা থেকে সে তাওবা করেছে, আল্লাহ তাকে সে গোনাহে আক্রান্ত করেন।"

ধনীদের কাছে গমনের ব্যাপারে নির্দেশনা

[৩৮৫] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুমিন ব্যক্তি কোনো স্থানে গমন করে, কোনো মজলিসে বসে, কোনো খাবার খায়—এসব কিছুর প্রভাবে তার অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা ধনীদের কাছে গমন করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, তাদের কাছে গমন করা মুমিন ব্যক্তির অন্তর পরিবর্তন করে দেয়। তখন সে নিজের কাছে থাকা নিআমাতের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।"

নিকৃষ্ট কাজ

[৩৮৬] আমাশ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "উত্তম কাজ হলো একটি স্বভাব আর নিকৃষ্ট কাজ হলো গোয়ার্তুমি।"

মুমিন আল্লাহর স্মরণে বিভোর থাকে

[৩৮৭] জারির ইবনু হাজিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছিলাম। তখন তার পুত্র বলল, 'আপনারা বয়স্ক ব্যক্তির সাহায্য করুন। তিনি এখনো খাননি; অথচ অর্ধদিবস হয়ে গেছে।' হাসান রাহিমাহুল্লাহ তখন তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করো। তাদের ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, মুসলিম তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, এরপর তারা দুজন আলোচনা করতে থাকে এবং মহান প্রতিপালককে স্মরণ করতে থাকে; যতক্ষণ না দ্বিপ্রহরের নিদ্রা তাদের বাধাগ্রস্ত করে।'"

রাবিয়া ইবনু কুলসুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গমন করলাম। তিনি তখন তার দাঁতের অনুযোগ করছিলেন। তিনি বলছিলেন :

رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।'"[৪৬]

ইবনু আওন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর কসম, তোমরা সবর করবে, নতুবা ধ্বংস হবে। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই তিনি সুকঠিন শাস্তিদাতা।"

নিজ অন্তরের ব্যাপারে মুমিনের অবস্থা

[৩৮৮] কুররা ইবনু খালিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ "আর আমি নিন্দাকারী অন্তরের শপথ করছি।"[৪৭] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই তুমি দেখবে, মুমিন তার অন্তরের নিন্দা করে। সে বলে, আমি আমার কথার দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিলাম। সে বলে, আমি আমার খাবারের দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিলাম। আমি আমার পরিকল্পনার দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিলাম। তুমি তাকে দেখবে, সে ভর্ৎসনা করেই যাচ্ছে। আর পাপাচারী ব্যক্তি সম্মুখেই এগিয়ে যেতে থাকে। তাই সে অন্তরের নিন্দা করে না।"

বিশ্বাসই মুক্তির সোপান

[৩৮৯] জারির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ এবং তার রাসূল সত্য বলেছেন। বিশ্বাসের মাধ্যমে জান্নাত কামনা করা হয়েছে। বিশ্বাসের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে পলায়ন করা হয়েছে। বিশ্বাসের মাধ্যমে সত্যের ওপর ধৈর্যধারণ করা হয়েছে। আর আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি, নিরাপত্তার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে স্তরবিন্যাস রয়েছে। তবে যখন বিপদ অবতীর্ণ হয় তখন সকলে সমান হয়ে যায়।"

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত চোখ

[৩৯০] আলা ইবনুল মূসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে হাসান, এমন চোখ, যা রাতের গভীরে আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে! (সে

[৪৬] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩

[৪৭] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২

আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে।)"

মুমিনের ভেতর ও বাহির

[৩৯১] আওফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আদম-সন্তান, তোমার রয়েছে কথা ও কাজ, গোপন ও প্রকাশ্য। তোমার কাজ কথার চাইতে তোমার জন্য অধিকতর অনুকূল। আর তোমার গোপন অবস্থা প্রকাশ্য অবস্থার চাইতে তোমার জন্য অধিকতর অনুকূল।"

তোমরা এই দুনিয়াকে অপমানিত করো

[৩৯২] সাল্লাম ইবনু মিসকিন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমরা এই দুনিয়াকে অপমানিত করো। কারণ, আল্লাহর কসম...।"[৪৮]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ অবসর সময় যিকরে কাটাতেন

[৩৯৩] ইউনুস ইবনু উবায়দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ যখন কাউকে পেতেন না এবং নিজেও ব্যস্ত থাকতেন না তখন তিনি বলতেন—সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি (আমি প্রশংসাসহ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।"

মাজলুমের প্রতি দয়া

[৩৯৪] সালিহ মিররি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে নিঃস্ব ব্যক্তিকে দানকারী, তুমি তার প্রতি দয়া করছ! তুমি যাদের ওপর জুলুম করেছ, তাদের প্রতি দয়া করো।"[৪৯]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর অনন্যতা

[৩৯৫] হাম্মাদ ইবনু সালামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "লোকেরা মুতাররিফের আকল, ইবনু সিরিনের তাকওয়া, মুসলিম ইবনু ইয়াসারের ইবাদাত এবং হাসানের যুহদের আলোচনা করেছে। ইউনুস ইবনু উবায়দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ সবগুলো বৈশিষ্ট্যই হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর মধ্যে একত্রীভূত হয়েছে।'"

বিপদ আসে গোনাহের কারণে

[৩৯৬] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

[৪৮] মূল পাণ্ডুলিপিতে বাক্যটা সম্পূর্ণই আছে।

[৪৯] অর্থাৎ জুলুম থেকে বিরত থাকা সদাকা করা থেকে উত্তম।

"মুমিন ব্যক্তি বিপদে আক্রান্ত হলে সে বলে—নিশ্চয়ই আমি জানি, তুমি গুনাহের কারণে (আপতিত হয়েছ হে বিপদ)। আমার মহান রব আমার ওপর জুলুম করেননি।"

দ্বীন প্রান্তিকতামুক্ত

[৩৯৭] আওফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর দ্বীনকে রাখা হয়েছে বাড়াবাড়িমুক্ত ও খণ্ডবিখণ্ড করার ওপরে (সীমালঙ্ঘনের নিচে এবং শিথিলতার ওপরে)।"

জান্নাত ছাড়া অন্য কোথাও জীবন সুখকর হবে না

[৩৯৮] আওফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً "আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব।"[৫০] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জান্নাত ছাড়া অন্য কোথাও কারও জন্য জীবন সুখকর হবে না।"

মুমিনের দ্বীনই তার অস্তিত্বের মূল

[৩৯৯] কাসিম ইবনু ফায়িদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আদম-সন্তান, তোমার দ্বীন তোমার দ্বীন। তা তো তোমার গোশত এবং রক্ত। যদি তোমার জন্য তোমার দ্বীন নিরাপদ থাকে, তাহলে তোমার জন্য তোমার দেহ এবং গোশতও নিরাপদ থাকবে। আর যদি অপরটি হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ, তা আগুন, যা নির্বাপিত হয় না। তা দেহ, যা নিঃশেষ হয় না। তা জীবন, যা মৃত্যুবরণ করে না।"

বক্তার জন্য উপহার গ্রহণ করা সমীচীন নয়

[৪০০] সাঈদ ইবনু আমির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ যখন আলোচনা করতে বসলেন তখন তাকে উপহার দেওয়া হলো। তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এই স্থানে যে বসবে, এরপর হাদিয়া গ্রহণ করবে, আল্লাহর কাছে তার জন্য কোনো অংশ নেই। অথবা বলেছেন, তার কোনো অংশ নেই।'"

সালাতে শিথিলতা না করা

[৪০১] মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আদম-সন্তান, দ্বীনের কোন অংশ তোমার কাছে মর্যাদাবান থাকবে, যখন সালাতই তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে? আর যখন তোমার কাছে সালাত তুচ্ছ হয়ে যাবে, তখন তোমার অস্তিত্ব আল্লাহর কাছে আরও অধিক তুচ্ছ হবে।"

---

[৫০] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭

প্রথম দৃষ্টি

[৪০২] মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মানুষ বলে, প্রথম দৃষ্টির ব্যাপারে অপারগতা থাকে। তাহলে আখিরাতের কী অবস্থা হবে?"

দৃষ্টির খারাপ পরিণাম

[৪০৩] মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অনেক দৃষ্টি দৃষ্টিদাতার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি জাগায়। আর অনেক কুপ্রবৃত্তি ব্যক্তির ভেতর দীর্ঘ দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে।"

দস্তরখানে বসে আহার

[৪০৪] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ তার সঙ্গীদের সঙ্গে এক দস্তরখানে বসলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'এই দস্তরখান... এখন।' হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'কিছুতেই নয়, তা তো এমনই।'"

আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা

[৪০৫] মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যখন তুমি মানুষকে দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে তখন তুমি তাদের সঙ্গে আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করো। কারণ, তাদের দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর আখিরাত বাকি থেকে যাবে।"

অসুস্থতার সময় তাওয়াক্কুল

[৪০৬] আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এখানে একজন শাইখ ছিলেন, তিনি বলেছেন—আমি আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর হাতে পাঁচড়া দেখলাম। তাই আমি ওষুধ এনে তাকে বললাম, 'এটা ওই পাঁচড়ার ওপর লাগান।' তিনি তা নিলেন, এর পরক্ষণেই আবার ফিরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, 'আপনি এটা ফিরিয়ে দিলেন কেন?' তিনি বললেন, 'তোমরা... ।'"[৫১]

শুধু আশা করা থেকে বিরত থাকা

[৪০৭] মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। তোমরা এ সকল আশা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, আশার কারণে কাউকে উত্তম কিছু দেওয়া হয় না—না দুনিয়ায়, আর না আখিরাতে।"

---

[৫১] মূল পাণ্ডুলিপিতে বাক্যটা সম্পূর্ণই আছে।

দুনিয়া ও মুমিন

[৪০৮] মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুমিনের জন্য দুনিয়া কত উত্তম বাসস্থল। আর তা এভাবে যে, সে আমল করে স্বল্প আর এ থেকে জান্নাতের পাথেয় নিয়ে নেয়। কাফির এবং মুনাফিকের জন্য তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। আর তা এভাবে যে, সে কয়েক রাত ভোগ করে আর তার গন্তব্য হয় জাহান্নামের দিকে।"

মুমিনরা আমল করে ভীতির সঙ্গে

[৪০৯] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ "তারা হলো ওই সব লোক, যারা যা দান করেছে, তা এমতাবস্থায় দান করে যে, তাদের অন্তর থাকে ভীত।"[৫২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা তাদের পুণ্যকর্মগুলো এমন অবস্থায় করত যে, তাদের অন্তর সর্বদা এই ভয়ে ভীত থাকত—হয়তো আল্লাহ তাদের শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন না।"

চিন্তা করাটাও ইবাদাত

[৪১০] সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন, চিন্তার ন্যায় অন্য কোনো জিনিস দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত করা হয়নি।"

জাহান্নামের স্মরণে খাবার ছেড়ে দেওয়া

[৪১১] খুলাইদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সালিহ ইবনু হাসসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হাসান রাহিমাহুল্লাহ একদিন সাওম রাখলেন। ইফতারের সময় আমি তার কাছে খাবার নিয়ে আসলাম। যখন তার সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো, তখন তার সামনে এই আয়াত উপস্থাপিত হলো :

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾

'নিশ্চয়ই আমার নিকট রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৫৩]

তখন তিনি তা থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা উঠিয়ে নাও।' আমরা উঠিয়ে নিলাম। তিনি পরের দিন সাওম রাখলেন। যখন তিনি ইফতার করতে

---

[৫২] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৬০

[৫৩] সূরা মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ১২-১৩

চাইলেন তখন এই আয়াত স্মরণ হলো। তখনো অনুরূপ করলেন। তৃতীয় দিন এরূপ হলে তার ছেলে হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর কয়েকজন শাগরিদ—সাবিত বুনানি, ইয়াহইয়া বাক্কা এবং অন্যদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার বাবাকে ধরুন। কারণ, তিনি তিন দিন ধরে কোনো খাবারের স্বাদ আস্বাদন করেননি।' যখনই আমরা তার সামনে খাবার পরিবেশন করেছি, তখনই তিনি এই আয়াত স্মরণ করেছেন :

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾

'নিশ্চয়ই আমার নিকট রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৫৪]

তখন তারা এসে দীর্ঘ সময় বুঝিয়ে অবশেষে জোর করে এক চুমুক ছাতু পান করালেন।"

বিপদে ইন্নালিল্লাহ পড়া

[৪১২] ইউনুস ইবনু উবায়দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় ন্যুব্জ হয়ে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন—ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করব। তিনি এটা শেষ করলেন। তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ তার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'হে বাবা, কী হয়েছে আপনার? আপনি তো আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আপনি কি কিছু দেখেছেন?' তিনি বললেন, 'আমি আমার নিজের ওপর ইন্নালিল্লাহ পড়েছি। আমি এ ধরনের অবস্থায় ইতঃপূর্বে কখনো আক্রান্ত হইনি।'"

অহংকারের পথ খোলা রাখা সমীচীন নয়

[৪১৩] সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ বসরার জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, "লোকেরা তার পেছনে হাঁটল। তিনি তাদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। এটা কোনো দুর্বল মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।'"

তোমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রত্যাশায় থাকো

[৪১৪] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি এমন মানুষদের সময়কাল লাভ করেছি—যাদের একদল এভাবে জীবন কাটিয়েছেন যে—তারা দুনিয়ার কোনো জিনিস হাতে এলে এতে খুশি হতেন না, আর

[৫৪] সূরা মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ১২-১৩

দুনিয়ার কোনো জিনিস হাতছাড়া হলে হতাশ হতেন না। তাদের কাছে দুনিয়াটা ছিল এই মাটির থেকেও তুচ্ছ। তাদের একেকজন পঞ্চাশ বছর জীবন কাটিয়ে দিতেন, অথচ কখনো তাদের জন্য কাপড় গোটানো হতো না, তাদের জন্য পাতিল চড়ানো হতো না। তারা নিজের মাঝে এবং পৃথিবীর মাঝে কোনো জিনিসকে অন্তরায় বানাতেন না। কখনো ঘরে কোনো খাবার তৈরি করতে বলতেন না। যখন রাত হতো, তখন তারা নিজেদের পায়ের ওপর দণ্ডায়মান থেকে সালাত আদায় করতেন। তারা চেহারা এমনভাবে বিছিয়ে রাখতেন যার ফলে অশ্রু গণ্ডদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যেত। তারা নিজেদের মুক্তির জন্য প্রতিপালকের কাছে মিনতিভরে প্রার্থনা করতেন। তারা যখন নেক আমল করতেন তখন তারা তার কৃতজ্ঞতায় অধ্যবসায়ী হতেন। তারা আল্লাহর কাছে চাইতেন, তিনি যেন তা কবুল করে নেন। আর যখন তারা কোনো মন্দ আমল করতেন, তখন তা তাদের বেদনাহত করত। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, তিনি যেন তা ক্ষমা করে দেন। তারা এ অবস্থার ওপরই এরূপভাবে থাকতেন। আল্লাহর কসম, তারা গোনাহ থেকে সুরক্ষিত ছিলেন না। আর তারা ক্ষমা ছাড়া মুক্তিপ্রাপ্তও ছিলেন না। আর তোমরা সংক্ষিপ্ত মেয়াদে দিনাতিপাত করছ। আর (বান্দার) আমল সুসংরক্ষিত। আল্লাহর কসম, মৃত্যু তোমাদের ঘাড়ের ওপর। আগুন তোমাদের সামনে। সুতরাং তোমরা প্রতিটি দিনে এবং রাতে আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রত্যাশায় থাকো।"

ফিকহের অনেক বাহক ফকীহ নয়

[৪১৫] মানসুর সুলামি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি কুরআন পড়ো, যতক্ষণ তা তোমাকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বারণ করে। যখন তা তোমাকে বারণ করবে না, তখন তুমি তা পাঠই করছ না। ফিকহের অনেক বাহক ফকীহ নয়। যার ইলম তার উপকারে আসেনি, তার অজ্ঞতা তার ক্ষতি করেছে।"

তাকদির অস্বীকার করা কুফরি

[৪১৬] ইবনু আওন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি তাকদির অস্বীকার করল, সে কুফরি করল।"

তালিবুল ইলমের চিত্র

[৪১৭] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করত; সে এমনভাবে বাস করত যে, তার বিনয়ে, আদর্শে, জিহ্বায়, চোখে এবং হাতে ইলম অন্বেষণের চিত্র ফুটে উঠত।"

মুমিন এবং মুনাফিকের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য

[৪১৮] সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, "নিশ্চয়ই মুমিন সুধারণা করে, তাই উত্তম আমল করে। আর নিশ্চয়ই মুনাফিক মন্দ ধারণা করে, ফলে মন্দ আমল করে। আল্লাহ কারও জন্য দুনিয়া বিস্তৃত করে দিলে সে ধোঁকার শিকার হয়। আর পৃথিবী কারও থেকে সরিয়ে রাখা হলে সে তাকিয়ে থাকে।"

শাসক এবং ধনী সম্প্রদায়ের বিশেষ দায়িত্ব

[৪১৯] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আদম-সন্তান, তুমি তোমার ভাইয়ের চোখে ময়লা দেখতে পাও। আর তুমি নিজের চোখে খুশির আভা ফুটিয়ে রাখো। নিশ্চয়ই কল্যাণের জন্য কিছু লোক রয়েছে আর অকল্যাণের জন্য কিছু লোক রয়েছে। যে ব্যক্তি কোনো জিনিস ত্যাগ করে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহর কাছে সেসব বান্দা সবচেয়ে প্রিয়, যারা আল্লাহকে বান্দাদের কাছে প্রিয় করে তোলে এবং মানুষের মধ্যে উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। তিনি আরও বলেন, কিয়ামাত দিবসে শাসক এবং ধনীদের একত্র করা হবে। তখন তিনি তাদের বলবেন—তোমরা ছিলে মুসলমানদের শাসক এবং ধনী সম্প্রদায়। তোমাদের কাছেই ছিল আমার দাবি।"

বান্দার কল্যাণের সূচক

[৪২০] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "(আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যতটুকু জানি, তিনি এটাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন) 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তার অন্তরে সচ্ছলতা সৃষ্টি করেন আর তার সহায়-সম্পদ তার ওপরই গুটিয়ে রাখেন। আর যখন তিনি কোনো বান্দার অকল্যাণ চান তখন তার দু-চোখের মাঝে দারিদ্র্য সৃষ্টি করেন আর তার সহায়-সম্পদ তার ওপর প্রকাশিত রাখেন।'"

কোন আমল সর্বোত্তম

[৪২১] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "হাসান, মুআবিয়া ইবনু কুররাহ এবং অনুরূপ কয়েকজন একত্র হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন, কোন আমল সর্বোত্তম। মুআবিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের ভিন্নমতের ওপর একত্র হলাম।' হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদের পর বান্দা রাত্রি জাগরণের চাইতে উত্তম কোনো আমল করেনি।' মুআবিয়া রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তাকওয়া?' তখন হাসান

রাহিমাহুল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'তাকওয়া ছাড়া কি ওসব হয়?'"

যিকরের মজলিসে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়

[৪২২] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এক সম্প্রদায় আল্লাহর যিকরে রত ছিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তাদের সঙ্গে বসে যায়। সে সময় রহমত অবতীর্ণ হয়। এরপর তা উঠে যায়। ফেরেশতারা বলে, 'হে প্রতিপালক, তাদের মধ্যে তো আপনার অমুক বান্দা রয়েছে!' তখন তিনি (আল্লাহ) বলেন, 'আমার রহমতে তাদের আচ্ছাদিত করে দাও। তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গী দুর্ভাগা হয় না।'"

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের পার্থক্য

[৪২৩] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা এমন সম্প্রদায়ের মাঝে ছিলাম, যারা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত রাখতেন এবং নিজেদের কাগজ ছড়িয়ে দিতেন। এরপর আমরা এমন সম্প্রদায়ের মাঝে অবশিষ্ট রয়ে গেলাম, যারা নিজেদের কাগজকে সঞ্চিত করে এবং নিজেদের জিহ্বা নিয়োজিত রাখে।"

সচ্ছলতা ছাড়া নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা

[৪২৪] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى "আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে...।"[৫৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সে যা অবশিষ্ট থাকেনি, তা নিয়ে কার্পণ্য করেছে। আর সচ্ছলতা ছাড়া নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে।"

কয়েকটি আয়াতের তাফসীর

[৪২৫] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا "তিনি ক্ষমাশীল তাদের জন্য, যারা বারবার তার দিকে ফিরে আসে।"[৫৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর দিকে অন্তর এবং আমলের মাধ্যমে ফিরে আসে।"

يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ "তারা যা দান করেছে, তারা তা দান করে এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর থাকে ভীত।"[৫৭]এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা যে সকল নেক আমল করতেন, তারা সেসব করতেন এই আশঙ্কার সঙ্গে যে, তা তাদের আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি দেবে না।"

---

[৫৫] সূরা লাইল, ৯২ : ৮

[৫৬] সূরা ইসরা, ১৭ : ২৫

[৫৭] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৬০

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا "আর যখন মূর্খরা তাদের সম্বোধন করে কিছু বলে, তখন তারা বলে—সালাম।"[৫৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা সহনশীল। যদি তাদের সঙ্গে মূর্খতাসুলভ আচরণ করা হয়, তাহলে তারা মূর্খতাসুলভ আচরণ করে না। এটা তাদের দিনের ঘটনা, যখন তারা জনমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।"

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا "আর যারা রাত যাপন করে নিজেদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সাজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায়।"[৫৯]এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এটা তাদের রাতের অবস্থা, যখন তারা নিজেদের প্রতিপালকের সঙ্গে একান্ত হয়।"

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا "নিশ্চয়ই তার শাস্তি হলো বিনাশ।"[৬০] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা জানে, প্রত্যেক পক্ষ তার প্রতিপক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে; শুধু জাহান্নামের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়া।"

সালাত সর্বোত্তম বিষয়

[৪২৬] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সালাত সর্বোত্তম বিষয়। সুতরাং যে চায়, সে যেন তা স্বল্প করে। আর যে চায়, সে যেন তা অধিক করে।"

তাকওয়া ও পরিশুদ্ধির দুআ

[৪২৭] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে অধিক পরিমাণ এই দুআ করতে শুনেছি,

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

'হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরে তাকওয়া দান করুন। অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন। আপনি অন্তরের সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী। আপনি অন্তরের অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক।'"

আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা বলতেন, মুমিনের সর্বোত্তম চরিত্র হলো ক্ষমা।"

---

[৫৮] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩

[৫৯] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৫

[৬০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩

মানুষ কীভাবে অহংকার করে?

[৪২৮] আবুল আশহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হে আদম-সন্তান, তুমি কীভাবে অহংকার করো, অথচ তুমি দুবার প্রস্রাবের অঙ্গ থেকে বেরিয়েছ!"

অন্তর মরে যায় ও জীবিত হয়

[৪২৯] উকবা ইবনু খালিদ আবাদি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় অন্তর মরে যায় এবং জীবিত হয়। যখন তা মরে যায়, তখন অন্তরকে ফরজ বিধানের ওপর ওঠাও। আর যখন তা জীবিত থাকে, তখন নফল আমলের মাধ্যমে তাকে শিষ্টাচার শেখাও।"

সত্যের পরিণতি

[৪৩০] আবদুল্লাহ ইবনু বাকর মুজানি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় এই সত্য মানুষকে পরিশ্রান্ত রেখেছে এবং তাদের মাঝে ও তাদের কুপ্রবৃত্তির মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে এই সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব জেনেছে এবং তার পরিণাম প্রত্যাশা করেছে, সে-ই এর ওপর ধৈর্যধারণ করেছে। নিশ্চয় মানুষের মাঝে এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কুরআন পড়ে এবং অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। এই কুরআনের ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক হকদার সে, যে আমলের মাধ্যমে তার অনুসরণ করেছে; যদিও সে তা পড়েনি। তুমি মানুষকে একরকম চিনবে, যতক্ষণ তারা স্বস্তি ও নিরাপত্তার ভেতর থাকবে। যখন বিপদ অবতীর্ণ হবে, তখন প্রত্যেক মানুষ তার মূলের দিকে ফিরে যাবে। মুমিন ফিরে যাবে তার ঈমানের দিকে আর মুনাফিক ফিরে যাবে তার নিফাকের দিকে।"

উপহারের বিনিময় প্রদান

[৪৩১] শাবীব ইবনু শাইবা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে নয় ঝুড়ি মিষ্টান্ন এবং একটি মুক্তাদানা উপহার দিলো, যার ভেতর দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ছিল। তিনি দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ফেরত দিয়ে বললেন, 'আমি এর বিনিময় দেওয়ার সক্ষমতা রাখি না। আর তিনি নয় ঝুড়ি মিষ্টান্ন গ্রহণ করে নিলেন।'"

প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার ঘাড়ে সংযুক্ত

[৪৩২] আব্বাদ ইবনু রাশিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ "আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি।"[৬১] এই আয়াতের

[৬১] সূরা ইসরা, ১৭ : ১৩

ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অবশ্যই তিনি তোমার ওপর ইনসাফ করেছেন, যিনি তোমার নিজেকে নিজের হিসাব-সংরক্ষক বানিয়েছেন।"

মৃত্যুর মধ্যে প্রশান্তি, শান্তি এবং স্বস্তি

[৪৩৩] ইবনু আওন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "সাঈদ ইবনু আবিল হাসান রাহিমাহুল্লাহ এভাবে কথা বলতেন, এভাবে দুআ করতেন। তার দুআর শেষে এ প্রার্থনা থাকত,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي الْمَوْتِ رَاحَةً وَرَوْحًا وَمُعَافَاةً

'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য মৃত্যুর মধ্যে প্রশান্তি, শান্তি এবং স্বস্তি রাখুন।'"

সমুদ্র জাহান্নামের স্তর

[৪৩৪] সাঈদ ইবনু আবিল হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সমুদ্র জাহান্নামের স্তর।"

জাহান্নামে এক যুগ সত্তর হাজার বছর

[৪৩৫] হিশাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا "তারা সেখানে যুগ-যুগান্তর অবস্থান করবে।"[৬২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যুগ-যুগান্তরের ধরাবাঁধা কোনো মেয়াদ নেই জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া ছাড়া। তবে তারা বলেছেন, (জাহান্নামে) এক যুগ হলো সত্তর হাজার বছর। আর সেই সত্তর হাজার বছরের প্রতিদিন তোমরা যেসব দিন গণনা করো, তার এক হাজার দিনের সমপরিমাণ।"

তিন শ্রেণির মানুষের সমালোচনা করা যায়

[৪৩৬] ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তিন শ্রেণির মানুষ এমন, যাদের (সম্পর্কে মুখ খোলায়) কোনো গীবত নেই। খেয়ানতকারী শাসক; এমন প্রবৃত্তিপূজারি, যে তার প্রবৃত্তির দিকে দাওয়াত দেয়; এবং এমন পাপাচারী, যে তার পাপাচার প্রকাশ্যে করে।"

ইলম ছাড়া আমলের পরিণাম

[৪৩৭] উমার ইবনু আবী সালামা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি এবং লক্ষ করেছি, আমরা এমন কাউকে

---

[৬২] সূরা নাবা, ৭৮ : ২৩

পাইনি, যে ইলম ছাড়া আমল করে, ফলে যা সংশোধন করে, তারচেয়ে অধিক নষ্ট করে না।"

বাজারের লোকদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই

[৪৩৮] জুবায়র হানজালি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, আপনি সালাত পড়ে নিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'বাজারবাসীরা তো সালাত পড়ে ফেলেছে।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় বাজারবাসীর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, তাদের একেকজন তার ভাইকে দিরহাম পেতে বাধাগ্রস্ত করে।'"

হূরে ইনের পরিচয়

[৪৩৯] আব্বাদ ইবনু আমর আবাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, হূরে ইন কী?' তিনি বললেন, 'তারা হলো এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি...।[৬৩] আল্লাহ তাদের ভিন্ন সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।' ইয়াজিদ ইবনু মারইয়াম সালুলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হে আবূ সাঈদ, এটা আপনার কাছে কে বর্ণনা করেছে?' তখন হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ তার জামার আস্তিন সরিয়ে বললেন, 'আমার কাছে এটা বর্ণনা করেছে অমুকের পুত্র অমুক মুহাজির সাহাবি, তমুকের পুত্র তমুক আনসারি সাহাবি... ।' এভাবে তিনি পাঁচজন মুহাজির সাহাবি এবং চারজন আনসারি সাহাবি (কিংবা তিনি বলেছেন, চারজন মুহাজির সাহাবি এবং পাঁচজন আনসারি সাহাবি)-এর নাম উল্লেখ করলেন।"

ঘুষ গ্রহণের ক্ষতি

[৪৪০] সুলাইমান ইবনুর রাবি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ঘুষ যখন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, আমানত তখন ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে যায়।"

ফিতনার ভয়াবহতা

[৪৪১] আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, আপনি আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করুন, যিনি ইবনুল মুহাল্লাবের ফিতনা প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তিনি মুখে সে-জাতীয় কথা উচ্চারণ করলেও তার অন্তর প্রশান্ত ছিল।' তিনি বললেন, 'হে ভাতিজা, কয় হাত উট বধ করেছে?' আমি বললাম, 'এক হাত। সম্প্রদায়ের সবাই কি তাদের সন্তুষ্টি ও সম্মতির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি?'"

[৬৩] এর পরের অংশ মূল পাণ্ডুলিপিতেই নেই।

রাতে ক্রন্দনরত এবং দিনে হাস্যোজ্জ্বল

[৪৪২] মুআবিয়া ইবনু কুররাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কে আমাকে এমন ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেবে, যিনি রাতে ক্রন্দনরত এবং দিনে হাস্যোজ্জ্বল?"

মানুষ তার প্রত্যাশিত জিনিসের সন্ধানে রত থাকে

[৪৪৩] মুআবিয়া ইবনু কুররাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "তিনি এবং একজন তাবিয়ি এক জায়গায় বসে আলোচনা করছিলেন। তাদের একজন বললেন, আমি প্রত্যাশা রাখি এবং ভয় করি। অপরজন বলল, যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের প্রত্যাশা রাখে, সে তার সন্ধানে রত থাকে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে ভয় করে, সে তা থেকে পলায়ন করে বেড়ায়। আমি মনে করি না যে এমন কোনো মানুষ রয়েছে, যে কোনো জিনিস প্রত্যাশা করে, তবে তা অনুসন্ধান করে না। আর আমি মনে করি না যে এমন কোনো মানুষ রয়েছে, যে কিছুকে ভয় করে, তবে তা থেকে পলায়ন করে না।"

উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

সর্বোত্তম দ্বীনদারি

[৪৪৪] উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কীরূপ দ্বীনদারি সর্বোত্তম?" তিনি বলেন,

الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

"সরল-সঠিক অনাড়ম্বর দ্বীনদারি।"[৬৪]

বিপদের সময় পড়ার দুআ

[৪৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু জাফর থেকে উমার ইবনু আবদুল আযীয বর্ণনা করেন, "তার (আব্দুল্লাহর) মা আসমা বিনতে উমাইস বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এমন কিছু কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন, যেগুলো আমি বিপদের সময় পড়ে থাকি। তা হলো,

الله ربي لا أشرك به شيئا

'আল্লাহ আমার রব, আমি তার সাথে কোনো কিছু শরিক করি না।'"[৬৫]

কেবল নিজের মুক্তির চেষ্টায় থাকা গোমরাহি

[৪৪৬] আওযায়ি বলেন, উমার ইবনু আবদুল আযীয বলেছেন, "যখন দেখবে লোকেরা দ্বীনের বিষয়ে সাধারণ মানুষদের বাদ দিয়ে কেবল নিজেরা মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায় আছে, তাহলে ধরে নিয়ো তারা গোমরাহিতে আছে।"

---

[৬৪] সনদ সহীহ। আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৮৭; মুসনাদ আহমাদ : ২১০৮

[৬৫] সনদ সহীহ। আবূ দাউদ : ১৫২৫; ইবনু মাজাহ : ৩৮৮২

তিনি ন্যায়বিচারক হবেন

[৪৪৭] উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নাফে বলেন, "আমি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বহুবার বলতে শুনেছি—যদি আমি জানতাম যে উমারের বংশের সেই সন্তানটি কে হবে, যার চেহারায় এমন আলামত রয়েছে যে সে ন্যায়বিচারে পুরো পৃথিবী ভরিয়ে ফেলবে!"

আল্লাহর পথে লড়াই করার তামান্না

[৪৪৮] হাকীম ইবনু কাসীর বলেন, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "হায় আমার বাড়ি যদি কাযবীন হতো এবং অবশেষে (সেখানেই) আমার মৃত্যু হতো। অর্থাৎ আল্লাহর পথে লড়াই করে।"

গ্রাম্য লোকদের জমি ফিরিয়ে দিলেন

[৪৪৯] সুলাইমান ইবনু মূসা বলেন, "তিনি জানতে পেরেছেন যে, কিছু গ্রাম্য লোক উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট বনু মারওয়ানের অন্য কিছু লোকের বিরুদ্ধে একটি জমি নিয়ে মামলা করল। যেটি ছিল সেই গ্রাম্য লোকদের। তারা সেটি চাষাবাদ করেছিল। অতঃপর ওলীদ ইবনু আবদুল মালিক তা ছিনিয়ে নিয়ে তার পরিবারস্থ কিছু লোককে দিয়েছিল। তখন উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেলেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

'ভূমিসমূহ আল্লাহর। বান্দারাও আল্লাহর। যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদি ভূমি আবাদ করল সেই ভূমি তার হয়ে যাবে।'[৬৬]

তারপর তিনি তাদের (গ্রাম্য লোকদের) সেই জমি ফিরিয়ে দিলেন।"

তিনি সাজগোজ পছন্দ করতেন না

[৪৫০] ইবনু শাওযাব বলেন, "একদিন মাহালিবা গোত্রের এক মহিলা উমার ইবনু আবদুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমার কাছে এসে যখন তাকে ও তার অবস্থা অবলোকন করলেন তখন তাকে বললেন, 'আপনি তো আমিরুল মুমিনিনের স্ত্রী। আপনি কি তার জন্য সেজেগুজে থাকতে পারেন না?' যখন এই কথাগুলো তাকে অনেক বেশি বলল তখন তিনি বললেন, 'স্ত্রীর তো সে রকম সাজগোজ করেই থাকা উচিত যা তার স্বামী পছন্দ করে, তাই না?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তিনি আমার থেকে এমনটাই

[৬৬] সনদ যঈফ। যঈফুল জামি : ২৩৮১

পছন্দ করেন।'”

শ্রবণ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করা

[৪৫১] মুহাম্মাদ ইবনু কাব থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, “যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় যে, তুমি যা শ্রবণ করেছো, সে বিষয়ে অন্যকেউ তোমার থেকে বেশি সৌভাগ্যবান না হয় তবে তুমি তাই করো।”[৬৭]

উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর দুআ

[৪৫২] হুসাইন আল-জুফি বলেন, আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, “হে আল্লাহ, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের (প্রতিদান) বৃদ্ধি করে দিন। এবং অন্যায়কারীকে তাওবা করার সুযোগ দিন। অন্যদের দয়া দ্বারা বেষ্টন করে রাখুন।”

তিনি হেদায়াতের ইমাম ছিলেন

[৪৫৩] আবুল আব্বাস বলেন, “আমি খালিদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসের বারান্দায় ছিলাম। তখন একজন যুবক এসে খালিদকে সালাম করল। খালিদ সেই যুবকের দিকে ফিরলে সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কোনো পর্যবেক্ষণকারী রয়েছে কি?' আমি খালিদের আগেই উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন পর্যবেক্ষণকারী রয়েছে, যে (সবকিছু) শ্রবণ করে ও দেখে।” এটা শুনে যুবকের চক্ষু কোটরাগত হলো। সে তার হাত খালিদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রস্থান করল। আমি খালিদের কাছে জানতে চাইলাম, “সে কে?” তিনি বললেন, সে উমার ইবনু আবদুল আযীয। আমিরুল মুমিনিনের ভাতিজা। যদি তার ও তোমার হায়াত লম্বা হয় তবে তোমরা তাকে হেদায়াতের ইমামরূপে দেখতে পাবে।”

অনেক সময় কথা বলা পাপের কারণ হয়

[৪৫৪] সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যে তার (অনর্থক) কথা বলাকে পাপের কারণ মনে করে না, তার পাপ বৃদ্ধি পায়।”

মাসজিদের সবাই হেসে দিলো

[৪৫৫] আবদুল্লাহ ইবনু ঈসা বলেন, “আমরা উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছিলাম। তিনি জুমুআর দিন মানুষের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। একজন খ্রিষ্টান তার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি গ্রাম্য লোকদের থেকে আল্লাহর কাছে (নিজেকে) মুক্ত ঘোষণা করছি।' তখন মাসজিদের সবাই হেসে দিলো।”

---

[৬৭] অর্থাৎ, তুমি যা শ্রবণ করেছো সে অনুযায়ী আমল করো। এমন যেন না হয় যে, তুমি শুনলে কিন্তু আমল করলে না। ফলে অন্যরা তা আমল করার মাধ্যমে তোমার থেকে বেশি সৌভাগ্যবান হয়ে গেলো। -অনুবাদক

বর্ণনাকারী বলেন, “আমি যেন এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছি।”

মৃত্যুকে সহজ করার দুআ

[৪৫৬] সুফিয়ান ইবনু উআইনা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, “উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হে আল্লাহ, মৃত্যুকে আমার জন্য সহজ করো।”

কেবল নিজের মুক্তি চাওয়া গোমরাহি

[৪৫৭] আওযায়ি জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, যার থেকে তিনি শুনেছেন, “উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—যে ব্যক্তিরা দ্বীনের ক্ষেত্রে সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল নিজেরা মুক্তি পেতে চায় তারা গোমরাহিতে আছে।”

সিদ্ধ রসুন ও যাইতুন

[৪৫৮] নুআইম ইবনু সালামাহ বলেন, “আমি উমার ইবনু আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে পেয়েছি, তিনি সিদ্ধ রসুন ও একজাতীয় তৃণ ও যাইতুন খাচ্ছেন।”

কান্নার কারণে চোখ দিয়ে রক্ত ঝরা

[৪৫৯] আওযায়ি বলেন, “উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ এত কেঁদেছেন যে, একপর্যায়ে চোখ দিয়ে রক্ত ঝরেছে।”

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে টানলেন

[৪৬০] হাসান বলেন, “আমি আইয়ুবের মজলিসে ছিলাম। তিনি একজনকে স্বপ্নে দেখার কথা বললেন। তার নাম নেওয়ার পর সবাই চিনল যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আবূ বাকর ও উমারের মধ্যখানে বসা ছিলেন। ইত্যবসরে উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ্ আগমন করলে তিনি তাকে ডান দিকে তার ও আবূ বাকরের মাঝে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। আবূ বাকর বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমি মনে করি না আপনি আমার ও আপনার মাঝে অন্য কাউকে বসাবেন।’ এবার তিনি তাকে উমারের পাশে ইঙ্গিত করলেন। যেন তার ও উমারের মাঝে এসে তিনি বসেন। তখন উমারও আবূ বাকরের মতো বললেন। অবশেষে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের সামনেই বসালেন।”

তিনি ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন

[৪৬১] মুআয ইবনু ফুদালা বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ জাযিরার গির্জায় একজন পাদরির কাছে অবস্থান করলেন। যেখানে সেই

পাদরি বহুকাল কাটিয়েছেন। তার দিকে কিতাবের ইলমকে সম্বন্ধিত করা হতো। সেই পাদরি তার কাছে নেমে আসলেন। এমনটা তাকে আগে কখনো করতে দেখা যায়নি। আবদুল্লাহকে বলা হলো, 'আপনি কি জানেন, কেন তিনি নেমে এসেছেন আপনার কাছে?' তিনি বললেন, 'না।' বলা হলো, আপনার বাবার খাতিরে। আমরা তাকে ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে পেয়েছি। যেমন রজব মাসের সাথে হারাম মাসসমূহের সম্পর্ক।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আইয়ুব ইবনু সুআইদ এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন—(হারাম মাসসমূহের মধ্যে ধারাবাহিক তিন মাস যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম (দ্বারা ইঙ্গিত হলো ধারাবাহিক তিন খলীফা) আবূ বাকর, উমার ও উসমান। আর রজব হলো আলাদা (অর্থাৎ এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ)।"

আল্লাহর বিধান প্রয়োগে দেরি করা অপছন্দনীয়

[৪৬২] আওযায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে তার সাথে সবচেয়ে বেশি মিল হলো আমর ইবনু উবাইদ ইবনু তালহা আল-আনসারির। তিনি তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ওমান অঞ্চলের কর্মকর্তা ছিলেন। তার সম্পর্কে জানা যায় যে, একবার ঈশার পর এমন এক ব্যক্তিকে তার কাছে নিয়ে আসা হলো, যার ওপর হদ্দ প্রয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর বিধান প্রয়োগকে সকাল পর্যন্ত বিলম্ব করাকে অপছন্দ করি। তারপর রাতেই তার ওপর তা প্রয়োগ করেন।'"

তিনি বিবাদমুক্ত খলীফা ছিলেন

[৪৬৩] হাবীব ইবনু হিন্দ আসলামি বলেন, "আরাফা অবস্থানকালে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, '(বিবাদমুক্ত) খলীফা হলেন তিনজন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খলীফা কারা?' তিনি বললেন, 'আবূ বাকর, উমার ও উমার।' আমি জানতে চাইলাম, 'আবূ বাকর ও উমারকে তো চিনলাম। কিন্তু আরেকজন উমার কে?' তিনি বললেন, 'যদি তুমি বেঁচে থাকো তবে তার দেখা পাবে। আর যদি মারা যাও তবে তিনি তোমার পরে আসবেন।'"

নতুন মুদ্রা তৈরি

[৪৬৪] মুখতার ইবনু ফুলফুল বলেন, "আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্য কিছু মুদ্রা তৈরি করলাম। সেখানে লেখা ছিল—উমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার ও ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'এগুলো ভেঙে ফেলে (নতুন করে

মুদ্রা তৈরি করে তার মধ্যে) লেখো—আল্লাহ অঙ্গীকার পূর্ণ করার ও ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন।"

বুঝ হবার পর থেকে কখনো মিথ্যা বলেননি

[৪৬৫] ইবনু উআইনা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ ওলীদের সাথে কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথা বললে তিনি (ওলীদ) তাকে বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ।' তখন উমার তাকে বললেন, 'যখন থেকে আমি জেনেছি মিথ্যা মিথ্যাবাদীর ক্ষতি করে থাকে তখন থেকে কখনো মিথ্যা বলিনি।'"

সবার কাছে হক পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা

[৪৬৬] উমার ইবনু যর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সুলাইমানের জানাযা থেকে ফিরে এসে উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর আযাদকৃত দাস তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, আপনাকে চিন্তিত দেখছি যে!' তিনি বললেন, 'চিন্তিত হবার মতো বিষয়ের কারণেই চিন্তিত হচ্ছি। (কেউ তার প্রয়োজনে) আমার কাছে পত্র লেখা বা আবেদন করার আগেই পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যত উম্মতে মুহাম্মাদি আছে, সবার কাছে আমি তাদের হক পৌঁছে দিতে চাই।'"

গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের জ্ঞানের শেষ স্তর

[৪৬৭] উমার ইবনু উসমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি—কুরআনের ব্যাখ্যায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা জ্ঞানের শেষ পর্যায়ে এসে এই কথা বলে :

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

'আমরা এর প্রতি ঈমান রাখি। পুরোটাই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে।'"[৬৮]

মেহমানকে কাজে না খাটানো

[৪৬৮] রজা ইবনু হায়ওয়া বলেন, "আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে এক রাত জাগ্রত ছিলাম। বাতির তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি গোলামকে আদেশ করলেই তো পারেন যাতে সে বাতিতে তেল ভরে দেয়!' তিনি জানালেন, 'সে সারা দিন খুব পরিশ্রম করে এইমাত্র ঘুমিয়েছে।' আমি বললাম, তাহলে আমিই উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ভরে আনি?' তিনি বললেন, 'না।' এরপর তিনি নিজেই উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ভরে এনে আমাকে বললেন,

[৬৮] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ৭

'দেখো, আমি যখন উঠে যাই তখনো যেমন উমার ইবনু আবদুল আযীয ছিলাম, ফিরে আসার পরও তেমনই উমার ইবনু আবদুল আযীযই আছি। হে রজা, মেহমানকে কাজে খাটানো মানুষের ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না।'"

ধৈর্য মুমিনের অবলম্বন

[৪৬৯] উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "(সর্বক্ষেত্রে) সন্তুষ্টি অল্পই পাওয়া যায়। তাই ধৈর্যধারণ করাই মুমিনের অবলম্বন।"

সন্তানের প্রতি উপদেশ

[৪৭০] আবদু রব্বিহ ইবনু হিলাল বলেন, "আবদুল মালিক ইবনু আবদুল আযীয তার পিতা বিশ্রাম নিতে গেলে তাকে (অর্থাৎ পিতাকে) বললেন, 'বাবা, আপনি কীভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন, অথচ আপনার ওপর অবিচার দূর করার দায়িত্ব রয়েছে। হতে পারে ঘুমের ভেতরই মৃত্যু আপনাকে এমতাবস্থায় পাকড়াও করে নিল যে, আপনার কাছে আসা বিষয়গুলো আপনি প্রতিকার করে সারতে পারেননি।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "সে বিষয়গুলো খুব জোর দিয়ে বলল। দ্বিতীয় দিনও সে এমন কাজ করল। উমার বললেন, 'হে আমার ছেলে, আত্মা হলো আমার বাহন। যদি আমি তার প্রতি দয়াপরবশ না হই, তাহলে সে আমাকে (গন্তব্যে) পৌঁছে দেবে না। হে আমার ছেলে, আল্লাহ তাআলা যদি পুরো কুরআনকে একসাথে অবতীর্ণ করতে চাইতেন, তা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এক এক আয়াত করে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তা লোকদের অন্তরে গেঁথে যায়। হে আমার ছেলে, কোনো ক্লান্তিই ফলাফলের দিকে নিয়ে যায় না।'"

তিনি অধিক আল্লাহভীরু বান্দা ছিলেন

[৪৭১] উমার ইবনু যর বলেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয়কারী কাউকে আমি পাইনি।"

এক ইয়াহূদির সতর্কতা

[৪৭২] ওলীদ ইবনু হিশাম বলেন, "এক ইয়াহূদির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে সে জানাল যে উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ শীঘ্রই শাসন-দায়িত্ব পাবেন এবং ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করবেন। আমি উমারের সাথে দেখা হলে ইয়াহূদির কথা তাকে জানালাম। উমার খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর সেই ইয়াহূদির সাথে আমার আবার সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে বলল, 'আমি কি তোমাকে জানাইনি যে, তোমার এই সঙ্গী অচিরেই শাসন দায়িত্ব পাবে?' তারপর সে বলল, 'তোমার এই সঙ্গীকে (বিষ) পান

করানো হয়েছে। সে যেন এর প্রতিকার করে।' উমারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবার পর তাকে বললাম, 'যে ইয়াহূদির সাথে আমার সাক্ষাৎ হবার পর জানিয়েছিল যে, আপনি অচিরেই শাসনকার্যের দায়িত্ব পাবেন এবং ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করবেন। সে আমাকে জানাল, আপনাকে (বিষ) পান করানো হয়েছে। সে আপনাকে নিজের প্রতিকার করার কথা বলেছে।' তিনি তখন বললেন, 'সে তোমাকে যা জানিয়েছে, সে জন্য আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। যে সময় আমাকে (বিষ) পান করানো হয়েছে সে সময়ের ব্যাপারে আমি জানি। যদি কানের লতি ধরাটা আমার চিকিৎসা হতো অথবা নাকের কাছে ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য কোনো সুগন্ধি আমাকে দেওয়া হতো, তবুও আমি তা করতাম না।'"[৬৯]

তিনি খাবার ফিরিয়ে দিলেন

[৪৭৩] আবদুল্লাহ বিন আওন আনসারি থেকে বর্ণিত, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ অনারবদের একটি মঠে অবতরণ করলেন। সে মঠের লোক তার কাছে একটা পাত্রে করে প্রথম ফল নিয়ে উপস্থিত হয়ে সেটা তার সামনে রাখল। তার কাছে তখন ওলীদ ইবনু হিশাম ও হুসাইন ইবনু রুস্তম বসা ছিল। ওলীদ ইবনু হিশাম তাকে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন, খানা শুরু করুন এবং তাকে এর দ্বিগুণ মূল্য দিন।' হুসাইন ইবনু রুস্তম বলল, 'এটি খেয়ে নিন হে আমিরুল মুমিনিন। কারণ, আপনার চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও তা খেয়েছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক হে ইবনু রুস্তম। তখন তো সেটা হাদিয়া ছিল। আর আজকে এটা ঘুষ।' তারপর তিনি তা খেতে অস্বীকার করে ফিরিয়ে দিলেন।"

প্রকাশ্যে পাপাচারের কারণে সবাই শাস্তি পায়

[৪৭৪] ইসমাঈল ইবনু হাকীম উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন, "বিশেষ ব্যক্তিদের পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষদের শাস্তি দেন না। তবে যখন প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে তখন তখন সবাই শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়।"

তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন

[৪৭৫] হিশাম বলেন, যখন উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ মারা গেলেন তখন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "সর্বোত্তম ব্যক্তিটি মারা গেল।"

---

[৬৯] কারণ তিনি বলেছেন, "আমার জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ হোক তা আমি চাই না। কারণ, এটিই সর্বশেষ বস্তু, যার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির পাপমোচন করা হয়।" (হাদীস : ৪৮৮)

খলীফা হবার পর বাড়িতে আসতেন না তেমন

[৪৭৬] হিশাম ইবনু হাসসান বলেন, "আবদুল মালিকের কন্যা ফাতিমা রজা ইবনু হায়ওয়া-এর কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠাল যে—আমিরুল মুমিনিন এমন এমন কিছু করছেন, যা ধর্মসম্মত নয় বলেই আমি মনে করি। তিনি জানতে চাইলেন, 'কী সেটা?' তিনি জানালেন, 'তিনি খলীফা হবার পর থেকে (ঠিকঠাক) বাড়িতে আসেন না।' তখন রজা ইবনু হায়ওয়া তার কাছে এসে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি এমন কিছু করছেন, যা ধর্মসম্মত নয় বলেই আমি মনে করি।' এ কথা শুনে উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রজা, কী সেটা?' তিনি বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার পরিবারেরও তো আপনার ওপর কিছু হক রয়েছে।' (এ কথা শুনে) তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'হে রজা, যার ঘাড়ে মুসলিম ও চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের এমন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, যে বিষয়ে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন—তিনি কী করে প্রফুল্ল থাকতে পারেন!"

নিকৃষ্ট মানুষ সম্পর্কে সংবাদ

[৪৭৭] মুহাম্মাদ ইবনু কাব কুরাযি বলেন, "যখন উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ খলীফা, তখন আমি মদীনাতে ছিলাম। তিনি আমার কাছে সংবাদ পাঠালেন। আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে এমনভাবে আশ্চর্যজনক দৃষ্টি হেনে তাকাচ্ছিলাম যে, দৃষ্টি সরাতে পারছিলাম না। তিনি জানতে চাইলেন, 'হে ইবনু কাব, তুমি এমনভাবে তাকাচ্ছ! আগে তো কখনো এভাবে তোমাকে তাকাতে দেখিনি!' আমি বললাম, 'আশ্চর্য হয়েছি তো তাই।' তিনি জানতে চাইলেন, 'কিসে তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করল?' আমি বললাম, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার (দেহের) রঙের যে অবস্থা হয়েছে আর শরীর যেভাবে ভেঙে পড়েছে এবং চুল যেভাবে পড়ে গেছে, তা দেখে আশ্চর্য হয়েছি।' তিনি বললেন, 'কেমন হতো যদি তুমি আমাকে কবরে রেখে আসার তিন দিন পর দেখতে এমতাবস্থায় যে, আমার চক্ষুগোলক গলে গণ্ডদেশ বেয়ে পড়ছে আর আমার নাকের ছিদ্র পুঁজ ও কীটে মাখামাখি হয়ে আছে। তখন নিশ্চয়ই আমাকে আরও বীভৎস দেখাত! একটা হাদীস শোনাও, যা আমরা ইবনু আব্বাস থেকে মুখস্থ করেছি।' আমি বললাম, 'ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَفِ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ وَلَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ وَلَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ بِالثِّيَابِ وَاقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي

صَلَاتِكُمْ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ

'সর্বোত্তম মজলিস হলো সেটা, যাতে কেবলার দিকে মুখ করা হয়। তোমরা ঘুমন্ত অথবা আলাপরত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় কোরো না। (সাধারণ) কাপড়ের বিনিময়ে রেশম ক্রয় কোরো না। সাপ-বিচ্ছুকে হত্যা করো। যদিও সালাতের মধ্যে থাকো। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের লেখার দিকে অনুমতি ছাড়া তাকাল, সে যেন জাহান্নামের দিকেই তাকাল।"[৭০]

তিনি আরও বলেছেন, 'সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হওয়া যাকে আনন্দিত করে, সে যেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে। সবচেয়ে সম্মানিত হওয়া যাকে আনন্দিত করে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। সবচেয়ে বিত্তশালী হওয়া যাকে আনন্দিত করে, সে যেন আল্লাহ প্রদত্ত রিযককে যথেষ্ট মনে করে।' তারপর তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি কি তোমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সম্পর্কে জানাব না?' আমরা বললাম, 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'যে একাকী অবতরণ করে, ভাগ্যকে অস্বীকার করে (বিনা কারণে) গোলামকে প্রহার করে।' তারপর তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের এর চেয়ে আরও নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব না?' আমরা বললাম, 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'যে মানুষকে ঘৃণা করে আর মানুষেরাও তাকে ঘৃণা করে।' তারপর তিনি বললেন, 'আমি কি এর চেয়ে আরও নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব না?' আমরা বললাম, 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'যে মানুষের ভুল ক্ষমা করে না, নিজের ভুলের কারণে ক্ষমা চায় না এবং অন্যদের ওজর গ্রহণ করে না।' তারপর তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের এর চেয়ে আরও নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব না?' আমরা বললাম, 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'যার অকল্যাণের আশঙ্কা করা হয় এবং কল্যাণের আশা করা হয় না। ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম বানী ইসরাঈলের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—হে বানী ইসরাঈল, মূর্খদের সামনে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বোলো না, তাহলে এটা হিকমতের প্রতি অবিচার হবে। আর যে এর যোগ্য তাকে এর থেকে বঞ্চিত কোরো না, তাহলে তাদের প্রতি জুলুম হবে। কোনো জালেমকে তার জুলুমের কারণে শাস্তি দিয়ো না। তাহলে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব (অর্জনের মাধ্যম) নষ্ট হয়ে যাবে। বিষয়সমূহ তিন ধরনের হতে পারে। এক. এমন বিষয়, যার সঠিকতা তোমার কাছে সুস্পষ্ট। তুমি এর অনুগামী হও। দুই. এমন বিষয়, যার ভ্রষ্টতা তোমার কাছে পরিষ্কার। তুমি এর

[৭০] সনদ যঈফ। 'সর্বোত্তম মজলিস হলো সেটা, যাতে কেবলার দিকে মুখ করা হয়'—এই অংশটুকু তাবারানির, এতে একজন মাতরূক রাবী আছেন। (আল-মাজমা : ৮/৫৯)
'তোমরা ঘুমন্ত অথবা আলাপরত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় কোরো না।' এই অংশটুকু বর্ণিত আছে যেসব গ্রন্থে তার কয়েকটি হলো, আবূ দাউদ : ৬৯৪, সহীহুল জামি : ৭৩৪৯; ইরওয়াউল গলীল : ৩৭৫

থেকে দূরে থাকো। তিন. এমন বিষয়, যা নিয়ে মতানৈক্য আছে, তা তুমি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করো।'"

কথা ও আমলের অন্তর্গত

[৪৭৮] আলি ইবনু যায়দ জুদআনি থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করবে সে অল্পতে তুষ্ট থাকবে। আর যে ব্যক্তি জানবে যে তার কথা বলাটাও আমলের অন্তর্গত, সে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে (কথা বলা থেকে) বিরত থাকবে।"

কর্মকর্তার কাছে লিখিত পত্র

[৪৭৯] সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ তার কোনো এক কর্মকর্তার কাছে এই মর্মে লিখে পাঠালেন—আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহের অনুসরণ করবে। পরবর্তীকালে বিদআতীরা যেসব বিদআত আবিষ্কার করেছে, (সুন্নাহর পরিবর্তে) সেগুলো পরিহার করবে। জেনে রাখো, কোনো মানুষ যখন কোনো বিদআত চালু করে তখন এর বিপক্ষে অবশ্যই কোনো-না-কোনো দলিল থাকে। সুতরাং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ চাহে তো তা তোমার রক্ষাকবচ হবে। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি এমন রীতিনীতি চালু করল যার বিপরীতে থাকা ভুল, স্খলন, গভীরতা, নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে সে অবগত; তবে (শুনে রাখো) পূর্ববর্তীরা এমন জ্ঞান থেকে বিরত থেকেছেন, ছিদ্রান্বেষী দৃষ্টি দেওয়া থেকে বেঁচে রয়েছেন। যদি তারা আলোচনা করতে চাইতেন তবে এই বিষয়ে তাদের অধিক সক্ষমতা ছিল।"

তিনটি উপদেশ

[৪৮০] ইবনুল আইয়ার বলেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ শামে মাটির তৈরি মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মুখে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার স্তুতি গাইলেন। তারপর তিনটি কথা বললেন :

এক. হে লোকসকল, তোমরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো সংশোধন করো, তাহলে তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলো সংশোধন হয়ে যাবে।

দুই. পরকালের জন্য আমল করো, দুনিয়া তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

তিন. জেনে রাখো, একজন ব্যক্তি—যার ও আদম আলাইহিস সালাম-এর মাঝে কোনো পিতা নেই—মৃত্যু তার জন্য ঘাম বের হওয়ার মতো (কষ্টকর)।"

ফরজ আদায় করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা

[৪৮১] আলি ইবনু আবূ যায়েদা বলেন, “উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ খুনাসিরা নামক স্থানে আমাদের সম্মুখে খুতবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—জেনে রাখো, ইবাদাত হলো ফরজগুলো আদায় করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা।”

বর্মের মাধ্যমে শাফাআতের আশা করা

[৪৮২] শুবা ইবনু যিয়াদাহ আল-উমাবি বলেন, “আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-কে আবদুল্লাহ ইবনু হাসানের একটি বর্ম ধরে ইশারা করে বলতে দেখেছি—আমি কিয়ামাতের দিন এর মাধ্যমে শাফাআতের আশা করি।'

পাদরির ভবিষ্যদ্বাণী

[৪৮৩] ওলীদ ইবনু হিশাম বলেন, “আমরা অমুক অমুক জায়গায় অবতরণ করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আপনি কি শুনছেন না, এই পাদরি কী বলছে? সে বলছে, আমিরুল মুমিনিন সুলাইমান মৃত্যুবরণ করেছেন।' তিনি বললেন, 'তার পরে কে খলীফা হয়েছেন?' সে জানাল, 'উমার ইবনু আবদুল আযীয।' তারপর যখন আমরা শামে এলাম দেখলাম তার কথাই ঠিক হয়েছে। চতুর্থ বছরে আমরা আবার সেই জায়গায় অবতরণ করলাম। তখন সেই ব্যক্তি পাদরির কাছে এসে বলল, 'হে পাদরি, আপনি যেমনটা বলেছেন আমরা তেমনটাই দেখতে পেয়েছি।' সে বলল, 'আল্লাহর শপথ, উমারকে বিষ পান করানো হয়েছে।' আমি উমারের কাছে ফিরে এসে তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, যদি তুমি চাও তবে তোমাকে আমি ঠিক সে সময়ের কথা জানাতে পারব, যখন আমাকে বিষ পান করানো হয়েছে।' আমি বললাম, 'আপনি কি এর প্রতিকার করবেন না?' তিনি বললেন, 'চিকিৎসার জন্য কান ঘষাও আমার অপছন্দ।'

আল্লাহর পছন্দের বিরোধিতা না করা

[৪৮৪] রজা ইবনু আবূ সালামাহ বলেন, “যখন উমার ইবনু আবদুল আযীযের ছেলে আবদুল মালিক মারা গেলেন, তখন তিনি বিভিন্ন শহরে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যাতে তার জন্য বিলাপ করা না হয়। তিনি আরও লেখেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যু দিতে পছন্দ করেছেন। আর আমি তার পছন্দের বিরোধিতা করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।”

দুজন শাসনকর্তাকে ধমক দেওয়া

[৪৮৫] ইবনু শাওযাব বলেন, “সালেহ ইবনু আবদুর রহমান এবং তার একজন

সঙ্গীকে উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ ইরাকের কিছু জায়গার শাসনকার্যের দায়িত্ব দিলেন। তখন তারা উমারের কাছে এই মর্মে পত্র লিখল যে, মানুষদের কেবল তরবারিই সংশোধন করতে পারে। তিনি তখন তাদের কাছে ফিরতি পত্রে লেখলেন, তোমরা দুজন নিকৃষ্ট ও অপদার্থ। আমার কাছে মুসলিমদের রক্তকে উপেক্ষা করার কথা বলছ! মানুষদের মধ্যে তোমাদের দুজনের রক্তই আমার কাছে বেশি গুরুত্বহীন।"

তার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার দুআ

[৪৮৬] আবদুল কারীম বলেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'আল্লাহ আপনাকে ইসলামের পক্ষে উত্তম প্রতিদান দিন।' তিনি বললেন, 'বরং আল্লাহ ইসলামকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।'"

নেককারদের সাথে মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা

[৪৮৭] তালহা ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, "আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, যত দিন আপনার বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় তত দিন আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন।' তিনি বললেন, 'এমনটা আগেও বলা হয়েছে। তুমি বরং বলো, আল্লাহ আপনাকে উত্তম হায়াত দান করুন এবং নেককারদের সাথে মৃত্যু দিন।'"

মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ না হওয়ার ইচ্ছা

[৪৮৮] আওযায়ি থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমার জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ হোক তা আমি চাই না। কারণ, এটিই সর্বশেষ বস্তু, যার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির পাপমোচন করা হয়।"

জুমুআর দিন গোসল করা

[৪৮৯] আওযায়ি থেকে বর্ণিত, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ জুমুআর দিন তার স্ত্রী ও কন্যাদের গোসল করার আদেশ করতেন।"

ইবলীস শয়তানকে অভিসম্পাত

[৪৯০] মুসআব ইবনু আবী আইয়ুব বলেন, "আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-কে মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি—আল্লাহ যদি চাইতেন তার অবাধ্যতা না হোক, তবে তিনি ইবলীস শয়তানকে সৃষ্টি করতেন না। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করুন।"

নিজেই চেরাগে তেল ভরলেন

[৪৯১] আবদুল আযীয ইবনু উমার বলেন, "আমাকে রজা ইবনু হায়ওয়া বললেন, 'তোমার পিতার থেকে বেশি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী কাউকে আমি দেখিনি। আমি একবার রাতে তার কাছে ছিলাম। চেরাগ নিভে গেলে তিনি আমাকে বললেন, 'রজা, চেরাগ তো নিভে গেল। ভৃত্য পাশেই ঘুমিয়ে আছে।' আমি বললাম, 'তাকে কি ডাক দেবো?' তিনি বললেন, 'সে তো ঘুমিয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'আমি উঠে গিয়ে তা ঠিক করে আনি?' তিনি বললেন, 'মেহমানকে কাজে লাগানো ব্যক্তিত্বের কাতারে পড়ে না।' তারপর তিনি মাথায় পাগড়ি পরে চেরাগের কাছে গিয়ে সলতা বের করলেন এবং বোতল খুলে তার থেকে চেরাগে (তেল) ঢাললেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, 'যখন উঠেছিলাম তখনো আমি যেমন উমার ইবনু আবদুল আযীয ছিলাম আর এখন ফিরে আসার পরও আমি উমার ইবনু আবদুল আযীযই রয়ে গেছি।'"

তার দৈনিক খরচ ছিল মাত্র দুই দিরহাম

[৪৯২] আমর ইবনু মুহাজির বলেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর দৈনিক খরচ ছিল মাত্র দুই দিরহাম।"

কথাকে আমলের অন্তর্ভুক্ত মনে করা

[৪৯৩] সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার কথাকে আমলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না, তার পাপ বৃদ্ধি পায়।"

সারা রাত কান্নাকাটি করা

[৪৯৪] মুগীরা ইবনু হাকীম বলেন, "আবদুল মালিকের কন্যা ও উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর স্ত্রী ফাতেমা বলল, 'হে মুগীরা, আমি জানি মানুষের মাঝে এমন লোক থাকতে পারে, যে উমারের থেকে বেশি সালাত আদায় করে ও সিয়াম পালন করে। তবে উমারের চেয়ে বেশি এমন কাউকে আমি দেখিনি, যে আল্লাহকে প্রচণ্ড ভয় করে। কারণ, আমি দেখেছি, তিনি যখনই ঈশার সালাত আদায় করতেন, তখন সাজদার জায়গাতেই অবস্থান করে দুআ করতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। অবশেষে একসময় তার চোখ লেগে আসত। তারপর যখন আবার জাগ্রত হতেন তখন দুআ ও কান্নাকাটিতে লিপ্ত হতেন যতক্ষণ না চোখ লেগে আসে। সকাল হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই করতে থাকতেন।"

খরচের টাকা থেকে দান করা

[৪৯৫] জিয়াদ ইবনু আবী জিয়াদ বলেন, "ইবনু আইয়াশ ইবনু আবী রবিআ আমাকে

উমার ইবনু আবদুল আযীযের কাছে কিছু প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি তার কাছে এলাম। তখন তার কাছে একজন লেখক লিখছিলেন। তাকে বললাম, 'আসসালামু আলাইকুম।' তিনি বললেন, 'ওয়ালাইকুমুস সালাম।' তারপর আমি থেমে আবার বললাম, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরুল মুমিনিন।' তিনি বললেন, 'হে ইবনু জিয়াদ, তুমি প্রথমবার যেটা বলেছ সেটা আমরা অপছন্দ করিনি।' লেখক তাকে বসরা থেকে আগত কিছু অনাচারের অভিযোগ পড়ে শোনাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, 'বসো।' আমি দরজার চৌকাঠের ওপর বসলাম। লেখক তাকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন আর তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিলেন। ফারেগ হওয়ার পর ঘরে যারা ছিল সবাইকে তিনি বের করে দিলেন। এমনকি ঘরে যে পরিচারক ছিল তাকেও বের করে দিলেন। তারপর আমার দিকে হেঁটে এসে আমার সামনে বসলেন এবং দুই হাত আমার হাঁটুর ওপর রেখে বললেন, 'হে ইবনু আবী জিয়াদ, তুমি কি তোমার এই মোটা পোশাক দিয়ে উষ্ণতা গ্রহণ করছ? এবং আমরা যে অবস্থায় আছি তা থেকে আরাম নিচ্ছ?' তখন আমার গায়ে একটি মোটা পশমের পোশাক ছিল। তারপর তিনি আমাকে মদীনার ভালো নারী-পুরুষদের খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করলেন। তাদের কারও কথাই তিনি বাদ দিলেন না, সবার কথাই জানতে চাইলেন। এমন কিছু বিষয় সম্পর্কেও জানতে চাইলেন, মদীনাতে যার ব্যাপারে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। আমি তাকে সেই বিষয়ে অবগত করালাম। তারপর তিনি বললেন, 'হে ইবনু আবী জিয়াদ, দেখছ না আমি কেমন অবস্থায় নিপতিত হয়েছি?' আমি বললাম, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি আপনার জন্য কল্যাণের আশা রাখি।' তিনি বললেন, 'তা কতই-না সুদূরপরাহত!' তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি এমন কিছু করছেন যে, আমি আপনার জন্য কল্যাণের প্রত্যাশা রাখি।' তিনি বললেন, 'কতই-না সুদূরপরাহত! আমি বকাঝকা করি কিন্তু আমাকে তো বকাঝকা করা হয় না। আমি মারধর করি কিন্তু আমাকে তো মারধর করা হয় না। আমি কষ্ট দিই কিন্তু আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় না।' তারপর তিনি আবার কাঁদলেন। আমি উঠে গেলাম। তিনি নিজের প্রয়োজন সারলেন এবং আমার মনিবের কাছে পত্র লেখলেন তার থেকে আমাকে কিনে নেওয়ার জন্য। তারপর বিছানার নিচ থেকে বিশ স্বর্ণমুদ্রা বের করে বললেন, 'এগুলো দিয়ে (নিজেকে মুক্ত করার ব্যাপারে) সাহায্য নাও। কারণ, যদি ফাইয়ের মালের ক্ষেত্রে তোমার হক থাকত তবে আমি তোমাকে তা দিতাম। কিন্তু তুমি তো দাস।' আমি তা নিতে অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন, 'এগুলো আমার খরচের টাকা থেকে।' আমি তা গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি আমার পিছু ছাড়লেন না। তারপর আমার মনিবের কাছে তার থেকে আমাকে কিনে নেওয়ার জন্য পত্র লিখলেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। আমাকে এমনিতেই মুক্ত করে দিলেন।"

শান্তির জন্য দুআ

[৪৯৬] আইয়াশ ইবনু উকবা বলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বেশি বেশি এটা বলতেন—হে আল্লাহ, শান্তি দাও শান্তি দাও।"

সর্দার নিজেকে নিয়ে বড়াই করে না

[৪৯৭] মালিক থেকে বর্ণিত, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কওমের সর্দার কে?' সে বলল, 'আমি।' তিনি বললেন, 'যদি তুমি তেমন হতে তবে তা এভাবে বলতে না।'"

রাগের মুহূর্তে শাস্তি স্থগিত করা

[৪৯৮] ইবরাহীম ইবনু আবী আবলাহ বলেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ একবার এক ব্যক্তির ওপর প্রচণ্ড রাগ করলেন। তিনি তার কাছে সংবাদ পাঠালেন। সে এলে তাকে জামা খুলে রশি দিয়ে বাঁধলেন। তারপর একটা চাবুক চেয়ে নিলেন। অবশেষে যখন আমরা বলাবলি শুরু করলাম, তিনি এখনই তাকে প্রহার করবেন তখন তিনি বললেন, 'তাকে মুক্ত করে দাও। যদি তার অপকর্মের কারণে আমি রাগান্বিত না হতাম তবে কি আর তাকে আনা হতো!' তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

'যারা ক্রোধদমনকারী ও মানুষকে ক্ষমাকারী। এবং আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'"[৭১]

কড়াকড়ির আগে মানুষকে সংশোধন করা

[৪৯৯] মায়মুন ইবনু মিহরান থেকে বর্ণিত, "আবদুল আযীযের পুত্র আবদুল মালিক তাকে বললেন, 'বাবা, আপনি যে ন্যায়-ইনসাফের ইচ্ছা করেন তা বাস্তবায়নে কিসে আপনাকে বাধা দেয়? আল্লাহর কসম, আমি কোনো ভ্রুক্ষেপ করতাম না। যদিও এই কারণে আপনাকে ও আমাকে নিয়ে (কিছু লোকের ক্রোধের) ডেগ টগবগ করত।' তিনি বললেন, 'হে আমার আদরের সন্তান, আমি মানুষের জন্য কষ্টের বাগান তৈরি করছি। আমি ন্যায়-পরিপন্থী কোনো আদেশ জারি করতে চাই না। তবে আমি তাদের দুনিয়ার প্রতি লোভী হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত এটাকে বিলম্বিত করছি। নয়তো এটাকে তারা ঘৃণা করবে ও এভাবেই জীবন কাটাবে।'"

---

[৭১] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১৩৪

এক পরিবারের তিনজন উত্তম ব্যক্তি

[৫০০] মায়মুন ইবনু মিহরান বলেন, "আমি উমার ইবনু আবদুল আযীয, তার ছেলে আবদুল মালিক এবং তার আযাদকৃত গোলাম মুযাহিম থেকে উত্তম এক পরিবারের তিনজনকে দেখিনি।"

নিজ সন্তানকে কবরস্থ করার পর প্রার্থনা

[৫০১] ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম ইবনু জিয়াদ ইবনু আবী হাসসান থেকে বর্ণিত, "তিনি উমার ইবনু আবদুল আযীযের কাছে উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি তার ছেলে আবদুল মালিককে দাফন করেছেন। তিনি তাকে কবরস্থ করে তার ওপর মাটি দিয়ে সমান করে দিলেন। লোকেরাও জমিনের সাথে তার কবরকে সমান করে দিলো এবং যাইতুন গাছের দুইটি কাষ্ঠখণ্ড তার কাছে রাখল। একটা মাথার কাছে, অপরটা দুই পায়ের কাছে। তারপর তার কবরকে নিজের ও কেবলার মাঝে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরাও তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। তুমি তোমার পিতার প্রতি সদাচারী ছিলে। আল্লাহর কসম, তিনি তোমাকে উপহারস্বরূপ দান করার পর আমি তোমার প্রতি সব সময়ই খুশি ছিলাম। আল্লাহর কসম, আমি কখনো তোমার প্রতি কঠোর ছিলাম না। আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। তিনি তোমার পাপরাশি ক্ষমা করুন। তোমার কর্মের উত্তম প্রতিফল দান করুন। প্রত্যেক উপস্থিত ও অনুপস্থিত যারাই তোমার জন্য কল্যাণের সুপারিশ করবে তাদের প্রতিও আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট। তার সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নিয়েছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার।' তারপর তিনি প্রস্থান করলেন।"

অহংকারের আশঙ্কায় বহু কথা পরিহার করা

[৫০২] হুমাইদ থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদুল আযীয বলেছেন, "আমি জাঁকজমক ও অহংকারের আশঙ্কায় বহু কথা পরিহার করেছি।"

পুত্রের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা

[৫০৩] যমরা বর্ণনা করেন, "আবদুল মালিক ইবনু উমার ইবনু আবদুল আযীয মারা গেলে হাফস ইবনু উমার তার প্রশংসা করে যা বলার বললেন। তখন মাসলামা তাকে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনিও কিছু বলুন।' তিনি বললেন, 'না, আমি বলব না।' মাসলামা জানতে চাইলেন, 'কেন আপনি তার প্রশংসা করতে চাচ্ছেন না?' তিনি বললেন, 'আমার আশঙ্কা হয় যে, পিতার চোখে পুত্রের সব ভালো লাগার বিষয়টি আমার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।'"

তার থেকে শিখে আসা

[৫০৪] মুজাহিদ বলেন, "আমরা তাকে শেখাতে গিয়ে নিজেরাই তার থেকে শিখে আসলাম।" অর্থাৎ উমার ইবনু আবদুল আযীযের কথা বললেন তিনি।

খলীফা হবার পর সব ধরনের বিলাসিতা পরিহার

[৫০৫] রজা ইবনু হায়ওয়া বলেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ সবচেয়ে বেশি সুগন্ধি ব্যবহারকারী, সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধানকারী ও সবচেয়ে সুন্দর চলনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু খলীফা হবার পর লোকেরা তার পোশাককে মাত্র বারো দিরহাম মূল্য নির্ধারণ করল, যা ছিল মিসরি। সেগুলো হলো : টুপি, পাগড়ি, জামা, আলখিল্লা, মোজা এবং চাদর।"

দিরহামের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল না

[৫০৬] হুমাইদ থেকে বর্ণিত, "যখন উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ খলীফা হলেন তখন কেঁদেছেন এবং বলেছেন, 'হে আবূ কিলাবা, তুমি কি আমার ব্যাপারে আশঙ্কা করো?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দিরহামের প্রতি আপনার ভালোবাসা কেমন?' তিনি বললেন, 'আমি তা ভালোবাসি না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তো ভয়ের কিছুই নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাহায্য করবেন।'"

ইলম ছাড়া আমল করার পরিণতি

[৫০৭] সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করে, সে সংশোধনের চেয়ে বিনষ্ট বেশি করে।"

সালেম ইবনু উমারের কাছে প্রেরণ করা পত্র

[৫০৮] জাফর ইবনু বুরকান বলেছেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ সালেম ইবনু উমারের কাছে পত্র লিখেলেন—পরসমাচার হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে এই কাজের (খেলাফতের দায়িত্ব) মাধ্যমে যে পরীক্ষায় ফেলার, সে পরীক্ষায় ফেলেছেন, কোনোরূপ পরামর্শ বা আবেদন করা ছাড়াই। কিন্তু আল্লাহ যা চূড়ান্ত করেন, তা-ই হয়। সুতরাং যে আল্লাহ আমাকে এই পরীক্ষায় ফেললেন তার কাছে আমি প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। তোমার কাছে আমার এই পত্র পৌঁছলে তুমি উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চিঠিপত্র, সিদ্ধান্তাবলি এবং মুসলিম রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ ও যিম্মি নাগরিকদের ব্যাপারে তার কর্মপন্থা আমার কাছে প্রেরণ করবে। কারণ, আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করব ও তার দেখানো পথে চলব। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করেন। ওয়াসসালাম।

তখন সালেম তার কাছে লেখলেন—আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আপনি বলেছেন, কোনো পরামর্শ বা আপনার পক্ষ থেকে কোনো আবেদন ব্যতিরেকে আল্লাহ আপনাকে এই কাজে (শাসনভারের) যে পরীক্ষায় ফেলার, সে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা-ই হয়েছে। সুতরাং যে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন তার কাছে আমি প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করেন। কারণ, আপনি উমারের যুগে নন। আর আপনার কাছে উমারের ব্যক্তিবর্গও (যারা তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিত) নেই। সুতরাং যদি আপনি হকের অভিলাষী হন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনার জন্য বিভিন্ন কর্মচারীর ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং তাদের মাধ্যমে এমন বিষয় দান করবেন, যা আপনার কল্পনাতেও ছিল না। কারণ, আল্লাহর সাহায্য নিয়ত অনুসারে হয়ে থাকে। কল্যাণের কাজে যার নিয়ত পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, সে আল্লাহর পরিপূর্ণ সাহায্য পেয়ে থাকে। আর যার নিয়ত অপূর্ণাঙ্গ থাকে তার অপূর্ণাঙ্গতা অনুপাতে সাহায্যেও হ্রাস ঘটে। ওয়াসসালাম।"

দ্বীনকে ঝগড়া-বিবাদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর ক্ষতি

[৫০৯] ইউনুস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে ঝগড়া-বিবাদের লক্ষ্যবস্তু বানায়, তার (দ্বীন থেকে) সরে যাওয়ার (আশঙ্কা) বৃদ্ধি পায়।"

তার মৃত্যুতে আকাশও কেঁদেছে

[৫১০] খালেদ রবঈ বলেন, "তাওরাত বা অন্য কোনো কিতাবে আছে, আকাশ চল্লিশ বছর উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্য দুঃখের কাঁদা কেঁদেছে।"

আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

এক সময় মানুষ কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে

[৫১১] জাফর থেকে বর্ণিত, আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষের অন্তর কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। তারা কুরআনের মিষ্টতা ও স্বাদ পাবে না। তারা তাদের প্রতি আদিষ্ট বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করার সময় বলবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। আর নিষিদ্ধ কাজ করার সময় বলবে—আমরা তো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করিনি। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। তাদের ব্যাপারটা পুরোই লোকদেখানো। সেখানে সত্যের লেশমাত্র নেই। তারা নেকড়ে-অন্তরের ওপর বকরির চামড়া চড়িয়ে থাকে। (অর্থাৎ প্রকৃত সত্যকে ঢেকে রাখে। প্রকাশ হতে দেয় না।) তাদের মধ্যে তোষামোদকারী ব্যক্তিকে দ্বীনদারিতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ (মনে করা হবে)।"

বাড়তি আয়োজন করতে তিনি নিষেধ করলেন

[৫১২] শুআইব ইবনু হাজ্জাব বলেন, "একদিন আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ আমাদের ঘরে আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা কিছুটা বাড়তি আয়োজন করতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমাকে ঘরে থাকা খাবারই দাও। বাড়তি আয়োজন কোরো না।'"

সাওম পালনকারী ব্যক্তি ইবাদাতের ভেতর থাকে

[৫১৩] হিশাব ইবনু হাফসা থেকে বর্ণিত, আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সাওম পালনকারী ব্যক্তি ইবাদাতের ভেতর থাকে, যতক্ষণ না সে গীবতে লিপ্ত হয়। যদিও সে আপন বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।"

ঘরের লোকেরাই ঘরের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত

[৫১৪] শুআইব থেকে বর্ণিত, আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি কোনো কওমের কাছে যাবার পর যখন তারা তোমার দিকে কিছু এগিয়ে দেয়, তখন ঠিক সেখানেই বসো যেখানে তোমার জন্য বালিশ বিছানো হয়েছে। কারণ, ঘরের লোকেরাই

তাদের ঘরের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত।”

ইবাদাতে মগ্ন থাকার নাসীহাত

[৫১৫] রবী থেকে বর্ণিত, আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “ইবাদাতে মগ্ন থাকো এবং যে ইবাদাতে মগ্ন থাকে, তাকে ভালোবাসো। আর পাপাচার থেকে দূরে থাকো এবং যে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তার বিরুদ্ধাচরণ করো। আল্লাহ যদি চান তবে পাপীদের শাস্তি দেবেন। অথবা চাইলে তিনি তাদের ক্ষমাও করে দিতে পারেন।”

কুরআন শিখে তা তিলাওয়াত না করা অপরাধ

[৫১৬] আবূ খালদাহ আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, “আমরা যে পাপকে সবচেয়ে মারাত্মক মনে করতাম তা হলো, কোনো ব্যক্তির কুরআন শিখে তা তিলাওয়াত না করে ঘুমিয়ে থাকা।”

[৫১৭] খালিদ ইবনু দীনার বলেন, “আমি আবুল আলিয়াকে বলতে শুনেছি—কুরআন শিক্ষা করে তা তিলাওয়াত না ঘুমিয়ে থাকা এবং একপর্যায়ে তা ভুলে যাওয়াকে আমরা সবচেয়ে জঘন্য পাপ হিসেবে গণ্য করতাম।”

আবূ কিলাবা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

কিয়ামাতের দিন মুনাফিকরা মাথা নিচু করে রাখবে

[৫১৮] আবূ কিলাবা বলেন, "আরশের দিক থেকে কিয়ামাতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

'মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।'[৭২]

তখন প্রত্যেকেই মাথা তুলে বলবে :

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

'যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।'[৭৩]

তখন মুনাফিক যারা তারা মাথা নিচু করে ফেলবে।"

বেশি হাদীস বর্ণনা করা

[৫১৯] আমর ইবনু মাইমুন বলেন, "আবূ কিলাবা একবার উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এলে তিনি তাকে বললেন, 'হে আবূ কিলাবা, বর্ণনা করো।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি বেশি হাদীস (বর্ণনা করা) অপছন্দ করি আবার বেশি চুপ থাকাও অপছন্দ করি।'"

হাদীস না জানলে তা বর্ণনা না করা

[৫২০] আইয়ুব থেকে বর্ণিত, আবূ কিলাবা বলেন, "যে ব্যক্তি হাদীস জানে না, সে

---

[৭২] সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২

[৭৩] সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৩

যেন তা বর্ণনা না করে। এটি তার ক্ষতির কারণ হবে। তাকে উপকৃত করবে না।”

মৃতের সামনে চুপচাপ থাকা

[৫২১] আইয়ুব বলেন, “আমি আবূ কিলাবার সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা একজন কিচ্ছাকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তার সঙ্গীদের আওয়াজও উঁচু ছিল। তখন আবূ কিলাবা বললেন, যদি তারা চুপচাপ থাকার মাধ্যমে মৃতকে সম্মান জানাত (তাহলে কতই-না ভালো হতো)।”

বাকর ইবনু আবদুল্লাহ মুযানি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষীর প্রয়োজন পড়ে না

[৫২২] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ মুযানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমার মতো কে আছে হে বানী আদম? তোমার মাঝে আর পানি ও মিহরাবের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা রাখা হয়নি। যখন ইচ্ছা তুমি আল্লাহর কাছে যেতে পারো। তোমার ও তার মাঝে কোনো দোভাষীর প্রয়োজন পড়ে না।"

অশ্লীলতা

[৫২৩] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "অশ্লীলতা হলো এক ধরনের আবর্জনা। আর এমন আবর্জনা জাহান্নামে যাবে। লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্গত। আর ঈমান (যে গ্রহণ করবে সে) জান্নাতে যাবে।"

লোভ ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হওয়া

[৫২৪] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ মুযানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কেউ ততক্ষণ মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ না লোভমুক্ত ও ক্রোধমুক্ত হবে।"

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে তিক্ত বিষয়ের সম্মুখীন করান

[৫২৫] হুমাইদ থেকে বর্ণিত, বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে তিক্ত বিষয়ের সম্মুখীন করান, যাতে করে তিনি তার পরিণতিকে শুভ করতে পারেন। তোমরা কি দেখো না সেই মহিলাকে—যে তার সন্তানকে তিক্ত জিনিস পান করায় তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য।"

প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা না বলা

[৫২৬] মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার কাছে কখনো যাকাতের সম্পদ পাওয়া যায়নি। আমি বিশ বছর যাবৎ আল্লাহ তাআলার কাছে একটি প্রয়োজনের প্রার্থনা করেছি, তিনি আমাকে তা দেননি। তবুও আমি সেই ব্যাপারে নিরাশ হইনি।" লোকেরা

জানতে চাইল, "কী সেটা?" তিনি বললেন, "তার কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে করে (আমাকে এমন তাওফীক দেন যে) আমি প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা না বলি।"

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করার আবেদন

[৫২৭] আবদুর রহমান ইবনু জিয়াদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি তার প্রতিবেশী বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে অভিযোগ জানিয়ে পত্র লিখলেন যে—আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন। তখন বাকর রাহিমাহুল্লাহ তার কাছে জবাব লিখলেন—আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আপনি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়েছেন। একজন বান্দার অবস্থা হলো সে যদি এমন কোনো গুনাহ করে ফেলে যা করতে সে বাধ্য ছিল না এবং সে মৃত্যুকেও ভয় করে, তবে তার কর্তব্য হলো এর জন্য ভীত হওয়া। আমি আপনার জন্য দুআ করব। তবে আমি এই আশা করি না যে, আমার আমলের জোরে বা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণে সেই দুআ কবুল করা হবে।"

আরাফার দিন ক্রন্দন করা

[৫২৮] মুআবিয়া ইবনু আবদুল কারীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-কে আরাফার দিন আসরের পর ধীরে ধীরে ঘটনা বর্ণনা করতে দেখলাম। তিনি কাঁদছিলেন আর কাঁদছিলেন। তার আওয়াজ ঠিকমতো শোনা যাচ্ছিল না।

আল্লাহর ইবাদাতে শক্তি ব্যয় করা

[৫২৯] আবূ খায়রাহ বলেন, "আমি বাকর ইবনু আবদুল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য তার কাছে আসলাম। তার সাথে দেখা হলো। তিনি তার প্রয়োজনে উঠে দাঁড়ালেন। আমরা ঘরেই বসে থাকলাম। (কিছুক্ষণ পর) তিনি দুই ব্যক্তির মধ্যখানে নাসীহাত করতে করতে এলেন। এসে সালাম দিলেন এবং আমাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন বান্দাকে রহম করুন, যাকে শক্তিমত্তা দেওয়ার কারণে সে তার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করে। অথবা দুর্বলতার কারণে সে অক্ষমতায় আক্রান্ত হয়েছে, ফলে হারাম কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকে।"

ইস্তিগফার পাপকে গোপন রাখে

[৫৩০] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "তোমরা যখন অধিক পরিমাণে পাপ করো তখন অধিক পরিমাণে ইস্তিগফারও করো। কেননা, মানুষ যখন একটি পাপ করে অতঃপর ইস্তিগফার করে, তখন সেটা গোপন থাকে।"

একজন বাদশাহর ঘটনা

[৫৩১] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ মুযানি বলেন, "অতীত যামানায় একজন বাদশাহ ছিল। সে ছিল আল্লাহর অবাধ্য। মুসলিমরা তার সাথে যুদ্ধ করে অক্ষত অবস্থায় তাকে বন্দী করল। তারপর কোন পদ্ধতিতে তাকে হত্যা করা হবে, এটা নিয়ে তারা আলোচনা করে মতৈক্যে পৌঁছল যে, তার জন্য বড় একটি পাত্র বানিয়ে তার নিচে আগুন প্রজ্বলিত করবে এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন না করিয়ে তারা তাকে হত্যা করবে না। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা তা-ই করল। অতঃপর সে ব্যক্তি একে একে তার প্রভুদের ডাকতে লাগল এই বলে—হে অমুক, আমি তোমার ইবাদাত করেছি, তোমার জন্য সালাত আদায় করেছি এবং তোমার চেহারা মুছে দিয়েছি। সুতরাং তুমি আমাকে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করো। যখন সে দেখল এতে কোনো কাজ হচ্ছে না, তখন সে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে বলল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' এবং সে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে দুআ করল। তখন আল্লাহ তার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ফলে আগুন নিভে গেল। অতঃপর প্রবল বাতাস এসে সেই পাত্রটি উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং আকাশ-জমিনের মধ্যস্থলে তা ঘুরপাক খেতে লাগল। সে ব্যক্তি বলতে থাকল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে এমন লোকদের কাছে নিয়ে ফেললেন যারা তার ইবাদাত করত না। ওই অবস্থাতেও সে বলছিল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। লোকেরা তাকে বাইরে বের করে এনে বলল, 'তোমার ধ্বংস হোক, কে তুমি?' সে বলল, 'আমি অমুক গোত্রের বাদশাহ।' তারপর তাদের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলল। (এসব শুনে) তারা সকলে ঈমান গ্রহণ করল।"

স্ত্রীর সামনে বাস্তব কথা বলা

[৫৩২] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ তার স্ত্রীকে বললেন, "আমার মধ্যেও কিছু নেই—এমনটা তুমি বলতে পারো, সে আশঙ্কা যদি আমার না হতো—তবে আমি বলতাম, তোমার মধ্যে কিছু নেই।"

তিনি ঋণী অবস্থায় মারা যান

[৫৩৩] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "আমি বিত্তশালীদের মতো জীবনযাপন করব আর দরিদ্রদের মতো মৃত্যুবরণ করব।"

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি যখন মারা যান তখন তার ওপর কিছু ঋণ ছিল।"

বান্দার সাথে আল্লাহর আচরণ

[৫৩৪] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তার মুমিন বান্দার যত্ন নেন, যেভাবে তোমাদের কেউ অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন নিয়ে থাকো। তোমরা কি দেখো না, এক নারী কীভাবে তার সন্তানকে বারবার তেতো জিনিস জোর করে খাওয়ায় তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য। এমনিভাবে আল্লাহও তার বান্দার সাথে অনুরূপ করে থাকেন (অর্থাৎ বিভিন্ন বিপদ-মুসিবত দিয়ে তাকে সংশোধন করেন ও গুনাহ মাফ করেন)।"

শক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করা

[৫৩৫] আবূ হায়ওয়া বলেন, "আমরা বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাকে দেখতে আসলাম। পরে এই রোগেই তিনি মারা যান। এ সময় তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, 'আল্লাহ সেই বান্দাকে রহম করুন, যাকে তিনি শক্তি দিয়েছেন আর সে আল্লাহর আনুগত্যে তা কাজে লাগিয়েছে। অথবা দুর্বলতা তাকে অক্ষম বানিয়েছে, ফলে সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে পারেনি।'"

বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর দুআ

[৫৩৬] মুবারক বলেন, "বাকর ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-কে আমি সব সময়ই এই দুআ করতে শুনেছি—হে আল্লাহ, তোমার রহমতের ভান্ডার আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও। দুনিয়া-আখিরাতে এরপর আর কখনো তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না। এবং তোমার প্রশস্ত অনুগ্রহের হালাল উত্তম আমাদের দান করো। এরপর আমাদের আর কখনো তুমি ছাড়া অন্য কারও দ্বারস্থ কোরো না। এর দ্বারা আমরা তোমার বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারব। অভাব-অনটনের অভিযোগ কেবল তোমারই কাছে। অন্যদের বাদ দিয়ে তোমার কাছেই ঐশ্বর্য এবং নিষ্কলুষতার প্রার্থনা করি।"

পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে সমালোচনা না করা

[৫৩৭] ইয়াজিদ ইবনু উমার বলেন, "বাকর ইবনু আবদুল্লাহ মুযানি রাহিমাহুল্লাহ-কে আমি বসরার মাসজিদে বলতে শুনেছি, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গীরা (উত্তম পোশাক) পরিধান করতেন। যারা পরিধান করতেন না, তাদের অন্যরা কিছু বলতেন না। আবার যারা পরিধান করতেন না, তারাও যারা পরিধান করতেন তাদের কিছু বলতেন না।"[৭৪]

---

[৭৪] অর্থাৎ তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি বহাল ছিল। পোশাকের আভিজাত্য ছিল তাদের কাছে ছিল গৌণ।–অনুবাদক

মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

মুমিনের দৃষ্টান্ত

[৫৩৮] কাতাদা বলেন, "মুআররিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মুমিনের দৃষ্টান্তরূপে আমি কেবল সে ব্যক্তিকেই দেখতে পেয়েছি, যে সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং (এই অসহায় অবস্থায়) দুআ করছে—হে আমার রব, হে আমার রব; যেন তিনি তাকে উদ্ধার করেন।'"

ক্রোধান্বিত অবস্থায় বলা কথার জন্য লজ্জিত হওয়া

[৫৩৯] হিশাম থেকে বর্ণিত, মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ক্রোধান্বিত অবস্থায় যা-ই বলেছি, পরে ক্রোধ নির্বাপিত হলে তার জন্য লজ্জিত হয়েছি।"

অনর্থক জিনিস থেকে নীরবতা অবলম্বন করা

[৫৪০] মুয়াল্লা ইবনু জিয়াদ থেকে বর্ণিত, মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি বিশ বছর ধরে একটি জিনিসের তালাশে আছি। কিন্তু এখনো তা লাভ করতে সক্ষম হইনি। আমি কখনোই তা তালাশ করা পরিহার করব না।" লোকেরা জানতে চাইল, "কী সেটা হে আবুল মু'তামির?" তিনি বললেন, "অনর্থক জিনিস থেকে নীরবতা অবলম্বন করা।"

আল্লাহর আনুগত্য দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত

[৫৪১] আবূ তাইয়া থেকে বর্ণিত, মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করে, তখন যে ব্যক্তি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে তার দৃষ্টান্ত হলো—পলায়ন করার পর ফিরে আসা ব্যক্তির ন্যায়।"

টানা সাত দিন সাওম রাখা

[৫৪২] সুলাইমান রবাঈ বলেন, "আবুল হাওরা একটানা সাত দিন সাওম রাখতেন। (তবুও তিনি দুর্বল হতেন না। তার অবস্থা এমন ছিল যে,) তারপর কোনো যুবকের

হাতের কবজি ধরলে মনে হতো যে, তা এখনই মচকে যাবে।”

স্ত্রী ও সন্তান পরীক্ষার বস্তু

[৫৪৩] হাফসা বিনতে সিরীন বলেন, “মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ আমাদের সাক্ষাতে এলে সালাম দিতেন। আমি তার সালামের উত্তর দিতাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনি কেমন আছেন হে আবুল মু’তামির? আপনার স্ত্রী ও সন্তান কেমন আছে?’ তিনি বললেন, ‘তারা ভালো আছে।’ আমি তাকে বললাম, ‘আপনি রবের প্রশংসা করুন।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমার তো আশঙ্কা হয় যে, তারা আমাকে ধ্বংসের ভেতর আটকে রাখবে।’”

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ–এর চোখে দুনিয়া

রাত্রি জাগরণ করা

[৫৪৪] হিশাম বলেন, “মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘রাত্রি জাগরণ করা কর্তব্য। যদিও বকরির দুধ (দোহন সময়) পরিমাণ হয়।’”

লজ্জাবোধ

[৫৪৫] হাফসা বিনতে সিরীন বলেন, “যখন মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ তার মায়ের কাছে আসতেন—তখন লজ্জাবোধের কারণে—মুখ দিয়ে তার সাথে পুরো কথা বলতে পারতেন না।”

মঙ্গল কামনা করা

[৫৪৬] হাবীব থেকে বর্ণিত, ইবনে সিরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “যখন আল্লাহ কোনো বান্দার মঙ্গল করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার অন্তরে উপদেশদাতার উদ্ভব ঘটান। সে তাকে (সৎ কাজের) আদেশ দেয় এবং (অসৎ কাজ থেকে) বারণ করে।”

মায়ের সামনে বিনয়

[৫৪৭] ইবনে আউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তখন তিনি তার মায়ের কাছে ছিলেন। সে লোকটি বলল, ‘মুহাম্মাদের কী হয়েছে! তিনি কি কোনো কিছুর অভিযোগ করছেন?’ লোকেরা জানাল, ‘না। তিনি যখন তার মায়ের কাছে থাকেন, তখন এরূপই থাকেন।’”

দাওয়াত কবুল না করা

[৫৪৮] হিশাম বলেন, “মুহাল্লাবের কন্যা হিন্দ একদিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ ও ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-কে খাবারের দাওয়াত করল। হাসান তা কবুল করলেও ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ করেননি।”

অপছন্দীয় বস্তুর মাধ্যমে সম্মান না দেখানো

[৫৪৯] আইয়ুব থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তার মাধ্যমে তাকে সম্মান দেখাতে যেয়ো না।"

[৫৫০] ইবনু আউন বলেন, "মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'লোকেরা বলত, তুমি তোমার বন্ধুকে এমন কিছুর মাধ্যমে সম্মান দেখাতে যেয়ো না, যা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়।'"

খাবার-দাবারের ব্যবসা

[৫৫১] ইবনু উআইনার আযাদকৃত দাস ওয়াসেল থেকে বর্ণিত, ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, "তোমার ব্যবসা কী?" আমি বললাম, "খাবার-দাবারের।" তিনি বললেন, "শুনে রাখো, এর ধুলোবালি অনেক!"

আবূ জাফর বলেন, "আমি মাখলাদকে জিজ্ঞেস করেছি—তিনি কি এর দ্বারা পাপের প্রতি ইঙ্গিত করলেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'"

কোনো আলেম তার ব্যাপারে কোনো মতভেদ করেনি

[৫৫২] সারীই বলেন, "আমি সুলাইমান তাইমিকে বলতে শুনেছি, তিনি তাকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছেন যে, কোনো আলেম তার ব্যাপারে কোনো মতভেদ করেনি।"

প্রথমে বিবাদ শুরুকারী ব্যক্তি

[৫৫৩] ইবনু আওন বলেন, "ইবনু সিরীনকে এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যারা পরস্পর বন্ধু ছিল। অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যকার বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে। উত্তরে তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে প্রথম বিবাদকারী হলো মন্দ।'"

রমাদান মাসে রাত্রি জাগরণ

[৫৫৪] হিশাম বলেন, "ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ রমাদান মাসে রাত্রি জাগরণ করতেন।"

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যটা গ্রহণ করা

[৫৫৫] রজা ইবনু আবূ সালামাহ বলেন, "আমি ইউনুস ইবনু আবদকে হাসান ও ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'আমি হাসানের চেয়ে বেশি কথায় কাজে মিল আছে এমন কাউকে দেখিনি। আর ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর সামনে যদি দ্বীনের দুটি বিষয় একসাথে উপস্থাপিত হতো, তবে তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যটা গ্রহণ করতেন।"

কাযা আদায় করা

[৫৫৬] ইবনু আওন বলেন, "যখন ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন তখন তিনি তার ছেলেকে বললেন, 'হে আমার সন্তান, আমার পক্ষ থেকে কাযা আদায় করো। আমার পক্ষ থেকে কেবল অঙ্গীকারের কাযা আদায় করো।' সে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, আমি কি আপনার পক্ষ থেকে (গোলাম) আযাদ করব?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে তোমার সম্পাদন করা ভালো কাজের প্রতিদান দিতে সক্ষম।'"

দ্বিপ্রহরের সময় যিকর

[৫৫৭] মূসা ইবনু মুগীরা বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-কে দ্বিপ্রহরের সময় বাজারে প্রবেশ করতে দেখেছি। তখন তিনি তাকবীর ও তাসবীহ পড়ছিলেন এবং আল্লাহর যিকর করছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'হে আবূ বাকর, এই সময়েও (আপনি ইবাদাত করছেন)?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এটি হলো গাফলতের সময়। (তাই আমি একে ইবাদাতের মাধ্যমে কাজে লাগাচ্ছি)।'"

এক দিন অন্তর অন্তর সাওম রাখা

[৫৫৮] ইবনু শাওযাব বলেন, "ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ এক দিন সাওম রাখতেন আরেক দিন রাখতেন না। যেদিন তিনি সাওম রাখতেন না, সেদিন শুধু সকালে খেতেন; সন্ধ্যায় খেতেন না। তারপর সাহরি খেয়ে (পরের দিন) সকালে সাওম রাখতেন।"

আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ

[৫৫৯] ইবনু আওন বলেন, "ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করো। স্বপ্নে কী দেখেছ, সেটার প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ কোরো না।'"

রাতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা

[৫৬০] হিশাম ইবনু হাসসানের স্ত্রী উম্মু আব্বাদ বলেছেন, "আমরা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর ঘরে মেহমান হয়ে অবস্থান করেছিলাম। রাতের বেলায় তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম (অর্থাৎ দিনের বেলায় তিনি হাসিখুশি থাকতেন, আর রাতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন)।"

ইমামতি করতে অস্বীকৃতি

[৫৬১] ইবনু আওন বলেন, "আমরা একটি জামাআতে ছিলাম। সালাতের সময় হলে ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ ঘোষণা করলেন—কুরআন সংকলকগণ ব্যতীত অন্য কেউ

যেন আমাদের কাছে না আসে। (এমন ঘোষণা দেওয়ার কারণ হলো) সেখানে আমাদের সাথে কুরআন সংকলনকারীরাও ছিলেন। অতঃপর সালাত শেষ হলে আমি তাকে বললাম, 'কেন আপনি আমাদের ইমামতি করলেন না?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এটা আমার পছন্দ না যে, লোকেরা (সালাত শেষে) চলে যাওয়ার পর বলবে, ইবনু সিরীন আমাদের ইমামতি করেছেন।'"

আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখা

[৫৬২] জাফর বলেন, "আমি সাবেত বুনানি রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, একজন অপকর্মকারী যুবককে তার মা উপদেশ দিয়ে বলতেন, 'হে আমার সন্তান, তোমার এক দিন (অর্থাৎ মৃত্যুর দিন) আসবে। সেদিনের কথা স্মরণ করো।' তো যখন (মৃত্যু বিষয়ে) আল্লাহর আদেশ এসে গেল, তখন তার মা তার ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'হে আমার প্রিয় সন্তান, তোমাকে আমি এই মৃত্যুর বিষয়ে সতর্ক করে বলতাম, তোমার এক দিন (অর্থাৎ মৃত্যুর দিন) আসবে। সেদিনের কথা স্মরণ করো।' সে বলল, 'মা, আমার একজন প্রভু আছে। তিনি অসংখ্য দয়ার অধিকারী। আশা করি তিনি আমাকে আজ তার সামান্য দয়া থেকে মাহরূম করবেন না। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।' এভাবেই আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রেখেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।"

খানাপিনায় বিলাসিতা না করা

[৫৬৩] হিশাব ইবনু হাসসান বলেন, "ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-কে যখন বিবাহের দাওয়াত দেওয়া হতো, তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করে বলতেন, 'আমাকে ছাতুর শরবত পান করাও।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আবূ আমর, আপনি তো বিবাহের দাওয়াতে যাবেন। তো ছাতুর শরবত পান করছেন কেন?' তিনি উত্তরে বলতেন, 'আমি আমার ক্ষুধার নিবারণ মানুষের খাদ্য দিয়ে করতে অপছন্দ করি।'"

মৃত্যুর কথা শুনে মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়া

[৫৬৪] ইবনু যুহাইর বলেন, "ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর সামনে যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করা হতো, তখন তার প্রত্যেকটি অঙ্গ ভিন্ন ভিন্নভাবে মৃতপ্রায় (নিস্তেজ) হয়ে পড়ত।"

কজন মহান ব্যক্তি

[৫৬৫] বাকর ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "স্বীয় যুগে সবচেয়ে জ্ঞানী হিসেবে আমরা যাকে পেয়েছি তাকে যদি কেউ দেখে আনন্দ বোধ করতে চায়, তবে সে যেন হাসান রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখে নেয়। তার থেকে বেশি জ্ঞানী কাউকে আমরা দেখিনি।

এমনিভাবে স্বীয় যুগে সবচেয়ে পরহেজগার হিসেবে আমরা যাকে পেয়েছি তাকে যদি কেউ দেখে আনন্দ বোধ করতে চায়, তবে সে যেন ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখে নেয়। গুনাহের ভয়ে তিনি অনেক হালাল জিনিস থেকেও বেঁচে থাকতেন। এমনিভাবে স্বীয় যুগে সবচেয়ে বেশি ইবাদাতগুজার হিসেবে আমরা যাকে পেয়েছি তাকে দেখে যদি কেউ আনন্দ বোধ করতে চায়, তবে সে যেন সাবেত বুনানি রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখে নেয়। তার চেয়ে বেশি ইবাদাতগুজার কাউকে আমরা পাইনি। তিনি প্রচণ্ড গরমের দিন কাটাতেন সাওম রেখে। আর বাকি সময় (রাত) কাটাতেন সাজদায় পড়ে থেকে। আর স্বীয় যুগে সবচেয়ে মুখস্থ-শক্তির অধিকারী এবং যেভাবে শুনেছেন ঠিক সেভাবেই হাদীস বর্ণনাতে সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে আমরা যাকে পেয়েছি তাকে দেখে যদি কেউ আনন্দ বোধ করতে চায়, তবে সে যেন কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখে নেয়।"

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযা যিনি পড়িয়েছিলেন

[৫৬৬] হিশাম বলেন, "আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসিয়ত করেছিলেন, যেন ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ তাকে গোসল দেন। তো যখন তিনি মারা গেলেন, তখন মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদটি জানানো হলে তিনি বললেন, 'আমি তো কারাগারে বন্দী।' লোকেরা বলল, 'আমরা আমীরের কাছে অনুমতি চেয়েছি। তিনি আপনারকে (যাওয়ার) অনুমতি দিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'আমীর তো আমাকে বন্দী করেনি। আমার ওপর যার হক আছে, তিনি আমাকে বন্দী করেছেন।' তারপর তার ওপর যার হক রয়েছে তার কাছে সংবাদ পাঠানো হলে তিনি অনুমতি দিলেন। তখন তিনি বের হয়ে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে গোসল দিলেন। পাঁচটি কাপড় দিয়ে কাফন পরালেন। যার মধ্যে একটা ছিল পাগড়ি। আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত মিশক লাগিয়ে দিলেন।"

কল্যাণের ইচ্ছা করলে আল্লাহ সহায়ক হন

[৫৬৭] ইবনু আওন থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "বলা হয়ে থাকে—নিশ্চয়ই মানুষ যখন কল্যাণের সংকল্প করে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য হুঁশিয়ারকারী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যে তাকে ভালো কাজের আদেশ দেয়, আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করে থাকে।"

সাহাবিরা দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতেন

[৫৬৮] মাহদি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমাদের একজন ভগ্নিপুত্রের বিয়ে হলে খাবারের আয়োজন করা হলো। ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, 'মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিরা দিনের পর দিন না

খেয়ে থাকতেন। তারপর যখন সামান্য কোনো চামড়া পেতেন তখন (খাবারের জন্য) সেটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। আর যদি (কোনো কিছুই) না পেতেন, তখন পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন।'"

আমল কবুল করে নেওয়ার দুআ করলেন

[৫৬৯] জারীরি বলেন, "আমরা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছিলাম। যখন উঠে যাবার ইচ্ছা করলাম তখন বললাম, 'হে আবূ বাকর, দাওয়াত রইল।' তিনি তখন বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সর্বোত্তম আমল কবুল করে নিন। এবং জান্নাতের অধিবাসীদের সাথে যে সত্য অঙ্গীকার করা হতো, আমাদের ক্ষেত্রেও তা বাস্তবায়ন করুন।'"

ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ-এর পিছু নেওয়া

[৫৭০] হিশাম বলেন, "মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ যখন হাঁটতেন, তখন পেছনের দিকে তাকাতেন না। একবার ঈদের দিন আমি সকালে বের হলাম তাকে অনুসরণ করে এটা দেখার জন্য যে, তিনি পথে এবং ঈদগাহে কী করেন। মনে হলো তিনি কোনো সমস্যায় পড়েছেন। তাই তিনি সাধারণত যে সময়ে বের হন (সে সময়ে বের না হয়ে) দেরি করছেন। আমিও তার বের হওয়ার (অপেক্ষায়) দেরি করলাম। অনেকক্ষণ দেরি করার পর তিনি বের হলেন। চলা শুরু করার পর আমি তার পিছু নিলাম। তিনি পেছনে ফিরে আমাকে দেখে বললেন, 'যদি তুমি চোর হও তবে খুবই খারাপ মানুষ তুমি। যদি আমি জানতাম এটা আমার ও তোমার জন্য কল্যাণকর, তাহলে আমি ভ্রুক্ষেপ করতাম না।'"

পিতার মৃত্যুতে সান্ত্বনা দেওয়া

[৫৭১] সাহল ইবনু আসলাম আল-আদাবি বলেন, "আমাকে আওফ আল-আরাবি আমার পিতার (মৃত্যুতে) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'জেনে রেখো, এই বিচ্ছেদের পর পুনরায় মিলন হবে। যদি তুমি তোমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারো এমতাবস্থায় যে, তুমি লজ্জাবোধ করবে না, তাহলে তা-ই করো। যদি তার কোনো ওসিয়ত থাকে, তা বাস্তবায়ন করো। আমানত থাকলে তা আদায় করো। ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করো। আত্মীয়-স্বজন থাকলে সম্পর্ক রক্ষা করো। জেনে রাখো, সেই মিলনের পর আবার বিচ্ছেদ আসবে। তার পর আবার এমন মিলন আসবে, যার পর আর কোনো বিচ্ছেদ নেই। অথবা এমন বিচ্ছেদ আসবে, যার পর আর কোনো মিলন নেই।'"

জানা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা

[৫৭২] সাঈদ ইবনু আমের বলেন, "আওফ আল-আরাবি তার সঙ্গীদের বলতেন,

'শুনে রাখো, আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের অজ্ঞতার কারণে কিছু শিক্ষা দিয়েছি, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের জানা বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করলাম। যাতে করে এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের উপকৃত করেন।'"

নিআমাত

[৫৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু হাসান সালেহ আল-মুররির কাছে তার মায়ের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে এলে তিনি তাকে বললেন, "যদি এই মুসিবত আপনার নিজের জন্য উপদেশস্বরূপ ঘটে থাকে, তাহলে তা আপনার জন্য এক ধরনের নিআমাতই। অন্যথায় জেনে রাখুন, আপনার নিজের ক্ষেত্রে ঘটিতব্য মুসিবতটা আরও মারাত্মক।"

নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া

[৫৭৪] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, "দুনিয়াতে যে মানুষই আমার সাথে বিদ্বেষ রাখবে, পরকালে আমি তার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেব।"

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্য দুঃখবোধ করা

[৫৭৫] উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদ বলেন, "আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি আগমন করলে উবাইদ ইবনু উমায়ের তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মানুষকে তার জন্য কেমন পাগলপারা দেখেছ?' সে বলল, 'আল্লাহর কসম, তারা প্রচণ্ড পাগলপারা ছিল।' উবাইদ ইবনু উমায়ের বলেন, 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্য তারাই দুঃখবোধ করবেন, তিনি যাদের মাতা ছিলেন।'"

কাপড় ও এক জোড়া জুতার মূল্য নির্ধারণ

[৫৭৬] ফদল ইবনু আতিইয়্যা বলেন, "আমি সালিম ইবনু আবদুল্লাহর কাছে বসেছি। তার কাপড় ও এক জোড়া জুতা তেরো দিরহাম বা পনেরো দিরহাম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।"

সর্বোত্তম দ্বীনদারি

[৫৭৭] উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দ্বীনদারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কোনটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'সরল-সঠিক, সাদাসিধে দ্বীনদারি।'"

সদাকা বৃদ্ধি পায়

[৫৭৮] কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, "আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সদাকা কবুল করেন। তিনি তা ডানহাতে কবুল করেন। তিনি কেবল হালালটাই কবুল করেন। তিনি খাবারের গ্রাসকে যত্ন করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চা বা ঘোড়ার বাচ্চার যত্ন নেয়। অবশেষে সেই খাবারের গ্রাস তার মালিকের জন্য ওহুদ পাহাড়ের মতো হয়ে যায়।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "আমি এই ব্যাপারে আবদুর রহমান ইবনু কাসিমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এই বিষয়ে কাসিম কিছু জানে না।'"

সর্বোত্তম সদাকা

[৫৭৯] আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

"তোমরা কি জানো, কোন সদাকা সর্বোত্তম?"

সাহাবিরা বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন,

الْمِنْحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَخَاهُ دَرَاهِمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ

"স্বীয় ভাইকে দিরহাম, বাহন বা বকরির দুধ অথবা গাভির দুধ প্রদান করা।"[৭৫]

কুরআন তিলাওয়াতের ফায়দা

[৫৮০] আবুল বুখতারি থেকে বর্ণিত, ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা করো এবং তা তিলাওয়াত করো। কারণ, প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে তোমরা দশ করে নেকি পাবে। আমি কিন্তু বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম মিলিয়ে দশ নেকি। বরং আলিফে দশ, লামে দশ ও মীমে দশ।"

গোপনে নিমন্ত্রণ উত্তম

[৫৮১] উকবা ইবনু আবদুল গাফির বলেন, "গোপনে নিমন্ত্রণ করা সত্তরবার প্রকাশ্যে নিমন্ত্রণ জানানো থেকে উত্তম। যখন কোনো বান্দা প্রকাশ্যে কোনো উত্তম আমল করে এবং গোপনেও অনুরূপ আমল করে, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন—এ-ই হলো আমার সত্যিকার বান্দা।"

---

[৭৫] সনদ যঈফ। মুসনাদ আহমাদ : ১/৪৬৩। হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীকে সহীহ বলেছেন, কিন্তু আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।-যঈফুল জামি : ৯৯

জামাতে ঈশা ও ফজরের সালাত আদায় করার ফযীলত

[৫৮২] উকবা ইবনু আবদুল গাফির থেকে বর্ণিত, "জামাতে ঈশার সালাত আদায় করা হাজ্জের মতো (সওয়াবের কারণ)। এবং ফজরের সালাত জামাতে আদায় করা উমরার মতো (সওয়াবের কারণ)।"

প্রতিবেশীর গীবতে লিপ্ত হওয়ার ভয় করা

[৫৮৩] সুফিয়ান বলেন, "এক ব্যক্তি বলত, আমি নতুন কাপড় পরিধান করা অপছন্দ করি। কারণ, এতে আমার প্রতিবেশী আমাকে দেখে গীবতে লিপ্ত হয়ে গুনাহে জড়িয়ে পড়ে।"

ইয়াকীন ও ঈমানের বর্ণনা

[৫৮৪] আবূ জাফর বলেছেন, "ইয়াকীন হলো ঝুঁকিপূর্ণ আর ঈমান হলো অন্তরে স্থিত।"

আয়াতের ব্যাখ্যা

[৫৮৫] আমের আল-আহওয়াল বলেন, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا "আমি তাদের মাঝে ধ্বংসস্থান বানিয়েছি।"[৭৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নাওফ বলেছেন, "এটি হলো পথভ্রষ্টদল ও মুমিনদের মধ্যকার একটি উপত্যকা।"

[৫৮৬] সাঈদ ইবনু জুবায়ের وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا "আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য বন্দীশালা বানিয়েছি।"[৭৭] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "(এর দ্বারা উদ্দেশ্য) কারাগার।"

পুঁজ ও রক্তে তৈরি জাহান্নামের নদী

[৫৮৭] আবুল আলা বলেন, আমি আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি, তাকে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল :

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

"আমি তাদের মাঝে ধ্বংসস্থান বানিয়েছি।"[৭৮]

তিনি বলেছিলেন, "এটি পুঁজ ও রক্তে তৈরি জাহান্নামের একটি নদী।"

---

[৭৬] সূরা কাহাফ, ১৮ : ৫২

[৭৭] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮

[৭৮] সূরা কাহাফ, ১৮ : ৫২

পৃথিবীর ডানা হলো মিসর ও বসরা

[৫৮৮] আবূ ইমরান জাওনি ও আবূ হারুন আবদি বলেন, "আমরা নাওফকে বলতে শুনেছি, দুনিয়াকে পাখির মতো করা হয়েছে। যখন তার ডানা কেটে যায়, সে পড়ে যায়। আর পৃথিবীর ডানা হলো মিসর ও বসরা। যখন এই দুই অঞ্চল ধ্বংস হবে তখন দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

আখিরাতে জামিনদার হওয়ার ঘোষণা

[৫৮৯] ওয়াসেল বলেন, "কতক সালাফ বলেছেন, যদি তোমাদের কোনো স্তুতিকারী না থাকে, তবে আমি আখিরাতে তোমাদের জন্য জামিনদার হব।"

জাহান্নামের একজন ফেরেশতার বর্ণনা

[৫৯০] আবূ ইমরান জাওনি বলেন, "আমরা জানতে পেরেছি যে, মালিক নামক জাহান্নামের একজন ফেরেশতার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গার দূরত্ব এক শরৎকালের পথ। সে একজন জাহান্নামীকে প্রহার করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে।"

এক আবেদের পত্র

[৫৯১] মালিক ইবনু দীনার বলেন, "এক আবেদ আরেক আবেদের কাছে পত্র লিখল—পরসমাচার হলো, আপনি কেমন আছেন এবং আপনার অবস্থা কী? তিনি তার জবাবে লিখলেন—তোমার নিজের অবস্থা কী? তোমাকে আমার অবস্থা (সম্পর্কে জানা থেকে) বিরত রাখেনি!"

[৫৯২] আবদুল্লাহ বলেন, "আমি আমার পিতাকে এটি পড়ে শুনিয়েছি। তিনি তা সমর্থন করেছেন।"

সাওম রাখতে উৎসাহ প্রদান

[৫৯৩] সাবিত থেকে বর্ণিত, "আসআস বলতেন, চলো আমরা আমাদের দিনকে কাগজে পরিণত করব। অর্থাৎ এমন কাগজ, যা পানাহার করে না। (সাওম রাখার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন)।"

আল্লাহভীরু হতে অলসতা না করা

[৫৯৪] ইবনু আওন থেকে বর্ণিত, ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহভীরু হতে অলসতা কোরো না। সৎকর্মশীল হতে অলসতা কোরো না।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আমি আইয়ুবের কাছে তা বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন, আমি সাঈদ ইবনু জুবাইরকে বলতে শুনেছি :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

'তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেজগারদের কর্তব্য।'[৭৯]

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

'যে খরচ প্রচলিত আছে তা সৎকর্মশীলদের ওপর দায়িত্ব।'[৮০]

তিনি (এর ব্যাখ্যায়) বলেছেন, "প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্যই খরচ রয়েছে।"

ভালোবাসার লোকদের কাছে কম সময় অবস্থান করা

[৫৯৫] আবূ মুআবিয়া গলাবি বলেন, "আমার কাছে কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, ইউনুস ইবনু উবাইদ একটি জানাযা থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে হাসান তাকে পেছন থেকে আবূ আবদুল্লাহ, আবূ আবদুল্লাহ বলে ডাক দেন। তখন তিনি তার দিকে ফিরে বললেন, 'যদি তুমি এমন লোকদের কাছে আসো, যারা তোমাকে ভালোবাসে এবং তুমিও তাদের ভালোবাসো, তাহলে তাদের কাছে খুব কম সময়ই অবস্থান করো।'"

বিগত জাতির চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেওয়া

[৫৯৬] আবূ মুআবিয়া বলেন, "আমাকে বসরা শহরের এক ব্যক্তি বলেছেন, হাসান রাহিমাহুল্লাহ-এর একটি ঘর ছিল। যার দরজা খোলা থাকার মানে হলো (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি আছে। তার সঙ্গীদের মধ্য হতে কেউ এসে দরজা খোলা পেলে প্রবেশ করতেন। তো এক ব্যক্তি এসে দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ভেতরে গিয়ে হাসানকে দেখতে পেল না। সে খাটের নিচে একটা ঝুড়ি দেখতে পেয়ে তা টেনে বের করে আনল। সেখানে খাবার রাখা ছিল। সে তা খেতে শুরু করল। ইতোমধ্যে হাসান এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। একপর্যায়ে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি কাঁদা শুরু করলেন। সে ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবূ সাঈদ, আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে গত হয়ে যাওয়া জাতির চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিলে!'"

---

[৭৯] সূরা বাকারা, ২ : ২৪১

[৮০] সূরা বাকারা, ২ : ২৩৬

সুখের সময়ে দুআ করার সুফল

[৫৯৭] সালমান বলেন, "যখন মানুষ সুখের কালে দুআ করে অতঃপর সে কোনো বিপদে আক্রান্ত হয় এবং (তখনো) দুআ করে তখন ফেরেশতারা বলে, আওয়াজটা পরিচিত। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর যখন সে সুখের সময়ে দুআ করে না এবং পরবর্তী সময় বিপদে আক্রান্ত হলে দুআ করে তখন ফেরেশতারা বলে, আওয়াজটা অপরিচিত। এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করে না।"

যিকর করার ফায়দা

[৫৯৮] সাবিত বলেন, "আমরা আবূ উসমান আন-নাহদির পাশে বসা ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ছিলেন এবং দুআ করছিলেন। এরপর বললেন, 'আমাদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।' অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'যদি আমরা সত্যবাদী হয়ে থাকি।'"

তারা সকলেই কাঁদল

[৫৯৯] আবূ ইমরান আল-জাওনি বলেন, "আমরা মাসজিদে অবস্থান করছিলাম। ইতোমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ এলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, হে মাসজিদে অবস্থানকারীরা! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মাধ্যমেই জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের পূর্ণ করবেন।' এ কথা শুনে আমরা সকলেই কাঁদলাম।"

আবূ মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ-এর উপদেশ

[৬০০] উবায়দুল্লাহ ইবনু আবী শুমাইত তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, "আবূ মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ ঘুরে ঘুরে ইসলামের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। একসময় তিনি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। আসার পর তাঁকে বললেন, 'তোমার নাম কী?' তিনি বললেন, 'মুআবিয়া।' তিনি বললেন, 'তুমি একজন ক্ষুদ্র সৃষ্টি, যে অতিসত্বর কবরে যাবে। তুমি ভালো আর মন্দ যে কাজই করো, প্রতিদান দেওয়া হবে। হে মুআবিয়া, যদি তুমি গোটা পৃথিবীবাসীর সাথে ন্যায় আচরণ করো এবং একজনের সাথে অন্যায় আচরণ করো, তবে অন্যায়ের সামনে ন্যায়ের কোনো প্রভাব থাকবে না।'"

সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক বস্তু

[৬০১] জাফর বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসিকে বলতে শুনেছি, জগতের সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক বস্তু হচ্ছে জামাতে সালাত আদায় ও ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ।"

সম্পদ দান করে দেওয়া

[৬০২] জাফর ইবনু সুলাইমান বলেন, "আমাদের একজন সঙ্গী আমাদের বলেছেন, মুআররিক ইজলি রাহিমাহুল্লাহ ব্যবসা করে অর্থসম্পদ লাভ করতেন। কিন্তু এমন কোনো শুক্রবার আসত না, যেদিন তার নিকট সেসব মালের কিছু বাকি থাকত। সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই তিনি তার ভাইদের চার শ, পাঁচ শ, তিন শ দিরহাম পরিমাণ দিয়ে দিতেন। অতঃপর তাদের কাছে বলতেন, এগুলো রেখে দাও। আমাদের প্রয়োজন হলে ফেরত নেব। এরপর যখন তাদের সাথে দেখা হতো বলতেন, ওটা রেখে দাও। কাউকে বলতেন, আমার এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। আরও বলতেন, আল্লাহর শপথ, আমি এগুলো কখনোই গ্রহণ করছি না। সুতরাং এটা তো আপনারই।"

ভালো কাজে দুর্বল হলে মন্দ কাজেও দুর্বল হওয়া উচিত

[৬০৩] জনৈক ব্যক্তি মুআররিক রাহিমাহুল্লাহ-কে বলল, "হে আবূ মু'তামির! আমি নিজের নফসের ব্যাপারে আপনাকে অভিযোগ করছি। আমি সালাত-সাওম করতে সক্ষম নই। মুআররিক বললেন, "ধিক তোমার নফসকে! তুমি যখন ভালো কাজের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়েছ, তাহলে মন্দ কাজের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে যাও। কেননা, আমি তো ঘুমিয়ে খুশি হই।[৮১]

ফকির-মিসকিনদের দান করতেন

[৬০৪] কাতাদা হতে বর্ণিত, "মুআররিক আল-ইজলি রাহিমাহুল্লাহ ব্যবসা করতেন। তার কাছে যখন সম্পদ জমা হতো তিনি তা ফকির-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন এবং বলতেন, যদি তারা না থাকত, তবে আমি ব্যবসা করতাম না।"

সারা বছর সাওম রাখতেন

[৬০৫] যুহাইর আল-বুনানি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি জানতে পেরেছি, মুআররিক রাহিমাহুল্লাহ সারা বছর সাওম রাখতেন। পাতলা দুটি রুটি দ্বারা ইফতার করতেন। তার কাছে সম্পদ ছিল, তিনি তা দ্বারা ব্যবসা করতেন। অতঃপর অভাবীদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টন করে দিতেন। অটুট রাখতেন ভ্রাতৃত্ববন্ধন। তিনি বলতেন, 'ফকিররা যদি না থাকত তবে আমি ব্যবসা গুটিয়ে নিতাম।'"

ভালো কাজে দুর্বল হলে মন্দ কাজেও দুর্বল হওয়া উচিত

[৬০৬] ইয়াজিদ সুন্নি বলেন, "এক ব্যক্তি মুআররিক রাহিমাহুল্লাহ-কে বলল, 'হে আবূ

---

[৮১] অর্থাৎ যতক্ষণ ঘুমে থাকি, ততক্ষণ মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা হয়। দ্রষ্টব্য : ইবনু কুতাইবা, আল-মাআরিফ, পৃ. ২৬৬

মু'তামির, আমি নিজের নফসের ব্যাপারে আপনাকে অভিযোগ করছি। আমি সালাত-সাওম করতে সক্ষম নই।' মুআররিক বললেন, 'ধিক তোমার নফসকে! তুমি যখন ভালো কাজের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়েছ, তাহলে মন্দ কাজের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে যাও। কেননা, আমি তো ঘুমিয়ে খুশি হই।[৮২]

তিনি খুব কম রাগ করতেন

[৬০৭] ইয়াজিদ সুন্নি থেকে বর্ণিত, মুআররিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমি খুব কম রাগ করি। এমনও হয়েছে, এক বছর এমনভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে যে আমি রাগ করিনি। খুব কমই এমন হয়েছে যে, রাগ করা অবস্থায় আমি যা বলেছি—তার কারণে রাগ থেমে যাবার পর আমি লজ্জিত হইনি।"

সালাত আদায় করা সবচেয়ে উত্তম

[৬০৮] ইবনু আওফ বলেন, "আমি আবূ রজাকে বলতে শুনেছি, প্রতিদিন পাঁচবার করে আল্লাহর জন্য আমি আপন চেহারা ধুলোয় ধূসরিত করব, এরচেয়ে উত্তম কোনো সান্ত্বনা আমার জন্য আর নেই।"[৮৩]

তিনি রমাদানে প্রতি দশ দিনে কুরআন খতম করতেন

[৬০৯] আবুল আশহাব বলেন, "আবূ রজা রমাদানের রাতের সালাতে প্রতি দশ দিনে আমাদের নিয়ে খতম দিতেন।"

উটের মতো না বসা

[৬১০] আইয়ুব থেকে বর্ণিত, আবূ রজা বলেন, "উটের মতো বসতে আমি লাঞ্ছিতবোধ করি।"

---

[৮২] অর্থাৎ যতক্ষণ ঘুমে থাকি, ততক্ষণ মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা হয়। দ্রষ্টব্য: ইবনু কুতাইবা, আল-মাআরিফ, পৃ. ২৬৬।

[৮৩] অর্থাৎ প্রতিদিন পাঁচবার করে সালাত আদায় করার ফলে সাজদায় চেহারা ধূলিধূসরিত হওয়া অনেক বড় সান্ত্বনার বিষয়।-অনুবাদক

আবুস সওয়ার আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ–এর চোখে দুনিয়া

আমলনামার অবস্থা

[৬১১] আবুত তাইয়াহ বলেন, "আমি আবুস সওয়ার রাহিমাহুল্লাহ-কে এই আয়াত পড়তে শুনেছি :

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

'আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামাতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে।'[৮৪]

তারপর তিনি বললেন, 'দুইবার খোলা হবে একবার গুটানো হবে। হে বানী আদম, যখন তুমি পাপাচার করো, তখন তোমার আমলনামা খোলা অবস্থায় থাকে। সুতরাং তুমি যা ইচ্ছা তা দিয়ে সেটি পূর্ণ করো। যখন তোমার মরণ হবে, তখন সেই আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হবে। তারপর যখন তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে, তখন আবার তা খোলা হবে। (তারপর বলা হবে) 'পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসেব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।' (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১৪)।"

তিনি স্ত্রীর মাথায় পানি ঢেলে দিলেন

[৬১২] মাখলাদ ইবনু হুসাইন বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি আবুস সওয়ার আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর ঘরে পানি পান করতে চাইল। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, 'কূপে এক ফোঁটা পানিও নেই। অথবা তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে এক ফোঁটা পানিও নেই।' তখন তিনি (আবুস সওয়ার) গিয়ে কূপের তলানি থেকে (পানি এনে তা) স্ত্রীর মাথায় ঢেলে দিয়ে বললেন, 'এই যে দেখো কত ফোঁটা পানি!'"[৮৫]

---

[৮৪] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১৩

[৮৫] অর্থাৎ ঘরে পানি না থাকলেও কূপ থেকে কষ্টকরে এনে সেই ব্যক্তিকে পান করানো সম্ভব ছিল। স্ত্রী সেটা করেনি বিধায় তিনি কিছুটা রাগ করেছিলেন।-অনুবাদক

এক-দশমাংশও ভালো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৬১৩] সালিম ইবনু নূহ বলেন, "আওফ জুমুআর দিন (মাসজিদে) যাচ্ছিলেন। তো ইউনুস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেমন আছেন? আপনার অবস্থা কী?' আওফ বললেন, 'আবুস সওয়ার আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনার সব খবরাখবর ভালো তো?' তিনি বলেছিলেন, 'হায়! যদি এক-দশমাংশও ভালো হতো!'"

ইলমের চর্চা করাও এক ধরনের ইবাদাত

[৬১৪] ইবনু শাওযাব বলেন, "আবুস সওয়ার আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ একটি মজলিসে ছিলেন। যেখানে ইলমের চর্চা হচ্ছিল। তাদের সাথে একজন যুবকও ছিল। সে বলল, 'আপনারা বলুন, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ।' তখন আবুস সওয়ার ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক, আমরা তাহলে এতক্ষণ কিসে মগ্ন ছিলাম?'"[৮৬]

জ্বালাতন করতে আসা ব্যক্তির সাথে তার আচরণ

[৬১৫] মাখলাদ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবুস সওয়ার আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-কে জ্বালাতন করতে এল। তিনি চুপ করে থাকলেন। তারপর ঘরে পৌঁছে বা প্রবেশ করে বললেন, 'ইচ্ছে হলে এবার ক্ষান্ত হতে পারো।'"

মাসজিদ আখিরাতের বাজার

[৬১৬] মালিক বলেন, "আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ একবার এক ব্যক্তিকে মাসজিদে (কোনো কিছু) বিক্রি করতে দেখে ডাক দিয়ে বললেন, 'এটি হলো আখিরাতের বাজার। যদি তোমার (কোনো কিছু) বিক্রি করার দরকার হয়, তবে দুনিয়ার বাজারে যাও।'"

দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো

[৬১৭] মালিক বলেন, "আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো। দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো। আমি তোমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি না। তোমরা তো দুনিয়ার প্রতি লালসা রাখো এবং দুনিয়ার ব্যাপারেই উপদেশ কামনা করো।'"

---

[৮৬] অর্থাৎ ইলমের চর্চা করাটাও এক ধরনের ইবাদাত। যারা এতে লিপ্ত থাকে তারা ইবাদাতের সওয়াব পেতে থাকে। সুতরাং তারা ইবাদাতের মধ্যে নেই এমনটা মনে করে যুবকের দেওয়া যিকর করার উপদেশটা ভুল ছিল। যার ফলে আবুস সওয়ার তাকে ওই কথা বললেন।-অনুবাদক

আবুস সওয়ার রাহিমাহুল্লাহ-এর নিন্দা

[৬১৮] আবুস সওয়ার থেকে বর্ণিত, "হাকাম ইবনু আইয়ুব খুতবা দিলেন। তিনি দুনিয়াবিমুখতার কথা বলতে শুরু করলেন। তখন আবুস সওয়ার রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'সে মানুষদের দুনিয়াবিমুখতার কথা শোনায়, অথচ তার কাছেই ত্রিশ হাজার (মুদ্রা) রয়েছে।'"

সাওম অবস্থায় চুম্বন মাকরূহ

[৬১৯] আবূ খালদাহ বলেন, "আমি আবুস সওয়ার রাহিমাহুল্লাহ-কে সাওম পালনকারী ব্যক্তির চুম্বন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'বৃদ্ধদের জন্য কিছুটা ছাড় আছে। আর যুবকরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলার আশঙ্কা থাকায় তাদের জন্য এটি মাকরূহ।'"

ইমামের পেছনে তাসবীহ ও তাকবীর

[৬২০] আবূ খালদাহ বলেন, "আমি আবুস সওয়ার রাহিমাহুল্লাহ-কে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, 'তাসবীহ পড়বে ও তাকবীর বলবে।'"

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর মর্তবা

[৬২১] আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনু ফারজ বলেন, "যখন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন নেমে এল, অর্থাৎ তিনি বন্দিত্ব ও প্রহারের সম্মুখীন হলেন, তখন আমার ওপরও কিছু বিপদ নেমে এল। আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হলো, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে আবুস সওয়ারের মতো তার মর্তবা হোক? যদিও তুমি তার কাছে রেওয়াত করোনি। আমি বললাম, অবশ্যই (সন্তুষ্ট)।"

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি (ইমাম আহমাদ) আল্লাহর কাছে সেই মর্তবার ছিলেন।"

তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন

[৬২২] হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এই উম্মতের একজন উদ্ধত লোক আবুস সওয়ার আদাওয়িকে ডেকে দ্বীনি বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করল। তিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী এর উত্তর দিলেন। সে তাকে বলল, 'অন্যথা হলে কিন্তু তুমি ইসলাম থেকে মুক্ত (অর্থাৎ তুমি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে)।' তিনি বললেন, 'কোন ধর্মে আমি ধাবিত হব তাহলে?' এবার সে বলল, 'অন্যথা হলে তোমার স্ত্রী কিন্তু তালাক হয়ে যাবে।'

তিনি বললেন, 'রাত্রিবেলা তাহলে আমি কার আশ্রয়ে যাব?' (এসব উত্তর শুনে) সে লোক তাকে চল্লিশটি চাবুকের ঘা দিলো। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর কসম, চাবুকের ঘা তাকে কিছুই করতে পারবে না।' আবূ জাফর বলেন, 'আমি আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর কাছে এসে এই বিষয়ে তাকে অবগত করালাম। তখন তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।'"

মাসজিদে এলে তিনি প্রফুল্ল হতেন

[৬২৩] আবূ খালদাহ বলেন, "আমি মাসজিদে বানী আদিতে আবুস সওয়ারকে শুনলাম মুআযাহ আদাওয়িয়াকে তিনি বলছেন, 'তোমাদের একেকজন মাসজিদে এসে মাথা ঠেকাও আর পেছন দিক উঁচু করে রাখো।' তিনি বললেন, 'আপনি কেন এসব লক্ষ করেন? আপনি আপন চোখে মাটি ঢালুন এবং এসব দেখা বন্ধ করুন।' তিনি বললেন, 'আমি অবশ্যই তা দেখতে সক্ষম। তবে এর জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।' তিনি বললেন, 'হে আবূ সওয়ার, আমি যখন বাড়িতে থাকি তখন বাচ্চারা আমাকে ব্যস্ত করে রাখে। আর যখন মাসজিদে আসি তখন সেটা আমার জন্য অধিক প্রফুল্লমূলক হয়ে থাকে।' তিনি বললেন, 'তোমার ব্যাপারে প্রফুল্লমূলক হওয়াটার আশঙ্কাই তো আমি করি।'"

সাঈদ ইবনু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ-এর চিঠি

[৬২৪] আবদুল্লাহ ইবনু আবী শুমাইত তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "সাঈদ ইবনু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ আবূ সওয়ার আল-আদাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে চিঠি লিখলেন এই বলে : 'ভাই, পরসমাচার এই যে, তুমি মানুষকে সতর্ক করো এবং তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করো। আপন ঘরকে প্রশস্ত রাখো এবং নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন করো। কোনো বিপদগ্রস্তকে দেখলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। যেহেতু তিনি তোমাকে নিরাপদ রেখেছেন। শয়তান (থেকে নিজেকে) মুক্ত মনে করবে না। যতদিন বেঁচে থাকবে সে তোমাকে ধোঁকা দিয়ে যাবে।'"

অকল্যাণ থেকে দূরে থাকার উপদেশ

[৬২৫] বিলাল ইবনু আবূদ দারদা বলেন, "আমার পিতা বলেছেন, যখন তুমি অকল্যাণ দেখবে তখন এর বাহককে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবে। (অর্থাৎ তুমি নিজে তাতে জড়াতে যাবে না। অবশ্য যদি তা সংশোধনের সুযোগ থাকে তবে সংশোধন করা উচিত।)"

[৬২৬] হাসান বলেন, "ইমরান ইবনু হুসাইন বলেছেন, খাবারদানকারীদের বিদায় ঘটেছে। রয়ে গেছে কেবল খাবারগ্রহীতারা। উপদেশদানকারীদের বিদায় ঘটেছে। রয়ে

গেছে কেবল ভুলোমনা ব্যক্তিরা।”

হাসান বলেন, “শুনে রাখো, ইমরান যদি বেঁচে থাকত, তাহলে আমি তা (কথাগুলো) বারবার বলতাম।”

বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা

[৬২৭] জাফর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “ফারকাদ আস-সিনজি একজন বড় শাইখ ছিলেন। আমি একবার তার কাছে গেলাম। এক ব্যক্তি তার সামনে দৃষ্টিকটু অবস্থায় দাঁত খিলাল করছিল। সে তার মুখের ভেতর খাবার রেখেই কথা বলছিল এবং (এই অবস্থাতেই) খাচ্ছিল। তিনি (জাফর) তাকে বললেন, ‘হে আবূ ইয়াকুব, তুমি এমন কোরো না।’ সেই লোক বলল, ‘(আমি এমন করছি) যাতে করে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।’”

আল্লাহ তার সাথে সহজ আচরণ করলেন

[৬২৮] বিশর ইবনু মুফাদদল বলেন, “আমি বিশর ইবনু মানসূরকে স্বপ্নে দেখলাম। তাকে বললাম, ‘হে আবূ মুহাম্মাদ, আল্লাহ আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি যতটা কঠিন ভেবেছি ব্যাপারটি ছিল তারচেয়ে আরও অনেক সহজ।’”

মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ–এর চোখে দুনিয়া

কুরআনের আয়াত শুনে কান্নাকাটি করা

[৬২৯] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে এই আয়াত পড়তে শুনেছি :

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

'যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।'[৮৭]

তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'আমি তোমাদের কসম করে বলছি, যে বান্দাই এই কুরআনের প্রতি (প্রকৃত) বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাবার কথা। (অর্থাৎ কুরআনের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কারণে তার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাবার কথা, যেভাবে পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ হলে তা বিদীর্ণ হয়ে যেত।)'"

জাহান্নামবাসীদের শাস্তি

[৬৩০] জাফর বলেন, "আমি মালিক রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যখন জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে হাতুড়ির বাড়ির আওয়াজ শুনবে, তখন জাহান্নামের হাউজে গিয়ে ডুব দেবে। যেতে যেতে তারা একেবারে তলিয়ে যাবে, যেভাবে দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি ডুবে গেলে যেতে যেতে একেবারে তলিয়ে যায়।"

কুরআন মুমিনদের বসন্ত

[৬৩১] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, হে কুরআনের বাহকেরা, কুরআন তোমাদের বক্ষে কীসের চাষ করেছে? কারণ, কুরআন তো মুমিনদের বসন্ত। যেমন কিনা বৃষ্টি হলো জমিনের বসন্ত। বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে এসে বীজভর্তি বাগানে পড়ে। সেই স্থানের আবর্জনা বাধা হয়ে দাঁড়ায়

---

[৮৭] সূরা আল হাশর, ৫৯ : ২১

না। ফলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং বাগান সবুজাভ ধারণ করে ও দৃষ্টিনন্দন হয়। কুরআনের বাহকেরা, কুরআন তোমাদের হৃদয়ে কী রোপণ করেছে? কোথায় এক সূরা মুখস্থকারীরা? কোথায় দুই সূরা মুখস্থকারীরা? তোমরা সেসব সূরাতে কী শিখলে?"

তিনি অনেকের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন

[৬৩২] জাফর বলেন, "মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, 'হে আবূ ইয়াহইয়া, যদি আপনি কথাকে আরেকটু মোলায়েম করতেন, তাহলে আপনার সাথি-সঙ্গী আরও বৃদ্ধি পেত।' তিনি বললেন, 'আমার দস্তরখান কি বিচ্ছিন্ন হবে? আমার ফোড়া কি ফেটে যাবে? বৎসগণ, এ জন্যই আল্লাহ তাদের আমার কাছে নিয়ে আসেননি।'"

জাদুবিদ্যা থেকে বেঁচে থাকা

[৬৩৩] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাদুবিদ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তা আলেমদের অন্তরকে জাদুগ্রস্ত করে ফেলে।"

দুনিয়ার জন্য চিন্তিত হওয়ার ক্ষতি

[৬৩৪] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার জন্য যতটুকু পরিমাণ তুমি চিন্তিত হবে ততটুকু পরিমাণ আখিরাতের ভাবনা তোমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে যাবে। আর যতটুকু পরিমাণ তুমি আখিরাত নিয়ে চিন্তিত হবে ততটুকু পরিমাণ দুনিয়ার ভাবনা তোমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে যাবে।"

দশ টাকা বিনিয়োগ করে ছয় টাকা লাভ

[৬৩৫] জাফর বলেন, "মালিক ইবনু দীনার এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

'আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেবো? না খোদাভীরুদের পাপাচারীদের সমান করে দেবো।'[৮৮]

তারপর তাকে আমি বলতে শুনেছি, 'চমৎকার! এ যেন দশ টাকা বিনিয়োগ করে

[৮৮] সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ২৮

ছয় টাকা লাভ!'[৮৯]

আযাব নেমে আসার ভয়

[৬৩৬] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, যদি আমি না ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম, তাহলে ঘুমাতাম না। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি ঘুমিয়ে থাকব আর তখন আমার ওপর আযাব নেমে আসবে। আল্লাহর কসম, যদি আমি কয়েকজন সহযোগী পেতাম তবে তাদের পৃথিবীর কোনায় কোনায় পাঠিয়ে দিতাম এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য, হে লোকসকল। জাহান্নামের আগুন থেকে সাবধান! জাহান্নামের আগুন থেকে সাবধান!"

তিন কাজকে আঁকড়ে ধরা

[৬৩৭] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল, তোমাদের ছোট-বড় পাপী লোকদের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রহম করুন, যে উত্তম কথা, সৎকর্ম এবং স্থায়ী আমলকে আঁকড়ে ধরে।"[৯০]

লুঙ্গিকে টাখনুর নিচে না নেওয়ার নাসীহাত

[৬৩৮] মালিক বলেন, "আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'হে উমার, যদি তোমার সঙ্গীর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সাক্ষাৎ করা তোমাকে আনন্দিত করে, তবে তুমি লুঙ্গিকে খাটো করো (টাখনুর নিচে নিয়ো না), জুতা মেরামত করো এবং অতৃপ্ত আহার করো।'"

বেদনাহীন অন্তর বিরান হয়ে যায়

[৬৩৯] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যখন অন্তরে বেদনা থাকে না, তখন তা বিরান হয়ে যায়। যেভাবে ঘরে যদি কেউ বসবাস না করে, তাহলে তা বিরান হয়ে যায়।"

---

[৮৯] বিস্ময়ের প্রথম অংশটি ফারসি আর শেষের অংশটি আরবি; অর্থ একই। দ্রষ্টব্য: F. Steingass, *A Comprehensive Persian-English Dictionary*.

[৯০] এর পরের বর্ণনাটি এই :

[৬৩৮] মালিক হাসান থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তাআলা বুদ্ধি-বিবেককে সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করলেন, সামনে আসো। তারপর বললেন, পিছিয়ে যাও। তখন সে পিছিয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমার থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো সৃষ্টবস্তু আমি সৃষ্টি করিনি। তোমার কারণে আমি গ্রহণ করি ও তোমার কারণেই আমি প্রদান করি।" এটি মওযু বা বানোয়াট। তাই মূল বইতে তা আনা হলো না। (দেখুন : ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়্যা, ২৭/২৪২; তানযীহুশ শরিয়াহ, ১/২০৩)

বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি

[৬৪০] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, বান্দাকে দেওয়া সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া।"

তিনি আরও বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যদি আমি জানতাম যে, আবর্জনার ওপর বসে থাকলে আমার অন্তর সংশোধন হতো, তবে আমি সেটাও করতাম।"

তিনি আরও বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই অন্তরে ও শরীরে আল্লাহ শাস্তি দেন, জীবনযাপনে সংকীর্ণতা দেন, রিযিকে কমতি দেন ও ইবাদাতে অলসতা দেন।"

উত্তম ছায়ার নিচে ও আরামদায়ক স্থানে সাক্ষাতের দুআ করলেন

[৬৪১] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, কত মানুষ চায় তার ভাইয়ের সাথে দেখা করবে, তার সাক্ষাতে যাবে। কিন্তু ব্যস্ততা অথবা কারও কোনো আদেশ তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আশা করা যায় আল্লাহ তাদের মিলন ঘটাবেন এমন এক ঘরে, যেখানে কখনো বিচ্ছিন্নতা আসবে না। অতঃপর মালিক বলেন, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের উত্তম ছায়ার নিচে ও ইবাদাতকারীদের আরামদায়ক স্থানে মিলনের ব্যবস্থা করে দেন।"

লুকমান আলাইহিস সালাম-এর জিজ্ঞাসা

[৬৪২] জাফর বলেন, "মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'লুকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে বলেছেন, 'ছেলে আমার, মানুষকে (পরকালের) যেসব বিষয়ের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, সেসব ওয়াদার ওপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে; তাদের যেসব বিষয়ের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, সেসবের দিকে তারা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।'[৯১]

বালআম ইবনু বাউরার ঘটনা

[৬৪৩] জাফর বলেন, "মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহর নবি মূসা আলাইহিস সালাম বালআম ইবনু বাউরাকে মাদায়েন অঞ্চলের বাদশাহর কাছে পাঠালেন আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। সে ছিল বানী ইসরাঈলের একজন আলেম। সে দুআ করলে তা কবুল করা হতো। মূসা আলাইহিস সালাম বিপদাক্রান্ত হলে

---

[৯১] মিরকাতুল মাফাতীহ, ৯/৪০৯, হাদীস নং : ৫২২০

তাকে দুআ করার জন্য এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করার জন্য সামনে বাড়িয়ে দিতেন। সে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল। তার ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছিলেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا

'আর আপনি তাদের শুনিয়ে দিন সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে।'"[৯২]

আল্লাহর যিকর অন্যতম নিআমাত

[৬৪৪] জাফর বলেন, "মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'নিআমাতপ্রাপ্তদের আল্লাহর যিকরের মতো অন্য কোনো নিআমাত দেওয়া হয়নি।"

তিনি (জাফর) বলেন, "মালিককে আমি বলতে শুনেছি, তাদের কেউ গিয়ে দীবাজাতুল হারামকে বিবাহ করত। মালিকের যুগে দীবাজাতুল হারামকে সবচেয়ে সুন্দর মনে করা হতো। খাতুন ছিল রোম সম্রাটের স্ত্রী। অথবা এমন কোনো মেয়ের কাছে যেত, যাকে তার পিতামাতা হৃষ্টপুষ্ট করে আরামে রেখে এমন বানাত, যেন সে মাখনের দলা। তখন সে তাকে বিবাহ করে নিত। সে মেয়ে তার হৃদয় জয় করে নিলে সে তাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার কী চাই? মেয়ে বলত, সুন্দর ওড়না। আবার জিজ্ঞেস করত, আর কী চাই? মেয়ে বলত, এটা ওটা।"

মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর কসম, ওই কারির দ্বীন বিলীন হয়েছে এবং সে দুর্বল ইয়াতীমকে বিবাহ করে তার দায়িত্ব নিয়ে নেকি অর্জন করার সুযোগ হাতছাড়া করেছে।"[৯৩]

তিলাওয়াত সত্যবাদীদের অন্তরকে আখিরাতের দিকে ধাবিত করে

[৬৪৫] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে নিজের মাথা মিহরাবে রেখে বলতে শুনেছি, হে মালিকের প্রভু, তুমি জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের ব্যাপারে অবগত। মালিক কোন দলে? তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন।"

জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ

[৯২] সূরা আল আ'রাফ, ৭ : ১৭৫

[৯৩] অর্থাৎ সৌন্দর্যের পেছনে না ছুটে আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে কাজ করলে, তা হতো তার জন্য কল্যাণকর।

তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করার পর যখন কুরআনের মজলিসের লোকজন, মাসজিদ আবাদকারীরা ও ইসলামের সন্তানদের দিকে তাকাই, তখন আমার ক্রোধ নির্বাপিত হয়ে যায়। আমি নিজ আযাব সরিয়ে নিই।"

জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, সত্যবাদীদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হলে তাদের অন্তর আখিরাতের প্রতি ধাবিত হয়।"

কল্যাণহীন সঙ্গীকে পরিহার করা

[৬৪৬] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখেছি, তিনি মুগীরাহ ইবনু হাবীবকে বলছেন, 'হে মুগীরাহ, প্রত্যেক সাথি-সঙ্গীর প্রতি নজর রেখো। যার থেকে তোমার দ্বীনি কোনো কল্যাণ অর্জন হচ্ছে না দেখবে, তার সংস্পর্শ পরিহার করবে।'"

দুঃসাহসী হওয়ার কারণ

[৬৪৭] জাফর ও হারিস ইবনু নাবহান বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আমি বসরার আমীর কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ সাকাফির কাছে যেতাম। নিজেকে আড়াল করতাম না তার থেকে। তিনি একদিন বললেন, 'হে মালিক, তুমি এমন কাপড় পরে আমাদের কাছে এসো না।' আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহ আমীরকে সংশোধন করুন। কিসে আমার ব্যাপারে আপনার মনোভাবে এমন পরিবর্তন আনল? ইতঃপূর্বে তো এটা পরেই আমি আপনার কাছে আসতাম।' তিনি বললেন, 'হে মালিক, কিসে তোমাকে আমাদের ব্যাপারে এমন দুঃসাহসী বানিয়েছে? সেটা হলো তুমি আমাদের অধীনে থাকা ধন-সম্পদে আগ্রহী নও। এটাই তোমার আর আমাদের মাঝে পর্দা হয়ে আছে।' মালিক বলেন, 'কোনো কথা যদি আমি দিনলিপির পাতায় লিখে রাখতাম, তবে কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ সাকাফির এই কথা লিখে রাখতাম।'"

নিজের ইচ্ছাকে দমন করা

[৬৪৮] মালিক ইবনু দীনার-এর মজলিসের সঙ্গী উসমান হিময়ারি বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে তার সঙ্গীদের একজনকে (লক্ষ্য করে) বলতে শুনেছি, অল্প দুধের সাথে মেশানো অতি পাতলা একটি রুটি খেতে মন চাচ্ছে আমার।' সে ব্যক্তি গিয়ে তা নিয়ে এল। মালিক তা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমি চল্লিশ বছর ধরে তোমাকে খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। কিন্তু এতদিন আমি তোমাকে পরাস্ত করেছি। আজকে তুমি আমাকে পরাস্ত করতে চাচ্ছ। আমার থেকে দূরে

সরো।' তারপর তিনি আর তা খেলেন না।"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাকে উপদেশ দিলেন

[৬৪৯] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি অসুস্থতায় আক্রান্ত হলাম। আমার ফুসফুসের আবরণে প্রদাহ হলো। তখনো আমার বোধবুদ্ধি ছিল। হাসান ইবনু আবী হাসান আমাকে দেখতে এসে আমার মাথার কাছে তার চাদরটি রাখলেন। তারপর ভেতরে প্রবেশ করে ওজু করে এসে বসলেন আমার মাথার পাশে। আমি বললাম, 'হে আবূ সাঈদ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই অসুস্থতায় আমার মৃত্যু হলে আমাকে দু-হাত ও পা বেঁধে আল্লাহর দরবারে সেভাবে নিয়ে যাওয়া হবে, যেভাবে গোলামকে তার মালিকের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।' হাসান বললেন, 'তোমার এই সঙ্গী তো অনর্থক বকছে।' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আমি অনর্থক বকছি না হে আবূ সাঈদ।' তারপর আমি সুস্থ হলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি ভূপৃষ্ঠের অন্ধকারে ছিলে। তারপরে প্রভাতের আলোয় এসে সুস্থ হয়ে উঠেছ।' তারপর হাসান রাহিমাহুল্লাহ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে আমাকে বেশ উপদেশ দিলেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক ও সজ্জন ব্যক্তি।"

মুমিনের নিয়তের অবস্থা

[৬৫০] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, মুমিনের নিয়ত আমলের চেয়েও অধিক শক্তিশালী।"

কিয়ামাতের দিন আল্লাহকে সাজদা করার ইচ্ছা

[৬৫১] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আমার ইচ্ছা হয় যে, কিয়ামাতের দিন আমি আল্লাহর সামনে তাকে সাজদা করব। যাতে করে আমি অবগত হতে পারি যে, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর তিনি (নিজেকে সম্বোধন করে) বললেন, 'হে মালিক ইবনু দীনার, তুমি মাটি হয়ে যাও।'"

জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, আমি চাই কিয়ামাতের দিন বাঁশের একটি কুঁড়েঘর হবে আমার। আমি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাব এবং পানি (পান করে) পরিতৃপ্ত হব।"

খিয়ানতকারীর পরিচয়

[৬৫২] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, আমি নির্জনতা অবলম্বন করেছি। এমনকি আমি লজ্জিত হয়েছি। আমার ইচ্ছা হলো, যদি আমার রিযক একটি পাথরের টুকরা হতো, আর আমি মৃত্যু

পর্যন্ত সেটাই চুষতে থাকতাম!"

জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, কোনো খিয়ানতকারীর দায়িত্বশীল হওয়াটাই, কোনো ব্যক্তির খিয়ানতকারী হবার জন্য যথেষ্ট।"

আলেমের তার ইলম অনুযায়ী আমল না করা

[৬৫৩] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, আলেম যখন তার ইলম অনুযায়ী আমল না করে তখন তার নাসীহাত অন্তর থেকে ছিটকে পড়ে। যেভাবে মেঘ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ছিটকে পড়ে।"[৯৪]

জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, যখন তুমি আমল করার জন্য ইলম শিখবে, তখন সেই ইলম তোমাকে আনন্দ দেবে। আর যখন আমল না করার জন্য ইলম শিখবে তখন কেবল তোমার অহংকারই বৃদ্ধি পাবে।"

মানুষের প্রয়োজনে বেশি ইলম অর্জন করা

[৬৫৪] নযর ইবনু শুমাইল বসরার জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের জন্য ইলম শিখে, অল্প ইলমই তার জন্য যথেষ্ট হয়। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে ইলম শিখে, তাহলে মানুষের প্রয়োজনও অনেক বেশি (হবার কারণে তাকেও অনেক ইলম অর্জন করতে হয়)।"

মুমিন ও পাপীদের অন্তরের অবস্থা

[৬৫৫] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুমিনদের অন্তর সৎ কাজের দ্বারা উদ্বেলিত হয়। আর পাপীদের অন্তর মন্দ কাজের দ্বারা উদ্বেলিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রচেষ্টাগুলো দেখেন। আল্লাহ্ তোমাদের রহম করুন।"

ভালো মানুষের হওয়ার আশা করা

[৬৫৬] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, যখন ভালো মানুষদের আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মতো হওয়ার বাসনা রাখো।"

আল্লাহর অবাধ্যতা না করার ঘোষণা

[৬৫৭] আব্বাদ ইবনু ওলীদ বলেন, "মালিক ইবনু দীনার বলেছেন, 'যদি মানুষ এমনটা না বলত যে, মালিক তো পাগল হয়ে গেছে, তাহলে আমি পাদরির পোশাক পরিধান করে মাথায় ছাই রেখে মানুষের মধ্যে ঘোষণা করতাম—যে ব্যক্তি আমাকে

[৯৪] অর্থাৎ তার নাসীহাত অন্তরে কোনো রেখাপাত করে না।-অনুবাদক

দেখবে, সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতা না করে।'"

হাদীস বলার সময় কাঁদা

[৬৫৮] জাফর বলেন, "মালিক ইবনু দীনার হাসান থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا

'বান্দা যে খুতবাই দিক, আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন।'[৯৫]

এর দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছেন?"

জাফর বলেন, "মালিক যখন আমাদের এই হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। তারপর যখন কান্না বন্ধ হলো তখন তিনি বলেন, 'লোকেরা ভাবছে যে, আমার কথার কারণে আমার চক্ষু শান্ত হয়েছে। অথচ আমি জানি যে, কিয়ামাতের দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে—এর দ্বারা আমার কী উদ্দেশ্য ছিল।'"

তাসবীহ থেকে ফেরেশতার জন্ম

[৬৫৯] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, আমরা জানতে পেরেছি যে, আকাশে কিছু ফেরেশতা রয়েছেন। যাদের কেউ একজন যখন তাসবীহ পড়ে, তার সেই তাসবীহ থেকে আরেকজন ফেরেশতা সৃষ্টি হয় এবং তিনিও তাসবীহ পড়তে থাকেন।"

ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ

[৬৬০] আকাশে এমন ফেরেশতাও আছে যাদের আকাশের নক্ষত্র ও কঙ্করের মতো চোখ আছে। প্রত্যেক চোখের নিচে একটি চোখ ও দুটো ঠোঁট রয়েছে। যেগুলো এমন ভাষায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, যা তার পাঠকই বুঝতে পারে না।"

তিনি আরও বলেন, "আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের এমন শিং রয়েছে, যার মধ্যকার দূরত্ব হলো পাঁচ শ বছরের রাস্তা। আর আরশ রয়েছে সেই শিংয়ের ওপর।"

শুধু রুটিই যথেষ্ট

[৬৬১] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আবূ ইয়াহইয়া, দুটি পাতলা রুটি কি আপনার জন্য

---

[৯৫] মুরসাল, তবে সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত।-বাইহাকি, ২/২৮৭

যথেষ্ট?' তিনি বললেন, 'তুমি কি মনে করো যে, আমি ঘি চাইব? (অর্থাৎ শুধু রুটি হলেই তার হয়ে যায়। ঘিয়ের দরকার হয় না।)'"

জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, আমি মেরুদণ্ডের বক্রতা বা বদহজম রোগের ভয় করি না। আমার রুটির খামির তৈরি আছে। আমার পানি নদীতে বিদ্যমান আছে।"

তিনি মাসজিদ থেকে বের হতেন না

[৬৬২] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনার রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল, সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, যদি প্রস্রাব করার প্রয়োজন না পড়ত, তবে আমি মাসজিদ থেকে বেরই হতাম না।"

বিবাহের প্রতি অনীহা

[৬৬৩] জাফর বলেন, "ইয়াহইয়ার মা মৃত্যুবরণ করার পর মালিক ইবনু দীনারকে বলা হলো, 'যদি আপনি আবার বিয়ে করতেন!' তিনি বললেন, 'যদি পারতাম, তাহলে আমি নিজেকেও তালাক দিতাম!'"[৯৬]

দুনিয়াবিমুখতা

[৬৬৪] জাফর বলেন, "সনআ অঞ্চলের এক ব্যক্তি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উম্মতের আবদালরা কোথায়?' তিনি শামের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমি বললাম, 'ইরাকে তাদের কেউ নেই?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি, হাসসান ইবনু আবী সিনান, মালিক ইবনু দীনার—যে আবূ যরের মতো করে মানুষের মাঝে দুনিয়াবিমুখ হয়ে চলাফেরা করে।'"

জাফর বলেন, "যদি মালিক বানী ইসরাঈলের হতেন, তাহলে তার কথা আলোচনায় আসত।"

মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর দুআ

[৬৬৫] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে দুআতে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরকে তোমার প্রতি ধাবিত করে দাও। যাতে করে আমরা তোমাকে ভালোভাবে চিনতে পারি। তোমার অঙ্গীকারকে ভালোভাবে পালন করতে পারি। তোমার উপদেশকে ভালোভাবে মনে রাখতে পারি। হে আল্লাহ, আমাদের তুমি

[৯৬] ইয়াহইয়া ছিল মালিক ইবনু দীনারের ছেলের নাম।-অনুবাদক

ঈমানের নিদর্শন দান করো। তাকওয়ার পোশাক পরিধান করাও। হে আল্লাহ, আমরা মৃত্যুর পূর্বেই তোমার কাছে তাওবা করছি। পাকড়াও হবার আগেই আত্মসমর্পণ করছি। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি তুমি এমন দৃষ্টিপাত করো, যার মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ আমাদের অর্জিত হয়।' তারপর মালিক তার কথা থেকে বিরত হয়ে আবার বলা শুরু করলেন, 'তুমি কি মনে করেছ আমি দুনিয়ার কল্যাণ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রাকে বুঝিয়েছি? না, বরং আমি নেক আমলকে বুঝিয়েছি। যাতে করে যেদিন তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে, সেদিন তুমি আমার প্রতি দয়া ও ভালোবাসার সাথে সন্তুষ্ট থাকো হে আকাশ-জমিনের অধিপতি।' তারপর তিনি কিছুক্ষণ কাঁদলেন। আমরাও তার সাথে কাঁদলাম। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।"

শাসকদের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ

[৬৬৬] মুআল্লা ইবনু জিয়াদ বলেন, "সালামাহ ইবনু কুতাইবা বসরায় এলে মালিক আমাকে বললেন, 'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।' (সেখানে গিয়ে) আমরা তার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা প্রবেশ করলে সালামাহ আমাদের বললেন, 'আপনাকে অভিনন্দন হে আবূ ইয়াহইয়া। আপনার কী প্রয়োজন আছে বলুন।' তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'শুধুই দেখা করতে এসেছেন নাকি আরও কোনো প্রয়োজন আছে?' মালিক বললেন, 'প্রয়োজন আছে।' তিনি জানতে চাইলেন, 'হে আবূ ইয়াহইয়া, কী সেটা?' তিনি বললেন, 'হে সালামাহ, শাসকদের সাথে তোমার কীসের এত সম্পর্ক?' তিনি বললেন, 'হে আবূ ইয়াহইয়া, তাদের কাছে আমরা পরিচিত হয়ে গেছি।' তিনি বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক হে সালামাহ, আমার আশঙ্কা হয় যে—তোমাকে তারা কোনো বিপদে ফেলে দেবে তারপর আর সেখান থেকে বের করে আনবে না।'"

লোহার দেয়াল

[৬৬৭] মালিক ইবনু দীনার বলেন, "একদিন আমি গির্জায় অবস্থানরত একজন পাদরির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাকে ডাক দিলে সে আমার কাছে এল। আমরা একে অপরের সাথে কথা বললাম। সে আমাকে বলল, 'যদি তুমি তোমার মাঝে ও প্রবৃত্তির মাঝে লোহার দেয়াল দাঁড় করাতে পারো, তবে তা-ই করো। যেসব সঙ্গী থেকে তোমার কোনো কল্যাণ অর্জিত হয় না, তাদের থেকে দূরে থাকো। তাদের সাথে অল্প-বেশি কোনো ধরনের ওঠাবসা কোরো না।'"

[৬৬৮] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে ও মুআল্লা ইবনু জিয়াদকে

বলতে শুনেছি, তারা দুজন বলেছেন, 'আমরা হাসানকে বলতে শুনেছি... ।'"[৯৭]

পাথরের বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা

[৬৬৯] জাফর বলেন, "একবার এমন হলো যে, শুধু মেঘ আসা-যাওয়া করে কিন্তু বৃষ্টি হয় না। তখন মালিক বললেন, 'তোমরা বৃষ্টি দেরিতে হবে বলে মনে করছ। আর আমি তো পাথরের (বৃষ্টি) হবে মনে করছি। যদি পাথরের বৃষ্টি না হয়, তবে তো ভালোই।'"

জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য দুআ

[৬৭০] মুগীরাহ ইবনু হাবীব বলেন, "ইমাম মালিকের কাছে এক রাতে শীতের পোশাক পরে আগমন করলাম এবং তার ঘরের দরজায় অবস্থান করলাম। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কেবলামুখী হয়ে নিজের দাড়ি ধরে বলতে থাকলেন—হে আল্লাহ, যখন আপনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের একত্র করবেন তখন মালিকের শুভ্র দাড়িকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েন।"

কলিজাকে ক্ষুধার্ত করে দেওয়া

[৬৭১] জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, যে উম্মত আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায় তিনি তাদের কলিজাকে ক্ষুধার্ত করে দেন।"

আল্লাহর রহমতই একমাত্র ভরসা

[৬৭২] ইবনু সুলাইমান বলেন, "মালিক ও মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি বসলেন। মালিক বললেন, 'হয়তো কেবল আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, নইলে জাহান্নাম অবধারিত।' তখন মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি বললেন, 'আপনি যা বলেছেন, আমি তা বলব না। আল্লাহর রহমতই একমাত্র ভরসা। অন্যথায় জাহান্নাম অবধারিত।' তখন মালিক বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর কারিদের অন্তর্ভুক্ত।'"

উশর গ্রহণকারীদের কাছে তিনি সুপারিশ করলেন

[৬৭৩] ইবনু শাওযাব থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি মালিক ইবনু দীনারের কাছে উশর গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে (সুপারিশ করলেন)। তারা তার সুপারিশ গ্রহণ করল এবং তাকে বলল, 'হে আবূ ইয়াহইয়া, যদি আপনি একটু দুআ করে দিতেন!' বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কাছে একটি পাত্র ছিল, যার উপরিভাগ চামড়া দিয়ে বন্ধ করা। তারা তাতে তাদের খরচপাতি রাখত। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা হাত ওঠাও।' তারপর তিনি পাত্রটি বগলের নিচে নিয়ে বললেন,

[৯৭] মূল গ্রন্থেই এখানে এভাবে খালি।-অনুবাদক

'আল্লাহর কসম, এই পাত্র আমাদের সাথে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমাদের দুআ কবুল করা হবে না।'"

মন্দ রাখালের পরিণাম

[৬৭৪] মূসা ইবনু খালিদ বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে বলতে শুনেছি, কোনো এক কিতাবে আছে, অসৎ রাখালকে কিয়ামাতের দিন ডাকা হবে। তারপর তাদের বলা হবে, 'হে অসৎ রাখাল, তুমি গোশত খেয়েছ, পশমি কাপড় পরিধান করেছ। দুধ পান করেছ। এসবের খণ্ডিতাংশের মূল্য দাওনি। হারানো জিনিস তালাশ করোনি। চারণক্ষেত্রে (পশু) চরাওনি। আজকে আমি তাদের পক্ষ হয়ে তোমার থেকে শোধ নেব।'"

সুফিয়ান বলেন, "নেক লোকদের আলোচনাকালে রহমত অবতীর্ণ হয়।" জিজ্ঞেস করা হলো, "কে এটি বলেছেন?" তিনি বললেন, "কতিপয় আলেমগণ।" সুফিয়ান বলেন, "যে ব্যক্তি ইলম শিখে আমল করে, তাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় আকাশের ফেরেশতাদের মাঝে ডাকা হবে।"

সুফিয়ান বলেন, "আগামী দিনের রিয্ক নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হওয়াটাও এক ধরনের পাপ।"

সুফিয়ান বলেন, "একজন ব্যক্তির ইলম যত বাড়ে, সে আল্লাহর তত বেশি নিকটবর্তী হয়।"

তিনি একজন উশর গ্রহণকারীকে দেখতে গেলেন

[৬৭৫] আবদুস সমাদ বলেন, "মালিক ইবনু দীনার বলেছেন, আমার একজন উশর গ্রহণকারী প্রতিবেশীর অসুখ হলে আমি তাকে দেখতে যাই। সে বলল, 'মিসকিনদের ওপর দয়াকারীর সাথে স্বপ্নে আমার কথা হলো।' তিনি আমার ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছেন, 'তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' সে জানতে চাইল, 'তোমার কী মনে হয় এতে?' আমি বললাম, 'অনর্থক বিষয়।' সে পুনরায় আমাকে আগের মতো বলল। তখন আমি কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'কার ব্যাপারে বলছেন?' তিনি স্বীয় হাত দিয়ে তার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন।"

মাপে কম দেওয়ার শাস্তি

[৬৭৬] আবদুস সামাদ মালিক থেকে বর্ণনা করেন, "আমি আমার অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে গেলাম। তিনি বললেন, 'আগুনের দুটি পাহাড়! আগুনের দুটি পাহাড়!'"

মালিক বলেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, ওই ব্যক্তির দুটি কফীয (একজাতীয় পরিমাপ পাত্র) ছিল। একটি পরিমাণের তুলনায় বড় আরেকটি পরিমাণের তুলনায় ছোট।"[৯৮]

গুনাহের ভয়

[৬৭৭] ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেন, "আতা সুলামী যখন মধ্যরাতে জাগ্রত হতেন তখন ভয়ে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাত দিয়ে আঘাত করে দেখতেন। তার ভয় হতো, না জানি আবার তার আকৃতি (গুনাহের শাস্তিস্বরূপ) পরিবর্তন করে দেওয়া হয়!"

আল্লাহর কারি হওয়ার উপদেশ

[৬৭৮] আবূ মুআবিয়া এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, যিনি ছিলেন মালিক ইবনু দীনারের মজলিসের সঙ্গী। তিনি বলেন, "আমি মালিক ইবনু দীনারকে তার সাথি-সঙ্গীদের বলতে শুনেছি, এখানে এমন কিছু লোক আছে, যারা কারিদের সাথেও অংশ নিতে চায় আবার আমীরদের সাথেও অংশ নিতে চায়। বরং তোমরা দয়াময় আল্লাহর কারি হও। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দিন।"

কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম

[৬৭৯] হাওশাব মালিকের কাছে উল্লেখ করলেন, "আমি একজন ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনেছি, হে লোকসকল, (জিহাদের পথে) যাত্রার জন্য তৈরি হও। মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি ছাড়া আর কাউকে আমি দাঁড়াতে দেখলাম না।"

বর্ণনাকারী বলেন, "তখন মালিক কাঁদতে থাকলেন, এমনকি তিনি পড়ে গেলেন বা পড়ে যাবার উপক্রম হলেন।"

দুনিয়াবি বিষয়ে দুশ্চিন্তায় লিপ্ত না হওয়া

[৬৮০] জাফর বলেন, "আমি ফারকাদ সিনজিকে বলতে শুনেছি, আমি তাওরাতে পড়েছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াবি বিষয়ে দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে, সে আল্লাহর ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে দিন শুরু করবে। আর যে ব্যক্তি বিত্তশালীর সাথে ওঠাবসা করবে এবং তার জন্য অধঃপাতে যাবে, তার দ্বীনের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হবে। আর যে ব্যক্তি বিপদাক্রান্ত হলে মানুষের কাছে অভিযোগ করে, সে যেন আল্লাহর ব্যাপারেই অভিযোগ করে।"

---

[৯৮] অর্থাৎ সে নিজে কিছু কেনার সময় বড়টা ব্যবহার করত আর বিক্রির সময় ছোটটা ব্যবহার করত। এভাবে লোকদের ঠকানোর শাস্তি ছিল আগুনের দুটি পাহাড়।-অনুবাদক

মিষ্টান্ন খেতে অস্বীকার করলেন

[৬৮১] সারী ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, "লোকেরা উল্লেখ করেছে যে—ফারকাদ সিনজি ইবনু সিরীনের কাছে আসলেন। খবীছ নামক মিষ্টান্ন আনা হলে, তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন। তখন ইবনু সিরীন বললেন, 'হে দাসী, তুমি আবী ইয়াকুবের জন্য রুটি আর ঘি আনো।' দাসী তা নিয়ে এল। তিনি তা খাওয়া শুরু করলেন। ইবনু সিরীন হেসে বললেন, 'এমন ব্যক্তির জন্য এমন (খাবারই) ঠিক আছে।'"

খবীছ খেতে পছন্দ করতেন না

[৬৮২] হাসান একবার ফারকাদকে বললেন, "হে ফারকাদ, আপনি কি খবীছ খেতে পছন্দ করেন?" "তিনি বললেন, "না, আল্লাহর শপথ আমি তা পছন্দ করি না। যে এটি খেতে ভালোবাসে তাকেও পছন্দ করি না।" তখন হাসান বললেন, "সে কি পাগল! সে কি পাগল!"

সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব

[৬৮৩] মুহাম্মাদ ইবনু জাফর বলেন, "আমি ফারকাদ সিনজিকে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার অতিবাহিত হওয়া নবিদের সঙ্গীরা, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল না।"

ফারকাদ সিনজির সাথে সাক্ষাৎ

[৬৮৪] হায়সাম ইবনু মুআবিয়া বলেন, "আমাকে একজন শাইখ বলেছেন, কুফার কিছু ব্যক্তি একত্র হয়ে বলল; চলো আমরা বসরা গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের ইবাদাত দেখব। তাদের একজন অন্যজনকে বলল, চলো আমরা ফারকাদ সিনজির কাছে যাই। তারপর তারা তার কাছে গেলে তিনি তাদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারা বলল, 'হে আবূ ইয়াকুব, দুপুরের খাবারের সময় হয়েছে।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি কথাকে লম্বা করেছি যাতে করে আপনাদের (ভালোমতো) ক্ষুধা লাগে এবং আমাদের কাছে থাকা (খাবার) খেতে পারেন। ওই পাত্রটি নামান।' তারপর তারা সেখান থেকে কালো যবের রুটির ভগ্নাংশ বের করে বললেন, 'লবণ লাগবে হে আবূ ইয়াকুব, লবণ।' তিনি বললেন, 'আটার মধ্যে একবার লবণ দিয়েছি। তোমরা আমাকে (ওই লবণ) খুঁজে দিতে বলোনি তো!'"

সাধারণ পোশাকের প্রতি উৎসাহ

[৬৮৫] ইবনু শাওযাব বলেন, "আমি ফারকাদকে বলতে শুনেছি, তোমরা তো আমল করার আগেই আমল শেষ করার পোশাক পরিধান করে ফেলো। দেখো না, শ্রমিক

যখন কাজে নামে তখন সবচেয়ে নিম্নমানের পোশাক পরে। কাজ শেষ হলে গোসল করে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে। আর তোমরা কাজে নামার আগেই কাজ শেষের পোশাক পরিধান করেছ।"

আমল করার জন্য হাদীস শোনা

[৬৮৬] সালিহ ইবনু মিসমার বসরি বলেন, "আমি একজন সঙ্গীকে বললাম, আমাকে হাসানের কাছে নিয়ে চলো। তার কিছু হাদীস শ্রবণ করব। তিনি বললেন, 'আমরা শুনলাম, সে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল যাতে আমরা আমল করতে পারি।'"

তিনি হাত ধরে উপদেশ দিলেন

[৬৮৭] জাফর বলেন, "একদিন হাওশাব আমার হাত ধরে বললেন, 'হে আবূ সুলাইমান, যদি তুমি বেঁচে থাকো তবে হয়তো বন্ধুসুলভ কারও দেখা পাবে না। যদি তুমি বেঁচে থাকো তবে হয়তো পথপ্রদর্শক কাউকে পাবে না।'"

আল্লাহকে স্মরণকারীর দৃষ্টান্ত

[৬৮৮] হাসসান ইবনু আবী সিনান বলেন, "গাফেল ব্যক্তিদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারীর দৃষ্টান্ত (যুদ্ধের ময়দানে) পেছনে ধাবমান ব্যক্তিদের মধ্যে যুদ্ধরত ব্যক্তির ন্যায়।"

রাতে ক্রন্দনকারীর সন্ধান

[৬৮৯] মুআবিয়া ইবনু কুররা বলেন, "কে আছে, যে আমাকে রাতে ক্রন্দনকারী আর দিবসে হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তির সন্ধান দেবে!"

আল্লাহর যিকর করার দৃষ্টান্ত

[৬৯০] আবুল হিলাল বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহর যিকর করে, তার দৃষ্টান্ত হলো, মৃত গাছের মধ্যে থাকা সবুজ শ্যামল গাছের মত।"

ইস্তিগফার কবরে সঙ্গী হবে

[৬৯১] আবুল মিনহাল বলেন, "অধিক ইস্তিগফার পাঠের চেয়ে উত্তম কোনো প্রতিবেশী মানুষ কবরে পাবে না।"

আল্লাহর কাছে সম্মানিতদের বিপদ বেশি

[৬৯২] আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা কাবের সূত্রে বর্ণনা করেন, "মানুষ যত বেশি আল্লাহর কাছে সম্মানিত হয়, তার ওপর তত বেশি বিপদ-আপদ আপতিত হয়।"

আল্লাহর ইবাদাতকারী যুবকের অবস্থা

[৬৯৩] ইয়াজিদ ইবনু মাইসারা—যিনি সাহাবি আবূ যরের দেখা পেয়েছেন—তিনি বলেন, "যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে গড়ে তুলেছে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে, সে উনসত্তরজন সিদ্দীকের সমপরিমাণ নেকি পাবে।"

রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

মানুষের আয়ু ও আশার দৃষ্টান্ত

[৬৯৪] রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মধ্যখানে একটি রেখা টানলেন, যা তার (চতুর্ভুজ) থেকে বের হয়ে গেল। তারপর দু-পাশ দিয়ে মধ্যের রেখার সঙ্গে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন। অতঃপর বললেন, 'তোমরা কি জানো, এটা কী?' সাহাবারা বললেন, 'আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ মাঝের রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা বেষ্টন করে আছে। আর বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বন্ধন। যদি সে এর একটা এড়িয়ে যায়, তবে আরেকটা তাকে দংশন করে। আর আরেকটি যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে।'"

ভিক্ষুকদের প্রিয় জিনিস থেকে দান করা

[৬৯৫] বাশীরের সূত্রে আবদুর রহমান ইবনু আজলান বর্ণনা করেন, "একবার জনৈক ভিক্ষুক রবীর ঘরের দরজায় এসে ভিক্ষা চাইলে রবী তার স্ত্রীকে বললেন, 'তাকে মিষ্টান্ন দাও।' স্ত্রী জানালেন, 'সে তো আমাদের কাছে খাদ্যের ক্ষুদ্রাংশ চাচ্ছে।' রবী আবার বললেন, 'তাকে মিষ্টান্ন আহার করাও, কেননা রবী মিষ্টান্ন পছন্দ করে।'"

সালাতে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করা

[৬৯৬] বাশীরের সূত্রে আবদুর রহমান ইবনু আজলান বর্ণনা করেন, "আমি এক রাতে রবীর সাথে ছিলাম। তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। যখন নিম্নের আয়াতে পৌঁছলেন, তখন সারা রাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে তা বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন। এমনকি এভাবে সকাল হয়ে যায় :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

'যারা খারাপ কাজ করেছে তারা কি এ ধারণা করে যে, আমরা তাদের সেই লোকদের সমান করে দেবো যারা ভালো কাজ করেছে? যাদের জীবন ও মরণ সমান। তারা কতই-না মন্দ সিদ্ধান্ত নেয়।'"[৯৯]

পুরস্কার ঘোষণা

[৬৯৭] রবী ইবনু খাইসাম বলেন, "আদ জাতি ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ছড়ানো ছিটানো ছিল। তাদের মধ্য হতে কাউকে আমার কাছে যে নিয়ে আসবে তার জন্য এই এই পুরস্কার।"[১০০]

তিনি রাতভর ইবাদাত করতেন

[৬৯৮] হাম্মাদ আল-আসাম আল-হিম্মানি রাহিমাহুল্লাহ রবীর সঙ্গীদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, "প্রায়শ আমরা সন্ধ্যায় রবীর বাবরি চুল যেমন গোছানো দেখতাম, ভোরেও দেখতাম সেভাবেই চুলগুলো গোছানো। তখন আমরা নিশ্চিত হতাম যে, তিনি সারা রাত বিছানায় পিঠ লাগায়নি।"

আল্লাহর আলোচনা অধিক উত্তম

[৬৯৯] আবদুল্লাহ বলেন, "আমি বিশর ইবনু আল-হারিস এর নিজ হাতে লেখা গ্রন্থে পেয়েছি, তিনি বলেন, 'একবার রবী ইবনু খুসাইম-এর কাছে জনৈক ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হলে তিনি বলেন—মানুষের আলোচনার চেয়ে আল্লাহর আলোচনা অধিক উত্তম।'"

কবিতার প্রতি অনাগ্রহ

[৭০০] আবূ বাকর ইবনে আইয়্যাশ রাহিমাহুল্লাহ আসেম হতে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন, রবী ইবনু খুসাইমকে বলা হলো, আপনার সঙ্গী-সাথিদের অনেককে আমি কবিতার উদ্ধৃতি দিতে শুনেছি। আপনি কবিতা দ্বারা উদ্ধৃতি দেন না কেন? জবাবে রবী বললেন, 'যা কিছু তোমরা এখানে বলো, তা সবই লেখা হয়। আমি চাই না কিয়ামাত দিবসে আমার সামনে কবিতার পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শোনানো হোক।'"

---

[৯৯] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২১

[১০০] অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন যে, তাদের কোনো বংশধর আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং জনশক্তির দম্ভ অর্থহীন। (দ্রষ্টব্য : সূরা হূদ ৬০; ইবরাহীম ৯; ফুস্সিলাত ১৫; আন-নাজম ৫০; মারইয়াম ৯৮)

আগুন দেখে তিনি বেহুঁশ হলেন

[৭০১] বাকর ইবনু মায়িয বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথিদের নিয়ে ফুরাত নদীর তীর বেয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে কামারশালার আগুন দেখে রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন বেহুঁশ। এরপর আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিয়ে যোহর সালাত আদায় করেন। এরপর রবীর কাছে ফিরে এসে তাকে ডাকলেন, 'হে রবী, হে রবী।' কিন্তু সংজ্ঞাহীনতার কারণে তিনি কোনো জবাব দিলেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথিদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করে এসে ডাকলেন, 'হে রবী।' কিন্তু তখনো রবীর হুঁশ ফেরেনি। এভাবে মাগরিবও পেরিয়ে গেল, রবীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পরে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিয়ে ঈশার সালাত আদায় করলেন। রবী এখনো আগের মতোই সংজ্ঞাহীন। অবশেষে ভোরের শীতলতায় রবীর হুঁশ ফিরে আসে।"

মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা

[৭০২] বাকর ইবনু মায়িয বলেন, "রবীকে যখন বলা হতো কেমন আছেন হে আবূ ইয়াজিদ? তখন তিনি বলতেন, 'দুর্বল পাপিষ্ঠ হিসেবে আছি। আমার ভাগের রিয্ক ভক্ষণ করব আর মৃত্যুর অপেক্ষা করব।'"

মানুষ দু-প্রকার

[৭০৩] বাকর ইবনু মায়িয বলেন, "রবী বলতেন, 'মানুষ দু-প্রকার। মুমিন আর জাহিল। মুমিনদের আমরা কষ্ট দিই না, আর জাহিলদের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকি।'"

সবাইকে একদিন মরতে হবে

[৭০৪] সুফইয়ান বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম প্যারালাইসিসের মতো কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে চিকিৎসা করার কথা বলা হলে তিনি বলতেন, 'আমি তোমাদের আদ, সামূদ ও আসহাবে রাস-এর জাতিগোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাদের মধ্যবর্তী সময়ে আরও জাতিগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে চিকিৎসকও ছিল। কিন্তু আজ না সেই চিকিৎসক বেঁচে আছে, আর না যাদের চিকিৎসা করা হয়েছে তারা বেঁচে আছে।'"

নিজের কোট দান করা

[৭০৫] আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইদ বলেন, "একবার রবী ইবনু খুসাইমের কাছে এক

ভিক্ষুক আসে। শীতের রাতে তিনি তার দিকে এগিয়ে যান। গিয়ে দেখেন সে ভীষণ শীতে ভুগছে। তিনি নিজের মাথাওয়ালা কোটটি ভিক্ষুককে পরিয়ে দেন। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

'তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা কিছু ভালোবাসো তা থেকে খরচ না করো।'"[১০১]

তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন

[৭০৬] আবূ ওয়ায়েল বলেন, "আমরা একবার রবী ইবনু খুসাইমের কাছে এলাম। তিনি বললেন, 'কী নিয়ে এলে?' আমরা বললাম, 'আমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে এসেছি। আপনাকে নিয়ে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করব। আল্লাহকে স্মরণ করতে এসেছি। আপনাকে নিয়ে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব।' এ কথা শুনে রবী বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য যিনি এমন লোকদের আমার কাছে নিয়ে আসেননি যারা বলে—আপনাকে সঙ্গে নিয়ে শরাব পান করতে এসেছি এবং আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যভিচার করতে এসেছি।'"

চোরের জন্য দুআ

[৭০৭] আলা ইবনুল মূসাইয়িব বলেন, "একবার রবীর ঘোড়াটি চুরি হয়ে যায়। এতে তার কাছের লোকজন বলতে লাগল, চোরের জন্য বদদুআ করুন। তিনি বললেন, 'না, বরং দুআ করব—হে আল্লাহ, যদি সে ধনী হয়ে থাকে, তবে তার ধন-সম্পদ আরও বাড়িয়ে দিন। আর যদি দরিদ্র হয়ে থাকে, তবে তাকে ধনী বানিয়ে দিন।'"

খাদেমের সাথে কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া

[৭০৮] বাকর বলেন, "রবী তার খাদেমকে বলতেন, 'অর্ধেক কাজ তোমার আর অর্ধেক কাজ আমার। আবর্জনা ঝাড় দেওয়া আমার দায়িত্ব।'"

মেয়েকে খেলতে যাওয়ার কথা বললেন না

[৭০৯] বাকর বলেন, "একবার রবীর ছোট মেয়ে তার কাছে আসে। সে সময় তার সাথিরা তার সঙ্গে ছিল। মেয়ে বলল, 'আব্বা, খেলতে যাব।' তিনি বললেন, 'না।' তার সাথিরা বলল, 'হে আবূ ইয়াজিদ, মেয়েকে খেলার অনুমতি দিন।' তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি চাই না আমার আমলনামায়—যাও, খেলো—এ কথা লেখা থাকুক।

[১০১] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৯২

বরং আমি চাই, লেখা থাকুক—যাও, ভালো কথা বলো, ভালো কাজ করো।'"

চোরের হেদায়াতের জন্য দুআ করলেন

[৭১০] বাকর ইবনু মায়িয বলেন, "রবী বলতেন, যা হবার তা হবেই। বাকর ইবনু মায়িয আরও বলেন, রবীকে ত্রিশ হাজার দিরহাম মূল্যের একটি ঘোড়া দেওয়া হয় বা তিনি সেটা ক্রয় করেন। তিনি সেটাতে আরোহণ করে লড়াই করেন। একবার ঘোড়ার ঘাস সংগ্রহ করতে খাদেমকে পাঠান এবং তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ঘোড়া তার পাশেই বেঁধে রাখেন। কিছুক্ষণ পর খাদেম এসে বলে, 'হে রবী, আপনার ঘোড়া কোথায়?' রবী বললেন, 'চুরি হয়ে গেছে, হে ইয়াসার।' খাদেম বলল, 'অথচ আপনি সেদিকে চেয়ে রয়েছিলেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হে ইয়াসার। আমি আমার মহামহিম প্রতিপালকের কাছে মুনাজাত করছিলাম। এ সময় কিছুই আমার মনোযোগ বিঘ্ন করতে পারে না।' এরপর তিনি তিনবার আল্লাহর কাছে দুআ করে বলেন, 'হে আল্লাহ, সে আমাকে চুরি করেছে। আমি তাকে চুরি করতে দিইনি। হে আল্লাহ, সে যদি ধনী হয় তবে তাকে হেদায়াত দান করুন। আর যদি দরিদ্র হয় তবে তাকে ধনী বানিয়ে দিন।'"

যেসব বিষয়ে মঙ্গল রয়েছে

[৭১১] বাকর ইবনু মায়িয বলেন, "রবী বলতেন, অধিক কথায় মঙ্গল নেই। তবে নয়টি বিষয় ভিন্ন। যথা : আল্লাহর তাহলীল, তাকবীর, তাসবীহ, তাহমীদ, কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে দুআ করা, খারাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা, সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে বাধাদান ও কুরআন তিলাওয়াত।"

মানুষ যা পড়ে তার সবটুকু বোঝে না

[৭১২] মুনযির আস-সাওরি রবী ইবনু খুসাইম হতে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তাআলা তার নবির কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সবটুকু অবশ্যই তোমরা জানো না। আর যা কিছু তোমরা পড়ছ অবশ্যই তার সবটুকু বোঝো না।"

তিনি কখনো মন্দ কিছু বলতেন না

[৭১৩] বিলাল ইবনুল মুনযির বলেন, "জনৈক ব্যক্তি বলল, আজ যদি রবীর মুখ থেকে কারও সম্পর্কে মন্দ কথা বের করতে না পারি, তাহলে জীবনে কখনো বের করতে পারব না। এ লক্ষ্যে তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আবূ ইয়াজিদ, হুসাইন ইবনু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হয়েছেন।' তিনি বললেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

'বলুন, হে আল্লাহ, সমস্ত আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।'[১০২]

লোকটি আরও বলে, 'আমি বললাম, এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?' রবী বললেন, 'আমি কী বলব? আল্লাহর কাছেই তাদের ফিরতে হবে এবং আল্লাহর কাছেই তাদের হিসেব দিতে হবে।'"

তিনি সব আমল গোপনে করতেন

[৭১৪] সুফিয়ান বলেন, "রবী ইবনু খুসাইমের স্ত্রী আমাকে বলেছেন, 'রবী সব আমল গোপনে করতেন। তিনি হয়তো মাসহাফ হাতে কুরআন তিলাওয়াত করছেন, তখন হঠাৎ কোনো লোক এসে গেল। তিনি মাসহাফটি তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেলতেন, যাতে আগন্তুক লোকটি তা দেখতে না পারে।'"

দামি পোশাক পরিহিতকে উপদেশ

[৭১৫] রবী ইবনু খুসাইম থেকে বর্ণিত, "তিনি একটি সুম্বুলানী বস্ত্র পরিধান করলেন। যার মূল্য তিন বা চার দিরহাম। যখনই তিনি এর হাতা লম্বা করতেন, তা গিয়ে তার নখ পর্যন্ত পৌঁছত। আর যখন তা ঝুলিয়ে দিতেন, তখন তা তার বাহু পর্যন্ত পৌঁছে যেত। যখন তিনি শুভ্র পোশাকের কোনো আল্লাহর বান্দাকে দেখতেন, তখন তাকে বলতে (কিয়ামাতের সময়) পাহাড়কে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তখন তুমি কী করবে!"

আগুন দেখে বেহুঁশ হলেন

[৭১৬] সুলাইমান আবূ ওয়ায়েল হতে বর্ণনা করেন, "আমরা একদিন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বের হলাম। আমাদের সাথে রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহও ছিলেন। আমরা একজন কামারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তো আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আগুনে থাকা একটা লোহার খণ্ডের দিকে তাকালেন। রবীও সেদিকে তাকালেন। (এটা দেখে) তিনি পড়ে যাওয়ার মতো টলতে লাগলেন। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু চলতে লাগলেন। অবশেষে আমারা ফুরাত নদীর তীরে চুন

---

[১০২] সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৬

বানানোর একটি ভাটির কাছে পৌঁছলাম আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাতে টগবগে আগুন দেখে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝١٢ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝١٣

'আগুন যখন দূর থেকে এদের দেখবে তখন এরা তার ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবে। আর যখন এরা শৃঙ্খলিত অবস্থায় তার মধ্যে একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন নিজেদের মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।'"[১০৩]

বর্ণনাকারী বলেন, "রবী তখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। আমরা তাঁকে বহন করে তার বাড়িতে নিয়ে আসি। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যোহর পর্যন্ত তার দেখাশোনা করেন, তখনো তার হুঁশ ফিরে আসেনি। এরপর আসর পর্যন্ত তার দেখাশোনা করেন, তখনো তার হুঁশ ফিরে আসেনি। মাগরিব পর্যন্তও এমন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকেন তিনি। অতঃপর তার হুঁশ ফিরে এলে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবারের কাছে ফিরে আসেন।"

তিনি ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখলেন

[৭১৭] ইবনুল মুবারক বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম তার ভাইয়ের কাছে চিঠি লেখেন : তোমার আসবাবপত্র তৈরি করে নাও। পাথেয় ঠিক করে নাও। নিজের নফসের অভিভাবক হয়ে যাও। মানুষকে নিজের অভিভাবক বানিয়ো না।"

তিনি কবরবাসীর সাথে কথা বলতেন

[৭১৮] ঈসা ইবনু ফররুখ বলেন, "রাতের বেলা রবী ইবনু খুসাইম যখন মানুষের গাফলতি দেখতেন, তখন তিনি কবরস্থানে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে তিনি কবরবাসীর সাথে কথা বলতেন। বলতেন, 'হে কবরবাসী, তোমরা আর আমরা একই জগতের বাসিন্দা ছিলাম।' যখন ভোর হতো, তখন তাঁকে কবর থেকে উত্থিত মানুষের মতো মনে হতো।"

তিনি সুসংবাদ পেলেন

[৭১৯] নুসাইর ইবনু যুলুক বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রবী ইবনু খুসাইমকে দেখতেন, তখন বলতেন, 'ইবনু ইয়াজিদের জন্য সুসংবাদ। তোমাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।'"

---

[১০৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ১২-১৩

জবানের ব্যাপারে সতর্কতা

[৭২০] বাকর ইবনু মায়িয বলেন, "রবী বলতেন, 'হে বাকর, নিজ জবানের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কেননা, আমরা দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে অপবাদ দিয়ে থাকি।'"

জ্ঞানবুদ্ধিতে বড় ছিলেন

[৭২১] সাঈদ ইবনু মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আবূ ওয়ায়েলকে বলা হলো, আপনি বড় নাকি রবী ইবনু খুসাইম বড়? তিনি বললেন, 'আমি তার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু তিনি জ্ঞানবুদ্ধিতে আমার চেয়ে বড়।'"

ছেলের মৃত্যুতে কবিতা

[৭২২] সুফিয়ান সাওরি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু রবী ইবনু খুসাইমের এক ছেলে মারা গেলে তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন, 'আমি তার চিকিৎসার জন্য কোনো ডাক্তারকে ডাকিনি। তবে তোমাকে ডেকেছি হে বৃষ্টির ফোঁটা অবতরণকারী। যাতে করে আমার আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে তুমি আমাকে সবর করার তাওফিক দান করো। কর্ম সম্পাদনে আমাকে সুপথের পরিকল্পনা দান করো। আর আমি এ আশা করি যে, অজ্ঞাতসারে যেন এই বিপদ আমার প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী না হয়।'"

উন্মাদ প্রতিবেশীকে খাওয়ালেন

[৭২৩] মুনযির বলেন, "একবার রবী তার স্ত্রীকে খুবাইস (খেজুর ও ঘিমিশ্রিত একপ্রকার মিষ্টান্ন) তৈরি করতে বলেন। যেহেতু তিনি কখনো নিজের জন্য কোনো কিছুর আবদার করতেন না, এ কারণে তার স্ত্রী খুব যত্ন করে খবীস তৈরি করলেন। এরপর রবী সেগুলো তার এক উন্মাদ প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলেন। উন্মাদ লোকটির মুখ থেকে সব সময় লালা ঝরত। সে খাবারগুলো চেটে খায়। তার লালা ঝরতে থাকে পাত্রে। এ অবস্থা দেখে স্ত্রী রবীকে বললেন, 'সে কি জানে সে কী খাচ্ছে?' রবী বললেন, 'কিন্তু আল্লাহ তো জানেন।'"

ভালো মানুষের সন্ধান

[৭২৪] ইবনুল কাওয়্যা একবার রবী ইবনু খুসাইমের কাছে এসে জানতে চাইলেন, "আমাকে আপনার চেয়ে ভালো মানুষের সন্ধান দিন।" রবী বললেন, "হ্যাঁ, যে তার কথায় আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, সুস্থ অবস্থায় অধিক চিন্তা-ফিকির করে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কালে গভীর অভিচিন্তনে মগ্ন থাকে, সে আমার চেয়ে উত্তম।"

আল্লাহকে ভয় করার পুরস্কার

[৭২৫] রবী ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য সহজ পথ বের করে দেন।'[১০৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রবী ইবনু খুসাইম বলতেন, 'সবকিছু থেকে তিনি মুক্তি দেন। চাই তা মানুষের জন্য দুষ্কর হোক না কেন।'"

দ্বীনের জ্ঞানার্জন আগে

[৭২৬] মুহাম্মাদ ইবনুন নাযর আল-হারিয়ি বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম বলেছেন, 'আগে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করো, তারপর নিভৃতে অবস্থান করো।'"

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

[৭২৭] রবী ইবনু খুসাইম وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ "যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে।"[১০৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এগুলোর প্রতিপালনকারীরা আর দুধ দোহন করতে পারবে না এবং এগুলোকে বেঁধে রাখতে পারবে না।"

ভাতার অতিরিক্ত অংশ দান করে ফেলা

[৭২৮] সাঈদ ইবনু রবী ইবনু খুসাইম বলেন, "আমার দাদি আমার কাছে রবী ইবনু খুসাইমের ব্যাপারে বলেছেন যে, তার ভাতা আসত, যার পরিমাণ ছিল দুই হাজার দিরহাম। তিনি খরচের জন্য এক হাজার দুই শ রেখে, বাকিটা দান করে দিতেন।"

ভালো লোকদের সাথে থাকার নাসীহাত

[৭২৯] সালিহ ইবনু আবদুল্লাহ আল-ইয়াযিদি বলেন, "আমি সাঈদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু রবী ইবনু খুসাইমের কাছে শুনেছি, তিনি প্রতিদিন সকালে বলতেন, 'তোমরা ভালো কাজ করো এবং ভালো লোকদের সাথে থাকো। এতে একটুও বিলম্ব করবে না, তাতে তোমার অন্তর কঠোর হয়ে যাবে। তাদের মতো হোয়ো না, যারা বলল—আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না।'"

কিয়ামাতের মাঠের বিবরণ

[৭৩০] ইবরাহীম নাখয়ি রবী ইবনু খুসাইম হতে বর্ণনা করেন, "যখন সবকিছু ধ্বংস

[১০৪] সূরা তালাক, ৬৫ : ০২

[১০৫] সূরা আত-তাকওইয়ীর, ৮১ : ৪

হয়ে যাবে তখন আল্লাহ ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব থাকবে না, তখন মহান আল্লাহ সকলকে একত্র করে ঘোষণা করবেন, 'কোথায় বাদশাহরা? কোথায় সাম্রাজ্যের দাবিদাররা? কোথায় তারা আজ, যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকত? আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।'"

কখনো মিথ্যা বলতেন না তিনি

[৭৩১] আসিম আবূ ওয়ায়েল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি, কায়স ইবনু উসাইল, হাইয়্যা ইবনু উসাইল এবং আবদুর রহমান ইবনু সালামাহ মিলে রবী ইবনু খুসাইমের কাছে যাচ্ছিলাম। আমরা একটি সমাবেশ দেখে জিজ্ঞেস করলাম, রবী ইবনু খুসাইমের বাড়ি কোনটা? তারা আমাদের যথাসাধ্য পথ বাতলে দেয় এবং বলে, আপনারা এমন এক লোকের বাড়িতে যাচ্ছেন, যিনি কথা বললে মিথ্যা বলেন না। অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করেন না এবং তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখলে তার খেয়ানত করেন না। ওই যে দেখছেন, এটা তার বাড়ি।"

আবূ ওয়ায়েল বলেন, "এরপর আমরা তার বাড়িতে গেলাম। ওই সময় তিনি মাসজিদে ছিলেন। আমরা বললাম, আমরা আপনার কাছে আল্লাহর কথা শুনতে এসেছি। সুতরাং আমাদের নিয়ে আপনি আল্লাহর কথা আলোচনা করুন। এরপর রবী দু-হাত তুলে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, নিশ্চয় এরা আপনার যিকর করতে এসেছে। তাঁরা আমার সাথে যিকর করবে। তারা ব্যভিচারের আশায় আমার কাছে আসেনি। আমাকে নিয়ে মদ্যপান করতে আসেনি।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "অতঃপর তিনি আমাদের সাথে দ্বীনি আলোচনা করতে লাগলেন। বললেন, 'অধিক কথায় মঙ্গল নেই। তবে নয়টি বিষয় ভিন্ন, যথা : আল্লাহর তাহলীল, তাকবীর, তাসবীহ, তাহমীদ, কুরআন তিলাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধাদান, কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে দুআ করা এবং খারাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।'"

কোনো পাপই আল্লাহর অজানা নয়

[৭৩২] রবী ইবনু খুসাইম বলতেন, "যেসব গোপন পাপ মানুষের কাছে লুক্কায়িত, আল্লাহর কাছে তা ঠিকই প্রকাশিত; তোমরা সেগুলোর সমাধান তালাশ করো। সেগুলোর সমাধান হলো কেবল তার কাছে অনুতপ্ত হওয়া এবং (সেসব পাপের) পুনরাবৃত্তি না করা।"

আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

[৭৩৩] সুফিয়ান বলেন, "এক জুমুআর দিন রবী ইবনু খুসাইমের এক প্রতিবেশী যুবক তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। তা দেখে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে তোমার মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'"

ধ্বংসের কারণ

[৭৩৪] রবী ইবনু খুসাইম বলেন, "যেসব কাজ আল্লাহর জন্য করা হয় না, তা সবই ধ্বংসের কারণ।"

অন্তিম মুহূর্তে প্রদান করা স্বীকৃতি

[৭৩৫] মুনযির আস-সাওরি বলেন, "জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ এ স্বীকৃতি দান করেন যে—আমি আমার নিজের ওপর আল্লাহকে সাক্ষী মানছি। তিনি তার নেক বান্দাদের জন্য সাক্ষ্য, তাদের প্রতিদান ও বদলা দানের জন্য যথেষ্ট। আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবি ও রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমি নিজের ও আমার অনুসারীদের জন্য এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট যে, ইবাদাতকারীদের মধ্যে আমি তার (আল্লাহর) ইবাদাত করব। প্রশংসাকারীদের মধ্যে তার প্রশংসা করব এবং সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করব।"

নবিজি তাকে দেখলে ভালোবাসতেন

[৭৩৬] সাঈদ ইবনু মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রবী ইবনু খুসাইমকে দেখতেন, তখন বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে দেখলে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।'"

তিনি সারা রাত সালাতে তিলাওয়াত করলেন

[৭৩৭] আবদুর রহমান ইবনু আজলান নুসাইর হতে বর্ণনা করেন, রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ সালাতে দাঁড়ালেন। যখন নিম্নের আয়াতে পৌঁছলেন, তখন তা বারবার তিলাওয়াত করতে লাগলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

'যারা খারাপ কাজ করেছে তারা কি এ ধারণা করে যে, আমরা তাদের সেই

লোকদের সমান করে দেবো—যারা ভালো কাজ করেছে? যাদের জীবন ও মরণ সমান। তারা কতই-না মন্দ সিদ্ধান্ত নেয়।'[১০৬]

এরপর তিনি রুকু সাজদা করলেন। এভাবে সকাল হয়ে যায়।"

ভালো মানুষদের জন্য সুসংবাদ

[৭৩৮] সাঈদ ইবনু মাসরূক রবী ইবনু খুসাইম হতে বর্ণনা করেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার কাছে এসে বলতেন, 'ভালো মানুষদের সুসংবাদ দাও।'"

তিনি দুনিয়াবি কথা বলতেন না

[৭৩৯] আবূ হাইয়্যান তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, "আমি রবী ইবনু খুসাইমের কাছে কখনো দুনিয়াবি কোনো কথা শুনিনি। কেবল একবার শুনেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের এলাকায় কয়টি মাসজিদ আছে?'"

অন্যের দোষচর্চা না করা

[৭৪০] মুফাযযাল ইবনু ইউনুস বলেন, "রবী ইবনু খুসাইমের কাছে জনৈক ব্যক্তির আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি এখনো নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। নিজের দোষ বাদ দিয়ে অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনার সুযোগ কোথায়? মানুষ অন্যের পাপের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, আর নিজের পাপের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে।'"

মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত

[৭৪১] সুফিয়ান বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

'কিন্তু আমি তো মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত হানি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়িয়ে দেয় এবং সে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়।'[১০৭]

এরপর বলেন, 'এটি এমন এক ক্ষত, যা আপনি বাদে অন্য কেউ ঠিক করতে পারবে না।'"

---

[১০৬] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২১

[১০৭] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১৮

পুরোটা রুটি দান করে দেওয়া

[৭৪২] রবীর স্ত্রী বলেন, "নিশ্চয় রবী রুটি দান করতেন। তিনি বলতেন, 'টুকরো বা ভগ্নাংশ দান করতে আমার লজ্জা হয়।'"

মৃত্যুকে পছন্দ করা

[৭৪৩] রবী ইবনু খুসাইমের স্ত্রী বলেন, "রবীর মৃত্যুশয্যায় তার মেয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। তা দেখে রবী বললেন, 'হে আমার মেয়ে, কেঁদো না; বরং বলো, শুভদিন! আমার পিতার শুভদিন এসেছে।'"

তিনি সব সময় মাসজিদে উপস্থিত থাকতেন

[৭৪৪] নুসাইর বলেন, "আমি আমার জীবনে এক দিন ছাড়া কখনো রবীকে মাসজিদে অনুপস্থিত দেখিনি।"

তিনি আরও বলেন, "জনৈক ব্যক্তি রবীকে বলল, 'কুরআন থেকে আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি তার ছোট ছেলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন,

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

'আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য, আল্লাহর কিতাবে।'"[১০৮]

তিনি হালুয়া পছন্দ করতেন

[৭৪৫] রবী ইবনু খুসাইমের স্ত্রী বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম হালুয়া খেতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি আমাকে একবার হালুয়া তৈরি করতে বলেন। আমি প্রচুর পরিমাণে হালুয়া তৈরি করে নিয়ে এলাম। তিনি ফররুখ এবং আরও একজনকে ডেকে এনে নিজ হাতে খাওয়ালেন। প্রিয় পানীয়ও পান করালেন। তাঁকে বলা হলো, এরা দুজন কি জানে, তারা কী পানাহার করেছে? রবী জবাবে বললেন, 'কিন্তু আল্লাহ তো জানেন।'"

কীভাবে দুআ করতে হবে?

[৭৪৬] মুনযির আস-সাওরি বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ রকম না বলে—হে আল্লাহ, আমি অতীতের গুনাহ ত্যাগ করে তোমার কাছে ফিরে আসছি। অতঃপর সত্যি যদি ফিরে না আসে, তাহলে সেটা হবে মিথ্যা ওয়াদার শামিল। বরং বলা উচিত—হে আল্লাহ, আমার তাওবা কবুল করো।'"

---

[১০৮] সূরা আনফাল, ৮ : ৭৫

অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করা

[৭৪৭] নুসাইর ইবনু যুলুক বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ এত অধিক পরিমাণে কাঁদতেন যে, অশ্রুতে তার দাড়ি ভিজে যেত।"

কথাবার্তায় সংযমী হওয়া

[৭৪৮] ইবরাহীম আত-তাইমি বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে ২০ বছর কাটিয়েছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন—দীর্ঘ সময় এ সময়ে আমি তার মুখ থেকে উচ্চারিত এমন কোনো কথা শুনিনি, যার সমালোচনা হতে পারে।"

মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা

[৭৪৯] নুসাইর হতে বর্ণিত, "তিনি যখন রবী ইবনু খুসাইমের কাছে আসতেন, রবী বলতেন, 'আমি আল্লাহর কাছে তোমার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'"

পাপের ভয়

[৭৫০] জাফর বলেন, "আমাকে রবী ইবনু খুসাইমের মেয়ে বলেছেন, 'আমি আব্বাকে বলতাম, আব্বাজান, লোকজন ঘুমিয়ে গেছে। আপনি ঘুমাচ্ছেন না কেন?' তিনি বলতেন, 'হে মেয়ে, তোমার বাবা পাপকে ভয় করে।'"

কিছু অমূল্য নাসীহাত

[৭৫১] মুনযির সাওরি রবীর ব্যাপারে বলতেন, "যখন তার কাছে কোনো লোক আসত তিনি বলতেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দা। তুমি যেসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছ, সেসব বিষয়ে আল্লাহকে (আল্লাহর পাকড়াওকে) ভয় করো; যে বিষয়ের জ্ঞান তোমাকে না দিয়ে অন্যকে দেওয়া হয়েছে, সেটি ওই জ্ঞানী ব্যক্তির কাছেই ন্যস্ত করো; তোমরা ভুলবশত বিভিন্ন কাজে জড়িত হবে বলে আমি যেটুকু আশঙ্কা করি, তার চেয়ে ঢের বেশি ভয় হচ্ছে যে, তোমরা জেনেবুঝে[১০৯] নানা (অন্যায়) কাজে লিপ্ত হবে; আজ তোমাদের মধ্যে যারা ভালো, তারা নিজগুণে ভালো নয়, তারা বরং তাদের চেয়ে অনেক নিকৃষ্টের তুলনায় ভালো; যেভাবে কল্যাণের পিছু নেওয়া দরকার, তোমরা সেভাবে তার পিছু নিচ্ছ না; মন্দ থেকে যেভাবে পালানো দরকার, সেভাবে পালাচ্ছ না; মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার সবটুকু তোমরা আয়ত্ত করতে পারোনি; তোমরা যা পড়ছ, তার সবটুকু বোঝো না!' মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সবটুকু তোমরা জানো না। যা কিছু তোমরা পড়ো, তার সবটুকু বোঝো না। যেসব গোপন

---

[১০৯] এখানে মূলপাঠে ব্যবহৃত 'আমল' শব্দটি ভুল, এটি হবে 'আমাদ'।

পাপ মানুষের কাছে লুক্কায়িত, আল্লাহর কাছে তা ঠিকই প্রকাশিত। তোমরা সেগুলোর সমাধান তালাশ করো। সেগুলোর সমাধান হলো কেবল তার কাছে অনুতপ্ত হওয়া এবং (সেসব পাপ) পুনরায় না করা।"

নবিজির আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য

[৭৫২] মুনযির বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম বলতেন, জাহিলি যুগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সালিস-বিচার নিয়ে যাওয়া হতো। ইসলামে এটা তার একক বৈশিষ্ট্য ছিল। রবী বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।'[১১০]

এর প্রতিটি বর্ণ সত্য।"

জ্বলন্ত লোহা দেখে বেহুঁশ হয়ে যান

[৭৫৩] সুলাইমান আমাশ বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম কামারশালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি কামারের ভাটিতে জ্বলন্ত লোহা দেখে বেহুঁশ হয়ে যান।"

আমাশ বলেন, "আমিও অনুরূপ অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য কামারশালায় গেলাম। কিন্তু ভালো কিছু পেলাম না।"

রোগ, ওষুধ ও আরোগ্য সম্পর্কে

[৭৫৪] আবদুল মালিক ইস্পাহানি জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, "রবী ইবনু খুসাইম তার সাথিদের বলতেন, 'রোগ, ওষুধ ও আরোগ্য সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?' সাথিরা বললেন, 'জানি না।' তিনি বললেন, 'রোগ হচ্ছে পাপ। ওষুধ হচ্ছে ইস্তিগফার। আর আরোগ্য হচ্ছে এমন তাওবা, যার পর আর পাপ করা হয় না।'"

প্রতিপালকের কাছে চাওয়ার পদ্ধতি

[৭৫৫] আবূ ইয়ালা বলেন, "রবী বলতেন, 'আমি বান্দাকে তার প্রতিপালকের কাছে এই বলে অনুরোধ করাকে পছন্দ করি না যে—হে আল্লাহ, আপনি অনুগ্রহ করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করেছেন। আপনি নিজের জন্য এমনটা আবশ্যক করেছেন, যা (পেতে আমার) দেরি হচ্ছে। কাউকে আমি এমনটি বলতে শুনি না যে—হে আল্লাহ, আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি, সুতরাং আপনি আপনার দায়িত্ব

---

[১১০] সূরা নিসা, ৪ : ৮০

পালন করুন।'"

মৃত্যু সর্বাধিক উত্তম

[৭৫৬] সুফিয়ান তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রবী বলতেন, "মুমিনের অদৃশ্য বিষয়গুলোর মধ্যে মৃত্যু সর্বাধিক উত্তম।"

কথার ভেতর আলো থাকে

[৭৫৭] বাকর ইবনু মায়িয রবী ইবনু খুসাইম হতে বর্ণনা করেন, "নিশ্চয় কথার ভেতর এমন আলো আছে, যা তোমরা দিবাকরের মতো চিনতে পারো। আর এই কথার মাঝেই এমন অন্ধকার আছে, যা রাতের অমানিশার মতো তোমরা অপছন্দ করো।"

পাশাখেলার প্রতি ঘৃণা

[৭৫৮] ইউসুফ ইবনু হাজ্জাজ বলেন, "আমি রবী ইবনু খুসাইমকে বলতে শুনেছি, পাশাখেলার গুটি হাতে ঘোরানোর চেয়ে শূকরের চর্বি হাতে মাখামাখি করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।"

স্বপ্নের কুমন্ত্রণা

[৭৫৯] লাকিত বলেন, "জনৈক ব্যক্তি রবী ইবনু খুসাইমের কাছে এসে বলল, 'এক লোক (স্বপ্নে) আমার কাছে তিনবার এসে বলেছে যে—রবীকে বলবে, সে জাহান্নামী।' সে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং বাঁ দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করল। পরদিন প্রত্যুষে সে আবার এসে বলল, 'আজ রাতে দেখলাম একজন আগমনকারী আমার কাছে এমন একটি কালো কুকুর নিয়ে এসেছে, যার গলায় তিনটি শিকল পরানো এবং মুখে তিনটি আঘাত।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'এসব হলো রবীর ব্যাপারে তোমাকে দেওয়া স্বপ্নের কুমন্ত্রণা।'"

তাকে দেখলে বিনয়ী লোকদের কথা মনে হতো

[৭৬০] আবূ উবায়দা বলেন, "রবী যখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসতেন, তখন তাদের আলোচনাকালে কেউ ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেত না। ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তোমাকে দেখতেন, দারুণ ভালোবাসতেন। আমি যখন তোমাকে দেখি, তখন আমার বিনয়ী লোকদের কথা স্মরণ হয়।'"

নিজের কাজ নিজে করা

[৭৬১] মুনযির বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ নিজে টয়লেট পরিষ্কার করতেন। তাঁকে বলা হতো—এ কাজ আপনাকে করতে হবে না। তিনি বলতেন, 'আমি নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করি।'"

কাঁধে করে ধরে সালাতে নিয়ে যাওয়া

[৭৬২] মুগিরা বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ-এর দেহ প্যারালাইজড হয়ে গেলে, তাঁকে কাঁধে করে ধরে সালাতে নিয়ে যাওয়া হতো।"

নবিগণের রোগাক্রান্ত হওয়া

[৭৬৩] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, "পক্ষাঘাত রোগে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ আক্রান্ত হতেন।"

কষ্ট হলেও মাসজিদে যাওয়া

[৭৬৪] আবূ হাইয়্যান তার পিতার কথা বর্ণনা করেছেন, "রবী পঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে চলৎশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেন। তবে সালাতের জন্য অন্যের সাহায্যে মাসজিদে যেতেন। লোকেরা বলত, আপনি তো এখন মাযূর। এ অবস্থায় ঘরে সালাত আদায়েরও অনুমতি আছে। তিনি জবাব দিতেন, 'সেটা আমি জানি। কিন্তু আমি হাইয়া আলাল ফালাহ্ শুনে ঘরে বসে থাকতে পারি না।'"

যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত প্রতিবেশীকে সমাদর

[৭৬৫] আমর ইবনু মুররা বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম তার উম্মে ওয়ালাদের কাছে এসে বললেন, 'আমাদের জন্য খাবার তৈরি করো। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুবাসিত করে রাখো। আমার এক ভাই আছে যাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। আমি তাকে নিমন্ত্রণ করতে চাই।' মহিলা ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করল। বৈঠকখানা পরিপাটি করে সাজাল। উন্নত খাবার রান্না করল। সুগন্ধিতে মোহিত করে রাখল। অতঃপর বলল, 'আপনি আপনার ভাইকে নিয়ে আসুন।' তিনি গেলেন তার এক যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত প্রতিবেশীর কাছে, যে ইতোমধ্যে তার দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। তাকে নিয়ে এসে তিনি উন্নত আসনে বসালেন। এরপর বললেন, 'তোমার খাবার নিয়ে এসো।' মহিলা বলল, 'আমি কি এসব খাবার এই লোকের জন্য তৈরি করেছি?' রবী বললেন, 'ধিক তোমাকে! আমি তোমাকে সত্য বলেছিলাম যে, সে আমার ভাই। আমি তাকে ভালোবাসি।' পরে সেই ব্যক্তি উষ্ণ আতিথেয়তা উপভোগ করল এবং উন্নত খাবার ভক্ষণ করল।"

আযান শুনলেই তিনি মাসজিদে যেতেন

[৭৬৬] আবূ হাইয়্যান তার পিতার কথা বর্ণনা করেছেন, "রবী পঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে চলাচলের শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেন। তবে সালাতের জন্য হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বা অন্যের সাহায্যে মাসজিদে যেতেন। আবদুল্লাহর সাথিরা বলত, 'হে আবূ ইয়াজিদ, আপনি তো এখন মাযূর। এ অবস্থায় ঘরে সালাত আদায়েরও অনুমতি আছে।' তিনি জবাব দিতেন, 'সেটা আমি জানি। কিন্তু আমি তো হাইয়া আলাল ফালাহ্ শুনতে পাই। এটি শোনার পর যতদূর সম্ভব সাড়া দেওয়া উচিত, তা সে হামাগুড়ি দিয়েই হোক না কেন।'"

মৃত্যুসংবাদ কাউকে না জানানোর ওসিয়ত

[৭৬৭] আবূ হাইয়ান তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, "রবী ইবনু খুসাইম বলেন, 'আমার মৃত্যুর সংবাদ কাউকে জানাবে না। আমার জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি প্রার্থনা করবে।'"

জবাবদিহিতার ভয়

[৭৬৮] সুফিয়ান বলেন, "রবী ইবনু খুসাইমের মায়ের কাছ থেকে আমরা সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছি, তিনি তার ছেলে রবীকে বলতেন, 'হে রবী, তুমি ঘুমাবে না?' তিনি বলতেন, 'মা, সেই ব্যক্তি কেমন করে রাতের অন্ধকারে ঘুমাতে পারে, যে জবাবদিহিতার ভয় করে?' রবী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও যখন রাতের বেলা তার কান্নাকাটি থামত না, তখন তার মা বলতেন, 'হে আমার ছেলে, তোমার কী হয়েছে? মনে হচ্ছে তুমি কোনো অপরাধ করে বসেছ? কোনো মানুষকে খুন করেছ?' তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ মা, আমি মানুষ খুন করেছি।' অস্থিরভাবে মা জানতে চাইতেন, 'বেটা! কাকে খুন করেছ? আমাকে বলো। তাহলে আমরা নিহত ব্যক্তির পরিবারের লোকদের খুশি করে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারব। আল্লাহর শপথ! নিহতের পরিবারের লোকেরা যদি তোমার এ কান্নাকাটি ও রাত জাগার কথা জানতে পারে, তাহলে অবশ্যই তারা তোমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাবে।' রবী বললেন, 'মা, আমি আমার নিজেকে হত্যা করেছি।'"

চোরের তাওবার জন্যে দুআ করা

[৭৬৯] রিযাম ইবনু সাঈদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ আমাদের মাসজিদে এসে তার সবজির থলেটি বাঁধলেন। এরপর মাসজিদে প্রবেশ করে সালাত পড়লেন। ইতোমধ্যে তার থলে হারিয়ে গেল। তিনি মাসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদের থলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমরা বললাম,

জানি না। আমরা বললাম, আপনি কি চোরের জন্য বদদুআ করবেন না? তিনি বললেন, 'থাক, সে হয়তো এ পাপ থেকে ফিরে আসবে। আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করবেন এবং ভবিষ্যতে সে ভালো কাজ করবে।'"

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

[৭৭০] আবূ রাযীন বর্ণনা করেন, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا "তারা যেন কম হাসে।"[১১১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রবী ইবনু খুসাইম বলেন, "এখানে দুনিয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে।"

এবং

وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا "আর তারা যেন বেশি কাঁদে।"[১১২] আয়াতের এখানে আখিরাতের বিষয়ে বলা হয়েছে।

মৃত্যুকালীন বার্তা

[৭৭১] মুনযির আস-সাওরি রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ

'মৃত সেই ব্যক্তি যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য রয়েছে আরাম-আয়েশ ও উত্তম রিয্ক।"[১১৩]

এটা তার জন্য মৃত্যুকালীন বার্তা। আখিরাতে তো তার জন্য জান্নাত লুক্কায়িত আছেই। অন্যদিকে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾

'আর সে যদি অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার সমাদরের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি এবং জাহান্নামের ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা।'[১১৪]

এটা তার জন্য মৃত্যুকালীন বার্তা। আখিরাতে তো তার জন্য জাহান্নাম লুক্কায়িত আছেই।"

---

[১১১] সূরা তাওবা, ৯ : ৮২

[১১২] সূরা তাওবা, ৯ : ৮২

[১১৩] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৮৮-৮৯

[১১৪] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৯২-৯৪

ঠোঁট মিলিয়ে যিকর

[৭৭২] রবী বলেন, "নিশ্চয় বান্দা যখন চায়, তখনই তার প্রতিপালকের যিকর করতে পারে। দুই ঠোঁট মিলিত অবস্থায়ও তা সম্ভব।"

ঠোঁট নড়াচড়া ছাড়াও কুরআন পড়া

[৭৭৩] রবী ইবনু মুনযির তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, "আমি রবী ইবনু খুসাইমকে ঠোঁট নড়াচড়া ছাড়াও কুরআন পড়তে দেখেছি।"

ফকিরদের খাওয়ানো

[৭৭৪] মুনযির সাওরি হতে বর্ণিত, "রবী ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ তার স্ত্রীকে বললেন, 'খাবার তৈরি করো, আমি আমার বন্ধুদের দাওয়াত দিতে চাচ্ছি।' স্ত্রী খাবার তৈরি করলেন। রবী এলেন মাসজিদে। তিনি সমকালীন ফকিরদের সমবেত করে ঘরে নিয়ে এলেন এবং তৈরিকৃত খাবারগুলো তাদের খাওয়ালেন। স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'এরাই আপনার বন্ধু?' রবী বললেন, 'হ্যাঁ, এরাই আমার বন্ধু।'"

সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদা দেওয়া

[৭৭৫] মুনযির সাওরি থেকে বর্ণিত, "যখন রবী সূরা রাদে (সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে) সাজদা করতেন, বলতেন, 'হে রব, আমি স্বেচ্ছায় সাজদা দিলাম।'"

সাজদার সময় বিনয় অবলম্বন করা

[৭৭৬] মুহাম্মাদ নামীয় আসলাম গোত্রের স্বল্পবয়সী ছেলে মাসজিদ থেকে এসে বলল, "রবী ইবনু খুসাইম যখন সাজদায় যেতেন, তখন তাঁকে দেখতে ছুড়ে ফেলা কাপড়ের মতো মনে হতো। চড়ুই পাখি এসে তার পিঠে বসে যেত।"

উআইস কারনি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

তাকে দুটি কাপড় দান করলেন

[৭৭৭] কায়েস ইবনু উসাইর ইবনু আমর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "আমি উআইস কারনিকে বস্ত্রহীনতার কারণে দুইটি কাপড় দান করেছি।"

নবিজির সুসংবাদ

[৭৭৮] মুহারিব ইবনু দীসার বলেছেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَهُ أَوْ مُصَلَّاهُ مِنَ الْعُرْيِ، يَحْجِزُهُ إِيمَانُهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، مِنْهُمْ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ وَفُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ

'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যে মাসজিদে বা সালাতের জায়গায় বস্ত্রহীনতার কারণে আসতে পারবে না। তার ঈমান মানুষের কাছে (কিছু) চাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মধ্যে উআইস কারনি ও ফুরাত ইবনু হাইয়ান ইজলি রয়েছে।'"[১১৫]

উআইস কারনি রাহিমাহুল্লাহ-এর বিস্তারিত বিবরণ

[৭৭৯] উসাইর ইবনু জাবের বলেন, "তিনি কুফায় হাদীস বর্ণনা করতেন। একবার তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করা যখন শেষ করলেন তখন বললেন, 'তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।' কিছু লোক রয়ে গেল তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, সে এমন কথা বলছিল আমি কাউকে সে রকম কথা বলতে শুনিনি। তাই তার প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মাল। আমি তাকে অগ্রসর করলাম। সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি লোকটিকে চেনো? যে আমাদের সাথে এমন এমন (জায়গায়) বসেছে?' তখন তাদের একজন বলল, 'হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। তিনি হলেন উআইস কারনি।' তিনি

[১১৫] হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২/৭৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৭৬

জানতে চাইলেন, 'তুমি কি তার ঘর চেনো?' সে বলল, 'জি, চিনি।' তিনি বলেন, তারপর আমি তার সাথে উনার ঘরে গেলাম। দরজায় ধাক্কা দেবার পর তিনি বের হয়ে এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে ভাই, কিসে তোমাকে আমাদের কাছে আসা থেকে আটক রেখেছে?' তিনি জানালেন, 'বস্ত্রহীনতা।' তার সঙ্গীরা তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করত এবং তাকে কষ্ট দিত। আমি বললাম, 'এই চাদরটি নিন এবং তা পরিধান করুন।' তিনি বললেন, 'এমনটি কোরো না। তারা যদি আমার গায়ে এই বস্ত্র দেখে, তো আমাকে কষ্ট দেবে।' আমি তার সঙ্গে থাকলাম যতক্ষণ না তিনি তা পরিধান করছেন। এরপর তিনি লোকদের সামনে বের হয়ে এলেন। তারা বলল, 'এই চাদরটি কার থেকে সে মেরে দিয়েছে বলে আপনাদের মনে হয়?' (এমন কথা শ্রবণ করে) তিনি ফিরে এসে তা খুলে ফেললেন এবং বললেন, দেখলেন তো?'"

উসাইর বলেন, "আমি তখন মজলিসে উপস্থিত হলাম এবং (লোকদের উদ্দেশ্য করে) বললাম, তোমরা তার থেকে কী চাচ্ছ? তাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? লোকটি একসময় বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকে, অন্য সময় তাকে কেউ বস্ত্র দিয়ে থাকে।" এভাবে আমি তাদের শক্ত ভাষায় কিছু কথা শুনিয়ে দিলাম।"

তারপর তিনি বলেছেন, "কুফাবাসী কিছু লোক একবার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আগমন করল। বিদ্রুপ করা হতো এমন এক ব্যক্তিও (তাদের সাথে) আগমন করল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে করন গোত্রের কেউ কি আছে?' (এই কথা শুনে) সেই লোকটি এগিয়ে এল। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ وَقَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ فَأَذْهَبَهُ إِلَّا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَأْمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ

'উআইস নামে এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে তোমাদের কাছে আগমন করবে। ইয়ামানে তার মাকে ছাড়া আর কোনো কিছু সে রেখে আসবে না। তার শ্বেতরোগ ছিল। সে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিল, তখন তিনি এক স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা সমপরিমাণ জায়গা ছাড়া অন্য সব ভালো করে দিলেন। তোমাদের মধ্য হতে যাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে তারা যেন তার কাছ থেকে ক্ষমার দুআ করিয়ে নেয়।'[১১৬]

[১১৬] সহীহ, মুসলিম : ৬৩৭; মুস্তাদরাক হাকিম, ৩/৪৫৬

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?' তিনি বললেন, 'ইয়ামান থেকে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম কী?' তিনি জানালেন, 'উআইস।' উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়ামানে আপনি কাকে রেখে এসেছেন?' তিনি বললেন, 'আমার মাকে।' তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি শ্বেতরোগ ছিল? আল্লাহর কাছে দুআ করার ফলে যা তিনি ভালো করে দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ।' উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমার জন্য ক্ষমার দুআ করুন।' উআইস বললেন, 'আমার মতো ব্যক্তি আপনার মতো ব্যক্তির জন্য দুআ করবে হে আমিরুল মুমিনিন!' তারপর তিনি তার জন্য দুআ করলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না হে ভাই।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "এক ব্যক্তি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, 'আমাদের মাঝে একজন ব্যক্তি আছেন হে আমিরুল মুমিনিন, যাকে উআইস বলে ডাকা হয়। আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে থাকি।' উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তার সাথে সাক্ষাৎ করো। তবে মনে হয় না তুমি তাকে গিয়ে পাবে।' তারপর সেই ব্যক্তি রওনা হয়ে পরিবারের কাছে পৌঁছার আগেই উআইসের দেখা পেল। উআইস তাকে বললেন, 'তোমার স্বভাব তো এমন নয়। কী হয়েছে বলো?' সে জানাল, 'আমি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তোমার ব্যাপারে এই এই বলতে শুনেছি। সুতরাং তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো হে উআইস।' তিনি বললেন, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তা করব না, যতক্ষণ না তুমি অঙ্গীকার করবে যে, ভবিষ্যতে আমাকে নিয়ে আর হাসাহাসি করবে না। আর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা শুনেছ সে বিষয়ে কাউকে জানাবে না।' তারপর তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।"

সালাতের মধ্যে শয়তানের ধোঁকা

[৭৮০] মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি বলেন, "উআইস এক ব্যক্তিকে দেখল সালাত আদায় করছে কেবল উঠে আর বসে। তিনি তাকে বললেন, 'কী ব্যাপার?' সে বলল, 'আমি দাঁড়ালে শয়তান আমার কাছে এসে বলে, তুমি তো আমাকে দেখেছ। সুতরাং বসে পড়ো। তারপর আমার মন সালাতের দিকে ধাবিত হলে আমি দাঁড়িয়ে যাই। তখন শয়তান আবার আমাকে বলে, তুমি তো আমাকে দেখেছ। সুতরাং বসে পড়ো।' তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যখন নির্জনে থাকো তখনো কি এভাবে সালাত আদায় করো?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি তাকে বললেন, 'সালাত আদায় করে যেতে থাকো।' তারপর আমি আর তাকে দেখিনি।"

তার সুপারিশে বহু লোক জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে

[৭৮১] হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَيَخْرُجَنَّ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مَا هُوَ نَبِيٌّ أَكْثَرُ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

'এক ব্যক্তির সুপারিশে—যিনি নবি নন—জাহান্নাম থেকে মুদার ও রবীআ গোত্রের চেয়েও বেশিসংখ্যক মানুষ বের হয়ে আসবে।'"[১১৭]

হাসান বলেন, সাহাবারা বলতেন, "সেই ব্যক্তি হয়তো উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা উআইস কারনি।"

তিনি ছিলেন করন গোত্রের

[৭৮২] সাসা বুন মুআবিয়া বলেন, "উআইস ইবনু আমের কারনি ছিলেন করন গোত্রের এক ব্যক্তি। তিনি তাবিয়ি ও কুফার অধিবাসী ছিলেন। তার শ্বেতরোগ হয়েছিল। তিনি তখন আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছিলেন, যেন তার থেকে এই রোগ দূর করে দেন তিনি। ফলে আল্লাহ তা দূর করে দেন। তারপর দিনি দুআ করেন, হে আল্লাহ, আমার শরীরে এমন কিছু আলামত রেখে দাও, যার মাধ্যমে আমি আমাকে দেওয়া তোমার নিআমাতের কথা স্মরণ রাখতে পারি। তখন আল্লাহ তার শরীরে এমন কিছু বহাল রাখেন (সামান্য শ্বেত অংশ) যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নিআমাতের কথা স্মরণ করতে পারেন। তিনি জামে মাসজিদে যাবার খুব পাবন্দি করতেন। তার একজন চাচাতো ভাই ছিল। সে সুলতানের সঙ্গে থাকত সব সময়। সে যখন তাকে ধনীদের সাথে দেখত তখন বলত, 'এ তো কেবল তাদের (সম্পদ) আত্মসাৎ করতে চায়।' আর যখন দরিদ্রদের সাথে দেখত তখন বলত, 'সে কেবল তাদের ধোঁকা দিতে চায়।' আর উআইস তার চাচাতো ভাইয়ের ব্যাপারে ভালো ভিন্ন অন্য কিছু বলতেন না। তিনি যখন তার পাশ দিয়ে যেতেন তখন নিজেকে আড়াল করে রাখতেন। যাতে করে তার কারণে তাকে গুনাহে লিপ্ত হতে না হয়। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা থেকে গমনকারী দলকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা কি উআইস ইবনু আমের কারনিকে চেনো?' তারা বলল, 'না, চিনি না।' তারপর তার কাছে কুফা থেকে অন্য আরেকটা দল এল। যাদের মধ্যে উআইস কারনির সেই চাচাতো ভাই-ও ছিল। তিনি তাদেরও জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি উআইস ইবনু আমের কারনিকে চেনো?' তার চাচাতো ভাই উত্তর দিলো, 'সে তো আমার চাচাতো ভাই। লোক সুবিধার না সে। তার বিষয়ে

[১১৭] মুরসাল, অবশ্য তিরমিযিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সুপারিশের বিষয়ে বলা হয়েছে। (সুনান তিরমিযি : ২৪৩৯)

আপনি তেমন কিছুই জানেন না, হে আমিরুল মুমিনিন।' উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক! তুমি যখন তার কাছে যাবে, তখন তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো। এবং তাকে বোলো, যেন তিনি আমার কাছে আগমন করেন।'

তার চাচাতো ভাই কুফায় এসেই সফরের জামা-কাপড় পাল্টানোর আগেই উআইসের কাছে গিয়ে দেখল তিনি মাসজিদে আছেন। সে তাকে বলল, 'চাচাতো ভাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন হে আমার চাচার সন্তান।' এবার সে-ও বলল, 'আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন হে উআইস ইবনু আমের। আমিরুল মুমিনিন আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।' তিনি জানতে চাইলেন, 'আমিরুল মুমিনিনকে আমার কথা কে জানাল?' সে বলল, 'তিনি আপনার কথা উল্লেখ করে আপনার কাছে সালাম পৌঁছানোর এবং তার কাছে আপনাকে আগমন করার জন্য বলতে বলেছেন।' তিনি বললেন, 'আমীরের আদেশ শিরোধার্য।' তারপর তিনি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আগমন করলেন। তার সামনে আসতেই তিনি তাকে বললেন, 'আপনিই কি উআইস ইবনু আমের কারনি?' তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই কি সেই ব্যক্তি, যার শ্বেতরোগ হয়েছিল, আর তা দূর করে দেবার দুআ করার পর আল্লাহ তা দূর করে দিয়েছিলেন, তারপর তিনি দুআ করেছিলেন এই বলে যে, হে আল্লাহ আমার শরীরে এমন কিছু আলামত রেখে দাও, যার মাধ্যমে আমি আমাকে দেওয়া তোমার নিআমাতের কথা স্মরণ রাখতে পারি? তিনি তখন তার শরীরে এমন কিছু বহাল রাখেন (সামান্য শ্বেত অংশ) যার মাধ্যমে সে তার নিআমাতের কথা স্মরণ করতে পারেন।' তিনি বললেন, 'এগুলো আপনাকে কে জানাল হে আমিরুল মুমিনিন? আল্লাহর কসম, কোনো মানুষের তো তা জানার কথা না।'

তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন যে, তাবিয়িদের মধ্যে করন গোত্রের এক ব্যক্তি আছে, যার নাম হলো উআইস ইবনু আমের কারনি। তার শ্বেতরোগ হবে। সে তা দূর করে দেবার দুআ করার পর আল্লাহ তা দূর করে দেবেন। তারপর সে দুআ করবে এই বলে যে, হে আল্লাহ আমার শরীরে এমন কিছু আলামত রেখে দাও, যার মাধ্যমে আমি আমাকে দেওয়া তোমার নিআমাতের কথা স্মরণ রাখতে পারি। ফলে তিনি তার শরীরে এমন কিছু রেখে দেবেন (সামান্য শ্বেত অংশ) যার মাধ্যমে সে তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা মনে রাখতে পারবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার দেখা পায় আর তার মাধ্যমে নিজের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে সে যেন নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নেয়। সুতরাং হে উআইস ইবনু আমের, আপনি আমার জন্য ক্ষমার দুআ করুন।' উআইস তখন বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন

হে আমিরুল মুমিনিন।' এবার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন হে উআইস ইবনু আমের।'

যখন লোকেরা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্যটি জানতে পারল তখন একেকজন বলতে লাগল, 'আমার জন্যও ক্ষমার দুআ করুন। আমার জন্যও ক্ষমার দুআ করুন হে উআইস।' যখন খুব বেশি মানুষ এমন করতে লাগল, তখন তিনি দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন। তারপর কিছুকাল পর্যন্ত তাকে আর দেখা যায়নি।"

[৭৮৩] আসবাগ ইবনে যায়দ বলেছেন, "নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উআইসের আগমন করার পথে বাধা ছিল তার মায়ের সেবা করা।"

তার সুপারিশে অনেক মানুষ মুক্তি পাবে

[৭৮৪] হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

"আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুদার ও রবীআ গোত্রের চেয়েও বেশিসংখ্যক মানুষ বের হয়ে আসবে।"

হিশাম বলেন, "হাসানের সূত্রে হাওশাব আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি হলেন উআইস কারনি।"

আবূ বাকর বলেন, "আমি উআইসের গোত্রের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, কীসের কারণে তিনি (এত উচ্চ মর্যাদায়) উপনীত হলেন? তিনি বললেন, 'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন।'"

আবূ বাকর বলেন, "উআইস সিজিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার সাথে কিছু কাফনের কাপড় পাওয়া যায়, যা আগে তার কাছে ছিল না।"

উআইস কারনির খোঁজে

[৭৮৫] হারিম ইবনু হাইয়ান আবদি বলেন, "আমি উআইস কারনির তালাশে বসরা থেকে রওনা হয়ে কুফায় আগমন করে সেথায় কিছুদিন অবস্থান করলাম। কিন্তু তার কোনো খোঁজ বা দেখা পাচ্ছিলাম না। একদিন প্রচণ্ড গরমের দিনের দুপুর বেলায় ফুরাত

নদীর তীরে একজন গোধূম বর্ণের লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, যার দাড়ি ছিল বেশ ঘন। দেখতে অতটা সুন্দর নয়। উষ্কখুষ্ক চুল। মাথা মুণ্ডানো নয়। তার গায়ে দুইটি কাপড় ছিল। আমার ধারণা তা পশমের তৈরি। তার একটা লুঙ্গি হিসেবে অন্যটা চাদর হিসেবে (তিনি ব্যবহার করতেন)। তিনি দুইটির কোনোটিই পানি দিয়ে ধৌত করতেন না। আমার ধারণা হলো, ইনিই হয়তো সেই ব্যক্তি। আমি তার কাছে গিয়ে মাথার পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

'আমাদের রব মহা পবিত্র। আমাদের রবের অঙ্গীকার অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।'[১১৮]

তারপর বললেন, 'কে তোমাকে আমার খোঁজ বলে দিলো?' আমি বললাম, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার খোঁজ বলে দিয়েছেন।' তারপর আমি আমার হাত তার দিকে প্রসারিত করলাম। কিন্তু তিনি তার হাত বাড়ালেন না। আমি জানি না, ঠিক কোন কারণে তিনি এমনটি করলেন। এই দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কেমন আছো, হে হারিম ইবনু হাইয়ান? কেমন আছো তুমি, হে আমার ভাই?' আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। কীভাবে আপনি জানলেন যে, আমি হারিম ইবনু হাইয়ান? অথচ আমরা পরস্পর কাউকে (এর আগে কখনো) দেখিনি।' তিনি বললেন, 'আমার মন তোমার মনকে চিনে নিয়েছে।'

তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং কেঁদে ফেললেন। আমিও তার সাথে কাঁদলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার (আদি) পিতা আদম আলাইহিস সালাম মারা গেছেন হে হারিম ইবনু হাইয়ান। নূহ আলাইহিস সালাম মারা গেছেন হে হারিম ইবনু হাইয়ান। রহমানের বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মারা গেছেন হে হারিম ইবনু হাইয়ান। মূসা আলাইহিস সালাম মারা গেছেন হে হারিম ইবনু হাইয়ান। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম মারা গেছেন হে হারিম ইবনু হাইয়ান। খলীফাতুল মুসলিমীন আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গেছেন হে হারিম ইবনু হাইয়ান। আমার বন্ধু ও একান্ত দোস্ত উমার ইবনু খাত্তাবও মারা গেছেন।' আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, উমার তো এখনো মারা যাননি।' সেটা ছিল উমারের খেলাফতের শেষ সময়কাল। তারপর উআইস বললেন, 'আমি আর তুমিও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আছি। যদি তুমি বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে হে হারিম! তোমার পিতাও মারা গেছেন। হয়তো তিনি জান্নাতে আছেন নয়তো জাহান্নামে।' আমি

---

[১১৮] সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৮

তাকে বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আপনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনেছেন, তা আমাকে শোনান।' তিনি বললেন, 'আমি তার থেকে কিছু শুনিনি। তবে যারা তার থেকে শুনেছে, আমি তাদের থেকে শুনেছি।' আমি তাকে বললাম, 'আমাকেও শোনান, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।' তিনি বললেন, 'আমি বিচারক, মুফতি বা মুহাদ্দিস হওয়ার দরজা নিজের জন্য উন্মুক্ত করাকে অপছন্দ করি। আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি।' আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমাকে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলার বাণীই সর্বোচ্চ সত্য কথা। তার বক্তব্যই সর্বোত্তম বক্তব্য, আর তার হাদীসই সবচেয়ে বিশুদ্ধ।'

তারপর তিনি আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা দুখানের শুরু থেকে ৪২ নং আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং হিক্কা তুলে একসময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'উআইস তো মারা গেছেন!' আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর তিনি (অজ্ঞান থাকার পর) জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, 'হে আমার ভাই, আমি খুব দুশ্চিন্তার ভেতরে ছিলাম। আমি ওই সকল মানুষের সাথে থাকতে পারি না। একাকিত্বই আমার কাছে বেশি ভালো লাগে। আজকের পরে আমার কাছে আর কোনো আবেদন কোরো না। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। যদি তুমি বাড়ি ফিরে যাও তবে আমার কথা স্মরণ রেখো। আমিও তোমার কথা স্মরণ রাখব।' আমি বললাম, 'আমার জন্য কিছু দুআ করুন।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার এই ভাই মনে করে যে, সে তোমার খাতিরেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। সে তোমার জন্যই আমাকে ভালোবাসে। সুতরাং তুমি তার সবকিছুর ব্যবস্থা করে দাও এবং তাকে শান্তির নীড় জান্নাতে প্রবেশ করাও।' তারপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে তার পথ ধরলেন। আমিও কাঁদতে থাকলাম। তারপর স্বপ্নে পরস্পর দেখা হওয়া ছাড়া তার সাথে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।"

জামাকাপড় সব সদাকা করে দেওয়া

[৭৮৬] মুগীরা বলেন, "উআইস কারনি তার জামাকাপড় সব সদাকা করে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি বস্ত্রহীন হয়ে পড়েছিলেন। জুমুআর সালাতে যাবার জন্যও কাপড় ছিল না তার।"

দাফনের পর তার কবরের চিহ্ন উধাও হয়ে যায়

[৭৮৭] আবদুল্লাহ ইবনু সালামা বলেন, "উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে আমরা আজারাবাইজান অভিযানে বেরিয়েছিলাম। আমাদের সাথে উআইস কারনিও ছিলেন।

আমরা যখন ফিরে আসি তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাকে বহন করে নিই। কিন্তু তিনি ঠিক থাকতে পারেননি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমরা (এক জায়গায়) অবতরণ করি। সেখানে দেখি কবর খোঁড়া আছে। পানি ভরা আছে। কাফনের কাপড় এবং সুগন্ধি প্রস্তুত আছে। আমরা তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরালাম। তার জানাযার সালাত আদায় করে তাকে দাফন করলাম। আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম, 'যদি আমরা ফিরে গিয়ে তার কবরের (জায়গাটা অন্যদের) চিনিয়ে দিই, তাহলে তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারব। এরপর ফিরে গিয়ে দেখি সেখানে কোনো কবর বা কবরের চিহ্নও নেই।"

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তাকে খোঁজা

[৭৮৮] উসাইর ইবনু জাবের বলেন, "উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে যখন ইয়ামান থেকে কোনো দল আসত তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমাদের মধ্যে উআইস ইবনু আমের কারনি নামে কেউ আছে?' অবশেষে তিনি উআইস কারনির দেখা পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি উআইস ইবনু আমের কারনি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনি মুরাদ গোত্রের করন শাখার লোক?' তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ।' তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন, 'আপনার শ্বেতরোগ ছিল। তারপর এক রৌপ্যমুদ্রা সমপরিমাণ জায়গা ছাড়া বাকি শ্বেতরোগ ভালো হয়ে যায়?' তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মা কি আছেন?' তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ।' এবার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ

'ইয়ামানবাসীর সাথে মুরাদ গোত্রের করন শাখার উআইস বিন আমির নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আগমন করবে। তার শ্বেতরোগ ছিল। এক রৌপ্যমুদ্রা সমপরিমাণ জায়গা ছাড়া বাকিটুকু ভালো হয়ে যায়। তার মায়ের সেবায় সে নিয়োজিত আছে। যদি সে আল্লাহর নামে কসম করে তবে তিনি তা পূর্ণ করেন। যদি তোমার নিজের জন্য তাকে দিয়ে ক্ষমার দুআ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা করিয়ে নিয়ো।'[১১৯]

সুতরাং আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

---

[১১৯] সহীহ। এর তাহকীক পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'কুফায় যেতে চাচ্ছি।' উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রস্তাব করলেন, 'আমি কি আপনার জন্য কুফার গভর্নরের কাছে লিখে দিতে পারি না, যাতে তিনি আপনার প্রতি খেয়াল রাখেন?' উআইস উত্তর দিলেন, 'সাধারণ মানুষের কাতারে থাকা আমি বেশি পছন্দ করি।'

পরের বছর তাদের (গোত্রের) সম্ভ্রান্ত এক লোক হাজ্জ করতে এলে উমারের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি তখন তাকে উআইসের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাকে কেমন দেখে এসেছে। সে জানাল, 'জীর্ণশীর্ণ ঘরে, সামান্য আসবাব নিয়ে তিনি থাকেন।' তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ইয়ামানবাসীর সাথে মুরাদ গোত্রের করন শাখার উআইস নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আগমন করবে। তার শ্বেতরোগ ছিল। এক রৌপ্যমুদ্রা সমপরিমাণ জায়গা ছাড়া বাকিটুকু ভালো হয়ে যায়। তার মায়ের সেবায় সে নিয়োজিত আছে। যদি সে আল্লাহর নামে কসম করে তবে তিনি তা পূর্ণ করেন। যদি তোমার নিজের জন্য তাকে দিয়ে ক্ষমার দুআ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা করিয়ে নিয়ো।' সেই ব্যক্তি কুফায় ফিরে যাওয়ার পর উআইসের কাছে এসে বলল, 'আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তিনি বললেন, 'আপনি মাত্র একটি সুন্দর সফর শেষ করে এসেছেন। আপনিই আমার জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করুন। আপনার সাথে কি উমারের দেখা হয়েছে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছে।' তারপর তিনি তার জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করলেন। লোকজন (এই বিষয়টি জেনে) তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। তিনি তখন নিজের মতো (সেখান থেকে) চলে গেলেন।"

উসাইর বলেন, "আমি তাকে একটি চাদর দিয়েছিলাম। যখন কোনো মানুষ তার গায়ে সেটা দেখত, জিজ্ঞেস করত—এই চাদর উআইস কোথায় পেয়েছে?"

লোকদের সহায়তায় তিনি হাজ্জে যান

[৭৮৯] আতা খোরাসানি বলেন, "লোকেরা হাজ্জের আলোচনা করছিল। তখন তারা উআইসকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি হাজ্জ করেননি?' তিনি বললেন, 'না, করিনি।' তারা জানতে চাইল, 'কেন করলেন না?' তিনি চুপ করে রইলেন। তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, 'আমার কাছে বাহন আছে।' অন্যজন বলল, 'আমার কাছে খরচপাতি আছে।' অন্য আরেকজন বলল, 'আমার কাছে পথখরচ আছে।' তিনি তখন তাদের থেকে সেগুলো গ্রহণ করে হাজ্জ করতে আসেন।"

আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ–এর চোখে দুনিয়া

একাধিকবার হাজ্জ-উমরা আদায় করা

[৭৯০] আবূ ইসহাক বলেন, "আসওয়াদ আশিবারের মতো হাজ্জ-উমরা আদায় করেছেন।"

[৭৯১] আবদুল্লাহ বলেন, "আমার পিতা বলেছেন, 'আমর ইবনু মাইমুন ষাটবারের মতো হাজ্জ-উমরা করেছেন।'"

ইবাদাতে চেষ্টা-সাধনা করা

[৭৯২] আবদুল্লাহ ইবনু বিশর বলেন, "আলকামা ইবনু কায়স ও আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ উভয়ে হাজ্জ করলেন। আসওয়াদ অনেক বেশি ইবাদাতগুজার ছিলেন। তো তিনি একদিন সাওম রাখলেন। দ্বিপ্রহরের সময় লোকেরা (যার যার অবস্থানস্থলে) ফিরে গেল। তার চেহারার বর্ণ তখন (গরমের কারণে) পরিবর্তন হয়ে এল। আলকামা তার কাছে এসে তার রানের ওপর আঘাত করে বললেন, 'হে আবূ উমার, তুমি কি নিজের শরীরের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে না? তুমি কেন নিজের শরীরকে এত কষ্ট দিচ্ছ?' তখন আসওয়াদ উত্তর দিলেন, 'হে আবূ শিবল, আমি তো কেবল (যথাসাধ্য) চেষ্টা-সাধনা করছি।'"

পরকালের শান্তির জন্য দুনিয়ায় কষ্ট করা

[৭৯৩] আলি ইবনু মুদরিক বলেন, "আলকামা আসওয়াদকে সাওম পালনকারী অবস্থায় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেন এই শরীরকে এতটা কষ্ট দিচ্ছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি আসলে তার (পরকালের) শান্তির জন্যই এটা করছি।'"

[৭৯৪] আবদুর রহমান ইবনু সুরদান আবূ কায়স আল-আউদি বলেন, "আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ সাওম ও ইবাদাতে নিজেকে খুব ব্যস্ত রাখতেন। যার ফলে তার শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল এবং হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি বলেন, 'আলকামা বলতেন, হায় রে, তুমি কেন যে এই শরীরকে এত কষ্ট দিচ্ছো!' তিনি উত্তর দিতেন, 'আসলে

বিষয়টি হলো আমি পরিশ্রম করছি, আসলে বিষয়টি হলো আমি পরিশ্রম করছি।'"

ইরাকের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি

[৭৯৫] আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, "ইরাকে আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ নেই।"

অত্যধিক নফল সালাত পড়তেন

[৭৯৬] আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীস বলেন, "আমি মালিক ইবনু মিগওয়ালকে বলতে শুনেছি, একদিন তাকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'তোমার সালাতের কী অবশিষ্ট আছে?' তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন, '(আগের তুলনায়) অর্ধেকটা। দুই শ পঞ্চাশ রাকাত।'"[১২০]

তার কপালে সাজদার দাগ ছিল

[৭৯৭] আবদুল কারীম আল-আয়ামি বলেন, "আমরা মুররা হামদানীর কাছে আসলাম। তিনি বের হয়ে (আমাদের সামনে) এলেন। তখন আমরা তার কপালে, হাতের তালুতে, হাঁটুতে ও পায়ে সাজদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। তিনি আমাদের কাছে কিছু সময় বসলেন। তারপর উঠে গেলেন। (কেমন যেন তিনি পুরোটা সময়) রুকু-সাজদাতেই ছিলেন।"

রাতে তারা তিলাওয়াত করতেন

[৭৯৮] আবুল আহওয়াস বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি রাতে তাঁবুতে আগমন করত তবে মৌমাছির গুনগুন আওয়াজের ন্যায় তাঁবুতে অবস্থানকারীদের আওয়াজ শুনতে পেত। ইনারা তো নিরাপদ সেই শঙ্কা থেকে, যার আশঙ্কা উনারা করতেন।[১২১]

প্রত্যেক মানুষেরই ভুলত্রুটি থাকে

[৭৯৯] তালহা বললেন, "প্রত্যেক মানুষেরই দিনের ভুলত্রুটি থাকে।" তখন তার এক গোলাম তাকে বলল, "যদি এটাই আপনার কর্মপন্থা হয়, তাহলে আপনি দৃষ্টিশক্তি হারাবেন এবং নিজের জন্য একজন পথপ্রদর্শক আপনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে।"

---

[১২০] অর্থাৎ তিনি যৌবনে পাঁচ শ রাকাত করে পড়তেন। এখন বৃদ্ধ হয়ে যাবার পর সালাতের পরিমাণটা কমে গেলেও এখনো অর্ধেকটা অবশিষ্ট আছে। যার পরিমাণ হলো দৈনিক দুই শ পঞ্চাশ রাকাত।-অনুবাদক

[১২১] অর্থাৎ যেখানে সাহাবি ও তাবিয়িরা তাঁবু ফেলে অবস্থান করতেন সেখানে যে রাতে আগমন করত সে তাদের রাত জেগে কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর-আযকারের শব্দ শুনতে পেত। আবুল আহওয়াস তার বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, তার সময়কার লোকেরা নিরাপদ হলেও তাদের পূর্ববর্তী মুজাহিদরা ঠিকই শত্রুর অনিষ্টতার আশঙ্কা করতেন। -অনুবাদক

মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

যিকরে থাকা সালাতে থাকার মতোই

[৮০০] মাসরূক বলেন, "যতক্ষণ কারও অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে, ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যে থাকে। যদিও তার অবস্থান বাজারের মধ্যে হয়।"

সাজদারত অবস্থায় ঘুমানো

[৮০১] আবূ ইসহাক বলেন, "মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ হাজ্জ করেছেন এমন অবস্থায় যে, যখনই তিনি ঘুমিয়েছেন তখনই কপালের ওপর সাজদারত অবস্থায় ছিলেন।"

সাজদা ছাড়া সবকিছুর জন্য দুঃখবোধ

[৮০২] সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, "মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলাকে সাজদা করা ছাড়া, দুনিয়ার বাকি সবকিছুর জন্য আমার দুঃখবোধ হয়।'"

কপালকে মাটিতে ধূসরিত করা

[৮০৩] সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, "একদিন মাসরূকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, 'হে আবূ সাঈদ, নিজেদের কপালকে ধুলোয় ধূসরিত করা ছাড়া আগ্রহান্বিত হওয়ার মতো আর কিছুই নেই।'"

ইলম অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করা

[৮০৪] আবদুল্লাহ ইবনু মুররা বলেন, "মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'মানুষ তার ইলম অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অজ্ঞতা অনুপাতে নিজের ইলমের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে।'"

প্রতিটি পদক্ষেপে নেকি বা গুনাহ হয়

[৮০৫] সুলাইমান থেকে বর্ণিত, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "মানুষ যখনই কোনো পদক্ষেপ নেয়, এর জন্য তার আমলনামায় একটি নেকি অথবা একটি গুনাহ

বরাদ্দ হয়। (অর্থাৎ ভালো কাজের জন্য হলে নেকি বরাদ্দ হয় আর খারাপ কাজের জন্য হলে গুনাহ)।"

কবিতার প্রতি অনীহা

[৮০৬] মুসলিম থেকে বর্ণিত, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ-কে একটা কবিতার পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "আমি চাই না, আমার আমালনামায় কবিতার কোনো বিষয় থাকুক।"

রিযকের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস

[৮০৭] আবদুল্লাহ ইবনু মুররা থেকে বর্ণিত, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'খাদিম যখন এসে বলে, আমাদের কাছে খাবারও নেই, পয়সাও নেই, তখন আমি রিযকের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস রাখতে পারি না!'

আল্লাহ তাআলাই দান করেন ও দান বন্ধ করেন

[৮০৮] মুসলিম থেকে বর্ণিত, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا "যে আল্লাহকে ভয় করবে তিনি তার জন্য উপায় বের করে দেবেন।"[১২২] এই আয়াতের ব্যখ্যায় মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—এই কথা জানা যে, আল্লাহ তাআলাই দান করেন ও দান বন্ধ করেন।"

আল্লাহর ওপর ভরসা

[৮০৯] আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "যে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হবেন।"[১২৩] এই আয়াতের ব্যখ্যায় মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তিই আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনি কি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান না? হ্যাঁ, যে তার ওপর ভরসা করে তিনি তার পাপ মোচন করেন এবং তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ "নিশ্চয়ই তিনি তার কাজ সমাধা করবেন।"[১২৪] এই আয়াতের ব্যখ্যায় মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে তার ওপর ভরসা করে আর যে করে না, এখানে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে।"

আল্লাহ তাআলা বলেন, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা

[১২২] সূরা তালাক, ৬৫ : ২

[১২৩] সূরা তালাক, ৬৫ : ৩

[১২৪] সূরা তালাক, ৬৫ : ৩

প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।"[১২৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "পরিমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—সময়সীমা।"

নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করা

[৮১০] মুসলিম থেকে বর্ণিত, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "মানুষ এই বিষয়ের উপযুক্ত যে, সে নির্জন মজলিসে উপস্থিত হয়ে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করবে এবং এর থেকে তাওবা করবে।"

দুনিয়া আমাদের নিচে

[৮১১] ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির বলেন, "মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ প্রতি শুক্রবার একটি খচ্চরে আরোহণ করে আমাকে তার পেছনে চড়িয়ে নিতেন। তারপর জীযা নামক স্থানের একটি পুরাতন ইবাদাতখানায় এসে তাতে খচ্চরকে রেখে বলতেন, 'দুনিয়া আমাদের নিচে।'"

কবরে থাকা মুমিনকে ঈর্ষা করা

[৮১২] খিফাফ ইবনু আবূ সারিয়া বলেন, "মাসরূক বলেছেন, 'আমি সবচেয়ে বেশি ঈর্ষা করি কবরে থাকা সে মুমিনকে, যে শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং দুনিয়া থেকে (বিদায় নেবার মাধ্যমে) প্রশান্তি লাভ করেছে।'"

লম্বা সালাত আদায়

[৮১৩] আনাস ইবনু সিরীন মাসরূকের স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, "মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ এত লম্বা সালাত আদায় করতেন যে, তার উভয় পা ফুলে যেত। নিজের প্রতি করা এমন (কষ্টকর) কাজের কারণে, তার স্ত্রী বসে বসে কাঁদতেন।"

আল্লাহ তাআলা থেকে সতর্কতা অবলম্বন

[৮১৪] শাবি থেকে বর্ণিত, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন সে যেন আল্লাহ তাআলা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে।"

যে আল্লাহকে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসা

[৮১৫] এক ব্যক্তি মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ-কে বলল, "আমি আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি।" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহকে ভালোবেসেছ, তাই যে

---

[১২৫] সূরা তালাক, ৬৫ : ৩

আল্লাহকে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসো।"

তিনি চরিত্রবান ছিলেন

[৮১৬] আবূ ওয়ায়েল বলেন, "আমি মাসরূকের সাথে ছিলাম। তিনি তখন সিলসিলাহ এলাকাতে আমীর হিসেবে ছিলেন। আমি তার থেকে চরিত্রবান কাউকে দেখিনি। তিনি কেবল দজলা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করতেন।"

এক যুবকের নাসীহাত

[৮১৭] শাবি বলেন, "মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ-কে জিয়াদ 'সিলসিলাহ' এলাকার কর্মকর্তারূপে পাঠালেন। যখন মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বের হলেন, তখন তার সাথে তাকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে কুফার কারিগণও বের হলেন। তাদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়া এক যুবক ছিল। যখন তিনি ফিরে এলেন এবং নিজের কয়েকজন সঙ্গীর সাথে অবস্থান করছিলেন, তখন সেই যুবক তার নিকটবর্তী হয়ে তাকে বললেন, 'আপনি তো কুফার কারিদের প্রধান ও তাদের সর্দার। যদি জানতে চাওয়া হয়, তাদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তর আসবে, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী কে? উত্তর আসবে, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ। যদি প্রশ্ন করা হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ কে? উত্তর আসবে, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ। আপনার সুনাম তাদেরই সুনাম। আপনার বদনাম তাদেরই বদনাম। আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে বলি, অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে আমি আপনার ব্যাপারে পানাহ চাচ্ছি এই বিষয় থেকে যে—আপনি নিজের ব্যাপারে দরিদ্রতা বা দীর্ঘ আশা পোষণের কথা বলবেন।' তখন মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, "আমি যে অবস্থায় আছি, তুমি কি সে ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করবে না?' সে উত্তর দিলো, 'আল্লাহর কসম, আপনি যে অবস্থায় আছেন আমি তাতে মোটেও সন্তুষ্ট নই। সুতরাং আমি কী করে আপনাকে সহায়তা করব? আপনি চলে যান।' যুবক প্রস্থান করার পর মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'এই যুবকের নাসীহাত আমাকে যতটা স্পর্শ করেছে, কোনো নাসীহাত তা করেনি।' সুফিয়ান বলেন, 'যখন মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ তার সেই কাজ থেকে ফিরে এলেন, তখন তার কাছে আবুল ওয়ায়েল আগমন করলেন। মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, 'আমি এমন কোনো কাজ করিনি, যার ব্যাপারে আমি শঙ্কাবোধ করছি যে তা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তবে এই কাজটি ছিল এর ব্যতিক্রম। আমি এতে (অর্থাৎ কর্মকর্তা হয়ে সিলসিলাহ নামক এলাকায় গমন করার কাজে) কোনো মুসলিম বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরের প্রতি জুলুম করিনি।'"

কিয়ামাতের দিন আফসোস

[৮১৮] হারেস ইবনু উমাইরা থেকে বর্ণিত, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "বিপদগ্রস্ত লোকেরা কিয়ামাতের দিন আফসোস করবে যে, যদি (দুনিয়াতে) তাদের চামড়াগুলো কাঁচি দিয়ে কাটা হতো!"[১২৬]

[৮১৯] তালহা থেকে বর্ণিত, মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা বিপদের অনুপাতে কিয়ামাতের দিন প্রতিদান পাবার সময় খুব আফসোস করবে। এমনকি কেউ কেউ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে যে, যদি দুনিয়াতে তার চামড়া কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হতো!"

মাসজিদ আল্লাহর ঘর

[৮২০] আমর ইবনু মায়মুন বলেন, "মাসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। আর যাকে দেখতে যাওয়া হয় তার দায়িত্ব হলো—দেখা করতে আসা ব্যক্তিকে সম্মান করা।"

কোনো মুসলিমকে ধোঁকা না দেওয়া

[৮২১] ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, "মায়মুন ইবনু আবী শাবীব কোনো জাল রৌপ্যমুদ্রা দেখলে তা ভেঙে ফেলতেন। তিনি বলতেন, 'কোনো মুসলিম যাতে তোমার মাধ্যমে ধোঁকাগ্রস্ত না হয়।'"

একজন ঘোষকের ঘোষণা

[৮২২] হাসান ইবনু হুর থেকে বর্ণিত, মায়মুন ইবনু আবী শাবীব বলেছেন, "হাজ্জাজের শাসনামেলে আমি একবার জুমুআর সালাতে যাবার ইচ্ছায় প্রস্তুতি নিলাম। তো (মনে মনে) বললাম, আমি কোথায় যাব? এর (হাজ্জাজের) পেছনে সালাত আদায় করব? তাই একবার ভাবলাম যাব। আবার ভাবলাম যাব না। শেষ পর্যন্ত যাওয়ার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত স্থির করলাম। এমন সময় ঘরের পাশ থেকে একজন ঘোষক আমাকে ডাক দিয়ে বলল :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ

'হে ঈমানদারগণ, যখন জুমুআর দিন সালাতের জন্য আহ্বান জানানো হয়,

---

[১২৬] অর্থাৎ দুনিয়াতে যার বিপদ যত বেশি হবে আখেরাতে তার প্রতিদান তত বেশি হবে। তাই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আফসোস করবে যে, দুনিয়াতে যদি তার বিপদ অনেক বেশি হতো, তাহলেই তো ভালো হতো। এর ফলে আখেরাতে এখন সে বেশি প্রতিদান পেত।-অনুবাদক

তখন আল্লাহর স্মরণে দ্রুত এগিয়ে যাও।'"[১২৭]

তিনি বলেন, "অতঃপর আমি গমন করলাম। একদিন আমি এক গ্রন্থ রচনায় হাত দিলাম। আমার সামনে এমন একটি বিষয় উপস্থিত হলো, যদি তা লিখি—তবে আমার গ্রন্থটি সৌন্দর্যমণ্ডিত হলেও—আমি নিজে মিথ্যাবাদী হয়ে যাই। আর যদি না লিখি—তবে আমি নিজে সত্যবাদী প্রতীয়মান হলেও—গ্রন্থটিতে কিছুটা অসৌন্দর্য চলে আসে। তাই একবার ভাবছিলাম, গ্রন্থটা লিখে ফেলি। আরেকবার ভাবছিলাম, নাহ থাক; লিখব না। শেষ পর্যন্ত না লেখার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত স্থির করলাম। তাই তা বাদ দিলাম। সে সময় ঘরের পাশ থেকে একজন ঘোষক আমাকে ডেকে বলল :

يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

'আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দুনিয়া-আখিরাতে সুদৃঢ় কথার মাধ্যমে দৃঢ়পদ রাখবেন।'"[১২৮]

---

[১২৭] সূরা জুমুআ, ৬২ : ৯
[১২৮] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৭

আমর ইবনু উতবা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

শহীদের প্রতি ভালোবাসা

[৮২৩] আলকামা বলেন, "আমরা একবার যুদ্ধে বের হলাম। তখন আমাদের সাথে ছিল আসওয়াদ, আমর ইবনু উতবাহ, মিদাদ। যখন আমরা সীদানের পানির স্থানে আসলাম—আমাদের আমীর ছিলেন উতবাহ ইবনু ফারকাদ—তখন তার ছেলে আমর ইবনু উতবাহ বললেন, 'যদি আপনারা তার কাছে অবতরণ করেন, তবে সে আপনাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করবে। হতে পারে (আতিথেয়তা করতে গিয়ে) সে কারও ওপর জুলুম করে ফেলবে। তাই যদি আপনারা চান, তবে আমরা এই গাছের ছায়াতেই বিশ্রাম নেব এবং নিজেদের রুটির খণ্ডিত টুকরো থেকে ভক্ষণ করব।' অতঃপর আমরা ফিরে এলাম এবং (তার কথা অনুযায়ী) করলাম। যখন আমরা ভূমিতে আসলাম, তখন আমর ইবনু উতবা একটি সাদা জুব্বা ছিঁড়ে গায়ে দিলো। তারপর বলল, 'আল্লাহর কসম, এর ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়া বেশি সুন্দর (দেখাবে)।' তারপর তার প্রতি (তির) নিক্ষিপ্ত হলো। আমি দেখলাম সে যে জায়গা ধরে রেখেছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এরপর সে মৃত্যুবরণ করল। পরবর্তী দিন আমরা ভোরের শীতলতার মধ্যে রওনা হলাম। আমি মিদাদকে আমার চাদর দিয়ে দিলাম। সে তা পরে নিল। ইবনুল দাওরাকি বলেন, 'সে তা পাগড়ি হিসেবে পরিধান করল। তারপর তার প্রতিও (তির) নিক্ষিপ্ত হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, এটা অনেক ছোট। আর আল্লাহ তাআলা ছোট জিনিসের মধ্যে বরকত দান করেন।' সেই আঘাতের কারণে তারও মৃত্যু হলো। পরবর্তীকালে আলকামা সেই চাদর পরিধান করে বলতেন, 'এতে মিদাদের রক্ত দেখে তার প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পায়।'"

জিহাদের জন্য কেনা ঘোড়ার প্রতি কদমে নেকি

[৮২৪] আমাশ বলেন, "আলকামা ইবনু কায়েস, আমর ইবনু উতবা ও মিদাদ বালানযার অভিযানে বের হলেন। তখন আমর ইবনু উতবা (জিহাদের জন্য) চার হাজার দিরহাম দিয়ে একটা ঘোড়া কিনলেন। অন্যরা তাকে বলল, 'তুমি খুব বেশি দাম দিয়ে ফেলেছ।' তিনি বললেন, 'আমি চাই যে, সে প্রতি কদম উঠাবে ও ফেলবে তার বিনিময়ে আমাকে এক দিরহাম এক দিরহাম করে দেওয়া হবে।'"

সাজদা করা এবং নৈকট্যবান হওয়া

[৮২৫] উতবা ইবনু ফারকাদ আবদুল্লাহ ইবনু রবীআকে বললেন, "হে আবদুল্লাহ, তুমি কি আমাকে—তোমার ভাতিজার ব্যাপারে আমি যে কাজ করছি—তাতে সহায়তা করবে না?" আবদুল্লাহ বললেন, "হে আমর, তুমি আপন পিতার আনুগত্য করো।" তারপর তিনি মিদাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি তাদের সাথে বসে আছেন। তখন তাকে বললেন, "তুমি তাদের অনুগত হোয়ো না। সাজদা করো এবং নৈকট্যবান হও। আমাশ কেন সাজদা করেননি?" আমর বললেন, "হে আমার পিতা, আমি একজন গোলাম। যে কিনা নিজের মুক্তির জন্য কাজ করে।" তখন উতবা কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, "হে আমার ছেলে, আমি তোমাকে দুভাবে ভালোবাসি। একটা হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। অন্যটা হলো পুত্রের প্রতি পিতার ভালোবাসা।" আমর বলল, "হে আমার পিতা, আপনি আমার কাছে এত সম্পদ নিয়ে এসেছেন, যা সত্তর হাজারের মতো হবে। যদি আপনি তা আমার কাছে চান, তবে তা-ই হবে। আপনি তা গ্রহণ করে নিন। অন্যথায় আমাকে আমার মতো থাকতে দিন। আমি তা খরচ করব।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি সবটুকু খরচ করেছিলেন। এমনকি একটা দিরহামও আর বাকি থাকেনি।"

বিয়ের প্রতি অনীহা

[৮২৬] সিরীন থেকে বর্ণিত, "উতবা ইবনু ফারকাদ তার ছেলে আমরের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করল। সে তা নাকচ করে দিলো। তখন তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালেন। উসমান তার ছেলে আমর ইবনু উতবার কাছে এই মর্মে লিখে পাঠালেন, যেন সে যাতে তার কাছে উপস্থিত হয়। (উপস্থিত হবার পর) উসমান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে বিবাহ করতে কিসে বারণ করল? অথচ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর ও উমার বিবাহ করেছেন। এবং আমরাও তাদের থেকে যা (উপকার) পাবার পাচ্ছি।' আমর তাকে উত্তর দিলো, 'হে আমিরুল মুমিনিন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলের মতো এবং আবূ বাকর, উমার ও আপনার আমলের মতো আমল কে করতে পারবে?' সে যখন তাকে এই কথা বলল তখন তিনি তাকে বললেন, 'ঠিক আছে তুমি চলে যাও। যদি তোমার মন চায় তবে বিয়ে কোরো। আর যদি মন না চায় তবে কোরো না।'"

কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি

[৮২৭] ঈসা ইবনু উমার বলেন, "আমর ইবনু উতবা ইবনু ফারকাদ রাতের বেলায় তার ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন। তারপর কয়েকটি কবরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে কবরবাসী, আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমল তুলে নেওয়া হয়েছে।' তারপর

তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত দুই পা সোজা করে অবস্থান করলেন। এরপর ফিরে গিয়ে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করলেন।"

মেঘমালা তাকে ছায়া দিত

[৮২৮] আলি ইবনু সালেহ বলেন, "আমর ইবনু উতবা তার সঙ্গীদের বাহনগুলো চরাতেন আর মেঘমালা তাকে ছায়া দিত।"

হিংস্র প্রাণী তাকে পাহারা দিত

[৮২৯] আলি ইবনু সালেহ বলেন, "আমর ইবনু উতবা সালাত আদায় করতেন আর হিংস্র প্রাণী তাকে পাহারা দিত।"

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতেন না

[৮৩০] আমর ইবনু উতবার একজন আযাদকৃত দাস বলেন, "একদিন গরমের সময়ে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠে আমর ইবনু উতবাকে খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের ওপর তার দেখা পেলাম। তখন তিনি সাজদারত ছিলেন আর মেঘ তাকে ছায়া দিচ্ছিল। আমরা যখন যুদ্ধে বের হতাম, তখন তার সালাতের আধিক্যতার কারণে আমাদের পাহারা দিতে হতো না। (কারণ, রাত জেগে তিনি সালাত আদায় করতেন।) একরাতে তাকে দেখলাম সালাত আদায় করছেন। তখন আমরা সিংহের গর্জন শুনে পালিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি সরে না গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকেন। আমরা তাকে বললাম, 'আপনি কি সিংহকে ভয় করেন না?' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সিংহকে ভয় পেতে লজ্জাবোধ করি।'"

তিনটি প্রার্থনা

[৮৩১] আমাশ থেকে বর্ণিত, আমর ইবনু উতবা ইবনু ফারকাদ বলেন, "আমি আল্লাহর কাছে তিনটা জিনিস চেয়েছি। তিনি আমাকে দুটা দিয়েছেন, আমি এখন তৃতীয়টা পাওয়ার অপেক্ষা করছি। তার কাছে আমি প্রার্থনা করেছি, যাতে করে তিনি আমাকে দুনিয়াবিমুখ বানিয়ে দেন। তাই দুনিয়ার কী এল আর কী গেল, তাতে আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। তার কাছে আমি আবেদন করেছিলাম—যাতে তিনি আমাকে সালাতে দণ্ডায়মান থাকার মতো শক্তি দান করেন। তিনি আমাকে তা দিয়েছেন। আরেকটা হলো আমি তার কাছে শহীদ হওয়ার নিবেদন করেছি। এখন তারই প্রতীক্ষায় আছি।"

সিংহও তাকে সমীহ করত

[৮৩২] মুহাম্মাদ বলেন, "আমি যাদের সাহচর্যে থেকেছি তাদের মধ্যে আমর ইবনু

উতবা এমন ব্যক্তি, যে সব সময়ই অনুসরণীয়। এক রাতে তিনি তাঁবুতে সালাত আদায় করছিলেন আর তার সঙ্গী তাঁবুর বাইরে সালাত আদায় করছিল। ইত্যবসরে একটি সিংহ এসে তার সঙ্গীর কেবলার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিন্তু সে সরে যায়নি। এরপর সিংহটি তাঁবুর কাছে এসে আমরের পায়ের কাছে গুটিয়ে বসল। যখন তিনি সাজদা করতে চাইলেন, তখন সিংহটি সরে গিয়ে তার সাজদার স্থানে এসে জড়সড় হয়ে বসল। তখন তিনি (ওই অবস্থায়) সাজদা করলেন। অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি গলা খাঁকারি দিলেন। সন্দেহটা হয়েছে বর্ণনাকারী বিশরের। তারপর সকাল হলে আমরের সঙ্গী তার কাছে এসে জানাল যে, তার সামনে দিয়ে সিংহটি অতিক্রম করেছিল কিন্তু সে সরে যায়নি। সে ভেবেছিল সিংহটি হয়তো কিছু একটা করে বসবে। তখন আমরও তার পায়ে থাকা সিংহটির চিহ্ন তাকে দেখালেন এবং সিংহটি যা করেছে সে বিষয়ে তাকে জানালেন।"

মেঘ তাকে ছায়া দিত

[৮৩৩] হাওত ইবনু রাফে থেকে বর্ণিত, আমর ইবনু উতবাহ তার সঙ্গীদের কাছে শর্ত করলেন যে, তিনি তাদের খাদেম হবেন। বর্ণনাকারী বলেন, "একদিন গরমের ভেতর তিনি চারণভূমিতে বের হলেন। তখন তার একজন সঙ্গী তার কাছে আগমন করে দেখতে পেল যে, মেঘমালা তাকে ছায়া দিচ্ছে আর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বিশর বললেন, 'হে আমর।' তারপর আমর তাকে ধরলেন, যেন তিনি এই বিষয়ে কাউকে কিছু না জানান।"

বিবাহের প্রতি অনাগ্রহ

[৮৩৪] মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু উতবাহ ইবনু ফারকাদ থেকে বর্ণিত, একবার তার পিতামাতা তাকে বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তখন তারা উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সহায়তা নিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ না কেন? অথচ নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেছেন, আবূ বাকর, উমার বিয়ে করেছেন। আমি নিজে বিয়ে করেছি।" তিনি উত্তর দিলেন, "আপনাদের মতো আমল করার সাধ্য কি আর আমার আছে!" উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!" তারপর তিনি তার চেহারা ঘুরিয়ে হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন। ঠিক যেভাবে কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখলে করে থাকে। (এভাবেই) বর্ণনাকারী উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতিক্রিয়ার অবস্থা ব্যক্ত করেছেন। যখন তারা তাকে খুব পীড়াপীড়ি করল তখন তিনি বললেন, "ঠিক আছে, আমি বিয়ে করব।" জারীরের কন্যাকে তার বিয়ের প্রস্তাব জানানো হলো। তিনি বললেন, "আমি মেয়ের সাথে কথা না বলে বিয়ে করব

না।” তারা বলল, “ঠিক আছে তা-ই হোক।”

আবুল হাসান বলেন, “এই ঘটনার ব্যাপারে আমাকে ফাহদ ইবনু আওফ বর্ণনা করেছেন বিশর ইবনু মুফাদদলের সূত্রে, তিনি সালামা ইবনু আলকামা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ থেকে। অতঃপর তারা জারীরের কন্যাকে নিয়ে এল। তিনি তাকে বললেন, ‘দেখো, আমার তো স্ত্রীর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার পিতামাতা বিয়ের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছেন। তো তাদের কাছে তোমার চাহিদা অনুপাতে খাদ্য-বস্ত্র তুমি পাবে।’ মেয়ে বলল, ‘ঠিক আছে আমি সন্তুষ্ট।’”

বর্ণনাকারী বলেন, “যখন তারা (বিয়ের পর মেয়েকে) নিয়ে রাতের বেলা তার কাছে এল, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। মেয়েটিও তার পেছনে দাঁড়িয়ে সকাল হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে লাগল। (পরের দিন) সকালটা তিনি শুরু করলেন সাওম পালনকারী অবস্থায়। তো স্ত্রীও তা-ই করল।”

বর্ণনাকারী বলেন, “আমর বললেন, ‘যদি আমি সময় নেই, তবে তার অবস্থা আমার জন্য (বেশি পরিমাণে ইবাদাতের ক্ষেত্রে) বাধা হয়ে দাঁড়াবে।’ তখন তার পিতামাতা তাকে বললেন, ‘আমরা সন্তানের আশায় তোমাকে বিয়ে দিয়েছি, এসবের জন্য নয়। সুতরাং তুমি তাকে তালাক দাও।’ তিনি তাকে তালাক দিলেন। তারপর আরেকটি মেয়ের জন্য তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হলো। তিনি বললেন, ‘আমি কথা না বলে কোনো মেয়েকে বিবাহ করব না।’ পিতামাতা মেয়েকে তার কাছে নিয়ে এলেন। তাকেও তিনি সে রকম কথা বললেন, যা জারীরের মেয়েকে বলেছিলেন। তারপর কিছুকাল অতিবাহিত হলো। একদিন তিনি শুয়ে ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমে। পরিবারের একজন মহিলা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, ‘হে অমুক, কী ব্যাপার তোমার এখনো সন্তান হচ্ছে না। তুমি অক্ষম নাকি?’ সে উত্তর দিলো, ‘স্বামীহীনা কারও কি সন্তান হয়?’ এই কথা শুনতে পেয়ে আমর তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তার পিতামাতা তাকে বিদায় দিলেন।”

শাহাদাতের তামান্না কবুল হওয়া

[৮৩৫] সুদ্দী বলেন, “আমর ইবনু উতবার চাচাতো ভাই আমার কাছে বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমরা (জিহাদে বের হয়ে) একটি চমৎকার উদ্যানে অবতরণ করলাম। তখন আমর ইবনু উতবা বলল, ‘এই উদ্যানটি কত সুন্দর! এখানের সময়টা কতই-না চমৎকার হতো যদি কোনো আহ্বানকারী আহ্বান করে বলত, ‘হে আল্লাহর ঘোড়সওয়ারি, তুমি আরোহণ করো।’ অতঃপর এই কথা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সর্বপ্রথম তারই মৃত্যু হয়। মৃত অবস্থায় তাকে পেয়ে নিয়ে আসা হলো এবং সেই স্থানে তাকে দাফন করা হলো”

আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

নবিজির সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

[৮৩৬] খলাফ ইবনু আয়ান বলেন, "যখন বাকর ইবনু ওয়ায়েলের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কুস ইবনু সায়েদাহ আল-ইয়াদি কী করেছে?' তারা জানাল, 'সে তো মারা গেছে হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'আমি যেন উটের ওপর বসা উকাযের বাজারে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি আর সে বলছে—হে লোকসকল, তোমরা একত্র হয়ে আমি যা বলছি শোনো এবং তা মনে রাখো। যে বেঁচে আছে সে মারা যাবে, আর যে মারা যাবে সে বঞ্চিত হবে। প্রত্যেক যা কিছু ঘটার তা ঘটবেই। বিছানা বিছানো হয়ে গেছে। ছাদ তুলে নেওয়া হয়েছে। তারকা ছুটোছুটি করছে। সমুদ্র আরও গভীর হচ্ছে। আসমানে আছে সংবাদ আর জমিনে আছে অনেক শিক্ষার উপকরণ। আল্লাহর কসম, তোমরা যে ধর্মে রয়েছে আল্লাহর তারচেয়ে বেশি পছন্দনীয় একটি দ্বীন রয়েছে।'"[১২৯]

বর্ণনাকারী বলেন, "তারপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, তখন কওমের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব।' তারপর সে তাদের আবৃত্তি করে শোনাল,

فِي الذَّاهِبِينَ الْأَوَّلِينَ ... مِنَ الْقُرُونِ لَنَا بَصَائِرُ

لَمَّا رَأَيْتُ مَوَارِدًا لِلْمَوْ ... تِ لَيْسَ لَهَا مَصَادِرُ

لَا يَرْجِعُ الْمَاضِي إِلَيَّ ... وَلَا مِنَ الْبَاقِينَ غَابِرُ

أَيْقَنْتُ أَنِّي لَا مَحَالَةَ ... حَيْثُ صَارَ الْقَوْمُ صَائِرُ

যুগে যুগে যারা গত হয়েছে তাদের থেকে আমাদের আছে অনেক কিছু শিখবার

[১২৯] সনদ যঈফ। বাইহাকি, দালায়িলুন নাবুওয়াতি, ২/১০১; ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৬২৩

যখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, কোনো উপায় নেই মৃত্যুর পথ থেকে বাঁচবার।

অতীত আমার কাছে ফিরে আসবে না কভু, বেঁচে রবে না বাদবাকি মানুষেরা

দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে আমার—অবশ্যই আমি উপনীত হব সেথায়, যেথায় গমন করেছে লোকেরা।”

অধিক সাজদাকারীদের চেহারা শুভ্র হবে

[৮৩৭] মুজাহিদ থেকে বর্ণিত,

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

“তাদের পরিচয় হলো তাদের চেহারায় সাজদা-চিহ্ন থাকে।”[১৩০]

তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “দুনিয়াতে বেশি বেশি সাজদা করার কারণে কিয়ামাতের দিন তাদের চেহারা শুভ্র হবে।”

সন্তানের জন্য দুআ

[৮৩৮] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, “যখন যর ইবনু উমার ইবনু যর মারা গেলেন তখন উমার ইবনু যর বললেন, ‘ওহে যার, তোমার শোকে আমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, তোমার (কবরে কী হবে সেই) ব্যাপারে আমরা দুশ্চিন্তা করার সময় পাইনি। হায়! (কবরে) তুমি কী বলেছ, আর তোমাকে কী বলা হয়েছে তা যদি জানতে পারতাম! হে আল্লাহ, আমার অধিকার আদায় করতে গিয়ে যরের যেটুকু ঘাটতি হয়েছে, আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম; তোমার দায়িত্ব পালনে তার যেটুকু ঘাটতি হয়েছে, তুমি তাকে সেটুকু মাফ করে দাও।

সুফিয়ান বলেন, উমার ইবনু যর আয়াতটি পড়তেন :

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

“বিচারদিনের মালিক।”[১৩১]

সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে আফসোস করা

[৮৩৯] আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনু আবী দাহরাশ যখন

---

[১৩০] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৯

[১৩১] সূরা ফাতিহা, ১ : ৩

ফজরের সময় আগত হতে দেখতেন, তখন ব্যথিত হতেন। (কারণ, জীবনের একটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল)। তিনি বলতেন, "আমি এখন মানুষের সাথে আছি। কিন্তু আমার জানা নেই নিজের জন্য আমি কী অর্জন করলাম।"

উসমান ইবনু আবী দাহরাশ বলেন, "আমি প্রত্যেক সালাতের পরেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি—তাতে যে কমতি হয়েছে এর জন্য।"

মৃত্যুই যেন ইফতার হয়

[৮৪০] মুসলিম ইবনু জাফর বলেন, "আমি মুহাম্মাদ বিন বিশরকে বলতে শুনেছি যে—দুনিয়া থেকে সাওম রেখে (বিদায় গ্রহণ করো)। মৃত্যুই যেন হয় তোমার ইফতার। কষ্ট প্রলম্বিত হওয়ার ভয়ে ওষুধ খেতে থাকা আপন ক্ষতের চিকিৎসাকারীর ন্যায় হও। এর মাধ্যমে তুমি দীর্ঘ প্রশান্তি লাভ করবে।"[১৩২]

মৃত্যুর আলোচনা শুনে মারা গেলেন

[৮৪১] আবুল মুগীরা বলেন, "আমরা রমাদান মাসের কোনো এক রাতে উমার ইবনু যরের মজলিসে ছিলাম। যরের পুত্র তখন আলোচনা করল এবং মৃত্যুর উপস্থিত হওয়ার কথা এবং মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে আগমন করা রহমত ও আযাবের ফেরেশতার কথা আলোচনা করল। একজন যুবক (তা শুনে) লাফ দিয়ে উঠল এবং চিৎকার করতে করতে ও তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।"

ভাড়াটে লোকের কান্না

[৮৪২] ইবনুস সাম্মাক বলেন, "যর তার পিতা উমার ইবনু যরকে বলল, 'আলোচকদের কী হলো যে, তারা আলোচনা করলে কেউ কাঁদে না। কিন্তু যখনই আপনি আলোচনা করেন তখন এখান-সেখান থেকে কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে?' তিনি বললেন, 'হে আমার ছেলে, ভাড়াটে ক্রন্দনকারীর ক্রন্দন কখনো সন্তানহারা মায়ের ক্রন্দনের মতো হয় না।'"

নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা করা

[৮৪৩] আবূ হাইয়ান তাইমি বলেন, "আমি ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, যখনই আমি আমার কথাকে কাজের সামনে পেশ করেছি, তখনই আশঙ্কা হয়েছে যে, আমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হব।"

[১৩২] অর্থাৎ দুনিয়াতে ইবাদাতের কষ্ট করে গেলে আখেরাতে জান্নাতে দীর্ঘ সুখ লাভ করবে।-অনুবাদক

আবূ ওয়ায়েল রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

তিনি পাখির মতো আন্দোলিত হচ্ছিলেন

[৮৪৪] মুগীরা বলেন, "আবূ ওয়ায়েলের ঘরে একবার ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ যিকর করছিলেন। তখন আবূ ওয়ায়েল যেন পাখির আন্দোলিত হওয়ার ন্যায় আন্দোলিত হলেন।"

তার কারণে আল্লাহ আযাব দিতেন না

[৮৪৫] আবূ মিসার থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "প্রত্যেক জনপদে এমন একজন ব্যক্তি থাকেন, যিনি সেই জনপদের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে (আল্লাহর আযাব) প্রতিহত হওয়ার কারণ হন। আমি আশা করি আবূ ওয়ায়েল তাদেরই একজন।"

আল্লাহর পথে লড়াইকারী সন্তান

[৮৪৬] আবূ জাফর থেকে বর্ণিত, আবূ ওয়ায়েল বলেন, "এক হাজার সন্তানের চেয়েও এমন এক সন্তানই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে।"

জিহাদের জন্য সর্বস্ব দান

[৮৪৭] আসেম থেকে বর্ণিত, "আবূ ওয়ায়েলের একটি বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘর ছিল। তিনি নিজে ও তার ঘোড়া সেখানে থাকত। যখন তিনি জিহাদে যেতেন, তখন তা ভেঙে (বাঁশ-বেড়া) দান করে দিতেন। যখন ফিরে আসতেন তখন নতুন করে তা আবার নির্মাণ করতেন।"

আমলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা

[৮৪৮] মনসুর থেকে বর্ণিত, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ "তার কাছে অসীলা তালাশ করো।"[১৩৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ ওয়ায়েল বলেন, "আমলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা।"

---

[১৩৩] সূরা মায়েদা, ৫ : ৩৫

আল্লাহর আনুগত্য করার গুরুত্ব

[৮৪৯] আমাশ থেকে বর্ণিত, আমাকে শাকীক বললেন, "হে সুলাইমান, আল্লাহর কসম, যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতাম তবে তিনি আমাদের সাথে ভিন্ন আচরণ করতেন না। অর্থাৎ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতেন।"

কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দুআ

[৮৫০] আসেম থেকে বর্ণিত, "আবূ ওয়ায়েল যখন ঈশা পড়ে বের হতেন তখন নিজ কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন, তবে আপন অনুগ্রহেই আমাকে করবেন। আর যদি আমাকে শাস্তি দেন তবে জুলুম করা ছাড়াই শাস্তি দেবেন। আমি তা প্রতিহত করতে অক্ষম।"

ঘটনা শুনে কাঁদা

[৮৫১] মারূফ ইবনু ওয়াসেল বলেন, "আমি ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ-কে ঘটনা বর্ণনা করতে দেখেছি। তার সাথে আবূ ওয়ায়েল ছিল। তিনি (তা শুনে) কাঁদছিলেন।"

ঈমানহীন লোকদের সমাবেশস্থল

[৮৫২] আসেম থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি আবূ ওয়ায়েলকে বলল, 'কিছু লোক বলে থাকে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।' তিনি বললেন, 'আপনার জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই জাহান্নাম হবে ঈমানহীন লোকদের সমাবেশস্থল।'"

বিদআত পরিহার করা

[৮৫৩] আবুল বুখতারি থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খবর দিলো যে, কিছু লোক মাগরিবের পর মাসজিদে বসেছে। তাদের মধ্যে একজন বলছে, এত এত বার আল্লাহু আকবার পড়ো। এত এত বার সুবহানাল্লাহ পড়ো। এত এত বার আলহামদুলিল্লাহ পড়ো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা এমনটা বলেছে?' সে বলল, 'হ্যাঁ বলেছে।' তিনি তাকে বললেন, 'এরপর যখন তাদের এমনটা করতে দেখবে, তখন আমার কাছে এসে তাদের মজলিসের সংবাদটা দিয়ো। (পরবর্তীকালে সংবাদ পেয়ে) তিনি একপ্রকার ঢিলা পোশাক পরে এসে তাদের কাছে বসলেন। যখন শুনলেন তারা তা বলছে, তখনই উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন খুবই কঠিন প্রকৃতির মানুষ। তিনি বললেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ। যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই সেই সত্তার কসম, তোমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদআত নিয়ে এসেছ। আমাদের ইলম মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের চেয়ে বেশি নয়।' আমর ইবনু উতবা বলেন, 'হে

আবূ আবদুর রহমান, আমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করি।' তিনি বললেন, 'তোমাদের কর্তব্য হলো (সঠিক) পথ আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা মজবুত করে ধরে রাখো। আল্লাহর কসম, যদি তোমরা তা করতে তবে অনেক দূর এগিয়ে যেতে। যদি তোমরা ডান-বাম অবলম্বন করো, তবে অনেক বেশি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'"

কাজির কাছ থেকে কিছু নিতে অনীহা

[৮৫৪] আসেম থেকে বর্ণিত, তিনি তার দাসীকে বলতেন, "হে বারাকাহ, যদি তোমার কাছে আমার ছেলে ইয়াহইয়া কোনো কিছু নিয়ে আসে তুমি তা গ্রহণ করবে না। আর যদি আমার সঙ্গীরা কিছু নিয়ে আসে তবে তা গ্রহণ করবে।" তার ছেলে ইয়াহইয়া ছিলেন কিনাসার কাজি।

সালাত আদায়ের সময় ফুঁপিয়ে কাঁদতেন

[৮৫৫] আসেম বলেন, "আবূ ওয়ায়েল যখন তার ঘরে সালাত আদায় করতেন তখন খুব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। যদি তাকে পুরো দুনিয়া দিয়ে দেওয়া হতো এর বিনিময়ে যে, তার (এই অবস্থা) কেউ দেখবে তবুও তিনি তাতে রাজি হতেন না।"

আল্লাহ যেকোনো গোনাহ মাফ করে দিতে পারেন

[৮৫৬] আমাশ বলেন, "আমি শাকীককে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ, যদি আপনি আমাদের আপনার কাছে দুর্ভাগাদের (তালিকাতে) অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন, তাহলে তা মুছে দিয়ে আমাদের সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যদি আমাদের সৌভাগ্যশালীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন তবে তাকে সুদৃঢ় রাখেন। কারণ, আপনি তো যা ইচ্ছা তা মুছে দিতে পারেন, আবার বহালও রাখতে পারেন। আপনার কাছেই রয়েছে মূল তালিকা।"

তিনি দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে জীর্ণদেহী হয়েছিলেন

[৮৫৭] আবূ হাইয়ান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "লোকেরা সুআইদ ইবনু শোবার কাছে আগমন করল। সে সময় তিনি পাখির একটি বাচ্চার ন্যায় বিছানায় শায়িত ছিলেন। (অর্থাৎ দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে জীর্ণদেহের হয়ে পড়েছিলেন।) তার স্ত্রী তাকে ডেকে বলছে, 'আমার পরিবার আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি কি আপনাকে খাবার খাওয়াইনি? আমি কি আপনাকে পান করাইনি?' তিনি তখন ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'অসুখ দীর্ঘ হয়েছে। (বিছানায়) পড়ে থাকা প্রলম্বিত হয়েছে। আমি চাই না, এর কারণে আমার (নেকি) নখের মাথা পরিমাণও হ্রাস করা হোক।'"

সুস্থির সাজদা

[৮৫৮] আনবাস ইবনু উকবাহ বলেন, "তিনি সাজদা করলে চড়ুইপাখি তার পিঠে এসে বসতো। কেমন যেন তিনি একটি দেয়ালখণ্ড।"

খুসাইমিনের ওসিয়ত

[৮৫৯] সুফিয়ান এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, "খুসাইমিন ওসিয়ত করেছিলেন যে, তাকে যেন স্বজাতির সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।"

মৃত্যু তো একদিন না একদিন আসবেই

[৮৬০] মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ যব্বী বলেন, "আমি জানি না কীভাবে খায়সামা ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবূ সাবরতা কুরআন তিলাওয়াত করে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তার স্ত্রী তার কাছে এসে সামনে বসে কেঁদে দিলো। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? মৃত্যু তো একদিন-না-একদিন আসবেই।' স্ত্রী বলল, 'আপনার মৃত্যুর পর অন্য কোনো পুরুষ গ্রহণ করা আমার জন্য হারাম।' তখন খায়সামা তাকে বললেন, 'আমি এসব কিছুই তোমার কাছে চাই না। আমি কেবল এক ব্যক্তির ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করছি, সে হলো আমার ভাই মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান। সে একজন পাপী ব্যক্তি। মদ পান করে থাকে। আমার ঘরে এক-তৃতীয়াংশ (সময়) কুরআন তিলাওয়াত হওয়ার পর তাতে কারও মদ পান করাটা আমি অপছন্দ করছি।'"

ব্যবসায় লাভ করে তিনি আনন্দিত হননি

[৮৬১] ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা ইয়াজিদ ইবনু শারীক থেকে বর্ণনা করেন যে, "তিনি একবার বসরা থেকে চার হাজার (মুদ্রা) দিয়ে কিছু দাস ক্রয় করলেন। তারা তার জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে দিলো। তারপর তিনি তাদের চার হাজার (মুদ্রা) লাভে বিক্রি করে দিলেন। ইবরাহীম বলেন, আমি তাকে বললাম, 'বাবা, আপনি যদি আবার বসরা গিয়ে সে রকম কিছু (দাস) ক্রয় করে তাদের মাধ্যমে লাভবান হতেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'হে আমার ছেলে, কেন তুমি আমাকে তা বললে? আল্লাহর কসম, যখন আমি তা লাভ করেছিলাম, তখন আনন্দিত হইনি। আমি ভাবছি না যে পুনরায় (বসরা) গিয়ে সে রকম লাভ করব।'"

শেখার প্রতি আগ্রহ

[৮৬২] আবুল বুখতারি তাঈ বলেছেন, "যাদের আমি শেখাব ওদের কাছে অবস্থান করার তুলনায়, যাদের কাছ থেকে আমি শিখতে পারব তাদের কাছে অবস্থান করাটা

বেশি পছন্দ করি।"

অধিক ইবাদাতে শুকিয়ে যাওয়া

[৮৬৩] নযর ইবনু ইসমাঈল এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন, যিনি তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ প্রতিদিন সাত শ রাকাত সালাত আদায় করতেন। লোকেরা বলত, "তিনি তার পরিবারের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কম পরিশ্রমী।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি (ইবাদাতে অধিক পরিশ্রম করার কারণে শুকিয়ে) হাড্ডিসার অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। লোকেরা বলত, 'আসওয়াদের পরিবার জান্নাতের অধিবাসী।'"

ভালো কাজে দেরি না করা

[৮৬৪] হারেস ইবনু কায়স বলেন, "যদি তুমি আখেরাতের কাজে থাকো, তবে তাতে অবস্থান করো। আর যদি দুনিয়ার কাজে থাকো, তবে সরে আসো। যদি ভালো কিছুর ইচ্ছা করো তবে (তা বাস্তবায়নে) দেরি কোরো না। যদি সালাত আদায়কালে শয়তান তোমার কাছে এসে বলে। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দেখছ, তখন তুমি সালাতকে আরও দীর্ঘায়িত করো।"

তিনি সাজদায় কান্না করতেন

[৮৬৫] আসেম বলেন, "যর ছিলেন আবূ ওয়ায়েল থেকেও বয়সে বড়। যখন তারা উভয়ে বসতেন আবূ ওয়ায়েল যরের সাথে কোনো কথা বলতেন না।"

বর্ণনাকারী বলেন, "ঘরে একাকী অবস্থানকালে সাজদা অবস্থায় আমি আবূ ওয়ায়েলকে বলতে শুনেছি, হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার রব, আমাকে মাফ করে দিন। কেননা, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপন দয়ায় আমাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি আমাকে শাস্তি দেন, তবে জুলুম না করেই আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন। আমি তা প্রতিহত করতে অক্ষম। তারপর আমি শুনলাম তিনি সন্তানহারা মায়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খুব কাঁদলেন। কেউ তাকে কাঁদতে দেখবে এর বিনিময়ে যদি তাকে (পুরো দুনিয়া) দিয়ে দেওয়া হতো, তবুও তিনি রাজি হতেন না।"

অপরিচিত গৃহবাসীগণের হালাল রুটির ব্যবস্থা করা

[৮৬৬] আমাশ থেকে বর্ণিত, আবূ ওয়ায়েল বলেন, "নিশ্চয়ই যেসব পরিবারের লোকেরা তাদের দস্তরখানাতে হালাল রুটির ব্যবস্থা করে তারা হলো গুরাবা।

আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ–এর চোখে দুনিয়া

রাতভর সালাত আদায় করলেন

[৮৬৭] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, "আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ মদীনাতে আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি তখন পায়ের অসুস্থায় ভুগছিলেন। তিনি সকাল হওয়া পর্যন্ত এক পায়ে ভর করে রাতভর সালাত আদায় করলেন এবং এক ওজুতে আমাদের ঈশা ও ফজরের সালাত পড়ালেন।"

দিনভর সালাতে মগ্ন থাকতেন

[৮৬৮] খালেদ সুলাইম ইবনু আদয়ানের ছেলের থেকে বর্ণনা করেন যে, "আমাদের সঙ্গীরা বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ মাসজিদে ফরজ সালাত আদায় করতেন, তারপর নিজ ঘরে প্রবেশ করে দিনভর সালাতে মগ্ন থাকতেন।"

সাওম অবস্থায় পানিতে দুই পা চুবিয়ে রাখতেন

[৮৬৯] হাসান ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "আমি আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদকে দেখেছি, সাওম অবস্থায় পানিতে দু-পা চুবিয়ে রাখতেন। (যাতে গরমের কারণে কষ্ট কম হয়।)।"

জান্নাতে মুকুট পরিধান করার আমল

[৮৭০] আবূ বাকর ইবনু আমের বাজালি থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ বলেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবে, জান্নাতে তাকে মুকুট পরিধান করানো হবে।"

প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ

[৮৭১] যুবায়েদ বলেন, "আমি আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদের সাথে যখনই সাক্ষাৎ করেছি তখনই তিনি বলেছেন, 'তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎকে (আমলের মাধ্যমে) সহজ করো।'"

ঈশার পর চার রাকাত সালাত

[৮৭২] মুহারিব ইবনু দিসার থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনু দিসার বলেন, "যে ব্যক্তি ঈশার পর চার রাকাত (নফল) সালাত আদায় করবে, সে সালাত লাইলাতুল কদরে তা আদায় করার মতোই হবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি তা কার থেকে শুনেছেন?" তিনি বললেন, "যদি তেমনটি হয়, তবে তো ঠিকই আছে। অন্যথায় তা তো ভালো কাজই।"

লম্বা সময় তিনি সাওম রাখতেন

[৮৭৩] হিলাল ইবনু খাব্বাব বলেন, "আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ, উকবাহ ও হাশেমের পিতা সাঈদ কুফা থেকে হাজ্জ করতেন। তারপর তারা সাওম রাখা শুরু করতেন। রওনা হবার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত—মধ্যিখানে বিরতি দিতেন না কোনো।"

একজন কারাবন্দীর ঘটনা

[৮৭৪] ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলাইমান বলেন, "আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদের কাছে কিছু সম্পদ আমানত রাখা হলো। হাজ্জাজ সেই ব্যক্তির সম্পদ তালাশ করল। তাকে জানানো হলো, আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদের কাছে তা গচ্ছিত আছে। সে তখন কুফার গভর্নরের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠাল যে, আবদুর রহমানকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে তা-ই করল। আবদুর রহমান যখন হাজ্জাজের কাছে এল, তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ?' তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় না আমীর আমার নাম না জেনেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' হাজ্জাজ বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই। আপনার কাছে অমুকের কী আছে?' তিনি বললেন, 'দুই পাত্রভর্তি রৌপ্যমুদ্রা।' হাজ্জাজ বলল, 'এ ছাড়া আর কিছু?' তিনি বললেন, 'না।' হাজ্জাজ পুনরায় জিজ্ঞেস করল, 'আল্লাহ—যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছু সম্পর্কে অবগত—অমুকের এই দুই পাত্রভর্তি রৌপ্যমুদ্রা ছাড়া আর কিছু আপনার কাছে নেই?' তিনি বললেন, 'আমার রবের প্রশংসা করে বলছি, আমীরকে মিথ্যা বলিনি আমি।' হাজ্জাজ বলল, 'সে যে কসম করেছিল (সেটা গুরুত্বহীন কারণ, সে কসম করে) যখন তার কসম করতে মন চায়।' তিনি বললেন, 'আমার রবের প্রশংসা করি। সে আমীরকে যেমন বলেছিল, ব্যাপারটা তেমনই। আমার কাছে তার অন্য কোনো সম্পদ নেই।' হাজ্জাজ বলল, 'তার পক্ষ হয়ে বলা আপনার এই কথাগুলো অগ্রহণযোগ্য। তোমরা তাকে কারাগারে নিয়ে যাও।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তাকে কারাগারে বন্দী করা হলো। সেখানে শামদেশের একজন

ইবাদাতগুজার ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি এমন দৃশ্য দেখলেন যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখেননি। যদি এমন সময়ে হতো—যখন সালাত আদায় করা যায়—তখন তিনি দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করতেন। আর যদি এমন সময় হতো—যখন সালাত আদায় করা যায় না—তখন তিনি একাকী বসে আল্লাহ তাআলার যিকর করতেন। কিছুকাল পরে শামের ব্যক্তিটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন সে বলল, 'আমি যখন স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাৎ করব তখন তাকে বলব যে, এই সৎ লোকটির কারাগারে আসার (বৈধ কোনো) কারণ আমি জানি না। মনে হয় সে জুলুমের শিকার।' তারপর সে আবদুর রহমানের কাছে খবর পাঠাল। (তিনি এলে) সে তাকে বলল, 'হাজ্জাজ কে, সেটা তো আপনি জানেনই। আমি আপনার (মুক্তির) ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এই শর্তে যে—আপনি আমার সাথে এই অঙ্গীকার করবেন—যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে এই অসুস্থতা থেকে মুক্তি দান করেন, তাহলে আপনি আবার কারাগারে ফিরে আসবেন এবং আল্লাহ আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবেন। আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে তো আপনি মুক্তিই পেয়ে গেলেন। (আপনাকে আর ফিরে আসতে হবে না।) আমি চাই না যে, আপনি আমার জন্য কসম করবেন।' তখন আবদুর রহমান তাকে বললেন, 'ঠিক আছে, তা-ই হোক।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তারপর তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে দুই মহিলার মাঝ দিয়ে বের হয়ে এলেন। তিনি হাঁটছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি এক ব্যক্তির সম্মুখীন হলেন, যে নিজের খচ্চরে চড়ে যাচ্ছিল। তার কাছে পৌঁছার পর তাকে বললেন, 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তারপর সে (খচ্চর থেকে) নেমে বলল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি এতে চড়ে বসুন।' দুই মহিলার একজন বলে উঠল, 'আমরা তো স্ত্রীলোক। আমরা নিজেদের একটা প্রয়োজনে এসেছি। আপনি-ই আপনার বাহনে চড়ে বসুন। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।' সে বলল, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আপনার ওপর আমি গোয়েন্দাগিরি করছি না।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "যখন আবদুর রহমান বুঝতে পারলেন যে, সে টের পেয়ে গেছে তখন তিনি চড়ে বসলেন এবং নিজ ঘরে চলে গেলেন। ওদিকে কারাবন্দী শামের সেই ব্যক্তিরও মৃত্যু হলো।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আমরা এক বছর পর্যন্ত সেই খচ্চরটি দেখলাম। এমন কারও দেখা পেলাম না, যিনি তা চেনেন।"

বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকা

[৮৭৫] আবূ নুআইম থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনু আসওয়াদ বলেছেন, "বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদাত।"

ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

তিনি খুব কম খেতেন

[৮৭৬] আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুহারিবি বলেন, "আমি আমাশকে বলতে শুনেছি, আমি ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি কোনো কিছু না খেয়েই পুরোটা মাস পার করে দেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, (অনেক সময় এভাবে) দুই মাসও পার হয়। চল্লিশ রাত যাবৎ আমার স্ত্রীর দেওয়া একটা আঙুরদানা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। (সে আমাকে তা দেওয়ার পর) আমি তা খেয়েছি এবং (বিচি) নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়েছি।'"

আবদুর রহমান বলেন, "আমি আমাশকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাকে সত্যায়িত করেন? তিনি বললেন, 'ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ্ সত্যবাদী।'"

একাগ্রচিত্তে সাজদা দেওয়া

[৮৭৭] আমাশ বলেন, "ইবারাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ যখন সাজদা করতেন, তখন চড়ুই পাখি এসে তার পিঠে ঠোক দিতে থাকত। যেন তিনি কোনো দেয়ালখণ্ড।"

নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামে কল্পনা করে দেখা

[৮৭৮] সুফিয়ান ইবনু উআইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি নিজেকে জাহান্নামে কল্পনা করলাম। তার বেড়ি ও আগুনের কথা ভাবলাম। সেখানে কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করার ও প্রচণ্ড শৈত্য থেকে পান করার কথা চিন্তা করলাম। তারপর নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করলাম—কী হে, তুমি কী চাও? মন উত্তর জানাল, আমি দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে এমন আমল করতে চাই, যার বদৌলতে এমন শাস্তি থেকে মুক্তি পাব। এমনিভাবে আমি নিজেকে জান্নাতে কল্পনা করলাম। সেখানে আমি হুরদের সাথে আছি। মোটা-পাতলা রেশের কাপড় পরিধান করছি। তারপর আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম—কী হে, তুমি কী চাও? মন উত্তর দিলো, আমি দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে এমন আমল করতে চাই, যার বদৌলতে এমন প্রতিদান

আরও বেশি বেশি পাব। আমি তখন বললাম, হ্যাঁ, তুমি তো দুনিয়াতেই এবং তোমার কাঙ্ক্ষিত স্থানেই অবস্থান করছ এখন।'"

নিজের বিষয়ে আশঙ্কা

[৮৭৯] আবূ হাইয়ান বলেন, "ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি যখনই আমার কথার সাথে কাজকে মিলিয়ে দেখেছি, তখনই নিজের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়েছে যে, আমি মিথ্যাবাদী না তো!'"

আসেম ইবনু হুবাইরা রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

আযান শেষের পঠিত বাক্য

[৮৮০] ফুজাইল ইবনু আবী রুফাইদা বলেন, "আসেম ইবনু হুবাইরা রাহিমাহুল্লাহ—তিনি সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাগরেদ ছিলেন—আমাকে বললেন, 'যখন তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আযান থেকে ফারেগ হবে তখন বোলো, আমিও মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।'"

তবলা ভাঙতে চাইলেন

[৮৮১] মুগীরা বলেন, "আসেম ইবনু হুবাইরা একটি তবলা বা দফ দেখলেন। সেটা তার মালিকের কাছ থেকে নিয়ে তা ফুটো করে দিতে চাইলেন। কিন্তু সক্ষম হলেন না। তিনি বললেন, 'শয়তান আমাকে এতটা ক্লান্ত করেনি যতটা ক্লান্ত করেছে এটি (দফটি)।'"

মানুষের জাহান্নাম থেকে উত্তরণ

[৮৮২] আবূ মায়সারা বলেন, "আসিম তার বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিত!' তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, 'আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেননি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের জানানো হয়েছে যে, আমরা জাহান্নামে উপনীত হব। কিন্তু সেখান থেকে যে আমাদের উত্তরণ হবে, তা জানানো হয়নি।'"

রাতের নফল সালাত গোপনে আদায় করা

[৮৮৩] আমাশ বলেছেন, "আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা সালাত আদায় করতেন। যখন কোনো প্রবেশকারী প্রবেশ করত, তখন তিনি আপন বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তেন।"

লোক দেখানো তিলাওয়াত কোনো কাজে আসবে না

[৮৮৪] আবূ বাকর বর্ণনা করেছেন, আসেম বলেছেন, "আমাকে আবূ ওয়ায়েল

জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জানো, আমাদের যুগের কারিদের আমি কীসের সাথে তুলনা করি?' আমি বললাম, 'কীসের সাথে?' তিনি জানালেন, 'আমি তাদের এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করি, যে তার বকরিকে পুষ্ট করে। তারপর যখন তাকে যবেহ করে, তখন তাকে অপরিশোধিত আবর্জনারূপে দেখতে পায়। অথবা এমন লোকের সঙ্গে তুলনা করি, যে রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে তা পারদের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এরপর তা বের করে এনে ভেঙে দেখে তা তামায় পরিণত হয়ে গেছে।'"[১৩৪]

চুলের জায়গা থেকেও মৃত্যু আসবে

[৮৮৫] ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ "সর্বদিক থেকে মৃত্যু তার কাছে আসবে।"[১৩৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এমনকি চুলের জায়গা থেকেও।"

একটি দুআ

[৮৮৬] ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ দুআ করতেন এই বলে, "হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার কিতাব ও তোমার নবি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে রক্ষা করো সত্য বিষয়ে মতপার্থক্য থেকে, তোমার পক্ষ থেকে আসা হিদায়াত ছাড়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে, ভ্রষ্টতার পথ থেকে, সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে, বক্রতা-সংশয় ও বিবাদ থেকে।"

সঠিক কথা বলা

[৮৮৭] আকতাল বলেন, "আমি ইবরাহীম নাখঈকে বলতে শুনেছি, ইবরাহীম তাইমির মতো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সঠিক বলার লোক আর নেই। আমি আশা করি, তিনি নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন।"

ক্রোধদমনকারী ও ধৈর্যশীল হবার পুরস্কার

[৮৮৮] আওয়াম হাওশাব থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "স্বপ্নে দেখলাম আমি যেন একটা নদীর ধারে আসলাম। আমাকে বলা হলো— ক্রোধদমনকারী ও ধৈর্যশীল হবার কারণে তুমি যা ইচ্ছা নিজে (এখান থেকে) পান করো ও অন্যকে পান করাও।"

---

[১৩৪] অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত তাদের কোনো কাজে আসে না। লাভের তুলনায় ক্ষতির কারণ বেশি হয়।

[১৩৫] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৭

তিনি মুক্তির আশা করতেন

[৮৮৯] ফিরাস আল-মুকতিব আবূ ইসহাককে বলেছেন, "আমি শাবিকে বলতে শুনেছি, আশা করি, আমি সামান্য বিষয়ের কারণে মুক্তি পাব।"

দুনিয়াবি কথাকে অপছন্দ করা

[৮৯০] মালিক ইবনু আবী ফারওয়া বলেন, "আমরা আবদুল্লাহ ইবনু আবী হুযাইলের মজলিসে বসতাম। যদি কোনো মানুষ এসে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলতে থাকত, তখন তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমরা তো এসবের জন্য বসিনি।'"

গুনাহের প্রতি অসন্তোষ

[৮৯১] আবূ সিনান বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু আবিল হুযাইল একবার তার গুনাহের অভিযোগ করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'হে আবুল মুগীরা, তুমি কি মুত্তাকী নও?' তারপর সে বলল, 'হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা তোমার নৈকট্য অর্জন করতে চায়। নিশ্চয়ই আমি (গুনাহের প্রতি) তার অসন্তোষের সাক্ষ্য দিচ্ছি।'"

মালাকুল মাওত ফেরেশতার অপেক্ষা

[৮৯২] ইমরান বলেন, "আমি ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে তাকে দেখার জন্য আসলাম। তিনি কেঁদে দিলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবূ ইমরান, কিসে তোমাকে কাঁদাল? তিনি বললেন, 'আমি মালাকুল মাওত ফেরেশতার অপেক্ষা করছি। অথচ আমার জানা নেই, তিনি আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন না জাহান্নামের দুঃসংবাদ।'"

নফল ইবাদাত গোপনে করা

[৮৯৩] আমাশ বলেন, "আমি ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছিলাম। তিনি তখন কুরআন পড়ছিলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে আসার অনুমতি চাইলে তিনি কুরআনটা ঢেকে নিলেন। তারপর বললেন, 'এই ব্যক্তি যেন আমাকে সর্বক্ষণ তা পড়তে না দেখে (তাই কুরআনটা ঢেকে নিয়েছি)।'"

সাহাবিদের পরিপূর্ণ অনুসরণ

[৮৯৪] আমাশ থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমি এমন লোকদের পেয়েছি—যদি আমি জানতে পারি যে, তাদের কেউ ওজু করেছে শুধু নখের ওপর—

তবুও আমি এর ব্যতিক্রম করব না।”[১৩৬]

কারও জানাযা পড়ার পর ব্যথিত থাকা

[৮৯৫] মুহাম্মাদ ইবনু সুকাহ থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেছেন, “তাদের (সাহাবিদের) মধ্যে কারও জানাযা হলে কয়েক দিন যাবৎ তারা ব্যথিত হয়ে থাকতেন, যার প্রভাব তাদের ভেতর দেখা যেত।”

জানাযায় উপস্থিত হওয়া

[৮৯৬] আমাশ বলেন, “আমরা জানাযায় এমন অবস্থায় উপস্থিত হতাম যে, আমাদের জানা থাকত না আমাদের মধ্যে কে লোকদের দুঃখে শোক প্রকাশ করবে।”

আল্লাহকে ভয় করা

[৮৯৭] ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ “যে তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে তার জন্য রয়েছে দুই জান্নাত।”[১৩৭] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবরাহীম বলেছেন, “সে যখন গুনাহের দিকে ধাবিত হয়, তখন আল্লাহর ভয়ে বিরত থাকে।”

নিজেকে জ্ঞানী বলে পরিচিত করাতে অনাগ্রহ

[৮৯৮] মানসূর থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেছেন, “আমাকে এমন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যার ব্যাপারে আমি জানি। (প্রত্যুত্তরে) ‘আল্লাহই অধিক অবগত’—এমনটা বলে দেওয়া থেকে আমাকে বাধা দেয় কেবল এই বিষয়টি যে—লোকেরা আমাকে বড় জ্ঞানী মনে করে বসতে পারে।”

জান্নাত নয়তো জাহান্নাম

[৮৯৯] মুহাম্মাদ ইবনু সুকাহ বলেন, “ইবরাহীম নাখঈ বলতেন, ‘আমরা যখন কোনো জানাযায় উপস্থিত হই অথবা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে শুনি, তখন কিছুদিন তা (মৃত্যুর আলোচনা) আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকে। কারণ, আমরা জানি যে, সেই ব্যক্তির ওপর এমন বিষয় আপতিত হয়েছে, যা তাকে হয়তো জান্নাতে নয়তো জাহান্নামে পৌঁছে দেবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘তোমরা তো জানাযায় দুনিয়াবি কথাবার্তায় লিপ্ত থাকো।’”

---

[১৩৬] তিনি সাহাবায়ে কেরাম ও প্রবীণ তাবিয়িদের ব্যাপারে এ কথা বলছেন যে, ‘তাদের ব্যাপারে আমি এতটাই আশ্বস্ত যে, যদি তারা ওজুতে পুরো হাত ধৌত না করে শুধু নখ ধৌত করত, তবুও আমি তাদের অনুসরণ করতাম।’-অনুবাদক

[১৩৭] সূরা রহমান, ৫৫ : ৪৬

কারও সাথে প্রতারণা করতে অপছন্দ করা

[৯০০] ফুজাইল ইবনু গযওয়ান থেকে বর্ণিত, তালহাকে বলা হলো, "যদি আপনি খাদ্য বিক্রি করতেন, তাহলে তাতে লাভবান হতেন!" তিনি উত্তরে বললেন, "আমার অন্তরে মুসলিমদের বিষয়ে কোনো প্রতারণা আছে—আল্লাহ তাআলার এমন কিছু জানাটা আমি পছন্দ করি না।"

আমরা ভালো লোক

[৯০১] জুরাইরি বলেন, "কুফার একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তোমরা কি সৎলোক?' উত্তরে সে বলল, 'আমি জানি না সৎলোক কারা। তবে (আমরা) ভালো লোক।'"

উত্তম বস্তু

[৯০২] ওকী বলেন, "সুফিয়ান বলেছেন, 'আমার জানামতে কথা বলার চেয়ে আশঙ্কাজনক আর কিছু নেই। এবং আল্লাহর কাছে থাকা অপেক্ষা উত্তম কোনো বস্তু নেই।"

চল্লিশ বছর কুরআনের দারস

[৯০৩] আবদুর রহমান ইবনু হুমাইদ বলেন, "আমি আবূ ইসহাককে বলতে শুনেছি, আবূ আবদুল্লাহ সুলামী চল্লিশ বছর মাসজিদে কুরআন পড়িয়েছেন।"

সর্বোত্তম ব্যক্তি

[৯০৪] উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো ওই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে ও শেখায়।"[১৩৮]

বাহয রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হাদীসে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো ওই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে ও শেখায়।"

মুহাম্মাদ ইবনু জাফর ও হাজ্জাজ তাদের হাদীসে বলেছেন, "আবূ আবদুর রহমান

[১৩৮] সহীহ, বুখারি : ৫০২৭; তিরমিযি : ২৯০৮

সুলামী জানিয়েছেন, এই হাদীসটিই আমাকে (কুরআন শিক্ষাদানের) আসরে বসিয়েছে।"

ফজরের সালাতের সময় প্রফুল্লিত হওয়া

[৯০৫] শিমর থেকে বর্ণিত, আবূ আবদুর রহমান আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, "সালাত আদায়ে তুমি কেমন শক্তি পাও?" আমি তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আমার যে দুর্বলতা আছে তা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, "আমিও তোমার মতো ঈশার সালাত আদায় করতাম। তারপর আরও সালাত পড়তে থাকতাম। যখন ফজরের সালাত আদায় করতাম তখন প্রথম অবস্থার মতো প্রফুল্লিত হয়ে যেতাম।"

ঈমানের প্রকৃত অবস্থায় পৌঁছা

[৯০৬] হাকাম থেকে বর্ণিত, ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের প্রকৃত অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেকে সত্যবাদী জানা সত্ত্বেও তর্ক-বিবাদ পরিহার করবে ও হাসি-তামাশার ক্ষেত্রে মিথ্যা পরিহার করবে।"

নিজেকে চিনে নেওয়া

[৯০৭] আবূ দাউদ হাফারি বলেন, "আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি, যখন তুমি নিজেকে চিনে ফেলতে পারবে, তখন মানুষেরা কী বলল না বলল, তাতে তোমার কিছু যায় আসে না।"

অকল্যাণকর কাজ বিদায় হওয়া

[৯০৮] আওন ইবনু আবদুল্লাহ আবূ ইসহাককে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার (কোন ইবাদাতটি আগের মতোই) বাকি আছে হে আবূ ইসহাক?" তিনি বললেন, "এক রাকাতে সূরা বাকারা পড়াটা এখনো রয়ে গেছে।" তখন তিনি বললেন, "তোমার কল্যাণকর কাজ রয়ে গেছে আর অকল্যাণকর কাজ বিদায় নিয়েছে।"

জান্নাতের উপযোগী কাজ করা

[৯০৯] আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীস বলেন, "আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, কুরদুস (নামক এক ব্যক্তি) হাজ্জাজের শাসনামলে আমাদের কিচ্ছা-কাহিনি শোনাত। তিনি বলতেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতের উপযোগী কাজ না করলে কখনো জান্নাত লাভ করা যাবে না। দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা তোমরা (জান্নাতের) আগ্রহকে খাঁটি করো। সব সময় নেক কাজে লিপ্ত থাকো। আল্লাহর সাথে বিশুদ্ধচিত্তে ও উন্নত আমল নিয়ে সাক্ষাৎ করো।' তিনি বেশি বেশি বলতেন, 'যে (আল্লাহকে) ভয় করে, সে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে।

যে (আল্লাহকে) ভয় করে, সে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে।'"

চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া

[৯১০] আবদুর রহমান ইবনু হাফস কুরাশি বলেন, "আলি ইবনু হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ যখন (সালাতের জন্য) ওজু করতেন, তখন তার (চেহারা) হলুদ আকার ধারণ করত। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এমন হয় কেন?' তিনি বললেন, 'তোমরা জানো না, আমি কার সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি?'"

প্রিয় আমল

[৯১১] ইবনু উয়াইনা বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদিরকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি জানালেন, 'মুমিন বান্দাকে আনন্দ দেওয়া।' পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার (কোন ভালো কাজটি) বহাল আছে? তিনি জানালেন, '(দ্বীনি) ভাইদের প্রাধান্য দেওয়া।'"

ভালো-খারাপ অবস্থায় করণীয়

[৯১২] আমর ইবনু দীনার বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনু আলি বলেছেন, 'তুমি ভালো অবস্থায় আল্লাহর কাছে দুআ করো। তারপর কখনো যদি খারাপ কোনো অবস্থায় পতিত হও, তখন তিনি যা পছন্দ করেন তাতে তার অবাধ্যতা কোরো না।'"

মানুষ পাল্টে গেছে

[৯১৩] সফওয়ান ইবনু সুলাইম থেকে বর্ণিত, আবূ মুসলিম খাওলানি বলেছেন, "আগে মানুষেরা কাঁটামুক্ত পাতার ন্যায় ছিল। তারা এখন পাতাহীন কাঁটা হয়ে গিয়েছে। যদি তুমি তাদের গালি দাও, তারাও তোমাকে গালি দেবে। যদি তুমি তাদের সমালোচনা করো, তারাও তোমার সমালোচনা করবে। যদি তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তবে তারা তোমাকে ছাড়বে না (আঘাত করতে ঠিকই উদ্যত হবে)।"

অল্প কিছুই বাকি আছে

[৯১৪] উমারা থেকে বর্ণিত, ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া নাখঈ বলেছেন, "নিশ্চয়ই দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে অল্প করে। সুতরাং তাতে কেবল অল্প থেকে অল্পই বাকি আছে।"

মুমিনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক

[৯১৫] আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

"একজন মুমিনের সাথে অপর মুমিনের সম্পর্ক মাথার সাথে শরীরের সম্পর্কের ন্যায়।"[১৩৯]

সে জন্যই একজন মুমিন অন্য মুমিনদের কষ্টে আক্রান্ত হতে দেখলে ব্যথিত হয়।

দ্বীনি ভাইদের জন্য উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা

[৯১৬] আবূ উসামা বলেন, আমাশ বলেছেন, "আমরা খায়সামার কাছে আগমন করতাম। তিনি খাটের তল থেকে আমাদের জন্য খবীছ ও মিষ্টান্নভর্তি ঝুড়ি বের করে বলতেন, 'কেবল তোমাদের জন্যই আমি এগুলো তৈরি করেছি।'"

অনুগ্রহের বিষয়গুলো হিসেব করাটাও এক ধরনের কৃতজ্ঞতা

[৯১৭] সাঈদ ইবনু আমির বলেন, "জুরাইরি সফর থেকে ফিরে এলে তার ভাইয়েরা তার কাছে এসে সালাম দিলো। সফরে আল্লাহ তাকে যেসব সুখকর বিষয়ের সম্মুখীন করেছেন, তিনি তাদের তা জানালেন আর কষ্টকর বিষয়গুলো চেপে গেলেন। তিনি খুব সুন্দর ও চমৎকারভাবে তাদের সামনে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার পর বললেন, 'বলা হয়ে থাকে যে, অনুগ্রহের বিষয়গুলো হিসেব করাটাও এক ধরনের কৃতজ্ঞতা।'"

কৃতজ্ঞতা আদায়

[৯১৮] জাযীরা গোত্রের কোনো এক ব্যক্তি কায়েস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "যিনি তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছে, তার কৃতজ্ঞতা আদায় করো। আর যিনি তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন, তাকে অনুগ্রহ করো।"

তিনি তার জমিন ফিরিয়ে দিলেন

[৯১৯] আবূ মুআবিয়া গলাবি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিককে ডাক দিলো। তখন তিনি মিম্বরে বসে ছিলেন। ডাক দিয়ে সে বলল, 'হে সুলাইমান, আল্লাহকে ভয় করো এবং ঘোষণার দিবসকে স্মরণ করো।' তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে মিম্বর ছেড়ে নিচে নেমে এলেন এবং লোকটিকে ডেকে বললেন, 'আমি সুলাইমান। ঘোষণার দিবস আবার কোনটি?' লোকটি তখন (কুরআনের এই আয়াতটি) শোনাল :

---

[১৩৯] সহীহ, মুসনাদ আহমাদ : ৪/২৭১; সিলসিলা সহীহা : ১১৩৭

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

'তাদের মাঝে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে যে, জালেমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'[১৪০]

সুলাইমান জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমার ওপর কী জুলুম করলাম?' সে বলল, 'আপনার দায়িত্বশীল নিয়োজিত ব্যক্তি আমার জমিন ছিনিয়ে নিয়েছে।' তিনি বললেন, 'তিনি তখন নিয়োজিত ব্যক্তির কাছে পত্র লিখলেন এই মর্মে যে—তুমি তার জমিন, সাথে আমার জমিনও তাকে দিয়ে দাও।'"

কয়েকটি উপদেশ

[৯২০] আবূ মুআবিয়া গলাবি বলেন, "মক্কায় সফর করার প্রাক্কালে এক ব্যক্তি হিশামকে বলল, 'তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। সময়মতো সালাত আদায় করবে। তোমাকে যেহেতু সালাত আদায় করতেই হবে, তাই এমনভাবে আদায় করো যা তোমার উপকারে আসবে। তুমি তোমার সঙ্গীদলের কুকুর হোয়ো না। কারণ, প্রত্যেক সঙ্গীদলের একটি কুকুর থাকে, যা তাদের পেছনে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। যদি কুকুরটি কল্যাণকর হয়, তাহলে তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। আর যদি কুকুরটি তাদের ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে তারা তাকে রশি দিয়ে বেঁধে পেছনে ফেলে রাখে। সুতরাং তুমি সঙ্গীদলের কুকুর হওয়া থেকে সাবধানে থেকো।'"

জাহান্নামের নিশ্বাস

[৯২১] লাইস ইবনু সাআদ বলেন, "উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জাফর বলেছেন, নিশ্চয়ই জাহান্নাম এমন এক নিশ্বাস ফেলবে, যার ফলে অত্যাচারীদের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তারপর আরেকটি নিশ্বাস ফেলবে, যার ফলে তারা ভূপৃষ্ঠ থেকে উড়ে গিয়ে উল্টোমুখী হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।"

ইলম অর্জনের বিভিন্ন ধাপ

[৯২২] মুহাম্মাদ ইবনু নসর হারেসি বলেন, "বলা হতো—ইলমের শুরু হলো নীরব থাকা। তারপর কান পেতে শোনা। তারপর তা মুখস্থ করে নেওয়া। তারপর এর ওপর আমল করা। তারপর তা প্রচার করা।"

আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় ক্ষমা করার অধিকার রাখেন

[৯২৩] মুহাম্মাদ ইবনু নদর আল-হারেসি هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ "তিনি তাকওয়ার

[১৪০] সূরা আরাফ, ৭ : ৪৪

যোগ্য ও ক্ষমা করার অধিকারী।"[১৪১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, "আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমাকে ভয় করবে, আমি এর যোগ্য। যদি সে তা নাও করে, তবুও আমি তাকে ক্ষমা করার অধিকার রাখি।'"

মাসজিদ একটি শক্তিশালী দুর্গ

[৯২৪] আবদুর রহমান ইবনু মুগাফফাল কোনো এক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "মাসজিদ শয়তানের (কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার) শক্তিশালী দুর্গ।"

মৃত্যুর সময় কালিমা পড়লেন

[৯২৫] হাম্মাদ ইবনু যায়দ বলেন, "আমি সালাম আবুল মুনযিরের কাছে এলাম। তখন তিনি তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তাকে কালেমার তালকীন করা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি (কালেমা পড়তে) বিলম্ব করছিলেন। বিষয়টি আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলো। ঠিক তখনই একজন মুআযযিন মাসজিদের মিনারে আযান দিলো—আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তখন সালাম বলে উঠল, 'আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি যা চান আসমান-জমিনে কেবল তা-ই হয়।' এরপর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।"

আল্লাহকে ভয় করার পুরস্কার

[৯২৬] উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ বাকর ইবনু আনাস বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ

'যে আমাকে এক দিনও স্মরণ করেছে বা কোনো এক জায়গাতেও আমাকে ভয় করেছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো।'"[১৪২]

মৃত্যু কামনাকারীকে ভর্ৎসনা

[৯২৭] ইবনু জুরাইজ বলেন, "আমি আতাকে বললাম, ইনি ইউসুফ ইবনু মাহাক। তিনি মৃত্যু কামনা করেন।' তখন তিনি ভর্ৎসনা করে বললেন, 'সে কি জানে, সে কীসের তামান্না করছে!'"

[১৪১] সূরা মুদ্দিসসির, ৭৪ : ৫৬
[১৪২] যঈফ, তিরমিযি : ২৫৯৪; হাকিম : ১/৭০; যঈফুল জামি : ৬৪৩৬

নিজে আমল না করার পরিণাম

[৯২৮] ইবনু আবী খালেদ থেকে বর্ণিত, শাবি বলেন, "জান্নাতের মধ্যে জান্নাতবাসীরা কিছু জাহান্নামীদের ওপর থেকে দেখে বলবে, 'কী ব্যাপার! তোমরা জাহান্নামে কেন? তোমরা আমাদের যা শিক্ষা দিতে, আমরা তো সে অনুযায়ীই আমল করতাম।' তারা জবাব দেবে, 'আমরা তোমাদের শিক্ষা দিলেও নিজেরা আমল করতাম না।'"

কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যু

[৯২৯] এক মহিলা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলল, "আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর উন্মুক্ত করে দিন।" তিনি তা উন্মুক্ত করে দিলেন। (কবর দেখার পর) মহিলাটি (এত বেশি) কাঁদল যে, একপর্যায়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

কৃপণতার জন্য আফসোস প্রকাশ

[৯৩০] ইবরাহীম ইবনু আবী আবলাহ বলেন, "আমি উম্মুল বানীনকে—যিনি উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ -এর বোন—বলতে শুনেছি, 'কৃপণতার জন্য আফসোস। আল্লাহর কসম, যদি এটি কোনো রাস্তা হতো তবে আমি তাতে হাঁটতাম না। আর যদি এটি কোনো পোশাক হতো, তবে আমি তা পরতাম না।'"

চুলের কিছু অংশ ছাঁটা

[৯৩১] হাফস ইবনু হুমাইদ বলেন, "জিয়াদ ইবনু হুদাইর আমাকে বলেন, 'তুমি তোমার চুল থেকে (কিছু অংশ) ছাঁটো। কারণ, তাতে ফিতনা রয়েছে।' জিয়াদ আমাদের আরও বলতেন, 'আল্লাহর কাছে চাও। কারণ, যে তার কাছে চায় না, তিনি তার ওপর রাগ করেন।'"

এক ব্যক্তি জিয়াদ ইবনু হুদাইরের কাছে এসে বলল, "আমি অমুক অমুক অঞ্চল ভ্রমণ করতে চাই।" তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে নিজের পথ পাড়ি দাও।"

মানুষজনের সাথে মেলামেশা করতে অনীহা প্রকাশ

[৯৩২] আবূ যামরাহ থেকে বর্ণিত, জিয়াদ ইবনু হুদাইর বলেছেন, "হায়, যদি আমি লোহানির্মিত একটি সংরক্ষিত স্থানে থাকতাম। সেখানে আমার সাথে কেবল এমন জিনিস থাকত, যা আমার জন্য কল্যাণকর। আমি কারও সাথে কথা বলতাম না, আর কেউও আমার সাথে কথা বলত না। এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যেত।"

সাঈদ ইবনু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া

[৯৩৩] কাসিম থেকে বর্ণিত, "সাঈদ ইবনু জুবায়ের এত বেশি কাঁদতেন যে, একপর্যায়ে তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।"

দুই রাতে একবার কুরআন খতম

[৯৩৪] আবদুল মালিক ইবনু আবী সুলাইমান সাঈদ ইবনু জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন যে, "তিনি দুই রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন।"

দুইবার সফর

[৯৩৫] হিলাল ইবনু জানাব বলেন, "রজব মাসের কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর আমি সাঈদ ইবনু জুবায়ের সাথে একদিন বের হলাম। তিনি কুফা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম করেছিলেন। তারপর উমরা থেকে ফিরে এসে যিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময়ে আবার হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম করলেন। তিনি প্রতিবছর দুইবার সফরে বের হতেন। একবার হাজ্জের জন্য, আরেকবার উমরার জন্য।"

এক রাকাতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত

[৯৩৬] হিলাল ইবনু ইয়াসাফ বলেন, "সাঈদ ইবনু জুবায়ের কাবাতে প্রবেশ করলেন, তারপর এক রাকাতে পুরো কুরআন পড়ে ফেললেন।"

একটি আয়াত বিশবারেরও অধিক পুনরাবৃত্তি

[৯৩৭] কাসিম ইবনু আবূ আইয়ুব বলেন, "আমি সাঈদ ইবনু জুবায়েরকে নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশবারেরও অধিক পুনরাবৃত্তি করতে শুনেছি :

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

'তোমরা সেদিনকে ভয় করো, যেদিন আল্লাহর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তারপর প্রত্যেকের যা কৃতকর্ম আছে, তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। কাউকে কোনোরূপ জুলুম করা হবে না।'"[১৪৩]

মানুষ পাপ করতে চায়

[৯৩৮] সাঈদ ইবনু জুবায়ের يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ "মানুষ চায় ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে।"[১৪৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সে বলবে—অচিরেই আমি তাওবা করব।"

জালিমদের কর্মে সন্তুষ্ট না হওয়া

[৯৩৯] সাঈদ ইবনু জুবায়ের وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا "আর যারা জুলুম করেছে, তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।"[১৪৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তোমরা তাদের কর্মে সন্তুষ্ট হোয়ো না।"

অন্তর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

[৯৪০] সুফিয়ান একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "যদি আমার অন্তর মৃত্যু-ভাবনা থেকে কখনো মুক্ত হয় তখন আমার আশঙ্কা হয় যে, না জানি আমার অন্তর নষ্ট হয়ে গেল!"

দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদনে অস্থিরতা তৈরি হওয়া

[৯৪১] বুকাইর ইবনু আতীক বলেন, "আমি সাঈদ ইবনু জুবায়েরের কাছে কিছু মধুভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসলাম। তিনি তা পান করলেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটি আমার মধ্যে প্রশান্তি পাবে না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন পাবে না?' তিনি জানালেন, 'কারণ আমি তা পান করে স্বাদ আস্বাদন করেছি।'"[১৪৬]

দুনিয়া খুবই সামান্য সময়ের নাম

[৯৪২] হিশাম থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেছেন, "দুনিয়া হলো আখেরাতের সপ্তাহসমূহের মধ্য হতে একটি সপ্তাহ মাত্র।"

---

[১৪৩] সূরা বাকারা, ২ : ২৮১

[১৪৪] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৫

[১৪৫] সূরা হুদ, ১১ : ১১৩

[১৪৬] অর্থাৎ দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করলে তাঁর ভেতরে প্রশান্তি বিদূরিত হয়ে অস্থিরতা চলে আসত। তাই মধু পান করার পর তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেই কথাটি বলেছেন।-অনুবাদক

আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা

[৯৪৩] আমাশ থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম ডান দিকে থুতু নিক্ষেপ করে বলেছেন, "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায়

[৯৪৪] হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, "আমার সাথে আল্লাহর আচরণ কতই-না চমৎকার। তিনি আমার থেকে একটা (অঙ্গ) নিয়েছেন কিন্তু বাকি তিনটা রেখে দিয়েছেন।"

ক্যান্সারের কারণে তার হাঁটুর দিক থেকে একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ সম্মানিত

[৯৪৫] হিশাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ আল্লাহর জন্য কোনো কিছু করে, তখন সে যেন এমন কিছু না করে, যা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির করতে তার লজ্জাবোধ হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ সম্মানিত এবং তা পাওয়ার সবচেয়ে বড় হকদার।"

সালাতের মাধ্যমে সবকিছু চাওয়া

[৯৪৬] মালিক ইবনু আনাস বলেন, "উরওয়া এক ব্যক্তিকে দেখল, সে খুব দ্রুত সালাত আদায় করেছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'তোমার তো মহান প্রভু আল্লাহর দরবারে কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই! আমি তো সালাতের মধ্যে আল্লাহর কাছে (সবকিছু) চাই। এমনকি লবণের জন্যও তার কাছে প্রার্থনা করি।"

চল্লিশ বছর সাওম রাখা

[৯৪৭] হিশাম ইবনু উরওয়াহ বলেন, 'আমার পিতা ত্রিশ বা চল্লিশ বছর সাওম রেখেছেন। ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিনগুলো ছাড়া বাকি দিনগুলোতে কখনো সাওম ছাড়া থাকেননি। এমনকি যেদিন তার মৃত্যু হয় সেদিনও তিনি সাওম অবস্থায় ছিলেন।"

ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ–এর চোখে দুনিয়া[১৪৭]

নিজের দোষের প্রতি লক্ষ রাখা

[৯৪৮] ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষের প্রতি লক্ষ করে, তার জন্য সুসংবাদ। আর সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য—যে নিজের বাসস্থান না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, দরিদ্র ও দুস্থ লোকদের প্রতি সদয় হয়, পাপমুক্ত সঞ্চিত অর্থসম্পদ থেকে সদাকা করে, আলেম-উলামা ও ধৈর্যবান ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, সুন্নাহের প্রতি ধাবিত হয় এবং বিদআত থেকে দূরে থাকে।"

দ্বীন মানার সহায়ক

[৯৪৯] জাফর থেকে বর্ণিত, ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, "দ্বীন মানার সবচেয়ে সহায়ক গুণ হচ্ছে দুনিয়াবিমুখতা। আর একে সবচেয়ে দ্রুত বিতাড়নকারী হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। প্রবৃত্তির অনুসরণের অন্যতম দাবি হলো, দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। আর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া থেকে সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি আকর্ষণ থেকে আল্লাহর ক্রোধের কারণ হারাম বস্তুকে হালাল মনে করার প্রবণতা তৈরি হয়। আর আল্লাহর ক্রোধ এমন এক অসুখ, তার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া যার ভিন্ন কোনো ওষুধ নেই। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোনো অসুখই কোনো ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, সে যেন নিজেকে (প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার মাধ্যমে) অসন্তুষ্ট করে। কারণ, যে নিজেকে অসন্তুষ্ট করে না, সে স্বীয় প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারে না। যে ব্যক্তি দ্বীনের কোনো কিছু অপছন্দ হলেই তা ছুড়ে ফেলে দেয়, অচিরেই দেখা যাবে তার কাছে দ্বীনের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।"

---

[১৪৭] মূল গ্রন্থে এটি সাঈদ ইবনু জুবায়েরের অধ্যায়ের অধীনে এসেছে। আলাদা ব্যক্তি হওয়ায় তা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।-অনুবাদক

আমলহীন দায়ীর অবস্থা

[৯৫০] সিমাক ইবনু ফদল বলেন, "আমি ওয়াহহবকে বলতে শুনেছি, আমলহীন দায়ী ধনুকহীন (তির) নিক্ষেপকারীর ন্যায়।"

ইলমের স্বেচ্ছাচারিতা

[৯৫১] আবদুল মালিক ইবনু হুনাইফ বলেন, "আমি ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই ইলমেরও কিছু স্বেচ্ছাচারিতা আছে, যেমন ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[১৪৮]

মানুষের সাথে মেলামেশা করেও তাকওয়াবান থাকা

[৯৫২] উমার ইবনু আবদুর রহমান বলেছেন, "লোকেরা ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহের কাছে বানী ইসরাঈলের ইবাদাত ও পর্যটন সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বললেন, 'যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাকওয়াবান থাকতে পারে এবং মানুষের কষ্টদানের ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারে, সে-ই হচ্ছে আমার কাছে বেশি মর্যাদাবান।'"

ধনীদের জান্নাতে যাওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য

[৯৫৩] তাইমি ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন, "সুইয়ের ছিদ্রে উটের প্রবেশ করা ধনীদের জান্নাতে প্রবেশ করার চেয়েও সহজ।"[১৪৯]

আল্লাহ তাআলার বুদ্ধিমান বান্দা

[৯৫৪] সুলাইমান ইবনু উআইনা বলেন, "আমরা ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলার কোনো বান্দাই ওই বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতো নয়, যে ঘর থেকে বের হয়ে যাকেই দেখে নিজেকে সে তার থেকে নিম্নস্তরের মনে করে। অহংকার তার থেকে নিরাপদ থাকে। কল্যাণ তার থেকে প্রত্যাশা করা যায়। সে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে। পরবর্তীদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে। এমনকি ছোট থাকা মর্যাদা পাওয়ার চেয়ে তার কাছে অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। দরিদ্রতা তার কাছে ধনাঢ্যতা থেকে বেশি পছন্দনীয় হয়। নিজের বেশি আমলকেও তার কাছে কম মনে হয়। অন্যের কম আমলকেও তার কাছে বেশি মনে হয়। তার জীবনযাপন হয় সামান্য খাবারের ওপর নির্ভর করে। আপন প্রয়োজন উপার্জনে সে বিরক্ত হয় না। হালাল উপার্জনে সন্তুষ্ট

[১৪৮] অর্থাৎ সম্পদশালী হলে যেমন অনেক সময় মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, অহংকারে আক্রান্ত হয় তেমনি ইলমের অধিকারী হলেও অনেক সময় এই ধরনের অবস্থা হয়ে থাকে।-অনুবাদক

[১৪৯] অর্থাৎ ধনীদের জান্নাতে যাওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেহেতু ধন-সম্পদ বেশি হবার কারণে তাদের হিসাব-নিকাশও বেশি, আবার তাদের গুনাহের পরিমাণও হয় অধিক।-অনুবাদক

থেকে দরিদ্রতাকে বরণ করে নেওয়া তার কাছে অধিক প্রিয় হয় হারাম উপার্জনের ধনাঢ্যতা থেকে। আল্লাহর অনুগত হয়ে অভাবকে মেনে নেওয়া তার কাছে বেশি প্রিয় হয় আল্লাহর অবাধ্য হয়ে প্রাচুর্যে মেতে থাকা থেকে।" তারপর তিনি বলেন, দশম বৈশিষ্ট্য—যার মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা ও স্মরণ সমুন্নত হয়—হলো, ঘর থেকে বের হওয়ার পর যে ব্যক্তিই তার মুখোমুখি হয়, তাকেই সে নিজের চেয়ে বড় মনে করে।'

অহংকারের আলামত

[৯৫৫] ওয়াহহবের ছেলে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে, অহংকারের আলামত হলো—কোনো ভাই তাকে ডাক দিলে তার ডাকে সাড়া না দেওয়া, আপন জীবনের কসম করে তা পুরা না করা, তার কাছে খাবার নিয়ে আসা হলে এই কথা বলা যে, খাবারটি ভালো নয়। যে ব্যক্তি খাবারের কারণে আল্লাহর প্রশংসা করে সে তার শুকরিয়া আদায় করে।"

সুখকে বিপদ মনে করা

[৯৫৬] উসমান ইবনু মারদাওয়াইহি বলেন, "আমি ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ ও সাঈদ ইবনু জুবায়েরের সাথে আরাফার দিন ইবনে আমারের পাহাড়ের কাছে অবস্থান করছিলাম। ওয়াহহব সাঈদ ইবনু জুবায়েরকে বলল, 'হে আবূ আবূ আবদুল্লাহ, আপনি আর কত দিন হাজ্জাজের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে থাকবেন?' তিনি বললেন, 'আমার স্ত্রী গর্ভবতী থাকাবস্থায় আমি বের হয়ে এসেছি। তারপর তার গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম হয়েছে।' তখন ওয়হাব বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনাদের পূর্ববর্তীদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে, তারা সেটাকে সুখ হিসেবে বিবেচনা করতেন। আর সুখের মুখোমুখি হলে সেটাকে বিপদ হিসেবে বিবেচনা করতেন।'"

মুনাফিকের স্বভাব

[৯৫৭] আওন আল-আরাবি বলেছেন, "মুনাফিকের স্বভাব হলো, সে প্রশংসা পেতে ভালোবাসে এবং নিন্দা অপছন্দ করে।"

[৯৫৮] ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ বলেছেন, "মুনাফিকের আলামত হলো, সে নিন্দাকে অপছন্দ করে আর প্রশংসা পেতে ভালোবাসে।"

শয়তানের কাছে প্রিয় ব্যক্তি

[৯৫৯] ইবরাহীম ইবনু হাজ্জাজ বলেন, "আমি ওয়াহহবকে বলতে শুনেছি, শয়তানের কাছে আদম-সন্তানদের মধ্যে অতিভোজক ও অতিনিদ্রালু ব্যক্তি থেকে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই।"

মুমিনের বিপদ

[৯৬০] ওয়াহহব থেকে বর্ণিত আছে, "মুমিনের জন্য বিপদাপদ চতুষ্পদ জন্তুর বেড়ির ন্যায়।"

কিয়ামাতের দিন পাহাড়ের চিৎকার

[৯৬১] রবাহ বলেন, "ওয়াহহব থেকে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'যখন পাহাড়কে চলমান করা হবে এবং সে জাহান্নামের আওয়াজ, ক্রোধ, কর্কশধ্বনি ও শ্বাসগ্রহণের শব্দ শুনতে পাবে, তখন পাহাড় মহিলাদের ন্যায় চিৎকার করবে। তারপর পরস্পর ধাক্কা খেয়ে তার ওপরভাগ শেষভাগের ওপর ফিরে আসবে।'"

প্রতিদান ও বিনিময় না দেওয়া

[৯৬২] বাক্কার বলেন, আমি ওয়াহহবকে বলতে শুনেছি, "প্রতিদান ও বিনিময় না দেওয়াটাও এক ধরনের ব্যয়কুণ্ঠতা।"

ইবাদাতগুজারের শক্তি বৃদ্ধি পায়

[৯৬৩] মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদাহ বলেন, "ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহ বলেছেন, 'যে ইবাদাতগুজার হয়, তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর যে অলসতা করে, তার দুর্গতি বৃদ্ধি পায়।'"

আল্লাহর ওলীদের অবস্থা

[৯৬৪] সাঈদ ইবনু জুবায়ের ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার সঙ্গীকে বললেন, "চলো আমরা কাছে যাই।" তারপর তিনি তার কাছে এলেন এবং তার ওপর হাজ্জাজের প্রয়োগ করা কঠোরতা ও তাকে বিতাড়িত করার অভিযোগ জানালেন। তখন ওয়াহব তাকে বললেন, "যখন আল্লাহর ওলীদের সাথে কঠোরতার আচরণ করা হয়, তখন তারা প্রত্যাশার আলো দেখেন। আর যখন তাদের সাথে নমনীয়তার আচরণ করা হয়, তখন তারা আতঙ্কিত হন।"

তিনটি বিষয় থেকে সাবধান থাকা

[৯৬৫] সমাদ ইবনু মাকিল থেকে বর্ণিত, "তিনি ওয়াহহব ইবনু মুনাব্বিহকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে মানুষদের খুতবা দিতে শুনেছেন এই বলে—তোমরা আমার থেকে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখো। অনুসৃত প্রবৃত্তি থেকে সাবধান থাকবে, অসৎ সঙ্গী থেকে সতর্ক থাকবে, নিজের মতামতের ওপর মুগ্ধ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।"

কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিলেন

[৯৬৬] আবদুস সমাদ বলেন, "তিনি ওয়াহহবকে তার কোনো এক সঙ্গীকে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাকে এমন চিকিৎসাবিদ্যা শেখাব না, যাতে চিকিৎসককে নিন্দায় না পড়তে হয়? এমন ফিকহ শেখাব না, যাতে ফকীহকে ভর্ৎসনার ভাগীদার না হতে হয়? এমন বিচক্ষণতা শেখাব না, যাতে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কোনো তিরস্কারের মুখোমুখি না হতে হয়? সে উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই হে আবূ আবদুল্লাহ।' তখন তিনি বললেন, 'যে চিকিৎসাবিদ্যায় চিকিৎসককে নিন্দায় পড়তে হবে না তা হলো, খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং শেষে তার প্রশংসা করা। আর যে ফিকহের মধ্যে ফকীহকে ভর্ৎসনার ভাগীদার হতে হবে না তা হলো, কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, জানা থাকলে উত্তর দেওয়া; নয়তো বলে দেওয়া যে, আমি জানি না। আর যে বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হয় না তা হলো, বেশি বেশি চুপচাপ থাকা, যতক্ষণ না কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।'"

নফসের অবস্থা অনুযায়ী প্রার্থনা কবুল করা হয়

[৯৬৭] আবদুল হামীদ ওয়াহহব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তি কিছুকাল ইবাদাত-বন্দেগি করে আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন প্রার্থনা করল। সে সত্তরটি শনিবার সিয়ামে কাটিয়ে দিলো। প্রতি শনিবারে এগারোটি করে খেজুর খেতো। তারপর আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন চাওয়ার পরও তিনি তা দিলেন না। তখন সে নিজের প্রতি মনোনিবেশ করে বলল, 'হে আমার নফস, তোমার অবস্থানুযায়ী আমাকে দান করা হয়। যদি তোমার কাছে কল্যাণকর কিছু থাকত, তাহলে অবশ্যই তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু তোমার কাছে তো কল্যাণকর কিছু নেই।' ঠিক তখনই একজন ফেরেশতা তার কাছে অবতরণ করে তাকে জানাল, 'হে আদম-সন্তান, এই যে সময়টাতে তুমি নিজে নিজেকে দোষ দিচ্ছ, সে সময়টা তোমার অতীতের সমস্ত ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম। তুমি যে প্রয়োজন প্রার্থনা করেছিলে, আল্লাহ তাআলা তা তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন।'"

কিয়ামাতের সময় সমুদ্র অগ্নিতে উত্তাল হবে

[৯৬৮] ইমরান আবুল হুযাইল শুনেছেন, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ "যখন সমুদ্র উত্তাল হবে।"[১৫০] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওয়াহহাব বলেছেন, "সমুদ্র অগ্নিতে উত্তাল হবে।"

তাউস রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

আমীরের হাদিয়া গ্রহণ করেননি

[৯৬৯] নোমান ইবনু যুবায়ের সানআনি জানিয়েছেন, "মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ অথবা আইয়ুব ইবনু ইয়াহইয়া তাউসের কাছে পাঁচ শ বা সাত শ দীনার পাঠাল। যার মাধ্যমে পাঠাল তাকে তিনি বলে দিলেন, 'যদি তিনি তোমার থেকে তা গ্রহণ করেন, তবে আমীর তোমাকে (উন্নত) বস্ত্র দান করবেন এবং তোমার প্রতি আরও আনুগ্রহ করবেন।' সে দীনারগুলো নিয়ে তাউসের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে বলল, 'হে তাউস, এখানে কিছু খরচপাতি রয়েছে যা আমীর আপনার জন্য তা পাঠিয়েছেন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার এসবের কোনো দরকার নেই।' সে তাকে এগুলো গ্রহণ করে নিতে বলল। কিন্তু তাউস রাহিমাহুল্লাহ তাতে সম্মত হলেন না। তিনি দীনারগুলো ঘরের জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেললেন। অতঃপর দূত সেখান থেকে প্রস্থান করে জানাল, তাউস রাহিমাহুল্লাহ দীনারগুলো গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন যাবার পর তাউসের এমন কিছু কর্মকাণ্ডের সংবাদ আমীরের কানে এল যা তার পছন্দ হলো না। তিনি সংবাদ পাঠালেন যেন তার প্রদত্ত সম্পদগুলো ফিরিয়ে আনা হয়। তাউসের কাছে আমীরের দূত এসে বলল, 'আমীর যে সম্পদ আপনাকে দিয়েছিলেন তা ফেরত দিন।' তিনি জানালেন, 'সেই সম্পদের কিছুই আমি গ্রহণ করিনি।' দূত ফিরে গিয়ে এই সংবাদ জানাল। তারপর জানা গেল তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তারপর যে ব্যক্তিকে দিয়ে সম্পদগুলো পাঠানো হয়েছিল, তাকে খোঁজ করা হলো। তাকে সংবাদ জানানোর পর সে এসে বলল, 'হে আবূ আবদুর রহমান (তাউসের উপনাম), আমি না তোমার কাছে সম্পদগুলো নিয়ে এসেছিলাম?' তিনি জানালেন, 'আমি কি তোমার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করেছিলাম?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো, আমি তা কোথায় রেখেছি?' সে বলল, 'হ্যাঁ জানি। ওই জানালাতে।' তিনি বললেন, 'যাও, আমি যেখানে রেখেছি, সেখানটাতে গিয়ে দেখো।' এরপর সে তার হাত বাড়িয়ে দেখে সেখানে থলের ভেতর সেই সম্পদগুলো পড়ে আছে। মাকড়সা তার ওপর এত দিনে বাসা বেঁধে ফেলেছে। তারপর লোকটি সেগুলো নিয়ে আমীরের কাছে চলে গেল।"

দুই পথে মাসজিদে যেতেন

[৯৭০] আবদুল্লাহ ইবনে বিশর বলেন, "তাউস রাহিমাহুল্লাহ ইয়ামানির মাসজিদে যাবার দুটি পথ ছিল। একটা বাজারের ভেতর দিয়ে, অন্যটা আরেক জায়গা দিয়ে। তিনি একবার একটা দিয়ে গমন করতেন, অন্যবার আরেকটা দিয়ে। বাজারের পথ দিয়ে যাবার সময় যদি ভুনা করা মাথা দেখতে পেতেন, তাহলে সে রাত্রে আর তিনি খাবার খেতেন না।"

সম্পদ-সন্তান থেকে দূরে থাকার দুআ

[৯৭১] সাঈদ বলেন, 'তাউস রাহিমাহুল্লাহ এই বলে দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমাকে সম্পদ ও সন্তান থেকে বঞ্চিত রাখো।"

সাহরির সময় জেগে থাকা

[৯৭২] মিসআর এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, "সাহরির সময় তাউস রাহিমাহুল্লাহ একজন লোকের কাছে আসলেন। অন্যরা জানাল সে ঘুমিয়ে আছে। তিনি তখন বললেন, 'আমি সাহরির সময় কাউকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখিনি।'"

শাসকের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা

[৯৭৩] সুফিয়ান ইবনু উআইনা বলেন, "উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ তাউস রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, 'আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমিরুল মুমিনিন সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিককে জানান।' তাউস রাহিমাহুল্লাহ তাকে উত্তরে বললেন, 'তাকে জানানোর মতো কোনো প্রয়োজন আমার নেই।' (কথাটা শুনে) উমার ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ কেমন যেন অবাক হলেন।"

ঈমান ও আমল দান করার দুআ

[৯৭৪] সুফিয়ান এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, "তাউস রাহিমাহুল্লাহ এই বলে দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমাকে ঈমান ও আমল দান করুন এবং সম্পদ ও সন্তান থেকে বঞ্চিত রাখুন।"

হাজ্জাজের সামনে দুঃসাহস

[৯৭৫] আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ তাইমি বলেন, "আমি একজন শাইখকে অন্য আরেক ব্যক্তি থেকে বলতে শুনেছি যে, তাউস রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি হিজর নামক জায়গায় ছিলাম। হঠাৎ সেখানে হাজ্জাজের আগমন হলো। এমতাবস্থায় সেখান দিয়ে এমন এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, যার মধ্যে গ্রাম্য বেশভূষা ছিল। হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস

করল, 'কোত্থেকে এসেছ?' সে জানাল, ইয়ামান থেকে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, 'মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফকে কেমন দেখে এসেছ?' সে বলল, 'বেশ মোটাতাজা ও হৃষ্টপুষ্ট। যেমনটা দেখলে আপনি খুশিই হবেন।' হাজ্জাজ বলল, 'আরে তোমার কাছে আমি এটা জানতে চাইনি।' সে বলল, 'তাহলে কী জানতে চেয়েছেন?' হাজ্জাজ বলল, 'তার চরিত্র সম্পর্কে জানতে চেয়েছি।' এবার সে ব্যক্তি জানাল, 'তাকে আমি চরম অত্যাচারীরূপে দেখে এসেছি।' হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি জানো না যে, সে আমার ভাই?' সে ব্যক্তি বলল, 'আপনি কি আপনার ভাইকে আল্লাহর কাছে আমার চেয়েও বেশি পরাক্রমশালী মনে করেন?' তাউস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই দৃশ্যের মতো নয়ন জুড়ানো দৃশ্য আমার চোখে আর পড়েনি। ওই ব্যক্তি (এই কথা বলার পর) বেঁচে গেল। হাজ্জাজ তাকে আর কিছুই করল না।'"

জামা না নিয়েই চলে গেলেন

[৯৭৬] আবদুর রাজ্জাক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "তাউস রাহিমাহুল্লাহ মেঘময় ঠান্ডা সকালে সালাত আদায় করতেন। একবার মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ অথবা আবূ আইয়ুব ইবনু ইয়াহইয়া সদলবলে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি সাজদা অবস্থায় ছিলেন। সে সবুজ রঙের এক বিশেষ পোশাক আনার জন্য বলে, তা তার ওপর রেখে দিলো। তাউস রাহিমাহুল্লাহ নিজ প্রয়োজনের কথা (আল্লাহর কাছে বলা) শেষ করার আগ পর্যন্ত মাথা উঠালেন না। তারপর তিনি সালাম ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন তার গায়ের ওপর সবুজ রঙের সেই পোশাক। তিনি কিছুটা কেঁপে উঠলেন এবং সেদিকে আর ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা বাড়ি ফিরে গেলেন।"

অসুস্থের সেবা করা

[৯৭৭] মামার বলেন, "একবার তাউস রাহিমাহুল্লাহ তার একজন অসুস্থ বন্ধুর কাছে (সেবা করার জন্য এত দীর্ঘ সময়) অবস্থান করছিলেন যে, একপর্যায়ে হাজ্জও তার হাতছাড়া হয়ে যায়।"

দায়িত্বশীল ব্যক্তির খানা ভক্ষণ না করা

[৯৭৮] শাম্মা আল-আক্কী বলেন, "তাউস রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেছেন, 'ঈশার সালাত আদায় করার পর আরও তিন (রাকাত) পড়ো। আর কখনো কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির খানা ভক্ষণ করবে না।"

নেক বান্দাদের হাজ্জ

[৯৭৯] লাইস ইবনে সাদ তাউস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, "নেক বান্দাদের

হাজ্জ সওয়ারির ওপর হয়ে থাকে।"

শেষ রাত জেগে কাটানো

[৯৮০] দাউদ ইবনু ইবরাহীম বলেন, "একবার একটা সিংহ রাত্রিবেলায় রাস্তায় লোকদের আটকে রাখল। মানুষেরা একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল। সাহরির সময় সিংহটি তাদের রেখে চলে গেল। তখন সবাই ডানে-বামে (ছড়িয়ে-ছিটিয়ে) অবস্থান নিয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। কিন্তু তাউস রাহিমাহুল্লাহ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। কেউ একজন তাকে বলল, 'সেই রাত হবার পর থেকে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন!' তিনি জবাব দিলেন, 'সাহরির সময় কি কেউ ঘুমায়!'"

দুআয় রোনাজারি

[৯৮১] ইবনু আবী রওয়াদ বলেন, "তাউস রাহিমাহুল্লাহ এবং তার কিছু সাথি-সঙ্গী আসরের সালাত আদায় করার পর কেবলামুখী হয়ে বসতেন। তারপর কারও সাথে কোনো কথা না বলে দুআয় রোনাজারি করতে থাকতেন।"

সালাতে দুই শ আয়াত তিলাওয়াত

[৯৮২] ইবনু জুরাইজ বলেন, "তাউস রাহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাবার পরও সালাতে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার দুই শ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। তার থেকে এর ব্যত্যয় পাওয়া যেত না এবং তিনি নাড়াচাড়াও করতেন না।"

আরাফার সন্ধ্যায় নিজেকে একাকী রাখা

[৯৮৩] উমার ইবনু ওয়ারদ বলেন, "আতা আমাকে বলেছেন, 'যদি আরাফার সন্ধ্যায় তুমি নিজেকে একাকী রাখতে সক্ষম হও তবে তা কোরো।'"

অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে আমল না করার পরিণতি

[৯৮৪] মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি বলেন, "আমি জানতে পেরেছি—যাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের কেউ কেউ নিজের পেটের আঁত টেনে বের করবে, তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেভাবে চাক্কি ঘুরতে থাকে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তুমি কি সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে না?' সে বলবে, 'হ্যাঁ, আমি সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে কিন্তু পরে নিজেই তার বিপরীতটা করতাম। এমনিভাবে অসৎ কাজ থেকেও নিষেধ করতাম বটে কিন্তু পরে নিজেই তাতে লিপ্ত হতাম।'"

নিজের ইলম দ্বারা উপকৃত না হওয়ার পরিণতি

[৯৮৫] মানসুর ইবনে যাজান বলেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তার দুর্গন্ধে জাহান্নামীদের খুব কষ্ট হতে থাকবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এমন কাজ করতে? আমরা যে দুরবস্থায় আছি সেটাই তো আমাদের সহ্য হয় না। তার ওপর আবার তোমার দুর্গন্ধের জ্বালায় অতিষ্ঠ হচ্ছি।' সে তখন জানাবে, 'আমি (দুনিয়াতে) আলেম ছিলাম কিন্তু নিজের ইলম দ্বারা উপকৃত হইনি।'"

জাহান্নামের আশ্রয় প্রার্থনা

[৯৮৬] ইমরান আল-কসীর বলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, জাহান্নামে এমন একটা উপত্যকা রয়েছে, খোদ জাহান্নাম যার থেকে দিনে চার শ বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারণ, তার আশঙ্কা হয়, তাকে সেখানে পাঠানো হবে আর সেই উপত্যকা তাকে খেয়ে ফেলবে। সেই উপত্যকাটি তৈরি করা হয়েছে লৌকিকতায় আক্রান্ত কারিদের জন্য।"

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার সুফল

[৯৮৭] মুজাহিদ বলেছেন, "কোনো এক বান্দার ব্যাপারে জাহান্নামে যাবার আদেশ দেওয়া হলে, জাহান্নাম লাফিয়ে উঠবে। তার কাছে জানতে চাওয়া হবে, 'কী ব্যাপার, তোমার আবার কী হলো?' সে তখন বলবে, 'এই ব্যক্তি তো আমার থেকে রীতিমতো আশ্রয় প্রার্থনা করত।' তখন তাকে বলা হবে, 'ঠিক আছে। তাকে চলে যেতে দাও।'"

দুনিয়া থেকে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ

[৯৮৮] মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا "তুমি তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেয়ো না।"[১৫১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে দুনিয়াতেই তুমি তোমার আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।"

সত্যিকার ফকীহ-এর পরিচয়

[৯৮৯] মুজাহিদ বলেছেন, "সত্যিকার ফকীহ হলেন তিনি, যিনি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেন।"

আল্লাহমুখী হওয়া

[৯৯০] মুজাহিদ বলেছেন, "নিশ্চয়ই বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করে তখন আল্লাহ তাআলাও মুমিনদের অন্তর তার দিকে ঘুরিয়ে দেন।"

হালাল উপার্জনে লজ্জাবোধ না করা

[৯৯১] মুজাহিদ বলেছেন, "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনে লজ্জাবোধ করে না, তার খরচের (ভার) হালকা হয়ে আসে। নিজেকে সে প্রশান্তি দিতে পারে এবং তার অহংবোধ কমে আসে।"

---

[১৫১] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৭

নির্জনে নিজের পাপের কথা স্মরণ করা

[৯৯২] ইউনুস ইবনু খাব্বাব বলেন, "মুজাহিদ—তিনি আমার ভাই হন—আমাকে বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে আল-আওয়াব আল-হাফীজ সম্পর্কে সংবাদ দেবো না?' আমি বললাম, 'জি হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'সে হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে নির্জন অবস্থায় নিজের পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'"

একজন ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে মুক্তি

[৯৯৩] মুজাহিদ বলেছেন, "কিয়ামাতের দিন একজন বান্দার ব্যাপারে জাহান্নামের আদেশ করা হবে। সে বলবে, 'আমার তো এমনটা ধারণা ছিল না।' আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার ধারণা কী ছিল?' সে বলবে, '(আমার) ধারণা ছিল আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তাকে ছেড়ে দাও।'"

ঈশার সালাতের পর চার রাকাত সালাত

[৯৯৪] আমাশ থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ বলেছেন, "ঈশার সালাতের পর চার রাকাত সালাত আদায় করা, কদরের রাতে সমসংখ্যক সালাতের সমকক্ষ গণ্য করা হয়।[১৫২]

নিজেকে খাটো করা

[৯৯৫] মুজাহিদ বলেছেন, "যে নিজেকে সম্মানিত করে, সে দ্বীনকে খাটো করে। আর যে নিজেকে খাটো করে, সে দ্বীনকে সম্মানিত করে।"[১৫৩]

---

[১৫২] ইসনাদে দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন (হাইসামি, মাজমা : ২/৪০)।

[১৫৩] অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে নিজের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে মানুষ দরকার হলে দ্বীনের অসম্মান ঘটায়। আবার এর বিপরীত দ্বীনের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেকে অসম্মানিত ও খাটো করার প্রয়োজন দেখা দেয়।-অনুবাদক

উবায়দ ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

আল্লাহকে লজ্জা করা

[৯৯৬] উবায়দ ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ থেকে জনৈক শ্রবণকারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "তোমরা মানুষকে লজ্জা করার তুলনায় আল্লাহকে লজ্জা করাকে প্রাধান্য দাও।"

আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন

[৯৯৭] আবূ সুফিয়ান বলেন, "উবায়দ ইবনু উমায়র বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। এবং তার অন্তরে হেদায়াতের অনুপ্রেরণা দান করেন।'"

বর্তমান যুগের মুজতাহিদ

[৯৯৮] মুজাহিদ বলেন, "উবায়দ ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'বর্তমান যুগের মুজতাহিদ অতীতকালের খেলোয়ারের মতো।'"

আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম আমল

[৯৯৯] আবূ নাওফিল বলেন, "উবায়দ ইবনু উমায়র বলেছেন, 'যদি তোমরা সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করো, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে ভয় পাও এবং রাত্রি জাগরণ কষ্টসাধ্য মনে করো, তবে তোমরা অধিক পরিমাণে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলো। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ—এটি স্বর্ণ-রুপার—দুটি পাহাড় অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম।'"

হাবীব ইবনু আবী সাবিত বলেন, "উবায়দ ইবনু উমায়র বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে বান্দার প্রয়োজন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহরও বান্দার প্রতি মনোযোগ থাকবে।'"

শীতকালে রাতে বেশি সালাত পড়া যায়

[১০০০] মুজাহিদ বলেন, "উবায়দ ইবনু উমায়র আল-লাইসি শীতকাল এলে বলতেন, 'হে কুরআন-প্রেমিকরা, যখন শীতকাল আসে তখন তোমাদের সালাতের জন্য রাত দীর্ঘ এবং সাওমের জন্য দিন খাটো হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা আমলে নিমগ্ন হও। যদি তোমরা রাত্রে ইবাদাত করতে না পারো, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে ভীত থাকো এবং সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করো, তবে অধিক পরিমাণ আল্লাহর যিকর করো।'"

যখন আল্লাহ কারিকে অপছন্দ করেন

[১০০১] আবদুল কারীম ইবনু উমাইয়া বলেন, "উবায়দ ইবনু উমায়র রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কারিকে অপছন্দ করেন, যখন সে অধিক পোশাক পরিধান করে, অধিক আরোহণ করে এবং অধিক যাতায়াত করে।[১৫৪]

দান করা অপচয় নয়

[১০০২] উসমান ইবনু আসওয়াদ বলেন, "মুজাহিদ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে উহুদ পরিমাণ সম্পদ খরচ করলেও, সে অপচয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।'"

আল্লাহর কাছে বরকত কামনা করা

[১০০৩] সুফিয়ান বলেন, "তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ আমাদের মৃত্যুতে বরকত দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এবং জীবনেও।'"[১৫৫]

গুনাহ হলে ইস্তিগফার করা

[১০০৪] মালেক ইবনু মিগওয়াল বলেন, "আমি আবূ ইয়াহইয়াকে বলতে শুনেছি, আমি মুজাহিদের নিকট গুনাহের অভিযোগ ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, 'তুমি কেন ইস্তিগফার করছ না!'"

উত্তম ব্যক্তির পরিচয়

[১০০৫] আবূ যুরআ ইবনু আমর ইবনু জারীর বলেন, "যে দুই ব্যক্তি একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, তাদের উভয়ের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে অপরকে

---

[১৫৪] خراج ولاج –এর মানে হলো কোথাও অধিক পরিমাণে আসা-যাওয়া করা। (দ্রষ্টব্য : তাজুল আরূস)

[১৫৫] বর্ণনাটি মুরসাল। কারণ সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ পাননি। তাই এর সনদে বিচ্ছিন্নতা আছে।

অধিক ভালোবাসে।"

অভাবে পড়লে তাওবা করা

[১০০৬] হারেস ইবনু কায়েস আল-জুফি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বলেন, "যখন কারও দুনিয়াবি কোনো বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন তার কর্তব্য হলো তাওবা করা। আর যখন পরকালীন কোনো বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন তার কর্তব্য হলো আশা করা।"

তিনি তাকে লুঙ্গি কিনে দিলেন

[১০০৭] হাফস ইবনু গিয়াস রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ মুজাম্মি আত-তাইমি রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছেঁড়া লুঙ্গি পরে আসলেন। তাই তিনি চার দিরহাম নিয়ে সুফিয়ান সাওরিকে দিয়ে বললেন, 'আপনি (এই দিরহামগুলো দিয়ে আরেকটি নতুন) লুঙ্গি ক্রয় করুন।' সুফিয়ান বললেন, 'আমার প্রয়োজন নেই।' মুজাম্মি বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। আপনার প্রয়োজন নেই। তবে আমার ঠিকই প্রয়োজন আছে।' তারপর তিনি তা নিলেন ও একটি লুঙ্গি কিনে আনলেন সেটি দিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, সুফিয়ান বলতেন, 'মুজাম্মি আমাকে কাপড় দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।' তিনি আরও বলতেন, 'আমার যে আমলের সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা হয় না তা হলো—মুজাম্মির প্রতি পোষণ করা আমার ভালোবাসা।'"

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মজলিস

[১০০৮] রবী ইবনু ইয়াজিদ বলেন, "আবূ ইদরীস আল-খাওলানি বলেছেন, 'মাসজিদ হলো সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মজলিস।'"

যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যাবেন

[১০০৯] রবী ইবনু ইয়াজিদ বলেন, "আবূ ইদরীস বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা-ভাবনাকে একটি চিন্তা-ভাবনায় (আখিরাতের চিন্তা-ভাবনায়) পরিণত করবে, আল্লাহ তার সকল দুঃখ-কষ্টের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তির প্রত্যেক বিষয়ে (অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়ার সব বিষয়ে) চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হবে, সে কোথায় ধ্বংস হবে আল্লাহ তার পরোয়া করবেন না।'"

মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে হাদীস শেখা

[১০১০] আবূ ইদরীস আল-খাওলানি বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করার জন্যে হাদীসশাস্ত্র শিখবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"

অনুগ্রহকে ঋণ মনে করা

[১০১১] ইবরাহীম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি আল্লাহ ও নিজের মাঝে কোনো অনুগ্রহকারী নিযুক্ত কোরো না। তোমার প্রতি অন্যদের অনুগ্রহকে ঋণ মনে কোরো।"[১৫৬]

খ্যাতিলোভী ব্যক্তির অবস্থা

[১০১২] ইবরাহীম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি খ্যাতি পেতে ভালোবাসে, সে আল্লাহকে সত্যায়ন করে না।"

সন্তানের প্রতি কিছু উপদেশ

[১০১৩] আলি ইবনু ইয়াজিদ ইবনু জুদআন বলেন, "একজন আনসারি ব্যক্তির কাছে মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি তার ছেলেকে ডেকে বললেন, 'প্রিয় বৎস, তোমাকে আমি কিছু উপদেশ দিচ্ছি। তুমি তা মুখস্থ করে নাও। কারণ, তুমি যদি আমার থেকে তা মনে না রাখো, তাহলে অন্যদের থেকে তা আর মনে রাখার সুযোগ পাবে না। আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, গতকালের চেয়ে আজ এবং আজকের চেয়ে আগামীকাল তুমি বেশি ভালো হবে, তবে তা-ই করো। লোভ থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা হলো উপস্থিত দরিদ্রতা। নিরাশ হওয়া থেকেও সাবধান থাকো। কারণ, যে বিষয়েই তুমি নিরাশ হও না কেন, আল্লাহ তা থেকে তোমাকে মুক্ত করতে সক্ষম। যেসব বিষয়ে আপত্তি করা হয়, তা থেকেও সাবধান থাকো। কারণ, কল্যাণকর বিষয়ে কোনো আপত্তি গ্রহণীয় নয়। যদি কোনো আদম-সন্তানের পদস্খলন হয়—তবে সেই ব্যক্তি তুমি না হওয়ার কারণে—আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ সালাত। এর পরে আর তুমি সালাত পড়তে পারবে না।'"

নিজের দ্বীনকে বিক্রি না করা

[১০১৪] রজা ইবনু আবূ সালামাহ বলেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, ইবনু মুহাইরিয কিছু কেনার জন্য একজন কাপড়-বিক্রেতার কাছে গেলেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'একে চেনো? সে হলো ইবনু মুহাইরিয।' (এটা শুনে) তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা এখানে পয়সা দিয়ে কিনতে এসেছি, নিজেদের দ্বীন দিয়ে নয়।'"

---

[১৫৬] অর্থাৎ মাখলুকের কোনো অনুগ্রহ গ্রহণ কোরো না। বরং নিজের সকল প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর দ্বারস্থ হও।-অনুবাদক

বিনম্র লোকের পরিচয়

[১০১৫] আমর ইবনু আউসম বলেন, "বিনম্র তারা, যারা অন্যের প্রতি জুলুম করে না। আর যখন তাদের প্রতি জুলুম করা হয়, তখন তারা জয়ী হয় না।"[১৫৭]

সৎলোকের পরিচয়

[১০১৬] সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না বলেছেন, "হাসানকে 'আবরার' বা সৎলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। উত্তরে তিনি বলেছেন, 'যারা একটি ছোট্ট পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না।'"

অহংকার করলে আল্লাহ অপদস্থ করেন

[১০১৭] মুজাহিদ নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক আদম-সন্তানেরই মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে রাখে একজন ফেরেশতা। যখন সে অহংকার করে, তখন আল্লাহ তাআলা (সেই ফেরেশতার মাধ্যমে) তাকে অপদস্থ করেন। আরও একজন ফেরশতা তার মাথা ধরে রাখে, যখন সে বিনয়ী হয় তখন আল্লাহ (সেই ফেরেশতার মাধ্যমে) তার মর্যাদা বুলন্দ করেন।"

আয়াতের উদ্দেশ্য

[১০১৮] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ "তোমরা আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ চাও।"[১৫৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এখানে দুনিয়া উদ্দেশ্য নয়।"

যিকরকারী সালাতে থাকার মতোই

[১০১৯] হেলাল ইবনু আবূ উবায়দা বলেন, "মানুষের অন্তর যতক্ষণ আল্লাহর যিকর করে, ততক্ষণ সে যেন সালাতেই থাকে; যদিও সে বাজারে অবস্থান করে। আর যদি দুটি ঠোঁট নাড়িয়ে যিকর করে, তবে তো তা আরও উত্তম।"

যার সম্পদ বেশি তার কষ্ট বেশি

[১০২০] আমর ইবনু কায়েস বলেন, "ওয়ালীদ ইবনু কায়েস বলেছেন, 'যার অর্থসম্পদ বেশি তার কষ্ট-ক্লান্তি বেশি। যার কষ্ট-ক্লান্তি বেশি তার শয়তান বেশি। যার শয়তান বেশি তার হিসেব-নিকাশ হবে কঠিন।"

---

[১৫৭] পাল্টা প্রতিশোধ নিয়ে বিজয় লাভ করে না।-অনুবাদক

[১৫৮] সূরা নিসা, ৪ : ৩২

ধৈর্যশীলদের প্রতিদান

[১০২১] আবূ হাম্মাম ওয়ালীদ ইবনু কায়েস আস্-সুকুনি রাহিমাহুল্লাহ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ "নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের বিনা হিসাবে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে।"[১৫৯]
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তাদের হাতের কোষ ভরে দেওয়া হবে।"

রাতের বেলায় সালাতের জন্য ডাকতেন

[১০২২] ইবনু জাবের বলেন, "আমরা আতা আল-খুরাসানি রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতাম। তিনি রাত্র জেগে সালাত আদায় করতেন। যখন অর্ধরাত কিংবা রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যেত তখন তিনি তাঁবুর ভেতর থেকে আমাদের শুনিয়ে এভাবে ডাকতে থাকতেন—হে আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ। হে ইয়াজিদ ইবনু ইয়াজিদ। হে হিশাম ইবনুল গায। হে অমুকের ছেলে অমুক। তোমরা ঘুম থেকে ওঠো। ওযু করে সালাত আদায় করো। এই রাতের সালাত এবং এই দিনের সাওম এসব পুঁজ পান ও লৌহ কর্তন অপেক্ষা অধিকতর সহজ। অতঃপর তিনি বলতেন, 'দ্রুত করো। আরও দ্রুত করো।' তারপর তিনি সালাতে মনোনিবেশ করতেন।"

আল্লাহর ভয়ে সব সময়ই ক্রন্দন করা

[১০২৩] ইবনু জাবের বলেন, "আমি ইয়াজিদ ইবনু মারসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, আমি আপনার চোখ শুকাতে দেখি না?' তিনি বললেন, 'তা জেনে তুমি কী করবে?' আমি বললাম, 'আশা করি, আল্লাহ আমাকে এর দ্বারা উপকৃত করবেন।' তিনি বললেন, "হে ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাকে ধমক দিয়েছেন যদি আমি তার অবাধ্যতা করি, তাহলে তিনি আমাকে আগুনের কারাগারে বন্দী করবেন। আল্লাহর কসম, যদি তিনি আমাকে গোসলখানায় বন্দী করারও ধমক দিতেন, তবুও আমার চোখ শুকাত না। (অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসজল থাকত।) আমি তাকে বললাম, 'নির্জন অবস্থায়ও কি আপনি এমনই থাকেন?' তিনি বললেন, 'এটা জেনে তুমি কী করবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ হয়তো আমাকে এর দ্বারা উপকৃত করবেন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি যখন আমার পরিবারের কাছে থাকি তখনো আমার এই অবস্থা হয় এবং আমার ইচ্ছার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমার সামনে খাবার রাখা হয়, তখন এই অবস্থা হবার কারণে আমার খাবারের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এমনকি আমার স্ত্রী ও সন্তানরা কাঁদতে থাকে। তারা ঠিক জানেও না, কেন আমরা কাঁদছি। অনেক সময় এই বিষয়টি আমার স্ত্রীকে কষ্টে ফেলে দেয়। তখন সে বলে,

---

[১৫৯] সূরা যুমার, ৩৯ : ১০

হায়, দুনিয়ার জীবনে একি দীর্ঘ দুঃখ আপনার সঙ্গী হলো! আপনার সাথে তো আমার চোখটাও প্রশান্তি পাচ্ছে না।'"

অধিক পরিমাণে তাকবীর

[১০২৪] ইবনু জাবের বলেন, "আবূ মুসলিম আল-খাওলানি উচ্চৈঃস্বরে অধিক পরিমাণে তাকবীর বলতেন। এমনকি শিশুদের সাথে থাকা অবস্থায়ও। তিনি বলতেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর যিকর করো, যেন জাহেলরা দেখে মনে করে তুমি একজন পাগল।'"

হারানো জিনিস ফিরে পেতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

[১০২৫] হুমাইদ ইবনু হিলাল বা অন্য কারও থেকে বর্ণিত, "আবূ মুসলিম খাওলানি একবার দজলা নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে স্রোতের প্রবাহে এক টুকরা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল। তিনি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। তারপর তিনি তার সাথিদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা কি তোমাদের কোনো জিনিস হারিয়েছ? যদি হারিয়ে থাকো, তাহলে তা ফিরে পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো।'"

কুরআনকে বিক্রি না করা

[১০২৬] শাইবান ইবনু আবী শাইবাহ বলেন, "আমি সাল্লাম ইবনু মিসকিনকে বলতে শুনেছি, যদি আমাকে এই স্তম্ভ সমপরিমাণ স্বর্ণও দেয়া হয়, তবুও আমি কুরআন বিক্রি করব না।"

চল্লিশ বছর যাবৎ জামাতে সালাত আদায়

[১০২৭] ইমরান থেকে বর্ণিত, "সাঈদ ইবনু মূসাইয়িবের চল্লিশ বছর যাবৎ জামাতে সালাত ছুটেনি। এবং (সবার শেষে মাসজিদ থেকে বের হবার দরুন) লোকদের পৃষ্ঠদেশের দিকে তিনি তাকিয়েও দেখেননি। লোকেরাও মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কখনো তার সাক্ষাৎ পায়নি।"

আযানের আগে মাসজিদে যাওয়া

[১০২৮] আবূ সাহল উসমান ইবনু হাকীম বলেন, "আমি সাঈদ ইবনুল মূসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, ত্রিশ বছর যাবৎ আমি মাসজিদে থাকা অবস্থায় মুআযযিন আযান দিয়েছে।"

মাছির চেয়েও তুচ্ছ জীবন

[১০২৯] ইমরান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু তালহা বলেন, "আমার মনে হয় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব আল্লাহর সামনে নিজের জীবনকে মাছির চেয়েও তুচ্ছ মনে করেন।"

বাইয়াত প্রদানে অসম্মত হওয়া

[১০৩০] ইমরান ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের পরবর্তী শাসক ওয়ালীদ ইবনু সুলাইমানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবকে ডাকা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'যতদিন দিবারাত্রি পরিবর্তন হবে, তত দিন আমি দুজনের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব না।' তাঁকে বলা হলো, 'তুমি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং আরেক দরজা দিয়ে বের হও।' তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, কোনো মানুষ আমার পদাঙ্ক অনুসণ করবে না।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "অতঃপর তারা তাকে এক শ বেত্রাঘাত করেছে এবং শক্ত পোশাক পরিধান করিয়েছে।" \

মক্কায় অবস্থানের গুরুত্ব

[১০৩১] ওলীদ ইবনু মুগীরাহ বলেন, "সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব আমাকে বলেছেন, 'তুমি একাকিত্বকে গ্রহণ করে নাও। কেননা, তা ইবাদাত। তুমি (মক্কার) হারামের আশপাশে থাকবে। যদি ভালো কিছু হওয়ার থাকে, তবে তা হারামেই হবে। আর যদি মন্দ কিছু হয়ে থাকে, তবে হারামের বাইরের অংশে হবে। কারণ, আমি জানতে পেরেছি যে, মক্কাবাসী বা মক্কায় যারা বসবাস করে, তারা কোনোদিন ধ্বংস হবে না; যতদিন না হারাম তাদের কাছে হারামের বাইরের অন্যান্য সাধারণ জায়গার মতো না হয়ে যায়।'"

শাসকের ডাকে সাড়া না দেওয়া

[১০৩২] মায়মুন ইবনু মিহরান বর্ণনা করেন যে, "একবার আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান মদীনায় এলেন। দুপুরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি তার দারোয়ানকে বললেন, 'দেখো, মাসজিদে কোনো যুবক আছে কি না?' দারোয়ান যুবকের খোঁজে বের হয়ে সেখানে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। সে আঙুল দিয়ে ইশারা করে তাকে আসতে বলল। কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব নড়লেন না। অতঃপর দারোয়ান এসে বলল, 'তুমি কি দেখোনি, আমি তোমাকে ইশারা করে আসতে বলেছিলাম?' তিনি বললেন, 'তোমার কী প্রয়োজন?' সে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমাকে বলেছেন, দেখো, মাসজিদে কোনো যুবক আছে কি না?' সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বললেন, 'আমি তার (প্রশাসনের) কোনো

লোক নই।' দারোয়ান আবদুল মালিকের নিকট গিয়ে বলল, 'মাসজিদে একজন শাইখ পেয়ে তাঁকে ইশারা করে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি ওঠেননি। তারপর বলেছি, আমিরুল মুমিনিন আমাকে বলেছেন—দেখো, কোনো যুবক দেখতে পাও কি না? তখন তিনি বলেছেন, আমি আমিরুল মুমিনিনের লোক নই।' আবদুল মালিক বললেন, 'তিনি হলেন সাঈদ ইবনুল মূসাইয়িব। তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।'"

চল্লিশবার হাজ্জ করা

[১০৩৩] ইবনু হারমালা বর্ণনা করেন, "আমি সাঈদ ইবনুল মূসাইয়িবকে বলতে শুনেছি, আমি চল্লিশবার হাজ্জ করেছি।"

আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা

[১০৩৪] উমার ইবনু যর বলেন, "একবার আমার সাথে রবী ইবনু আবী রাশেদ-এর সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমার হাত ধরে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, 'হে আবূ যর, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তার সন্তুষ্টি কামনা করল, সে তার নিকট অতি মহান একটি বিষয় কামনা করল।'"

মকবূল দুআর সময়

[১০৩৫] খালেদ বলেন, "মকবূল দুআ হলো—অথবা তিনি বলেছেন—যে ব্যক্তি মকবূল দুআ করতে চায়, সে যেন সাজদার সময় হস্তদ্বয় উল্টিয়ে দুআ করে।"

পৃথিবীতে আল্লাহর পাত্র

[১০৩৬] খালেদ ইবনু মা'দান বলেন, "নিশ্চয় পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার কিছু (পছন্দের) পাত্র আছে। তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়পাত্র হলো, যা গুণগতভাবে কোমল ও পরিচ্ছন্ন হয়। পৃথিবীতে আল্লাহর (পছন্দনীয়) পাত্র হলো তার সৎ বান্দাদের অন্তর।"

কল্যাণের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া

[১০৩৭] খালেদ ইবনু মা'দান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "যখন তোমাদের কারও জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তখন সে যেন দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হয়। কেননা, সে জানে না, কখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ

[১০৩৮] বেলাল ইবনু সা'দ বলেন, "আমি লোকজনকে দেখেছি—তারা সৎকর্ম তথা সালাত, যাকাত, মঙ্গলজনক কাজ, সৎ কাজের আদেশ ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ

করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। আর এখন তোমরা কেয়াস ও যুক্তির প্রতি উৎসাহ প্রদান করো।”

সকল গুনাহই আল্লাহর নাফরমানি

[১০৩৯] আওযায়ি বর্ণনা করেন, “আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, তুমি ছোট গুনাহের প্রতি লক্ষ্য কোরো না; বরং তুমি লক্ষ্য করো কার নাফরমানি করছ?”

এক ধরনের অসতর্কতা

[১০৪০] আওযায়ি বর্ণনা করেন, “আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সৎকর্মের কথা স্মরণ রাখা ও পাপের কথা ভুলে যাওয়াটা এক ধরনের অসতর্কতা।”

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাওয়া

[১০৪১] আওযায়ি বর্ণনা করেন, বেলাল ইবনু সা'দ বলেন, “গুনাহের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াবিমুখ করে রাখেন আর আমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাই।”

মুসলমান তার ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ

[১০৪২] ইয়াজিদ ইবনু জাবির থেকে বর্ণিত, “বেলাল ইবনু সা'দ বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, মুসলমান তার ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। আয়না কি আমার কোনো বিষয়কে সন্দেহপূর্ণ মনে করে?'”

গোপনে আল্লাহর শত্রু না হওয়া

[১০৪৩] আওযায়ি বলেন, “আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, তুমি প্রকাশ্যে আল্লাহর বন্ধু আর গোপনে তার শত্রু হোয়ো না।

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া গুনাহ

[১০৪৪] আওযায়ি বলেন, “আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! গুনাহের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াবিমুখ রাখেন আর আমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাই; ফলে তোমাদের মধ্যকার দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিরা হয়ে যায় দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট, আর আলেমরা হয়ে যায় জাহেল, অধিক ইবাদাতকারীরা হয়ে যায় স্বল্প ইবাদাতকারী।”

আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া

[১০৪৫] আওযায়ি বলেছেন, “আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, তোমার

যে ভাই তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে তোমাকে আল্লাহ প্রদত্ত সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সে ওই ভাই অপেক্ষা উত্তম, যে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করলে তোমাকে একটি দীনার দান করে।"

নিশ্চিহ্ন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি

[১০৪৬] আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ ইবনু তামীম বলেছেন, "আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, হে চিরস্থায়ী জগতের অধিবাসী। হে পরকাল নিবাসী। তোমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তোমরা কেবল এক জগৎ থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হবে। যেভাবে তোমরা মেরুদণ্ড থেকে গর্ভাশয়ে, গর্ভাশয় থেকে দুনিয়াতে, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে মাওকিফ তথা অবস্থানস্থলে ও মাওকিফ থেকে চিরস্থায়ী জগতে স্থানান্তরিত হও।"

মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

[১০৪৭] ইবনু জাবের বলেছেন, "আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, যখন আমি আবূ সা'দ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি বললেন, 'হে আমার প্রিয় বৎস, তোমার সন্তানেরা কোথায়?' তিনি বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীকে (তাদের নিয়ে আসতে) বললাম। তারপর তাদের সাদা পোশাক পরিয়ে তার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাদের চুমু খেলেন এবং ঘ্রাণ নিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ, আমি তাদের ব্যাপারে তোমার কাছে কুফুরি, অন্ধত্বের গোমরাহি, নারী ও বানী আদমের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।'"

দিনে হাসিখুসি থেকে রাতে ইবাদাতে মগ্ন হওয়া

[১০৪৮] আওযায়ি বর্ণনা করেন, "বেলাল ইবনু সা'দ বলেন, 'আমি লোকজনকে দেখেছি, তারা (দিনের বেলায়) বিভিন্ন কাজে কঠিন (পরিশ্রমী) হয় এবং একে অপরের সাথে হাসাহাসি করে। কিন্তু রাত্রি এলে তারা ইবাদাতগুজার হয়ে যায়।'"

অনেক প্রফুল্ল মানুষ প্রতারিত

[১০৪৯] আওযায়ি বলেন, "আমি বেলাল ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, অনেক প্রফুল্ল মানুষ প্রতারিত এবং সে তা বুঝতেও পারছে না। পানাহার ও হাসাহাসি করছে। অথচ তার ব্যাপারে আল্লাহর ইলমে এই সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়ে আছে যে, সে হবে জাহান্নামের ইন্ধন।"

নির্বোধদের কাছে হেকমতপূর্ণ কথা না বলা

[১০৫০] সুলাইমান ইবনু সুমায়ের বলেন, "আমি কাসীর ইবনু মুররাহকে বলতে শুনেছি, তুমি নির্বোধদের কাছে হেকমতপূর্ণ কথা বোলো না। তাহলে তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। বিচক্ষণ লোকদের সামনে অবাস্তব কথা বোলো না, তাহলে তারা তোমাকে অপছন্দ করবে। ইলমের যোগ্য লোকদের ইলম থেকে বাধা দিয়ো না, তাহলে তুমি গুনাহগার হবে। অযোগ্যদের কাছে তা বর্ণনা কোরো না, তাহলে তুমি জাহেল হয়ে যাবে। নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার ইলমের হক রয়েছে, যেভাবে তোমার ওপর তোমার মালের হক রয়েছে।"

এতিম ও বিধবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা

[১০৫১] দহ্হাক ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আযরাম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, "তিনি জুমুআর দিন খুতবা শেষ করে যখন মিম্বর থেকে নামার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন,

الله الله فيمن لا أحد له الا الله الله الله فى يتاماكم الله الله فى أراملكم

'তোমরা এতিম ও বিধবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এবং যার আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, তার ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করো।'"

উত্তম নিআমাত

[১০৫২] রাশদে ইবনু আবূ রাশেদ বলেন, "ইয়াজিদ ইবনু মায়সারাহ বলতেন, 'শোকর-সংবলিত নিআমাত ও ধৈর্য-সংবলিত বিপদ এবং আনুগত্যের দরুন আপতিত বিপদ, ক্ষতিকর হয় না। আল্লাহর আনুগত্য তার নাফরমানির দরুন আগত নিআমাত অপেক্ষা উত্তম।'"

ইলম হবে সাজসজ্জার বস্তু!

[১০৫৩] হাবীব ইবনু উবায় আর-রহাবি বলেন, "তোমরা ইলম শিখে তা উপলব্ধি করো এবং তার দ্বারা উপকৃত হও। সাজসজ্জা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তা শিখো না। কেননা, অদূরভবিষ্যতে যদি তোমরা বেঁচে থাকো তবে দেখবে, আলেমরা ইলমকে সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করবে যেভাবে কাপড়ের মালিক তার কাপড়কে সাজসজ্জার জন্য গ্রহণ করে থাকে।"

দুটি চক্ষুকে আগুন স্পর্শ করবে না

[১০৫৪] মাকহুল বলেন, "দুটি চক্ষুকে আগুন স্পর্শ করবে না। এমন চক্ষু, যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আরেকটি হলো এমন চক্ষু, যা মুসলমানদের পাহারায় জাগ্রত থাকে।"[১৬০]

যার পাপ কম তার দিল নরম হয়ে থাকে

[১০৫৫] মাকহুল আদ-দিমাশকি বলেন, "সবচেয়ে নরম দিলের অধিকারী ওই ব্যক্তি, যার পাপ সবচেয়ে কম।"

মুমিনরা লাগাম পরানো উটের ন্যায় নিরাপদ

[১০৫৬] মাকহুল বলেন, "মুমিনরা হলো সহজ-সরল লাগাম পরানো উটের ন্যায় নিরাপদ। যদি তুমি তাকে টেনে নাও সে অনুগামী হবে। আর যদি তাকে বসাও তবে সে বসে যাবে।"[১৬১]

আল্লাহর অনুগ্রহ

[১০৫৭] জাফর থেকে বর্ণিত, সালেহ ইবনু মিসমার বলেন, "দুনিয়ার যেসব জিনিস নিয়ে গিয়ে আমাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেন, তা দুনিয়ার ওই অনুগ্রহ থেকে উত্তম, যা তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন।"

আল্লাহ-প্রেমিকরা দুনিয়া থেকে সরে থাকে

[১০৫৮] মুহাম্মাদ ইবনু ফদল বলেন, "আমি ইবনু শুবরুমাকে এই কবিতার অনুকরণ করতে দেখেছি,

حتى متى أنت في دنياك مشتغل   وعامل الله عن دنياه مشغول

"আর কতকাল তুমি ব্যস্ত রবে তোমার এই দুনিয়া নিয়ে?

অথচ আল্লাহ-প্রেমিকরা তো এই দুনিয়া থেকে নিজেদের রাখে সরিয়ে।"

বিপদে আক্রান্ত হওয়াটাও আল্লাহর নিআমাত

[১০৫৯] ইসমাঈল বিন যারবি বলেন, "আমি সাঈদ বিন জুবাইরকে বলতে শুনেছি, আমার সঙ্গীদের বিপদ লেগেই থাকত। একপর্যায়ে আমার মনে হলো, আমাকে আল্লাহর

---

[১৬০] এটি মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, সনদ সহীহ; সহীহুল জামি : ৪১১৩

[১৬১] সনদ হাসান। সহীহুল জামি : ৬৬৬৯

কোনো প্রয়োজনই নেই, নয়তো তিনি আমাকেও বিপদ দিতেন।"

হৃদয়ের শাঁস

[১০৬০] ইসমাঈল ইবনু যারবি বলেন, "আমি সাঈদ ইবনু ফুযাইরকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনু সাবিত বলেন, 'আবূ মূসার কাছে কুরআনের একটি কপি ছিল। তিনি একে হৃদয়ের শাঁস বলতেন।'"

মাজীদ

[১০৬১] লাইস থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ বলেন, "আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর একটি কুরআনের কপি ছিল, তিনি একে মাজীদ বলতেন।"

ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া

[১০৬২] মাহান বলেন, "তুমি যখন এমন কোনো ঘরে প্রবেশ করবে, যেখানে কেউ নেই তখন এই কথা বলবে,

السلام علينا من ربنا

'আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'"

পাপ করার পর নিজের আমলকে তুচ্ছ মনে করা

[১০৬৩] জাফর থেকে বর্ণিত, একবার সাঈদকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কে সবচেয়ে বড় ইবাদাতকারী?" তিনি বললেন, "সেই ব্যক্তি, যে পাপ করার পর—যখনই তা স্মরণ হয়—তখনই নিজের আমলকে খুবই তুচ্ছ মনে করে।"

ওলীদের কষ্ট দিলে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হোন

[১০৬৪] জাফর থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, "বানী ইসরাঈলের কোনো এক শাসকের আমলে একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিলো। মানুষজন বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য বের হয়ে এল। একজন বলল, 'যদি আমাদের বৃষ্টি দেওয়া না হয়, তাহলে আমরা তাঁকে (আল্লাহকে) ক্রোধান্বিত করব।' অন্যরা জানতে চাইল, 'কীভাবে ক্রোধান্বিত করবে? কীসের মাধ্যমে ক্রোধান্বিত করবে?' সে বলল, 'তার ওলীদের হত্যা করব।' তখন তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষিত হলো।"[১৬২]

---

[১৬২] এই ঘটনা দ্বারা মূলত সৃষ্টিজীবের অবাধ্যতা ও দুঃসাহস এবং তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্ত্বেও তাদের ওপর আল্লাহর ধৈর্য ও সহনশীলতা বোঝানো উদ্দেশ্য। নইলে কার এমন সাধ্য আছে যে আল্লাহকে এভাবে ক্রোধান্বিত করবে!-অনুবাদক

তাকে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করা হতো

[১০৬৫] হুমাইদ আল-আরাজ থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবায়েরের এক ছেলে তার কাছে এলে তিনি বললেন, "আমার কাছে তার সবচেয়ে ভালো অবস্থা হলো, সে মারা যাবে আর আমি তা সওয়াবের কারণ বলে মনে করব।"

ইবনু উআইনা বলেন, "ইবনু আইয়ুব বলেছেন, 'তারা তাকে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব থেকেও বেশি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।'"

শিশুসুলভ আচরণ

[১০৬৬] ইবরাহীম বলেছেন, "যুবকের শিশুসুলভ আচরণ তারা (সাহাবিরা) পছন্দ করতেন।"

মৃত্যুর সময় কষ্ট পাওয়াকে পছন্দনীয় মনে করা

[১০৬৭] ইবরাহীম ইবনু মুহাজির বলেন, "ইবরাহীম বলেছেন, 'তারা (সাহাবিরা) মৃত্যুর সময় অসুস্থ ব্যক্তির কষ্ট পাওয়াকে পছন্দনীয় মনে করতেন।'"

[১০৬৮] মানসূর থেকে বর্ণিত, "ইবরাহীম মৃত্যুযন্ত্রণাকে পছন্দ করতেন।"

মাটির শীতলতার কথা মনে পড়া

[১০৬৯] খালাফ ইবনু হাওশাব থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম বলেছেন, "আমি যতবারই এই আয়াত তিলাওয়াত করেছি, ততবারই আমার মাটির শীতলতার কথা মনে পড়েছে। তারপর তিনি এই আয়াতটি পড়লেন :

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

'তাদের ও তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে।'"[১৬৩]

কিছু উপদেশ

[১০৭০] উমার ইবনু আবদুল মালিক বলেন, "রোম অঞ্চলে সেনাবাহিনীর পেছনের অংশে ইবনু মুহাইরিযের সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। বিদায়ের মুহূর্ত এলে ইবনু মুহাইরিয তাকে বললেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'কয়েকটি কাজ করা সম্ভব হলে, করবে। তুমি (সবাইকে) চিনবে কিন্তু কেউ তোমাকে চিনবে না। তুমি প্রশ্ন করবে, কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করা হবে না। তুমি হাঁটবে, কিন্তু তোমার কাছে হেঁটে

[১৬৩] সূরা সাবা, ৩৪ : ৫৪

আসা হবে না।'"

পিতার সামনে সামনে না হাঁটা

[১০৭১] আলি ইবনু তলক বলেন, "আমি ইবনু মুহাইরিযকে বলতে শুনেছি, যে তার পিতার সামনে সামনে হাঁটল, সে তার বাবার অবাধ্যতা করল। তবে যদি তার সামনে দিয়ে রাস্তা থেকে কাঁটা সরিয়ে দেবার জন্য হাঁটে, সেটা ভিন্ন। যে তার বাবার নাম বা উপনাম ধরে ডাকল, সে তার অবাধ্যতা করল। তার উচিত এভাবে বলা—হে আমার বাবা।"

জালেমের ওপর বদদুআ খুব দ্রুত নিপতিত হয়

[১০৭২] মুসলিম ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত, "তিনি শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি অপর এমন এক ব্যক্তির জন্য বদদুআ করছে, যে তার ওপর অবিচার করেছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'জালেমকে তার জুলুমের হাতেই ছেড়ে দাও। কারণ, তোমার বদদুআ খুব দ্রুত তার ওপর নিপতিত হবে। যদি না কোনো আমলের কারণে সে (এর থেকে) নিষ্কৃতি না পায়। যোগ্য ব্যক্তিরা এমনটা করে না।'"

নাসীহাত-সংবলিত পত্র

[১০৭৩] রজা ইবনু আবূ সালামা বলেন, "ইবনু মুহাইরিয নাসীহাত-সংবলিত পত্র নিয়ে আবদুল মালিকের কাছে এসে সেটা তাকে পড়ে শোনাল। তারপর সেটা তার হাতে আর ধরে রাখতে পারেননি।"

প্রশংসা করলে তিনি রাগ করতেন

[১০৭৪] আবূ আমর শায়বানি বলেন, "ইবনু মুহাইরিযের সামনে কেউ প্রশংসা করলে তিনি রাগ করে বলতেন, 'তোমার কী জ্ঞান আছে? তুমি কী জানো?'"

রেশমি কাপড় অপছন্দনীয়

[১০৭৫] রজা ইবনু সালামাহ বলেন, "ইবনু মুহাইরিয বলেছেন, 'রেশমি কাপড় পরিধান করার তুলনায় আমার চর্মে শ্বেতরোগ হওয়াটা আমি বেশি পছন্দ করি।'"

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার লাভ

[১০৭৬] ইবনু মুহাইরিয বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাত আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিলো, প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর বিনিময়ে তাকে এক কিরাত এক কিরাত করে (নেকি) প্রদান

করা হবে।"[১৬৪]

দাসীর কারণে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া

[১০৭৭] আবূ যুরআ বলেন, "আবদুল মালিক একজন দাসীকে ইবনু মুহাইরিযের কাছে পাঠালেন। তিনি তার ঘর ছেড়ে চলে যান এবং সেখানে আর প্রবেশ করেননি। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি ইবনু মুহাইরিযকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'কেন?' তারা বলল, 'সেই দাসীর কারণে (এমনটা বললাম), যাকে আপনি তার কাছে পাঠিয়েছিলেন।' তারপর আবদুল মালিক লোক পাঠিয়ে সেই দাসীকে ফেরত নিয়ে আসেন।"

ঘাস কেটে অর্থ উপার্জন করা

[১০৭৮] রজা ইবনু আবূ সালামা বলেন, "ইবনু মুহাইরিয যখন জিহাদে বের হতেন, তখন সবচেয়ে পছন্দনীয় খরচপাতি তিনি (জোগাড় করতেন) জানোয়ারের ঘাসে। (অর্থাৎ ঘাস কেটে অর্থ উপার্জন করে, সেটা দিয়ে নিজের খরচপাতি চালাতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন)।"

খাটো লুঙ্গি পরিধান করতে অস্বীকৃতি জানানো

[১০৭৯] রজা ইবনু জামীল আল-আইলি বলেন, "যখন পিতার পরে ওলীদ ও সুলাইমানের জন্য বাইয়াতের ব্যাপারে মদীনাতে নির্দেশনা পাঠানো হলো, তখন আবদুর রহমান ইবনু আবদুল কারি সাঈদ ইবনু মূসাইয়িবকে বললেন, 'আমি তোমাকে তিনটি বিষয়ের পরামর্শ দিচ্ছি।' তিনি বললেন, 'কী সেটা?' তিনি বললেন, 'তুমি আপন জায়গা থেকে সরে যাবে। কারণ, তুমি এমন স্থানে অবস্থান করছ, যেখানে হিশাম ইবনু ইসমাঈল তোমাকে দেখতে পায়। অথবা তুমি উমরা করতে বেরিয়ে পড়বে।' তিনি বললেন, 'আমি নিজ সম্পদ ও শ্রম এমন কাজে ব্যয় করতে পারব না, যাতে নিয়ত নেই। তৃতীয় বিষয়টি কী?' তিনি বললেন, 'তুমি বাইয়াত করে নেবে।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আল্লাহ যদি আপনার চোখের মতো অন্তরকেও অন্ধ করে দেন, তাতে আমার কী!'"

বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি ছিলেন অন্ধ। রজা বলেন, 'তারপর হিশাম তাকে বাইয়াতের জন্য ডাকল। তিনি অস্বীকার করলেন। সে আবদুল মালিকের কাছে এই বিষয়ে পত্র লিখল। আবদুল মালিক তাকে জানাল, তোমার আর সাঈদের কী হলো? তার থেকে তো আমরা অপছন্দনীয় কিছু পাচ্ছি না। যদি তুমি কিছু করতেই চাও তবে তাকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করো। এবং খাটো লুঙ্গি পরিধান করাও। অতঃপর তাকে মানুষের জন্য বন্দী

[১৬৪] কিরাত একটা পরিমাপের নাম।-অনুবাদক

করে রাখো। রজা বলেন, 'মদীনাতে যেসব আইলির বাসিন্দা পুলিশের চাকুরিতে ছিল তারা আমাকে বলেছে—আমরা জানতাম তিনি ছোট লুঙ্গি পরবেন না। তাই তাকে বললাম, 'হে আবূ মুহাম্মাদ, আপনি তা পরে নিন। নইলে এর পরিণতি হবে হত্যা।' তিনি তখন তা পরিধান করলেন। যখন তাকে প্রহার করা হলো, তিনি বুঝলেন যে আমরা তাকে ধোঁকা দিয়েছি। তাই তিনি বললেন, 'হে আইলাবাসীরা, যদি হত্যা করবে বলে আমার মনে না হতো, তবে আমি কখনোই তা পরিধান করতাম না।'"

বান্দার মাধ্যমে সম্মান না চাওয়া

[১০৮০] সাঈদ ইবনু মূসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

مَنِ اعْتَزَّ بِالْعَبْدِ أَذَلَّهُ اللّٰهُ

'যে বান্দার মাধ্যমে সম্মান লাভ করতে চায় আল্লাহ তাকে অসম্মানিত করেন।'"[১৬৫]

মৃত্যুর স্মরণ আনন্দ ও হিংসাকে দূর করে

[১০৮১] রজা ইবনু হায়ওয়া বলেন, "মানুষ যত বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, তত বেশি আনন্দ ও হিংসাকে পরিহার করে।"

মেহমানকে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়ানো

[১০৮২] ইসমাঈল ইবনু সাঈদ বলেন, "আমি হাইয়া আল-উরানির কাছে আসলাম। তিনি এক পাত্র কাঁচা খেজুর ও গুঁড়া লবণ দিলেন। তারপর বললেন, 'খাও। যদি ঘরে এর চেয়ে ভালো কিছু থাকত, তাহলে তোমাকে তা খাওয়াতাম।' তারপর তিনি বললেন, 'আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তোমার কাছে তোমার মুসলিম ভাই আগমন করলে, তাকে তোমার ঘরের সর্বোৎকৃষ্ট খাবার খাওয়াও। যদি সে সাওম পালনকারী হয়, তবে তাকে তেল মাখিয়ে দাও।'"

নিরাপত্তা ও সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে

[১০৮৩] শাবি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝٨

[১৬৫] সনদ যঈফ। হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/১৭৪; সিলসিলা যঈফা : ২১২০

'সেদিন তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১৬৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, '(এই স্বাচ্ছন্দ্য হলো) নিরাপত্তা ও সুস্থতা।'"

স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্যর ব্যাখ্যা

[১০৮৪] রাশেদ ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "স্বাচ্ছন্দ্য কী?" তিনি বললেন, "আত্মিক প্রশান্তি।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "ঐশ্বর্য কী?" তিনি বললেন, "শারীরিক সুস্থতা।"

আল্লাহ যাকে দ্বীনের নিআমাত দান করেন

[১০৮৫] মুজাহিদ বলেন, "উবায়েদ ইবনু উমায়ের বলেছেন, 'দুনিয়ার অন্বেষী হোক বা না হোক, আল্লাহ তাআলা সবাইকেই তা দান করেন। কিন্তু দ্বীন দান করেন কেবল তাকে, যে দ্বীনকে ভালোবাসে। যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে ঈমানের দৌলত দান করেন। যে ব্যক্তি শত্রুর সাথে লড়াই করতে ভয় করে, রাত্রে জেগে থাকতে শঙ্কাবোধ করে এবং সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করে, সে যেন বেশি বেশি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে।'"

আবূ আবদুর রহমানকে 'যবীহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "অধিকাংশ হাদীস ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর কথাই বলে। আমার পিতাও এই মতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন।"

---

[১৬৬] সূরা তাকাসুর, ১০২ : ৮

আবূ মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি উপদেশ

[১০৮৬] মুআবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান দিমাস্কের মিম্বরে বসা অবস্থায় আবূ মুসলিম খাওলানি তাকে ডেকে বললেন, "হে মুআবিয়া, আপনি কবরসমূহের মধ্য হতে একটি কবর। যদি আপনি কোনো কিছু নিয়ে আসেন, তবে আপনার জন্য কিছু হবে। আর যদি কোনো কিছু না নিয়ে আসেন, তাহলে আপনার জন্য কিছুই হবে না। হে মুআবিয়া, কেবল সম্পদ স্তূপ করে তা বিতরণ করাকেই খেলাফত ভাববেন না। বরং খেলাফত হলো সত্যের ওপর আমল করা, ন্যায়পরায়ণতার সাথে কথা বলা এবং আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে পাকড়াও করা। হে মুআবিয়া, যদি আপনি আরবের কোনো গোত্রের ওপর অবিচার করেন, তবে আপনার অবিচার আপনার ন্যায়পরায়ণতাকে শেষ করে দেবে।"

আবূ মুসলিম তার কথা শেষ করার পর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।"

মানুষের সমালোচনা পরিহার করা

[১০৮৭] আবূ মুসলিম খাওলানির কাছে একবার এক ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে পাওয়া কষ্টের অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, "তুমি যদি মানুষের সমালোচনা করো, তবে তারাও তোমার সমালোচনা করবে। আর যদি তাদের তুমি ছেড়ে দাও, তবুও তারা তোমাকে ছাড়বে না। যদি তুমি তাদের থেকে পলায়ন করো, তারা তোমাকে ধরে ফেলবে।"

সে জানতে চাইল, "তাহলে আমি কী করব?" তিনি বললেন, "অভাবের দিনে তাদেরই তোমার প্রয়োজন হবে।"

সম্পদ জমা করার জন্য নবিজিকে পাঠানো হয়নি

[১০৮৮] আবূ মুসলিম খাওলানি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সম্পদ জমা করে ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ আমার কাছে ওহি পাঠাননি। বরং তিনি আমার কাছে ওহি পাঠিয়েছেন এই মর্মে :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

'তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর ইয়াকীন (মৃত্যু) না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত করো।'''[১৬৭]

কাকের সংবাদ প্রদান করা

[১০৮৯] দিমাশকের কিছু শাইখ থেকে বর্ণিত আছে, "আবূ মুসলিম খাওলানি রোম অঞ্চলে ছিলেন। শাসক সেখানে একটি বাহিনী পাঠিয়ে তাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিলো। কিন্তু তারা দেরি করছে দেখে আবূ মুসলিম খাওলানি চিন্তিত হলেন। তাদের কথা চিন্তা করতে করতে নদীর তীরে তিনি ওযু করছিলেন। হঠাৎ গাছের ওপর একটি কাক এসে তাকে বলল, 'হে আবূ মুসলিম, আপনি কি বাহিনীর কথা ভেবে চিন্তিত?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' কাকটি বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। তারা গানীমাত লাভ করে নিরাপদেই আছে। অমুক সময়ে তারা আপনার কাছে এসে পৌঁছবে।' আবূ মুসলিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে? আল্লাহ তোমাকে রহম করুন।' সে বলল, 'আমি আরতিয়াঈল। মুমিনদের হৃদয়কে প্রশান্ত করি।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "পরবর্তীকালে তারা (সে বাহিনীর লোকজন) তার (কাকের) বলা সময় অনুযায়ী এসেছিল।"

গির্জার পাদরির সালাম জানানো

[১০৯০] মুহাম্মাদ ইবনু শুআইব দিমাশকের কোনো এক শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, "আমরা রোমের অঞ্চল থেকে কাফেলা আকারে ফিরে আসছিলাম। হিমস থেকে দিমাশকের উদ্দেশে রওনা হয়ে আমরা হিমস থেকে চার মাইলের কাছাকাছি একটি মোড় অতিক্রম করলাম রাতের বেলায়। সেখানে গির্জায় থাকা পাদরি (আমাদের কথা) শুনতে পেয়ে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা?' আমরা বললাম, 'আমরা দিমাশকের কিছু মানুষ। রোমের এলাকা থেকে এসেছি।' সে বলল, 'তোমরা কি আবূ

[১৬৭] সূরা হিজর, ১৫ : ৯৮-৯৯

মুসলিম খাওলানিকে চেনো?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, চিনি।' সে বলল, 'তোমরা যদি তার দেখা পাও, তবে তাকে আমার সালাম দিয়ো। তাকে বলে দিয়ো, আমরা তাকে কিতাবে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গীরূপে পেয়েছি। যদি তোমরা তাকে চিনে থাকো, তবে তাকে জীবিত পাবে না।'

বর্ণনাকারী বলেন, "যখন আমরা গুতা নামক এলাকায় এসে পৌঁছলাম, তখন তার মৃত্যুসংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছল।"

দুআ করার সাথে সাথে বৃষ্টি নামা

[১০৯১] সাঈদ ইবনু আবদুল আযীয বলেন, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যামানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তিনি লোকদের সাথে করে বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য বের হলেন। যখন লোকেরা মুসল্লার দিকে তাকাল, তখন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ মুসলিমকে বললেন, 'মানুষ যে কী মুসিবতে পতিত হয়েছে, তা তো দেখছেনই। সুতরাং আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তিনি বললেন, 'অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি (দুআ) করব।' তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার গায়ে ছিল মাথাওয়ালা এক প্রকার ঢিলা কোট। তিনি মাথা থেকে তা খুলে ফেললেন। তারপর বললেন, 'হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে বৃষ্টি চাচ্ছি। নিজেদের পাপের বোঝা সাথে করেই আমরা আপনার কাছে এসেছি। সুতরাং আমাদের নিরাশ করবেন না।'"

বর্ণনাকারী বলেন, "লোকেরা ফিরে যেতে-না-যেতেই বৃষ্টি হলো। তখন আবূ মুসলিম বললেন, 'হে আল্লাহ, মুআবিয়া আমাকে এমন জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যে, তার কথা শুনতেই হতো। সুতরাং আপনার কাছে যদি আমার জন্য কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে যান।' সেদিন ছিল বুধবার। পরবর্তী বুধবারেই তার মৃত্যু হয়।"

সকল কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়া

[১০৯২] মুহাম্মাদ ইবনু শুআইব থেকে বর্ণিত, "নফল সালাতে আবূ মুসলিম খাওলানি দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আবূ মুসলিমকে রান্না করা খাবার দান করো। হে আল্লাহ, আবূ মুসলিমকে রান্না করা খাবার দান করো। হে আল্লাহ, আবূ মুসলিমকে তেল দান করো। হে আল্লাহ, আবূ মুসলিমকে কাষ্ঠখণ্ড দান করো। এভাবে তার যা ইচ্ছা, সবকিছু তিনি চাইতেন।"

ইবাদাতে সচেষ্ট হওয়া

[১০৯৩] সাঈদ ইবনু আবদুল আযীয বলেন, "আবূ মুসলিম খাওলানি বলেছেন, 'যদি

বলা হয়, জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে, তবুও আমি আমার আমলে বৃদ্ধি ঘটাতে পারব না।'"[১৬৮]

ভালো কাজ করলে ভালো প্রতিদান পাওয়া যায়

[১০৯৪] উবাইদুল্লাহ ইবনু শুমাইত বলেন, "আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, 'আবূ মুসলিম খাওলানি ঘুরে ঘুরে ইসলামের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করছিল। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন করলে তাকে বলা হলো যে—আবূ মুসলিম ঘুরে ঘুরে ইসলামের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করছে। তিনি তার কাছে (আসার জন্য) খবর পাঠালেন। তারপর তাকে বললেন, 'হে আবূ মুসলিম, তুমি কী করছ? তুমি কি ইসলামের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করছ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর আবূ মুসলিম মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, 'যদি আপনি ভালো কাজ করেন, তবে ভালো প্রতিদান পাবেন। আর যদি মন্দ কাজ করেন, তবে তারও প্রতিদান পাবেন। হে মুআবিয়া, যদি আপনি পুরো বিশ্ববাসীর ওপর ন্যায়বিচার করে পরে একজনের ওপরও জুলুম করেন, তবে আপনার জুলুম আপনার ন্যায়বিচারকে পদানত করবে।'"

যিকরকারী শ্রেষ্ঠ

[১০৯৫] আবূ উবাইদাহ ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি রাস্তার ধারে একটি স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলে নিয়ে বসে এবং যে-ই তার পাশ দিয়ে যায় তাকে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে থাকে, আর তার অন্যপাশে আরেকজন 'আল্লাহু আকবার' যিকর করতে থাকে, তবে যিকরকারীই হবে সর্বোচ্চ নেকি অর্জনকারী।"

পাপ পরিহার করা বেশি সহজ

[১০৯৬] শুরাহবিল ইবনু মুসলিম বলেছেন, "যখন আবূ মুসলিম কোনো ধ্বংসস্থলে আসতেন সেখানে অবস্থান করে বলতেন, হে ধ্বংস্থল, তোমার অধিবাসীরা কোথায়? তারা প্রস্থান করেছে। রয়ে গেছে তাদের কর্মসমূহ। কুপ্রবৃত্তি শেষ হয়ে গেছে। রয়ে গেছে আদম-সন্তানের পাপসমূহ। তাওবা অন্বেষণের তুলনায় পাপ পরিহার করা অনেক বেশি সহজ।"

লম্বা সময় সালাত আদায় করা

[১০৯৭] শুরাহবিল ইবনু মুসলিম খাওলানি থেকে বর্ণিত, "দুই ব্যক্তি আবূ মুসলিম খাওলানির সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে এল। তার পরিবারের কেউ তাদের

---

[১৬৮] অর্থাৎ যত বেশি ইবাদাত তার পক্ষে করা সম্ভব তিনি তা করেন, তার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করার নেই আর।-অনুবাদক

জানাল যে, তিনি মাসজিদে আছেন। (তারা গিয়ে) তাকে সালাতে দেখতে পেল। তারা তার সালাত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল এবং রাকাত গুনতে লাগল। একজনের গণনায় দেখা গেল তিনি সালাত শেষ করার আগে তিন শ রাকাত পড়েছেন। অন্যজনের গণনায় চার শ রাকাত। তারা তাকে বলল, 'হে আবূ মুসলিম, আমরা আপনার পেছনে বসে অপেক্ষা করছিলাম।' তিনি তাদের বললেন, 'শোনো, যদি আমি তোমাদের অবস্থানের কথা জানতাম, তবে তোমাদের কাছে আসতাম। তোমরা আর আমার সালাত গণনা করার সুযোগ পেতে না। তোমাদের আমি কসম করে বলছি, কিয়ামাত দিবসের জন্য অধিক পরিমাণে সাজদা করা অতি উত্তম।'"

তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি

[১০৯৮] কাব বলেন, "আবূ মুসলিম খাওলানি এই উম্মতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি।"

মুমিনদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা না করা

[১০৯৯] আবূ মুসলিম খাওলানি বলতেন, "মুমিনদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা থেকে সাবধান। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ও জবানে সত্যকে স্থাপন করেছেন।"

সাধ্যানুরূপ ইবাদাত করতে চেষ্টা করা

[১১০০] আবদুল্লাহ ইবনু উবায়দ ইবনু উমায়ের তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَجِدُ الْمُؤْمِنَ يَجْتَهِدُ فِيمَا يُطِيقُ مُتَلَهِّفًا عَلَى مَا لَا يُطِيقُ

"তুমি দেখবে যে মুমিনরা সাধ্যানুরূপ (ইবাদাত করতে) চেষ্টা করে। আর যা তাদের সাধ্যের বাইরে, এর জন্য তাদের দুঃখ হয়।"[১৬৯]

আল্লাহ দয়ালু ব্যক্তির প্রতিই দয়া করেন

[১১০১] আবূ সালেহ হানাফি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَحِيمٌ لَا يَضَعُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ وَلَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَحِيمًا

'আল্লাহ তাআলা দয়ালু। তিনি কেবল দয়ালু ব্যক্তির প্রতিই দয়া করেন এবং

[১৬৯] যঈফ। সিলসিলা যঈফা : ২১১৯

দয়ালু ব্যক্তিকেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

লোকেরা বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়াশীল।' তিনি বললেন,

لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

'এটা নয়। বরং আল্লাহ যা বলেছেন—'তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।'" (সূরা তাওবা, ৯ : ১২৮)[১৭০]

এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণি

[১১০২] বাকর ইবনু সাওয়াদাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سَيَكُونُ نَشْؤٌ مِنْ أُمَّتِي يُولَدُونَ فِي النَّعِيمِ وَيَغْذُونَ بِهِ، هِمَّتُهُمْ أَلْوَانُ الطَّعَامِ وَأَلْوَانُ الثِّيَابِ يَتَشَدَّقُونَ بِالْقَوْلِ أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي

"অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটা প্রজন্ম গড়ে উঠবে, যারা আরাম-আয়েশের ভেতর জন্ম নেবে ও আরাম-আয়েশের ভেতরই প্রতিপালিত হবে। তাদের মূল ভাবনা হবে রং-বেরঙের খাবার-দাবার ও বিভিন্ন ধরনের কাপড়-চোপড়। তারা কথা বলবে আড়ম্বর-সহকারে। এরাই হলো আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণি।"[১৭১]

একটি মূল্যবান হাদীস

[১১০৩] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، أَلَا إِنَّ الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ، أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ مِنْهُ جَارُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি, যার থেকে অন্য মুমিনরা নিরাপদ থাকে। শুনে

---

[১৭০] যঈফ। সিলসিলা যঈফা : ২১১৮

[১৭১] সনদ মুরসাল। তবে এর অর্থ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসনাদ আহমাদ : ৬/২১; ইবনু মাজাহ : ৩৯৩৪)

রাখো, মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে পাপ পরিহার করে। প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার প্রতিবেশী তার থেকে নিরাপদ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়।"

একটি কথার জন্য সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান

[১১০৪] হাসান থেকে বর্ণিত, আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَدْرِي أَنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ مَا بَلَغَتْ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি কোনো কথা বলে এবং সে জানেও না যে তা যেখানে পৌঁছার সেখানে পৌঁছবে। (এমনও হতে পারে) এর কারণে সে সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান করবে।"[১৭২]

নবিজি ঘরের কাজকর্ম করতেন

[১১০৫] ইবনু শিহাব থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের কাজকর্ম করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি যা করতেন তা হলো, সেলাই।"

নবিজির কিছু বৈশিষ্ট্য

[১১০৬] হাসান থেকে বর্ণিত, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে দরজা লাগিয়ে রাখা হতো না। তার সামনে পর্দা টাঙিয়ে রাখা হতো না। সকাল-সন্ধ্যায় বড় পাত্রে তার কাছে খাবারও আনা হতো না। বরং যে আল্লাহর নবির সাক্ষাতে আসতেন, তিনি তার সাথে দেখা করতে বের হয়ে আসতেন। তিনি মাটিতে বসতেন। তার খাবারও মাটিতে রাখা হতো। তিনি মোটা কাপড় পরিধান করতেন। গাধার ওপর সওয়ার হতেন। বাহনের পেছনে নিজ গোলামকে বসাতেন। সে (অনেক সময় খাবারের পর) তার আঙুল চেটে দিত।"

কল্যাণের সুযোগ গ্রহণ করা

[১১০৭] হাকীম ইবনু উমায়ের থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১৭২] সনদ যঈফ। তবে এটি সাহাবি আবূ হুরাইরা থেকে একাধিক সনদে সহীহভাবে প্রমাণিত। (মুসনাদ আহমাদ : ২/৩৭৮; সহীহ মুসলিম : ৮/২২৩)

বলেছেন,

مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ

“যার জন্য কল্যাণের দরজা খোলা হয়েছে, সে যেন সুযোগটি গ্রহণ করে। কারণ, তার জানা নেই কখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।”[১৭৩]

জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয়

[১১০৮] শাদ্দাদ ইবনু আওস থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ ও অকর্মণ্য সেই ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে কেবল আশা করে।”[১৭৪]

দ্বমরাহ ইবনু হাবীব থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَمَانَةُ وَالْخُشُوعُ حَتَّى لَا تَكَادُ تَرَى خَاشِعًا

“এই উম্মতের থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তুলে নেওয়া হবে তা হলো— আমানত ও আল্লাহর ভয়। অবস্থা এমন হবে যে, তুমি প্রায় আল্লাহকে ভয়কারী কোনো ব্যক্তিকে দেখবে না।”

মৃত্যুর স্মরণ না থাকলে অন্তর বিনষ্ট হয়ে যায়

[১১০৯] মালিক ইবনু মিগওয়াল থেকে বর্ণিত, “আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। তিনি তখন বললেন, ‘সে মৃত্যুর কথা কেমন স্মরণ করে?’ সাহাবিরা বলল, ‘আমরা তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে শুনিনি বা সে মৃত্যুর কথা তেমন বেশি স্মরণ করে না।’ তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘প্রবৃত্তির ইচ্ছাকে সে কতটুকু পরিহার করে?’ সাহাবিরা বলল, ‘সে

---

[১৭৩] সনদ মুরসাল।

[১৭৪] যঈফ। তিরমিযি : ২৪৫৯; ইবনু মাজাহ : ৪২৬০

দুনিয়াতে লিপ্ত।' তিনি বললেন, 'সে সেখানে তোমাদের সঙ্গী নয়।'"[১৭৫]

বর্ণনাকারী বলেন, "রবী ইবনু আবী রাশেদকে বলা হলো, আপনি কি বসবেন না? তিনি বললেন, 'মৃত্যুর স্মরণ যখন এক মুহূর্তের জন্যও আমার থেকে সরে যায়, তখন আমার অন্তর বিনষ্ট হয়ে পড়ে।' মালিক বলেন, 'তার থেকে অধিক চিন্তাগ্রস্ত কাউকে আমি দেখিনি।'"

নবিজির একটি দুআ

[১১১০] হাওশাব থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন এই বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন দুনিয়াবি বিষয় থেকে আশ্রয় চাই, যা উত্তম আমলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং এমন জীবন থেকেও আশ্রয় চাই, যা উত্তম মৃত্যুর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।"[১৭৬]

যিকরকারীদের পুরস্কার

[১১১১] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا جَلَسَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَجَلِّلُوهُمْ بِالرَّحْمَةِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا قَالَ: هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

"যখন মানুষেরা আল্লাহর যিকর করতে বসে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, 'আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তাদের আমার রহমত দ্বারা মর্যাদাবান করো।' ফেরেশতারা বলে, 'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তো অমুক ব্যক্তিও আছে।' তিনি বলেন, 'তারা এমন লোকজন, তাদের সাথে যে বসবে সে দুর্ভাগা হবে না।'"[১৭৭]

---

[১৭৫] যঈফ। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা : ৩৪৩২৮

[১৭৬] যঈফ।

[১৭৭] সনদ মুরসাল। তবে এই অর্থে বুখারি-মুসলিমে সহীহ হাদীস রয়েছে।

হাজ্জাজ ইবনু আসওয়াদ বলেন, "হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ক্ষুধার্ত হলে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নয় (স্ত্রীর) ঘরে খবর পাঠানো হলো। দেখা গেল কারও ঘরেই কোনো কাঁচা বা পাকা খেজুর নেই।"

নবিজি চালুনিকৃত আটার তৈরি রুটি খাননি

[১১১২] উরওয়া থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদকে সত্য নিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি প্রেরিত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো চালুনি দেখেননি ও চালুনিকৃত (আটার তৈরি) রুটি খাননি।"

উরওয়া বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে আপনারা যব খেতেন?" তিনি বললেন, "আমরা (খাওয়ার সময়) বলতাম, উফ! উফ!"

নবিজির পরিবারের অবস্থা

[১১১৩] আবূ হুরাইরা একবার ইবনুল আখনাসের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা সারীদ ও ভুনা গোশত খাচ্ছিলেন। তারা বললেন, "হে আবূ হুরাইরা, বসুন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী খাচ্ছেন?" তারা বলল, "আমরা সারীদ ও ভুনা গোশত খাচ্ছি।" তিনি বললেন, "তোমরা আবুল কাসীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর (মৃত্যুর) পর খাবার-দাবারে মগ্ন হয়ে গেছ।" তারপর তিনি কেঁদে বললেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের মাসের পর মাস কেটে যেত, কিন্তু কারও ঘরেই চুলা জ্বলত না। রুটি বানানো হতো না। রান্না হতো না।" তারা জানতে চাইল, "কী দিয়ে তারা জীবনধারণ করতেন?" তিনি বললেন, "পানি ও খেজুর দিয়ে। তার কিছু আনসারি প্রতিবেশী ছিল—আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন—তাদের কিছু দুগ্ধবতী পশু ছিল, তারা সেসব পশুর দুধ তাদের জন্য পাঠাতেন।"

তিনটা জিনিসের হিসাব হবে না

[১১১৪] হাসান বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ لَيْسَ عَلَى ابنِ آدَمَ فِيهَا حِسَابٌ: ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ وَطَعَامٌ يُقِيمُ صُلْبَهُ وَبَيْتٌ يَكِنُّهُ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ حِسَابٌ

"বানী আদমের তিনটা জিনিসের হিসাব হবে না। এমন কাপড়, যা দ্বারা সে লজ্জা নিবারণ করত। এমন খাবার, যা দ্বারা সে মেরুদণ্ড সোজা রাখত। এমন ঘর, যাতে সে আশ্রয় নিত। এর বাইরে অতিরিক্ত যা আছে, সেগুলোর হিসাব

হবে।"[১৭৮]

বান্দার কল্যাণ বা অকল্যাণ

[১১১৫] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا كَفَّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا بَثَّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَاقَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

"যখন আল্লাহ কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। তার অন্তরে প্রাচুর্যকে ঢেলে দেন। আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তাকে ধ্বংসে নিপতিত করেন এবং দারিদ্র্যকে তার সম্মুখে এনে দেন।"[১৭৯]

জান্নাতবাসীর সংবাদ

[১১১৬] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ

"আমি কি তোমাদের জান্নাতবাসীর সংবাদ দেবো না?"

তারা বলল, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।"

তিনি বললেন,

كُلُّ ضَعِيفٍ مُسْتَضْعَفٍ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

"প্রত্যেক দুর্বল, নিপীড়িত, দু-খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত এমন ব্যক্তি—যার প্রতি লোকেরা দৃষ্টিপাত করে না—অথচ সে আল্লাহর নামে শপথ করে ওয়াদা করলে, তিনি তা সত্যে পরিণত করেন।"[১৮০]

জান্নাতের দরজায় দুজন মুমিনের সাক্ষাৎ

[১১১৭] ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ

---

[১৭৮] সনদ মুরসাল।

[১৭৯] সনদ মুরসাল।

[১৮০] সনদ মুরসাল। তবে মুত্তাসিল সনদে সাহাবি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যঈফ সূত্রে এর অনুরূপ বর্ণিত আছে। (মাজমাউয যাওয়াইদ : ১০/২৬৫)

করেন,

الْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ وَمُؤْمِنٌ فَقِيرٌ كَانَا فِي الدُّنْيَا فَأُدْخِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةَ وَحُبِسَ الْغَنِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسَ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلَقِيَهُ الْفَقِيرُ فَقَالَ: يَا أَخِي مَاذَا حَبَسَكَ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ احْتُبِسْتَ حَتَّى خِفْتُ عَلَيْكَ، فَيَقُولُ: أَيْ أَخِي إِنِّي حُبِسْتُ بَعْدَكَ مَحْبِسًا قَطِيعًا كَرِيهًا مَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ حَتَّى سَالَ مِنِّي الْعَرَقُ مَا لَوْ وَرَدَ أَلْفُ بَعِيرٍ كُلُّهَا آكِلَةُ حَمْضٍ لَصَدَرَتْ عَنْهَا رِوَاءً

"দুজন মুমিনের জান্নাতের দরজায় দেখা হবে। তাদের একজন দুনিয়াতে ধনী ছিল অন্যজন ছিল দরিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, আর ধনী ব্যক্তিকে—আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা আটকে রেখে—তারপর জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। দরিদ্র ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করবে, 'হে ভাই, কেন তোমাকে আটকে রাখা হলো? আল্লাহর কসম, তোমাকে আটকে রাখা হলে আমি তোমার ব্যাপারে আশঙ্কা করেছিলাম।' তখন ধনী লোকটি বলবে, 'ভাই! তোমার পর আমাকে নির্দয় ও নিন্দনীয়ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল; তোমার এখানে আসতে আসতে আমার শরীর থেকে এত বেশি ঘাম ঝরেছে—যা এক হাজার তৃষ্ণার্ত উটের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যথেষ্ট!'"[১৮১]

একজন জান্নাতির বর্ণনা

[১১১৮] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ

"এমনও হবে যে, বান্দা অপরাধ করবে আর আল্লাহ তাআলা এর কারণেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কীভাবে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন?" তিনি বললেন,

يَكُونُ نُصْبَ عَيْنِهِ فَارًّا تَائِبًا حَتَّى يُدْخِلَهُ ذَنْبُهُ الْجَنَّةَ

"সে তার চোখের সামনে দিয়ে (প্রচণ্ড ভয়ে) তাওবা করতে করতে পলায়ন

[১৮১] যঈফ। মাজমাউয যাওয়াইদ : ১০/ ২৬৩

করবে। অবশেষে তার অপরাধই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"[১৮২]

আকাশের গর্জনে নবিজির ভীত হওয়া

[১১১৯] সাঈদ ইবনু মূসাইয়িব বলেন, "আকাশের গর্জন শুনলেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারায় (ভয়ের ভাব) পরিলক্ষিত হতো। অবশেষে যখন বৃষ্টি হতো তখন তার থেকে (ভয়ের ভাবটি) কেটে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার চেহারায় আমরা যা দেখলাম (ভীতিকর অবস্থা) তা কী?' তিনি বললেন,

إِنِّي لَا أَدْرِي أُمِرْتُ بِرَحْمَةٍ أَوْ بِعَذَابٍ

'আমি জানি না, আযাবের আদেশ করা হয়েছে নাকি রহমতের (ফলে আযাবের আশঙ্কায় তার চেহারায় ভীতির ছাপ ছড়িয়ে পড়ত)।'"[১৮৩]

সবচেয়ে বেশি বিপদে আক্রান্ত হন নবিগণ

[১১২০] উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তার কাপড়ের ওপর হাত রাখলাম। তো কাপড়ের ওপর দিয়েই জ্বরের উষ্ণতা টের পেয়ে বললাম, হে আল্লাহর নবি, আমি আপনার মতো এমন মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হতে কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন,

كَذَلِكَ يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمَنْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى يَتَدَرَّعَ بِالْعَبَاءَةِ مِنَ الْفَقْرِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْقَمْلُ حَتَّى يَقْتُلَهُ

'এভাবেই আমাদের অতিরিক্ত নেকি দেওয়া হয়। সবচেয়ে বেশি বিপদে আক্রান্ত হন নবিগণ। তারপর সৎলোকেরা। নবিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকেন যিনি দরিদ্রতায় আক্রান্ত হয়ে অবশেষে দরিদ্রতার পোশাক পরিধান করেন। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন, যার ওপর উকুন চাপিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে তা তাকে মেরেই ফেলে।'"[১৮৪]

---

[১৮২] মুরসাল। যঈফুল জামি : ১৫০৩; সিলসিলা যঈফা : ২০৩১

[১৮৩] মুরসাল।

[১৮৪] আবূ সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ : ৪২৪; হাকিম : ৪/৩০। (দেখুন, সিলসিলা সহীহাহ : ১৪৪)

জাহান্নামের ভয়ে মৃত্যুবরণ করা

[১১২১] মুহাম্মাদ ইবনু মুতাররিফ বলেন, "আমাকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন যে, একজন আনসারি যুবকের অন্তরে জাহান্নামের ভয় ঢুকে গেলে সে ঘরে বসে পড়ল। তখন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আগমন করলেন। সে দাঁড়িয়ে গেল এবং নবিজির সাথে কোলাকুলি করল। সে এমনভাবে হিক্কা তুলে কান্না করল যে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তখন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

جَهِّزُوا صَاحِبَكُمْ فَلَذَ خَوْفُ النَّارِ كَبِدَهُ

'তোমার সঙ্গীর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো। জাহান্নামের ভয় তার অন্তরকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে।'"[১৮৫]

যে দুই গুণের কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে

[১১২২] আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ: الْفَرْجُ وَالْفَمُ، وَأَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

"অধিকাংশ মানুষ যার কারণে জান্নাতে যাবে, তা দুই ধরনের জিনিস—আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র।"[১৮৬]

সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিনের পরিচয়

[১১২৩] আসাদ ইবনু ওয়াদাআ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মুমিন সর্বশ্রেষ্ঠ?"

তিনি বললেন,

مُؤْمِنٌ مَغْمُومُ الْقَلْبِ لَيْسَ فِيهِ غِلٌّ وَلَا حَسَدٌ

"এমন মুমিন, যার অন্তর চিন্তাযুক্ত। তাতে কোনো ধোঁকা বা হিংসা নেই।"

---

[১৮৫] যঈফ। তাখরীজুল ইহইয়া : ৪/ ১৮৫

[১৮৬] যঈফ। মুসনাদ আহমাদ : ২/২৬১; ইবনু মাজাহ : ৪২৪৬

সাহাবিরা বললেন, "আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে বলে আমরা জানি না। এরপর মুমিনদের মধ্যে কে উত্তম?"

তিনি বললেন,

الْمُؤْمِنُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ

"এমন মুমিন, যে দুনিয়ার হতে বিমুখ ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহী।"

এরপর সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহর নবি, রাফি ইবনু খাদীজ ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ এমন আছে বলে আমরা জানি না। এরপরে কোন মুমিন শ্রেষ্ঠ?"

তিনি বললেন,

مُؤْمِنٌ حَسَنُ الْخُلُقِ

"এমন মুমিন, যার চরিত্র সুন্দর।"[১৮৭]

আমল কাউকে মুক্তি দেবে না

[১১২৪] আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُنْجِيهُ عَمَلُهُ

"তোমাদের মধ্য থেকে কাউকেই তার আমল মুক্তি দেবে না।"

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, "আপনাকেও না, হে আল্লাহর রাসূল?"

তিনি বললেন,

وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَلَكِنْ اغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْئًا مِنَ الدُّلْجَةِ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُونَ

"আমাকেও না। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে তার রহমতের দ্বারা আবৃত করে রাখবেন। তোমরা সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশ (ইবাদাতের ভেতর)

[১৮৭] যঈফ। এর সনদে ফারজ ইবনু ফুদালাহ রয়েছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে তিনি যঈফ।

অতিবাহিত করো। তাহলেই তোমরা কাঙ্ক্ষিত মানযিলে পৌঁছতে পারবে।"[১৮৮]

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তার জন্য আমলের সুযোগ করে দেন

[১১২৫] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ

"যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে আমলের সুযোগ করে দেন।"

সাহাবিরা জানতে চাইল, "হে আল্লাহর রাসূল, কীভাবে আমলের সুযোগ করে দেন?"

তিনি বললেন,

يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ

"তাকে মৃত্যুর পূর্বে ভালো কাজ করার তাওফীক দেন। অতঃপর সেই অবস্থাতেই তাকে মৃত্যু দেন।"[১৮৯]

শ্রেষ্ঠ হওয়ার মাপকাঠি হলো তাকওয়া

[১১২৬] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবি অন্য আরেকজনকে তার মায়ের কথা বলে মন্দ কিছু বলল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনলেন। তিনি তখন বললেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتَ بِأَفْضَلَ مِمَّنْ تَرَى مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُمْ بِالتَّقْوَى

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে লাল বা কালো (মানুষদের) দেখছ তাদের কারও থেকে তুমি উত্তম নও। তোমাদের শ্রেষ্ঠ হওয়া নির্ধারণ হবে তাকওয়ার মাধ্যমে।"[১৯০]

---

[১৮৮] সহীহ। বুখারি : ৬৪৬৩; মুসলিম : ৬৯৭৩

[১৮৯] সনদ সহীহ। মুসনাদ আহমাদ : ১২,০৩৬

[১৯০] সনদ যঈফ।

আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য

[১১২৭] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَعْدِلُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَدْيًا مِنَ الْغَنَمِ

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য একটা ছাগলছানার সমপরিমাণও নয়।"[১৯১]

অধিক সম্পদ প্রকৃত প্রাচুর্য নয়

[১১২৮] আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি বলেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

"অধিক সম্পদ প্রকৃত প্রাচুর্য নয়। প্রকৃত প্রাচুর্য হলো অন্তরের প্রাচুর্য।"[১৯২]

হালাল বস্তু ভক্ষণের গুরুত্ব

[১১২৯] শাদ্দাদ ইবনু আউসের বোন উম্মে আবদুল্লাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ইফতারের সময় এক বাটি দুধ পাঠালেন। তখন ছিল লম্বা দিন ও প্রচণ্ড গরমের সময়। যাকে দিয়ে তিনি তা পাঠালেন তাকে নবিজি ফিরিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন—সে এই দুধ কোথায় পেয়েছে? তিনি জানালেন, "আমার একটা বকরির দুধ এটি।" তাকে নবিজি আবার ফিরিয়ে দিলেন জিজ্ঞেস করতে, "এই বকরি সে কোথায় পেয়েছে?" তিনি জানালেন, "আমি নিজ সম্পদ দিয়ে তা ক্রয় করেছি।" তখন তিনি তা পান করলেন। পরবর্তী দিন উম্মু আবদুল্লাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, লম্বা দিন আর প্রচণ্ড গরমের কারণে সহানুভূতিশীল হয়ে আমি আপনার কাছে ওই দুধটুকু পাঠিয়েছিলাম।" তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أُمِرَتِ الرُّسُلُ قَبْلِي أَنْ لَا تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَعْمَلَ إِلَّا صَالِحًا

"আমার পূর্ববর্তী রাসূলদের আদেশ করা হয়েছিল, যেন তারা কেবলই হালাল বস্তু ভক্ষণ করে এবং শুধু সৎ কাজই করে।"[১৯৩]

---

[১৯১] সনদ মুরসাল।

[১৯২] সহীহ। বুখারি : ৬৪৪৬; মুসলিম : ২৩৮২

[১৯৩] সনদ হাসান। মুস্তাদরাক হাকিম : ৪/১২৫; এর সমর্থনে বেশ কিছু সহীহ হাদীসও রয়েছে।

দুনিয়ার নিআমাত

[১১৩০] মাইমুন বলেন, "দুনিয়ার নিআমাতের মধ্যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল স্ত্রী ও হালাল বস্তুই পেয়েছিলেন।"

উত্তম আমল

[১১৩১] হাসান থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন আমলটি উত্তম?" তিনি বললেন,

تَمُوتُ يَوْمَ تَمُوتُ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"যেদিন তুমি মারা যাবে, সেদিন এমনভাবে মারা যাবে যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকরের দ্বারা সতেজ থাকে।"[১৯৪]

মানুষ দুনিয়া থেকে দূরে সরবে না

[১১৩২] আতা ইবনু ইয়াসার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

أَتَتْنِي الدُّنْيَا خَضِرَةً حُلْوَةً وَرَفَعَتْ رَأْسَهَا وتَزَيَّنَتْ لِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُرِيدُكِ فَقَالَتْ: إِنْ انْفَلَتَّ مِنِّي لَمْ يَنْفَلِتْ مِنِّي غَيْرُكَ

"দুনিয়া আমার কাছে সবুজাভ ও মিষ্ট হয়ে আগমন করেছে। সে তার মাথা উঁচু করেছে ও আমার জন্য সুসজ্জিত হয়েছে। তখন আমি তাকে বললাম, 'আমি তো তোমাকে চাই না।' সে বলল, 'যদি আপনি আমার থেকে দূরেও সরেন, অন্যরা কিন্তু দূরে সরবে না।'"[১৯৫]

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস কাফিরদের জন্য

[১১৩৩] হাসান ইবনু মালিক বলেন, "আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তখন তিনি দড়ি দিয়ে বাঁধা বালির বস্তার খাটের ওপর শুয়ে ছিলেন। তার মাথার নিচে একটা চামড়ার বালিশ। যার ভেতরে শুকনো ঘাস ভরা ছিল। তখন তার কাছে আরও একাধিক সাহাবি এলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন করলে তিনি একটু সরে গেলেন। তখন তিনি নবিজির দু-পাশে ও রশির মাঝে কোনো কাপড় না

---

[১৯৪] যঈফ। আয-যুহদ, ইবনুল মুবারক : ১১৪১

[১৯৫] মুরসাল।

থাকায় পার্শ্বদেশে দড়ির দাগ পড়ে গেছে দেখতে পেলেন। এতে করে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু অশ্রুসজল হলেন। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'হে উমার, তুমি কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম—আমি কাঁদছি কারণ হলো—আমি খুব ভালো করে জানি যে, আপনি আল্লাহর কাছে পারস্য ও রোম সম্রাটের থেকেও বেশি সম্মানিত। অথচ তারা দুনিয়াতে (আরাম-আয়েশে) যেভাবে জীবন কাটানোর কাটাচ্ছে। আর আপনি আল্লাহর রাসূল হয়েও যে অবস্থায় (দুঃখ-কষ্টে) জীবন কাটাচ্ছেন, তা তো আমি দেখলামই।' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া হবে আর আমাদের জন্য হবে জান্নাত?' তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'বিষয়টি তেমনই।'"[১৯৬]

জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি

[১১৩৪] নুমান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا

"নিশ্চয়ই জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি যার হবে, তার জন্য দুইটি আগুনের জুতা ও ফিতা থাকবে। সেগুলোর প্রভাবে তার মগজ (গরমে গলে) টগবগ করতে থাকবে, যেভাবে ডেগচি টগবগ করে থাকে। সে মনে করবে, তার চেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি আর কারও হচ্ছে না। অথচ তার শাস্তিটা হলো সবচেয়ে হালকা।"[১৯৭]

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অপছন্দ করা

[১১৩৫] হাসান থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গোশত মাথায় হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' সে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর বরকত।' তিনি বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তা আল্লাহর আযাব।' তারপর তিনি বললেন, 'হায় আফসোস! হায় আফসোস!'"

কুরআন পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা

[১১৩৬] হাসান থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তোমরা

---

[১৯৬] সনদ সহীহ। মুসনাদ আহমাদ : ১২,৩৫৭; বুখারি : ২৪৬৮; মুসলিম : ১৪৭৯

[১৯৭] সহীহ। মুসনাদ আহমাদ : ৫৯৪২; বুখারি : ১১৫৬২

কুরআন পড়ো এবং এর মাধ্যমে সেসব লোকদের আগেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। যারা এটি পড়ে, তার মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রার্থনা করবে।"

দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাত প্রত্যাশী মানুষের খোঁজ

[১১৩৭] মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, কেউ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাত প্রত্যাশী মানুষেরা?" তিনি তখন বললেন, "আমি তোমাকে তাদের খোঁজ দিতে পারব না।"

আসেম বলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এক ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে শুনে তার হাত ধরে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবূ বাকর ও উমারের কবরের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, তাদের কথাই তুমি জানতে চাচ্ছ।"

কবর মানুষের বাড়ি

[১১৩৮] হাসান থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনু আবুল আস সাকাফি কোনো এক জানাযাতে অবস্থানকালে একটি বিধ্বস্ত কবরের পাশে গিয়ে বসলেন। সেখানে ওই কবরস্থ ব্যক্তির পরিবারের একজনও ছিল। তিনি বললেন, "হে অমুক।" সে ব্যক্তি তার কাছে আসার পর তিনি বললেন, "সেখানে যাও।" সে বলল, "এটা তো একটা সংকীর্ণ, শুষ্ক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। সেখানে কোনো খাবার-পানীয় বা স্ত্রীজন নেই।" (এই কথা শুনে) তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, এটা তোমার বাড়ি।" সে ব্যক্তি বলল, 'আপনি সত্য বলেছেন। তবে শপথ আল্লাহর! আমি এ কবরের কাছে আরেকবার এলে, সেখান থেকে[১৯৮] জিনিসপত্র এখানে নিয়ে আসব।' (তিনি বললেন) 'এমনটি কোরো না'[১৯৯]।[২০০]

সর্বাগ্রে যারা আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে

[১১৩৯] কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَتَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"তোমরা কি জানো কারা সর্বাগ্রে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে?"

---

[১৯৮] অর্থাৎ বর্তমান বাড়ি থেকে।

[১৯৯] অর্থাৎ এমনটি না করে, বরং নেক আমলের মাধ্যমে কবরকে সুখকর বানানোর চেষ্টা করো।

[২০০] দ্রষ্টব্য : ইবনু রজব, আহ্ওয়ালুল কুবূর, পৃ. ২২৫

সাহাবিরা বলল, "আল্লাহ ও তার রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।" তিনি বললেন,

الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ

"যাদের অধিকার দেওয়া হলে, গ্রহণ করে নিত। যখন তা চাওয়া হতো, দান করে দিত। এবং মানুষের জন্য যেমন ফায়সালা করত, নিজেদের জন্যও তেমনটিই করত।"[২০১]

দুনিয়াতে যেমন কর্ম আখিরাতে তেমন ফল হবে

[১১৪০] আবূ উসমান আন-নাহদি থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلِ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ

"দুনিয়াতে যারা সৎকর্মশীল তারা আখিরাতেও সৎকর্মশীল। আর দুনিয়াতে যারা অসৎকর্মশীল আখিরাতেও তারা অসৎকর্মশীল।"[২০২]

সমাপ্ত

---

[২০১] যঈফ। মুসনাদ আহমাদ : ২৪৩৭৯; যঈফুল জামি : ১০১

[২০২] সহীহ।